সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ১ সংখ্যা। } ১লা মাঘ, মঙ্গলবার, ১৮০৬ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।• মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে শান্তিদাতা পরমেশ্বর, দেখিতে দেখিতে এক বৎসর অতীত হইল। অতীত বৎসরে তুমি যদি শান্তি না দিতে তাহা হইলে জীবন ধারণ একান্ত সুকঠিন হইত। প্রভো, তোমার নিকটে বিনা প্রার্থনায় অনেক শান্তি লাভ করিয়াছি, শান্তির জন্য প্রার্থনা করিয়া কি করিব? আগামী বৎসরে কি সঞ্চিত আছে, তুমি জান। তোমার গভীর অভিপ্রায়ে যাহা আছে, তাহাই হইবে, তবে ভীত চিত্ত যে ভয় দর্শন করিতেছে তদনুসারে তোমার নিকটে আমরা প্রার্থনা করিতে উপস্থিত। ভবিষ্যতের গর্ভ আমাদিগের নিকটে অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্ধকার দেখিলেই বালকেরা ভীত হয় কিন্তু ধন্য তাহারা যাহারা অন্ধকার মধ্যে জননীর কর ধারণ করিয়া নির্ভয় চিত্তে বিচরণ করে। যদি পরীক্ষা বিপদ ঘোর আকার ধারণ করিয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, মাতঃ, আমরা কি ভীত হইব? ভীত হইলে তোমার প্রতি বিশ্বাস রহিল কোথায়? নিন্দা ঘৃণা অপমান যত আসুক না, জননি, তোমার মুখপানে তাকাইয়া সে সকল যদি আমরা বহন করিতে না পারি, তন্মধ্যে আনন্দ অনুভব করিতে না পারি, তাহা হইলে কি হইল? যদি তোমার আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া বিপদ আসে, তাহাতে আমাদিগের মস্তকোপরি তোমার শুভাশীর্ব্বাদই বর্ষিত হইবে। তোমার আদেশ জন্য যে ক্লেশ বহন করিতে হয়, তাহাতে আমাদিগের বিশ্বাস ভক্তি জীবন অগ্রসর হইয়া যায়। রোগ শোক বিপদ্ মৃত্যু ভবিষ্যতে যাহা কিছু সঞ্চিত থাকুক, সে সকল তোমার কৃপায় আমাদের তোমার সঙ্গে যোগ আরও বর্দ্ধিত করিয়া দিক। আমরা জানি, ঘোর বিপদ্ পরীক্ষা না আসিলে আমাদিগের অপরিপক্ব জীবন কিছুতেই পরিপক্ব হইবার নহে; আমাদিগের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইবার নহে। আমরা ইহা জানিয়াই তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, প্রভো, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমাদিগকে পরিপক্ব করিবে বলিয়া তুমি সমাগত বর্ষকে আমাদিগের পক্ষে ঘোর পরীক্ষার করিবে, তবে তাহাই হউক। এই সকল পরীক্ষার চাপে যাহাতে আমাদিগের হৃদয় মন প্রাণ তোমার গভীর প্রেমের সাগর মধ্যে ডুবিয়া যায় আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। সম্মুখে পরীক্ষা দর্শন করিয়া আমরা বৎসর আরম্ভ করিলাম, দেখিও যেন পরীক্ষায় পড়িয়া আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত না হয়, ভয় পাইয়া তোমার চরণ ছাড়িয়া না দি, তোমার আদেশ হইতে অনু-

মাত্র বিচলিত না হই, শরীরে যত ক্ষণ শোণিত আছে, তাহার এক এক বিন্দু ফেলিয়া যেন তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি, দীনবৎসল, তুমি আমাদিগের এই অভিলাষ পূর্ণ কর এই তোমার নিকটে ভিক্ষা।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা

হে হৃদয়ের মিত্র, হে জীবনের রক্ষক, আমরা নিতান্ত মূর্খ, তাই অনেক বিষয়কে মন্দ বলি, যাহারা আমাদের বন্ধু, তাহাদিগকে ঘোর শত্রু মনে করি। অধিক বয়স আমাদের অপ্রিয়। বার্দ্ধক্য আমাদের মনে অপ্রিয় বস্তু। রোগ আমাদের অসহ্য, ইহাকে আমরা ভালবাসি না। ভগবান্, পৃথিবীর যাবতীয় শোক, বিপদ, অন্ধকার, ইহাদিগকে আমরা একেবারে বিদায় দিতে ইচ্ছা করি। দিন লাগে ভাল, রাত্রি মন্দ। যৌবনের হাসি খুসি ভাল; বার্দ্ধক্য ভাল লাগে না। বসন্তকালের প্রফুল্ল কুসুম নয়নের যেমন প্রিয়, শীতকালের সৌন্দর্য্য রহিত জগৎ তেমন নহে। আমরা হইয়াছি বিচারক। এটা ভাল, এটা মন্দ বলি, অথচ জানি দুইই মার হাত হইতে। উপাসনার সময় ভাল লাগে, আপিসে বড় কষ্ট পেতে হয়। দয়াময়, দেখ অনেক সত্য দ্রব্য মূর্খের কাছে মন্দ লাগে। যখন ভাল প্রস্ফুটিত হয় তখনি বুঝিতে পারা যায়। অমৃতসাগরে যে ভাসে সে যদি চিৎ হয়ে সাঁতার দেয়, তার পিঠে লাগে, উপুড় হলে সাম্‌নে লাগে। ভাসা তত সুখ নয়, ডোবা যত। ডুবিব স্বীকার, কিন্তু যদি ভার না পড়ে? দুঃখের ভার যদি একটি না আসে তবে কেমনে ডুবিব? হাসি অন্তরের উপরে, ভিতরে ত নয়। আনন্দময়ি, আমাদের মনে ভার পড়ুক। যত বার্দ্ধক্য হইতেছে, যত রোগ বাড়িতেছে, তত মন তোমার দিকে চায়। শুধু চায় কেন? সেই ভারে ডোবে। হে ভগবান্, ভারের রহস্য কে বুঝে? যদি একটা রোগ আসে মুখ ভার হয়, বিরক্ত হই; বলি, কুড়ি বছর পূজা করিলাম দুঃখের জন্য, একতারা বাজাইয়া গান করেছি এইজন্য। দে ভগবতীকে তাড়াইয়া; কিন্তু মা, এখন বুঝিতেছি যাই হোক তোমার হাতটা মিষ্ট। উহা হইতে যাই আসুক তাই সুখ। যখন দুঃখের ভার জীবনতরীতে পড়ে, আস্তে আস্তে তরী ডুবে যায়। আরোহীর কত সুখ। এ কি মজা, আগে জান্‌তাম না। আগে জান্‌তাম ভাসা মজা, ডুবা দুঃখ। কিন্তু এখন দেখি মজার তরী মজার সাগরে ডুবেই সুখী। গভীর জলের ভাব কে বুঝে? উপরে যে থাকে গভীর জলে মকর কি করে তাকি সে জানে? হে ভগবান্, দুঃখের ভারে মনটা তোমাতে খুব ডুবে গেল। চল্লিশ অপেক্ষা পঞ্চাশ ভারী, যাট আরো, যৌবনে এ মজা নাই। নীচেই মজা, উপরে গরম; নীচে এস, শান্ত, ঠাণ্ডা, শীতল। আর যত বড় মকর, সবার সঙ্গে এখানেই দেখা। ঈশা মকর, মুসা মকর। আর উপরে সব অল্প ভক্ত চিংড়ী মাছের মত লাফাচ্ছে। এই সকলের সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের লোকের দেখা। তাই বলি, মা এ কি? বড় বড় মকরের সঙ্গে দেখা হল না? হেঁসে বলিলে "আগে ভার পড়ুক, তবে তা হবে।" তাঁরা কি কি এখানে থাকেন? গভীর জলে তাঁদের বাস। ভার না হলে কি হবে? ভার কে দেবে? এখন বয়স এলেন ভার নিয়ে, রোগ এলেন থান দশ পাতর নিয়ে। সংসারের পরীক্ষা বিপদ্ এলেন কতকগুলো পাতর নিয়ে; দিলেন আমার নৌকায় ফেলে। এবার মজা, তরী আপনাপনি ডুবিল। মা, খুব ডুবিলাম; প্রেমে, আনন্দে, বিশ্বাসে, ভক্তিতে মন মজা করে ডুবিতেছে। মা, এ জায়গায় কত মজা; যত বড় বড় মকর এখানে। আঃ এ জায়গা ছেড়ে উপরের তাতের জলে কি আমার গৌর যাবেন? ভক্ত সঙ্গে দেখা

লোকের ঐ জন্যই হয় না। গভীর জলে না এলে কি ভক্ত দেখা যায়? মা, কি আশ্চর্য্য! রোগ, শোক, দুঃখ,—একেও সুখের সোপান করে দিলে। মা, তোমার হাত কি! এই দুঃখের কারাগার তোমার করস্পর্শে সুখের আগার হল। মা শোকের আগুন অমৃত সরোবরে ডুবাইল। মা, তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমরা যোগের সাগরে, ভক্তির সাগরে, প্রেমের সাগরে সকল ভাই ভগ্নী মিলিয়া দিন দিন গভীর হইতে গভীরতর স্থানে ডুবিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নব বর্ষ।

আমাদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব এক বৎসর অতিক্রম করিয়া পুনরায় নূতন বর্ষে প্রবেশ করিল। গত বৎসরের মত শোক দুঃখের বর্ষ ইহার সম্বন্ধে আর কোন কালে হয় নাই হইবে না। যাঁহার স্নেহ মমতা ধর্ম্মতত্ত্বের এক মাত্র অবলম্বন ছিল তিনি গত বর্ষে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া দৃশ্য জগৎসম্বন্ধে অদৃশ্য হইলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব তাঁহার অদর্শনে স্বয়ং তৎসঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইত, যদি ইহার বাস চিরকাল অদৃশ্য জগৎ লইয়া না হইত। আচার্য্যদেবের দেহের তিরোধানে, ধর্ম্মতত্ত্ব বাহ্যসম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত নিঃসন্দেহ, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব যে শক্তিতে বিধৃত, সেই শক্তির অভ্যন্তরে আচার্য্যদেবের অবস্থিতিতে ইহার সে বল সে শক্তির অভাব হইল না। যত দিন পৃথিবী থাকিবে, তত দিন সেই বল ইহার অনুকূল হইয়া কার্য্য করিবে। আচার্য্যদেবের সহিত ধর্ম্মতত্ত্বের নিত্য যোগ অক্ষুণ্ণ রহিল, ইহা তাঁহারই হইয়া চির দিন কার্য্য করিবে, অন্য কাহারও নহে। তাঁহার সত্য তাঁহার ভাব, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার দর্শন, ইহার চিরকালের উপজীবিকা, সে উপজীবিকার ক্ষতি ইহার হয় নাই হইবে না। প্রকাশিত সত্য, ভাব, জ্ঞান ও দর্শনের অনন্তত্ব ইহাকে চিরকাল ধারণ করিয়া স্থিতি করিবে, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া আমরা প্রশান্ত হৃদয়ে নব বর্ষে প্রবেশ করিতেছি।

ধর্ম্মতত্ত্ব এত কাল আপনার স্বাতন্ত্র্য রাখিয়া কার্য্য করিয়া আসিয়াছে, ইহার সে স্বাতন্ত্র্য কোন কালে বিলুপ্ত হইবে না। আমরা স্বাতন্ত্র্য বলিতেছি বলিয়া ইহা বুঝাইতেছে না যে, ইহার কোন বাধ্য বাধকতা নাই। ধর্ম্মতত্ত্ব চিরকাল প্রেরিতবর্গের হৃদয়ের অভিব্যঞ্জক হইয়া কার্য্য করিয়াছে, নব বর্ষে প্রবেশ কালে সে সেই রূপেই সাধারণের নিকটে উপস্থিত হইতেছে। সাধারণের মতামত অনুসরণ করিয়া চলা ইহার ব্রত নহে, ইহাই ইহার স্বাতন্ত্র্য। পাক্ষিক আকারে বাহির হইবার সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অধীনতা পরিহার করিয়া ইহার অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহার অর্থ এই যে, ইহার প্রচারিতব্য বিষয় সাধারণের মতাপেক্ষী না হইয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে প্রকাশ করিবে। অপরে এতৎসম্বন্ধে কি বলিবে ইহা ভাবিয়া, ঈশ্বর যাহা প্রচার করিতে বলেন, তাহার প্রচার হইতে ইহা কোন কালে ক্ষান্ত থাকে নাই, কোন কালে ক্ষান্ত থাকিবে না। বিগত বর্ষ হইতে এই স্বাধীনতা ইহার অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইয়াছে, সে জন্য আমরা দুঃখিত নহি, কেন না এই স্বাধীনতা না থাকিলে, আমাদিগের পত্রিকার প্রাণাপগম অনিবার্য্য।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে পাঠকবর্গ মনে করিবেন, ধর্ম্মতত্ত্ব তাহা হইলে ব্রাহ্ম সাধারণকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনি আপনার ইচ্ছামত চলিতে যখন অভিপ্রায় করে, তখন সাধারণের ইহার সঙ্গে যোগ রাখিবার প্রয়োজন কি? পাঠকবর্গ যদি এরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহারা আমাদিগের প্রতি একান্ত অবিচার করিলেন আমরা বলিব। ইহাকে যদি তাঁহারা অগ্রাহ্য করা

মনে করেন, তাহা হইলে গ্রাহ্য করা কাহাকে বলে তাহা বুঝা লইয়া আমাদিগের সঙ্গে একান্ত মতভেদ উপস্থিত হইল এইমাত্র। আমরা সাধারণকে অতিমাত্রায় গ্রাহ্য করি বলিয়াই এরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। সাধারণের সেবা করা আমাদিগের ব্রত, আমরা যেরূপে সেবা করিবার জন্য নিয়োজিত, আমরা সেই রূপে সেইভাবে তাঁহাদিগের সেবা করিব, অন্য প্রকারে নহে। সকল দাস সকল কর্ম্ম করিতে পারে না, যে দাস দ্বারা যে কার্য্য হইতে পারে নিপুণ প্রভু তাহাকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করেন। আমাদিগের প্রভু আমাদিগের উপযোগিতা জানিয়া তদনুরূপ সাধারণের সেবায় আমাদিগকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আমরা নিয়োগপত্রানুসারে সেবা করিব, যাঁহারা সেবা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা আমাদিগের নিয়োগপত্র দর্শন করিয়া তদনুরূপ সেবা লইবেন আমাদিগের স্বাতন্ত্র্যের অর্থ এই, তদ্ভিন্ন ইহার অন্য কোন অর্থ নাই।

নব বর্ষের প্রারম্ভে আমাদিগের মনের কথা চাপিয়া রাখিবার আর সময় নহে ইহা বুঝিয়া আমরা সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি। যখন আমরা বলি, সাধারণের মতামত গ্রহণ করিয়া চলা আমাদিগের পত্রিকার নির্দ্দিষ্ট পন্থা নহে, তখন আমরা এই বলি, ঈশ্বরের আদেশ ঈশ্বরপ্রেরিত জ্ঞান আমাদিগের নিয়ামক, একমাত্র তদনুসরণ করিতে আমরা বাধ্য। যদি আমরা বলিতাম, আমরা আমাদিগের নিজ বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া যথাসাধ্য সকলের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছি, তাহা হইলে আমরা সাধারণের সহায়তা পদে পদে গ্রহণ করিয়া চলিতাম। বোধ হয় আমরা তাঁহাদের মতামতের যেরূপ অনুগত দাস হইয়া চলিতাম, তেমন আর কেহ পারিতেন কি না সন্দেহ। আমরা জন্মদাস, সুতরাং যে প্রকার দাসত্ব আমরা স্বীকার করি, প্রাণপণে তাহার অনুসরণ করা আমাদিগের প্রাণগত ব্রত। আমরা অনেক লোককে দেখিয়াছি যাঁহারা সাধারণের মতামতের উপরে আপনাদিগের সমুদায় রাখিয়া দেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাঁহারা এরূপে একান্ত বাধ্য ভৃত্যের ন্যায় কর্ম্ম করিতে পারেন না। সাধারণের মধ্যে যাঁহাদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের রুচি, প্রবৃত্তি প্রভৃতির মিল হয়, কেবল তাঁহারা তাঁহাদিগকেই অনুসরণ করেন। এই জন্য আমরা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি, মুখে অনেকেই বলেন আমরা সাধারণের মতে চলি, ফলে তাঁহারা আপনাদের রুচি আদির অনুবর্ত্তন করেন। যাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সাধারণকে নিজ নিজ মতে প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে উপলক্ষ করিয়া আত্মমতে চলেন। এই সকল দেখিয়া আমরা বুঝিয়াছি, যাহা সত্য তাহাই প্রকাশ করিয়া বলা ভাল, ইহার মধ্যে ছলবঞ্চনা ধর্ম্মানুমোদিত নহে। আমরা যাহা তাহাই প্রকাশ করিতে চাই, ইহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা করা আমাদিগের শাস্ত্রে নহে।

গত বর্ষে আমাদিগের গৃহে যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহারই বীজ অবস্থিতি করিতেছে। আমরা এক বর্ষ কাল শান্তির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি, কিন্তু মূল বিষয়ে একতা ভিন্ন সে শান্তি কত দূর স্থিরতর শান্তি হইবে, আমরা বলিয়া উঠিতে পারি না। শ্রীদরবার ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে চলিবেন, জনসাধারণের সিদ্ধান্ত তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না, সমুদায় বিচ্ছেদের ব্যাপার এই এক বিষয়ে ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিষয় শ্রীদরবার স্বাধীন ভাবে ঈশ্বর প্রত্যাদেশে স্থির করিবেন, সেস্থলে অন্যের হস্তক্ষেপ করা অধিকারবিরুদ্ধ। যদি কাহারও তদ্বিষয়ে অনভিমত হয়, তিনি যত দিন বুঝিতে না পারিবেন, তত দিন নিজ দায়িত্বে স্বাধীনতার অনুসরণ করিয়া চলিবেন,

কিন্তু কোন প্রণালী অবলম্বন করিয়া শ্রীদরবারের স্থির সিদ্ধান্ত বিপর্য্যস্ত করিতে প্রয়াস পাওয়া তাঁহার পক্ষে বিগর্হিত। যিনি এরূপ করিতে যত্ন পান তিনি আর কিছু মনে না করুন ইহাও যেন মনে করেন, এতদ্দ্বারা আমাদিগের মণ্ডলীর স্থির প্রতিষ্ঠিত নিয়ম বিঘটিত করিতে তিনি উদ্যোগ করিতেছেন।

গতবর্ষের আন্দোলনসম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না, তৎসম্বন্ধে নির্ব্বাক্ থাকাই শ্রেয়স্কর। আমাদিগের লিখিত কোন কোন বিষয় অর্থান্তরে বা ভাবান্তরে অনেকে গ্রহণ করিয়াছেন, আন্দোলনের সময়ে এরূপ পরিগ্রহ অস্বাভাবিক নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমাদিগের দুঃখ করিবার কোন অধিকার নাই। কোন আন্দোলন বৃথা সমুপস্থিত হয় না, এ আন্দোলন দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য আরও সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, আমরা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে দেখিতেছি। বিচ্ছেদ চিরবিচ্ছেদ আমাদিগের গৃহে অসম্ভব, ইহা জানিয়া আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আন্দোলনের ক্লেশ বহন করিয়াছি, এবারও তাহাই করিতে হইল এই মাত্র। বিধাতা পুরুষ নিজ গূঢ় অভিপ্রায়ানুসারে সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিবেন, এই আশা করিয়া আমরা নববর্ষে পদার্পণ করিলাম, উপস্থিত বর্ষ শান্তি ও সম্মিলনের বর্ষ হউক, ইহাই আমাদিগের কামনা।

উৎসবের প্রারম্ভ।

গতবর্ষে আমরা উৎসব করিতে পারি নাই, এ বর্ষে আমরা উৎসবে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু আমাদিগের চতুর্দ্দিগ্বর্ত্তী আকাশ পরিষ্কার নহে। আকাশের অবস্থা যেরূপ কেন হউক না, আমাদিগের জননীর যে কৃপা আমরা ক্রমান্বয়ে সম্ভোগ করিতেছি, সেই কৃপা আমাদিগকে উৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাই আমরা সমুদায় ভয় ভাবনা পরিহার করিয়া বিনীত ভাবে উৎসবে প্রবেশ করিলাম। বৎসরের সমুদায় ব্যাপারে আমরা এক মাত্র ঈশ্বরের কৃপার উপরে নির্ভর করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। উৎসবে আনন্দ শান্তি নূতন সম্পদ লাভ, আমরা কেবল সেই এক ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিকট আশা করি। ১৮ পৌষ হইতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি দিন শ্রীআচার্য্যদেবপ্রতিষ্ঠিত নবদেবালয়ে উৎসবারম্ভক উপাসনা হয়। প্রথম দিন নবদেবালয় প্রতিষ্ঠার দিন। সে দিনের প্রাতঃকাল আমাদিগের নিকটে অতি গম্ভীর ভাবে উপস্থিত হয়। এ সেই দিন যে দিন শ্রীআচার্য্যদেব প্রাতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে বলিয়া বাতায়নে দাঁড়াইয়া সমুদায় অবলোকন করিতেছিলেন, অবলোকন করিতে করিতে মনের আবেগে বন্ধুগণের সাহায্যে নিম্নে অবতরণ করিয়া আসিয়াছিলেন। আমাদিগের স্মৃতিপথে সে সকল উদিত হইয়া সমুদায় তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইল। সেই ভাবে সঙ্কীর্ত্তন, সেই ভাবে গৃহ প্রবেশ, সেই ভাবে তাঁহার গৃহ প্রতিষ্ঠার প্রার্থনা পঠিত হয়। এ প্রতিষ্ঠা কার্য্যের সাংবৎসরিক বৎসরে বৎসরে এই ভাবে সম্পন্ন হইবে, এরূপ আমরা আশা করি।

১৮ পৌষ হইতে প্রতিদিন যে দিন যে বিষয় লইয়া উপাসনা হইবার কথা সে দিন সেই বিষয় লইয়া উপাসনা হয়। শ্রীআচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ জন্য ২৪ পৌষ বৃহস্পতিবার এবার বিশেষ দিন। ২৫ পৌষ জাগরণ হয়। উপাসনা প্রার্থনা এবং যোগে রজনী অতিবাহিত করিয়া পর দিন আচার্য্যদেবের শয়নগৃহে স্তোত্রপাঠ হয়। তদনন্তর সঙ্কীর্ত্তনান্তে উপাসনা আরম্ভ হয়। বন্ধুবর্গ আসিয়া নব দেবালয় পূর্ণ করিলেন। আরাধনা, ধ্যান ও সাধারণ প্রার্থনার পর যে সময় শ্রীআচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণ সেই ১০ ঘটিকার সময় তৎসূচক শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি হয়। এই সময়ে

যে প্রার্থনা হয়, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুবিজয় যোগবিকশিত মুখ সকলের নিকটে প্রতিভাত হয়। আচার্য্যদেব সমুদায় জীবনে ক্লেশ দুঃখ বিপদ্ বহুবিঘ্নের অভ্যন্তরে কি প্রকারে সত্যের জয়ঘোষণা করিতে হয় তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার জীবন প্রশান্ত যোগিজীবন। আকাশে সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলে যেমন তাহা অবাধে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়, অথচ কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না, তেমনি তাঁহার হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ সহস্র শাণিত বাণ নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে, অথচ তাহার চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই। অগাধ ক্ষমা অগাধ সহিষ্ণুতা জননীর বক্ষ হইতে তাঁহাতে নিয়ত প্রবাহিত হইত কেবল তাহা নহে, এই সকলের সঙ্গে ঘনতর গাঢ়তর আনন্দ তাঁহাকে নিয়ত উৎফুল্ল করিয়া রাখিত। অন্যান্য বিধান ক্ষমা সহিষ্ণুতা ধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়াছে, কিন্তু ভয়ানক আক্রমণ, রোগযন্ত্রণা, আপদ ক্লেশের মধ্যে মাতৃক্রোড়স্থ নির্ভীক শিশুর ন্যায় আনন্দে স্থিতি করা এ দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় নাই। এ বিধানের এই বিশেষ ভাব বিশেষরূপে সকলের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার জন্য দুঃসহরোগযন্ত্রণা আসিয়া আচার্য্যদেবকে আশ্রয় করিয়াছিল। আমরা সকলেই দেখিয়াছি, এই অবিষহ যন্ত্রণা মধ্যে তিনি কেমন যোগ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গভীর আনন্দে হাসিতেন, মাতার সঙ্গে আলাপ করিতেন, রোগের দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। তিনি রোগ ও তজ্জনিত যন্ত্রণাকে পরমবন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, যোগের গভীরতমদেশে প্রবিষ্ট হইবার পরম সহায় জানিয়া আদর করিতেন, কেহ তাহার বিরোধে কিছু বলিলে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইতেন, হিমালয়ে প্রার্থনাযোগে রোগযন্ত্রণাকে মিত্রের পদে বরণ করিয়াছিলেন। নববিধানের উচ্চতম শিক্ষা তাঁহার স্বর্গারোহণকালের মুখশ্রী আমাদিগকে দিয়া গিয়াছে। উহা আমাদিগের, আমাদিগের বন্ধুবর্গের এবং জনসাধারণের পক্ষে শুভসংবাদ। জরা মৃত্যু ব্যাধি মধ্যে নির্ব্বিকার থাকিয়া আনন্দ সম্ভোগ করা, মার পদতলে আরো বিনীত দাস হইয়া পড়া, তন্মধ্যে তাঁহার অজস্র করুণা দর্শন করা, এ সকল পৃথিবীর পক্ষে সামান্য শিক্ষা নহে। সমুদায় বিধানের শুভ সংবাদ অতি সংক্ষিপ্ত, আমাদের নববিধানেরও তাহাই। তাই স্বর্গারোহণ দিনে আমরা সকল ভ্রাতা মিলিত হইয়া মৃত্যুবিজয় যোগবিকশিত আচার্য্যমুখশ্রী-প্রচারিত শুভসংবাদ আমাদিগের জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্য আমরা পরম মাতার নিকটে ভিক্ষা করিয়াছি, ভরসা করি আমাদের সকল বন্ধুগণ সেই মুখশ্রীর অনুরূপ জীবন লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা কামনা পোষণ করিবেন, এবং সমগ্র জীবন তদুপযুক্ত ভাবে যাপন করিবেন, ইহাই আমাদিগের ভরসা।

উৎসব আরম্ভ হইল, ফলাফল আমাদিগের হস্তে নহে। এই উপলক্ষে আমাদিগের গৃহে শান্তি উপস্থিত হইবে, সমুদায় ঝঞ্ঝা বায়ু তিরোহিত হইয়া আকাশ পরিষ্কৃত হইবে, আমরা অতীব উৎসাহ ও আহ্লাদ সহকারে উৎসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করিব, আশা করিয়া এক বৎসর একই স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহা পূর্ণ হইবে, আমরা কখন আশা করিতে পারি না। যাঁহার হস্তে সমুদায় বিধানের ভার, সেই বিধানপতি আপনার বিধান আপনি রক্ষা করিবেন আশা করিয়া আমরা উৎসবে প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি যাহা করিবেন, যাহা করাইবেন, যাহা দেখাইবেন, ভোগ করাইবেন আমরা তাহাই করিব, দেখিব, ভোগ করিব। আমরা ঈশ্বরের মুখ পানে তাকাইয়া রহিলাম, তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হউক।

নববিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

ইচ্ছা, কল্পনা, ও অদৃষ্ট।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

১০। বিধাতার লিপি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের ক্রিয়া। সুতরাং ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তাঁহারই বিদ্যমানতায় সিদ্ধ হইতেছে।

"তিনি সৃষ্টির সময় কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন আর তাহাতেই এই প্রকাণ্ড বিশ্বকল চলিতেছে, ঈশ্বর নিজে আর এ বিশ্ব চালাইতেছেন না, এখন তাঁহার সঙ্গে জনসমাজের কোন সংশ্রব নাই, এ কথা নিতান্ত অমূলক। আদিম মানবকে ঈশ্বর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কপালে যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই পুরাতন বিধি অনুসারে সমুদায় মানবসন্তান বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে; সেই আদিমানবের সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাৎসম্বন্ধ ছিল, এখন আর কাহারও সঙ্গে তাঁহার প্রত্যক্ষযোগ নাই; ব্রহ্মবিশ্বাসীরা এই অসত্যের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারেন না। আমরা পরিষ্কার চক্ষে দেখিতেছি, ঈশ্বর কেবল আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই; কিন্তু তিনি প্রত্যেক শুভকার্য্যের কর্ত্তা হইয়া নিত্য আমাদের সঙ্গে কার্য্য করিতেছেন এবং প্রত্যেক শুভ ঘটনা স্বয়ং সংঘটন করিতেছেন। আমরা বিশ্বাসনয়নে দেখিতেছি, ঈশ্বর নির্লিপ্ত হইয়াও জনসমাজে থাকিয়া কল্যাণ সাধন করিতেছেন। আমরা তাঁহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। ক্রিয়াশীল ঈশ্বরকে মানিতে হইলে পুরাতন অদৃষ্টবাদ অসত্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে। যিনি দূরস্থ অথবা অবর্ত্তমান তিনিই লিখিয়া দেন, কিন্তু যিনি স্বয়ং কর্ত্তা, যিনি প্রাণের মধ্যে নিত্য বর্ত্তমান তিনি কেন লিখিবেন? সকলে জানেন দূরস্থ ব্যক্তিরা লেখে, কর্ত্তা বর্ত্তমান থাকিলে সে স্বয়ং কার্য্য করে। ঈশ্বর যখন সংসার মধ্যে কল্যাণময়ী ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন, তখন লেখার প্রয়োজন কি? যাঁহার শক্তি কার্য্য করিতে, তিনি লেখনী ধারণ করিবেন কেন? যিনি বিধাতা হইয়া বর্ত্তমান কালে সমুদায় বিধান করেন তিনি ভবিষ্যৎ ঘটনার লেখক হইবেন কেন? বিধাতার অনুষ্ঠানে লেখকের ব্যবসার স্থান পায় না। লেখা ও করা বিধাতার পক্ষে একই। বিধাতা পুরুষ জীবের কপালে বিধি লেখেন ইহা যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে তিনি প্রতি মিনিটে লেখেন ও করেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। ঈশ্বর আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশ্বর আমাদিগের বিধাতা। তিনি ভূতকালে সৃজন করিয়াছেন, তিনিই বর্ত্তমান কালে বিধি স্থাপন করেন এবং নিজেই বিধাতা সেই বিধি পূর্ণ করেন।" [সেবকের নিবেদন ৫৮। ৫৯ পৃষ্ঠা]।

১১। সমুদায় ঘটনা বিধাতার সাক্ষাৎ ক্রিয়ায় ঘটিতেছে, সুতরাং সেইঘটনা সমুদায়ই বিধাতার লিপি।

"তিনি কেবল পুস্তক রচয়িতা নহেন, তিনি কেবল আমাদের কপালে পুস্তক লিখিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন তাহা নহে; কিন্তু যাহা কপালে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা নিজে ঘটাইতেছেন, অথবা যাহা স্বয়ং কর্ত্তা হইয়া ঘটাইতেছেন তাহাই আমাদের জীবনে লিখিত হইতেছে। ঈশ্বরের সম্পর্কে ভূত ভবিষ্যৎ নাই। তিনি ভূতকালে লিখিয়া দিয়াছেন, এখন আর লেখেন না, ইহা হইতে পারে না। তিনি ক্রমাগত ঘটনা লিখিতেছেন, তিনি চিরবর্ত্তমান তিনি আর ভবিষ্যতের জন্য লিখিয়া দিবেন কি? ঈশ্বরতো আর পৃথিবী ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান নাই যে তিনি পূর্ব্বেই সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করিয়া দিবেন।" "কি আশ্চর্য্য কি ভয়ানক মত! লেখা কোথায়? কলম কেন? হস্ত বল। তিনি বিশ্বাসীদের হস্ত ধরিয়া আপনি কার্য্য করান।" [ঐ ৫৯ পৃষ্ঠা]।

১২। সমুদায় সৎকার্য্য বিধাতার লিপি, তিনি সেই সকলের সম্পাদক। পুণ্য তাঁহা হইতে, পাপ নহে।

"যাহা কিছু সৎকার্য্য সকলই ঈশ্বর করান। যেমন কোরাণে লিখিত আছে "হে মানব তোমার যে কোন মঙ্গল হয়, তাহা ঈশ্বর হইতে এবং যে কোন অমঙ্গল হয়, তাহা আপনা হইতে।" মনুষ্য যাহা করে তাহার জন্য ঈশ্বর দায়ী নহেন। যাহা শুভকর, যাহাতে জীবের কল্যাণ হয়, যাহাতে স্বর্গরাজ্যের স্থাপন ও বিস্তার হয়, যাহাতে অসাধু জগৎ সাধু হয় সে সমস্ত ঈশ্বর করেন।" "তিনি যাহা করেন তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারে না। বিধাতার লেখা কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। কিন্তু বিধাতা কাহারও কপালে পাপ লেখেন না। পুণ্যময় বিধাতা কেবল পুণ্যই লেখেন। পুণ্য হস্ত কিরূপে পাপ লিখিবে? পাপ মানুষ লেখে মানুষ করে। [ঐ ৬০ পৃ]।

১৩। বিধাতার লেখা অনতিক্রমণীয়। পাপ বিধাতার লেখা নহে, সুতরাং উহা অপরিহার্য্য হইতে পারে না।

"বিধাতার সঙ্গে পাপের কিঞ্চিন্মাত্র সংশ্রব নাই। সুতরাং যাহা বিধাতা লেখেন না তাহা অনতিক্রমণীয় নহে। ঈশ্বরের রাজ্যে পাপ অনিবার্য্য হইতে পারে না। যেখানে

পুণ্যের তেজ, যেখানে বিশ্বাস ভক্তি ও যোগের বল সেখানেই বিধির অখণ্ডনীয় লেখা। পাপ হইতেও পারে, না হইতেও পারে। উহা যে হইতেই হইবে এমন কিছু বিধি নাই। এ পৃথিবীতে কাহারও অধর্ম্ম করিতেই হইবে এমন লেখা নাই। পুণ্য অনিবার্য্য, ঈশ্বর উহা লেখেন, উহা অবশ্যই হইবে। যেখানে বিধাতার লেখা সেখানে প্রবলবেগে ব্রহ্মের সুদর্শন চক্র ঘুরিতে থাকে। ঈশ্বরের বল যখন চক্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে তখন জানিবে ইহা নিশ্চিত বিধির লেখা, ইহার বারণ মানিবে না। এক বার যাহার হৃদয়ে বিধাতা প্রবেশ করিয়াছেন তাহার সাধ্য নাই যে সে বিধাতার কার্য্যে বাধা দেয় অথবা বিধাতার লেখা লঙ্ঘন করে। বিধাতা যাহার সম্পর্কে যাহা লিখিতেছেন তাহার তাহা হইবেই হইবে।" [ঐ ৬০ পৃ]।

১৪। যোগ ভক্তি আদি যাহা বিধাতা লেখেন, আত্মা ও শরীর তদনুরূপে গঠিত। সে সকল কোন প্রকারে খণ্ডিত হয় না।

"তিনি কাহারও কপালে যোগ লিখিয়া দিতেছেন কাহারও অদৃষ্টে ভক্তি লিখিয়া দিতেছেন। তাহাদিগের পক্ষে যোগভক্তি অনিবার্য্য। কপালের লেখা বাস্তবিক কপালের নহে। মনুষ্যের সমস্ত আত্মাতে, সমস্ত শরীরে, রক্ত দ্বারা বিধাতা অস্থির মধ্যে লিখিয়া দেন। এ লেখাকে মানুষ অতিক্রম করিতে পারে না, এ দুর্জ্জয় বিধিকে মানুষ পরাজয় করিতে পারে না। কে বিধাতার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে? যাহা বিধাতা লেখেন তাহা হইবেই হইবে। পৃথিবী সহস্র প্রকারে উৎপীড়ন করুক না কেন, রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তি আনিয়া দিক না কেন, বিধাতা যাহার সম্পর্কে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সে করিবেই করিবে। যাহার হৃদয়ে ঈশ্বর দয়া লিখিয়া দিতেছেন, সে সহস্র প্রতিবন্ধক পাইলেও প্রাণ দিয়া পরের দুঃখ মোচন করিবে। যাহার জীবনে বিধাতা ধর্ম্মপ্রচারব্রত লিখিয়া দিতেছেন সে আত্মীয় বন্ধুদিগের ভয়ানক প্রতিকূল আচরণ সত্ত্বেও তাহার প্রাণ মন ধর্ম্মপ্রচারে অর্পণ করিবে" [ঐ ৬১ পৃ]।

১৫। মনুষ্য শুভকার্য্যে বিধাতার বলে বলী, সে স্থলে তাহার কোন আত্মকর্ত্তৃত্ব নাই।

"ব্রহ্মাণ্ডপতির বিরুদ্ধে পৃথিবী দাঁড়াইবে? মানুষ, তুমি কে যে বিধাতার কার্য্যে বাধা দিবে? বিধাতার বল ভিন্ন তুমি কিছুই করিতে পার না। তুমি একটি ভ্রাতার দুঃখ মোচন করিতে পার না, যদি তোমার হৃদয়ের ভিতরে বিধির বল না আসে। যখন বিধাতা ক্ষুদ্র মানুষের ভিতরে প্রবেশ করেন, তখন সেই মানুষ আপনার ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া সহস্র সিংহের মহাপরাক্রমের সহিত বিধাতার ইচ্ছা পালন করে। বিধাতার অভিপ্রায় এবং বল ভিন্ন পৃথিবীতে কোন শুভ ঘটনা ঘটে না। তিনি আমাদের সংসারে জাগ্রৎ জীবন্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া সমুদায় শুভ কার্য্য সংঘটন করিতেছেন। অভিনয়ক্ষেত্রের পশ্চাতে সেই অনন্ত পুরুষ দণ্ডায়মান থাকিয়া গোপনে আপন অভিপ্রায় সাধন করিতেছেন। ইতিহাসের সমস্ত ঘটনাপুঞ্জে তাঁহার মঙ্গলহস্ত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। বিশ্বাসনয়নে, সুতীক্ষ্ণ যোগদৃষ্টিতে সমুদায় সাংসারিক ঘটনার মধ্যে ঐ হস্ত দেখা যায়। প্রত্যেক শুভ ঘটনার মূলে তাঁহার শক্তি কার্য্য করে। দাম্ভিক মনুষ্য, তুমি মনে কর তুমি জগতে কল্যাণ সাধন করিতেছ, কিন্তু দেখ তুমি তোমার দয়াব্রত ছাড়িয়া দিলে বিধাতার অন্যান্য উৎসাহী সেবকেরা আসিয়া তোমার কার্য্য করিবে এবং তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ করিবে। বিধাতা স্বয়ং রাজা এবং কর্ত্তা হইয়া সকল মঙ্গল কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া লইবেন।" "তুমি কে? বিধাতাই সকল কল্যাণের মূলীভূত কারণ। তিনি সকলের প্রাণের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতেছেন। তিনি আমার বাগ্‌যন্ত্রের যন্ত্রী, আমি যে সকল সৎকথা বলিতেছি তাহার প্রত্যেক কথা তাঁহার কথা। যে দিন বলিব আমি নিজের বলে ও আমার নিজের বুদ্ধিতে শুভ কার্য্য করি সে দিন আমি নাস্তিক হইব। প্রত্যেক শুভকার্য্য ব্রহ্ম করাইতেছেন।" "আমি বলিয়া যে এক ভয়ানক অহঙ্কারী আছে তাহার নিজের কোন শুভ কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। যখন আমি কোন শুভ কার্য্য করি, তখন আমি আমার নহি তখন আমি ঈশ্বরের। যখন মানুষ আপনার নীচ আমিত্ব পরিত্যাগ করে অর্থাৎ আত্মবিসর্জ্জন দেয়, তখন সে দেখিতে পায় স্বয়ং বিধাতা তাহার মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া আপনার অভিপ্রায় সকল পূর্ণ করিতেছেন।" [ঐ ৬১। ৬২ পৃ]।

১৬। ঈশ্বরদত্ত বিশেষ বল কপাল, সে কপালের লেখা অপ্রতিহত ভাবে কার্য্য করে।

"কপাল কি না ঈশ্বরদত্ত বিশেষ বল। সে বলকে আমরা প্রতিঘাত করিতে পারি না। দৈববল চাপিলে, বিধির কলম স্পর্শ হইলে আমরা আর অন্যথা করিতে পারি না। কপালে লেখা কি কেহ অতিক্রম করিতে পারে? যখন বিধাতা আমার মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন আমি দৈবশক্তি পাইলাম, আমি সহস্র সিংহের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলাম, আমার উৎসাহাগ্নি ক্রমশঃ প্রবলরূপে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল, যদি শত্রুরা মহাসমুদ্রের সমস্ত জল ঢালে তথাপি তাহা নির্ব্বাণ হইবে না এবং আমার ভক্তিসিন্ধু এমনই প্রবল বেগে উথলিয়া উঠিল যে যদি ভয়ানক দাবাগ্নি প্রজ্জলিত কর তথাপি তাহা শুকাইবে না।" [ঐ ৬৩ পৃ]।

১৭। ভিন্ন লোকের প্রতি ঈশ্বরের ভিন্ন

ভিন্ন আদেশ তাহাদের কপালের ভিন্ন ভিন্ন লেখা।

"তিনি বিশেষ বিশেষ লোকের কপালে বিশেষ বিশেষ বিধি লিখিয়া দেন তাহা পূর্ণ হইবেই হইবে। তিনি ভিন্ন ভিন্ন লোককে বিভিন্ন আদেশ করিতেছেন, যথা— তুমি প্রচারক হও, তুমি বৈরাগী হও, তুমি সপরিবারে যোগ সাধন কর, তুমি ধন ব্যয় করিয়া দয়াব্রত পালন কর, এবং পরসেবায় সর্ব্বস্ব সম্প্রদান কর, তুমি বিদ্যা দান করিয়া অজ্ঞানতিমির নাশ কর, এ সকল তোমার আমার কপালে লেখা।" [ঐ ৬০ পৃ]।

জেরুজিলমে মোহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

সেনাপতি আবুওবেদা ওমরকে দেখিয়াই উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিলেন, ওমরও অবতরণ করিলেন, উভয়েই ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইলেন, আবুওবেদা স্বীয় হস্ত প্রসারণ করিলেন, ওমর তাঁহার করতল অনুরাগের সহিত হস্তে ধারণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, এবং পরস্পর পরস্পরের নিকটে মস্তক অবনত করিলেন, মোসলমান সকল অগ্রসর হইয়া ওমরকে সলাম জানাইলেন। পরে মহাত্মা ওমর ও আবু ওবেদা উভয়ে উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিয়া অবিশ্রান্ত কথোপকথন করিতে২ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। এইরূপে শিবিরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। তথায় উপনীত হইয়াই ওমর মোসলমানমণ্ডলীকে লইয়া প্রাভাতিক উপাসনা সম্পাদন করিলেন। তৎপর তাহাদিগকে উত্তম উপদেশ দান করিলেন। তাঁহার উপদেশের সার এই। সেই মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত ঈশ্বরকে ভয় করিতে আমি তোমাদিগকে উপদেশ দান করিতেছি, তিনি নিত্য, তাঁহা ব্যতীত সমুদায় অনিত্য। তাঁহার সেবাতে তাঁহার প্রেমিকদিগের লাভ। তাঁহার প্রতি অপরাধে তাঁহার শত্রুদিগের দুর্ভাগ্য। হে লোক সকল তোমাদের বৈধসম্পত্তি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে দান কর, তাহাতে তোমাদের জীবন পবিত্র হইবে। কোন সৃষ্ট বস্তুর নিকটে তাহার বিনিময় কামনা করিও না ও কৃতজ্ঞতা চাহিও না। যাহা উপদিষ্ট হইতেছে তোমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম কর। যে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্মকে রক্ষা করেন নিশ্চয় তিনিই জ্ঞানী এবং তিনিই ভাগ্যবান্ যিনি উপদিষ্ট হন। তোমাদের নবির ধর্ম্মপথই তোমাদের সম্বন্ধে ধর্ম্মপথ তাহা আশ্রয় কর এবং কোরাণকে অবলম্বন কর। নিশ্চয় তন্মধ্যে তোমরা শান্তি ও কুশল পাইবে ইত্যাদি। উপদেশের অন্তে ওমর বসিলেন, রোমীয় লোকদিগের সঙ্গে যে সকল ব্যাপার হইয়াছিল, আবু ওবেদা তাহার বর্ণন করিতে লাগিলেন, ওমর শুনিতেছিলেন, কখন তিনি প্রফুল্ল কখন অশ্রু জলাভিষিক্ত হইতেছিলেন। অতঃপর মাধ্যাহ্নিক উপাসনার সময় উপস্থিত হইল। তখন মোসলমানগণ ওমরের নিকটে নিবেদন করিলেন যে, হে বিশ্বাসিবর্গের নেতা, আমাদের জন্য বেলালকে অনুমতি করুন যেন তিনি আজা দেন। বেলাল এক জন হবশি দাস ছিলেন, তিনি ধর্ম্মের জন্য অত্যন্ত নিপীড়ন সহ্য করিয়াছিলেন, তিনি হজরত মোহম্মদের বিশেষ প্রিয় পাত্র ছিলেন। হজরত কর্ত্তৃক তিনি আজাদাতার কার্য্যে নিযুক্ত হন, হজরতের নমাজের পূর্ব্বে তিনি আজা দিতেন। তাঁহার স্বর অতিশয় মিষ্ট ছিল ও বিশেষ ভাবের সহিত তিনি আজাধ্বনি করিতেন। তখন তিনি জেরুজিলমে উপস্থিত ছিলেন। উপাসকমণ্ডলীর প্রার্থনানুসারে ওমর বেলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বেলাল উপস্থিত হইলে বলিলেন, বেলাল, উপাসকগণ তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন যে তুমি আজাধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হও এবং তাঁহাদের নবির সময়কে স্মরণ করাইয়া দেও। বেলাল আহ্লাদের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলেন। যখন তিনি আল্লাহ্ আকবর ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, তখন সকলের অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ও ভাবে পুলকিত হইল। যখন অশহদো আন্‌লা লা এলেহা এল্লেল্লা আশহাদো আন্ মোহম্মদ রসুলল্লা, এই ধ্বনি করিলেন, তখন সকলে অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন। এমন কি যখন আল্লা রসুল (ঈশ্বরও প্রেরিত পুরুষ) এই দুইয়ের প্রসঙ্গ হইল তখন যেন লোকের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল এবং বেলাল তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আজা ধ্বনি হইতে নিবৃত্ত হইলেন। যখন ওমর নমাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন, তখন বেলাল বলিলেন "বিশ্বাসিকুলের অধিনায়ক, এস্থানের মোসলমান সেনানায়কগন পক্ষীর মাংস উৎকৃষ্ট রুটি এবং অপর এমন সকল বস্তু আহার করেন, যে দরিদ্র মোসলমানগণ তাহা প্রাপ্ত হয় না" ইহা শ্রবণ করিয়া ওমর আমিরদিগকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু সুফিয়ানের পুত্র এজিদ বলিলেন, এই স্থানে খাদ্যদ্রব্যজাত অতি সুলভ, আমরা আরবে যে পরিমাণ ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতাম, এ স্থানে সেই ব্যয়েই বেলাল যেরূপ বলিয়াছে, তদনুরূপ খাদ্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তখন ওমর বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে বাস্তবিক যদি তাহাই হয়, তবে আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব না যে পর্য্যন্ত নগরস্থ ও গ্রামস্থ দীন-দুঃখী মোসলমানদিগের উদ্দেশ্যে দান পত্র লিখিত না হয়। তৎপর প্রত্যেক গৃহবাসীর জন্য এই বিধি করিলেন, যব, গোধূম, ঘৃত, তৈল ও ডাল এবং সির্কা যাহা তাহারা রাজস্ব হইতে প্রাপ্ত হইবেন তাহা হইতে একান্তই দীনদুঃখী দগের জন্য কিছু কিছু রাখিয়া দিবেন। তৎপর ওমর দ[illegible] সন-

মানদিগকে বলিলেন যে, তোমরা সাধারণ ভাণ্ডার হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়া থাক তদ্ব্যতীত ধনী মোসলমানদিগের নিকট হইতে ইহা পাইবে। যদি সেনানায়কগণ ইহার অন্যথাচরণ করে আমাকে জানাইবে আমি তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিব। তৎপর যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। যখন তিনি স্বীয় উষ্ট্রোপরি আরোহণ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার গাত্রে একটি জীর্ণ পশুরোমের খির্কা ছিল, তাহাতে বারটী তালি লাগান, কোমল চর্ম্মখণ্ডে কোন কোন তালি ছিল।

যখন তিনি তদ্রূপ খির্কা পরিধান করিয়া উষ্ট্রারোহণে নগরের অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন মোসলমানগণ নিবেদন করিলেন যে আপনি যদি উষ্ট্রের পরিবর্ত্তে উত্তম অশ্বে আরোহণ করেন এবং অঙ্গে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করেন তাহা হইলে শত্রুদিগের অন্তরে আপনার প্রতি ভয় জন্মিতে পারে, ইহা বলিয়া সকলে মিলিয়া দৃঢ় অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ওমর তাহাতে সম্মত হইলেন, খির্কা ছাড়িয়া উৎকৃষ্ট শুভ্র পরিচ্ছদ ধারণ করিলেন, উহা পঞ্চদশ মুদ্রা মূল্যের মেসর দেশীয় পরিচ্ছদ ছিল। তিনি স্কন্ধে একটি কার্পাসসূত্রের রুমাল স্থাপন করিলেন, উহা আবু ওবেদা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। একটি উৎকৃষ্ট রোমীয় ঘোটক আরোহণের জন্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। যখন তিনি সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন, অশ্ব নাচিতে নাচিতে চলিল। ওমর তৎপ্রতি লক্ষ করিলেন, তৎক্ষণাৎ নামিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন আমার পদস্খলিত হইল। সত্য সত্যই তোমাদের ভ্রাতার অন্তরে অহঙ্কার প্রবেশ করিয়াছে, তাহাকে মারিবার উপক্রম করিয়াছে। আমি শুনিয়াছি, প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন, যাহার অন্তরে একটি সর্ষপ কণিকার ন্যায় অহঙ্কার থাকে সে স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারে না। তোমাদের এই শুভ্রপরিচ্ছদ ও নৃত্যশীল এই উৎকৃষ্ট ঘোটক আমাকে মারিবার উপক্রম করিয়াছিল। তৎপর ওমর সেই পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া খির্কা পরিধান করিলেন। (ক্রমশঃ।)

আলোচনা।

ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত।

১৫ ই ভাদ্র, মঙ্গলবার, ১৭৯২।

অনেক লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন, উপাসনা করিলেন, ধর্ম্মের মত্ততায় ঈশ্বরের নামে মত্ত হইয়া কত উৎসাহ ও ধর্ম্মপরায়ণতা দেখাইলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি একেবারে ধর্ম্মবিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইলেন "ব্রাহ্মধর্ম্ম অসত্য, উপাসনা কীর্ত্তন এসব কিছুই নহে, ব্রাহ্মসমাজে গেলে কিছুমাত্র উপকার হয় না" ইত্যাকার হৃদয়বিদারক কথা সকল তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। এইরূপ দুরবস্থার কারণ কি? বাস্তবিকই কি তাঁহার উক্তিই যথার্থ? ঈশ্বরের নামের, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের, কি কিছুই শক্তি নাই, উহা কি মানুষকে প্রকৃত জীবন দিতে পারে না? না, তাহা কখনই হইতে পারে না। ঐ ভ্রাতা কেবল বাহিরের উৎসাহে, শরীরের বলে, সংক্রামিত ধর্ম্মের মত্ততায় এবং নব নব ভাবে মত্ত হইয়াই ঐরূপ ধর্ম্মপরতা ও কাল্পনিক উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, বাস্তবিক তিনি নিজে কিছুই লাভ করিতে পারেন নাই। সত্য ভাবে জীবন্ত ভাবে তিনি কিছু অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তাই এত দুর্দ্দশা। সেই জন্যই তাঁহার তাবৎ উৎসাহের, ধার্ম্মিকতার এই পরিণাম। আমাদের প্রত্যেককে সত্য ও প্রত্যক্ষ জীবন্ত ভাবে কিছু লাভ করিতে হইবে। যাহা কিছু সত্য, উজ্জ্বল, ধ্রুব, তাহা অবলম্বন করিতে না পারিলে কেহই বাহিরের ধর্ম্মমত্ততার ধর্ম্ম লইয়া চিরদিন থাকিতে পারিবেন না। সকলে গম্ভীর ভাবে হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া দেখুন আমরা এমন কি লাভ করিয়াছি যাহা লইয়া চিরদিন থাকিতে পারিব, যাহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া সংসারের সমুদয় সুখ সমুদয় প্রলোভন তুচ্ছ বোধ করিব, বিপদে সম্পদে শোকে দুঃখে দারিদ্র্যে পাপের বিভীষিকায়, সংসারের দুরাক্রম বাধা বিপত্তিতে যাহার দিগে চাহিয়া আমাকে শান্ত ও স্থির করিব, সমুদয় দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইব, তাহাতে প্রাণ শীতল করিব। যদি আমাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরা এত দিন হইল ব্রাহ্মসমাজে যাইতেছ, উপাসনা করিতেছ, পাপ বলিয়া ঘোর হাঙ্গামা করিতেছ, বল দেখি তোমরা এত দিনে কি লাভ করিলে? বল দেখি ভাই সকল, তোমরা এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, কি বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিবে? এমন কি ধন উপার্জ্জন করিয়াছ যাহা উপস্থিত করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার মন আকর্ষণ করিবে? বাস্তবিক এবিষয়ে আমাদের মহৎ অভাব রহিয়াছে, অথচ এইটিই ধর্ম্মধনের প্রধান সোপান। এইক্ষণ আলোচনা করা উচিত কি কি প্রতিবন্ধকে আমরা প্রকৃতরূপে কিছু লাভ করিতে পারিতেছি না এবং কি উপায়েই বা সেই বাধা দূর হইতে পারে।

প্রতিবন্ধক।

যদি আমরা অন্য চিন্তা অন্য কার্য্য ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া নিজের নিকট প্রশ্ন করি, আমি কিসের জন্য সংসারে বিচরণ করিতেছি, আমার জীবনের লক্ষ্য কি? আমার আত্মা বাস্তবিক কি চায়? তবে আমরা এই উত্তর পাইব আমাদের আত্মা দুইটি বিষয় চায়, এক

"সংসার" আর "ধর্ম্ম"। সংসারের সমুদয় সুখ ত আমাকে লাভ করিতেই হইবে, ধর্ম্মও একটী উত্তম বস্তু উহা লাভ করিতে পারিলে অনেক উপকার, অতএব সুযোগমতে ধর্ম্ম উপার্জ্জনও কর্ত্তব্য। ইহাই আমাদের মনের সমুদায় ভাবের সার। যে পর্য্যন্ত আমাদের মন দুই দিকে টানিবে, যে পর্য্যন্ত একটি একটি লক্ষ্য জীবনের অবলম্বনীয় না হইবে, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত জীবন লাভ কখনই হইতে পারিবে না, সে পর্য্যন্ত বাক্য মাত্রেই সমুদায় পর্য্যবসিত হইবে।

উপায়।

আমাদের জীবনের একটি মাত্র লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একমাত্র ঈশ্বরকে আমাদের চাহিবার বিষয় করিতে হইবে। আমাদের সহস্র২ পাপ থাকে থাকুক, ঘোরতর সংসারাসক্তি থাকে থাকুক, মন জঘন্য নারকী হয় হউক, কিন্তু আমি ঈশ্বরলাভই জীবনের কার্য্য করিব। সরল ইচ্ছা থাকিলে দয়াময় এ সমুদয়ের হস্ত হইতে আমাকে উদ্ধার করিবেন। সংসারের প্রলোভনে, বলবতী ভোগবাসনায়, একমাত্র ঈশ্বরলাভে আমাদের ইচ্ছা না থাকিতে পারে, আমাদের মন একমাত্র তাঁহাকেই না চাহিতে পারে, কিন্তু তথনও সেই অশরণের শরণ দয়াময়ের চরণে প্রার্থনা করিতে হইবে। বাস্তবিক প্রার্থনা ভিন্ন আমাদের জন্য কিছুই উপায় নাই। সরল ও বিনীত ভাবে আমি যে তাঁহাকে চাহিতে পারি না, তাহাও তাঁহারি চরণে নিবেদন করিতে হইবে। তিনি আমাদের নিকট একমাত্র চান যে, আমরা হৃদয়দ্বার খুলিয়া সত্য ভাবে আমাদের আন্তরিক যাহা তাহাই তাঁহাকে বলি। তাহা হইলেই আর সমুদয় তিনি করিয়া লইতে প্রস্তুত। আমাদের মন তাঁহাকে চায় না, বলিব, দেখ পিতা, আমি তোমাকে চাহিতে পারি না। আমরা সংসারের মোহে তাঁহাকে ভুলিতেছি, তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছি অমনি কাঁদিয়া বলিব, দেখ পিতা, তোমার অবাধ্য সন্তান তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছে, তোমাকে ভুলিয়া যাইতেছে। উপাসনায় আমাদের মন স্থির হইতেছে না, অমনি কাঁদিয়া বলিব, দেখ দয়াময়, আমি তোমাকে ডাকিতে পারিতেছি না। যখন আমরা এইরূপ সত্য ভাবে আমাদের মনের সমুদয় ভাব তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার চরণে বলিতে পারিব, তখনই আমাদের সমুদয় দুরবস্থা সমুদয় দুঃখ যন্ত্রণা দূর হইবে। আর একটি উপায় নির্জ্জনে বসিয়া আত্মচিন্তা। সাধারণ উপাসনার সময় ভিন্ন অন্য২ সময়ে নিজে২ চিন্তা করা উচিত যে, আমি কত দূর অগ্রসর হইতে পারিতেছি, বাস্তবিক আমার আত্মার অভাব সকল কত দূর মোচন হইতেছে, আমি যথার্থ ভাবে সত্য ভাবে থাকিতে কত দূর সক্ষম হইতেছি। এইরূপ চিন্তা করিতে২ যখন যে অভাব দেখা যাইবে, তজ্জন্যই প্রার্থনা করিলে অসাধারণ ফল লাভ হইবে। অন্যান্য সময়ের কোন প্রার্থনাই এই সময়ের প্রার্থনার ন্যায় কার্য্যকারী হইতে পারে না।

সংবাদ।

বিগত ১ লা জানুয়ারি ১৮ পৌষ দেবালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ৭ টা হইতে আরম্ভ হইয়া মধ্যাহ্ন ১২ টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন উপদেশ ধ্যান প্রার্থনা আচার্য্য দেবের গত বৎসরের প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রার্থনা পাঠ প্রভৃতিতে ৫ ঘণ্টা কাল সুখে কাটিয়া গিয়াছিল। অনেকেই এই দিনকার উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন।

৮ই জানুয়ারি ২৫ পৌষ আচার্য্য মহাশয়ের স্বর্গারোহণ দিন। উহার পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে নিশা জাগরণ পূর্ব্বক প্রায় সমস্ত রাত্রি উপাসনা, প্রার্থনা, যোগ, সংগীত, আচার্য্য-মহাশয়ের আত্মার সহিত যোগ করিয়া কাটান হইল। ৮ই প্রাতে ৬।০ টার সময় সমস্ত প্রেরিতগণ, যাঁহারা কলিকাতায় আছেন, একত্র আচার্য্য মহাশয়ের শয়নগৃহে দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করেন। সে সময়কার ভাব গত বৎসরের ঐ সময়ের ভাবকে স্মরণ করাইয়া দিয়া সকলকে আবার ক্রন্দনস্রোতে ভাসাইয়াছিল। পরে ৮ টার সময় দেবালয়ের উপাসনা আরম্ভ করা হয়। উপাসনাতে অনেকেই যোগ দিয়াছিলেন। উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সে দিনকার উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন। আচার্য্য দেবের আত্মার সহিত আমাদের চিরযোগ, তাঁহার পবিত্র উন্নত জীবন যে আমাদের সকলকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার জীবন অনুকরণ না করিলে যে আমরা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কোন কার্য্যকেই রক্ষা করিতে পারিব না, এই সকল বিষয়ই বিশেষরূপে বিবৃত এবং তজ্জন্য বল ভিক্ষা জন্য প্রার্থনা হইয়াছিল। বেলা ১২টার পর প্রাতঃকালের উপাসনা ভঙ্গ হয়। পুনরায় বেলা তিনটার সময় সকলে দেবালয়ে উপস্থিত হন। অনেক ক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ ও পাঠ হইয়া ৫ টার সময় যোগ আরম্ভ হয়। রাত্রি প্রায় ৮ টা পর্য্যন্ত প্রার্থনা সংগীত ও সঙ্কীর্ত্তন করিয়া সে দিনকার কার্য্য শেষ হয়। আচার্য্য-মহাশয়ের স্বর্গারোহণের পবিত্র দিন সাধারণের স্মরণে রাখিবার জন্য শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র আচার্য্যদেবের কৃত সমস্ত পুস্তক অর্দ্ধমূল্যে বিক্রয় করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপন দেন। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে২ দলে দলে লোক সকল আগ্রহ সহকারে পুস্তক ক্রয় জন্য আসিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন এবং রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সমান ভিড় ছিল। ৮।১০ জন লোক ক্রমাগত পুস্তক যোগাইয়া উঠিতে পারিলেন না। সে দিনের সকলকার ভাব দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। আমাদের আচার্য্য মহাশয় যে বালক বৃদ্ধ যুবা সকলকারই আদরের পাত্র তাহা কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইতে অবশিষ্ট

নাই। অনেকেই তাঁহার সমুদায় বই এক এক সেট ক্রয় করিয়াছেন। কয়েকখানি পুস্তক এককালে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অৰ্দ্ধেক মূল্যে নগদ হাজার টাকার উপর পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে। সকলকে তাঁহাদের আশানুরূপ পুস্তক দিতে না পারিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। এত লোক এমন আগ্রহ পূর্ব্বক যে পুস্তক ক্রয় করিতে আসিবেন আমরা তাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই। যাহা হউক আমরা সে দিনকার সমস্ত ব্যাপারেই যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছি। বিধানপ্রবর্ত্তক একবার টাউনহলের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার "দেশস্থ সকল লোকের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন।" যত দিন যাইতেছে আমরা তাঁহার সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিয়া সুখী হইতেছি।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ প্রচারার্থ যাত্রা করিয়া জলপাইগুড়ী, ফুলবাড়ী ও রংপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে রামপুর বোলিয়ার পারিবারিক ব্রাহ্মসমাজের ঊনবিংশ সাংবৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করিয়াছিলেন। তথায় নিম্নলিখিত নিয়মে উৎসবের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ১ম দিন প্রাতঃকালে উপাসনা, মধ্যাহ্নে আলোচনা, সায়াহ্নে উপাসনা। ২য় দিনে প্রাতঃকালে উপাসনা, মধ্যাহ্নে দরিদ্রদিগকে তণ্ডুল ও পয়সা বিতরণ, সায়াহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। ৩য় [illegible] সায়ংকালে উপাসনা ও শাস্ত্রপাঠ হইয়াছে। ৪র্থ দিনে প্রীতি ভোজন ও উপাসনা হয়।

আমাদিগের কার্য্যালয়ে সমস্ত পুস্তক উৎসব উপলক্ষে ১১ই মাঘ শুক্রবার হইতে ১৫ই মাঘ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত অৰ্দ্ধ মূল্যে নগদ বিক্রয় হইবে। বিদেশস্থ ক্রেতাগণ শেষ তারিখ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৫ই মাঘেও যদি বিদেশ হইতে টাকা ডাকে রওয়ানা করেন তাহা হইলে তাঁহারাও পুস্তক অৰ্দ্ধ মূল্যে পাইবেন। বিদেশীয় ক্রেতাদিগকে ডাকমাশুল দিতে হইবে। ব্রহ্মমন্দিরে, ১০ নং অপার সারকুলার রোডের বাড়িতে এবং আনন্দবাজারে পুস্তক সকল পাওয়া যাইবে।

কিছু দিন হইল ভাই কালীশঙ্কর দাস কার্য্যোপলক্ষে গিয়া রংপুর, সদ্যপুষ্করিণী, ও ফুলবাড়ী ইত্যাদি স্থানে উপাসনা ও সৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা প্রচার করিয়াছেন।

বিগত শুক্রবার সন্ধ্যার পর প্রেরিত দল হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ প্লিডার ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে নূতন প্রণালী অনুসারে শাস্ত্র পাঠ সংকীর্ত্তন প্রার্থনাদি করিয়াছেন। কার্য্যান্তে অনেক ক্ষণ সৎপ্রসঙ্গাদিও হইয়াছে। উক্ত মহাশয় এই উপলক্ষে অনেকগুলি প্রতিবেশী ভদ্রলোক একত্রিত করিয়াছিলেন। গুরুদাস বাবুর প্রকৃতি অতি শান্ত বিনীত ও সরল, বিশেষতঃ ধর্ম্মানুরক্ত। উচ্চ শিক্ষিত দলের ভিতরে এরূপ লোকের দর্শন পাইয়া আমরা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত ও আপ্যায়িত হইয়াছি।

বিগত শনিবার শ্রীযুক্ত বাবু ঠাকুরচাঁদ সেন মহাশয়ের গৃহেও প্রেরিতদল কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। উক্ত মহাশয় শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আরাম পাইবার আশাতেই এই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার সান্ত্বনাকাঙ্ক্ষী ভক্তের মনে শান্তি বর্ষণ করুন।

অদ্য সায়ংকালে সাতটার সময়ে উৎসবের জন্য ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ও আরতি হইবে, এবং পর দিন হইতে নিম্ন লিখিত প্রণালীতে উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

২ মাঘ বুধবার	মহিলাগণ কর্ত্তৃক বরণ।
৩ মাঘ বৃহস্পতিবার	ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজিতে উপাসনা।
৪ মাঘ শুক্রবার	৫ টার সময়ে প্রান্তরে বক্তৃতা।
৫ মাঘ শনিবার	মদ্যনিবারণী আশালতা।
৬ মাঘ রবিবার	ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা।
৭ মাঘ সোমবার	মঙ্গল বাড়ীর উৎসব।
৮ মাঘ মঙ্গলবার	৬ ঘটিকার সময় নব সংহিতা পাঠ ও সংক্ষিপ্ত উপাসনা।
৯ মাঘ বুধবার	আলবার্ট হলে বক্তৃতা।
১০ মাঘ বৃহস্পতিবার	সাধারণ সভা।
১১ মাঘ শুক্রবার	মন্দিরে উপাসনা, শাস্ত্র সম্মিলন।
১২ মাঘ শনিবার	কমলকুটীরে আনন্দ বাজার। ১ টা হইতে ৩ টা পর্য্যন্ত মহিলাগণ এবং ৩টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ভদ্রগণ জন্য।
১৩ মাঘ রবিবার	উৎসব।
১৪ মাঘ সোমবার	নগরসংকীর্ত্তন।
১৫ মাঘ মঙ্গলবার	প্রাতে ৯ টার সময় আর্য্যনারী সমাজে ব্রহ্মোপাসনা, সায়ং ৭টার সময় কীর্ত্তন ও আরতি।
১৬ মাঘ বুধবার	কীর্ত্তন।
১৭ মাঘ বৃহস্পতিবার	প্রচার যাত্রা।
১৮ মাঘ শুক্রবার	প্রেরিত দরবার।
১৯ মাঘ শনিবার	নির্জ্জন যোগ। উৎসবান্তসূচক প্রার্থনা ও সংকীর্ত্তন।

বিজ্ঞাপন!

আগামী ১১ই মাঘ শুক্রবার রাত্রি ৭৷৹ টার সময় আমাদিগের বাটিতে ব্রহ্মোৎসব হইবে। উৎসব ক্ষেত্রের সংকীর্ণতা বশতঃ টিকিটের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ৫০০ টিকিট এখনও উদ্বৃত্ত আছে, যাঁহার উৎসবে যোগ দিবার ইচ্ছা হইবে তিনি আমার নিকট প্রার্থনা করিলে টিকিট প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

মাঘোৎসব উপলক্ষে।

১১ মাঘ শুক্রবার প্রাতঃকাল ৭৷৹ ঘন্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা হইবে, এবং ঐ দিবস মধ্যাহ্ন হইতে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনের বহিঃপ্রাঙ্গণে পাঠ, আলোচনা ও সংকীর্ত্তন হইয়া ৩ টার সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইবে; উপাসনান্তে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন হইতে থাকিবে। এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে সাদরে আহ্বান করা যাইতেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

এই পত্রিকা ৭২ অপারসারকিউলর রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ২৩ সংখ্যা। | ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুন, ১৮০৬ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে চির উৎসবের উৎস ভগবান্, আমাদিগের উৎসব শেষ হইল, এ কথা বলিতে প্রাণ আকুলিত হয়। যদি তুমি আমাদিগের নিত্য বিদ্যমান জীবন্ত দেবতা হইলে, তবে আমাদিগের উৎসবের বিরতি কেন হইবে? পৃথিবীর বাহ্য উৎসব আমরা অনেক কাল সম্ভোগ করিলাম, এখন অন্তররাজ্যের চির-উৎসব সম্ভোগে অভিলাষী। বল, নাথ, আমাদিগের এখন কি সে সময় হয় নাই? সংসারের অতীত স্থানে যদি তুমি আমাদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিলে এবং আমাদিগের শ্রদ্ধেয় প্রিয়তম বন্ধু যাঁহারা তাঁহাদিগকে যদি সেই স্থানে লইয়া তুমি চির উৎসব খুলিলে, তবে বল আমরা কেন সে উৎসব হইতে বঞ্চিত থাকিব। এক সময় ছিল যে সময়ে আমরা বাহ্য উৎসবেও ভাল করিয়া যোগ দিতে পারিতাম না। কালে সে অন্তরায় যখন তিরোহিত হইয়াছে, এখন আশা করি, অন্তররাজ্যের চির উৎসবে যোগ দানেও আর কোন বিঘ্ন বাধা থাকিবে না। হে প্রাণের চির আরাম ভূমি, তোমাতে যদি আমাদিগের ক্ষুদ্রতম আত্মা বাস করে, তবে তাহার উৎসবের বিরাম হইবে কেন? তোমার সঙ্গে যোগ আর চির উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটন ইহা একই সময়ে হইয়া থাকে। পৃথিবীর যাহা কিছু দেখিবার ভোগ করিবার দেখা গেল ভোগও হইল আর কেন, এখন যে নিত্য সুখে সুখী নিত্য উৎসবে উৎসবান্বিত করিবে, তদ্দ্বারা কৃতার্থ কর। তুমি বলিতেছ, অগ্রে বাহিরে ভ্রাতৃবর্গ সহ মিলিত হইয়া আমাকে লইয়া উৎসব সম্ভোগ কর, পরিশেষে অন্তররাজ্যের দেবগণসহ মিলিত হইয়া চির উৎসব সম্ভোগ করিতে অধিকার পাইবি। মা, তোমার এ আদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলাম, এবং তোমার এই আদেশ প্রতিপালনের অন্তরায় সকল সাধ্যমত খণ্ডন করিয়া বাহিরে ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া তোমার নামে উৎসব করিব, কিন্তু মাতঃ, অন্তররাজ্যের চির উৎসবের আস্বাদ না পাইলে যে, এ ভ্রাতৃ-সম্মিলন স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রেরিত সন্তানগণের মধ্যে স্বর্গস্থ দেবগণের ভাবাবতরণ দেখিতে না পাইলে যে, জননি, সংসার আসিয়া মহা শত্রুতা সাধন করে, এবং আমাদিগের পরস্পরকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। তাই, হে উৎসবের উৎস, তোমার নিকটে বাহিরের উৎসবের অন্তে তোমাতে তোমার সন্তাগণকে লইয়া চির উৎসব

ভিক্ষা করিতেছি, আশীর্ব্বাদ কর যেন হৃদয় সর্ব্বদা উৎসবরসে অভিষিক্ত থাকে, এবং সেই অভিষেকনিবন্ধন বাহিরের ভ্রাতৃসম্বন্ধও সরস এবং মিষ্টতর হয়।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব।

মাঘোৎসব শেষ হইল, কিন্তু অন্তরে প্রকৃত উৎসবের আরম্ভ হইল কি না দেখা চাই। আমাদিগের উৎসব যদি বাহিরের উৎসব হয়, তবে সকল সময়ের কথা দূরে বাহিরের উৎসবের সময়েও যে চির দিন উৎসব সম্ভোগ করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগের ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিয়া পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিল, আমরাও পরিণত বয়স্ক এবং বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, কোন্ দিন আমাদিগকে পরপারে গিয়া উপস্থিত হইতে হইবে আমরা বলিতে পারি না, এ সময়ে বাহিরের আয়োজনের উপরে সমগ্র উৎসব রাখিলে আর চলে না। এমন স্থায়ী ভূমি কিছু লাভ করা প্রয়োজন হইয়াছে, যদুপরি আমাদিগের সমগ্র ভবিষ্যজ্জীবন সংস্থাপিত থাকিবে। অন্যান্য ধর্ম্মে ইহলোকে পরলোক দর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল ধর্ম্মেই এ দুয়ের পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত আছে। আমরা আমাদিগের ধর্ম্মে সমুদায় আধ্যাত্মিক ব্যাপার পরলোকের সাধুগণ সহকারে সম্পাদন করিতে অনুরুদ্ধ। তাই এবার আমরা বাহির হইতে আমাদিগের দৃষ্টি অন্তরের দিকে লইতে যত্ন করিয়াছি। বাহ্য আড়ম্বর শূন্য হইয়া অন্তরে অন্তরে কি প্রকার উৎসব সম্ভোগ করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে প্রমাণ প্রদর্শন জন্য বর্ত্তমান সংসরের উৎসব। আমাদিগের এতৎসম্বন্ধে কত দূর কি হইয়াছে বলা নিষ্প্রয়োজন, ভ্রাতৃমণ্ডলী এ বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন না করিলে আমাদিগের একার কথায় কি হইবে?

১মাঘ, মঙ্গল বার, সায়ঙ্কালে ব্রহ্মমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হয়। বর্ষে বর্ষে যে প্রকার সঙ্কীর্ত্তন ও আরতির অনুষ্ঠান হয়, এবারও সে সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আরতির ব্যাপার অতি উচ্চ। আমরা জানি শত শঙ্খ, শত ঘণ্টা, শত জয়ঢাক, সহস্র সহস্র দীপ প্রজ্বলিত করিলেও সেই মহান্ বিরাট পুরুষের আরতির বাহ্য প্রকাশ কথঞ্চিৎ ও হয় না। হৃদয় যে আরতি চায়, যে আরতি অনুভব করে বাহিরের নিদর্শন তাহার নিকটস্থ হইতেও একান্ত অক্ষম। কিন্তু হইলে কি হয়, বাহ্যবিকাশ যত অনুপযুক্ত কেন হউক না, আমরা তাহার অনুসরণ না করিয়া থাকিতে পারি না। ক্ষুদ্রতম হৃদয় সেই মহান্ বিরাট্ পুরুষের যে ভাব অনুভব করে, তাহাও বাহিরে প্রকাশ করিতে গিয়া অনুরূপ আয়োজন হয় না, ইহা কি অল্প আশ্চর্য্য! জীব অতি ক্ষুদ্র হইয়া বাহিরের সমুদায় বিষয় হইতে মহত্তম, ইহা ইহার অব্যর্থ প্রমাণ। বাহিরে সকলে আরতি করিলেন, কিন্তু হৃদয় যে আরতি করিল তাহার নিকটে বাহ্য আরতি পরাজয় স্বীকার করিল। আমরা আশা করি, আমাদিগের হৃদয়ের আরতির ভাব দিন দিন বর্দ্ধিত এবং তাহা একটি স্থায়ী ভাবরূপে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২ মাঘ বুধবার, অদ্য মহিলাগণ কর্তৃক বরণ। বরণ কাহার? নববিধান পতাকার? বর্ষে বর্ষে এ ব্যাপার কেন? আর কিছু না হউক এ যে বাহ্য বিষয়ের প্রতি অত্যাসক্তি? এ অত্যাসক্তি কি দোষাবহ নহে? নববিধানপতাকার প্রতি এত সমাদর কেন? ঈদৃশ সমাদরের কি অপব্যবহার নাই? পতাকার বরণ করিতে গিয়া কি বরণীয় ঈশ্বরের গৌরব হইতে কিছু অপহরণ করা হয় না? এ সকল প্রশ্ন অনেকের মনে গভীর বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু আমরা এ ব্যাপার অন্য দৃষ্টিতে অবলোকন করি। মহিলাগণ যখন নববিধানপতাকা বেষ্টন করিয়া বরণ

করেন,তখন এতদ্দ্বারা বিধাতার মহিমা সুস্পষ্ট ঘোষিত হয়। বিধাতা আমাদিগকে যে বিধান প্রেরণ করিলেন, তৎপ্রতি আমরা যতই সমাদর প্রদর্শন করিব, নিঃসন্দেহ ততই প্রেরয়িতার উপরে আমাদিগের ভক্তি সম্মাননা প্রদর্শিত হইবে। এক জন জিজ্ঞাসা করিবেন, এরূপে সৃষ্টির যে কোন পদার্থের প্রতি সম্মাননাতোতৎস্রষ্টার প্রতি সম্মান প্রদর্শন? তাহাতে আর সন্দেহ কি? আমরা সৃষ্ট বস্তুর প্রতি সমাদর প্রদর্শন করিতে নিষিদ্ধ হয় নাই,—বরং সমাদরের অভাবে অপরাধের সম্ভাবনা—কিন্তু সৃষ্টবস্তুকে স্রষ্টা জ্ঞানে সমাদর করিতে নিষিদ্ধ হইয়াছি। সৃষ্টকে সৃষ্ট ভাবে সমাদর প্রদর্শন পৌত্তলিকতা নহে, কিন্তু সৃষ্টকে স্রষ্টাভাবে অর্চ্চন বন্দনা ঘোর ঈশ্বরাবমাননা। এক জন বিজ্ঞানবিৎ এই বলিয়া খেদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, যাঁহারা স্রষ্টার প্রতি অনুরক্ত বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা সৃষ্ট বস্তুকে অতীব তুচ্ছ দৃষ্টিতে অবলোকন করেন, ইহা কি স্রষ্টার অবমাননা নহে? শিল্পি-নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়া কে শিল্পীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে পারে? ফলতঃ যেখানে ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করিবার জন্য তৎপ্রেরিত বিধানাদির গৌরব বর্দ্ধন করা যায়, তাহাতে অতি উচ্চতম ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়। মহর্ষি ঈশা এই জন্যই প্রার্থনা করিয়াছেন, "তুমি আমায় গৌরবান্বিত কর যে তুমি গৌরবান্বিত হইতে পার।"

৩ মাঘ বৃহস্পতিবার। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজী উপাসনা হইবার দিন। বর্ত্তমান আন্দোলন অদ্যকার দিনে মন্দবেগ হইলে, সমুদায় আশঙ্কা তিরোহিত হইলে, আজ এ দিন বড় আনন্দের দিন হইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অন্তরায় আসিয়া পথে দাঁড়াইল এবং যিনি এ কার্য্য না করিলে বিধানবিরোধ উপস্থিত হয় তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আর কাহার উহা সম্পাদন করা বিধানবিরুদ্ধ অনেকের মনে স্থির সিদ্ধান্ত হওয়াতে উপাসনা স্থগিত রহিয়া গেল। এই কারণেই এবার নূতন নগর সঙ্কীর্ত্তন গ্রথিত হইয়াও কেহ কীর্ত্তনস্থলে উহা গ্রহণ করেন নাই। বিধানে সকলের একতা এই সকল ক্ষুদ্র ঘটনা আমাদিগকে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছে। বিধানে যিনি যে স্থানে বিধাতা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কাহার সাধ্য তাঁহাকে সে স্থান হইতে পরিভ্রষ্ট করে?

৪ মাঘ শুক্রবার। অদ্য প্রান্তরে বক্তৃতার দিন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। প্রায় ৫০০ শত লোক বক্তৃতাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনানন্তর প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বলদেব সহায় হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা দেন। ঈশ্বরের সাক্ষাদর্শন তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। বিশ্বাস, বিবেক, বিনয়, পুণ্য ও প্রেম এই পঞ্চ প্রদীপের সহায়তায় ঈশ্বরের সুন্দর মুখ সাধকের নয়নগোচর হয়, তদ্ভিন্ন তাহা দেখিবার সম্ভাবনা নাই, এইটি তিনি বিশেষরূপে বিবৃত করেন। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু বিধানের সময়ে লোকসকলের কি এক আশ্চর্য্য অধিকার উপস্থিত হয় প্রদর্শন করেন। তিনি বিধানপ্রবর্ত্তক মহাত্মা সকলকে দূরবীক্ষণ সহকারে তুলনা করেন। দূরবীক্ষণযোগে অদৃশ্য নক্ষত্ররাজি যেমন লোকের নয়নগোচর হয়, তেমনি দর্শক সাধকগণ সেই দূরবীক্ষণসদৃশ মহাত্মাদিগের সঙ্গে জীবনে এক ও অভিন্ন হইয়া অদৃশ্য ঈশ্বরকে হৃদয়াকাশে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেন। ভাই উমানাথ গুপ্ত আচার্য্যদেব সহকারে সকল লোকের কি প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাঁহার শরীর তিরোহিত হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার গুণরাজিতে এখনও সকলের সঙ্গে সম্বদ্ধ আছেন। যেখানে যে ব্যক্তি ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করে, অথবা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেখানে

সেই ব্যক্তিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। হরিতে নিমগ্ন হৃদয়, হরির কার্য্যে ব্যাপৃত হস্ত, তাঁহাকেই দেখাইয়া দেয়। সমুদায় মনুষ্যজাতি সহকারে গুণসাম্যে তাঁহার অভিন্নতা। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উর্দ্দুতে বলেন। তাঁহার বলিবার বিষয় এই ছিল, ঈশ্বরের বিধান ভূতকালে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। তিনি ভূতকালে প্রার্থনার উত্তর দিতেন, কথা বলিতেন, আজ তিনি নিদ্রিত, আজ তিনি আর কথা কহেন না এরূপ নহে। তিনি মৃত ঈশ্বর নহেন জীবন্ত ঈশ্বর। মৃত পিতা যে প্রকার উত্তরাধিকারিগণকে সমুদায় লিখিয়া পড়িয়া দিয়া যান, ঈশ্বর তেমনি একবার সমুদায় বিধি ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কিছু করিবার নাই বলিবার নাই এরূপ নহে। ঈশ্বরের সহবাস সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তদ্ভিন্ন আর বৈকুণ্ঠ নাই। যাঁহারা তাঁহাতে বাস করেন তাঁহারা নিত্যকালে বৈকুণ্ঠে বাস করেন।

৬ মাঘ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সায়ংকালে উপাসনা হয়। উপাসনার কার্য্য ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সম্পন্ন করেন। সাধকেরা যখন যোগে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হন, তখন ভক্তবৎসল ঈশ্বর তাঁহার ভক্তসন্তানগণ সহ তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রকাশিত হন, এই বিষয় অবলম্বন করিয়া উপদেশ হয়। ৭ মাঘ মঙ্গলবার নবদেবালয়ের নিত্য উপসনানন্তর মঙ্গলবাড়ীতে সকল উপাসক মিলিত হইয়া গমন করেন। সাধু অঘোরনাথের সমাধি সমীপে মিলিত হইয়া সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। ভাই রামচন্দ্র সিংহ সময়োপযোগী প্রার্থনা করেন। ৮ মাঘ মঙ্গলবার, সায়ংকালে ৬ ঘটিকার সময়ে নবসংহিতার প্রথম কয়েক অধ্যায় পঠিত হয়, এবং পাঠানন্তর সংক্ষিপ্ত উপাসনা হয়।

৯ মাঘ বুধবার। অদ্য আলবার্ট হলে প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। প্রথমতঃ ভাই গৌরগোবিন্দ রায় নববিধানে হিন্দুধর্ম্মের পরিণতি প্রদর্শন করেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মকে ক্রমে এক এক বিভাগে চারিভাগে বিভক্ত করেন। যেমন শাস্ত্র—বেদ, বেদান্ত, পুরাণ ও আগম। দর্শন—দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। আশ্রম—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ, ও যতি। বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শাস্ত্র মধ্যে বেদ সর্ব্ব প্রথম। বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ প্রকৃতিতে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের চিত্ত বাহির হইতে অন্তরের দিকে যায় নাই, সুতরাং তাঁহারা একান্ত ক্রিয়াপরায়ণ ছিলেন, যাগ যজ্ঞাদি বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠান করিতেন। বেদান্ত সময়ে তাঁহাদিগের চিত্ত বাহির হইতে অন্তরের দিকে সমাগত হয়। আর্য্যগণ এ সময়ে আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। পুরাণ শব্দের অর্থ নিত্যক্রিয়া। জীবগণের জীবনে ঈশ্বরের নিত্যক্রিয়া প্রকাশ পৌরাণিক সময়ের প্রধান লক্ষণ। এক এক জন মহাজনের জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সেই বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া ঈশ্বরের লীলারূপে পরিগৃহীত হইয়া সাধকগণের ভক্তিসাধনে সুমহৎ উপকার সাধন করিয়াছে। ঈশ্বরের নিত্য লীলা দর্শন পুরাণের অভিপ্রায়। আর্য্যগণ এ সময়ে ঈশ্বরের লীলারসে মুগ্ধ হইয়া ভক্তিযোগ সাধন করিয়াছেন। সাধকগণের একত্র সম্মিলনে ঈশ্বরের আদেশ প্রত্যাদেশের সমাগম ও তদ্গ্রহণ আগমের সময়ের বিশেষ লক্ষণ। পৌরাণিক সময়ে অপর সকলে এক জন মহাজনের অনুসরণ করেন, আগমের সময়ে সেই এক জন মহাজন অন্য দশ জনের সহিত এরূপ ভাবে সম্মিলিত হন যে মহাজনে যে বাণী সমাগত হয়, তাহা সমবেত সাধকমণ্ডলীর হৃদয়ে প্রতিফলিত ও অনুমোদিত হয়। এই চতুর্বিধ শাস্ত্রের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নববিধানে একত্র সমাবিষ্ট হইয়াছে। অন্তর্ব্বহিঃ ঈশ্বর দর্শন, যেমন নিত্যক্রিয়ার

অনুষ্ঠান তেমনি যোগধ্যান; প্রতিজ্ঞাবনে ঈশ্বরের লীলা দর্শন করিয়া তাঁহাতে ভক্তি সমর্পণ, এবং প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট হইতে সমবেত ভাবে সত্য ও আলোক গ্রহণ, এ সকলই নববিধানে যুগপৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশের দর্শনসমূহ উপরিউক্ত চতুর্ব্বিধ দর্শনের কোন না কোন একটির অন্তর্ভূত বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। জড়, জীব ও ঈশ্বর তিনই নিত্য, নিত্যকাল হইতে একত্র অবস্থিত, ইহাই দ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদ জড় ও অধ্যাত্মভেদে দ্বিবিধ। যাঁহাদিগের মতে দৃশ্যমান জগৎ ও ঈশ্বর একই, তাঁহারা জড়াদ্বৈতবাদী, আর যাঁহাদিগের মতে দৃশ্যমান সমুদায় মিথ্যা অপদার্থ কিছুই নয় এক চিন্ময় আত্মা বা পরমাত্মাই সত্য, তাঁহারা অধ্যাত্মাদ্বৈতবাদী। দ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ ঈশ্বর এক অদ্বৈতবস্তু স্বীকার করেন, কিন্তু বিচিত্র শক্তিযোগে তিনি এই সমুদায় দ্বৈতবস্তু সৃজন করিয়াছেন, সুতরাং দ্বৈত এবং অদ্বৈত উভয়ই এক সময়ে সম্ভবপর। যাঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী তাঁহারা স্রষ্টা এবং সৃষ্ট উভয়কে কারণ ও কার্য্যের অভিন্নতা বশতঃ এক ও অভিন্ন বলেন। সূক্ষ্ম চিৎ ও অচিৎ (জড়) বিশিষ্ট ব্রহ্ম কারণ, স্থূল চিৎ ও অচিৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম কার্য্য। ঈদৃশ কার্য্যকারণের অভিন্নতায় ইহাঁরা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। এই চতুর্ব্বিধ দর্শনের একতার ভূমিতে নববিধান প্রতিষ্ঠিত। জড়, জীব ও ঈশ্বর এ তিনকে নববিধান স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করেন, অথচ এক ঈশ্বরের অধিষ্ঠানে জড় ও জীবের সত্যত্ব স্বীকার করেন। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, সৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে তাঁহার শক্তিতে যে চিৎ ও অচিতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অসত্য বা ভ্রম বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না। ঈশ্বরের নিত্য ইচ্ছাতে এ সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, সুতরাং এই ইচ্ছার নিত্যতায় এ সমুদায়ের নিত্যতা স্বীকার্য্য; কারণের নিত্য বিদ্যমানতায় কার্য্যের স্থিতি, কারণ হইতে পৃথক করিলে আর কার্য্যের স্থিতি থাকে না, ইহা স্বীকৃত হওয়াতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণের পন্থাও এতন্মধ্যে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই, নববিধানে চতুর্ব্বিধ আশ্রমের একত্র সমাবেশ হইয়াছে কি না? আমরা বলি এচারিও একস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য নববিধানের প্রাণ, ব্রহ্মচর্য্য বিনা নববিধান এক মুহূর্ত্তের জন্য প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না। রাগ দ্বেষ হিংসাদির সংযম সর্ব্বপ্রথম সোপান, চিরজীবন ইহাদিগকে সংযতাবস্থায় রক্ষা ইহার সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠান। নববিধানে ব্রহ্মচর্য্যের পর্য্যবসান নাই; উহা চিরজীবনব্যাপী। নববিধানে গৃহস্থ ধর্ম্মের প্রাধান্যের কথা বলিতে হয় না, ইহা সকলেই নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। নববিধানে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম আছে কি না, ইহা জিজ্ঞাস্য সন্দেহ নাই। বাহ্য বনে গমন যদি বানপ্রস্থ ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে ইহা সাময়িক ভাবে সকলেই দেখিতে পাইবেন, কেন না নববিধানবাদিগণ সময়ে২ গিরিশিখরাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাংসারিক বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া মনোগমন যদি বনগমন হয়, তবে নববিধানে ইহা নিত্যকাল সম্মিলিত হইয়া আছে। শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে ইহাই যে সর্ব্বপ্রধান বানপ্রস্থ ধর্ম্ম তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। যতিধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পরমহংসাশ্রম। বিবিদিষু ও বিদ্বৎ ভেদে যে দুই উচ্চতম যতিশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নববিধানের অঙ্গের ভূষণ। ব্রহ্মতত্ত্বলাভেচ্ছা নব বিধানে চির বিদ্যমান এবং ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিয়া তাঁহাতে সুখে অবস্থিতি, ইহাও ইহার প্রধান লক্ষণ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুর্ব্বিধাশ্রম নিত্যকাল ইহার মধ্যে সম্মিলিত ভাবে স্থিতি করিতেছে। নববিধানবাদিগণ যেমন চতুরাশ্রমী তেমনি চতুর্ব্বর্ণী।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চারিবর্ণের লক্ষণই প্রত্যেক নববিধানীতে বর্ত্তমান। শম দমাদির অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য, উদ্যম উৎসাহ প্রভৃতি প্রদর্শনে ক্ষত্রিয়োচিত ক্রিয়া, অর্জ্জন ও অর্থের যথোপযুক্ত ব্যয়াদিতে বৈশ্যের ব্যবহার, সকলের সেবাতে জীবন সমর্পণ শূদ্রের ধর্ম্ম, এ সকলই নববিধানে এক ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয়। নববিধান কি সহসা এ সকল একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন? না, কালপ্রভাবে এ সকল একত্র মিলিত হইতেছে, যথাসময় কালের নিয়ামক ভগবান্ ইহাকে এই মিলন অভিব্যক্ত করিবার জন্য ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মোহম্মদীয় একত্ববাদ এবং নববিধানের একত্ববাদের বিষয় বলেন। মোহম্মদীয় একত্ববাদে কেবল ঈশ্বরের একত্ব, নববিধানে বহুভাবে প্রকাশিত হইয়াও ঈশ্বরের একত্ব, জ্ঞান কর্ম্ম যোগ ভক্তি প্রভৃতির একত্ব, সমুদায় শাস্ত্রের একত্ব, সকল দেশের সাধু মহাত্মা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের মধ্যে একত্ব। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন এই বিষয়টি অতি বিষদরূপে মধুর ভাষায় সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলেন। ভাই উমানাথ গুপ্ত "আমরা কি?" এই বিষয়টি ইংরাজী ভাষায় সকলের নিকটে প্রকাশ করিয়া বলেন। তিনি যাহা বলেন তাহা অতীব গুরুতর। নববিধানের প্রত্যেক প্রেরিতের সঙ্গে অপর সকলের সম্বন্ধ কি তাহাই তিনি ব্যক্ত করিয়া বলেন। প্রেরিতবর্গ মধ্যে অনেক প্রকার দোষ দুর্ব্বলতা আছে, কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু এ সকল সত্বেও তাঁহাদিগের জীবনে যে কতকগুলি মূলতত্ত্ব বিদ্যমান থাকিয়া নিয়ত কাল কার্য্য করিতেছে, সেই সকলের ক্রিয়া দেখিতে হইলে তাঁহাদিগের জীবন সকলকে স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই আমরা বক্তৃতার সার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সময়ের অল্পতানিবন্ধন বক্তা জীবনের প্রত্যেক বিভাগের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করেন, যদি অধিক সময় লইয়া ঐ সকল বিষয় বিবৃত হইত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ অনেক অনভিব্যক্ত বিষয় ব্যক্ত হইত।

১০ মাঘ বৃহস্পতিবার। অদ্য ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা। এ দিন আমাদিগের নিকটে চিরস্মরণীয় থাকিবে, কেন না সমুদায় বৎসরে যে ঝটিকা বৃষ্টি তুফান চলিতেছিল, তাহা মন্দবেগ হইবার সূত্রপাত এই দিনে উপস্থিত হয়। এ দিন সমুদায় প্রেরিতবর্গ এবং তাঁহাদিগের বন্ধুগণ সকলে আলবার্টহলে অপরাহ্ন ৪॥ টার সময়ে একত্র মিলিত হন। আজ বা কি একটা তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হয়, এই ভাবিয়া অনেকে সভয়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কুতূহলাক্রান্ত হইয়াও অনেকে যে সেখানে আসিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সর্ব্বসম্মতিতে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাপতি সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্যারম্ভের সূচনা করিলে, ভাই অমৃতলাল বসু বর্ত্তমান অমিল কিছুই নহে উহা মিলনে পরিণত হইবে এতৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া এই প্রস্তাব করেন যে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ এবং নববিধান, এ দুই যে ভিন্ন নয় একই, ইহা লিপিবদ্ধ হয়। এ সময়ে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য বিভাগের সহিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের যে সম্বন্ধ আছে, তাহাও লিপিবদ্ধ হয়, কেহ কেহ অনুরোধ করেন, কিন্তু সেটি জ্ঞাত বিষয় বলিয়া তাহা পরিগৃহীত হয় না। সভাপতি বলেন, অদ্য এই পর্য্যন্ত সভার কার্য্য হইয়া উহা স্থগিত থাকুক, অন্য কোন প্রস্তাব সভার সম্মুখে আনয়ন করিবার প্রয়োজন নাই, কেন না তাহাতে অনেক বাদানুবাদের সম্ভাবনা। বর্ত্তমান আন্দোলনে লোকসকলের মন বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে, কেহ এক পক্ষ কেহ অপর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, মফঃসলের অনেক ব্রাহ্মভ্রাতৃবর্গ বিচ্ছেদনিবন্ধন বৎসর বৎসর যে প্রকার আসিয়া

থাকেন এবার সেরূপ আসেন নাই ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। শান্তভাবে এইরূপে সভার কার্য্য স্থগিত হইলে, কেহ কেহ ব্যগ্রতাসহকারে উৎসব সঙ্কীর্ত্তনাদি একত্র হইবার প্রস্তাব করেন।

১১ মাঘ, শুক্রবার। অদ্য মাঘোৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিন উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। প্রাতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি উপাসনা সময়ে যাহা বলেন, তাহার সার এইরূপে সঙ্কলন করা যাইতে পারে। নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম মূলে এক, স্বরূপতঃ এক নহে। নববিধানে ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণতা ও বিকাশের অবস্থা। বীজ ও বৃক্ষ, অণ্ড ও পক্ষী যেমন এক নয়, ক্ষুদ্র শিশু ও বলিষ্ঠ যুবা যেমন এক নয়, নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সেইরূপ এক নহে কিন্তু মূলে এক। সমুদায় শাস্ত্র, সমুদায় সম্প্রদায়, সমুদায় সাধু পুরুষের এবং যোগ, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, বৈরাগ্যের এরূপ একতা সম্পাদন ও সম্মিলন ব্রাহ্মধর্ম্মে কখন ছিল না, যেমন নববিধানে সংঘটিত হইয়াছে। একাধারে ঈশ্বরের অসংখ্য বিচিত্ররূপে প্রকাশ নববিধানই প্রদর্শন করিয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম নহে। নববিধানে সমুদায় নূতন ও বিচিত্র। জ্বলন্ত প্রত্যাদেশ নববিধানের জীবন, নববিধানকে শুদ্ধ প্রত্যাদেশমূলক বলা যায় না, তাহা হইলে প্রাচীন বিধানের সঙ্গে তাহার বিশেষ প্রভেদ থাকে না। কেন না মুষায়ি বিধান, খ্রীষ্টীয় বিধান,. মোহম্মদের বিধান, সমুদায়ই প্রত্যাদেশমূলক। ধর্ম্মসমন্বয় ইহার বিশেষত্ব। সমুদায় শাস্ত্রের, সমুদায় ধর্ম্মভাবের, সমুদায় সাধুর মিলন, সাক্ষাৎসম্বন্ধে জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ নববিধানের বিশেষ ভাব। বিধানপ্রবর্ত্তকের জীবন নববিধান কি তাহা সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছে।

সায়ঙ্কালে শাস্ত্র সম্মিলন ও ব্রহ্মোপাসনা হয়। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সায়ঙ্কালের কার্য্য সম্পাদন করেন। উপদেশের সারমর্ম্ম এই, নববিধানে যে বীজ রোপিত হইয়াছে তাহার কোন কালে বিনাশ নাই। সময়ে সময়ে ঝটিকা বৃষ্টি তুফান উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু যেখানে সেই বীজ রোপিত হইয়াছে সেখানে তাহাদিগের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। যখন যে বিধানের বীজ পৃথিবীতে রোপিত হইয়াছে, বীজ এমনি গভীর তলস্থানে প্রবিষ্ট হইয়াছে যে অনেক কাল পর্য্যন্ত তাহা সাধারণজনসন্নিধানে অলক্ষিত ভাবে স্থিতি করিয়াছে। লোকে মনে করিয়াছে যেন সে বীজ বিনষ্ট হইয়াছে, তাহা হইতে আর কোন কালে অঙ্কুরের অভ্যুদয় হইবে না। প্রায় উনিশ শত বর্ষ পূর্ব্বে জুডিয়াতে যে বীজ রোপিত হয়, তাহা রোপয়িতার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তিরোহিত হইল অনেকে মনে করিয়াছিল. এমন কি রোপয়িতার নাম পর্য্যন্ত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা তৎকালের ইতিহাসলেখকগণ উপযুক্ত মনে করেন নাই, কেবল এক স্থলে প্রসঙ্গতঃ দুটী কথায় মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আজ সেই বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে তাহা সভ্যতম দেশসমূহকে ছায়া দান করিয়া অবস্থিত করিতেছে, এদেশ পর্য্যন্ত তাহার সুশীতল ছায়া উপভোগ করিতেছে। আরম্ভে যাহা লোক দৃষ্টিতে অতি সামান্য, কালে তাহার কত গুরুত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়, তাহা আরম্ভসমকালিক লোকেরা কিছুই বুঝিতে পারে না। বর্ত্তমান শতাব্দীতে শক্তির অবিনশ্বরত্ব একটি সুমহৎ আবিষ্কার। এই শক্তির অবিনশ্বরত্ব ভাবিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, নববিধানরূপ যে শক্তি এক বার পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছে, তাহা আর কোনরূপেই তিরোহিত হইতে পারে না। ইহা গূঢ় ভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছে, এখন ক্রিয়া গূঢ়, কিন্তু কালে সমগ্র পৃথিবীকে একেবারে বিপরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিবে। বিধানশক্তির

এই অবিনশ্বরত্ব প্রদর্শন জন্য মন্দিরে আচার্য্যের বেদী শূন্য রহিয়াছে। কেন না আমাদিগের আচার্য্যের মধ্য দিয়া এই শক্তি পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছে। আচার্য্যের রক্ত মাংসের শরীর কিছুই নয়, উহা একান্ত বিনশ্বর। ঈশা মুষা চৈতন্য শাক্য প্রভৃতির দেহ এখন কোথায়? উহা আমাদিগের ধূলিনির্ম্মিত শরীরের ন্যায় ক্ষণধ্বংসী, সুতরাং সে সকলের ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে স্বর্গ হইতে যে বিধানশক্তি অবতরণ করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি অবিনশ্বর ভাবে পৃথিবীতে কার্য্য করিতেছে। রক্ষিত বেদী কোন পুত্তল নহে, উহার কেহ কোন দিন পূজা করে নাই বা করিবে না। যদি উহা পুত্তল হইত, উহাকে পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া কেহ উপাসনা করিত না, উপদেশ দিত না। বেদী কয়েকখানি সামান্য প্রস্তর, ইহাতে এমন কিছু অলৌকিক গুণ নাই, যাহার জন্য উহা কোন প্রকার অর্চ্চনা লাভ করিতে পারে। যে হস্ত উহার সম্মাননা করে, সেই হস্তই উহাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। তবে বিধানশক্তির নিত্যত্ব প্রদর্শন জন্য উহা রক্ষিত হইয়াছে, চিরকাল রক্ষিত থাকিবে। ইহাতে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। এখানে যাঁহারা আসিবেন, বেদী তাঁহাদিগকে নিঃশব্দে এই কথা বলুক, যে বীজ পৃথিবীবক্ষে রোপিত হইয়াছে, তাহা অবিনশ্বর। কোন প্রকার আন্দোলন ভূকম্প প্রভৃতিতে উহার কিছুই ক্ষতি হইবে না। যে বিধানশক্তি এক বার পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছে, তাহার ক্রিয়া স্থগিত হয় নাই, কোন কালেই স্থগিত হইবে না। বীজ ও শক্তির অবিনাশিত্ব স্মরণ করিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া সর্ব্বপ্রকারের অন্ধকার নিরাশা ও অল্প বিশ্বাস আমাদিগের মধ্য হইতে চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়া যাইবে, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

১২ মাঘ, শনিবার কমলকুটীরে আনন্দবাজার। দুপ্রহর ১টার সময় প্রার্থনান্তে আনন্দবাজার খোলা হয়। প্রথমতঃ নারীগণ আনন্দবাজারে ক্রয়বিক্রয় করেন। ৩টার পর পুরুষগণ প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন। আনন্দবাজারের বিপণিগুলি সুরুচিপূর্ব্বক সজ্জিত হইয়াছিল। অনেকবিধ দ্রব্যজাতও বিক্রয়ার্থ উপস্থিত ছিল। লোকসমাগমেরও ত্রুটি হয় নাই। এদিনেও আচার্য্যদেবের গ্রন্থ সকল সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। অনেক ভদ্র সভ্যগণ বাজারের প্রশংসা করিয়াছেন এবং দেখিয়া শুনিয়া সুখী হইয়াছেন। আনন্দবাজার আমাদিগের নিকটে বাহিরের একটি সামান্য ব্যাপার নহে। ক্রয়বিক্রয়কে কি প্রকারে বিশুদ্ধ করিতে হয়, বিক্রেয় দ্রব্য সমূহ এবং বিক্রেতৃগণ মধ্যে কি প্রকারে হরির আবির্ভাব দেখিতে হয়, গৃহের সমুদায় সামগ্রীর মধ্যে কেমন করিয়া দেবী লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান সর্ব্বদা অনুভব করিতে হয়, এ সকল শিক্ষা দিবার জন্য নবধর্ম্ম এক আশ্চর্য্য প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন। সংসারে মহা যোগ স্থাপন জন্য ঈদৃশ প্রণালী সর্ব্বদা অবলম্বনীয়। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা মূল উদ্দেশ্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া নিত্য আনন্দবাজারের সুখসম্ভোগ করেন।

১৩ মাঘ, রবিবার। অদ্য সমুদায় দিন মন্দিরে উৎসব। এবার উৎসব সময়ে বিদেশীয় বন্ধুগণ মধ্যে আমরা কাহাকেও উৎসবস্থলে দেখিতে পাইব,এরূপ আশা করি নাই। আমরা কলিকাতার বন্ধুগণকে লইয়া উৎসব করিব মনে ছিল। কিন্তু ভগবান্ আমাদিগকে একেবারে বিদেশীয় বন্ধুবিহীন করেন নাই। ঢাকা, জঙ্গলবাড়ী, খুলনা, শান্তিপুর, ধুলিয়ানা, গয়া, রঙ্গপুর, মুঙ্গের, লাহোর, চোপা এবং কেদারপুর হইতে কয়েক জন বন্ধু উৎসবদিনের পূর্ব্বে আমাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। মন্দিরে উৎসবস্থলে

প্রবেশ করিয়া আচার্য্যের প্রশান্ত সুন্দর মুখশ্রী বাহিরে কেহ দেখিতে পাইলেন না, এ অভাব কোন প্রকারে পরিপূরিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার বাহ্য সমধুর উপাসনা কেহ শুনিতে পাইলেন না, ইহাও সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। উৎসবস্থলে আনন্দময়ী জননীতে যদি আমরা আমাদিগের প্রিয়তম আচার্য্যদেবকে নিকটস্থ না দেখিতাম, তাহা হইলে কি আর আমরা উৎসব করিতে পারিতাম। ভগবানের আশ্চর্য্য নববিধান লীলা আজও নিবৃত্ত হয় নাই, ক্রমান্বয়ে চলিতেছে, তাই আমরা সাহস করিয়া অদ্য উৎসবক্ষেত্রে অগ্রসর। প্রাতঃকালের সঙ্গীত ও আরাধনানন্তর যে উপদেশ হয় তাহার সার কথঞ্চিৎ এই প্রকারে সঙ্কলন করা যাইতে পারে।

অদ্য আমরা কোথায় উৎসব করিতেছি? ইহলোকে না পরলোকে? মনুষ্যগণ সহকারে না দেবগণ সহকারে? সাধু অঘোরনাথের স্বর্গে গমন সময়ে আচার্য্য সদলে সকলকে পরলোকে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আচার্য্যদেবের স্বর্গগমনে আর কি আমরা ইহলোকে বসিয়া উৎসব করিতে পারি? আমরা ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে প্রবেশ করি। দেখি, আজ উৎসব দিনে সেখানে কি হইতেছে। স্বর্গলোকে নিত্য উৎসব। আজ আনন্দময়ী জননী তাঁহার সমুদায় দেবসন্ততিগণকে লইয়া সভা করিয়া বসিয়াছেন। যত দেবর্ষি মহর্ষি রাজর্ষি, মহাজন, ভক্ত, সকলে সভাস্থল আলোকিত করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এক দিকে উপবিষ্ট দেবগণ, আর দিকে উপবিষ্ট দেবীগণ সভামণ্ডপ শোভিত করিয়াছেন। দেবদেব মহাদেবের পুণ্যপ্রভা তাঁহাদিগের মুখমণ্ডলে নিপতিত হইয়া সকলের অতি দিব্য কান্তি বৰ্দ্ধিত করিতেছে। সভাস্থল নিঃস্তব্ধ এবং গম্ভীর। কোথা হইতেও একটি শব্দ আসিতেছে না। সকলে চিত্রার্পিতের ন্যায় মহাদেবের প্রেমমুখ দেখিতেছেন। সকলে যোগানন্দে বিভোর, কে কি বলিবে? ইতোমধ্যে সভাস্থল বিকম্পিত করিয়া বজ্রনির্ঘোষগম্ভীর বাণী মহাদেব মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইল। তিনি দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, মহাজন, ভক্ত দেবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে সমবেত ভক্তগণ, তোমরা শুনিয়াছ ধরাধামে কি মহা কোলাহল সমুপস্থিত হইয়াছে। আমি যুগে যুগে জীবোদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে বিধান প্রেরণ করিয়াছি, আমার একটি বিধানও পৃথিবীতে বিফল হয় নাই, এবার কেন শুনিতেছি, আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে নববিধান শিশুকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলাম, সে শিশু স্বর্গে চলিয়া আসিয়াছে এবং তাহার কার্য্য পৃথিবীতে চির দিনের জন্য স্থগিত হইয়াছে। হে ঈশা মুষা চৈতন্য নানক কবির বুদ্ধ মোহম্মদ, হে যোগী ঋষি মহর্ষিগণ, হে সমস্ত দেশের সমবেত সাধুগণ, তোমরা জান, যে দিন সেই নবশিশু বহুকাল গর্ভে [illegible] শিশু কৰ্ত্তনা একেবারে পূর্ণাবয়ব লইয়া ভূমিষ্ঠ হয়, সে দিন আমি তাহাকে কি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলাম, এবং তোমরাই বা সকলে মিলিয়া তাহাকে কি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলে। আমি তোমাদিগের সকলকে তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম, এবং তাহা কর্ত্তৃক তোমাদিগের সকলের গৌরব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে আমি বলিয়াছিলাম। সে নবশিশু আর পৃথিবীতে নাই, অকালে এ কথা কেন উত্থিত হইল। বল আমি তোমাদিগের সকলকে লইয়া পৃথিবীর বক্ষে চির কাল বাস করিতেছি কি না? কেন ধরাস্থ লোকের এ প্রকার দুর্ম্মতি হইলে যে আমা হইতে আমার সন্তানগণকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া বলে, কৈ ঈশ্বরের সন্তানগণ কোথায়? আমি যে কুমারকে একবার পৃথিবীর নিকটে প্রকাশ করিয়াছি, তাহাকে কি আর কোন কালে পৃথিবীর নিকট হইতে হরণ করিয়াছি? বল, তোমরা সাক্ষী হইয়া বল,

আমার প্রতি ঈদৃশ দোষারোপ করিবার কোন কারণ আছে কি না? হে ঈশা, হে গৌর, হে শাক্য, পৃথিবীতে তোমাদিগের বিস্তৃত অধিকার, তোমরাই বল, আমি কখন তোমাদিগকে ছাড়িয়া কাহার গৃহে গিয়াছি কি না? যে কুমারে আমি তোমাদিগের সকলকে একত্র করিয়াছি, তোমাদিগের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের চির বিবাদ যাহাতে ঘুচাইয়াছি, তাহাকে কি আমি এই জন্য স্বর্গে তোমাদিগের মধ্যে আনিয়াছি যে আর আমার অভিপ্রায় পৃথিবীতে পূর্ণ করিবার আমার ইচ্ছা নাই। বল, তোমরা এখানে এবং পৃথিবীতে সকলে নববিধানে একত্র হইয়াছ কি না? আমি যখন যাহা অভিপ্রায় করি, হে দেবগণ, তোমরাই বল তাহা কি কোন দিন স্বর্গ এবং পৃথিবীতে অপূর্ণ থাকে? যদি আমার অভিপ্রায় অচল এবং অটল, এবং আমি যাহা করিব মনে করি, তাহা যখন করিই করি, তখন পৃথিবীতে এ অবিশ্বাস কোথা হইতে আসিল? হে দেবীগণ, যখন সেই সৌর ভূতলে জন্ম হয়, তখন তোমরা সকলে মিলিয়া তো তোমাদের সমুদায় স্বকোমল গুণ সেই শিশুকে অর্পণ করিয়াছিলে? বল, সে শিশুতে তোমরা যে গুণ অর্পণ করিয়াছ, যে ভূষণে তাহাকে ভূষিত করিয়াছ, তাহা কি কোন কালে বিলুপ্ত হইতে পারে? পার্থিব দেহের অপগমে অনন্তকালের স্থায়ী বস্তুর বিনাশ, এ প্রকার নিরাশা পৃথিবীর মুখকে কেন আচ্ছাদন করিল? হে যোগ, হে ভক্তি, হে কর্ম্ম, হে জ্ঞান, তোমরা পৃথিবীতে এত কাল স্বতন্ত্র পথে বিচরণ করিতেছিলে, নববিধান তোমাদের সকলকে একত্র করিয়াছে। আবার কেন পৃথিবীর লোকসকল তোমাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ আশঙ্কা করিতেছে। হে দেবগণ, হে দেবীগণ, হে যোগী ঋষি মহর্ষিগণ, হে যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, আজ উৎসবের দিনে তোমরা সকলে যাও, পৃথিবীতে গিয়া সাক্ষ্য দান কর, স্বর্গে যে প্রকার তোমাদের মধ্যে বিবাদ নাই বিসংবাদ নাই, পৃথিবীতেও নববিধানের সমাগমে তেমনি তোমাদের মধ্যে বিরোধ নাই, চিরকালের জন্য তোমাদের মধ্যে মিলন হইয়াছে।” মহাদেব স্বর্গে দেব দেবীগণকে কি বলিতেছেন, আমরা উৎসব দিনে পৃথিবী ছাড়িয়া উর্দ্ধে গমন করিয়া শ্রবণ করিলাম, আমাদিগের আশা হইল। নববিধান, তবে তুমি এখনও আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাও নাই, তুমি পৃথিবীতে আমাদিগের মধ্যে আছ। কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে, তুমি তাহার মীমাংসা করিয়া থাক। আমরা মনে করিয়াছিলাম বুঝি তোমার বিয়োগ হইয়াছে, আর কোন বিষয়ের মীমাংসা পৃথিবীতে হইবার নহে। যদি তুমি আছ, তবে বল, এক বৎসরকাল আমাদিগের মধ্যে এত আন্দোলন কেন? কেন, আমরা সমুদায় বর্ষ এরূপ ক্লেশকর বিচ্ছেদের মধ্যে পড়িয়াছি? তুমি বলিতেছ, আমাদিগের জীবনে যোগ এবং ভক্তির মিলন হয় নাই, তাই এরূপ আন্দোলন উপস্থিত। যোগ, তুমি চিরকাল অন্তর রাজ্যে বাস কর, বাহিরের সমুদায় বস্তু উড়াইয়া দিয়া নিরন্তর ভাবরাজ্যে তোমার বসতি। ভক্তি, তুমি বাহিরে ভগবল্লীলা দর্শন কর, ঈশ্বরের বিচিত্র প্রেম অনুভব কর। যোগ ভক্তি, তোমাদের দুয়ের মিলন না হইলে, অন্তর বাহির এক হইতে পারে না। ভক্তিবিহীন যোগ, তুমি শুষ্ক কঠোর রসবিহীন, যোগবিহীন ভক্তি, তুমি অন্ধ, নানা অযথাসংস্কারের অধীন। নববিধান যখন পৃথিবীতে আছেন, তখন আমাদিগের জীবনে কেন তোমাদের মিলন হইবে না? যোগ তুমি ভাই, ভক্তি তুমি ভগিনী, তোমাদের মধ্যে বল কেন অসম্মিলন থাকিবে? তোমরা তো পরস্পরের চিরবিচ্ছেদ কখন সহ্য করিতে পার না? হে যোগভক্তি, তোমরা আমাদের জীবনে মিলিত হও। অন্তর ও বাহির আমাদের দুই এক হউক। হে সমবেত উপাসক মণ্ডলী, দেখ তোমাদের সম্মুখে, যোগ ও

ভক্তি উভয়ে দণ্ডায়মান। আজ উৎসব দিনে আদর করিয়া ইহাঁদিগকে তোমাদিগের মধ্যে গ্রহণ কর। ইহাঁদের এক জনকে ছাড়িয়া অপর রকে গ্রহণ করিলে তোমাদের মধ্যে কলহের বিরাম হইবে না। যোগ ও ভক্তিতে যদি তোমাদের অন্তর ও বাহির এক না হয়, কাহার সাধ্য যে তোমাদের অশান্তি অসম্মিলন ঘুচাইতে পারে? যোগকে ছাড়, তোমরা অন্ধতা কুসংস্কারের পথে গিয়া পড়িবে, ভক্তিকে ছাড়, শুষ্ক কঠোর মরুভূমিতে নিপতিত হইয়া তোমাদিগের প্রাণ বিনষ্ট হইবে, নাস্তিকতা ও সংসার আসিয়া অচিরে তোমাদিগক গ্রাস করিবে। যে বিধান আসিলেন যোগ ভক্তিকে একসূত্রে বান্ধিতে, সেই বিধানের বিদ্যমানতায় এরূপ কলহ এবং অসম্মিলন কেন? বাহিরে যাহা কিছু লইয়া আন্দোলন দেখিতেছ এ সকলই মিথ্যা। আন্দোলন আসিয়াছে কেবল যোগ ও ভক্তিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে বান্ধিতে। যোগ ও ভক্তিকে তোমরা এক সময়ে জীবনে গ্রহণ কর, সমুদায় ঝটিকা অন্ধকার চলিয়া যাইবে। তোমাদের মধ্যে আবার সেই শুভ দিনের অভ্যুদয় হইবে যে দিনে কেবলই আলোক ও শান্তি।

মধ্যাহ্ন ২টার সময়ে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মধ্যাহ্নকালের উপাসনা করেন। উপাসনানন্তর ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহর্ষি দাউদের জীবনের কতক অংশ এবং ভাই গৌরিগোবিন্দ রায় সেবকের নিবেদন হইতে "যোগী অক্ষয় ও অপার" এই উপদেশটি পাঠ করেন। পাঠান্তে যোগের উদ্বোধন হয়। হৃদয়ের সমুদায় দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিয়া মহালোকরূপ পরমাত্মাকে তথায় গ্রহণ এবং আত্মা সেই অনন্ত মহান্ পুণ্যময় প্রেমময় ঈশ্বরতে নিমগ্ন হইলে কি প্রকার আপনার অনন্ত সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া সুখের সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, উদ্বোধনে ইহাই প্রধান বিষয় ছিল। ধ্যানযোগানন্তর কয়েকটি ভ্রাতা প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা গুলির মধ্যে বিশ্বাস, ভক্তি, আশ্বস্ততা দর্শন করিয়া আমরা এই বলিয়া কৃতার্থ হইলাম, স্নেহময়ী জননী আমাদিগের কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই,তাঁহার কৃপা অজস্রভাবে আমাদিগের প্রতি বহমান রহিয়াছে, এবং তাঁহার কৃপা হইতে কোন সাধক বঞ্চিত হইবার নহেন। চারি দিকে যে প্রকার ঘোর দৃশ্য তন্মধ্যে সাধকগণের ঈদৃশ নির্ভর ও বিশ্বাস সামান্য সুখের সংবাদ নহে। আমরা বস্তুতই সে দিনকার প্রার্থনাসমূহে নিতান্ত কৃতার্থ হইয়াছি। প্রার্থনান্তর সঙ্কীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ততা এবার কোন অংশে ন্যূন হয় নাই। মন্দিরও অভাবনীয়রূপে জনপূর্ণ হইয়াছিল। সায়ঙ্কালের উপাসনা ভাই উমানাথ গুপ্ত সম্পন্ন করেন। নববিধানে সমুদায় ঋষি মহর্ষি মহাজনগণের একত্র অবস্থিতি উপদেশের বিষয় ছিল।

১৪ মাঘ সোম বার। অদ্য নগর সঙ্কীর্ত্তন। আচার্য্যদেবের পূর্ব্বতন নিবাসগৃহ কলুটোলা হইতে সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। এবার নগরে বহু দূর পরিভ্রমণ হয় নাই। সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে ভাই অমৃতলাল বসু এবং ভাই ত্রৈলোক্য সান্যাল যোগদান করেন। ভাই অমৃতলাল বসু সঙ্কীর্ত্তনপ্রমত্ত, তাঁহার যোগে প্রমত্ততার তরঙ্গ সহজেই উত্থিত হয়। নবদেবালয়ের সম্মুখের রোওয়াকে প্রমত্ত নৃত্যসহকারে সঙ্কীর্ত্তন হয়, পরিশেষে সমাধির চত্ত্বপার্শ্বে বেষ্টনপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন হইয়া সঙ্কীর্ত্তন ভঙ্গ হয়। সঙ্কীর্ত্তন দিনে আচার্য্যদেবের সেই প্রমত্ত ভাব স্মরণ করিয়া সকলেই ব্যথিত হৃদয় ছিলেন, সুতরাং সঙ্কীর্ত্তনে বহু দূর পরিভ্রমণাদি এবার আর ঘটিয়া উঠে নাই। যাহা হইয়াছে এবারকার জন্য ইহাই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট।

১৫ মাঘ মঙ্গল বার। অদ্য আর্য্যনারীসমাজে ব্রহ্মোপাসনা হইবার কথা। কোন

অলক্ষিত কারণে অদ্য আর্য্যনারীসমাজের কার্য্য হয় না, প্রেরিত দরবারের অধিবেশন হয়। পর দিন ১৬ মাঘ বুধবার আর্য্যনারীসমাজে উপাসনাদি হয়। এবার আর্য্যনারী সমাজের সমুদায় কার্য্য নারীগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে, ভাই গৌরগোবিন্দ রায় কেবল উৎসবের সূচনা-মাত্র করেন। এক এক জন এক একটি স্বরূপের ব্যাখ্যান করিয়া আরাধনা করেন, এবং এক এক জন করিয়া প্রার্থনা করেন। উৎসব স্থলে আচার্য্যদেবের প্রদত্ত আর্য্যনারীসমাজ-সম্পর্কে একটি বক্তৃতা বিতরিত হয়। সায়ঙ্কালের কীর্ত্তন ও আরতিও নারীগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। ভ্রাতৃমণ্ডলী তাঁবুতে উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১৬ মাঘ বুধবার। অদ্য নবদেবালয়ের সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তন হইবার দিন। সঙ্কীর্ত্তনের পূর্ব্বে অদ্য যে ব্যাপার হয়, তাহা চিরস্মরণীয়। সকল প্রেরিতগণ দেবালয়ে একত্রিত হইয়া উপাসনা প্রার্থনা করত সমুদায় অশান্তির কারণ নিরসন করেন পূর্ব্ব হইতে এই প্রকার প্রস্তাব ছিল। উৎসবের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে সম্মিলন সাধন জন্য বহুবিধ প্রস্তাবও ভ্রাতৃমণ্ডলী মধ্যে চলিতে থাকে। সময় পূর্ণ না হইলে কিছুই কার্য্যে পরিণত হয় না। অদ্য অপরাহ্ণ তিনটার সময়ে প্রেরিতবর্গ মীমাংসা জন্য দেবালয়ে মিলিত হইবেন প্রস্তাব হয়। সুযোগ্য ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন এ কার্য্যের এক জন বিশেষ উদ্যোক্তা, এবং তাঁহার নিকটে এ জন্য আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। তিনটার পর কেবল প্রেরিতবর্গ নবদেবালয়ে মিলিত হন। উপাসনানন্তর কথা আরম্ভ হইলে ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত বাবু রামশঙ্কর সেন নবদেবালয়ে গমন করেন। বেদী শূন্য থাকাসত্ত্বে একত্র মিলিত হইয়া যত দূর করা যাইতে পারে সকলে মিলিত হইয়া কার্য্য করিবেন, এইটি সম্মিলনের মুল ভুমি করা হয়। তৎকালে যেরূপ কথা হয়, তাহাতে বেদী শূন্য রাখিবার বিষয়ে কালগত মতবৈষম্য প্রতীত হয়। এই বৈষম্য সত্ত্বে প্রেরিতগণ একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিয়া যে গৃহে শান্তি প্রত্যানয়ন করিলেন এ জন্য আমরা শান্তিদাতা ঈশ্বরকে শতশঃ ধন্যবাদ অর্পণ করি। ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টী নিয়োগ প্রস্তাবের সময় শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেন উপস্থিত হন। শ্রীদরবার ও উপাসক মণ্ডলীর সভা শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনকে ট্রষ্টী নিয়োগে সহায়তা করিবেন স্থির করেন। তদনুসারে ট্রষ্টী নিয়োগের সমুদায় আয়োজন হয়, ট্রষ্টীগণও স্থির হন। যাঁহারা ট্রষ্টী হইবেন, তাঁহারা সকলেই অতি মাননীয় ব্যক্তি, এবং বাহিরের লোক। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রস্তাব করেন, বাহিরের লোক সকলকে ট্রষ্টী নিয়োগ না করিয়া ঘরের লোক সকলকে ট্রষ্টী নিয়োগ করা হয়। এতদনুসারে ভাই অমৃতলাল বসু, ভাই গৌরগোবিন্দ রায় এবং ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন এই তিন জন ট্রষ্টী হন প্রস্তাব হইয়া নির্দ্ধারণ হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সমুদায় বিষয় শ্রীদরবারের হস্তে থাকিবে, উপাসকমণ্ডলীর হস্তে ব্রহ্মমন্দিরের অর্থসম্বন্ধীয় সমুদায় ভার এবং আচার্য্য মনোনয়নে অধিকার থাকিবে ইত্যাদি বিষয়ের নির্দ্ধারণ সকল গঠিত হইয়া সাধক ও গৃহস্থবৈরাগিগণ পূর্ব্বে যেমন শ্রীদরবারে উপস্থিত থাকিতেন এবং তাঁহাদিগের বলিবার বিষয় বলিতেন সে অধিকার তাঁহাদিগকে প্রদত্ত হয় প্রস্তাব হওয়াতে, উহাও প্রস্তাবাকারে পরিগৃহীত হয়। উপাসকমণ্ডলীর বর্ত্তমান সভ্যগণ এবং যাঁহারা মন্দির পরিত্যাগ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে লইয়া একটী সভা হয়, প্রস্তাব হয়। তদনন্তর মিলিত ভাবে দেবালয়ে এবং সমাধির চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ত্তন হইয়া দিনের কার্য্য শেষ হয়।

১৮ মাঘ শুক্রবার। অদ্য প্রচার যাত্রায় বাহির হওয়া স্থগিত হইয়া উপাসকগণের

মিলিত সভা হয়। এই সভায় গতকল্যকার সমুদায় নির্দ্ধারণ গুলি পঠিত হয়, এবং সেই সকল নির্দ্ধারণ অনুসরণ করিয়া ট্রষ্টী নিয়োগবিষয়ে এবং যে সকল উপাসক মন্দিরত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ইচ্ছা করেন এক দিন মন্দিরে উপাসনা করিতে পারেন, এতৎসম্বন্ধে নির্দ্ধারণ হয়। সকলে মিলিয়া শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনকে ট্রষ্টী নিয়োগ করিবার ভার অর্পণ করেন। ১৯ মাঘ শনিবার দেবালয়ের সম্মুখে সমাধির চতুঃপার্শ্বে সকলে উপবেশন করিয়া যোগানুষ্ঠান, সমাপ্তিসূচক প্রার্থনা, এবং সঙ্কীর্ত্তন করেন। এইরূপে এবার উৎসবের কার্য্য অনন্ত প্রেমপূর্ণ ভগবানের কৃপায় সমাহিত হয়।

আচার্য্যদেবের জীবন প্রহেলিকা।

দিন যাইতেছে, এবং আমরা বুঝিতে পারিতেছি, আচার্য্যদেবের জীবন অনেকের নিকট একটী গভীর প্রহেলিকারূপে প্রতিভাত হইতেছে। যে জীবনের বহু দিক্, যাহাতে এমন বিষয় নাই যাহার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যাইতে পারে না, সে জীবন লইয়া এক এক জন যে আত্মপ্রকৃতি রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে এক একটি চরিত্র সমুপস্থিত করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমরা তাঁহার দেহে বর্ত্তমানকালেও এরূপ গ্রহণতারতম্য দেখিয়াছি, এখন তাঁহার শরীরের তিরোধান হইয়াছে, সম্মুখে গিয়া কথাবার্ত্তা বলিবার আর উপায় নাই, এখন অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার জীবন যথাযথ গ্রহণ করা এ অতি গুরুতর ব্যাপার। এখানে নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শীরও যে ভ্রম ভ্রান্তি হইবে না, এ সম্ভাবনা অতি অল্প। যে জীবন এক দিন সমুদায় পৃথিবীর আদর্শ হইবে, সে জীবন যদি বিবিধ রুচি এবং প্রবৃত্তির অধীন ব্যক্তিগণের হস্তে পড়িয়া অযথা আকার ধারণ করে তাহা হইলে সকলেরই পরিতাপ উপস্থিত হইবে। কোন্ কোন্ স্থলে বিশেষ ভ্রমের সম্ভাবনা এবং সে সকল স্থলে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান লাভের উপায় কি আমরা যথাসাধ্য নির্ণয় করিতে যত্ন করিব।

সংসারে অবস্থিতি করিয়া উচ্চতম যোগ উচ্চতম বৈরাগ্য প্রদর্শন যে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, সে জীবন সহজে বুঝিয়া উঠা পৃথিবীর পক্ষে সুকঠিন। আমাদিগের আচার্য্যদেবের বাহিরের অবস্থাও তাঁহাকে সহজে বুঝিবার পক্ষে প্রতিকূল। তিনি সম্ভ্রান্ত ধনিবংশসম্ভূত। যে গৃহে তাঁহার জন্ম, বাহ্যে তদুচিত উপকার লোকে দেখিত, সুতরাং প্রচ্ছন্ন যোগ বৈরাগ্য সকলের চক্ষের নিকটে প্রতিভাত হইত না। তিনি বলিতেন, তাঁহার জীবন লোককে চমকিত করিবার নহে, যদি তিনি এক বার সমুদায় ছাড়িয়া পথের ভিখারী হইয়া বাহির হন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র লোককে তাঁহার দিকে সহজে আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহার প্রতি সে প্রকার আদেশ ছিল না, সুতরাং তাদৃশ প্রলোভন তাঁহাকে নিয়ত কাল সংবরণ করিতে হইয়াছে। তিনি গৃহে অবস্থিতি করিয়াও বানপ্রস্থ এবং শেষ সময়ে যতিধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর অল্প লোকেই উহা অবগত আছে। তিনি প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই হইতে স্বহস্তে রন্ধনাদি ব্রত গ্রহণ করেন। ১৮০৩ শকের ১৩ কার্ত্তিক মস্তকাদি মুণ্ডন করিয়া যতিধর্ম্ম স্বীকার করেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ভিক্ষান্ন স্বীকার করেন নাই, এই হইতে ভিক্ষান্ন ভিন্ন অন্য অন্ন গ্রহণ করেন নাই।

যত দিন তিনি বানপ্রস্থ এবং যতিধর্ম্ম স্বীকার করেন, তত দিন তিনি সংসারের কিছু আপনি দেখেন নাই মানিলাম, তৎপূর্ব্বে তিনি আপনার সংসার আপনি দেখিতেন কি না? কখন দেখিতেন না, এ উত্তর আমরা পরীবারের সকলের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই।

বর্ত্তমানে যিনি পরীবারের সমস্ত দেখিতেন, তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে আশা করা যাইতে পারে তিনি স্বহস্তে নিজ সংসারের সমুদায় কার্য্য করিতেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তৎকালে সাংসারিক নিয়মে যাহারা কার্য্য চালাইত, তাহাদিগেরই হাতে সমুদায় ক্রয়াদির ভার ছিল এবং এ জন্য পরিজনবর্গকে অনেক প্রকারে ক্লেশ সহ্য করিতে হইত। নিজ পরিজনবর্গকে অর্থাদিনিরপেক্ষ রাখিয়া কি প্রকারে বৈরাগ্য শিক্ষা দিতে হয় প্রথম হইতে তিনি সম্যক্ সে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে, যে ব্যক্তি এ প্রকার সংসারধর্ম্মনিরপেক্ষ তাঁহার সংসারে বাস করার অর্থ কি? মনকে বন করিয়া তন্মধ্যে গমন না করিয়া এরূপাবস্থায় বাহিরের বনে গেলেই তো হইত। না, তাঁহার আর এক প্রকারের সংসার ছিল, উহা অতি বিস্তৃত সংসার। তিনি সমুদায় জনমণ্ডলীকে আপনার সংসার করিয়াছিলেন, তাহাদিগের জন্য না করিতেন এমন কার্য্য ছিল না। কাগজ মোড়ান লেবেল লেখা ডাকে পাঠান প্রভৃতি অতি সামান্য সামান্য কার্য্য হইতে বড় বড় কার্য্য নিজ হস্তে সমাধা করিতেন। গত বর্ষে হিমাচলে যখন রোগে অসমর্থ, অর্থাভাবে নিম্নে অবতরণ করিতে অসমর্থ হইলেন, জানিলেন আর কয়েক দিন পরে ছোট সিমলা হইতে বড় সিমলায় পর্য্যন্ত যাইতে পারিবেন না, অথচ আত্মীয়বর্গ কর্ত্তৃক ঋণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, নিজের জন্য তিনি কি প্রকারে ঋণ করিবেন। এ দিকে নিজের গৃহাদি সম্পত্তি উপলক্ষ করিয়া সহস্র সহস্র টাকা সামাজিক হিতকর কার্য্যে ঋণ করিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজে ইংলণ্ডাদি হইতে বড় বড় দান পাইয়াছিলেন, সে সকল দানের কথা পরিজনবর্গকে পর্য্যন্ত জানান নাই। সাধারণের হিতকর কার্য্যে সে সকল ব্যয় করেন। নিজের প্রতি দানেও নিজ পরিজনবর্গকে সমাংশী না করা ইহা কিছু সামান্য কথা নহে। জনহিতকর কার্য্যে সহস্র সহস্র মুদ্রা ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে নিজ পৈতৃক সম্পত্তিও যে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই, এ প্রকার নহে। তাঁহার স্বর্গারোহণের সময়ে তিনি যে ঋণ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা নিজ সংসারসম্বন্ধে নহে, নব দেবালয় প্রস্তুত এবং আলবার্টহল, নববৃন্দাবন নাটক অভিনয় এবং ভারত আশ্রম, ব্রহ্মমন্দির প্রভৃতিতে যে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা অগ্রিম স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আদায় না হওয়া জন্য। তাঁহার জীবিতাবস্থায় তাঁহার এই সকল টাকার কথা গোপন রাখিবার অভিপ্রায় থাকায় সাধারণ সমক্ষে এ পর্য্যন্ত কোন কথাই প্রকাশ পায় নাই।

আচার্য্যদেব কখন নিজের সংসার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন নাই। গুরুতর সাধারণের হিতকরকার্য্যে যে সকল ঋণ করিতেন, তাহার হিসাব স্বয়ং রাখিতেন এবং তৎসম্বন্ধে মাসান্তে স্বয়ং হিসাব দেখিতেন। সংসার ও বৈরাগ্য তাঁহাতে এই প্রকারে কি প্রকার মিলিত হইয়াছিল, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আমরা আশা করি, যাঁহার হস্তে পারিবারিক বিষয় দেখিবার ভার ছিল, আবশ্যক হইলে তিনি যথাসময় এমন হিসাব বাহির করিবেন যাহাতে এ সম্বন্ধে অনেকের মনের অন্ধকার তিরোহিত হইবে। নববিধানে যিনি সংসার ও বৈরাগ্যকে এক করিয়াছেন, তাঁহার ইহা করিতে গিয়া অনেক ক্লেশ বহন করিতে হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? যদি ক্লেশ না থাকিত তাহা হইলে আর বৈরাগ্য কোন্ ভূমিতে দাঁড়াইত? অদ্য যে স্থলে আচার্য্যদেবকে বুঝিতে অনেকের ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা সেই স্থলের গুটি কয়েক কথা বলা হইল, প্রয়োজন হইলে তাঁহার চরিত্রের অন্যান্য অংশেরও কিছু কিছু কথা বলা যাইবে।

যোগশিক্ষার্থীর প্রতি উপদেশ *।

কমলকুটীর ২রা ভাদ্র ১৮০২ শক।

যোগশিক্ষার্থী, কে যোগ সাধন করিবে তুমি শুনিলে, যার নিম্ন ভাগে লৌহ উপরি ভাগে স্বুবর্ণ। সে যে হউক, যোগ সাধন করিবে। গভীরতর যোগ সাধন কর পরমাত্মাতে লীন হইবে। কে যোগ করিবে, স্থির হইল। সেই ব্যক্তি, যাহার বিচিত্র প্রকৃতি, তুমি জান না আমি বুঝি না। এখন প্রশ্ন, কোথায় যোগ হইবে? পৃথিবীতে এমন স্থান কোথায়? হে জীব, তুমি দেখ কোথায় চিহ্নিত স্থান? যোগাসন হস্তে ধরিয়াছ, পাতিবে কোথায়? জলে না স্থলে, পর্ব্বতশিখরে না গিরিগহ্বরে, বৃক্ষতলে না নদীতীরে? পৃথিবী স্থান দেয় না। উচ্চ স্থান আবশ্যক। কি ভাবে উচ্চ? পরিমাণে উচ্চ? পৃথিবী নীচে, দশ হাত উপরে কাষ্ঠাসন পাতিলে যোগ হয়? জাহাজের মাস্তলে যোগ হয়? দ্বিতীয়তল গৃহের ছাদের উপরে উঠিলে যোগ হয়? এমন উচ্চভূমি চাই, যেখানে সংসার স্পর্শ করিতে পারে না। সংসার হইতে উহা অনেক দূরে। যদি পৃথিবীর আমোদ প্রমোদ সঙ্গে চলিল, তবে উচ্চ স্থানে গিয়া ফল কি? সেই স্থান যে আমোদকলুষিত। অপবিত্র আমোদের অনুচর সহচর জঘন্য দূষিত সুখের উপকরণ সেখানে। তবে কেন বৃথা কষ্ট শ্রম করিয়া এত দূর উঠিলে? এ উচ্চতা স্থানীয় উচ্চতা নহে। নিম্নদেশ হইলেই নিম্ন নয়। পাখীর আকাশেই ঘর, পাখীর গর্ত্ত মাটীর ভিতরে নহে। যোগী কখনও ভূচর নহে। ওহে সাধক, কি ভাবিতেছ, অণ্ড ফুটিয়াছে? তোমার আমার ভিতর হইতে পাখী বাহির হইয়াছে? সনাতন ধর্ম্ম নববিধান এত দিন উত্তাপ দিল। ভিতরের পাখী বাহির হইতেছে। সাবধান এ সময়ে যোগী পক্ষীর জন্ম হইতেছে। যোগপরায়ণ ক্ষুদ্র হৃদয় বাহির হইল। করিবে কি? উড়িব। উচ্চ রাজপ্রাসাদে যদি রাখি বড় গাছের উপরে যদি রাখি? কোথায় থাকিবে যোগ পক্ষী বল। আহা তোমার কি সুপক্ষ! তোমার গায়ে কি পরিপাটী রঙ্গের সংযোগ, তুমি ঝট্‌পট্ করিতেহ উড়িলে। পাখী যে উড়িবেই উড়িবে, উড়িবে আকাশে যাইবে। তবে যে পাখীর শরীর আছে? শরীর পাখী নহে। স্থূল শরীর যদি পাখীকে নীচের দিকে আকর্ষণ করে? যোগী পক্ষী যখন উড়িবে তখন শরীর অনুকূল হইবে। সাঁতার যে না জানে তাহার গুরু শরীর মগ্ন হয়, সন্তরণসিদ্ধের দেহ লঘু হয়। যে জীব আকাশে বিচরণ করিতে সিদ্ধ হয় নাই সে ভূতলে পড়িবে। জন্মসিদ্ধ যোগপক্ষী উড়িতে শিখিয়াছে। শরীরও লঘু হয়, সাক্ষী সন্তরণ, সাক্ষী উড্ডীন হওয়া। যখন ব্রহ্মকৃপা অবতীর্ণ হয়, এই শরীর সহায় হয়। দেহ আছে কি না যোগী বুঝিতে পারেন না। দুই মন প্রস্তর পাখীর গলায় ঝুলিতেছে, কিন্তু পাখার জোর এত অধিক যে নীচে নামাইতে পারিল না। খেচর হইয়া জন্মিল যে, উড্ডীয়মান হওয়া তাহার স্বভাবসিদ্ধ। পাখীর স্বাভাবিক গতি উর্দ্ধে। অর্থ শুন। যোগশিক্ষার্থী, এ সকল নিরর্থক। যদি যোগ শিখিবে পৃথিবীকে ক্ষুদ্র দেখিতে হইবে। তুমি জঙ্গলে যাইবে, আমি নিষেধ করিতেছি। জঙ্গলের নিকটেই তো তোমার বাড়ী। ঠিক শুনিতে পাইলে যেন ছেলে কাঁদিতেছে। বিপদ প্রলোভন নিকটে যার, যোগসাধন হয় না তার। মনের নৈকট্যই নৈকট্য। শারীরিক নৈকট্য নৈকট্য নহে। সংসারকে দূরে এবং ছোট মনে করিতে হইবে। যদি বল, সংসার কি বড় সামগ্রী! তবে যোগ হইবে না। এমন স্থানে বসিতে হইবে যেখানে সংসারের যাবতীয় বস্তু ছোট মনে হইবে। সমস্ত পৃথিবীকে ছোট দেখিবে। সমস্ত পৃথিবীকে এক সর্ষপকণার ন্যায় দেখিবে কোথাকার পৃথিবী? সামান্য ধূলিকণা! সেইখানে আসন পাত, যেখানে পৃথিবীকে নিকট ও বড় মনে হইবে না। পৃথিবী এত দূরে, এত হীন ও অসার বস্তু যে, সে প্রাণকে কখন টানিতে পারিবে না যোগপক্ষী ক্রমশ ১ম ২য় ৩য় ৪র্থ ৫ম ও ৬ষ্ঠ আকাশে উঠে। হে আত্মন্, তদুপরি বসিবে। সেখানে বসিয়া এক বার নীচে তাকাইবে, দেখিবে পৃথিবী সর্ষপকণা। আমার ধন মান দাস দাসী কোথায়? পৃথিবী যখন এরূপ হইয়া গেল, ক্রমে অন্তর্দ্ধান হইবে, দেখিবে আর পৃথিবী নাই। ৭ম আকাশের উপরে উড্ডীয়মান হইয়া চলিতে লাগিল, এখন মহাকাশে চলিতে লাগিল—মহাকাশ, চিদাকাশ, ঘনাকাশ। চারি দিকে সাধুমণ্ডলী। এখানে কোন পার্থিব শব্দ শুনা যায় না, পার্থিব বস্তু দেখা যায় না। আকাশ বাড়ী, আকাশ বস্ত্র, বৃষ্টি পড়িবে না আকাশ ছাদ আছে, আকাশ প্রাচীর আছে, চারিদিক্ হইতে বিঘ্ন আসিতে পারিবে না। হে আকাশ, তোমাকে আলিঙ্গন করি। দেখ হে পরমবন্ধু আকাশ, যোগভঙ্গ যেন কেহ না করে। আকাশে না বসিলে যোগ হয় না। মহাকাশে যখন বসিলাম, সংসার খসিয়া পড়িল। বিষয়লালসা বিলুপ্ত হইল। আকাশ যেমন অসীম, আমাদিগের শক্তি বল অসীমের সঙ্গে মিশিল। আমরা মনে ধন উপার্জ্জন করিব, যত ক্ষণ যোগ হইবেনা তত ক্ষণ আকাশের সঙ্গে যোগ চাই। এই যোগ স্থানের যোগ। এখন কোন্ স্থানে? আকাশে। সংসার খুব ছোট দেখাইতেছে, ক্রমে আর দেখা যাইতেছে না। পাখী খুব উড়িয়াছে, ব্রহ্মসূর্য্যের তেজ পড়িয়াছে।

---

* প্রথম উপদেশটি ১৮০২ শকের ১৬ ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত হইয়াছে।

ব্রহ্মচন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িয়াছে—পাখীর পাখার উপরে। যোগী, তুমি আকাশে থাক। সুন্দর পক্ষী, নিরবলম্ব যোগ-পক্ষী তোমায় আমি নমস্কার করি, যেন সকল নরনারী সংসার ছাড়িয়া ঐ মহাকাশে গিয়া বসে। আসক্তি প্রবৃত্তি কিরূপে আসিবে? সেখানে প্রলোভন বিভীষিকা নাই। মৃত্যুর অতীত স্থান আকাশ। আকাশের উপর মৃত্যুর অধিকার নাই। মন পাখী, তুমি ঐ স্থানে যাও। কুবাসনার পিঞ্জর ভাঙ্গ। যত পাখী এই ঘরে আছ, উড়। সমস্ত পাখীর দল উড়িল। ঐ যায়, ঐ গেল। অল্প দেখা যায়, পাখী দৃষ্টিপথের বহির্ভূত। যখন যোগী হইবে, মানুষ জানিবে না তোমার নাম ধাম। তোমার রাজ্যে কেহ তোমাকে কেহ বিরক্ত করিতে যাইবে না। তবে আকাশে বসিতে শিক্ষা কর, পৃথিবীর মাটীতে পা রাখিতে নাই। যে পৃথিবীতে পা রাখিল তাহার উপরে অভিসম্পাত আছে। সে যোগসাধন করিতে পারে না। পৃথিবীকে ছুঁইবে না, দুর্গন্ধ পৃথিবীর বায়ু নাসিকা গ্রহণ করিবে না। অতএব আকাশে যাও, পৃথিবী স্পর্শমাত্র মনের কুপ্রবৃত্তি আসিবে? পৃথিবীর বিষয় দর্শনে শ্রবণে বিকার হইবে। আকাশে যাইবার জন্য বিমান আসিয়াছে। মহেশ্বরের নিকট রথ প্রার্থনা কর, আকাশমার্গে ভ্রমণ কর। পৃথিবীর নিকটে বিদায় লইবে। পৃথিবি, তুমি যোগসাধনে প্রতিকূল। একাগ্রতা সারথি হইয়া তোমার রথ আকাশে লইয়া যাইবে। যখন ঋষি কলাপনরথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন তথায় মানুষ পক্ষী অথবা বিজাত্মা হইল। কিরূপ রথ? যাহা আত্মাকে স্বর্গে লইয়া যায়। সেই দিনের প্রতীক্ষা কর যে দিন মনের আনন্দে আকাশে বসিয়া ঈশ্বর ধ্যান যোগ করিতে পারিবে। এক এক আকাশে এক এক যোগী বসিয়া ব্রহ্মযোগ সাধন করুন।

যোগোপনিষৎ।

কোবা যোগং সাধয়েত্বং শ্রুতবান্ পরমাত্মনি।
লীনো ভবসি যোগেন প্রশ্নঃ কুত্রেতি সম্প্রতি ॥ ১ ॥
পৃথিব্যাং কুত্র তৎ স্থানং চিহ্নিতং পশ্য কুত্র বা।
গৃহীতাসন এতত্বং স্থাপয়িষ্যসি সাধক ॥ ২ ॥
জলে স্থলে বা বিপিনে শিখরে গিরিকন্দরে।
ন তে স্থানং সমুচ্চস্তৎ সংসারস্পর্শবর্জ্জিতম ॥ ৩ ॥
অপুণ্যাস খরামোদঃ পার্থিবস্তেন দূষিতম্।
স্থানঞ্চোচ্চতমং তস্য আরোহণমথ শ্রমঃ ॥ ৪ ॥
বিহায়সা হি গচ্ছন্তি বিহগা ন বিলাশ্রয়াঃ।
সাধকা ভূচরা নৈব কিমন্তাত্বং সমুদ্যতঃ ॥ ৫ ॥
শকুন্তঃ কিং সমায়াতস্তবাত্মডিম্বসম্ভবঃ।
নবেন বিধিনা তাপং লব্ধ্বা কালং মহত্তরম্ ॥ ৬ ॥
যোগী পক্ষী কৃতোত্থানশ্চিত্তং যোগপরায়ণম্।
বহিরাগতমেতত্তে কুত্র রক্ষিষ্যসি প্রিয়ম্ ॥ ৭ ॥
ন প্রাসাদে তরৌ বাপি সুপক্ষো হাড়্ডয়িষ্যতে।
আকাশে স্থূল এষো হস্য দেহোহনুকূলতাং ব্রজেৎ ॥৮॥
সন্তরণানভিজ্ঞো যস্তস্য দেহো নিমজ্জতি।
সিদ্ধস্য ন তথা তস্য লঘুতাং প্রাপ্তবানয়ম্ ॥ ৯ ॥
এবং জীবস্য বিজ্ঞেয়ং পতনং ভূতলে পুনঃ।
উৎপতেৎ জন্মসিদ্ধো হি পক্ষী সন্তরণং যথা ॥ ১০ ॥
যদা কৃপাবতীর্ণা স্যাৎ সহায়ঃ স ভবেত্তদা।
দেহোহস্তি বা ন বা যোগী তদা নির্দ্ধারণেহক্ষমঃ ॥ ১১ ॥
দশপ্রস্থপ্রমাণশ্চেৎ প্রস্তরস্তদ্গলে শুভ।
তথাপ্যুড্ডীয়মানঃ স স্বভাবো বলবত্তরঃ ॥ ১২ ॥
তত্বং শৃণু ত্বং যোগার্থিন্ যোগে চেন্মানসং তব।
পৃথিবীং পশ্য চৈকান্তক্ষুদ্রাং বনং ন সংশ্রয় ॥ ১৩ ॥
তত্রতে বসতিঃ কারাসমেয়ং শৃণু রোদনম্
সমীপে লোভনং চেৎ স্যাৎ কুতঃ যোগস্য সাধনম্॥১৪॥
নৈকট্যং মনসা নৈব দেহেন সংস্থিতিস্ত্বয়া।
দবীয়সী ক্ষুদ্রতমা মন্যতামন্যথা ন সঃ ॥ ১৫ ॥
তত্রোপবিশ যস্মাত্তে সর্ব্বং ক্ষুদ্রং হি দৃশ্যতে।
বহুনা কিং ধূলিলবমেয়ং ধরণী যতঃ ॥ ১৬ ॥
চিত্তং নাকর্ষয়েৎ সৈষা ক্রমাৎ যষ্ঠে বিহায়সি।
আরূঢ়শ্চেৎ ততঃ পশ্য যত্তো মানাদিকং গতম্ ॥ ১৭ ॥
সপ্তমেহস্থিতঃ সম্যক্ কৃতারোহণ এব হি।
মহাকাশং ঘনাকাশং চিদাকাশং সমীক্ষতে ॥ ১৮ ॥
পরিতঃ সাধবঃ সিদ্ধান তত্র পাপিবধ্বনিঃ।
আকাশো বসতির্বাস আকাশঃ কুট্টিমশ্ছদিঃ ॥ ১৯ ॥
আকাশস্তত্র প্রাচীরং বিঘ্না ন প্রবিশন্তি তৎ।
যামালিঙ্গামি রক্ষ ত্বং নিয়তং যোগভঞ্জতঃ ॥ ২০ ॥
সংসারঃ স্বয়মেবাস্তো অস্তোহয়ং বাসনা গতা।
অসীমোহত্র মহাকাশো বলং শক্তিস্তদন্বিতা ॥ ২১ ॥
আকাশেন সমং যোগঃ স্থানযোগো বিহঙ্গমঃ।
উড্ডীনঃ পৃথিবী লুপ্তা ব্রহ্মস্থন্যাংশুসঙ্গতঃ ॥ ২২ ॥
তৎপক্ষোপরি চন্দ্রস্য জ্যোৎস্না নিপতিতা হাহম্।
নমস্করোমি ত্বাং পক্ষিন্ নিরালম্বস্ত্বমস্যহো ॥ ২৩ ॥
নরা নার্যশ্চ সর্ব্বেহস্মিং ত্যক্ত্বা সর্ব্বং বসন্ত ভো।
আসক্তির্বা প্রবৃত্তির্বা ন গচ্ছতি প্রলোভনম্ ॥ ২৪ ॥
বিভীষিকাবিহীনোহয়ং মৃত্যোরতীত এবহি।
মনস্তং পিঞ্জরং ভিত্বা তত্রাব সং বিধেহি তৎ ॥ ২৫ ॥
বিহগাঃ সন্তি যে যুয়ং গৃহে হস্মিন্ শ্রবণার্থিনঃ।
উড্ডীয়ধ্বং ক্রমাৎ সর্ব্বে জাতাস্তে দৃষ্ট্যগোচরাঃ ॥২৬॥
অত্র নিবস্তং শিক্ষস্ব মাস্পাক্ষীঃ পৃথ্বীমজ্ঘ্রিণা।
যঃ স্পৃশেত্তাং ন যোগী স্যাদভিশাপোহত্র বিদ্যতে ॥২৭॥

তস্যাঃ স্পর্শেন গন্ধেন বায়োর্বিকৃতমানসঃ।
অতো মহেশপার্শ্বস্থো বিমানৈর্ভ্রমণং কুরু ॥ ২৮ ॥
তদ্দিনং ত্বং প্রতীক্ষস্ব কল্যাণরূপযোগতঃ।
গচ্ছস্যানন্দসন্দোহলীনো ধাস্যসি চেশ্বরম্ ॥ ২৯ ॥
একাগ্রতাসারশিক্ষাং তত্র সূক্ষ্মং স নেষ্যতি।
একৈকস্মিন্নবরীক্ষে একৈকং সাধনং কুরু ॥ ৩০ ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মযোগোপনিষৎসু যোগশাস্ত্রে দেশনিরূপণং নাম দ্বিতীয়ানুশাসনম্।

জেরুজিলমে মোহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা

(গত প্রকাশিতের শেষ।)

ওমর যখন স্বীয় পেরকা পরিধান করিলেন, তখন তিনি স্বীয় বৈরাগ্যের জীর্ণ বস্ত্রে আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, জগতের লোক তাঁহার ধৈর্য্য বৈরাগ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল, কেন না পৃথিবীর সম্পদ ঐশ্বর্য্য তাঁহার সম্মুখে সজ্জিত ছিল অথচ তাহা ভোগে তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। ওমর গিরিসঙ্কট দিয়া নগরে যাত্রা করিতে উদ্যত হইলে বহু মোসলমান আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইল। কতক দূর চলিয়া তিনি নগরের অদূরে উপনীত হইলেন। তিনি নগরের প্রতি দৃষ্টি করিয়াই বলিলেন আল্লাহ আক্‌বর, আল্লাহ আক্‌বর (ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর শ্রেষ্ঠ) হে পরমেশ্বর, আমাদিগকে সহজে জয় যুক্ত কর, তোমার নিকট হইতে আমাদিগকে প্রতাপ ও আনুকূল্য দান কর। তৎপর চলিলেন, এবং তথাকার প্রতিবেশী ও সন্ধির অঙ্গীকারে বদ্ধ অনেক লোক আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল, ওমর একস্থানে যাইয়া উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিলেন, তথায় সেনাপতি আবু ওবেদা অবতরণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানে পট মণ্ডপ স্থাপিত হইল, তথায় তিনি অনাবৃত ভূমিতলে উপবেশন করিলেন, তৎপর দণ্ডায়মান হইলেন ও চারি রকত নমাজ পড়িলেন। পৃথিবী কাঁপাইয়া আল্লাহ আক্‌বর এই শব্দের মহানিনাদ উঠিল। নগরবাসিগণ মহাধ্বনি শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া প্রধান ধর্ম্মযাজকের নিকটে দৌড়িয়া আসিল, তখন ধর্ম্মযাজক তাহাদিগকে বলিল, আরব্য সেনানিবাসে কি ব্যাপার উপস্থিত তোমরা যাইয়া দেখিয়া আইস। সংগ্রাম হইতেছে না, তথাপি কেন এরূপ কোলাহল উঠিল। পরে এক জন খ্রীষ্টবাদী আরবীয় লোক যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল "হে আরব্য সৈন্যগণ বৃত্তান্ত কি, আমাদিগকে জ্ঞাপনকর"। তাহারা বলিল "মদিনা হইতে ওমর পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার শুভাগমনের জন্য মোসলমানগণের এই আনন্দধ্বনি হইতেছে।" ইহা শ্রবণপূর্ব্বক সেই লোক ফিরিয়া গিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষকে সবিশেষ জানাইল, তিনি শুনিয়া বিষণ্ণমনে মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন, কোন কথা বলিলেন না।

প্রভাত কালে ওমর মোসলমানমণ্ডলীকে লইয়া প্রাভাতিক উপাসনা করিলেন, পরে আবু ওবেদাকে বলিলেন, তুমি নগরবাসীদিগের নিকটে যাও, এবং তাহাদিগকে আমার আগমন জ্ঞাপন কর। তখন আবুওবেদা যাইয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন "বিশ্বাসিগণের দলপতি আমাদের প্রভু ওমর উপস্থিত হইয়াছেন, তোমরা যে বিষয় বলিয়াছিলে তাহার কি করিবে?" নগরবাসিগণ ধর্ম্মাধ্যক্ষকে ইহা জানাইল। তখন তিনি মন্দির হইতে বাহির হইলেন, তাঁহার গাত্রে স্থূল বৈরাগ্য বস্ত্র ছিল, তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে খ্রীষ্টীয় উপদেষ্টা ও সন্ন্যাসী এবং পুরোহিতগণ ছিলেন, তাঁহার অগ্রভাগে বৃহৎ ক্রুশ বাহিত হইয়াছিল, এই মহাক্রুশ উৎসব ব্যতীত কখন নগরবাসীদিগের নিকটে বাহির করা হইত না। সেই প্রধান পুরোহিতের সঙ্গে বাতলিক নামক নাগরাধিপতিও চলিলেন, তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষকে বলিতেছিলেন, "যদি তুমি তাহাকে দেখিয়া চিন যে সে ওমর ভাল, আমরা নগরের দ্বার উন্মুক্ত করিব, অন্যথা যুদ্ধ হইবে হয় তাহারা আমাদিগকে মারিবে, না হয় আমরা তাহাদিগকে বধ করিব। সে ওমর না হইলে, আমাকে জানাইও, আমি সসৈন্যে অগ্রসর হইব"। ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিলেন, "আমি তাহাই করিব" এই বলিয়া তিনি নগরপ্রাকারের উপর আরোহণ করিলেন, বাতলিক তাহার প্রান্ত ভাগে দণ্ডায়মান হইলেন এবং সম্মুখভাগে ক্রুশ স্থাপিত হইল। নিকটে আবুওবেদা ছিলেন, ধর্ম্মাধ্যক্ষ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আরব্য সেনাপতে, তুমি কি ইচ্ছা করিতেছ?" আবু ওবেদা বলিলেন, "বিশ্বাসিকুলের অধিনায়ক ওমর পদার্পণ করিয়াছেন, ইঁহার উপরে আর অধিপতি নাই, তিনি এই নিদারুণ শীতের মধ্যে এদেশে আসিয়াছেন। অতএব এক্ষণ তোমরা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হও, তাঁহার সঙ্গে সন্ধিবন্ধন কর, তাঁহার নিকটে অভয় প্রার্থনা কর এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে জজিয়া (কর বিশেষ) নিরূপণ কর"। ধর্ম্মাধ্যক্ষ বলিলেন "যদি তোমাদের সেই অধিপতি আসিয়া থাকেন, যাঁহার উপরে আর স্বামী নাই, তবে তাঁহাকে বল যেন তিনি আমাদের সন্নিহিত হন, আমরা তাঁহার যে রূপ বর্ণনা পাঠ করিয়াছি, তদ্দ্বারা তাঁহাকে চিনিয়া লইব। তোমাদের নিকট হইতে তাঁহাকে পাঠাইয়া দেও, তিনি যেন এই দুর্গের সম্মুখ ভাগে দণ্ডায়মান হন, আমরা তাঁহাকে দর্শন করিব। যদি তিনি তোমাদের সেই অধিপতি হন, যাঁহার ব্যাখ্যা পুস্তকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তবে আমরা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিব ও তাঁহার নিকটে অভয় প্রার্থী হইব এবং তাঁহার জন্য জজিয়া নির্দ্ধারিত করিব। যদি তিনি সেই লোক না হন, তবে

তোমাদের সঙ্গে আমাদের সংগ্রাম ভিন্ন অন্য কথা নাই।" ইহা শ্রবণ করিয়া আবুওবেদা ওমরের নিকটে ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলেন। ওমর তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন। সকলে বলিতে লাগিল, "হে বিশ্বাসীদিগের নেতা, আপনি শত্রুকুলের নিকটে একাকী যাইতেছেন, এই খির্কা ব্যতীত আপনার শরীরে যুদ্ধকবচ ও অস্ত্রাদি নাই, আমরা ভয় পাইতেছি যে তাহারা বা কোন বিদ্রোহাচরণ করে।" ওমর বলিলেন "আমার জন্য ঈশ্বর যাহা লিপি করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আমার কিছুই হইবে না, তিনি আমাদের প্রভু, বিশ্বাসিকুল তাঁহার প্রতি নির্ভর করিবে।" এই বলিয়া তিনি উষ্ট্র আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন, উষ্ট্র উপস্থিত করা হইলে তিনি তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলেন, তাঁহার গাত্রে খির্কা, তদ্ভিন্ন কিছুই ছিল না, মস্তকে একখণ্ড কম্বল বাঁধা ছিল। আবু ওবেদা তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিয়াছিলেন, অন্য কেহ সঙ্গে ছিল না। দুর্গের নিকটস্থ হইয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষ ও নগরাধিপতির সম্মুখ ভাগে স্থিতি করিলেন। আবু ওবেদা ডাকিয়া বলিলেন, ধর্ম্মযাজক "এই মোসলমানদিগের নেতা ওমর।" এই কথা শুনিয়া প্রধান পুরোহিত তাঁহার দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "ঈশ্বরের শপথ, যাহার রূপ গুণের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি ও যিনি আমাদের নগর অধিকার করিবেন ইনিই তিনি" তৎপর বলিলেন "হায় জেরুজিলাম নিবাসি লোক সকল, আর কেন বিলম্ব কর, ইহাঁর নিকটে উপস্থিত হও; অভয় ও শান্তি ভিক্ষা কর, ইনিই মোহম্মদের সহচর।" রোমীয় লোকেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া দ্রুতপদে দুর্গহইতে অবতরণ করিল, নগর হস্তান্তরিত হইল বলিয়া তাহাদের মন ভগ্ন হইয়াগিয়াছিল। তাহারা দ্বার উন্মুক্ত করিল এবং ওমরের নিকটে চলিয়া আসিল ও সন্ধিবন্ধনের প্রার্থী হইয়া জিজিয়া দানে প্রস্তুত হইল। ওমর তাহাদিগকে তদ্রূপ অবস্থায় দেখিয়া উষ্ট্রের উপরেই ঈশ্বর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। তৎপর তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমরা এই ক্ষণ নগরে চলিয়া যাও, তোমাদিগকে অভয় দান করা হইল, ও তোমাদের প্রার্থনানুসারে সন্ধিপত্র লিখিত হইবে। তখন লোক সকল দুর্গাভিমুখে চলিয়া গেল ও নগরের সমুদায় দ্বার উন্মুক্ত রহিল। ওমর আপন শিবিরে চলিয়া আসিলেন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, শুক্রবার পর্য্যন্ত তথায় থাকিলেন। তিনি সেখানে এক মসজেদের সূত্রপাত করিলেন এবং আপন সঙ্গিগণকে লইয়া শুক্রবাসরীয় উপাসনা সম্পাদন করিলেন। জেরুজিলামে দশ দিন তাঁহার অবস্থান হয়। পরে তথা হইতে মদিনায় চলিয়া আইসেন। জেরুজিলমে তাঁহার নিকটে কোন কোন প্রধান পুরুষ তাঁহার নিকটে এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এইরূপে জেরুজিলমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, ও এস্‌লাম ধর্ম্মের আলোক জ্বলিয়া উঠে।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গৌতমের প্রেম।

ইতিপূর্ব্বে গৌরাঙ্গের ভক্তি লিখিত হইতেছিল, কিন্তু তাহা শেষ না করিয়াই অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেছি কেন, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। গৌরাঙ্গের ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর পারে যায় কাহার সাধ্য, অপার ভক্তি-সিন্ধুর কূল কিনারা নাই। তাই কেবল দিগ্‌দর্শন মাত্র করিয়াই বিরত হইলাম, এক্ষণে বিষয়ান্তরের অবতারণা করা যাইতেছে।

গৌতমের প্রেম এই কথাটি অপ্রসিদ্ধ। গৌতম প্রেমিক ছিলেন, এ কথা কেহ বলে না ও কেহ জানে না। বিনা বস্তুতে প্রেম হয় না গৌতমের কোন নির্দ্দিষ্ট উপাস্য বস্তু ছিল না সুতরাং প্রেম হইবে কিরূপে? প্রেমের অর্থ কি? প্রেমের অর্থ প্রীতি, কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি প্রিয় বলিয়া অনুরাগ স্থাপন করিলেই প্রীতি প্রকাশ পায় অনুরাগ কি? অনুরাগ আকর্ষণ। আকর্ষণ কি? স্বাভিমুখে প্রত্যানয়ন। এই আকর্ষণ ক্রিয়াটি দুইটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিতি করিবে। একটি আকর্ষণ করে, আর একটি আকৃষ্ট হয়। যে আকর্ষণ করে সে প্রিয়, যে আকৃষ্ট হয় সে প্রীতি-দাতা। বস্তু বা ব্যক্তির ভিতরে যদি কোন মোহজনিকা শক্তি থাকে তবে সেই শক্তি মানুষকে ফিরাইয়া আপনার দিকে আনয়ন করে। গৌতমের কোন উপাস্যদেবতা না থাকা প্রযুক্ত এই আকর্ষণ জন্মিতে পারে না। আকর্ষক না থাকিলে আকর্ষণ আসিবে কোথা হইতে, আকর্ষণ করিবার ব্যক্তি চাই। সে ব্যক্তির আবার গুণ, শক্তি, সৌন্দর্য্য থাকা চাই। বস্তু সুন্দর না হইলে, বস্তুর শক্তি অপরাজিত না হইলে, বস্তুর অনেক গুণগৌরব না থাকিলে আকর্ষণ করিবে কি সে? গৌতম যখন প্রিয় বস্তু জানেন না, প্রিয়-বস্তুর অস্তিত্ব মানেন না, তখন তাহার সৌন্দর্য্য, শক্তি ও গুণ এ সকল কল্পনা করা যায় না। সুতরাং প্রেম বলিয়া কোন বস্তু গৌতমের জীবনে অসম্ভব। বস্তুতঃ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া দেখিলেই এ সকল সংশয় আর থাকিতে পারে না।

গৌতম একটি নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার, নির্লিপ্ত তত্ত্বের সংবাদ জানিতেন ও মানিতেন তাহার প্রমাণ আছে। তাঁহার প্রখর তপোময় তেজোময় জীবন তাহা প্রমাণিত করিতেছে। যদি তিনি কোন বস্তুর অস্তিত্ব না মানিতেন তবে তাঁহার জীবন এত তপঃক্লেশ কখন বহন করিতে পারিত না। যে কোন উপায়ে হউক এই গুপ্ত সংবাদ পাইয়া তাঁহার মন উৎকণ্ঠিত ও ব্যস্ত হইয়াছিল এবং সেই দেবভোগ্য সামগ্রী হস্তগত করিবার জন্যই তিনি মহা-পরিশ্রম ও তপস্যা করিয়াছেন। গৌতম সেই নিত্য বস্তুর প্রতি আপনার আশা ভরসা সুখ সৌভাগ্য স্থাপন করিয়া-ছিলেন। কিন্তু জগতে সাম্প্রদায়িকতা বিবাদ বিসংবাদ দেখিয়া তাঁহার মনে সংস্কার জন্মিয়াছিল যে এখানকার সমু-দায় ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধর্ম্মমত বিবাদাস্পদ। এই জন্য তিনি যাবতীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের ধর্ম্মবিষয়ক মত লইয়া তন্নতন্ন করিয়া বিচার করিয়াছেন, আর একটি একটি করিয়া পরি-ত্যাগ করিয়াছেন। সমুদয় নাম নামী বিবাদাস্পদ দর্শন করিয়া তিনি প্রাচীন কালের অধিকাংশ মত পরিত্যাগ করিয়া এক নূতন পথ ধরিয়া চলিলেন। এই নূতন পথ নির্ব্বাণের পথ বা অভাবপক্ষের পথ।

একটা বস্তু বা একটি ব্যক্তি তিনি জানিতেন যাহাকে না পাইলেই তাঁহার চলিতেছিল না। তাঁহার সৌন্দর্য্য তাঁহার গুণ, তাঁহার মহিমার সংবাদ কোন গুপ্ত চরের মুখে গোপনে শুনিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তাঁহারই জন্য তাদৃশ দুঃসহ তপস্যাচরণ করা তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল। একটি বস্তুকে ভাল বাসিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। এই জন্য তাঁহার পথের যে সকল প্রতি-বন্ধক ছিল, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শাক্য মহানির্ব্বাণের পথে ধাবিত হইলেন।

অন্য সমুদয় বস্তু, সমুদয় বিষয় যাহা সেই পরমতত্ত্ব লাভের প্রতিবন্ধক, এমন কি, আহার, পান, শয্যা, পরিচ্ছদ, স্ত্রীপুত্র, দাস দাসী, ধনমান পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া এক মহাবৈরাগীর ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল বৈরা-গীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন এমত নহে, কিন্তু চিত্ত যাহাতে তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন বস্তুর প্রতি লোভ প্রকাশ না করে কিংবা চিত্তে কোন প্রকার চাঞ্চল্য না জন্মে তাহার জন্য কঠোর সাধন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ললিত বিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থে অনেক প্রমাণ আছে। যে বস্তু প্রিয় নহে, যাহার প্রতি মন বিমুগ্ধ নহে, তাহা পাইবার জন্য কেহ ক্লেশ বহন করিতে চাহে না, কিন্তু যাহা প্রিয়, যাহা প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, হৃদয় অপেক্ষা নিকটবর্ত্তী, তাহারই জন্য প্রাণ কাঁদে। অতএব গৌতমের প্রেম ছিল।

গৌতমের প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ আছে। তাঁহার জীবন যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা আপনার জন্য নহে। তিনি আপনার পরিণাম ভাবিয়া কখন দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু জগতের রোগ শোক জরা মৃত্যুর আতিশয্য দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত কাতর হইল। পরের দুঃখ সহ্য করা তাঁহার অসাধ্য বোধ হইল। বিশেষতঃ এই দুঃখপূর্ণ জগৎ অনন্ত-কাল এই সকল জরা মৃত্যু দুঃখ শোকের অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকিবে ইহা ভাবিয়া তাঁহার রাত্রিতে নিদ্রা হইত না, অন্নজলে রুচি ছিল না, এবং নির্জ্জনে বসিয়া কতই ভাবিতেন, কতই উপায় চিন্তা করিতেন। এই যে মহৎ কার্য্য তিনি করিতেন, নাস্তিক হৃদয়শূন্য লোক কখন এরূপ করিতে পারিবে কেন? যে ব্যক্তি সকলকে এক রাজার প্রজা বলিয়া, একপিতার পুত্র কন্যা বলিয়া—এক জননীর সন্তান সন্ততি বলিয়া বিশ্বাস করে না, সে কেন লোকের দুঃখে কাঁদিবে? সে কেন লোকের দুঃখের জন্য আত্মসুখ বিসর্জন দিয়া পথের ভিখারী হইতে পারিবে? সে কেন রাজপুত্র হইয়া পথের কাঙ্গাল হইবে? সে কেন রাজ্যসুখ অপেক্ষা ভিক্ষা দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাকে সম্মান বলিয়া মনে করিবে? সে কেন জন্মদাতা পিতা ও জননীর অশ্রুজলকে উপেক্ষা করিয়া বিষম দুঃখসাগরে আত্মবিসর্জ্জন করিবে? তবে ইহা মানিতে হইবে, গৌতমের প্রেমে তরঙ্গ ছিল না, গৌতমের প্রেম প্রশান্ত সাগরের ন্যায় গম্ভীর ও নিস্তরঙ্গ ছিল। যে প্রিয়তমের জন্য জীবনের সমুদয় সুখ সম্পদ বিসর্জ্জন দিল, তাহার প্রেম নাই একথাটী অতি অসম্ভব। আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে প্রেমিক গৌর নিতাইর ন্যায় না হউক, কিন্তু গৌতম প্রেমিক ছিলেন তাহার প্রমাণ প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমরা জানি, যে প্রেমিক হয় সে প্রিয়তমের বিপ্রিয়াচরণ করিতে পারে না। গৌতম পশুবধ দেখিতে পারিতেন না, বড়ই ক্লেশ পাইতেন। সেই জন্য পশু বধ করিয়া যে সকল যাগ যজ্ঞ করিতে হয় তিনি তাহার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন *। তাঁহার পবিত্র হৃদয় জগজ্জননীর কোমল হৃদয়ে আঘাত করিতে কদাচ সমর্থ হইত না। তিনি যাহাদিগকে কত যত্ন করিয়া লালন পালন করিতেন তাহাদিগকে বিনাশ করিলে সেই জননী সুখী হইবেন ইহা কি কখন আশা করিতে পারি? গৌতমও তাহা পারিতেন না।

* নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহঃ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতং। জয়দেবঃ

ঈশার অনুগমন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তোমার তীক্ষ্ণ প্রতিভা অথবা স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে বলিয়া সন্তুষ্ট হইও না, কেন না তাহা দ্বারা তুমি ঈশ্বরের প্রীতি হইতে বঞ্চিত হইতে পার। তোমার স্বাভাবিক যে সকল গুণ আছে সে সকলের অধিকারী এবং দাতাও ঈশ্বর।

অন্য লোক অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান করিও না, কেন না যে ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে চিনেন তাঁহার দৃষ্টিতে তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর হইতে পার।

সৎকর্ম্ম করিয়াছ বলিয়া অহঙ্কারী হইও না; কেন না ঈশ্বরের বিচার মানুষের বিচারের ন্যায় নহে। প্রায় অনেক সময় যাহা মানুষকে সন্তুষ্ট করে তাহা ঈশ্বরের অপ্রিয় হয়।

যদি তোমাতে কোন সদ্গুণ থাকে, বিশ্বাস কর যে অন্যেতে তাহা অধিক পরিমাণে আছে, তাহা হইলে তোমার বিনয় সুরক্ষিত হইবে।

সকলের অধীন হইলে তোমার ক্ষতি হইবে না; কিন্তু তুমি যদি এক জন অপেক্ষাও আপনাকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান কর তাহা হইলে তোমার ক্ষতি হইবে।

বিনয়ী নিত্য শান্তি ভোগ করে; কিন্তু অহঙ্কারীর অন্তরে হিংসা; এবং সর্ব্বদা ক্রোধের সঞ্চার হয়।

সংবাদ।

সকল ভ্রাতা শুনিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন, গত দুইবার শ্রীদরবারে সমুদায় প্রেরিতমণ্ডলী একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। নির্দ্ধারণ মধ্যে যে সকল সাধারণের জ্ঞাতব্য, আমরা যথাসময় সকলকে অবগত করিব।

৫ মাঘ শনিবার কুচবিহারের মহারাজার আলিপুরস্থ রাজভবনে রাজকুমারী শ্রীমতী সুকৃতি দেবীর জন্মদিন উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল, অধিকাংশ প্রচারক মহাশয়েরা সকলে উপস্থিত ছিলেন। কাঙ্গালদিগের ভাগ্যে সে দিন মা অন্নদায়িনী বিশেষ রাজভোগের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জননীর অপার স্নেহের লীলা কে বুঝিয়া উঠিতে পারে।

৮ মাঘ মঙ্গলবার আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা পরলোকবাসী কালীনাথ বসুর বাৎসরিক শ্রাদ্ধকার্য্য তাঁহার বাগবাজারের বাটীতে অতি গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল। উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনা ও প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। দয়াময় ঈশ্বরের বিশেষ সাহায্যে কালীনাথ বাবুর অনাথ বিধবা এবং ছয়টী অসহায় বালকবালিকা নিরাপদে সংসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ভক্তবৎসল হরি চিরকালই তাঁহার আশ্রিত পরিবার সকলকে আপনার অভয়পদচ্ছায়া দানে রক্ষা করিয়া থাকেন। কালীনাথ বসু আমাদের স্বর্গীয় আচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ ভালবাসার পাত্র ছিলেন। এখন তাঁহারা উভয়ে সেই মনুষ্যচক্ষুর অগোচর স্থানে কি ভাবে মিলিত হইয়া আছেন তাহার তত্ত্ব জানিতে স্বভাবতঃ ইচ্ছা হয়।

বিগত শনিবার ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজকে দলবদ্ধ করা তাঁহার উপদেশের বিষয় ছিল। ঈশ্বর কর্ত্তৃক আহূত, যে ব্যক্তি অন্তরে এরূপ বুঝিতে না পারেন তাঁহাকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ সঙ্গঠন হইতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আদিম ইতিবৃত্ত হইতে তাঁহার কথা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, বর্ত্তমান কালে বিধানসমাজে প্রচারক দল ছাড়া এক দল এরূপ গৃহস্থ ব্যক্তির নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে যাঁহারা অন্ততঃ ইহার বৈষয়িক কার্য্যের সহায়তা করেন, সে সম্বন্ধে প্রচারকদিগকে নিশ্চিন্ত করেন, তাঁহারা এ বয়সে কেবল ধর্ম্মপ্রচার ও সাধন ভজন লইয়া থাকেন।

২৫ মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যার সময় হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের ভবানীপুরস্থ বাসভবনে শ্রীদরবারস্থ প্রায় সমস্ত প্রেরিতমণ্ডলী ব্রহ্মসংকীর্ত্তন প্রার্থনা ও উপদেশ প্রভৃতি দ্বারায় নববিধানের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। কালীকৃষ্ণ বাবু অনেকগুলিন হিন্দুমহিলা ও বন্ধুবান্ধবকে তাঁহার বাটীতে আহ্বান করিয়াছিলেন। ভাই অমৃতলাল বসু প্রার্থনা করেন ও উপদেশ দেন। গৃহস্বামীর সৌজন্য ব্যবহারে আমরা যথেষ্ট প্রীতিলাভ করিয়াছি। কবে সকল গৃহস্থ এইরূপ নববিধানের নব তত্ত্ব শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিবেন? বিধান আশ্রিত দাস সকল প্রতি জনেরই সেবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছেন।

১০ই জানুয়ারি শনিবার কমল কুটীরে আচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর একটি নবকুমার হইয়াছে এবং ৩১ জানুয়ারি শ্রীমান করুণাচন্দ্র সেনের একটী নবকুমারী হইয়াছে। দয়াময় হরি তাঁহার ভক্ত পরিবারের এই দুইটি শিশু সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমারা বিশেষ ভাবে আমাদের গ্রাহক মহাশয়দিগকে নমস্কার করিতেছি। বৎসর শেষ হইয়া গিয়া নববৎসরের আরম্ভ হইয়াছে, গত বৎসরের মূল্য অনেকের নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। সকলে যেন আমাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া স্বীয় স্বীয় দেয় মূল্য পাঠান পক্ষে বিশেষ যত্নবান্ হন।

☞ এই পত্রিকা ৭২ অপারসারকিউলর রোড বিধান যন্ত্রে ২ ফাল্গুন শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ৪ সংখ্যা। | ১৬ ই ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, ১৮০৬ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে আমার প্রাণের আরাম! আমি তোমাতে আশ্রিত ও জীবিত, আমার বল বুদ্ধি ধন মান সব তোমার। কাজে কাজেই আমার এ জীবন তোমার, আমি তোমার বটি কি না এ বিষয় লইয়া কাহার মনে কোন বিতর্ক কি সংশয় উদিত না হয় আমার মনে এই আকিঞ্চন হয়। হে দীনবন্ধো! আমার এই অভিলাষ পূর্ণ হইবার একমাত্র উপায় তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ চলা, কিন্তু তাহাতে এক বিষম বিঘ্ন উপস্থিত।

আমি এ সংসারে আগমন করিয়া অবধি যে সকল বাক্য শুনিয়া চলিয়াছি এবং অদ্যাপি চলিতেছি তাহা অক্ষর ও শব্দময় বাক্য, কিন্তু তোমার ভাষা, শব্দ ও অক্ষর বর্জ্জিত। তোমার এই সূক্ষ্মতম ভাষার ভাব—গাম্ভীর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে বড়ই কঠিন। অথচ বর্ত্তমান যুগে তোমার যে বিধি প্রচার হইয়াছে তাহাতে পরোক্ষ দেবতার উপাসনা পদ্ধতি আর রাখা যাইবে না। আর লৌকিক কথা শুনিয়া আমরা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ নহি, অথচ তোমার ভাষা বুঝিবার উপযোগিতাও আমার জীবনে নাই। এই বিষম সঙ্কটে পড়িয়া তোমায় ডাকিতেছি। হে দীনশরণ! একবার কৃপাদৃষ্টিতে তাকাও, তোমার সূক্ষ্মতম ইঙ্গিত যাহাতে সহজে বুঝিতে পারি তাহার উপায় কর।

আমি যখন আমার প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করি তাহার ভিতরে প্রবৃত্তির উত্তেজনা প্রবল থাকে বলিয়া আমার মনের কোন কল্পনা বা কল্পিত ভাবকে আমি তোমার আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, এরূপ করিলে আমার অমঙ্গল অনিবার্য্য। তাই বলি, হে বাঞ্ছাকল্পতরু! আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার বাক্য শুনিতে গিয়া মিথ্যা কল্পনার অনুসরণ না করি এবং আপনার রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে যেন ধর্ম্মমত গঠন না করি। দীনবন্ধো! আমার হৃদয়ে এমন স্পর্শশক্তি প্রদান কর যেন স্বর্গ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইবামাত্র প্রাণের ভিতরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠে, আগুন জ্বলিয়া যেন আমার সমুদয় সংসার-বোধকে খর্ব্ব করিয়া দেয় এবং সেই অবসরে যেন অনায়াসে তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারি।

ঠাকুর, এ দুর্ব্বল জীবনে আরও সংশয়ের স্থান আছে, সংসার যখন মনকে বিকৃত করিয়া ফেলে, প্রলোভন উপস্থিত করিয়া আমার যখন মনের

স্পর্শশক্তি লোপ করিয়া দেয় তখন তোমার কথা অপেক্ষা সংসারের কথা অধিক প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। এ সময়ে তোমার কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেও হয় তো সংসারের কথায় তোমার কথাতে উপেক্ষা করিতে পারি, য়াহাতে এ পাপ জীবনে এরূপ না ঘটে, প্রভো! তুমি তাহার উপায় কর। আমি যে তোমার, এ কথা লইয়া যেন কেহ সংশয় না করে, ইহা লইয়া যেন কেহ বাগ্‌বিতণ্ডা না করে, বিনা চেষ্টাতে যেমন তোমার কৃপা প্রবাহিত হইয়া আমাদিগকে সুখী করে সেইরূপ বিনা চেষ্টাতে হে হরি, এ দাসকে তোমার বাক্য শ্রবণে অধিকারী কর। আমার চেষ্টার অপেক্ষা না করিয়া এ দাসকে তোমার করিয়া লও।

বিবেক ও সংস্কার।

বিবেক ও সংস্কার এ দুইকে ভিন্ন করিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিতে হয়, আজ আমরা তাহা লিখিতেছি এমন নহে, পূর্ব্বেও এবিষয় আমরা লিখিয়াছি। চারিদিকে এ দুয়ের অপব্যবহার যেপ্রকার দেখা যাইতেছে, তাহাতে এই প্রতীতি হয়, এতৎসম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান আজও অনেকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় নাই। এখনও অনেকের হৃদয়ে সংস্কার অনেক সময়ে বিবেকের স্থান অধিকার করিয়া বসে। সংসারী দার্শনিক সম্প্রদায় বিবেক ও সংস্কার এ দুইকে এক করিয়া বিবেকের মহত্ত্ব খর্ব্ব করিয়াছে। এরূপ করিবার সুমহৎ কারণ আছে, আমরা বহুজনের ব্যবহারে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এসময়ে যদি আমরা উভয়কে বিভিন্ন করিয়া দেখাইয়া দিতে পারি, তাহা হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা।

কোন একটি বিষয় দর্শন বা শ্রবণ মাত্র আমাদিগের মনে তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা ঘৃণা অথবা অনুমোদন উপস্থিত হয়। ইহাকে আমাদিগের নৈতিক বোধ বলা হইয়া থাকে। এই নৈতিক বোধ আমাদিগের শিক্ষানুসারে তারতম হইয়া থাকে। সংসারিগণ জিজ্ঞাসা করিবেন, যদি এখানে শিক্ষার প্রাধান্য থাকিল, তাহা হইলে কেন এই কথা বলা হউক না যে শিক্ষাই নৈতিক বোধের কারণ, উহা মনুষ্যের স্বভাবগত কোন বৃত্তি নহে। একথা বলিলে ইহাও বলিতে হয় যে আমাদিগের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বতঃ কিছুই নহে, শিক্ষা হইতেই উহাদিগের বিষয় বোধ। সদ্যোজাত শিশু ক্রমে চক্ষুরাদির পরিচালনা করিতে করিতে বিষয় বোধে ক্ষমবান্ হয়। কোন কোন অসভ্য জাতিতে ক্রমিক পরিচালনায় ঐ সকল এতদূর বোধ বিশিষ্ট হয় যে, অপর লোককে যন্ত্রাদির সাহায্য লইয়া তাদৃশ বোধ শক্তি আরম্ভ করিতে হয়। এতদ্দ্বারা এই সপ্রমাণ হইতেছে যে, বিচারে মনে যে বোধশক্তি প্রথমতঃ ছিল, তাহাই ক্রমিক পরিচালনারূপ শিক্ষাযোগে পরিবৃদ্ধ হইয়াছে। এক ব্যক্তিতে মূলেই নৈতিক বোধ শক্তি ছিল না ইহা হইতে পারে না। যাহা ছিল তাহার ক্রমিক পরিচালনায় উন্নতি ইহাই বিজ্ঞানসিদ্ধ।

নৈতিক বোধ হইতে নৈতিক সংস্কার সমুপস্থিত হয় এবং এই নৈতিক সংস্কারকে অনেকের মনে বিবেক বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে, জ্ঞান নৈতিক সংস্কারের সহচর। জ্ঞান অগ্রে অগ্রে পথ পরিষ্কার করিয়া চলিয়া যায়, নৈতিক সংস্কার ক্রমে তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে থাকে। জ্ঞান যেখানে গিয়া স্থগিত, নৈতিক সংস্কার ও সেখানে গিয়া অবস্থিত। তাহার নীতির ভূমি ঘোর বিষয় সমূহের মধ্যে আবদ্ধ। জ্ঞান বিচার করিয়া ভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিল, নৈতিক সংস্কার তন্মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তোমার আমার নৈতিক সংস্কার যদি কোথাও ভ্রান্ত হয়, তবে তাহা তাহার দোষ নহে জ্ঞানের

দোষ। চক্ষু আলোকের সাহায্য বিনা বস্তু দর্শন করিতে পারে না, অল্পালোকে কোন বস্তু দর্শন করিতে যদি চক্ষুর ভ্রান্তি সমুপস্থিত হয়, তবে তুমি বলিতে পার না, উহা চক্ষুর দোষ। তবে জ্ঞান বড়, নৈতিক সংস্কার ছোট ইহাই কি বলিব? বলিতে পারি না। যাহার যাহা অধিকার, তাহাকে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে ছোট বড়র বিচার আসিতে পারে না।

আমরা যাহা বলিলাম, একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা উহা বুঝাইতে যত্ন করিতেছি, আমরা বাল্যকাল হইতে পৌত্তলিক পিতামাতা কর্ত্তৃক লালিত পালিত পরিবর্দ্ধিত। স্বভাবতঃ হউক, বা বৃদ্ধ পিতা মাতার দৃষ্টান্তে হউক, আমাদের মন বাল্যকাল হইতে একান্ত ধৰ্ম্মপ্রবণ। তখন আমাদের জ্ঞান জন্মে নাই, সুতরাং আমাদের ধৰ্ম্মভাব পিতা মাতার অর্চ্চিত পুতুলের প্রতি ধাবিত হইয়া তাহাতেই চরিতার্থ হইত। পুতুল আমাদিগের নিকটে ঈশ্বর ছিল, এবং ঈশ্বরের প্রতি আমাদিগের যে সকল নৈতিক কর্ত্তব্য এবং তজ্জনিত সংস্কার তাহা তদবলম্বনে অবস্থিতি করিত। আমাদের অর্চ্চিত খেলনা গোপাল আমরা দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করিতাম, প্রাতে উঠিয়া কোন দ্রব্য সেই গোপালকে নিবেদন না করিয়া দিয়া আহার করিতাম না। আমাদের অপেক্ষা যে সকল বালকের জ্ঞান একটু উন্নত হইয়াছে তাহারা তথায় আসিয়া আমাদের গোপালকে উপহাস করিল, অথবা তৎপ্রতি কোন প্রকার কুব্যবহার করিল, ইহাতে আমাদের মন কিন্তু কেবল ক্ষুব্ধ হইল তাহা নহে, আমাদিগের নৈতিক বোধ শক্তিতে মৰ্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল। সমুদায় দিন আহার বিহারে আমাদের সুখ জন্মিল না, রাত্রির শয়নেও আমাদিগের সুখ হইল না, পরদিন প্রাতে সপরিবারে গোপালের সেবায় প্রবৃত্ত হইলাম। এখানে ইষ্টদেবতার প্রতি আমাদের যে নৈতিকভাব ও সংস্কার তাহাতে কোন দোষ নাই, জ্ঞান যতটুকু ভূমি অর্পণ করিয়াছে তন্মধ্যে উহারা গতিবিধি করিতেছে এই মাত্র।

আমাদিগের বয়স হইল, জ্ঞান হইল, পুতুলকে আর আমরা ঈশ্বর জ্ঞান করি না। কালে পুতুল আমাদিগের ঘৃণার পাত্র হইল, কেন না জ্ঞান আমাদিগকে বলিয়া দিল, অনন্ত ঈশ্বরকে এই প্রকারে ক্ষুদ্র করা, অনন্ত সৌন্দর্য্যের রাশি কদর্য্য পুতুল সহ এক করা মহা অপরাধ। আমাদিগের নৈতিক বোধ, এই সংস্কার দৃঢ়রূপে ধারণ করিল, এবং পুতুল দেখিবা মাত্র উহাকে ঘৃণা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে পুত্তলিকার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতাম, দেবার্চ্চনাস্থলে আনন্দে নৃত্য করিতাম এখন সেখানে গমন করা পর্য্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। এরূপ কেন হইল? এই জন্য যে জ্ঞান আমাদিগের পরিষ্কার হইয়াছে, আমরা ঈশ্বর বস্তু কি, তাহার তত্ত্ব পাইয়াছি, এখন যাকে তাকে আর ঈশ্বর বলিয়া তৎসম্মুখে অবনত হইতে পারি না। প্রত্যুত এরূপ করিতে গেলে আমাদিগের নৈতিকবোধে ভয়ানক আঘাত লাগে, এবং সেই আঘাত লাগে বলিয়াই আমরা বাল্যকালোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।

আমাদিগের জ্ঞান আপেক্ষিক, একেবারে পূর্ণ নহে। সুতরাং নৈতিক সংস্কার বিষয় হইতে বিষয়ান্তর আশ্রয় করিবে ইহা কিছু অসম্ভব ব্যাপার নহে। তুমি আমি যেখানে আসিয়াছি, আর যে জ্ঞানে অগ্রসর হইতে হইবে না তাহা নহে। আমরা ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছি, তন্মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছি, মানিলাম কিন্তু জ্ঞানের চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হই নাই, সুতরাং আমাদিগের সংস্কার এখনও পরিবর্ত্তসহ রহিয়াছে। আমরা অনেক সময়ে যে বিষয় প্রথমতঃ অনুমোদন করিতে পারি নাই, আমাদিগের নৈতিক সংস্কারে তৎসম্বন্ধে ভয়ানক আঘাত পড়িয়াছে,

আমরা মনে করিয়াছি ব্রাহ্মমতের মধ্যে এ'কি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত? কিন্তু কালে যখন আমাদিগের তৎসম্বন্ধে জ্ঞান পরিস্ফুত হইয়াছে, আমরা সেই সকল ব্যাপারে আহ্লাদের সহিত যোগদান করিয়াছি, এবং বলিয়াছি যদি ঈদৃশ ব্যাপার ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত না হইত আমরা ধর্ম্মরাজ্যের অতিনিম্ন ভূমিতে অবস্থিতি করিতাম, এসম্বন্ধে আমাদিগের দৃষ্টান্ত লওয়া নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম তাঁহাদিগের নিজ নিজ জীবনের প্রতি তাকাইলে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতেই সকলে নৈতিক সংস্কার এবং বিবেক এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। জ্ঞানের উন্নতিতে সংস্কারের পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু বিবেক নিত্যকাল একই ভাবে অবস্থিত। বিবেক দিন দিন আমাদিগের জীবনের অধিকাংশ ভূমি অধিকার করিয়া বসেন, ইহাতে বিবেকের হ্রাস বৃদ্ধি যেন কেহ অনুমান না করেন। ইহা কর, ইহা করিও না বিবেক নিয়তকাল এই আদেশ বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। যেখানে আদেশ বাক্য নাই, সেখানে বিবেক কিছু বলিতেছেন না, আমরা আমাদিগের নৈতিক সংস্কারের অনুবর্ত্তন করিতেছি। এ অনুবর্ত্তন তৎকালের পক্ষে অবশ্যকর্ত্তব্য, কিন্তু চিরকালের জন্য নহে। কেন না আমাদিগের পরিবর্দ্ধিত জ্ঞান উহার বিচরণার্থ আরো প্রশস্ত ভূমি দেখাইয়া দিবে। বিবেকের আদেশ কখন পরিবর্ত্তসহ নহে, সে আদেশ চির আদেশ। তৎপ্রতি কোন তর্ক আসিতে পারে না, বিচার আসিতে পারে না, জ্ঞান আসিয়া মধ্যবর্ত্তিত্ব করিতে পারে না। জ্ঞান, বিচার, তর্ক আসিলেই বুঝিতে পারা গেল, তুমি সে স্থলে বিবেকের আদেশ প্রাপ্ত হও নাই। বিবেক জ্ঞানাদি সমুদায়ের ঊর্দ্ধ ভূমিতে অবস্থিত। বিবেক যেখানে আদেশ প্রচার করেন, সেখানে জ্ঞানাদি সকলেই নিজ নিজ মস্তক অবনত করে। এ অবনতি নীচতা নহে, কেন না বিবেকের আদেশানুসরণে জ্ঞানাদি উন্নতি হইতে উন্নতির সোপানে অধিরোহণ করে।

একতার ধর্ম্মেও বিবাদ।

নববিধান একতার ধর্ম্ম, ইহাতে একতাই সার। যে সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র জগতে আবির্ভূত হইয়াছে, যে সকল মহাপুরুষ উদিত হইয়া মানব জাতিকে নবজীবন দান করিয়াছে, সে সমুদায়কে এক দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত করিয়া ধর্ম্মের পূর্ণতার ছবি লোকের চক্ষুগোচরে উপস্থিত করাই নববিধানের লক্ষ্য। যাঁহারা এই আদর্শ ধর্ম্মের সুন্দর ছবি, জীবনের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ভিতরে বিবাদ এ কথা শুনিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা বিশ্বাসী, যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম সাধন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই কষ্টজনক ব্যাপার অতি অসহনীয় তৎপক্ষে আর সন্দেহ নাই। যদিও সাধারণ মানবীয় দুর্ব্বল বুদ্ধি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না, কিন্তু ভক্তগণ যখন জীবন্ত ঈশ্বরের লীলা বিহার দর্শন করেন ও তাঁহার শ্রীমুখের অমৃত নিষ্যন্দী বাক্য শ্রবণ করেন তখন সমুদায় ঘটনাই অর্থপূর্ণরূপে তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ পায় এবং সমুদায় রহস্যপূর্ণ প্রহেলিকার অর্থ বোধগম্য হইতে থাকে। আমাদিগের আচার্য্যদেব ইহলোকে সশরীরে উপস্থিত থাকিতে এবং তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে অনেকগুলি বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া সমাজকে মহা উপপ্লবে ফেলিয়াছে। তিনি সাধ্য ও উপযোগিতা মতে চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারেন নাই এবং পরবর্ত্তী ঘটনাতেও বিবাদ বিসংবাদ না ঘটে সেজন্য যথোচিত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু

বিবাদ অনিবার্য্য হইয়া সকল বুদ্ধিবল, জ্ঞানবল, যুক্তিবল চূর্ণ করিয়াছে। বিবাদ যখন আগমন করে তখন এইরূপ, আবার যখন চলিয়া যায়—বিবাদকারী লোকদিগের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুতা প্রতিষ্ঠিত হয় সে ঘটনা দর্শন করিয়াও সকলেই বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া যায়। এরূপ হইলে ও আমরা বিবাদের নিন্দা করিব না, প্রেমেতেও বিবাদ আছে, বিবাদেও মিষ্টতা আছে, জীবন আছে, উন্নতি আছে, প্রকৃত তাহা ভগবানের করুণার বা প্রেমের অদ্ভুত শাসন বলিয়া তাহার ভিতরে যে মিষ্টতা আছে তাহাই প্রদর্শন করিব সঙ্কল্প করিয়াছি।

বিবাদ বিসংবাদ ঘটে দুই কারণে। এক সংসারাসক্তি হইতে জন্মে যে, ঔদ্ধত্য তাহা হইতে, অপর মানুষকে শুদ্ধ করিয়া বিধানের উপযোগিরূপে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য বিধাতার ইচ্ছাপ্রবর্ত্তিত উপায় বা কৌশল হইতে। আমরা বিধানবাদী সুতরাং ঈশ্বরের বিধানকে জগতে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রটেষ্টেণ্ট নামক এক প্রকার লোক প্রতিকূলে দাঁড়ায়, যে স্থলে তাদৃশ লোকের অভ্যুদয় সেই স্থলে বিবাদ অনিবার্য্য। প্রথম কারণে যে বিবাদ হয় সে বিবাদে একদিগে সংসার, আর একদিগে ধর্ম্ম, এই দুই পক্ষে বিবাদ আরম্ভ করে। বিবাদ দেখিলেই আমরা মনে করি যে ইহা সংসারের চতুরতা। সংসার স্বার্থ সাধনের জন্য ঈশ্বরের অনুগত দাস মণ্ডলীর চিত্তে গুপ্তভাবে প্রবেশ করে এবং তাহাদিগকে সংসারের পথে অধর্ম্মের পথে লইয়া যায়, সুচতুর হরিভক্ত তাহার প্রকৃতি দেখিলেই বুঝিতে পারেন যে ইহা কেবল সংসারের মায়া। যাঁহারা বিধানের বিরোধী হন, তাঁহারা কেহ বাহির হইতে আগমন করেন না, কিন্তু বিশ্বাসীদিগেরই মধ্য হইতে বিভক্ত হইয়া যান। কেন না হরিভক্তের সঙ্গে হরিভক্তের বিবাদ হয় না, ভক্তের সঙ্গে ভক্তের বিবাদ স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে ঈশ্বর আপনার সঙ্গে আপনি বিবাদ করেন। বস্তুতঃ ইহা যদি সত্য হয় যে আমি ও হরির, তুমি ও হরির—আমরা দুইজন এক-পিতার পুত্র, এক গুরুর শিষ্য, এক রাজার প্রজা, এক প্রভুর ভৃত্য তাহলে আর তোমাতে আমাতে বিবাদ করিবার অবসর রহিল কৈ? যিনি প্রকৃত বিশ্বাসী ভক্ত তিনি ভক্ত দেখিলেই মস্তক অবনত করিয়া ভূমিষ্ঠ হন বিবাদ করিবেন কি রূপে? ভক্ত হরিভক্তি পরিত্যাগ করিয়া যে দিন সংসারের দাসত্ব করিতে অঙ্গীকৃত হন, সেই দিন হইতে তাঁহার মনের ভিতরে কেমন এক উদ্বেগ উপস্থিত হয়, হরিভক্ত দেখিলে কিম্বা ভক্তের কথা শুনিলে তাঁহাদিগকে গালাগালি দিতে অপমান করিতে ইচ্ছা যায়। কোন কারণ নাই, ভক্তের কোন অপরাধ নাই তবু কেমন একটা প্রবৃত্তি জন্মে ভক্তকে গালি দিতে না পারিলেই মানসিক ক্লেশ কল্পনার সীমা থাকে না। এই পদভ্রষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ পরিশেষ এমত এক অন্ধতার অবস্থায় উপনীত হন যে পাপ করিতে আর ভয় থাকে না। যত দিন হরির কৃপায় তাঁহার সংসারাসক্তি না কমিয়া যায় ততদিন আর তাহার কল্যাণদৃষ্টি জন্মে না। বস্তুতঃ সংসারের পরামর্শ কাণে মিষ্ট লাগিলে আর হরি কথা মিষ্ট লাগিবে কেন? এই সংসারিক বিবাদ সংসারের প্রভুত্ব থাকিতে কখন নিবারিত হয় না, কিন্তু ভগবানের কৃপাবায়ু বহিলেও আর থাকে না। ইহাতে অপ্রতিকার্য্যতা যেমন আবার প্রতি কার্য্যভাবও তেমনই সহজ। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর যে বিবাদানল প্রজ্বলিত হইয়া নববিধানকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল তাহার ভীষণ আকৃতি দেখিয়া সকলেই ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছিলেন। অনেকেই মনে করিয়াছিলেন এইবার নববিধান চূর্ণ হইয়া যাইবে কিন্তু লীলাময় শ্রীহরি তাঁহার

দাস মণ্ডলীকে নবজীবন দান করিবার জন্য বিবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন, কার্য্য শেষ হইল আর বিবাদ বিসংবাদ কোথায় চলিয়া গেল। ভগবান্ তাঁহার দাসমণ্ডলীকে সংসারাসক্ত দেখিতে কষ্ট পান, সেই জন্য কোথায় অহঙ্কার, কোথায় স্বার্থ, কোথায় অভিমান এই গুলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করেন এবং তাহার ভিতরে একটা অগ্নি জ্বালিয়া দিয়া সেইগুলিকে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করেন। পাপের মূল কুপ্রবৃত্তিরূপ জঞ্জাল পুড়িয়া গেলেই ভক্তের জঞ্জাল শূন্য হৃদয় জ্যোতি বাহির হইয়া পড়ে, তাহার সঙ্গে প্রেমের মলিন, পুণ্যের সৌন্দর্য্য ও প্রতিভাত হয়। কাজেই বিবাদ মিটিয়া যাইতে আর বিলম্ব হয় না। ভক্তগণ ঠিক শিশুদিগের ন্যায় সরল ও মাতৃবাক্যানুগত। মা যদি শিশুকে বিবাদ করিতে বলেন শিশু তৎক্ষণাৎ বিবাদ আরম্ভ করে; আবার জননীর নিবারণ জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ হাসিতে হাসিতে মার কোলে গিয়া উপবেশন করেন।

ভগবান্ ভক্তকে বিবাদ করিতে বলেন ইহা শুনিলেই অনেকের মনে সংশয় উপস্থিত হইবে। বিশেষতঃ যাঁহারা শুষ্ক জ্ঞানবাদে নিমগ্ন তাঁহারা ভক্তি পথাশ্রিত দাসদিগের আচার ব্যবহার কথা ইত্যাদি লইয়া প্রায়শঃ পরিহাস করেন। যাঁহারা ভক্তনিন্দা ভাল বাসেন তাঁহাদিগকে কি এই কথাটি বলিয়া নিন্দা করিবার একটি পথ প্রদর্শন করা হইল? না।

যে সময়ে এই জগতে মনুষ্যজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, যে সময়ে মনুষ্য ব্যাকুল হইয়া আপন হৃদয়েশ্বরের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তখন হইতে ধর্ম্মজগতে বিবাদ বিসংবাদের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কেন না অপূর্ণ মনুষ্য কর্ত্তৃক ঈশ্বরের পূর্ণধর্ম্ম বিধৃত হইয়া সহসা জগতে প্রকাশ পাইতে পারে না। মানুষ দুর্ব্বল, তাহার দুর্ব্বল ধারণা বলে সে যতটুকু ধরিয়া রাখিতে পারে অপর লোকের হৃদয় ঠিক তদনুরূপ না হওয়াতে তাহা খাটি ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। কাজেই বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদ যদি ধর্ম্মপ্রিয় লোকদিগের মধ্যে সংঘটিত হয় তাহা অতি সহজে অল্প সময়ে মীমাংসিত হইয়া যায়, এবং ভক্তগণ তাহা হইতে জীবন সংগ্রহ করেন। প্রথমত দেখা আবশ্যক বিবাদের শক্তি কি, বিবাদ বস্তুটি কি? এক জন একটি কথা বলিলে কিম্বা কার্য্য করিলে সেই কথা কিম্বা কার্য্যের প্রতি অন্য লোকের সন্দেহ উপস্থিত হয়। সন্দেহ উপস্থিত হইয়াই সন্দিগ্ধ ব্যক্তি সেই কার্য্যের প্রতিবাদ করে। এবং সেই কার্য্য দ্বারা যত প্রকার দোষ ঘটিতে পারে তাহা উপস্থিত করিয়া সাধারণকে প্রদর্শন করে কেবল যে এক পক্ষই দোষ প্রদর্শন করে তাহা নহে উভয় পক্ষই উভয়ের দোষ দেখাইতে প্রবৃত্ত হয়। এই উপায়ে সত্য যাহা তাহা মানুষের হৃদয়ের গভীর স্থানে মুদ্রিত হইয়া যায়। অসত্য যাহা তাহা বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া দিগ্‌দিগন্তে চলিয়া যায়। এই উপায়ে ভক্তের দোষ চলিয়া যায় ভক্ত নির্ম্মল ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করেন।

ভক্ত ও দাসমণ্ডলী মানুষ সুতরাং তাহাদিগের ভিতরে মনুষ্যোচিত প্রকৃতি আছে। এই জন্য দোষ কি দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য মাতার ন্যায় শ্রীহরি আপনার ভক্তদিগের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত করিয়া দেন। এবং পরস্পর দ্বারা পরস্পরকে সংশোধিত করিয়া লন।

সংসারের সংক্রমকতা।

সংক্রামক রোগ দুই প্রকার। এক প্রকার বংশ পরম্পরা চলিতে থাকে, আর এক প্রকার গৃহবাসী, পল্লীবাসী, ও গ্রামবাসী সমুদয় লোক আক্রমণ করে। সংসারও একটী সংক্রামক রোগ। ইহা যাহাকে স্পর্শ করে তাহারে এবং তাহার বংশপরম্পরা এই দুর্নিবার রোগের আক্রমণ চলিতে থাকে এবং গৃহবাসী, পল্লীবাসী ও গ্রামবাসীর প্রতিও আক্র-

মণ করে। এই বিষয়টি প্রমাণ করিবার জন্য আমরা একটি পুরাতন আখ্যায়িকার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

মহাভারতের দ্রোণাচার্য্যকে সকলেই জানেন। ইনি মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র এবং মহা প্রভাবশালী তপস্বী ছিলেন। মহাত্মা দ্রোণ তপোবল সম্পন্ন কৃপাচার্য্যের ভগ্নী গৌতমীকে বিবাহ করিয়া পুণ্যের সংসার বা তপস্যার সংসার করিতে প্রবৃত্ত হন। কালক্রমে গৌতমীর গর্ভে অশ্বত্থামা নামে একটি পুত্রসন্তান জন্মে। সন্তানবৎসলা জননী সন্তানকে মনের ইচ্ছামত লালন পালন করিতে পারিতেন না। তপোধন যাঁহাদের নাম, তপস্যাই যাহাদের একমাত্র সম্পদ্। সে স্থানে সাংসারিক সম্পদের অভাব সর্ব্বদাই থাকে। বিমুক্ত যোগী ঋষিগণ এই সকল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সহ্য করিয়া থাকেন। শীতকালে শীতবস্ত্র নাই ক্ষুধার সময়ে অন্ন নাই পীড়ার সময়ে স্বাস্থ্যোপযোগী পথ্য বা আহার নাই—শয়নের শয্যা নাই, ইত্যাদি সংসারের অভাব সর্ব্বদাই বিবিক্তাশ্রয়ী ঋষিদিগকে আঘাত করে। ঋষিগণ সমুদ্র তরঙ্গস্থিত পর্ব্বতের ন্যায় সেই সকল অসহনীয় আঘাত সহ্য করেন। কিন্তু নারীর হৃদয় কোমল.পুত্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গের কষ্ট সর্ব্বদাই তাঁহাকে চঞ্চল ও সচকিত করে, এ সময়ে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। বিশেষতঃ ভাবে বোধ হয় গৌতমী আবার তৎকালের নারীজাতির মধ্যে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলচিত্তা ছিলেন। তিনি অশ্বত্থামাকে উপযুক্ত রূপে বসন, ভূষণ, শয়ন ও ভোজন প্রদান করিতে পারিতেন না বলিয়া মহর্ষি দ্রোণকে সর্ব্বদাই বিরক্ত করিতেন। এই কারণে পূর্ব্ব হইতেই দ্রোণের মনে অল্প অল্প সংসারের সৌন্দর্য্য মুদ্রিত হইতে ছিল। ইতিমধ্যে একদিন অশ্বত্থামা ও অন্যান্য মুনিবালকদিগের সঙ্গে পরস্পর এক কৌতুকাবহ বিবাদ হয়। সেই বিবাদে অশ্বত্থামা পরাজিত হয়। তাহাতে অন্যান্য বালকেরা পরিহাস করিয়া বলিল যে আমাদের গাভী আছে, আমরা সেই গাভীর দুগ্ধ পান করি তাই আমাদের বল অধিক। তুমি দুগ্ধ পান করিতে পাও না, তোমার বল আসিবে কোথা হতে? সেই কথা শুনিয়া অশ্বত্থামা কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর নিকটে গেল এবং দুগ্ধপান করিবার জন্য মহা আব্দার ও ক্রন্দন করিতে লাগিল। জননী নির্ব্বোধ সন্তানকে নিজের দুঃখের অবস্থা কোনক্রমেই বুঝাইতে পারিলেন না, পরিশেষে তণ্ডুল শিলাপিষ্ট করিয়া সেই পিটালী জলের সঙ্গে গুলিয়া শুভ্রবর্ণ করিয়া অশ্বত্থামাকে খাইতে দিলেন। অশ্বত্থামা সেই পিটালী মিশান জল দুগ্ধ মনে করিয়া খাইল আর পরমানন্দে নাচিতে নাচিতে বালকদিগের সঙ্গে খেলিতে গেল। এবং "দুগ্ধখেয়ে এসেছি আয়দেখি এখন" বলে স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। এই সময়ে গৌতমী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার বিলাপ অনুতাপ ও অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তাহাতে মহর্ষি দ্রোণেরও মনে বড় আঘাত লাগিল। তখন তিনি মনে করিলেন কোন রাজার গৃহে গিয়া ভিক্ষা দ্বারা একটি গাভী সংগ্রহ করিবেন। কেন না তাহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণ্য, তপস্যা প্রভৃতি সম্পদ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বাল্যকালে দ্রুপদ রাজার সঙ্গে সখ্যভাব ছিল সেইটি মনে পড়িল। এবং দ্রুপদের নিকটে গিয়া গাভী প্রার্থনা করিয়া মনঃক্ষোভ নিবারণের উপায় স্থির করিলেন।

এই স্থানে দ্রোণের মনে দ্বিতীয়বার সংসার প্রবেশের অবসর হইল। দ্রুপদ বন্ধু, তাঁহার নিকটে গেলে আশা সহজে ফলবতী হইবে অথবা আশার অতিরিক্ত লাভ হইবে এই সঙ্কল্প দ্রোণের মনে প্রবেশ করিল। দ্রোণ দ্রুপদের গৃহে ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের বেশে গিয়া বাল্য কালের সখা দ্রোণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। পূর্ব্বে যে সংসার মনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল সেই সংসার সখা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে পরামর্শ দিল। দ্রুপদ এই পরিচয় শুনিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেন, তিনি মনে করিলেন, যে এ লোকটা অত্যন্ত সংসারী, কেন না এ তপস্বী হইয়া রাজার সখ্যতার অধিক সম্মান করে? এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্রুপদরাজা অবজ্ঞার সহিত দ্রোণকে বলিলেন "আমি তোমাকে চিনি না, তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া এক জন সম্রাটের সঙ্গে সখা বলিয়া পরিচয় দিলে কোন্ সাহসে?"

এই ভর্ৎসনা যদি অন্য কোন ঋষির প্রতি হইত, তাহা হইলে তিনি অবজ্ঞা করিয়া উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু দ্রোণের মনে পূর্ব্ব হইতে সংসার সংক্রামিত হইয়াছিল, কাজে কাজেই তিনি আর তাহা উড়াইয়া দিতে পারিলেন না। তিনি জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া দ্রুপদ কর্ত্তৃক অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, এবং তথা হইতে মহাবীর পরশুরামের নিকটে ভিক্ষার্থ গমন করিলেন। পরশুরাম বলিলেন, "আমার যত ধন সম্পদ ছিল দান করিয়াছি, এবং শান্তি ও নির্ব্বাণসাধনে মনকে নিযুক্ত করিয়াছি, কেবল একখানি ধনুঃমাত্র অবশিষ্ট আছে।" মানুষের মন যখন সংসার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন ভাল দৃষ্টান্তটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অধিকার থাকে না। পরশুরাম অতিশয় পরাক্রান্ত, পৃথিবীতে সমুদয় ভুজগর্ব্বে গর্ব্বিত রাজন্যবর্গকে পুনঃপুনঃ পদদলিত করিয়া আপন শৌর্য্য বীর্য্যের গৌরব দেখাইয়াছেন; সেই যামদগ্ন্য সমুদায় সংসারসুখে বিরক্ত হইয়া শান্তিসাধনে জীবন সমর্পণ করিলেন। ইহা দর্শন করিয়া দ্রোণ বিরক্ত বৈরাগী হওয়া শিক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রত্যুত তিনি ভার্গবের হস্তাশ্রিত

ধনুখানি ভিক্ষা করিয়া লইয়া দ্রুপদের প্রতি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিতে সঙ্কল্প করিলেন, এবং সেই হিংসা চরিতার্থতার একটি অমোঘ উপায়রূপে সেই ধনুখানিকে গ্রহণ করিলেন।

পরিশেষে দ্রোণাচার্য্য কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সেস্থানে ভীষ্ম তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে ধৃতরষ্ট্রের অপত্যগণ ও পাণ্ডবগণের শিক্ষার জন্য আচার্য্য নিযুক্ত করিলেন। দ্রোণ ও আহ্লাদিত হইয়া ঋষি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে সংসারের নিকটে দাসত্ব করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। তারপর কুরু পাণ্ডবের শিক্ষাকার্য্য সমাধা করিয়া দ্রোণ শিষ্যদিগের নিকট গুরু দক্ষিণা চাহিলেন। সে গুরু দক্ষিণার মূল্য মহারাজদ্রুপদকে বাঁধিয়া আনিয়া দেওয়া। মহাবীর অর্জ্জুন একাকী সেই দক্ষিণা প্রদান করিলেন। তারপর দ্রুপদের নিকট হইতে পঞ্চাল রাজ্যের অর্দ্ধাংশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তাঁহার সখার যোগ্যতা লাভ করিলেন এবং একটি ঈর্ষ্যা ও শত্রুতার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দ্রুপদ কোনক্রমে সংসার অনুগ্রহে প্রাণটা লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যাহাতে দ্রোণকে বধ করিতে পারেন তাহার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্রোণবধের জন্য এক বলবান্ পুত্র কামনায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। তাহাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক পুত্র কেবল দ্রোণ বধের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিল *।

তার পর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে উত্যক্ত উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে পৃথিবী ধ্বংসকারী মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইল। এতদিন দ্রোণের নাম আচার্য্য ছিল এই হইতে সংসার তাঁহাকে মহারথি নাম দিয়া আপনার যোদ্ধৃদাসদলের মধ্যে গ্রহণ করিল। ইনি কাম ক্রোধ লোভাদির মধ্যে একজন সেনাপতি হইলেন সেই তপস্বী দ্রোণের জাত গেল। ছিলেন ব্রাহ্মণ হইলেন রাজপুত, শেষে তাঁহার পুত্র পরিবার সমুদয় তপস্যা ছাড়িয়া রাজন্যবর্গের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইল। তপস্বী অন্তর্দর্শী ঋষিদিগের মধ্য হইতে তাঁহার নাম বিলুপ্ত হইয়া যোদ্ধৃদিগের মধ্যে পরিগণিত হইল। কোথায় হিংসাদ্বেষ বিবর্জ্জিত নির্ম্মৎসর ঋষিদিগের মধ্যে একটি উজ্জ্বল রত্নরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, আর সংসার সেই স্থান হইতে উঠাইয়া তাঁহাকে আপন পদতলে বসাইয়া হিংসা বিদ্বেষ স্বার্থও অহঙ্কারে অভিভূত করিল। এই জন্য সিহলন মিশ্র বলিয়াছেন "অজানন্ দাহার্ত্তিং বিশতি শলভো দীপদহনং ন মীনোপি জ্ঞাত্বা বৃত বড়িশমশ্নাতি পিশিতং।

* আমরা ইহার আধ্যাত্মিকায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাৎপর্য্যটি গ্রহণ করিতে বাধ্য।

বিজানন্তো প্যেতান্ বয়মিহ বিপজ্জাল জটিলান্ নমুঞ্চামঃ কামানহহ গহনো মোহমহিমা॥"

আমরা কেবল দ্রোণাচার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত জগতে চক্ষুর সাক্ষাতে কোটি কোটি ভাসিতেছে। মহামুনিভরত একটি জলমগ্ন হরিণশিশুকে ধরিয়া বিপদ মুক্ত করিলেন, এবং সেই সূত্র হইতে ক্রমে ক্রমে তিনি সমুদয় তপশ্চর্য্যা পরিত্যাগ করিয়া যেরূপ সংসারের অতলস্পর্শ জলে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। এই ভরত পরিশেষে সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া জড়ের ন্যায় বাক্‌শূন্য হইয়া যথা তথা ভ্রমণ করিতেন সেই জন্য তাঁহাকে জড় ভরত বলিয়া লোকে জানিত।

ধর্ম্ম

ধর্ম্মকে জীবনী শক্তির সঙ্গে উপমিত করা যাইতে পারে। জীবনী শক্তি যত প্রবল থাকে তদনুসারে তাহার সমুদয় শারীরিক ক্রিয়া কলাপ প্রবল রূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। চক্ষু ভালরূপে দর্শন করে, কর্ণ ভালরূপে শ্রবণ করে, নাসিকা অতি সহজে গন্ধ গ্রহণ করে এইরূপ প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দৈহিক স্বাস্থ্যতানুসারে অতি সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। মন চিন্তা করে জিহ্বা সেই চিন্তিত ভাব ব্যক্ত করে। আর এক অদ্ভুত ঘটনা ইহার ভিতরে আছে, যাহার নাম মল নির্গম। জীবনী প্রবলা হইলে দেহে মল থাকিতে পারে না। দৈহিক সুস্থতার ইহা একটি বিশেষ লক্ষণ। মনুষ্যের দেহ হইতে যদি দৈনিক সমুৎপন্ন মল সকল নিষ্কাশিত হইয়া যায় তবে আর কোন পীড়ার সম্ভাবনা থাকে না। আর যদি মল আবদ্ধ হইল, মল যদ রীতিমত নির্গত হইতে না পারিল নিশ্চয় বুঝিতে হইবে দৈহিক সুস্থতার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। অথবা পূর্ব্ব হইতে শরীরের অসুস্থতা সুসঞ্চারিত হইয়া জীবনী শক্তিকে বিকল করিয়াছিল বলিয়াই মলের কল বন্ধ হইয়াছে। এইরূপ ধর্ম্ম। ধর্ম্মে যদি বিশ্বাস, বৈরাগ্য, ভক্তি, প্রেম, পুণ্য, যোগ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি খুব সবল ও সুস্থ থাকে তবে দিন রাত্রি সমান ভাবে ময়লার (পাপের কল চলিতে থাকে। ময়লা (পাপ) আর কোথাও সঞ্চিত হইয়া পীড়া জন্মাইতে পারে না কিন্তু যদি অবিশ্বাস কি সন্দেহ বিন্দুমাত্র কোন স্থানকে ক্ষুণ্ণ করে কিম্বা আলস্য আসিয়া উপযুক্ত সময়ের কার্য্য ঠিক সময়ে করিতে বাধা দেয় তাহা হইলেও পীড়া হয়। আর স্বর্গ হইতে পরিষ্কৃত শোণিতপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া শরীরকে সবল করিতে পারে না। যখন মলের কল বন্ধ হয় তখন বুঝিতে পারি পীড়া হইবে। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি বুঝি যে আগে যন্ত্রবিকৃত হইয়াছে, আগে রোগ সঞ্চয়

হইয়াছে বলিয়াই ময়লার কল সকল বন্ধ হইয়াছে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ ভাল হয়।

স্বর্গ নিরাপদ স্থান বলিয়া এখানে নিদ্রা যাইবার উপায় নাই। যে এ স্থানকে নিরাপদ বলিয়া নিদ্রা যায় তাহার আপদ অতি সহজে উপস্থিত হয়। যাঁহারা দেবাসুরের যুদ্ধ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন স্বর্গ সুখের ও আনন্দের স্থান হইলেও ইহা অসুরের দৌরাত্ম্যের বাহিরে নহে। দেবতারা যখন নিরাপদে আছি বলিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান, অসুরেরা সেই সুযোগে স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া আসুরিক রাজ্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং দেবতাদিগকে নানাপ্রকারে বিড়ম্বিত ও নির্য্যাতিত করিতে থাকে। অতএব দেব দর্শন পাইয়াছি বলিয়া দিব্যলোকে গমন করিয়াছি বলিয়া মনে অহঙ্কার করা উচিত নয়। দেবানুগ্রহে দেবদর্শন পাইলেও অমৃতানন্দ প্রেমানন্দ ভোগাদিকার লাভ করিতে সমর্থ হইলেও ভাগ্যহীন অসাবধান লোকেরা স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া দুঃখ পায়। এই জন্য পণ্ডিতেরা শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় এ পথকে দুর্গম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আমরা ইতিহাসে অনেক দেবতার ভাগ্যহীনতার বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। কলিকালে আর সেরূপ করিলে চলিবে না। কলিকাল সাবধানতার কাল। একালের লোকেরা অল্পতপস্যায় বহু ফল পায়—অল্প পরিশ্রমে অনেক বিদ্যালাভ করে। একালে পূর্ব্বকার ঘটনাবলী জানিয়া শুনিয়া লোক অধিক চতুরতা লাভ করিতে পারে। এই জন্য একালের লোকের সহজে ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব। যাঁহারা ক্ষমা পান আপন দুর্ব্বলতা অনুসারে প্রয়োজন বুঝিয়া পান। একালের লোকের আয়োজন প্রচুর। পূর্ব্বপুরুষদিগের অর্জ্জিত ও সঞ্চিত বহু সম্পত্তি একালের লোকেরা বিনা পরিশ্রমে লাভ করিয়াছেন। সুতরাং আয়োজন থাকিতে কার্য্য না করিলে ক্ষমা পাইব কিরূপে? আলস্যের ক্ষমা নাই।

ধর্ম্মসাধনায় কপটতা।

মোহম্মদীয় ধর্ম্ম পুস্তক কিমিয়ায় সাদত হইতে সঙ্কলিত।

ঈশ্বরোপাসনা সাধনায় কপট ব্যবহার মহাপাপ এবং উহা পরমেশ্বরের সঙ্গে অংশী স্থাপন সদৃশ। সাধকের অন্তরে এতদপেক্ষা কোন গুরুতর রোগ হইতে পারে না সে যখন সাধনা করে তখন ইচ্ছা করে যে লোকে যেন তাহা জানিতে পায় ও তাহাকে সাধু বলিয়া ভক্তি করে। যদি সাধনার উদ্দেশ্য লোকের চিত্তাকর্ষণ হয় তবে বাস্তবিক উহা ঈশ্বরসাধনা নহে মনুষ্য পূজা। এবং যদি ঈশ্বর পূজাও করিব ও মনুষ্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণও করিব এই দুই লক্ষ্য থাকে তাহা হইলে অংশী স্থাপন হয়, উপাসনায় সাধনায় ঈশ্বরের সঙ্গে অন্যকে অংশী করা হয়, তাহা মহা অপরাধ। ঈশ্বর বলিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি স্বীয় প্রভু পরমেশ্বরের দর্শনাকাঙ্ক্ষী তাহার উচিত যে সাধু অনুষ্ঠান করে ও সাধন ভজনায় প্রভুর সঙ্গে কাহাকেও অংশী স্থাপন না করে।" "তাহাদের প্রতি আক্ষেপ যাহারাভ্রান্তিও কপটতা সহকারে ঈশ্বর পূজা করে।"

প্রকৃত কপটতা এই যে অসাধুসত্ত্বে আপনাকে সাধু বলিয়া লোকের নিকটে প্রদর্শন করা, আপনাকে সাধুতার বেশে তাহাদের নিকটে সজ্জিত করা যেন তাহাদের অন্তরে পরিগৃহীত হওয়া যায় ও তাহারা শ্রদ্ধা ও সম্মান করে, এবং প্রসন্ন নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টি করে। যে কিছু সাধুতা ও মহত্ত্বের প্রমাণস্বরূপ ধর্ম্মসম্বন্ধে লোকের নিকটে উপস্থিত করা হয়, উহা পঞ্চবিধ বিষয়। এক দেহসম্বন্ধীয়। মুখ মণ্ডল পাণ্ডু বর্ণ করা হয় তাহাতে লোকে মনে করে যে নিশাজাগরণ করিয়া তপস্যা করিয়া থাকে এবং দেহকে দুর্ব্বল ও ক্লান্তরূপে প্রদর্শন করে, তাহাতে লোকে মনে করে যে কঠোর সাধনা করিতেছে, এবং সে বিষন্ন ভাবে থাকে তাহাতে লোকে মনে করে যে ঈশ্বরের জন্য শোকাকুল। কেশ বিন্যাস করে না, তাহাতে সাধারণ লোক মনে করে যে ধর্ম্মের জন্য এরূপ ব্যস্ত যে আপনার প্রতি দৃষ্টি নাই এবং কেশ বিন্যাসে অবকাশ নাই। এবং ধীরে ধীরে কথা বলে, উচ্চশব্দ করে না তাহাতে লোকে মনে করে যে ইহার অন্তরে ধর্ম্মের বড় গাম্ভীর্য্য। অধরোষ্ঠ রক্তহীন ও শুষ্করূপে প্রদর্শন করে তাহাতে লোকে ভাবে যে উপবাস ব্রতপালন করিতেছে। যখন এই সকল ব্যাপার দর্শনে মনুষ্যের এই সমস্ত ভাব ও কল্পনা হয় তখন কপট লোকের মনে তাহার প্রদর্শনে বিশেষ অনুরাগ হইয়া থাকে। এই কারণে মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন, যখন কেহ উপবাসব্রতপালনে রত হয় তখন সে যেন কেশ বিন্যাস ও মস্তকে তৈল ম্রক্ষণ এবং অধরোষ্ঠকে তৈলাক্ত ও চক্ষে কজ্জল ধারণ করে তাহা হইলে কেহ জানিতে পারিবে না যে উপবাস ব্রতপালন করিতেছে।

(ক্রমশঃ।)

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

জীবনের গূঢ় ভাব।

সাধু অঘোরনাথ কর্ত্তৃক বিবৃত।

রবিবার ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৩ শক।

যাঁহারা উপাসনার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়াছেন, যাঁহারা ধর্ম্ম সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সময়ে সময়ে জয়লাভ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিয়াছেন ধর্ম্মজীবন কি দুরূহ। তাঁহারা যখন নির্জ্জনে আপন আপন জীবন পুস্তক পরীক্ষা করেন তখন

দেখিতে পান কখনও অগ্নিময় উৎসাহ আসিয়া আত্মাকে পবিত্র করে, কখনও নির্জীব শীতলতা অন্তরকে মলিন করিয়া ফেলে। তাঁহারা দেখিয়াছেন কখনও উপাসনার অপূর্ব্ব আদর্শ পাইয়া জীবন কৃতার্থ হইল, আবার শুষ্কতা এবং সাংসরিকতা আসিয়া হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিল। তাঁহারা দেখিয়াছেন আত্মা কখনও ঈশ্বরের সহবাসে পবিত্রতা লাভ করিল, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া গভীর পাপের মধ্যে অভিভূত হইল। তাঁহারা দেখিয়াছেন দয়াময় নামে কখনও হৃদয়ের সমুদয় গ্লানি দূর হইল, অনন্তর ভক্তিরস সঞ্চারিত হইল; কিন্তু আবার দেখিলেন সেই নামে আর হৃদয় বিগলিত হয় না। এই প্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যে অনন্যগতি হইয়া তিনি বিরলে বসিয়া জিজ্ঞাসা করেন ইহাইকি ধর্ম্মজীবন? একবার জীবন আবার মৃত্যু, একবার পবিত্রতা আবার পাপ, একবার ঈশ্বরদর্শন আবার হৃদয়ের শূন্যতা, অন্ধকার এই প্রকার অবস্থার মধ্যে কি ধর্ম্মজীবন সংগঠিত হইবে? আমাকেও কি এইরূপ করিয়া ভব সাগর উত্তীর্ণ হইতে হইবে? এক এক দিন তাঁহার দর্শন হইল, মনের দুঃখ ঘুচিয়া গেল, প্রাণ শীতল হইল; কিন্তু আবার কিছু দিন আর সেই অবস্থা হইল না। মন কঠোর হইতে আরম্ভ হইল, আর তাঁহার কাছে গিয়া হৃদয় সেই প্রকার তৃপ্ত হয় না। মন তাঁহাকে দেখিতে পায় না; হৃদয় অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার ধ্যান করিতে পারে না। একাগ্রতা চলিয়া যায়, একবার তাঁহাকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতে যাই; কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে আর সেই তুমি নহে। এই প্রকার অবস্থা আমাদিগের মধ্যে সংগঠিত হইয়াছে। নির্জ্জনে যখন জীবনের এই পরিবর্ত্তন দেখি, তখন এই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। চিরদিন কি শান্তির অবস্থা হয়? নিত্য কি মনুষ্য জীবনে, পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ হয়? তখন ঈশ্বরকে বলি, প্রভো! বল দেখি, আমার জীবনের ধর্ম্ম কি এই প্রকার? ইহা অপেক্ষা কি উৎকৃষ্টতর অবস্থা নাই? চিরকাল তোমার চরণতলে বসিয়া কি শান্তিভোগ করিতে পারিব না? কিন্তু ইহার মীমাংসা কিরূপে হয়? বাহিরের বিষয়েতে এই গভীর জিজ্ঞাসার উত্তর হয় না। ভ্রাতৃগণ! আপনার আপনার পাপ, আপনার আপনার দুর্ব্বলতা, আপনার আপনার জঘন্যতা দেখিলে বাহিরের কোন অবস্থার প্রতি নির্ভর করিতে পারি না। তখন বলি সাধুসঙ্গ চলিয়া যাও; ধর্ম্মগ্রন্থ এবং সাধনের সমুদয় উপায় দূর হও তোমাদের দ্বারা আর আমার হৃদয়ের পাপ ঘুচিল না। এইরূপ যখন আপনার সমুদয় উদ্যম এবং অহঙ্কার, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সমস্ত জগৎ চলিয়া গেল, যখন একেবারে নিশ্চেষ্ট এবং নিরাশ্রয় হইলাম, যখন বাহিরের কোন অবলম্বনই রহিল না, সাধুসহবাস, ধর্ম্মগ্রন্থ, জগতের বাহ্য শোভা সকলই অন্তর্হিত হইল, তখন দেখি সম্মুখে আর কিছুই নাই, কেবল আমি আর পিতা। যখন একবার সেই স্থানে গিয়া পিতা পিতা বলিয়া রোদন করি, তখন ঈশ্বরের প্রেমবাণী আসিয়া অভয়-দান করে। তখন তিনি বলেন, "বৎস! ভয় নাই, তুমি আপনার অবস্থার উপর নির্ভর করিও না, তোমার সমুদয় ভার আমার হস্তে সমর্পণ কর, আমি তোমার সঙ্গে আছি, ধর্ম্মের ভার, পরিত্রাণের ভার, তোমার মঙ্গলের ভার আমার উপরে স্থাপন কর। তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল বিনীতভাবে আমার বশীভূত হইয়া থাক, যাহা তোমার করিতে হইবে সকলই আমি করাইয়া দিব।" প্রত্যক্ষভাবে পিতার এই কথা শুনিলে অপূর্ব্ব আশা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। ইহা অন্ধকারের মধ্যে আলোক এবং কঠোরতার মধ্যে আনন্দ বিধান করে। তখন মনে করি বাহিরের উপায় লইয়া কি করিব, মনুষ্যের কথা শুনিলে কি হইবে, কারণ বাহিরের কিছুতেই অগ্নি নাই। কিন্তু যখন ঈশ্বরের শব্দ শুনি তখন হৃদয় উন্নত হয়, সকল পরিত্যাগ করিয়া সেই গভীর স্থানে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হয়। এত যে আমাদের দুরবস্থা তাহার মধ্যেও আলোক, শান্তি, জ্যোতিঃ এবং জীবন পাই। তাঁহার প্রসাদ পাইয়া আত্মা হৃষ্ট পুষ্ট হয়। বাহিরের কোন ব্যাপারে হৃদয় প্রশান্ত হয় না। উপাসনার বাহ্যভাব, প্রার্থনার বাহ্যভাব, ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর, এ সকল সেই পরলোকের সম্বল সঞ্চয় করিতে পারে না। মৃত্যুর সময় বাহিরের সমুদয় অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে হইবে। অতএব এখনি পিতাকে হৃদয় আসনে বসাইয়া অন্তরের শূন্যতা এবং বিকার দূর করিতে হইবে। তাঁহাকে বলিতে হইবে, "প্রভু! এই তোমার হৃদয়, এই তোমার আত্মা, একবার তুমি এসে বলপূর্ব্বক অধিকার কর। আমাদের সমুদয় দুঃখ ভার তুমি দূর কর।" এইভাবে যিনি আপনার হৃদয় মন ঈশ্বরের শ্রীচরণে সমর্পণ করেন, এবং নির্জ্জনে সেই গভীর স্থানে পিতার নিঃশব্দ বাণী শ্রবণ করেন, তিনিই ধন্য! তাঁহার উপাসনা, তাঁহার প্রার্থনা, তাঁহার জীবন, সকলই যথার্থ। তিনি ব্রহ্মনামের মধ্যে অনন্ত সাগর দর্শন করেন। এই দুটী অক্ষরের মধ্যে তিনি সত্যের অনন্ত সাগর, প্রেমের অনন্ত সাগর, জ্ঞানের অনন্ত সাগর, পবিত্রতার অনন্ত সাগর উপলব্ধি করেন। সেখানে তিনি আপনার জীবনকে চিরকালের জন্য স্থাপিত করিয়া কৃতার্থ হন। সেখানে গেলে নিতান্ত নিরুপায় নিরাশ্রয় ব্যক্তি অনন্তকালের জন্য আশ্রয় উপায় লাভ করে। বাহিরের যে সকল উপায় তাহা ক্ষণকালের জন্য। ধন মান, বিদ্যা বন্ধুত্ব সকলই অস্থায়ী; ইহার কিছুই মৃত্যুর সময় শান্তি দিতে পারে না। কিন্তু পিতার শ্রীচরণের সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই। শ্রীচরণ আমাদের চির

জীবনের আশ্রয়, তাঁহার সঙ্গে আমাদের গাঢ় প্রাণের যোগ। তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহার চরণের অমৃত পান করিয়া জীবনকে চিরদিনের জন্য ধর্ম্মের পথে, সত্যের পথে পরলোকের পথে লইয়া যাইতে হইবে নতুবা আমাদের গতি নাই। আমরা অনেক অবস্থার মধ্যে দিয়া আসিলাম, শুষ্কতার পর উৎসাহ, উৎসাহের পর শুষ্কতা, পাপের পর পবিত্রতা, আবার পবিত্রতার পর পাপ, আমাদের জীবনে ক্রমান্বয়ে এপ্রকার অনেক অবস্থা চলিয়া গিয়াছে এখন আর আপনাদের অবস্থার উপর নির্ভর করিতে পারি না, বাহিরের অবস্থার উপর নির্ভর আমাদের অনেকবার সর্ব্বনাশ হইল, এখন পিতার কৃপায় নির্ভর ভিন্ন আর আমাদের উপায় নাই। সেই দয়াময় দীনবন্ধু আমাদিগকে পরিত্রাণের যথার্থ পথ প্রদর্শন করুন। যাহাতে আমরা নিজের পাপ দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে তাঁহার দয়ায় নির্ভর করিয়া যথার্থরূপে তাঁহার উপাসক হইতে পারি, তিনি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন।

হে অখিলতারণ, অধমতারণ! পিতা বল, আমাদের কি হইবে। আমাদের আরত কেহ নাই। বাহিরের অনেক ঘটনা দেখিলাম; কিন্তু কিছুতেইত হৃদয় শান্ত হয় না। নাথ! এই অবস্থায় আর থাকিতে পারি না, যদি কৃপা করে দেখা দাও তবে তোমাকে দেখি, যদি তোমার আলোক দেখাও হৃদয়ের অন্ধকার ঘুচিয়া যায়। বাহিরের সমুদয় অবলম্বন চলিয়া গেল, মৃত্যুরসম্বল তুমি, চিরকালের সম্বল তুমি, তোমা ভিন্ন আর যে প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। তাই বাহিরের সাধন, বাহিরের উপায় লইয়া আর পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। এখন হৃদয় তোমাকেই চায়। তোমা ভিন্ন আর কোথায়ও শান্তি পাই না। প্রভো! তুমি আমাদের হও, আমরা তোমার হই। আর কত কাল পরের হইয়া থাকিব? এখন যে তোমাকে পর ভেবে তোমাকে দূরে রেখে, আর বাঁচিতে পারি না। কিন্ত পিতা! দেখ এখনও তোমার হইতে পারিলাম না; তোমাকে সর্ব্বস্ব দিলে পাছে তুমি কষ্ট দেও, কোন বিপদে ফেল এই আশঙ্কায় তোমাকে সমস্ত জীবন দিই না। পিতা! হৃদয় বড় বিশ্বাস ঘাতক! তোমাকে অবিশ্বাস করে; তোমাকে হৃদয় দিলে নিশ্চয়ই তুমি পরিত্রাণ দিবে, সুখ শান্তি দিবে, ইহা বিশ্বাস করি না। পিতা, এই সংসয় দূর কর। নাথ! তুমি অবিশ্বাসীরও পিতা, এই জন্য আশা হয় তুমি পাপীকেও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। পিতা! তোমার চরণ পাইলেই সমুদয় দুঃখ দূর হয়। নির্জ্জনেও ঐ চরণ দেখিয়া সুখী হই, সকলের মধ্যেও ঐ চরণ অবলম্বন করিয়া নিরাপদ থাকিতে পারি! তুমি না থাকিলে ভাল মন্দ হইয়া যায়, সম্পদ বিপদ হয়। তোমাকে না দেখিলে জীবন মৃত্যু সমান বোধ হয়, এবং চারিদিক্ শূন্য অন্ধকার দেখি। তাই পিতা, আজ তোমাকে বিশেষরূপে ডাকিতেছি, এক বার সন্তানদিগকে এই ভাবে দেখা দাও যেন এই দুঃখ-সাগর পার হইয়া চির কালের জন্য তোমার চরণে অবস্থিতি করিয়া জীবন কৃতার্থ করিতে পারি। পিতা! বিনীতভাবে তোমার চরণে এই প্রার্থনা করি কৃপা করিয়া ইহা পূর্ণ কর।

ঈশানুগমন।

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা পরিহার্য্য।

সকলের নিকট আপনার গূঢ় বিষয় সকল প্রকাশ করিবে না; কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরকে ভয় করেন সে সকল জ্ঞানীদিগের নিকটে আত্ম প্রকাশ করিবে।

যুবা কিম্বা যুবতী অথবা অপরিচিত লোকের সঙ্গে অধিক আলাপ করিবে না। ধনী লোকের খোসামোদ করিবে না, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক সংসারের বড় লোকের নিকট যাইবে না। একমাত্র ঈশ্বরগত প্রাণ বিনীত ধর্ম্মাত্মাদিগের সঙ্গে থাকিবে; এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে এমন বিষয় সকল আলোচনা করিবে যাহাতে ধর্ম্মজীবন গঠিত হয়। কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা করিবে না; কিন্তু সমুদয় সাধ্বী স্ত্রী লোকদিগকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিবে।

কেবল ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বর্গীয় দূতদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে বাসনা করিবে, এবং মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা পরিত্যাগ করিবে।

২ সকলকে ভালবাসা আমাদিগের কর্ত্তব্য, কিন্তু সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অনাবশ্যক।

কখনও কখনও এরূপ ঘটে পরের মুখে প্রশংসা শুনিয়া যাহাকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি, যাহারা সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বদা দেখে তাহাদিগের নিকটে সে অপ্রিয়।

আমরা কখন কখন মনে করি যে আমাদিগের সহবাস দ্বারা আমরা অন্যকে সুখী করিব, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা আমাদিগের মধ্যে যে সকল দোষ দেখিতে পায় তাহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হয়।

প্রেরিত মণ্ডলীর নির্দ্ধারণ।

মঙ্গলবাড়ী দেবালয় বিগত ১৭ মাঘ, ১৮০৬ শক।

অদ্য আমরা একত্র হইয়া নিম্ন লিখিত বিষয় স্থির করিলাম।

১ম। বেদীখালি রাখা সম্বন্ধে উভয় পক্ষ আপন আপন মত অপরিবর্ত্তিত রাখিলেন। তবে বেদীখালি থাকাসত্ত্বে যে যে কাৰ একত্র হইতে পারে তাহা সকলে করিবেন।

দ্বিতীয়। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু, পণ্ডিত গৌর গোবিন্দ রায় উপাধ্যায় এই তিন ব্যক্তি ট্রষ্টি নিযুক্ত হইবেন।

৩য়। নববিধান সমাজের অধ্যাত্ম বিষয় সকল মীমাংসা করিবার সময় প্রেরিতদিগের দরবার উপাসকমণ্ডলীর ও ব্রাহ্ম সাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ সাধক ও গৃহস্থ বৈরাগীদের সহিত মিলিত হইয়া আলোচনা ও কার্য্য করিবেন।

৪র্থ। আগামী কল্য সন্ধ্যা ৭টার সময় শান্তিকুটীরে শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর সেন মহাশয় উপাসক মণ্ডলীর একটী সভা আহ্বান করিবেন।

১৯ জানুয়ারি। ১৮৮৫।

স্বাক্ষর।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার	ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল
অমৃতলাল বসু	উমানাথ গুপ্ত
মহেন্দ্রনাথ বসু	গৌর গোবিন্দ রায়
কালীশঙ্কর দাস	প্রসন্নকুমার সেন
কেদার নাথ দে	গিরিশচন্দ্র সেন
কান্তিচন্দ্র মিত্র	রামচন্দ্র সিংহ

সাক্ষী

শ্রীরামশঙ্কর সেন শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন

কোন মহিলার প্রার্থনা।

হে দয়াময় দীনবন্ধু হরি দুঃখিনীর প্রার্থনা শ্রবণ কর। জননি, আমার জীবন দেখ। আমি ভূতকালে ও ভবিষ্যতের মাঝখানে দাঁড়াইয়া ভাবিতেছি। মাতঃ, ভূতকালের ও ভবিষ্যতের চিন্তা দুই দিক হইতে আসিয়া আমাকে পৃথিবী ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে তুলিয়াছে। ভূত কালের যত ঘটনা স্মরণ হইতেছে। জীবনে সুখ আনন্দ তোমার বিবিধ লীলা মনে পড়িতেছে, আর এক দিকে সম্মুখে অনন্ত ক্ষেত্র ধুধু করিতেছে, কি করে যাব, কি করে তোমার নববিধানের ভাব রক্ষা করিব কেমন করে জীবন শেষ হবে, এই সকল চিন্তা আকুল করিতেছে। যখন চারিদিক পরিষ্কার, আকাশ পরিষ্কার, সূর্য্যের কিরণ চারি দিকে বিস্তৃত, তখন মাঝি তার নৌকা নদীতে ছাড়ে, কিন্তু সে এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হয় না কি জানি বা কখন আবার ঝড় উঠিবে, মেঘ বিদ্যুত দেখা দিবে, কখন্ কোন্ বিপ্লব উপস্থিত হয়, কিছুই স্থির নাই। নদীর কোথাও অধিক জল কোথাও অল্প জল, কোথাও স্রোত অধিক কোথাও অল্প স্রোত, কোথাও বক্র কোথাও সোজা, কোথাও ঘূর্ণাজল কোথাও নদীর গর্ভে বড় বড় পাথর তরী ডুবাইতে পারে চূর্ণ হতে পারে। নদীর ধারে ২ কত গ্রাম আছে, বন আছে, তাহাতে দস্যুগণ ও ব্যাঘ্র ভল্লুক আছে, যাহারা পথিকের নিয়ত সর্ব্বনাশ করে। এই সমস্ত জানিয়া সুচতুর নাবিক অতি সাবধানে যান এই যে ভবনদী এ বড় ভয়ানক, যিনি তোমার হাতে জীবন সঁপিয়াছেন তোমাকে মাঝি করিয়াছেন তিনিই ধন্য। যাহারা আপনার বুদ্ধিকে [illegible] হাতে হাল দিয়াছে তাহারা এই পৃথিবীর পরীক্ষায় দুঃখ কষ্টে প্রাণ হারায়। মাঝি যখন গম্যস্থানে যাইতে দূর হইতে ঘাট ও মন্দির দেখিতে পায় তখন সে আনন্দিত হয়। ধন্য সেই ভক্ত যিনি এই পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করে শেষে তোমার ঘরে যাইতে পারেন। মাতঃ আশীর্ব্বাদ কর চরমে যেন তোমার ঘরে যাইয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

সংবাদ।

প্রেরিতমণ্ডলী বিগত ৮ ফাল্গুন রংপুরের ভূম্যাধিকারিণী শ্রীমতীমহামায়া দেবীর সাদর আহ্বানে মির্জাপুরস্থ তাঁহার বাসাবাটীতে সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি করিয়াছিলেন। সঙ্গীতাদির পরে ভূম্যাধিকারিণী প্রেরিতবর্গকে সযত্নে ভোজন করাইয়াছিলেন।

গত মাঘোৎসবে প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে খোল করতাল সহ মহা উৎসাহে তুমুল সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। আমরা জানিতাম প্রধান আচার্য্য মহাশয় ও তাঁহার পুত্রগণ খোল করতাল ও সঙ্কীর্ত্তনের মহাবিরোধী ছিলেন মাঘোৎসবে তাঁহার বাড়ীতে খোল করতাল সহ ব্রহ্মসঙ্কীর্ত্তন হওয়া আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতে হইবে। আচার্য্য দেবের ভাব ও প্রণালী গূঢ়ভাব বা প্রকাশ্যে সকলই গ্রহণ করিতেছেন অথচ মুখে তাঁহাকে অস্বীকার করা হইতেছে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় গত ৯ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার নববিধান প্রচারার্থ উত্তর পশ্চিম গমন করিয়াছেন। তিনি উক্ত দিবস প্রথমে চন্দন নগরে নামিয়া মহর্ষি প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সহিত দুই ঘণ্টাকাল ধর্ম্মালোচনা করিয়া উক্ত দিবস রাত্রেই বর্দ্ধমান উপস্থিত হন, পরদিন প্রাতে তথাকার ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে সমাজগৃহে উপাসনা হয়, মধ্যাহ্নে চরিত্র গঠন সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া রাত্রে মহারাজের কলেজগৃহে "হিন্দু, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সামঞ্জস্য" বিষয়ে একটী অতি সুন্দর ইংরাজি বক্তৃতা করেন। সভাস্থলে বর্দ্ধমানের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন এবং বালকদিগকে প্রবেশ করিতে না দিয়াও অনুমান ৩০০ লোক বক্তৃতা শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। পরদিন প্রাতে উৎসাহী ব্রাহ্ম ভ্রাতা বীরেশ্বর সেনের বাসায় সামাজিক উপাসনা কালে অনেকগুলি ব্রাহ্ম উপস্থিত থাকিয়া উপাসনা ও প্রার্থনার মধুময় ভাবে বিমোহিত হইয়াছিলেন। উপাসনান্তে বেলা ১১টার সময় তিনি ভাগলপুর যাত্রা করেন। পর দিন রবিবার তথায় সমস্ত দিন উৎসব অতি পবিত্রভাবে ও সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। সোমবার প্রাতে ব্রাহ্মিকাদিগের উপাসনা এবং সায়ং কালে ব্রাহ্মিকাদিগকে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের জন্য তিনি তথায় গমন করিয়াছেন।

☞ এই পত্রিকা ৭২ অপারসারকিউলর রোড বিধান যন্ত্রে ১৭ ফাল্গুন শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ৫ সংখ্যা। } ১লা চৈত্র, শুক্রবার, ১৮০৬ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীর আদরের ধন, বিশ্বাসিগণ তোমাতে চির আশ্বস্ত। যদিও ত্রিভুবন ধ্বংস হইয়া যায়, তথাপি তোমাতে তাঁহারা নিত্য কাল বাস করিবেন, এই বিশ্বাসে এক দিনের জন্য কম্পিতহৃদয় হন না। আমরা বিশ্বাসিগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া সুখী হইতে চাই। দুঃখ দুর্দ্দিন দেখিলে আমাদিগের ভয় হইবে কেন? আমরা আক্রান্ত হইব, এ ভয়ে আমরা সঙ্কুচিত হইব কেন, পলায়ন করিব কেন, আক্রমণকারিগণকে পরম শত্রু জানিয়া তাহাদিগের অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিব কেন? প্রভো, তোমার বিশ্বাসী সন্তানগণ পরীক্ষা বিপদ্, আক্রমণ দেখিলে এই বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, আমাদিগের সুযোগ হইল, এই সকলের মধ্যে আমরা আমাদিগের প্রভুর চরণারবিন্দ আরও ভাল করিয়া দৃঢ় করিয়া ধারণ করিব, তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের সাক্ষাৎসম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ হইবে, আমরা আর তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে নিমেষের জন্যও যাইতে পারিব না। স্নেহময়ী জননি, এবার আমরা ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া দেখিলাম, বিশ্বাসিগণ যে লোভে পরীক্ষা বিপদ্ আক্রমণ আলিঙ্গন করেন, তাহা তোমার সকল সাধকেরই একান্ত আকাঙ্ক্ষণীয়। তাই, বিভো, তোমার চরণ ধরিয়া আমরা ভিক্ষা করিতেছি, আর যেন আমরা পরীক্ষা বিপদ্ আক্রমণ অন্ধকারকে ভয় না করি, আমাদিগের আক্রমণকারিগণকে পরম শত্রু মনে করিয়া যেন তাহাদিগের হইতে দূরে পলায়ন করিতে যত্ন না করি, তাহাদিগের অণুমাত্র অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা না করি। তুমি আদেশ করিয়াছ, শত্রুকেও প্রীতি কর। এ আদেশ তোমার সাধারণ আদেশ নহে। এই আদেশের মধ্য দিয়া তোমার সাধকগণের নিকট তোমার প্রেমমুখ প্রকাশিত হয়, তোমার সহিত তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়, তাঁহারা নিয়ত কাল এই সূত্রে তোমার সহিত একতা অভিন্নতা লাভ করেন। এ আদেশ অল্প পরিমাণেও আমরা উল্লঙ্ঘন করিতে পারি না, এই যদি তোমার অভিপ্রায়, তবে বল কেন আমরা আক্রমণকারীর প্রতি, বিপদ্ সঙ্কট আনয়নকারীর প্রতি বিমুখ হইব। বল দাও, শক্তি দাও, হৃদয় দাও যে আমরা আমাদিগের বিরোধীর প্রতি যথার্থই নিষ্কপট প্রীতি দান করিতে পারি, আমাদিগের পরমহিতকারী বন্ধু জানিয়া তাঁহাদিগের হিতসাধনে নিয়ত যত্নবান্ থাকি। তাঁহারা কি আমাদিগের সামান্য বন্ধু, যাঁহাদিগের জন্য তোমার সহিত

আমাদিগের এমন সুমিষ্ট সম্বন্ধ হয়। জননি, আবার বলি আমাদিগকে বিশ্বাসী কর, বিশ্বাস-নয়নে শত্রুর মধ্যে মিত্র দর্শন করিতে দাও। এই প্রকারে আমরা তোমার উচ্চতম অনুজ্ঞা সহজে অনুসরণ করিতে পারিব। তোমার আজ্ঞা আমাদিগকে প্রমুক্ত করিবে, সুখী করিবে। অদ্য হইতে আমরা এই প্রার্থনার ফলভোগ করিব আশা করিয়া তব পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি, তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, সফলাকাঙ্ক্ষ কর, এই তব শ্রীচরণে ভিক্ষা।

লৌকিক ও অলৌকিক দৃষ্টি এবং বাহ্য নিদর্শন।

আমরা অদ্য যে প্রস্তাব লিখিতে প্রবৃত্ত, ইহা অতি গুরুতর। ইহার মীমাংসার উপরে আমাদিগের ভবিষ্যৎ গতি অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। যত প্রকারের বিষয় আছে, সকল গুলিই লৌকিক বা অলৌকিক দৃষ্টিতে দেখা যাইতে পারে। ধর্ম্মতত্ত্বের অধিকৃত বিষয় সকলে এই দ্বিবিধ দৃষ্টির ক্রিয়া প্রদর্শন আমাদিগের লিখিতব্য, আমরা তাহাই লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। বাহ্য নিদর্শন সহ এই দুই দৃষ্টির সম্বন্ধ বিবেচ্য।

লৌকিক দৃষ্টি।

লৌকিক দৃষ্টি বলিতে, সহজে লোকে যে ভাবে দর্শন করে, তাহাই বুঝায়। দার্শনিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই দৃষ্টির বিষয় বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভাবযোগ এই দৃষ্টির মূলে নিয়ত স্থিতি করিতেছে। যে বস্তুর সহিত আমাদিগের যে প্রকার ভাবযোগ হইয়াছে, সে বস্তুকে আমরা সেই ভাবে অবলোকন করি। এ জন্য একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উদ্রেক করিয়া থাকে। একটি সুদৃশ্য গোলাপ ঈশ্বরপরায়ণ সাধুর মনে যে ভাবের উদ্রেক করে, এক জন ইন্দ্রিয়লোলুপ বিলাসীর চিত্তে তাদৃশ ভাব উদ্দীপন করে না, একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব উত্তেজিত করে। এইরূপ সকল বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন চিত্তের অবস্থানুসারে বিভিন্ন ভাবে দৃষ্ট হয়। যে ব্যক্তি যে ভাবে কেন যে বস্তু অবলোকন করুক না, তাহার সম্বন্ধে উহাই লৌকিক দৃষ্টি মধ্যে গণ্য।

অলৌকিক দৃষ্টি।

যাহা কিছু ভাবযোগমূলক তাহা লৌকিক। অলৌকিক দৃষ্টিতে মূলেই ভাবযোগ নাই তাহা নহে, ইহার পার্থক্য কেবল সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিকতায়। লৌকিক দৃষ্টিতে বহিরিন্দ্রিয় এবং মন এ দুয়ের ঐক্যে তত্তদ্বস্তুসম্বন্ধে বিশেষ দর্শন ঘটে। অলৌকিক দৃষ্টিতে স্বয়ং আত্মা বৃত্তিযোগে সেই বস্তুর বহিরাবরণ অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক আধ্যাত্ম ভাবনিচয় সহকারে যোগ সম্পাদন করে। চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র গ্রহ প্রভৃতি আধ্যাত্ম দৃষ্টির অধীন হইয়া আবরণ বিমুক্ত হয়, এবং তন্মধ্যে যাঁহা হইতে চন্দ্রের চন্দ্রত্ব, সূর্য্যের সূর্য্যত্ব, নক্ষত্রের নক্ষত্রত্ব, সেই মহতী শক্তি বিধৃত হন। আধ্যাত্ম রাজ্যে এই অলৌকিক দৃষ্টির কার্য্য অতি বিস্তৃত। এই অলৌকিক দৃষ্টি বিনা যোগ হয় না, ভক্তি হয় না, কিছুই হয় না। সাধু ঋষি মহর্ষিগণ এই দৃষ্টির একান্ত পক্ষপাতী। কোন হেতুতে আমরা এই অলৌকিক দৃষ্টিকে পরিহার করিতে পারি না।

বাহ্য নিদর্শন।

বাহ্য নিদর্শন সমুদায় প্রাগুক্ত উভয় দৃষ্টিতে অবলোকিত হইয়া থাকে। কতকগুলি বাহ্য নিদর্শন আছে তাহা শুদ্ধ লৌকিক। সামাজিক উচ্চ নীচতা এই সকল নিদর্শন যোগে প্রকাশিত হয়, এবং এই সকল নিদর্শন লাভের জন্য লোকে অনেক প্রকার ধন ও পরিশ্রমাদি ব্যয় করিয়া থাকে। সে সকল এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন, কেন না উহারা

আমাদিগের অধিকৃত ভূমির অন্তর্গত নহে। আমরা যে নিদর্শনের কথা বলিতেছি, তাহা ঈশ্বরসম্বন্ধে নহে, মানবীয় বিষয়সম্বন্ধে। স্রষ্টৃসম্বন্ধে সৃষ্ট বস্তু যদিও নিদর্শন, কিন্তু কোন একটি সৃষ্টবস্তু নিদর্শন হইতে পারে না, কেন না তাহাতে স্রষ্টার অনন্তত্বের ব্যাঘাত হয়। সৃষ্ট বস্তু বা জীব মহৎ হইলেও অন্তবিশিষ্ট, সুতরাং তৎসম্বন্ধে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট নিদর্শন ব্যবহার করিলে দোষ স্পর্শে না। স্রষ্টৃসম্বন্ধে শেষোক্ত প্রকারের নিদর্শন বদ্ধমূল করিতে গিয়া পৌত্তলিকতার উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টসম্বন্ধে এ প্রকার নিদর্শন বদ্ধমূল করিয়া অপরাধ ঘটে নাই। বাহ্য নিদর্শন যত দিন কেবল নিদর্শন বলিয়া পরিগৃহীত হয়, ইহাতে কোন অলৌকিক শক্তি আরোপিত হয় না, কেবল লৌকিক ও অলৌকিক দৃষ্টিতে অবলোকিত হইয়া থাকে, তত দিন উহা নববিধানেরও অনুমোদিত। কোন্ কোন্ নিদর্শন এই প্রকারে নববিধানে সমাদৃত হইয়াছে, আমরা তাহার উল্লেখ এবং সংক্ষেপে তৎসহ দ্বিবিধ দৃষ্টির সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছি।

জলাভিষেক।

জলাভিষেক এখন আমাদিগের নিত্য অনুষ্ঠেয় হইয়াছে। নবসংহিতা এই অনুষ্ঠান স্থায়ী মূলোপরি স্থাপন করিয়াছেন। এতৎসম্বন্ধে লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়বিধ দৃষ্টি প্রদর্শন করা অতি সহজ। নিত্য স্নান আমাদিগের মলিনতা অপহরণ করে, স্নানের সহিত মলিনতার অপহার এ জন্য অচ্ছেদ্য ভাবযোগে সংযুক্ত। স্নান মনে হইলে তৎসঙ্গে২ সহজে মালিন্য অপায় মনে পড়ে। বৈদিক শাস্ত্রে জলাভিষেকের দুই প্রকারে প্রশংসা শ্রবণ করা যায়। প্রথম শারীরিক মলিনতার অপহার, দ্বিতীয় মানসিক মালিন্যের অপনয়। প্রথমটি ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি অধ্যাত্ম অনুভব।

"আপোহস্মান মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীঃ।
উদিদাভ্যঃ শুচিরা পূতা এমি॥"

"মাতা জল আমাদিগকে শুদ্ধ করুন। দেবী জল সমুদায় মালিন্য ধৌত করিয়া লইয়া যাউন। আমরা ইহাঁর মধ্য হইতে শুদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া আসি।" এই ঋক্ লৌকিক অলৌকিক উভয় দৃষ্টিই প্রদর্শন করিতেছে। দেবনন্দন মহর্ষি ঈশার জল হইতে উত্থান এবং তৎক্ষণাৎ আকাশ দ্বিধা হইয়া কপোত নিদর্শনে পবিত্রাত্মার অবতরণ অবলোকন সম্পূর্ণ অলৌকিক দৃষ্টি। বর্ত্তমানে জলে ব্রহ্মসত্তা অবলোকনপূর্ব্বক তন্মধ্যে নিমজ্জন নববিধানে অলৌকিক দৃষ্টির পরিচয় দান করে। এস্থলে মালিন্যপরিহারসম্বন্ধে লৌকিক দৃষ্টিও আছে।

আহারকৃত্য।

ভোজন পানের ব্যাপার মহর্ষি ঈশা অতি উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনুযায়িগণ সহ একত্র পান ভোজন করিতেন। তাঁহার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বের সম্বন্ধ এই ব্যাপারে নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। শেষ দিনে মহর্ষি ঈশা এই ভাবযোগের ব্যাপারটি আত্ম সহ নিত্য সম্বন্ধ প্রদর্শন জন্য গ্রহণ করিলেন। তিনি বন্ধুগণ সহ যে সকল বস্তু পান ভোজন করিতেন তাহাকেই সেই নিজ সম্বন্ধের বাহ্য নিদর্শন করিয়া অনুযায়িগণ সমীপে উপনীত করিলেন। তিনি ভোজ্য ও পানীয়কে আত্ম মাংস ও শোণিত বলিলেন। এখানেও আমরা দ্বিবিধ দৃষ্টির মূল দেখিতে পাই। এক নিত্যসম্বন্ধবিষয়ে ভাবযোগ, দ্বিতীয় ভোজ্য পান মধ্যে বিদ্যমান ঈশ্বরসত্তাতে মহর্ষি ঈশার আধ্যাত্ম স্থিতি। নববিধান এই ব্যাপারকে নিত্য অনষ্ঠেয় করিয়াছেন। অন্নপানে অবস্থিত ঈশ্বরশক্তি এবং সেই শক্তিতে মহর্ষি ঈশা এবং মহর্ষি ঈশাতে সমুদায় ঋষিনিচয় যুগপৎ লৌকিক অলৌকিক দৃষ্টিতে পরিগ্রহ, ইহা কিছু সামান্য কথা নহে।

বিজয় নিশান।

বিজয়নিশান নানকসম্প্রদায়ের ঝণ্ডা এবং স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হওয়ার নিদর্শনরূপে পরিগৃহীত *। ১৮০২ শকের ১ মাঘ রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের শিরোভাগে এই বিজয় নিশান চিরকালের জন্য নিখাত হয় এবং তৎপর রবিবারে মন্দির মধ্যে তৎপ্রতিষ্ঠা এবং তদনন্তর ব্রহ্মবাদিনীগণ কর্ত্তৃক বরণ হয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এই ঘটনা গ্রহণ করিবে. আচার্য্যদেব ইহা জানিয়া স্বয়ং সেই দিনে এই বিজয়নিশানের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করেন। এ বিজয় নিশান কাহার? নববিধানের।

"ব্রহ্মমন্দির, আজ তোমার মস্তকের উপরে নববিধানের বিজয়নিশান উড়িল. আজ তুমি নববিধানের জয়ধ্বনি করিয়া হুঙ্কার রবে তোমার সন্তানদিগকে কাঁপাও। ব্রহ্মমন্দির, আজ তোমার মাথায় বিজয়পতাকা উড়িতেছে, আজ তুমি তোমার রাজার জয়ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে কাঁপাও। * * * পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ তোমরা সকলে সাক্ষী হও, আজ ব্রহ্মমন্দির বিজয়পতাকা আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন। এই পতাকা ধারণ করিয়া ব্রহ্মমন্দির সমস্ত পৃথিবীর নিকট নববিধানের জয়, ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছেন এবং সিংহরবে বলিতেছেন;—'আমার নববিধানাশ্রিত কোন সন্তান মরিবে না, আমার প্রত্যেক সন্তান অমর।' " * * * "এই ব্রহ্মমন্দিরে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। ইঙ্গিত হইল উপর হইতে, শত্রুকে ভর্ৎসনা করিও না, শত্রুতা দ্বারা পরাস্ত হইও না, শত্রুকে প্রেম দ্বারা পরাস্ত কর। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মভক্তদিগের মনে রাজার ভাব প্রস্ফুটিত হইল। বিজয় নিশান ব্রহ্মভক্তদিগের বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।" ইত্যাদি। সে, নি, ৬৯ সংখ্যা।

এখানে লৌকিক এবং অলৌকিক দৃষ্টি কি প্রকারে একত্র সম্মিলিত হইয়াছে আমাদিগের বলিবার অপেক্ষা করে না সকলেই অনায়াসে বুঝিবেন। বিজয়নিশান যেমন চিরকালের জন্য ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তেমনি নবদেবালয়ের মস্তকে ও অভ্যন্তরে স্থান পাইয়াছে। এমন কি দীক্ষার অভিষেক পাত্রে বিজয়াঙ্করূপে অঙ্কিত হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

বেদী।

ব্রহ্মমন্দিরের বেদী শূন্য রাখা একটি নূতন ব্যাপার। এই ব্যাপার এই দেখাইতেছে, আমাদিগের বিধান আজও জীবন্ত ভাবে চলিতেছে, ইহার ক্রিয়া স্থগিত হয় নাই। আচার্য্য সহ আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ, এবং উপাসনাকালে তাঁহার সঙ্গে আমাদিগের অভিন্ন যোগ প্রদর্শন করিবার উহা নিদর্শন। এই ব্যাপারের অধ্যাত্ম তত্ত্বে কাহারও বিরোধ নাই, বিরোধ বাহ্যনিদর্শনসম্বন্ধে। কেবল অধ্যাত্মতত্ত্বে চিত্তাভিনিবেশ শুদ্ধ যোগ। আমরা কেবল যোগে সন্তুষ্ট নই, আমরা তৎসহ ভক্তি চাই। ভক্তিযোগ বহির্বিষয়নিরপেক্ষ নহে। সাধু, ভক্ত, বিবিধ উদ্দীপন সামগ্রী, ভক্তি নিয়ত চায়। যোগ এ সকল বিরহিত হইয়াও অন্তররাজ্যে বিচরণ করিতে সমর্থ। নববিধান যোগ ও ভক্তিকে একত্র নিবদ্ধ করিয়াছেন। এ জন্য অন্তর্ব্বাহ্য যোগ ইহাঁর নববিধ যোগ। এই নববিধ যোগে আমরা যেমন অধ্যাত্মরাজ্যে বিচরণ করি, তেমনি বহির্জগতেও অধ্যাত্মতত্ত্ব সমুদায় পরিগ্রহ করি। অসীম জগতের অভ্যন্তরে আমরা ঈশ্বরকে লীলাময়রূপে অবলোকন করিয়া থাকি। কোন সাধু মহাত্মা বা জীব সম্পর্কে আমরা এরূপ দৃষ্টি রাখিতে পারি না। কেন না তাহা হইলে তাঁহাদিগেতে ঈশ্বরের সর্ব্বগতত্ব আরোপিত হয়। ভগবান্ এই জন্যই কোন একটি বিশেষ বিষয়কে তাঁহাদিগের নিদর্শনস্বরূপ গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। মহর্ষি ঈশা যখন পান ভোজনে আপনাকে নিবিষ্ট করিলেন, তখন কে বলিতে পারে যে তিনি তাঁহার আত্ম ইচ্ছায় এই বিধি অনুযায়িবর্গের

* "In this solemn spectacle the spiritual eye saw the living symbol of Christ's Kingdom of Heaven. The *Khalsa* of Guru Nanak's Church, with its *Jhandu* or banner and the *Grantha Saheb* was seen there. So also were the victorious flags of Chaitanya's martial procession embodied in the ceremony." The New Dispensation March 31, 1881.

নিকটে প্রচার করিলেন। নিঃসন্দেহ ঈশ্বরের আদেশে তিনি এই বিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যখন প্রতিষ্ঠিত করিলেন তখন আমরা দেখিতে পাইলাম, মহর্ষি ঈশার সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থির রাখিবার জন্য ভগবান্ এমন একটি নিদর্শন রাখিতে বলিলেন, যাহার সহিত লৌকিক এবং অলৌকিক উভয়বিধ দৃষ্টির নিকটতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমাদিগের আচার্য্য সহ নিত্য-সম্বন্ধ স্থির রাখিবার জন্য যখন আদেশ হয়, তখন আমরা তৎসম্বন্ধে আদেশমাত্র পরিগ্রহ করি, কিন্তু এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, এখানেও লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ দৃষ্টির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মহর্ষি ঈশার সঙ্গে পান ভোজনে তাঁহার অনুযায়িবর্গের নিত্য সম্বন্ধ ছিল, নিত্য উপাসনায় আচার্য্যদেবের সঙ্গে আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ। মহর্ষি ঈশার সঙ্গে সম্বন্ধ প্রদর্শন জন্য পান ভোজন, নববিধান-মণ্ডলীর আচার্য্য সহ সম্বন্ধ প্রদর্শন জন্য বেদী। আমরা যেখানে নিত্য একত্র উপাসনা করিয়াছি, নিত্য স্বর্গের ভোজ্য সামগ্রী একত্র পান ভোজন করিয়াছি, সেখানে বেদীর সহিত আমাদিগের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহাই প্রকাশ্যে আনয়ন করিবার জন্য আদেশ হয়, এবং সেই আদেশেই ব্রহ্মমন্দিরের বেদী শূন্য রহিয়াছে। এ বেদী চিরকাল এই সম্বন্ধ প্রদর্শন করিবে, এবং উপাসনাকালে উহা নিত্যকাল শূন্য থাকিবে। বেদী কোন অলৌকিকগুণধারী সামগ্রী নহে, উহা কেবল লৌকিক ও অলৌকিক দৃষ্টিযোগে সম্বন্ধ প্রদর্শন করে এই মাত্র।

জ্ঞানী ও বিশ্বাসী।

আমরা সাধারণ মানব জাতির প্রতি মনোযোগ দিয়া বিচার করিলে তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি, এক শ্রেণী জ্ঞানী, অপর শ্রেণী বিশ্বাসী। এই জ্ঞানী ও বিশ্বাসিদিগের স্বভাব, চরিত্র, আচার ও শীলতা পরস্পর পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত, জ্ঞানীরা বিশ্বাসিগণের প্রতি তাঁহাদিগের অনুষ্ঠান আচার ব্যবহার লইয়া সর্ব্বদাই হাস্য পরিহাস করেন, আবার বিশ্বাসিগণ সেই সকল অনাদর হাস্য-পরিহাস পদদলিত করিয়া আপনাদিগের গন্তব্য পথে চলিয়া যান কাহার কথায় ভ্রূক্ষেপও করেন না। জ্ঞানী ও বিশ্বাসিদিগের মধ্যে এই ভাব সময়ে সময়ে এত অধিক হইয়া পড়ে যে পরিশেষে ইহাঁদিগকে এক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া উঠে। ইহাঁদিগের জীবনের ধর্ম্মস্পৃহা চলিয়া যায়, পাপস্পৃহা বলবতী হইয়া দাঁড়ায়; শেষে দেখা যায় যে ইহাঁরা পরস্পর জিগীষার জন্য না করিতে পারেন এমত অপকর্ম্ম নাই। আমাদিগের ইচ্ছা এই উভয় সম্প্রদায়ের মূলতত্ত্ব বিষয়ে কিছু আলোচনা করি। আমরা চেষ্টা করিয়া যদি ইহাঁদিগের মিলনের ভূমি দেখাইতে পারি তাহা হইলে অনেক উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

এই উভয় বিষয়ের মিলন কোথায় দেখাইতে হইলে আগে ইহাঁদিগের মূলতত্ত্বের স্বরূপ ও উৎপত্তিস্থান নির্ব্বাচন করিয়া দেখান আবশ্যক। জ্ঞান বস্তু কি তাহার শক্তি কি অগ্রে জানা আবশ্যক। জ্ঞান বস্তু কি? আলোক। জ্ঞান করে কি? সংশয়দূর করে, জ্ঞানের উদয় হইলে সংশয় বিতর্কমূলক অন্ধকার চলিয়া যায়, বস্তুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে পরিচয় হয়।

বিশ্বাস কি? আলোকের আলোক, আলোকের বল, জ্ঞানের ভিত্তি। বিশ্বাসের শক্তি এতদূর যে কোন প্রমাণের মুখাপেক্ষা করে না অথচ বলে যে আমার কথা সর্ব্বোপরি মহিমান্বিত। বিশ্বাসবলে আমি ভগবানের কৃপায় কাহার মুখাপেক্ষা করি না, কিন্তু সকলকে আমার মুখাপেক্ষা করিতে হইবে। সকলের অন্ন জল আমার হস্তে।

এক্ষণে আমরা এই দুই মূল তত্ত্বের প্রকৃতি আলোচনা করিয়া দেখিতে পাই যে জ্ঞানেতে আলোক আছে, কিন্তু সে আপনি আলোকের আধার নহে। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের নিকট আলোক পাইয়া জগৎকে আলোকিত করে, জ্ঞান সেই প্রকার বিশ্বাসের নিকট আলোক পাইয়া সকলকে আলোক দান করে। জ্ঞান যখন কোন তত্ত্বনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হয় একেবারে কোন তত্ত্বনির্ব্বাচন করিতে পারে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হয়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা, আলোচনার পর আলোচনা করিয়া, অনেক দেখিয়া শুনিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তত্ত্বনির্ব্বাচনে সমর্থ হয়। জ্ঞানের কার্য্য প্রণালী অনুসন্ধান করিলে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই—জ্ঞান যখন কোন সত্য নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হয়, তাহা অসত্যের সঙ্গে মিলাইয়া অথবা ভিন্ন জাতীয় সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া তাহার বিপরীত ভাবটি সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। এই বিষয়টি বিনা দৃষ্টান্তে স্ফুট হইবে না। এই জন্য দুই একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, যথা—এক ব্যাধপত্নী সদ্যোহত গজকুম্ভ হইতে রক্তলিপ্ত মুক্তাফল অরণ্যমধ্যে পতিত দেখিয়া দূর হইতে সুপক্ক বদরীফল মনে করিয়া দৌড়িয়া গিয়া তুলিয়া লইল এবং দুই হস্ত দ্বারা ঘর্ষণ করিতে লাগিল, তাহাতে উপরিভাগের রক্তের প্রলেপ উঠিয়া গিয়া কঠিন শুক্লবর্ণ বস্তু বাহির হইল। এ স্থলে ব্যাধপত্নীর জ্ঞান যতটুকু প্রশস্ত ছিল, সে তদনুসারে তত্ত্বনির্ব্বাচন করিতে গিয়া পরীক্ষায় জানিল ইহা বদরী নহে সুতরাং দূরে নিক্ষেপ করিল। এ স্থলে ব্যাধপত্নী তত্ত্বনির্ব্বাচন করিতে গিয়া কি প্রণালী গ্রহণ করিয়া ছিল তাহাই জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ দূর হইতে একটি রক্তবর্ণ বস্তু দেখিতে পাইল, দেখিয়া প্রশ্ন করিল এটা বদরী বৃহতী না বৃদ্ধদারক? সে বদরীর সদৃশ যে সকল ফল জানিত তাহার বাহ্য দৃশ্য দেখিয়া প্রতারিত না হয়, এই জন্য আপন স্মরণে স্থিত বৃহতী বৃদ্ধদারকের সঙ্গে উপস্থিত বস্তুটির আকৃতি প্রকৃতি স্বাদ প্রভৃতি বিষয়ে মিলাইয়া পরীক্ষা করিল। পরীক্ষা করিয়া স্থির করিল যে এ বৃহতীও নয়, বৃদ্ধদারকও নয় ও বদরীও নয় সুতরাং পরিহার্য্য। কেহ বলিতে পারেন এ স্থলে তত্ত্বনির্ব্বাচন হইল কি? আমরা বলি বদরী বলিয়া যে ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, পরীক্ষায় সেই ভ্রান্তি অপনীত হইয়া "এ, উহা নহে" এই সত্য আবিষ্কৃত হইল। জ্ঞানের কার্য্য প্রণালী এইরূপ পরীক্ষামূলক, পরীক্ষা ভিন্ন জ্ঞান কার্য্য করিতে পারে না।

এক্ষণে বিশ্বাসের স্বরূপ ও শক্তির নিদর্শন প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—কোন ব্যক্তি সম্মুখে একটি পুষ্প দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল এটি কি? বিশ্বাস উত্তর দিল "ফুল"। এস্থলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে বিশ্বাস কি পরীক্ষা না করিয়াই ফুল বলিল? আমি বলি হাঁ, কেন না বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত পরীক্ষামূলক নহে কিন্তু পরীক্ষা সকল বিশ্বাসের বলেই সিদ্ধ হয়। এই ফুল গ্রহণ করিতে যদি জ্ঞান অগ্রসর হয় তবে সে আসিয়া একবার তাহার বর্ণ, আবার তাহার গন্ধ, তার পর কোমলতা, এইরূপ পুষ্পের একটি একটি গুণ বা ভাব লইয়া আত্মার গোচর করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু সকল গুলি মিলাইয়া যে একটি "পুষ্প" হইয়াছে, এই গুণ গুলি যে সেই পুষ্পের, জ্ঞান এ সিদ্ধান্ত করিতে পারে না, কিন্তু বিশ্বাস বলে, "বস্তু ব্যতীত গুণ থাকে না" "কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না" "বস্তু ব্যতীত গুণ হয় না" সুতরাং এ সকল গুণ ঐ পুষ্পনামক বস্তুর। তোমার সম্মুখ হইতে নানাবিধ বর্ণ, গন্ধ ও সুখস্পর্শের যে ভাব তোমাতে আসিতেছে তাহারা স্বয়ং কোন বস্তু নহে কিন্তু তাহারা সম্মুখস্থ ঐ পুষ্পনামক বস্তুর গুণ। আত্মা তখন বিশ্বাস করিতে পারিল যে এটি গোলাপ ফুল।

এ কথা দ্বারা যদি কেহ বুঝিতে ক্লেশ মনে করেন তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তটি বিপরীতভাবে গ্রহণ করুন। যথা—আমরা যখন কোন বস্তু দর্শন করি,দৃষ্টি মাত্রই আগে তাহাকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি, বিচারের অপেক্ষা করি না। তার পর তাহার গুণ গ্রহণে প্রবৃত্ত হই। বস্তু না থাকিলে গুণ থাকিতে পারে না এটি আমাদের বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত, নির্ব্বিবাদ সিদ্ধান্ত, নির্ব্বিকল্প সিদ্ধান্ত, পূর্ব্ব হইতে মনে আছে। এই জন্য কোন বস্তুকে বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে সংশয় করি না সুতরাং বিচারও করি না। কিন্তু এটা ঐ বস্তুর গুণ কি না, ঐ বস্তুর গুণ কি কি, ইহা জ্ঞানের সংশয়মূলক সিদ্ধান্ত, সবিকল্প সিদ্ধান্ত, পরে পরীক্ষার বলে মনে উদিত হইয়াছে। সুতরাং বিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান স্ফূর্ত্তি পায় কিন্তু বিশ্বাস জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। বিশ্বাসের সাক্ষ্য ব্যতীত জ্ঞান কোন প্রকার তত্ত্ব নির্ব্বাচনে সমর্থ নহে কিন্তু বিশ্বাস নিঃসংশয়ে সকল প্রকার মূলতত্ত্বে আস্থা রাখিয়া কার্য্য করে।

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় সহজ হইয়াছে। বিজ্ঞান শাস্ত্র কিসের উপরে প্রতিষ্ঠিত? বিশ্বাসের উপরে। দর্শনশাস্ত্র কিসের বলে স্ফূর্ত্তি পায়? মানুষ কথা বলে,কার্য্য করে, চলে, ফেরে কিসের বলে? বিশ্বাসের বলে। শারীরবিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান অঙ্ক বিজ্ঞান জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান ভৈষজ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি সমুদয় বিশ্বাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত। বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে বিশ্বাসের বল ব্যতীত এ সকলের কোন অর্থ সামর্থ্য নাই। জ্ঞান যিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠাভূমি বিশ্বাস। বিশ্বাসের সাক্ষ্য ব্যতীত জ্ঞান মিথ্যাবাদী হইয়া পড়েন। বিশ্বাস বিহীন জ্ঞান একপদও অগ্রসর হইতে পারেন না। যত তত্ত্ব নির্ব্বাচন করেন, যত সত্য আবিষ্কার করেন, তাহা বিশ্বাসের ইঙ্গিত পাইয়াই করেন, বিশ্বাসের ইঙ্গিত ভিন্ন জ্ঞান একেবারে অচল। আবার বিশ্বাসও জ্ঞানের সাহায্য না লইয়া স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারেন না।

বিশ্বাস রাজা। জ্ঞান আজ্ঞাবহ ভৃত্য। বিশ্বাসের আজ্ঞা ব্যতীত জ্ঞান কোন কার্য্য করিতে পারেন না, বিশ্বাসও জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং কোন কার্য্য করেন না। রাজা কার্য্যের ইঙ্গিত কর্ত্তা, ভৃত্য কার্য্য সম্পাদক। কার্য্য ক্ষতি হইলে রাজার ক্ষতি, জ্ঞানের (ভৃত্যের) কেবল অপটুতার অপবাদ মাত্র সার। ইহা দ্বারা জ্ঞানীর সঙ্গে বিশ্বাসীর সম্বন্ধ কিরূপ অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্র জানেন তাঁহারা বিশ্বাসের মহিমা ও বল নিশ্চয় জানেন। এস্থলে আশ্চর্য্য এই যাঁহারা বিজ্ঞানাদি তেমন জানেন না, কোন বস্তু তত্ত্ব নির্ব্বাচনে যাঁহাদের কোন অধিকার নাই তাঁহারাই বিশ্বাসীদিগের নিন্দা করেন। এ পৃথিবীতে অনেক লোকের পদমর্য্যাদা নাই অথচ সে পদের অভিমান করে। জ্ঞানী বা জ্ঞানাভিমানীরাও এইরূপ। তাঁহার আপন পদ কি, সে পদের মর্য্যাদা কত তাহা জানেন না, জিজ্ঞাসা করিলে প্রায় নিরুত্তর হইয়া জয় লাভ করেন। আবার যাঁহারা নিরুত্তর হইবার লোক নহেন, তাঁহাদিগের উত্তর শ্রবণ করিয়া কোন ফলোদয়ও হয় না।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গৌরাঙ্গের প্রেম।

গৌরাঙ্গের প্রেমের বিষয় লিখা আর ধৃষ্টতা করা সমান। কেন না গৌরাঙ্গের প্রেম ছিল ইহা সমর্থন করিতে লজ্জা বোধ হয়। কে না জানে গৌরাঙ্গের প্রেম, বা প্রেমের গৌরাঙ্গ? সকলেই জানেন গৌরাঙ্গজীবনের মূলধন প্রেম। ঐ প্রেমবস্তু গৌরাঙ্গের একচেটে সম্পত্তি। উহা অন্য কাহারও পাইবার অধিকার নাই একথা আমরা বলিতেছি না কিন্তু প্রেম সম্পদ অধিকার করিতে হইলে গৌরাঙ্গের দ্বারে ভিক্ষা মাগিতে হইবে, গৌরাঙ্গের সোণার ছবি হৃদয়ে আঁকিতে হইবে, আঁকিয়া সমাদর করিয়া ভিক্ষা মাগিতে

হইবে; তাহা হইলে পাইবার আশা আছে। ভগবান্ স্বহস্তে প্রেমহেম গলাইয়া এই অনিন্দিত মূর্ত্তি গঠন করিয়া ভূতলে প্রেরণ করেন। যে ব্যক্তি সে মূর্ত্তি দর্শন করিবে স্পর্শ করিবে তাহার জীবনে এই প্রেমশক্তি প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে অবস্থান্তরিত করিবে, এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ এই অদ্ভুত প্রেমশক্তির সৃষ্টি করেন। বস্তুতঃ তাহা ঘটিয়াছিল। কত নাস্তিক অবিশ্বাসী সন্দিগ্ধ চিত্ত শুষ্ক জ্ঞানবাদনিরত ব্যক্তিগণ সোনার গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি দেখিয়া গলিয়া গেল, পাষাণে কর্দ্দম হইল, তার সংখ্যা কে করিবে? কে না জানে, গৌরাঙ্গ হরিপ্রেমের খনি ছিলেন?

কেহ কেহ এই বলিয়া আপত্তি করিতে পারেন যে গৌরাঙ্গ অন্নসত্র খুলিয়া দীন দরিদ্রদিগকে অন্নদান করেন নাই, স্কুল কলেজ খুলিয়া লোকের মূর্খতা দূর করিতে চেষ্টা করেন নাই, কেবল প্রত্যুত নিজের বাড়ীতে ব্যাকরণ পাঠের একটি সামান্য টোল ছিল, তাহাও পাগলামি করিয়া তুলিয়া দিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গ স্ত্রীজাতির উন্নতির প্রতি যত্ন করেন নাই, স্বয়ং বিবাহ করিয়া নিরপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার যদি প্রেম থাকিত তবে কি তিনি এমন কাজ করিতে পারিতেন? কখনও নহে। আমরা এ আপত্তির প্রতিবাদ করিব না। কেন না আমরা বাদ প্রতিবাদ করিয়া কোন ফল পাই নাই। যাঁহারা বাদ প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা বিপক্ষকে পরাজয় করিবার জন্য যেমন যত্ন করেন, সত্যরক্ষার জন্য সেরূপ যত্ন করেন না। এই জন্য আমরা বাদ প্রতিবাদ করিব না, কিন্তু গৌরাঙ্গের জীবনের গৌরব ও মহিমা দেখাইতে যত্ন করিব।

গৌরাঙ্গ যে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক সংসারী লোকদিগের অনুরূপ। সংসারী লোকেরা বিবাহ করে সংসারের জন্য, নিজের জন্য নহে। তাহারা আপনাকে উপেক্ষা করিয়া পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধুদিগের সন্তোষের জন্য বিবাহ করে, গৌরাঙ্গও বাল্যকালে সেইরূপ জননীর শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনা দিবার জন্য বিবাহ করিয়াছিলেন। তখন যদি জানিতেন যে তাঁহার জীবনের লক্ষ অতি উচ্চ, তবে কখন তাদৃশ বিবাহ করিতেন না। তবে তাঁহার বিবাহ করা অজ্ঞতার চিহ্নই বলিব? না। বৃদ্ধা জননীকে তো তিনি নিজে জননী বলে গ্রহণ করেন নাই, ভগবান্ স্বয়ং শচী দেবীকে তাঁহার জননীরূপে প্রদান করিয়াছেন। সে বিষয়ে তাঁহার মতামত দিবার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং জননীকে পরিত্যাগ করিবার তাঁহার কোন অধিকারই ছিল না। অথচ তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন একি অপ্রেমিকের কার্য্য? না। আমরা বলি, জগৎবলে তিনি কেবল প্রেমেরই অনুরোধে এসকল পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রেম ভক্তি ক্ষুদ্র দুই একটি মনুষ্যেতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। তাঁহার প্রেম বিশ্বব্যাপী উদার প্রেম। সে প্রেম কাহাকেও পরিত্যাগ করিতে পারে না। তিনি জননী ও পত্নীকে পরিত্যাগের জন্য পরিত্যাগ করেন নাই, কিন্তু গ্রহণের জন্যই পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আপনি যে প্রেমে অনুরঞ্জিত হইলেন, সমুদয় জগৎকে সেই প্রেমে মাতাইতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন। তাঁহার উপরে স্বর্গের শমন জারি হইল অথবা ওয়ারেণ্ট আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি তখন পরবশ, তিনি কি আর "আমার মার কি হইবে স্ত্রীর কি হইবে" এই সকল কথা ভাবিতে অবসর পাইয়াছিলেন? কখনও নহে। তিনি অধ্যাপনা করাইতেন এ বিষয়ে তাঁহার বড় খ্যাতি ছিল, সেই জন্য তাঁহার গৃহে অনেক ছাত্র বাস করিত। তাহারা তাঁহার সুমিষ্ট ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সুখী হইত কিন্তু পরিশেষে তিনি দেখিলেন যে যাহা পড়িলে অবিদ্যা ঘোচে না প্রত্যুত আরও বৃদ্ধি পায়, তাহা পড়াইয়া লোকগুলিকে মাটী করিবার প্রয়োজন কি? এই ভাবিয়া তিনি অবিদ্যানাশিনী মহা প্রেমবিদ্যার বিদ্যালয় খুলিলেন।

"অপরা ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো হ অথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে।"

ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠবিদ্যা— যাহা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। এই জন্য গৌরাঙ্গ প্রেমের বিদ্যালয় খুলিয়া "ভবতি, পচন্তির" বিদ্যালয় বিদায় করিয়া দিলেন। সেই বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যাবিমুগ্ধা জননী শচী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া বিদ্যা (চেতনা) লাভ করিলেন। তাঁহাদিগের হৃদয়ের মোহ তিমির বিনষ্ট হইয়া গেল। তাঁহারা অবিকৃতচিত্তা ও ঈশ্বরানুরক্তা হইলেন—কাজেই শারীরিকভাবে ছাড়িয়া চৈতন্য আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ তাঁহাদের সঙ্গে এক হইলেন। প্রেম বস্তুটি কি আমরা পূর্ব্বে একবার তাহা বলিয়াছি। এ স্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করিতেছি না কিন্তু প্রেমের গৌরবের জন্য আরও দুই একটি হেতু প্রদর্শন করিতেছি। প্রেমিক লোকের সঙ্গে আমরা মাতাল উন্মত্ত বা বালকের তুলনা করিতে পারি। কেন না প্রেমিক লোকেরা বাহিরে মদ্যাদি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য পান করেন না কিন্ত সমস্ত দিন রাত্রি নেশাতে যেন চুর হইয়া থাকেন। চক্ষু প্রায় মুদ্রিতই থাকে বড় উৎপাত গোলমাল করিলে কখন কখন যত্নে চক্ষু উন্মীলন করেন। কখন ঘূর্ণন, পদস্খলন, পতন ও মূর্চ্ছিত হওয়া ইত্যাদি মত্ততার লক্ষণ সমুদায় প্রেমিকেতে বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয় উপমা ক্ষেপা। যাহারা ক্ষিপ্ত, তাহারা লৌকিক সম্বন্ধোচিত কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে জানেন না। যে কোন কথা বলিলে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবে এরূপ আচরণে অমুকের সংসারিক ক্ষতি হইবে,একথায় অমুক মনঃক্ষুণ্ণ হইবে এ সকল কথা ভাবিতে চিন্তা করিতে পারেন না। তাঁহার উপর স্বর্গ হইতে যে আজ্ঞা প্রচার হয় তাহাই তিনি করেন। তাহার জন্য তিনি আপনাকে দায়ী মনে করেন না। স্বর্গের আজ্ঞা এই, ইহাতে ভাল মন্দ কি, তাহা আমি জানি না। তৃতীয় উপমা বালক। শিশু যেমন আসক্ত তেমনি বিরক্ত, এই একটি পুতুলকে পাইয়া কত আহ্লাদ কত আনন্দ, এই একটি গোলাপফুল পাইয়া কত নৃত্য করিল, আবার পরক্ষণেই তাহা ভাঙ্গিয়া ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া দূরে ফেলিয়া দিল। এই খাবার জন্য ক্রন্দন, পরক্ষণে জননী খাদ্য হস্তে আসিয়া আর ডাকিয়া পান না। শিশুর আপনাও যেমন পরও তেমন। সে পরেরও অপকার করে না, আপনারও উপকার করিতে ব্যস্ত হয় না। শিশুর নিকট রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র মূর্খ জ্ঞানীর কোন প্রভেদ নাই। শিশু ব্রাহ্মণ চণ্ডাল উচ্চ নীচ ইত্যাদি কোন প্রকার সাংসারিক মানাপমানকে গ্রাহ্য করে না। তাহাকে পুরস্কার দিলেও চিরকাল তাই মনে করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না,তিরস্কার করিলে ও চিরকার মলিনমুখে কাল যাপন করে না। গৌরাঙ্গের জীবনে এ সকল ছিল। সেই জন্য গৌরাঙ্গ হাসিতেন কাঁদিতেন আস্ফালন ও কূর্দ্দন করিতেন, কেহ হাসিতে পারে, ব্যঙ্গ করিতে পারে এ সকল তিনি ভাবিতেন না। সংসারী লোকের সন্তুষ্টি কি বিরক্তির দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেন না। কত লোকে গালাগালি দিতেছে তাহাতে বিরক্তি নাই, কত লোকে প্রশংসা করিতেছে তাহাতে সুখ নাই। কথা বলিবার জন্য কার্য্য করিবার জন্য তিনি সাংসারিক কোন অনুরোধের বাধ্যছিলেন না।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক
মহাশয়।

সবিনয় নিবেদন

এক বৎসর কাল আমাদের মধ্যে অনেক অশান্তিকর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল, তৎসংক্রান্ত ব্যক্তিগত অসদ্ভাব এক্ষণে প্রায় তিরোহিত হইয়াছে, এ সমস্ত আন্দোলিত বিষয়ের সত্যনির্দ্ধারণ জন্য শান্তভাবে কিছু আলোচনা করিলে ভরসা করি সকলেরই মঙ্গল হইবে। অতএব বিধানমণ্ডলীর কল্যাণের উদ্দেশে আমি নিম্নলিখিত কয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি, সদুত্তর দানে বাধিত করিবেন।

১। দরবারের কোন নির্দ্ধারণে কতকগুলি সভ্য অনিচ্ছা সত্তে বিশেষ কারণ বশতঃ প্রথমে যদি মত দেন এবং পরে তাহা ঈশ্বরাজ্ঞার বিরোধী জানিয়া আপনাদের ভ্রান্তি দুর্ব্বলতা অসাবধানতা স্বীকারপূর্ব্বক তাহার প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সাময়িক অনিশ্চিত ভাবপ্রসূত স্বীকৃত বাক্যের সহায়তা লইয়া কোন একটি স্থায়ী ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কি না? যদি পারে এমন হয়, তাহা হইলে আচার্য্যের এই উক্তির সহিত উপরিউক্ত মতের একতা রক্ষা হয় কি না?—যথা, "সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে। এক শরীরের অঙ্গের ন্যায় প্রতি জনকে মানিতে হইবে। ইহার এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত সকলে এক মত না হন সে পর্য্যন্ত প্রয়াস যত্ন দ্বারা এক করিতে হইবে।"

কে কি ভাবে বেদীশূন্য রাখা বিষয়ে প্রথমে মত দিয়াছিলেন তাহার কিছু আভাস এখানে দিলে বোধ হয় বিষয়টি আরো পরিষ্কার হইয়া আসিবে। ভাই অমৃতলাল এবং কেদার নাথ বলেন আমরা আদেশ পাই নাই; কিন্তু তাঁহারা প্রথমে প্রস্তাবে সায় দেন, পরে তাহা অন্যায় হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারেন। ভাই বঙ্গচন্দ্র প্রথমে বলেন, সাধারণ উপাসনামন্দিরে বেদী খালি থাকা উচিত নহে। শেষ যখন সকলের মত হইল তখন তিনিও মত দিলেন। কারণ দরবারের অনুসরণই তাঁহার বিশেষ ধর্ম্ম। আমার তৎকালীন মনের অবস্থা কি ছিল তাহা পরিষ্কার স্মরণ আছে। প্রস্তাবটি মনে লাগিল না। কেন লাগিল না তাহা জানি না। আচার্য্যের উক্তি কিংবা সাধারণের অধিকার বিষয়ে তখন বিচার করি নাই। সহসা সহজজ্ঞানে বলিলাম, "প্রতাপ বাবু আসা পর্য্যন্ত প্রস্তাব স্থগিত থাক্।" পরে সকলে যখন মত দিলেন, আমি বলিলাম, "আমি নিরপেক্ষ, হাঁ, কি না কিছু বলিব না।" পুনর্ব্বার অনুরোধের ভাবে জিজ্ঞাসিত হইল, আপত্তি আছে কি না? আমি ভাবিলাম, যখন নিরপেক্ষ তখন আর আপত্তি কি থাকিবে? এই ভাবে বলিলাম "আপত্তি নাই।" অবশ্য আমার নিরপেক্ষতার ঝোঁক বেদী খালী না রাখার দিকেই ছিল। উহা একটি স্থায়ী মত হইয়া দাঁড়ায় ইহা ত আমার ঈশ্বরের আজ্ঞা নয়ই। ভাই প্রতাপচন্দ্র তৎকালে উপস্থিত ছিলেন না। পরের সভায় যখন নির্দ্ধারণ পঠিত হয় তখন তিনি কথা কহেন নাই। কিন্তু তিনি বলিতেছেন, বেদীতে উপবেশন করা ঈশ্বরের আদেশ। ভাই বঙ্গচন্দ্র এক্ষণে বলেন, বেদীশূন্য থাকা উচিত নহে। আদেশপ্রাপ্ত ভ্রাতৃগণ বলেন, আমাদের জন কয়েকের মৌনভাব এবং শোকজন্য চক্ষুলজ্জা বা নির্ব্বুদ্ধিতার সাহায্যে বিধাতা ঐ প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে তাহা আমাদের ধর্ম্মের

সহিত কিরূপে সামঞ্জস্য হইল ভ্রাতৃগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন (১)।

২। পরলোকবাসী ভক্তদিগের সহিত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ রক্ষার নিমিত্ত কোন বাহ্যিক চিহ্ন ব্রহ্মমন্দিরে রাখিতে হইবে—আচার্য্য এ কথা কোন দিন বলেন নাই। তথাপি যদি রাখা হয়, তবে তাঁহার এই উক্তির অর্থ এক্ষণে কি বুঝিব?—যথা, "বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে বা কোন ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না।" সম্বন্ধ জ্ঞাপক চিহ্ন কি ঘটনা স্মরণার্থ নহে? আচার্য্য আমাদের নেতা, এখনও তাঁহার অমরাত্মা সে নেতৃত্ব করিতেছে; এ বিশ্বাসে কাহারো বিমত নাই। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য আধ্যাত্মিক; তিনি আমাদের ধর্মজ্ঞানে, ভাবে, চরিত্রে যে পরিমাণে আছেন সেই পরিমাণে নেতা; বাহিরের পদার্থবিশেষে তাহা স্থিতি করে না। কোন বাহ্য পদার্থ দ্বারা এখন যদি আচার্য্যের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থির রাখিতে হয়, তবে তাহা কিরূপে সাধন করিতে হইবে? মন্দিরের বেদীর সহিত সপ্তায় দুই ঘণ্টা মাত্র আমাদের সম্বন্ধ, তাহাও দর্শন বা চিন্তায় স্থান পায় না। মন্দিরে গিয়া কেহ চক্ষু খুলিয়া বেদী দেখেন না, মুদ্রিত নয়নে তাহা কেহ চিন্তাও করেন না। এই জন্যই বোধ হয় উপাধ্যায়জী গত ১১ মাঘ রাত্রে উপদেশ দিয়াছিলেন "আমরা এই বেদীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি।" কার্য্যে অবশ্য তাহা পারেন না। যাহাই হউক, ইহাতে বুঝা যায়, বেদী কিছুই নয়। বাস্তবিক যিনি আমাদের আত্মার শোণিত এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাস হইয়া সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিবেন তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ রাখার পক্ষে বেদী কি সাহায্য করিবে? তবে মন্দিরে প্রবেশ মাত্র উহা শূন্য দেখিলে আচার্য্যকে মনে পড়িতে পারে। তাহা যদি হয়, তবে বেদী কি স্মরণ চিহ্ন হইল না? সে

(১) "সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে" একথা কোন্ সময়ের জন্য? সেই সময়ের জন্য, যখন কোন প্রস্তাব দরবারের সম্মুখে আনীত হইয়াছে। তখন ভিন্ন মত উপস্থিত হইলে ঐকমত্য স্থাপন জন্য বিশেষ যত্ন ও প্রয়াস স্বীকার করিতে হইবে। যে নির্দ্ধারণ লইয়া এখন আন্দোলন উপস্থিত, ঐ নির্দ্ধারণসম্বন্ধে যখন একমত হইতে গোলযোগ উপস্থিত হইল, তখন এক জন সভ্যের প্রস্তাবে সকলে নিস্তব্ধ হইয়া আলোক ভিক্ষা করিলেন। এই আলোক ভিক্ষা করিবার পর কয়েক জন ভ্রাতা বেদী শূন্য রাখা সম্বন্ধে আদেশ ও আলোক লাভ করিলেন, কয়েক জন কোন আদেশ প্রাপ্ত হইলেন না, অথচ বেদী শূন্য রাখা অবৈধ ইহাও ঈশ্বরের নিকট শ্রবণ করিলেন না। অপিচ সম্মতি ও নিরাপত্তি প্রকাশ করিলেন। এই নির্দ্ধারণ হওয়ার অন্যতর দিনে ভাই অমৃত লাল বসু এ ঘটনাটী বিধাতাকৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ভাই ত্রৈলোক্য নাথ তাঁহার পত্রে স্পষ্ট করিয়া লিখিতেছেন যে, বেদীখালি সম্বন্ধে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন এবং সেই জন্য আপত্তি নাই বলিয়াছিলেন। তিনি কি এখন বলিবেন, যে তিনি আর এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নহেন? দরবারে দেবসন্নিধানে বসিয়া প্রার্থনা করিয়া দেবালোকে যাহা স্থির হয়, বা যে কথা আমাদিগের মুখ হইতে বাহির হয়, তাহাই আমাদিগের জীবনের নিয়ামক। পরিশেষে তজ্জন্য পরীক্ষা বিপদে পড়িয়া ভয়ে ভাবনায় লোকের মুখাপেক্ষায় উহাকে ভ্রান্তি দুর্ব্বলতা নির্ব্বুদ্ধিতা বা অনবধানতা বলাতে কি দেবাবমাননা হয় না? যে নিরপেক্ষ তিনি সেই রাত্রিতে ছিলেন, এখন আর তিনি সে নিরপেক্ষ নাই আমরা কেমন করিয়া ইহা স্বীকার করিতে পারি। বেদীখালি না রাখার দিকে ঝোঁক সত্ত্বে যে আপত্তি তাঁহার তখন ছিল না, এখনও তাঁহার সে "আপত্তি নাই" ইহা ভিন্ন তিনি আর কি বলিতে পারেন? আমরা যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে ভাই প্রতাপচন্দ্র প্রকাশ্যে আপনাকে আদেশবাদী জানাইতে কুণ্ঠিত। তিনি প্রথমে নির্দ্ধারণের অনুসরণ করিয়া পরে কেন ভাঙ্গিলেন, আবার এক দিন বেদী শূন্য রাখিয়া সকলের সঙ্গে কেন কার্য্য করিলেন, তিনিই জানেন। যাহা হউক, যদি তিনি আদেশ বলেন, তাঁহার ব্যক্তিগত আদেশ দরবারের আদেশের নিকট অগ্রাহ্য।

আমরা দেখিতেছি, আদেশপ্রাপ্তিসম্বন্ধে যে নিয়ম পূর্ব্বাপর হইতে প্রচলিত তাহা এ নির্দ্ধারণ স্থির হইবার সময়ে ঠিক ছিল। যিনি প্রস্তাব আনয়ন করেন, তিনি আলোক দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রস্তাব আনয়ন করেন। যাঁহারা প্রস্তাবে অনুমোদন করেন তাঁহারা অধিকাংশ আলোক প্রাপ্ত হইয়া উহার অনুমোদন করেন। যাঁহারা আলোক প্রাপ্ত হন না, তাঁহারা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন আলোক প্রাপ্ত হন না, সুতরাং তাঁহারা যে সম্মতি ও নিরাপত্তি প্রকাশ করেন, তাহাও আদেশের দ্বিতীয়াবস্থাঘটিত। আদেশের প্রথমাবস্থা নিষেধ প্রাপ্তি; দ্বিতীয়াবস্থা নিষেধ অপ্রাপ্তি, তৃতীয়াবস্থা স্পষ্ট আদেশ প্রাপ্তি। মহর্ষি ঈশা যখন ঈশ্বরের নিকট হইতে "তোমার এই দুঃখের পাত্র প্রতিগৃহীত হইল' একথা শ্রবণ করিলেন না, তখন সমাগত ঘটনাকে ভগবানের ইচ্ছা জানিয়া তাহাতে আত্মসমর্পণ করিলেন। মহাত্মা সক্রেটিস্ যখন বিষপাত্র লইলেন, তখন এই বলিয়া গ্রহণ করিলেন যে, যে অন্তর্যামী পুরুষ পূর্ব্বে বিতর্কে জয় লাভের সময়েও আর অগ্রসর হইও না বলিয়া নিষেধ করিতেন, তিনি আজ এ কার্য্যে নিষেধ করিতেছেন না, অতএব এ কার্য্য তাঁহার অনুমোদিত জানিয়া আমি বিষপাত্র গ্রহণ করিলাম। দরবারে কোন নির্দ্ধারণ হইবার কালে, আদেশের ভিন্ন ভিন্নাবস্থা একত্র মিলিত হইলে যাহা বিধি বদ্ধ হয়, তাহা পশ্চাতে বিভীষিকা দর্শন করিয়া উন্মূলিত করিতে যত্ন করিলে, দরবারের সভ্যগণের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। যে সকল বিধি পরিবর্ত্তসহ নহে, তাহা নির্দ্ধারণ কালে যদি বিধাতার কোন হস্ত না থাকে, মানুষের কল্পনা বুদ্ধি সংস্কার ও রুচি তন্নির্দ্ধারণে হেতু হয়, তাহা হইলে আর দরবারকে ঈশ্বরের আবির্ভাবস্থলরূপে ঈশ্বর সহ অভিন্নভাবে গ্রহণ করিবার অবকাশ কোথায়? দরবারকে এরূপে ঈশ্বরবিহীন করা আর সংশয় অবিশ্বাসের রাজ্য বিস্তার করা একই। সং।

স্মরণও হওয়ায় দুই কথার জন্য। কোন কোন ভ্রাতা বলেন, "ইহাতেই ধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। বেদী শূন্য থাকা না থাকার উপর বিধান থাকে আর যায়।" এক দিকে "চূর্ণ করিতে পারি, অন্য দিকে বিধান থাকে আর যায়" এ কথার তাৎপর্য্য কি? আমিও একজন আচার্য্যের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা করিবার প্রয়াসী। বেদী দ্বারা কি পর্য্যন্ত তাহার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে বা করিতে পারে তাহা আমি শিক্ষা করিতে চাই। উহাতে আমার স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস নাই, সুতরাং আচার্য্যের উক্তি এবং বিজ্ঞান বুদ্ধির ভিতর দিয়া পবিত্রাত্মার জ্যোতিতে উহা দেখাইতে হইবে। নতুবা আমরা অন্ধভাবে তাহা পালন করিব কি না তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরাদেশ কি প্রকাশ করিলে ভাল হয় (২)।

৩। দরবারের কয় ব্যক্তি আদেশ পাইলে ঐ নূতন মতটি প্রতিষ্ঠিত হইবে? যেখানে দুই পক্ষের দুই বিপরীত আদেশ তখন কোন্ পক্ষের আদেশ মণ্ডলীর গ্রাহ্য? ইহা অবশ্য ব্যক্তিগত আদেশ নহে, মণ্ডলীর সাপ্তাহিক উপাসনা সম্বন্ধে, সুতরাং কোন্ পক্ষের জয় লাভের জন্য কোন্ পক্ষ অপেক্ষা করিবে? ভাবের একতায় দরবারের কার্য্য হইবে, কথার একতায় নহে; যখন ভাবের বিভিন্নতা হইল, তখন কথা কিংবা অধিকাংশের সম্মতিতে কোন মতামত তো স্থির হইতে পারে না, তবে এস্থলে কি মীমাংসা হইবে? দরবার মধ্যে ভিন্ন ভাব থাকিলে কোন প্রস্তাবই যে নির্দ্ধারণে পরিণত হইতে পারে না এক্ষণে আমরা তাহা প্রতি অধিবেশনেই দেখিতেছি। এই জন্যই কি আচার্য্য বলেন নাই, "সর্ব্বতোভাবে একতা রক্ষা করিতেই হইবে?" দলের মধ্যে ভাবের একতা অত্যন্ত কঠিন, পৃথিবীতে কোন সমাজ ভাবের একতায় চলে না বলিয়াই হাত তোলার প্রথা চলিত হইয়াছে। আমরা তাহার বিরোধী। কিন্তু কার্য্যেতে সে বিরুদ্ধ ভাব কি থাকিতেছে? ভাবের একতা না থাকিলেই শাসনবিধি এবং অক্ষর ধরিয়া অধিকাংশের মতে লোকে কার্য্য করে। এখানে কার্য্যতঃ তাহাই কি হইল না (৩)?

৪। বেদীশূন্য রাখার প্রস্তাবকর্ত্তা ভাই দীননাথ মজুমদার আমাকে লিখিয়াছিলেন, "দরবারের পূর্ব্বে কাহারো সহিত তো ও কথা হয় নাই। কাহারো যুক্তিতে বা প্রস্তাবে আমি সে প্রস্তাব করি নাই। যত দূর স্মরণ আছে, দরবারের ভিতরে বসিয়া স্বর্গীয় জ্যোতিতে আমার অন্তরে ঐ প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। কাহারো মতে এবং কাহারো অমত না থাকাতে প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইল।" কিন্তু পরে তিনি লিবারেল পত্রিকায় লিখিয়াছেন, যাঁহারা এ আদেশ পান নাই তাঁহারা ইহা পালনে বাধ্য নহেন, অর্থাৎ অন্য কেহ বেদীতে বসিলে তাঁহার আপত্তি নাই। ইহাঁর প্রস্তাবে যাঁহারা পরে সায় দেন, তাঁহাদের প্রতি আদেশ যে, "বেদীতে বসিবে না, এবং কাহাকেও বসিতে দিবে না।" প্রস্তাবকর্ত্তার আদেশের সহিত কতিপয় পোষকের এখানে ভিন্ন আদেশ দেখা যাইতেছে। এরূপ অনৈক্য স্থলে প্রস্তাবকর্ত্তার আদেশই বা কেন কার্য্যে পরিণত হয় না, এবং কয়েক জন পোষকেরই বা আদেশ কেন প্রতিষ্ঠিত থাকে? দরবারের ভ্রাতৃগণের ভাবের এবং আন্তরিক মতের একতার উপর সমস্ত মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। এরূপ একতার জন্য পুনর্ব্বার এই বিষয় কেন আলোচিত হইবে না?

২। সম্বন্ধজ্ঞাপন ও ঘটনা স্মরণ এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। যেমন খৃষ্ট সম্প্রদায়ের ব্যবহৃত ক্রুশ খৃষ্টের প্রাণবিনাশের ঘটনা স্মরণ করিয়া দেয় কিন্তু খৃষ্টের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে না। ক্রুশ দেখিয়া আমাদিগেরও তদ্রূপ ক্লেশ বহন করিতে হইবে, ইহা আমরা হৃদয়ঙ্গম করি। এরূপ হৃদয়ঙ্গম করা গৌণ, ঘটনা স্মরণ মুখ্য। বেদী আচার্য্যের মৃত্যুস্মারক নহে, বর্ত্তমানতার স্মারক। বর্ত্তমানতা নিত্যকালের ব্যাপার সুতরাং কোন ঘটনা নহে। যাহা পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, নিত্যকাল থাকিবে, তাহা ঘটনার অতীত। সুতরাং যাহা ঈদৃশ নিত্যত্বের জ্ঞাপক, তাহাকে ঘটনার স্মারক বলিয়া নির্দ্দেশ করা কোন যুক্তিতে আইসে না। অধিকন্তু বেদী কোন ঘটনার স্মরনার্থ নূতন সংস্থাপিত হয় নাই। বেদী যে সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে, তাহা কে কি প্রকারে সাধন করিবেন, ফললাভ করিবেন, তাহা সাধকের নিজের চিত্তের অবস্থার উপরে নির্ভর করে। বাহ্য নিদর্শন সকল জ্ঞাপক মাত্র, চিত্ত স্বীয় অবস্থানুযায়ী উহার ফলভোগী। নিদর্শন স্বয়ং জড়, চিত্ত কেবল অধ্যাত্মদৃষ্টিতে উহা হইতে অধ্যাত্ম ফললাভ করে। পান ভোজনাদি সম্বন্ধজ্ঞাপক নিদর্শন সমুদায়ের যে দশা, বেদীরও সেই দশা। তৎতৎসম্বন্ধে যাহা অবশ্যম্ভাবী, এতৎসম্বন্ধেও তাহাই, সুতরাং এবিষয়ে সমধিক বাক্যব্যয় বিফল। উপাধ্যায়জী যে বলিয়াছিলেন, "আমরা এই বেদী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারি" তাহার অর্থ অতি সুস্পষ্ট। বেদী স্বয়ং কিছুই নহে, উহা কয়েক খণ্ড প্রস্তর মাত্র। উহাতে কোন অসাধারণ গুণ নাই। সুতরাং অন্য প্রস্তর যে প্রকার চূর্ণ করা যাইতে পারে, ইহাকেও তেমনি চূর্ণ করা যাইতে পারে। আদর কেবল সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে বলিয়া। ঈশ্বরের আদেশে যাহা সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে, তাহা তত্তদ্বিধানের রক্ষক। খৃষ্টবিধান, বৈদিক বিধান, বিবিধবিধান রক্ষা করিতে গিয়া নববিধান কি করিয়াছেন, সকলেই জানেন, এসম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। সং।

৩। দুইপক্ষর দুই প্রকারের আদেশ, ইহা নূতন কথা। পর সময়ে ভয়, ভাবনা, চিন্তা, বুদ্ধি, বিচার দ্বারা যাহা সিদ্ধ, তাহাকে কে আদেশ বলিবে? "নৈতিক সংস্কার" "সাধারণের মত" বা অন্য কিছু আদেশ নহে, আদেশ যাহা তাহা আদেশ। যে নির্দ্ধারণ লইয়া বিবাদ তাহাতে শাসনবিধি নাই, অক্ষর ধরিয়া বিচার নাই, আদেশের ত্রিবিধাবস্থার সহিত বিরোধ নাই, আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সং।

সেই পবিত্রাত্মা, সেই জীবন্ত ঈশ্বর এবং সেই ভক্তদল বর্ত্তমান, তবে কেন পুনর্ব্বার ইহা আলোচিত না হয়? দলগত আদেশবিরোধ পবিত্রাত্মার আলোক ভিন্ন কে আর মীমাংসা করিয়া দিবে (৪)?

৫। বেদীখালী রাখা কি একটি চিরস্থায়ী অপরিবর্ত্তনীয় সাধারণ মত? না তাহা দেশ কাল পাত্রে সম্বন্ধ? যদি দেশ কাল পাত্রে সীমাবদ্ধ করা হয়, তবে কোথায়, কত দিন, কোন্ কোন্ ব্যক্তি দ্বারা তাহা প্রতিপালিত হইবে (৫)?

৬। প্রস্তাব যখন নির্দ্ধারিত হয় তখন অনেকের মনে এই ভাব ছিল যে উহা শোকচিহ্ন স্বরূপ। এখন ইহা চিরস্থায়ী একটি মতরূপে দাঁড়াইতে চলিল। কিন্তু একটি মত বলিয়া প্রথমে অনেকেরই বিশ্বাস ইহা ছিল না। কবে কাহার কর্ত্তৃক প্রস্তাবটি শেষ এই আকার ধারণ করিয়াছে তাহাও অনেকে অবগত নহেন। তৎকালে "চিরকাল" খালি থাকিবে এমনও কোন কথা ছিল না। যদিও "বেদী খালি থাক্" এ কথা সকলে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা কত দিন কি ভাবে থাকিবে, ভাই প্রতাপচন্দ্র সে নিয়ম পালনে বাধ্য কি না, অন্য কেহ বেদীতে বসিবে কি না, কিসের বলে এ নিয়ম প্রচারিত রাখা হইবে, এ সমস্ত কিছুই নির্দ্ধারিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ভাব ছিল। এক্ষণে নির্দ্ধারণের ভাষার উপর অধিক নির্ভর করা হইতেছে। তখন কেবল শোকার্ত্ত কতিপয় প্রচারক শোকের অবস্থায় ইহা স্থির করিলেন এই মাত্র। তাহার পর উক্ত নির্দ্ধারণ নানা ভাবে নানা জনে ব্যাখ্যা করিতেছেন, এরূপ স্থলে কাহার ব্যাখ্যান গৃহীত হইবে?

কে কি ভাবে উহাতে সায় দিয়াছিলেন, এবং এক্ষণে উহা কে কি ভাবে পালন করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন প্রত্যেকে তাহার এক বিবরণপত্র প্রকাশিত করুন। কারণ ইহা মীমাংসার উপর সমাজের ভাবী কল্যাণ সমস্তই নির্ভর করিতেছে। আমি ভ্রাতৃগণকে অনুরোধ করি, এ সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ বিশ্বাস তাহা দরবারে লিখিয়া দেন। সকলেরই বক্তব্য এক দিন পঠিত এবং আলোচিত হউক। দরবারের অনেক প্রস্তাব পরিবর্ত্তিত এবং পরিত্যক্ত হইয়াছে, এ প্রস্তাবটি পরিবর্ত্তিত সংশোধিত হইলে ক্ষতি কি? ভাষায় হউক না হউক, ইহার ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন শেষে করা হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। নিজ নিজ ভাব অনুসারে একই ভাষা নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। অতএব প্রস্তাব ইতঃপূর্ব্বেই যদি কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তবে সকলে একত্রিত হইয়া কেন তাহা হউক না? ভাব লইয়াই আমাদের কাজ। অক্ষর বা ভাষা অভ্রান্ত কেহই মনে করেন না। ভাবের প্রতি দৃষ্টি করিলে যদি সমস্ত মীমাংসা হয়, তবে কেন তাহা [illegible] আমি বুঝিতে পারি না। উভয় পক্ষই আচার্য্যের সঙ্গে চিরসম্বন্ধে আবদ্ধ তাহা বোধ হয় সকলেই মানিবেন। সুতরাং প্রকৃত বিষয়ে কোন প্রভেদ নাই, তবে কেন আমাদের মধ্যে ইহা লইয়া বিচ্ছেদ ঘটিবে? মহা মিলনের জন্য যাঁহার জীবন, তাঁহার নামে বিচ্ছেদের সূত্রপাত হয় ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। বিধানমণ্ডলী ইহার মীমাংসা করুন। হাত তুলিয়া নয়, কিন্তু প্রার্থনা করিয়া দিব্যজ্ঞানে মীমাংসা করুন। যাহার জন্য আমরা সকলে এতকাল পরিশ্রম করিলাম, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সমস্ত জীবন যে কার্য্যে ব্যয় করিলেন, বিধাতার দান সেই মণ্ডলী কি এখন ছারখার হইবে? সর্ব্বাভৌমিক মূল সত্য লইয়া বিবাদ নহে। যেখানে আদেশের স্রোত চিরউন্মুক্ত সেই নববিধানে পবিত্রাত্মার আলোকে উহা পুনর্ব্বিচারিত হইলে বিধানের গৌরবই প্রতিষ্ঠিত হইবে (৬)।

অনুগত

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

৪। প্রস্তাবকর্ত্তা বেদী শূন্যরাখার সম্বন্ধে আলোক পাইয়াছিলেন। যখন শূন্যরাখা তিনি আদেশ বলিতেছেন, তখন অশূন্য রাখা কখন আদেশ হইতে পারে না। আদেশের বিরোধে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তিনি দিতে পারেন, আর কেহ স্বয়ং দিতে পারেন না। যে সম্বন্ধে ঈশ্বর আদেশ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে আদেশের জন্য পুনরায় প্রার্থনা করিতে যাঁহাদিগের সাহসিকতা আছে তাঁহারা তাহার অনুসরণ করুন, আমাদিগের সেরূপ সাহস নাই। অতএব উহা হইতে আমরা পশ্চাৎপদ হইতেছি। সং।

(৫) যাহা নিত্যসম্বন্ধজ্ঞাপক, তাহা নিত্যকাল থাকিবে, ইহাতো স্বতঃসিদ্ধ। পান ভোজনে সাধুশোণিতমাংসগ্রহণ এই জন্যই নিত্যকৃত্য হইয়াছে। সং।

৬। বেদী শূন্যরাখা যদি শোকচিহ্ন হয়, তবে দরবারে আসন শূন্য রাখাও কি শোকচিহ্নস্বরূপ? ফলতঃ সে সময়ে আচার্য্যসম্বন্ধে যে তিনটি নির্দ্ধারণ হয়, তাহা শোকপ্রণোদিত নহে, নিত্যসম্বন্ধপ্রণোদিত। কেহ যদি শোকচিহ্ন মনে করিয়া থাকেন, তবে উহা তাঁহার ভ্রান্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। দরবারের যে সকল নির্দ্ধারণ অবস্থাভেদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পরিবর্ত্তসহ। যাহা নিত্য বিষয় লইয়া নিবদ্ধ তাহা কোন কালে পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সুতরাং এ নির্দ্ধারণ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সং।

সংবাদ।

ভাই মহেন্দ্র নাথ বসু গত ২৮শে ফাল্গুন রংপুর ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসারিক উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি কুড়িগ্রাম ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছেন।

গত সোমবার ভাই অমৃত লাল বসু ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল বালি ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

☞ এই পত্রিকা ৭২ অপার সারকিউলর রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারামুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ১[illegible] সংখ্যা।
১৬ চৈত্র, শনিবার, ১৮০৬ শক।
বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীর প্রাণধন পরমেশ্বর, তুমি আমাদিগকে সহজ বিশ্বাসী কর। অনেক দিন অতীত হইল, আর কেন যোগ অতি সহজ হইবে না? নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যে প্রকার সহজে পড়ে, কোন অবস্থার মধ্যে তাহার বিরতি নাই, চতুর্দ্দিকে ঝটিকা তুফান, মন বিষয়ান্তর লইয়া ব্যাপৃত, অথচ নিশ্বাস থামে না, সে সমান চলিতেছে; তেমনি, নাথ, আমাদের মন প্রাণ যোগে নিয়ত যোগী হইয়া অবস্থিতি করিবে, বাহিরের কোন প্রকারের অবস্থার মুখাপেক্ষী যেন সে কখন না হয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নিঃশ্বাসের কত আদর করিতেন, নিঃশ্বাস অজপামন্ত্র জপ করিয়া চলিতেছে বলিতেন, এ কি সামান্য কথা! নিঃশ্বাস যে তোমার বিশ্বস্ত ভৃত্য, সে সর্ব্বদা হরি হরি বলিতেছে আর চলিতেছে, তার তব নাম উচ্চারণ নিমেষের জন্যও থামে না। এই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে, হে হরি, তোমার সঙ্গে আমাদিগের প্রাণের যোগ চলিতে থাকুক। চক্ষু যখন দেখিবে, কর্ণ যখন শুনিবে, হস্ত যখন কার্য্য করিবে, তখনও তোমার সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগ যেন আমাদের কখন ভঙ্গ না হয়। সহজে প্রাণ তোমাতে ডুবিয়া থাকিবে, কোন প্রয়াস প্রযত্ন দ্বারা তাহাকে তোমাতে স্থাপন করিতে হইবে না। চক্ষু খুলিয়া যোগ, বিষয়ান্তরে প্রবিষ্টবৎ অন্যে দেখিবে, অথচ গোপনে গূঢ়ভাবে তোমাতে স্থিতি করিতেছি, এরূপ সহজ স্বাভাবিক যোগ যদি না হয়, তাহা হইলে আর আমাদিগের কি হইল? দেবাদিদেব, তুমি আমাদিগকে এই উচ্চ অধিকারে অধিকারী কর। এত কাল সাধন ভজনের বহু আড়ম্বর করা গেল, আর কেন? যখনকার যাহা তখনকার তাহাই ভাল। এ সময় যখন সে সময় নয়, বহু আড়ম্বরের কাল যখন চলিয়া গিয়াছে, তখন এখন শিশুর ন্যায় সহজে তোমার ক্রোড়ে গোপনে লুকাইয়া থাকি, সহজে তোমায় ডাকি, তোমার হই, এই কর। প্রভো, বল তোমা ছাড়া আর কে আছে যাহার জন্য আমাদিগের প্রাণ লালায়িত হইতে পারে? প্রাণের যখন তোমা ভিন্ন আর কেহ নাই, এখন এ প্রাণ নিয়ত কাল তোমাতেই বিলীন থাকুক। সংসারে ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিতে থাকুক ক্ষতি নাই, প্রাণ যদি তোমাতে থাকিল তাহা হইলেই হইল। নিঃশ্বাসের নিকটে প্রাণযোগ শিখিয়া প্রাণযোগে যাহাতে যোগী হইতে পারি, তুমি সেই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা কৃতার্থ হই।

আদেশের ত্রিবিধাবস্থা।

আমরা স্থানান্তরে অন্য কথার উদ্ঘাতে আদেশের ত্রিবিধাস্থার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখিতেছি, এই ত্রিবিধাস্থাসম্বন্ধে আজও অনেকের মনে পরিষ্কার জ্ঞান নাই। পরিষ্কার জ্ঞান বিনা বস্তু অবধারণ অতি সুকঠিন। যখন মানুষ সেই বস্তুর অধীন হইয়া কার্য্য করে, তখনও জ্ঞানবিরহে তাহার যে কি সৌভাগ্য উপস্থিত, তাহা সে বুঝিতে পারে না। জ্ঞানের ভূমি জঞ্জালশূন্য করিয়া দিলে অনেকের বস্তুপরিগ্রহ সহজ হইবে আশা করিয়া আমরা তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা করি এতৎসম্বন্ধে আমরা যাহা বলিব তাহাতে অনেকের সংশয় বিদূরিত হইবে।

নিষেধ, বিধি, এবং এই উভয়ের তটস্থাবস্থা বা নিষেধ অপ্রাপ্তি, আমরা আদেশের ত্রিবিধাবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছি। নিষেধ বিধি, এ উভয় সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, সন্দেহ তটস্থাবস্থাসম্বন্ধে। তটস্থাবস্থার উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে আমরা প্রথমতঃ নিষেধ বিধির কথা বলিতেছি।

নিষেধ।

সাধকের প্রথমবস্থায় নিষেধপ্রাপ্তি সর্ব্বথা স্বাভাবিক। যাহারা সাধন করে না, তাহারাও নিষেধ শ্রবণ করিয়া থাকে, এ জন্য ইহাকে আদেশের প্রথমাঙ্কুর বলা যাইতে পারে। যাহা সাধক এবং অসাধক উভয়েতে সম্ভবপর নহে, তাহা কখন স্বভাবগত নহে, যাহা স্বভাবগত নহে, তাহা আমাদিগের অনধিগম্য। নিষেধপ্রাপ্তি যখন পাপপ্রবৃত্ত প্রত্যেক মনুষ্যসন্তানসম্বন্ধে উপস্থিত হয়, তখন বলা যাইতে পারে, ইহা মনুষ্যস্বভাবসঙ্গত ঈশ্বরের নিত্য ক্রিয়া। এক জন অনক্ষর কৃষক ও পণ্ডিত, এক জন সাধনপ্রবৃত্ত এবং পাপোন্মুখ, উভয়েই সমান ভাবে এই ক্রিয়ার অধীন। ঈশ্বর যাহা করেন, তাহার বিচ্ছেদ নাই। যদি তিনি নিষেধ করেন, তবে তিনি ক্রমান্বয়ে নিষেধ্য বিষয় নিষেধ করিতেছেন। তবে যদি কেহ সে নিষেধ শুনিতে না পায়, তবে তাহার অন্তঃকর্ণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে, নিষেদ্ধা সুচিকিৎসক ঈশ্বরের করুণায় যখন তাহার কর্ণের আবরণ উন্মুক্ত হইবে, তখন আর তাহার সে বধিরতা থাকিবে না। নিষেধ আমরা সাধকের প্রথমাবস্থায় স্বাভাবিক বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করিলাম, তাহার কারণ আছে। যত দিন মনুষ্যের ইচ্ছার বিরোধী ভাব থাকে, তত দিন নিষেধ শ্রবণ হয়। ইচ্ছার একতার পরিমাণে নিষেধশ্রবণ তিরোহিত হইতে থাকে। এই তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বিধিপ্রাপ্তি স্বাভাবিক। বিধিপ্রাপ্তি এই জন্যই সাধারণ নৈতিক ভূমি অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। "মিথ্যা কথা বলিও না" "চুরি করিও না" ইত্যাদি নিষেধজ্ঞাপক আদেশ মানুষ এবং মনুষ্যসমাজের প্রাথমিক জীবনের আরম্ভসূচক। ধর্ম্মের ইতিহাসের আদিম কালে এই নিষেধ জ্ঞাপকবিধানই আমরা এই জন্য দর্শন করি।

বিধি।

সাধকের ইচ্ছা যখন আর নীতির ভূমিকে অতিক্রম করে না, তখন বিধিজ্ঞাপক আদেশপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হয়। আমরা যাহা বলিলাম, ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন সাধারণ লোকে মূলেই সময়বিশেষে বিধিজ্ঞাপক আদেশ শ্রবণ করিতে পারে না। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যাহাতে ব্যক্তিবিশেষকে ঈশ্বর বিধিজ্ঞাপক আদেশ করিয়াছেন। ইহা একটি বিশেষ অবস্থাঘটিত, সুতরাং যখন আমরা সাধারণ তত্ত্বনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন উহাকে গণনায় আনয়ন করিলাম না এই মাত্র। সে যাহা হউক, সাধকের এই দ্বিতীয়বস্থায় জীবনের সমুদায় সহজ সাধারণ ক্রিয়া বিধিজ্ঞাপক আদেশের অধীন হয়। আমি অমুক স্থানে যাইব কি না, অমুক কার্য্য করিব

কিনা, অমুক গ্রন্থ পড়িব কি না, অমুক লোকের সঙ্গে আলাপ করিব কি না, ইত্যাদি সাধারণ বিষয়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াও বিধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাধক ক্রমান্বয়ে এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রাপ্ত বিধি সকলের অনুসরণ করিয়া পরিশেষে এমন অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হন, যেখানে "অহং" তিরোধানে পূর্ণ একত্ব লাভ হয়, ঈশ্বর পরিচালন ভিন্ন জীবনে আর তখন কিছুই অবস্থান করে না।

তটস্থাবস্থা।

তটস্থাবস্থাকে আমরা নিষেধ অপ্রাপ্তি বলিয়া নিষেধ ও বিধির মধ্যস্থলে আনয়ন করিয়াছি। ইহাতে কাহারও কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, এটি নূতন সংজ্ঞা, আমাদিগের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে কোথাও এরূপ সংজ্ঞা দেখিতে পাওয়া যায় না। "নিষেধ অপ্রাপ্তি" এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়াতে ঈদৃশ ভ্রম উপস্থিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, কেন না আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের মধ্যে এরূপ সংজ্ঞা কেহ অর্পণ করেন নাই। অর্পণ করেন নাই বলিয়াই যে মূল বিষয়টি পর্য্যন্ত পূর্ব্বাবধি নাই, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যদি কেহ মৌন থাকেন, সেই মৌনভাব উপস্থিত বিষয়ে তাঁহার সম্মতির লক্ষণ, ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা। ঈশ্বরসম্বন্ধেও আমরা এই নিয়ম নিয়োগ করিতে পারি। কেন না যাহা ঠিক নিয়মসঙ্গত, তাহা ঈশ্বরেতেও সমান প্রয়োজ্য। কোন একটি উপস্থিত গুরুতর বিষয়ে আমি যদি ঈশ্বরকে বিধি জিজ্ঞাসা করি, আর জানি এই মুহূর্ত্তে ঈশ্বর আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দান না করিলে চলে না, কেন না উপস্থিত বিষয় বাধা না পাইলে অবশ্য ঘটিবে, আর আমার বা অন্যের মুখাপেক্ষা করিবে না, তাহা হইলে ঈশ্বরের মৌনভাবাবলম্বন কি বুঝায়? এই বুঝায় যে যাহা উপস্থিত তাহা হইতে দাও। এখানে মৌন সম্মতি জানাইল। যদি ঈশ্বর নিষেধ করিতেন সাধক বাধা দিয়া সে ঘটনা ঘটিতে দিতেন না, কিন্তু যখন তিনি নিষেধ পাইলেন না, তখন সেই নিষেধ অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ঘটনা ঘটিতে দিলেন। সোক্রেটিসের বিষপান, ঈশার শত্রুর হস্তে আত্মসমর্পণ, নিষেধ অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ঘটিয়াছিল, অন্যথা এ দুই ঘটনা অতিক্রম করিবার উপায় বিলক্ষণ ছিল। উপায় ছিল বলিয়াই, অনেক শুষ্ক জ্ঞানিগণ সোক্রেটিস্ ও ঈশার মৃত্যুকে উন্মত্ততা বা আত্মহত্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

নিষেধ অপ্রাপ্তি ইহাকে আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে আমরা আদেশের যে আর একটী ভূমি চিরকাল স্বীকার করিয়া আসিয়াছি, তাহাই এতন্মধ্যে দেখিতে পাই। সে ভূমি 'ঘটনা'। মানুষের জীবনে যদি একটি সুস্পষ্ট আদেশ আইসে, তবে সেই আদেশকে শত ঘটনা ঘটিয়া সুদৃঢ় করিয়া দেয়। এই জন্য আচার্য্যদেব বলিয়াছেন "বিবেক একটী কথা, ঘটনাগুলি কথার সমষ্টি।" যাঁহারা সর্ব্বদা ঈশ্বরের আদেশ লইয়া কার্য্য করেন, তাঁহারা যদি উপস্থিত কোন বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধ বিধি না পান, তাহা হইলে ঘটনাবলীর মধ্যে তৎসম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন। এমন কি তৎসম্বন্ধে অন্য ব্যক্তি কি আদেশ শুনিতে পাইয়াছে তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। অন্য ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে কোন আদেশ পায় নাই জানিতে পাইলে, যাহারা আদেশ পায় নাই, তাহাদের ক্রিয়াকে ঘটনার স্থলে রাখিয়া সাধক গোপনে ঈশ্বরের অভিপ্রায় পাঠ করিতে থাকেন। অন্তর ও বাহির দুইই ঈশ্বরের আদেশ ও অভিপ্রায় প্রকাশের স্থল, সুতরাং যখন অন্তরে স্পষ্ট নিষেধ বিধি আসিল না, তখন বাহিরে তদন্বেষণ কিছু আদেশবাদের অতিক্রান্ত ভূমি নহে। মহর্ষি ঈশা এবং সোক্রেটিস এই ভূমির উপরে দাঁড়াইয়া সমাগত

মৃত্যুকে অনায়াসে আলিঙ্গন করিলেন। আমাদিগের আচার্য্যদেবের রোগশয্যাতে আমরা এই ভূমির ক্রিয়া স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। তিনি প্রথম বারের মারাত্মক ব্যাধির হস্ত হইতে যে মুক্ত পান, তাহা স্বীয় অন্তরে ঈশ্বরপ্রেরণার ফল। এবার এতৎসম্বন্ধে স্বয়ং কোন প্রেরণা পান না, বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা চিকিৎসাসম্বন্ধে কোন আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না? তাঁহারা দুঃখের সহিত "না" এই উত্তর দিলে, মার নিকটে দুঃখ করিয়া এই বলিলেন "মা, এবার হাতি দঁকে পড়িয়াছে, আর উঠিবার উপায় নাই।" ইহার পর হইতে যাঁহারা চিকিৎসার ভার লইতে অগ্রসর হইতেন, বালকের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রতি নির্ভরের ভাব প্রকাশ করিতেন। এরূপ নির্ভরের ভাব প্রকাশ করিবার অর্থ এই, বিধাতার যাহা অভিপ্রায় তাহা তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি এখানে তাদৃশ নির্ভরই ঈশ্বরবিধির অনুসরণ। আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতেই সংশয় স্থল পরিষ্কৃত হইল, আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন।

আচার্য্যসেবক।

আমাদিগের সঙ্গে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বদ্ধ এক জন নিত্যকালের বন্ধু প্রেরিতবর্গকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এক শ্রেণী "আচার্য্যসেবক," অন্য শ্রেণী "আচার্য্যসহকারী"। এই দুই শ্রেণীনিবন্ধন করিয়া তিনি উভয় শ্রেণীর যে প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিচার ভবিষ্যৎ ইতিহাসবেত্তৃগণের হস্তে আমরা রাখিয়া দিতে পারি। এই নূতন নাম পূর্ব্বে কখন আমাদিগের শ্রুতিপথগত হয় নাই। অভিনব নাম পাইয়া আমরা তাহা কেন গ্রহণ করিতে ব্যবহার করিতে অপ্রস্তুত, জনসমাজকে আমরা তাহাই অবগত করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

আচার্য্য শেষকালে "আচার্য্যের উপদেশ" স্থলে "সেবকের নিবেদন" নাম প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি যে আপনাকে সকলের সেবক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেন, ইহা সকলেই বুঝিতেছেন। আচার্য্য যদি সেবক হইলেন, তবে সেবকের যাঁহারা সেবক হইলেন, তাঁহারা "সেবকানুসেবক" হইলেন। পদটা কিছু অধিক গৌরবের হইল। এক সেবক হওয়াই সুকঠিন, তার উপরে আবার সেবকানুসেবক। এ পদের আমরা অনুপযুক্ত। ফল কথা এই, "আচার্য্যসেবী" "বৃদ্ধসেবী" ইত্যাদি যে প্রশংসাসূচক কথা শাস্ত্রে শুনিতে পাওয়া যায়, সে সকল প্রশংসাবাক্যের আমরা উপযুক্ত নই। যিনি সংসার ও ধর্ম্মসম্বন্ধে "আচার্য্য" ও "বন্ধু," যাঁহার নিকটে অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ রহিয়াছি, কোনরূপে উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যাঁহার প্রতি অসম্ভব, তাঁহার পীড়ার সময়ে যদি কেহ কিছু শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, রাত্রিজাগরণ করিয়া থাকেন, ঔষধ পথ্যাদি যথাসময় দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তদ্রূপ সেবা স্বাভাবিক অথবা অস্বাভাবিক, ইহা যে কোন ব্যক্তি বিচার করিতে সমর্থ। পৃথিবীর অতি সামান্য লোকেও এ সকল উপকারী বন্ধুসম্বন্ধে করিয়া থাকে, ইহাতে "আচার্য্যসেবক" বলিয়া এত বড় একটা আখ্যা পাইবার অধিকার কি, আমরা তো কিছুই বুঝিতে পারি না।

আমরা "আচার্য্যসেবক" নাম পাইয়া কৃতার্থ মনে করিতাম, যদি আমরা জানিতাম যে, যত দূর সেবা করা সমুচিত আমরা তাঁহার সেবা করিয়াছি। সেবা সমুচ্ছ্বসিত প্রীতি হইতে উপস্থিত হয়। উচ্ছ্বসিত প্রীতি ভিন্ন যে সেবা তাহা তাদৃশ মহাজনগণের নিকট একান্ত

অগ্রাহ্য। সেবা করিতে গিয়া যদি তন্দ্রা উপস্থিত হয়, সময়ের একটু ব্যতিক্রম হয়, এমন কি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি আপনা হইতে জাগরিত না হওয়া যায়, যাঁহাকে সেবা করিতেছি তাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণা রুচি প্রভৃতি আপনার ক্ষুধা তৃষ্ণা রুচি সম না হয়, সেবাতে ক্লান্তি বা ক্লেশ সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে সেবা কখন সেবা নামের যোগ্য হইতে পারে না। মা উচ্ছ্বসিত স্নেহে সন্তানের সেবা করিয়া থাকেন, সেখানে আমরা এ সমুদায় লক্ষণগুলি দেখিতে পাই। যাঁহারা "সেবক" আখ্যা লাভ করিলেন তাঁহাদিগের সেবা ঈদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ছিল কি না? যদি অন্যথা হয়, তবে এ মিথ্যা নামে কেনই বা তাঁহারা অভিহিত হইবেন?

আমাদিগের আচার্য্যের কয়েকটি অসুখ নিয়ত কাল হইত। অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ, শিরঃপীড়া, এবং বাতজনিত ব্যথা। ইদানীন্তন এ সকল এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তৎপ্রতীকার বিধান না হইলে তাঁহার একান্তই অসহ ক্লেশ হইত। কে কোথায় দেখিয়াছে শীতকালে সমুদায় রাত্রি পাখা না চলিলে চলে না। কোন কোন বন্ধু এই কয়েকটি পীড়ানিবন্ধন সময়ে সময়ে সেবা করিতেন। আচার্য্য এমনি বিবেকী ছিলেন যে, এক দিন দরবারে পর্য্যন্ত এই সকল সেবা কি ভাবে হইলে কোন দোষ স্পর্শে না তাহা পর্য্যন্ত উল্লেখ করিয়াছিলেন। যে সেবা শুদ্ধ প্রীতিনিবন্ধন তাহাতেই তিনি দোষ দর্শন করিতেন না, তদ্ভিন্ন অন্যবিধ সেবাকে তিনি অতি হেয় মনে করিতেন। তাঁহার বন্ধুগণ যদি ভাল বাসা নিবন্ধন কিছু করিয়া থাকেন, তবে তাহা প্রকাশ্যে আনয়ন করিবার বিষয় নয়। যাহা স্বাভাবিক তাহা আবার প্রশংসনীয় কি সে? যদি প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছু এই সেবার প্ররোচক হয়, তবে তাহা একান্ত নিন্দনীয় এবং সে নিন্দা আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই, কেন না যাঁহার সেবা করিয়া (ঠিক হউক না হউক) সেবক নাম লাভ হইল, তিনি তাহা অত্যন্ত ঘৃণ্য, এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন।

আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, এ নামটি নিন্দাসূচকরূপে আমাদিগের উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা নিন্দাসূচকরূপে প্রদত্ত হয়, তাহাই ভাবী বংশ প্রশংসাসূচকরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাই আমরা ভয় পাইয়া প্রতিবাদ করিতেছি, অন্যথা প্রতিবাদের কোন কারণ ছিল না। যাহারা নিন্দার সাগরে ডুবিতে প্রস্তুত, তাহাদের সম্বন্ধে এ আর একটা বিশেষ নিন্দা কি? তবে যে পদ পাইবার আমরা উপযুক্ত নই, সেই পদ যদি পৃথিবীর নিকটে সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়া যায়, তবে একটা মিথ্যা আমাদিগেরই কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইল। ইটি না হয়, তাই আমরা এ নাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই পৃথিবীকে জানাইলাম, ইহার পর যদি আমাদিগকে পৃথিবী এ নাম দেয়, তবে সে দায়িত্ব তাহার নিজের।

পবিত্র প্রেম প্রার্থনা।

[কোনমহিলা কর্তৃক।]

হে দয়াময় হরি, হে ভক্ত বৎসল, পৃথিবীতে সকলই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিতেছে। নিরন্তর, মাতঃ, এই পৃথিবীতে যাহা কিছু সকলই পরিবর্ত্তশীল, নিত্য নবভাব ধারণ করে। মা, ছোট একটি বী হজইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে ফুল ফল প্রভৃতি রাশি রাশি জন্মায়। মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান ভুমিষ্ঠ হইলে কে বা ভাবে তাহার বিদ্যা বুদ্ধি, ক্ষমতা, কত বড় পরিবার, তাহার দ্বারা হবে। ছোট বালিকা বধূ গৃহে আসিলে কে বা জানে তাহার কত সন্তানাদি হবে, বৃহৎ পরিবার হবে। যত পরিবর্ত্তন, তার মধ্যে, মাতঃ, পৃথিবীতে সুখ আর দুঃখ বলিয়া যে দুইটি বস্তু আছে তার পরিবর্ত্তন ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এ জীবনে সুখেরও চূড়ান্ত হইয়াছে, দুঃখেরও চূড়ান্ত। তবে তুমি যা কর তাই ভাল, কি আঁধার কিবা আলো! এই জড় জগতের সকলি আশ্চর্য্য, তাহার মধ্যে আমি যেমন আশ্চর্য্য, আমার কাছে এমন কেহ নয়। কারণ, মা, যে বস্তু ছাড়িয়া পৃথিবীতে মুহূর্ত্ত মাত্র থাকা যাইত না, তাহাকে জন্মের মত বিদায় দিয়া থাকিতে হইল। মাতঃ, আমি শোকে অভিভূত হই নাই। কত লোক শরীরকে নির্য্যাতন করে ও

শোকাকুল হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া থাকে, আমি তাহা করি নাই। আমি কি অত্যন্ত নীচ? মা, তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, যেন হৃদয়ধামে যে প্রেমের ফোয়ারা তুমি দিয়াছ, সেই ফোয়ারার গতি উর্দ্ধ দিকে গিয়া তোমার বিধান কুমারের চরণ নিরন্তর ধৌত করে, আর কোন দিকে যেন না যায়। ফোয়ারার জল যেমন নীচের দিকে থাকে, উর্দ্ধে উঠিয়া নীচে পড়ে, তেমনি, মাতঃ, তোমার পুত্রের চরণে সেই প্রেম উত্থিত হইয়া নীচে সংসারে পড়িতে থাক যে সংসার পবিত্র হইয়া যায়। হে পতির পতি, সেই প্রেম তোমার চরণ ধৌত করিবে, কারণ যত প্রেম ভক্তি তোমার ভক্তের কাছে যাইতেছে সে সকলি তোমার প্রাপ্য। মাতঃ, তোমার ভক্ত যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তাঁহার নিজস্ব কিছু ছিল না, যাহা পাইতেন তিনি তোমাকে দিতেন। ভক্তের ধন জন জীবন পরিবার সকলি তোমার। মা, আরও পবিত্র প্রেম বাড়াইয়া দাও। আর, মাতঃ, এমন শোক যেন করি যাহাতে ভববন্ধন মোচন হয়, পাপব্যাধি ভবব্যাধি দূরে যায়, এই শোকে পুড়ে খাটি হয়ে স্বর্গধামে চলিয়া যাই।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "ধর্ম্মতত্ত্ব" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সবিনয় নিবেদন।

আপনি ১লা চৈত্রের ধর্ম্মতত্ত্বে আমার ছয়টি প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন তাহা হইতে আবার কতকগুলি অতিরিক্ত প্রশ্ন মনে উত্থিত হইতেছে। সুতরাং তজ্জন্য আপনাকে আর একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমতঃ আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যাহা দেওয়া হইয়াছে তাহা আমার জিজ্ঞাসার ঠিক উত্তর নহে। তৃতীয়তঃ আপনার উত্তরে কতকগুলি নূতন মত ও দুর্ব্বোধ্য ভাব প্রকাশ পাইয়াছে *। "ধর্ম্মতত্ত্ব" অবশ্য আমাদের সমাজের ও দরবারের কাগজ। ইহার মতামতের জন্য সম্পাদক একাকী দায়ী নহেন। বেদী সম্বন্ধে যে যে মত আপনি প্রকাশ করিয়াছেন দরবারের কতকগুলি সভ্যের তাহাতে মত নাই। আমি তাহারই মধ্যে একজন। এই জন্য পুনরায় এ সম্বন্ধে গুটিকতক সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। কার আদেশ সত্য, কাহার বা ভ্রমপ্রসূত, আমি সে ব্যক্তিগত চরিত্রের কিংবা আদেশের দোষ গুণ সমালোচনা করিতে প্রস্তুত নই। সমবেত আদেশ কি না কেবল সেই সত্য নির্দ্ধারণ করিতে চাই। আপনি তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য দান করিবেন। যদি অসত্য কিছু বর্ণিত হয় তাহা দেখাইয়া দিবেন।

১। আপনার উত্তরে আমি বুঝিলাম, "সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে।" আচার্য্যের এই উক্তির অভিপ্রায় কেবল কোন রকমে প্রস্তাবটি এক বার নির্দ্ধারণে পরিণত করা। তাহার পর সে বিষয়ে মতভেদ সম্বন্ধে উহা প্রযুক্ত হয় না। বাস্তবিক তাঁহার ভাবার কি এই ভাব? যদি তাহাই হয়, তবে "এক শরীরের অঙ্গের ন্যায় প্রতিজনকে মানিতে হইবে" ইহার ভাবার্থ কি রক্ষা পায়? যে যে উত্তর দিবেন তাহা আপনার নিজের ভাষা যদি হয় তবে নিজের নামে দিবেন। যদি আচার্য্যের নামে হয় তবে তাঁহার উক্তি তুলিয়া দিবেন। দরবারের নামে হইলে নির্দ্ধারণ উদ্ধৃত করিবেন। তাহা হইলে বুঝিবার পথে বেশ সুবিধা হইবে।

২। আদেশের যে ত্রিবিধ অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন তাহার কি কিছু দলিল আছে? "নিষেধ প্রাপ্তি, নিষেধ

* প্রশ্নগত সমস্ত কথার উত্তর দিতে হইলে, শুদ্ধ বহুভাষিত্ব হয় তাহা নহে, তর্ক-বিতর্কের যে দোষ আছে, তাহা পর্য্যন্ত ঘটে, তাই আমরা কেবল প্রশ্নের মূল মূল বিষয়ের সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছি। সং।

(১) ইটি আচার্য্যবাক্যে দরবারের নির্দ্ধারণ যথা—(৩০ পৌষ, রবিবার ১৭৯৪) "শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সকলের শেষে নির্দ্ধারণ করিলেন, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে। অধিকাংশের মত, কি সভাপতির মত, এ সকলের প্রাধান্যের প্রয়োজন নাই। এক শরীরের অঙ্গের ন্যায় প্রতি জনকে মানিতে হইবে। ইহাতে এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে না। অধিকাংশের মত লইয়া কার্য্য করিলে, এই দোষ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সকলে এক মত না হন, সে পর্য্যন্ত প্রয়াস যত্ন দ্বারা এক করিতে হইবে। এইরূপ একতায় যাহা নির্দ্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন।"

(২) আদেশের বিবিধাবস্থাসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ এবার প্রকাশিত হইল, তাহাতেই এ বিষয় পরিষ্কার লেখা হইয়াছে, আর এখানে তৎসম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। যে বিষয়ে নিষেধপ্রাপ্তি হয়, সে বিষয়ে 'নিরপেক্ষ' উপস্থিত হয় কি প্রকারে, বোধাতীত। যেখানে নিষেধ হইল, সেখানে অবস্থাধীন হইয়া নিষেধ অতিক্রম করিলে কি যিনি নিষেধ করিলেন, তাঁহাকে অতিক্রম করা হইল না? পূর্ব্ববারে নিষেধপ্রাপ্তির কথা তো স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই, কেবল "ঝোঁক বেদী খালি না রাখার দিকেই ছিল" লেখা হইয়াছে, ইহাই বুঝি নিষেধপ্রাপ্তি? ভাই প্রতাপচন্দ্র দ্বিতীয়বারে পঠিত নির্দ্ধারণসম্বন্ধে কোন আপত্তি করেন নাই, আর সকলে প্রথম দিনেই সম্মতি ও নিরাপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই নির্দ্ধারণ স্থিরতররূপে গৃহীত হইবার পক্ষে যথেষ্ট। "প্রয়াস যত্ন দ্বারা এক করিতে হইবে। এইরূপ একতায় যাহা নির্দ্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন" দরবারের নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে এই মূল-তত্ত্ব এখানে সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে। সং।

অপ্রাপ্তি, স্পষ্ট আদেশ প্রাপ্তি; আপনার মতে এই তিন লক্ষণ দ্বারা দলের প্রতি ঈশ্বরের আদেশ প্রমাণিত হয়। অবশ্য আপত্তি না উঠিলে ইহা দ্বারা সমাজের কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আদেশ বলিয়া বিশ্বাস না জন্মিলে, কাহার কথায় কে তাহাকে আদেশ বলিবে? বলপূর্ব্বক তর্ক দ্বারা কি সে বিশ্বাস জন্মান যায়? ঈশা সক্রেটিশের ব্যক্তিগত অবস্থার আদেশের সঙ্গে ইহার তুলনা হয় না। নিরাপত্তি প্রকাশ নিষেধ অপ্রাপ্তি মূলক হয় নাই। তাহা বস্তুতঃ ভাবেতে নিষেধপ্রাপ্তিমূলক নিরপেক্ষতা মাত্র, অর্থাৎ অবস্থা ঘটিত সাময়িক নিরাপত্তি। এখন দেখুন, কোথায় ভগবানের আদেশ, আর কোথায় এই সমস্ত অবস্থা ঘটিত সাময়িক নিরাপত্তি; ইহাকে কি সমবেত আদেশ বলা ঠিক? ব্যক্তিগত হউক, বা দলগত হউক, আদেশ বলিয়া বিশ্বাস না জন্মিলে অপর লক্ষণ দ্বারা কি উহা স্থির হইতে পারে? দলগত আদেশ স্থির করিতে হইলে, কতকগুলিকে, অন্ততঃ এক জনকে স্পষ্ট আদেশ পাইতে হইবে। অবশিষ্টকে উহা আদেশ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সম্মতি দিতে হইবে। সে সম্মতিতেও ঈশ্বরাদেশের প্রয়োজন। কিন্তু বেদী খালী থাকা বিষয়ে অন্ততঃ লেখক, ভাই প্রতাপচন্দ্র, বঙ্গচন্দ্র, অমৃতলাল, কেদার-নাথ সেরূপ আদেশ পান নাই। আমার নিরাপত্তি এবং নিরপেক্ষতা আদেশমূলক নহে।

৩। নির্দ্ধারণের সময় যে নিরাপত্তি প্রকাশ এবং প্রস্তাবে প্রতিবাদ না করা সে কাজটা আমাদের ভ্রান্তি দুর্ব্বলতা লোকলজ্জা ইহা আপনি স্বীকার করেন না, কিন্তু পরে তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট আদেশ যাহা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পাওয়া যাইতেছে সেইটি লোকভয়, নৈতিক সংস্কার, সাধারণের মত বুদ্ধি বিচার এবং দেবাবমনা। আচ্ছা, এ সিদ্ধান্ত কি আপনি স্থির করিবেন? না আমাদের বিশ্বাসের উপর কিছু নির্ভর করে? তখন আমরা প্রকৃতিস্থ ছিলাম, এক্ষণে বিকৃত হইয়াছি, তাহাত কৈ বিশ্বাস হইতেছে না? আপনার সিদ্ধান্তের অলৌকিকত্ব কিছু আছে কি? আপনাদের কয়েক জনের আদেশ ভুল নয়, আমাদের আদেশ ভয়প্রসূত, ইহার প্রমাণ স্থলে কেবল সময়ের কিছু তারতম্য আর আপনার মন্তব্য। ভাই দীননাথের প্রস্তাব শ্রবণের পর আপনারা আদেশ পান, কারণ আপনারা কেবল পোষণকর্ত্তা। তাহার মধ্যেও আবার প্রস্তাবক ও পোষকের মধ্যে অর্থগত বিলক্ষণ ভিন্নতা আছে। যেহেতু প্রস্তাবক নিজেই বেদী খালী রাখিবার আদেশ পান, অন্যের সম্বন্ধে নহে; আপনারা নিজের এবং পরের উভয়ের জন্য সে আদেশ ক্রমান্বয়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন; প্রস্তাব এক রূপ, পোষকতা অন্য রূপ হইল, ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোনটী? আমাদের কয়জনের আদেশ তাহার কিছু দিন পরে হইয়াছিল, সেই জন্য কি উহা অগ্রাহ্য হইবে? আপনি নিজে কার পর, কবে, কি আকারে আদেশ পাইয়াছেন তাহাও জানিতে ইচ্ছা হয়। প্রস্তাব পোষণকর্ত্তাদিগের প্রতিপোষকগণের মনে কি ভয় মোহ আনুগত্য, বাধ্যবাধকতা, নৈতিক সংস্কার ও অপর

---

(৩) বেদী শূন্য রাখিবার সময়ে যে কোন প্রকার বুদ্ধি ও বিচার আইসে নাই, তাহা আপনার কথাতেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন "আচার্য্যের উক্তি এবং সাধারণের অধিকার বিষয়ে তখন বিচার করি নাই।" এ কথায় এই বুঝাইতেছে, মন তখন বুদ্ধিবিচারশূন্য ছিল, তৎপর তৎসম্বন্ধে বিচার বুদ্ধি আসিয়া মনকে আন্দোলিত করিয়া ফেলিয়াছে। আপনার পূর্ব্বলিখিত "আদেশবাদ সমালোচন" (ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ বৈশাখ, ১৮০০) প্রবন্ধে আপনি লিখিয়াছেন "প্রত্যক্ষ আদেশ ভক্ত-শ্রেষ্ঠ মহাজনেরা বুঝিতে পারেন। অনুকূল অবস্থায় সাধারণ মনুষ্যের হৃদয়েও তাহা প্রকাশিত হয় এবং তদ্দ্বারা ঘোরতর পরিবর্ত্তনও ঘটে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরাদেশ বলিয়া অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। ইহার অভাবে ধার্ম্মিকেরা বিবেকবাদী হইয়াও উচ্চ শ্রেণীর ফলাফল বিবেক দ্বারা সচরাচর প্রভাবিত হন। ফলাফল বিবেককে আমরা নিকৃষ্ট বিবেক বলিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আপনার কোন নীচ স্বার্থ না থাকিলে, সাধারণের মঙ্গল জন্য হইলে ক্রিয়াকর্ত্তার উচ্চ অভিপ্রায় প্রকাশ পায়। আমার নিজের পরিত্রাণ ও জগতের হিতের জন্য, এরূপ বোধ থাকিলে অপরের স্বার্থনিজের সহিত একীভূত হইয়া যায়। তোমার আমার ন্যায় দুর্ব্বল সাধকের পক্ষে ইহাও বড় কম কথা নহে।" এতদ্দ্বারা আপনি আদেশপ্রাপ্তি ভক্তশ্রেষ্ঠ মহা-জনগণেতে বদ্ধ রাখিয়াছেন। সাধারণ মনুষ্য যদি কখন আদেশ পায়, তবে তদ্দ্বারা প্রভাবিত হয় বটে, কিন্তু আদেশ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। নিঃস্বার্থ ফলাফলবিচার-প্রধান "বিবেককে" (ঠিক ভাষা বুদ্ধিকে) আপনি আপনার জীবনের নিয়ামক বিশ্বাস করেন। কেন না "তোমার আমার ন্যায় দুর্ব্বল সাধকের পক্ষে ইহাও বড় কম কথা নহে" এ লেখা ইহা ভিন্ন আর কিছু বুঝায় না। আপনি আত্মসম্বন্ধে যে অজ্ঞাত আদেশপ্রভাব স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই নির্দ্ধারণকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া তৎকালের উচ্চারিত কথাতে অত আমরা সমাদর প্রকাশ করি।

ভাই দীননাথ মজুমদার আপনাকে লিখিয়াছেন, "দরবারের ভিতরে বসিয়া স্বর্গীয় জ্যোতিতে আমার অন্তরে ঐ প্রস্তাব প্রকাশিত হইল। কাহার মতে এবং কাহার অমত না থাকাতে প্রস্তাব নির্দ্ধারণ হইল।" কৈ তিনি তো এ কথা লেখেন নাই "তুমি বেদী শূন্য রাখ, অন্যে বেদী অশূন্য রাখুক" এই প্রকার আলোক প্রাপ্ত হইলাম। লিবারলে পরে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুচিতরূপে স্বাধীনতার মূলতত্ত্ব খাটান বৈ আর কি হইতে পারে? তিনি প্রস্তাব করিলেন বলিয়া অন্য কেহ প্রস্তাব করেন নাই, অন্যথা সেই দরবারে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র অগ্রে অনুচ্চস্বরে অন্যের সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলেন, ভাই দীননাথ মজুমদার তৎপরে প্রস্তাব আনয়ন করেন। হয় তো সে অনুচ্চস্বরের কথা তাঁহার কর্ণে নাও গিয়া থাকিবে।

কারণের প্রভাব ছিল না আপনি বিশ্বাস করেন? নির্দ্ধারণের সময় যেমন আমরা আদেশ পাই নাই, তেমনি সম্ভব যে ভাই প্রসন্নকুমার, গিরিশচন্দ্র, 'বঙ্গচন্দ্র, রামচন্দ্র, মহেন্দ্রনাথ, প্যারীমোহন, কালীশঙ্কর কান্তিচন্দ্র উমানাথও পান নাই। পরে যদি পাইয়া থাকেন তবে কে কার পরে, কোন্ দিন, এবং কি আকারে পাইয়াছেন তাহা লিখিয়া দিলে আদেশের যাথার্থ্য স্থিরীকৃত হইতে পারে। ভাই রামচন্দ্র বলিয়াছেন "আদেশ কি অমনি খোলা কুচি?" ভাই বঙ্গচন্দ্র সেই রাত্রিই দরবার ভঙ্গের পর ভাই দীননাথকে বলেন "মহাশয়, এই প্রস্তাবের দ্বারা সর্ব্বনাশ ঘটাইলেন!" ইহা কি আদেশ বিশ্বাসের লক্ষণ? মূল আদেশের অধিকারী কেবল দীননাথ। যদি মানিতে হয় তাঁহারই আদেশ মাননীয়। পরবর্ত্তী অধিকারীদিগের মধ্যে আমরাও যে কয় জন, আপনারাও প্রায় সেই কয় জন; তবে দরবারের সমবেত আদেশ কোনটি হইবে?

৪। "ভাই প্রতাপচন্দ্র প্রকাশ্যে আপনাকে আদেশবাদী জানাইতে কুণ্ঠিত"। ইহা না বলিলেও হইত। তিনি যে আদেশবাদ বিশ্বাস এবং প্রচার করেন আপনি কি তাহা জানেন না? বেদীতে বসিয়াও তিনি স্পষ্ট বলিয়াছিলেন, "আমি আদিষ্ট হইয়া বেদী গ্রহণ করিতেছি।" এক্ষণেও তিনি বলিতেছেন, "আমি যত বার প্রার্থনার ভাবে জিজ্ঞাসু হইয়াছি, তত বারই উহা আদেশ বলিয়া বুঝিয়াছি।" কয়েক সপ্তাহ তিনি যে বেদী খালি রাখিয়াছিলেন তাহা কেবল শোকচিহ্ন বলিয়া। তাহার পরেই আপনি লিখিয়াছেন, "যাহা হউক, যদি তিনি আদেশ বলেন, তাঁহার ব্যক্তিগত আদেশ দরবারের নিকট অগ্রাহ্য।" একথাটি কি ঠিক হইল? ইহাকে কি অধিকাংশের মতে চলান না? এই জন্য আচার্য্য ব্যক্তিগত বিবেক স্বীকার করিতেন। দরবারের অমতে প্যারী বাবু বিলাতে যান। তাঁহাকে নিজের দায়িত্বে যাইতে দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত আদেশকে বলপূর্ব্বক অধিকাংশের আদেশের নিকট বলিদান করিতে ভাই বঙ্গচন্দ্র প্রভৃতি অনেক সভ্য প্রস্তুত নহেন। ব্যক্তিগত আদেশ বলিয়া ভাই প্রতাপচন্দ্রকে অগ্রাহ্য করিলে আপনার চলিতেছে না, পাঁচ জন সভ্যেরই যে ব্যক্তিগত আদেশ আপনাদের বিপক্ষে হইতেছে? তবে দলগত আদেশ হইল কৈ? এত প্রভেদ অনৈক্য স্থলে এক পক্ষের আদেশ অপর পক্ষ কিরূপে বিশ্বাস করিতে পারে? আচার্য্যেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম

নির্দ্ধারণের সময়ে ভাই প্রসন্নকুমার প্রভৃতি ঈশ্বর প্রেরণা লাভ করেন নাই, এরূপ লেখা বড়ই সাহসিকতা। যাঁহারা হৃদয়ের সহিত প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন, তজ্জন্য পরীক্ষা বিপদ্ মস্তকে বহন করিলেন, চির কাল সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা বহন করিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহারা দেবপ্রেরণায় অনুমোদন করেন নাই, এরূপ বলা আমরা নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করি। কে কি আদেশ পাইলেন, এ কথা খুলিয়া বলিতে আমরা কোন কালে কাহাকেও অনুরোধ করি নাই, কেন না ইহা সাধনশাস্ত্রের বিরোধী। কথায় কথায় যাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে আমরা বিলক্ষণ বলিতে পারি, ইঁহারা সকলেই তখন দেবপ্রেরণার অধীন হইয়াছিলেন।

(৪) ব্যক্তিগত আদেশ যে অগ্রাহ্য তাহাও দরবারের নির্দ্ধারণ। (৪ শ্রাবণ, সোমবার ১৭৯৭ শক) "নিয়মাধীন হইয়া কার্য্য চলিতে পারে এ জন্য কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইবার প্রস্তাব হওয়াতে এই প্রশ্ন উত্থিত হইল যে, প্রচারকার্য্য নিয়মাধীন করিতে গেলে, কখন কাহার কোন নিয়মের আনুগত্য স্বীকার উচিত বোধ না হইলে অথবা তৎসম্বন্ধে বিপরীত আদেশ মনে হইলে, তিনি কি তাহার অনুসরণ করিবেন? এ বিষয়ে এইরূপ মীমাংসা হইল যে, নিয়মের অধীনতা স্বীকার করা ধর্ম্মরাজ্যেও রাজনীতির নিয়ম। সাধনের নিয়ম প্রস্তুত করিবার জন্য যাঁহাকে নিয়োগ করা হইবে, যত দিন তিনি সে কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকিবেন, সাধন সম্বন্ধে তাঁহাকে অনুসরণ করিতেই হইবে। বিবেক দুই প্রকার, সাধারণ বা নৈতিক, বিশেষ বা আধ্যাত্মিক। সাধারণ নৈতিক বিবেক স্বীয় অধিকারের মধ্যে অনতিক্রম্য, কিন্তু বিধানাধীনে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক বিবেক দেবোত্তেজনা বশতঃ সাধকে উপস্থিত হয়, উহা বিধানের অধীন, সুতরাং বিধানানুগত হইয়া যাঁহারা সমাজবদ্ধ হয়েন, তাঁহাদিগের সামাজিক বিবেকের বিরোধী হইলে, উহা অগ্রাহ্য। সে স্থলে সামাজিক বিবেক দ্বারা যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ বিধাতা হইতে সমাগত আদেশ বিধানস্থ সকলের নিকট এক সময়ে একই প্রকারে আসিবে ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্নরূপে আসিবে না। ভিন্ন হইলে উহা ভ্রান্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কোন নির্দ্ধারণ ব্যক্তিগত আদেশের বিপরীত হইলেও এই জন্য তাহা বিনা প্রশ্নে মানিতে হইবে।" এই নির্দ্ধারণ এবং অন্যতর নির্দ্ধারণের সামঞ্জস্য আমরা গত বৎসর ধর্ম্মতত্ত্বে প্রদর্শন করিয়াছি। বেদী সম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণকালে "প্রয়াস প্রযত্ন দ্বারা" সকলকে "এক" করা হইয়াছে, এবং এইরূপ "একতার বাহ্য নির্দ্ধারণ" হইয়াছে, তাহা "কোন কথা না বলিয়া" সকলের অনুসরণীয়। সুতরাং কাহারও ব্যক্তিগত আদেশের আর অবকাশ নাই। ভাই প্রতাপচন্দ্র আদেশবাদ যে প্রকার অপরকে বুঝাইয়াছেন, তাহাতেই আমরা তিনি আদেশবাদী হইতে কুণ্ঠিত বলিয়াছি। একই শব্দ দুই ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহার করিতে পারে। আদেশ দীর্ঘ উপাসনার ফল নহে; উহা বিদ্যুতের ন্যায় সাধক হৃদয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাশ পায়। ভাই প্রতাপ আর একবার একটী ঘটনা উপাসনায় সমুদায় রাত্রি জাগরণ করিয়া ঈশ্বরেচ্ছার বিরোধী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। এ সকল আদেশবাদের পন্থা নহে। হইলতো মুহূর্ত্ত মধ্যে হইল, অন্যথা শত চেষ্টায়ও কিছু হয় না। দর্শন শ্রবণ উভয়ই এই নিয়মের অধীন। যে সম্বন্ধে একজনের প্রতি আদেশ হয়, তিনি কি মুহূর্ত্তের জন্যও তদ্বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারেন? এরূপ আদেশবাদিত্ব আমাদিগের বোধাতীত। সং।

কি? অভয়দাতা বিচারপতি কি আমাদের গোলমাল দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন? যেরূপেই হউক, দুই পক্ষকে দুই প্রকারের আদেশ যখন হইয়াছে, তখন ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি কল্পনা তাহা তিনি ভিন্ন আর কাহারো কথায় মীমাংসা হইতে পারে না। প্রতিবাদী যে বিচারে পরাজিত হয়, জজের রায় না দেখিলে সেও তাহা গ্রাহ্য করে না। অতএব আসুন আমরা পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করি। কিংবা আপনারা তাঁহার সই মোহরের রায় প্রদর্শন করুন। এই ভাবে আদেশ এখন চাহিতে হইবে. "ঠাকুর, তোমার কথা সকলে শুনিতে চাহে না, তুমি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দাও। এ যে তোমারই আদেশ তাহা বুঝাইয়া দাও, এবং কি প্রণালীতে সাধারণের উপর ইহা খাটিবে তাহা বলিয়া দাও।"

৭। পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর দেন নাই বলিলেই হয়। কেবল "নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞাপক" বলিলে চলে কৈ? বেদীর নির্দ্ধারণ কোথায় কাহা কর্তৃক প্রতিপাল্য তাহার সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম তাহা দেন নাই। ইহাতে কি এই বুঝিব, যে এ বিষয়ে সকলে বাধ্য নহে? পান ভোজনের সঙ্গে যখন ইহার তুলনা করা হইয়াছে তখন অবশ্য উহা ব্যক্তিগত সাধন স্থির হইবে। কেহ বেদীশূন্য রাখা অস্বীকার করিলেও সে নববিধানবাদী হইতে পারে। অতএব ইহাতেও সিদ্ধান্ত হইতেছে, ব্যক্তি বিশেষের কোন সাধনের জন্য সাধারণ মন্দিরে বাহ্য চিহ্ন রাখা ঠিক নহে।

৮। বেদী শূন্য রাখা শোকচিহ্ন নহে কিরূপে বলেন? এ বিষয়ে তৎকালে মনোগত ভাবের প্রভেদ ত ছিলই; নতুবা কথা উঠিবে কেন? লোকমুখাপেক্ষা এটি আপনার ভুল বুঝা হইয়াছে। আপনারা ব্যতীত ভয় বা মুখাপেক্ষা করিবার লোক কৈ আর ত দেখিতে পাই না। প্রথমেই তাহার ভিতরে অনিশ্চিত অস্পষ্ট ভাব বিলক্ষণ ছিল। ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন যেমন বলেন, "বেদী নিরপেক্ষ পদার্থ" আমি সেই নিরপেক্ষ বোধেই তখন নিরপেক্ষ ছিলাম। কিন্তু যখন দেখিলাম উহা একটি মত এবং নিত্য বিধিতে পরিণত হইল, তখন চিরকাল নিরপেক্ষ থাকিব কিরূপে আশা করিতে পারেন? দরবারে বা দেবালয়ে আসন খালী রাখার সঙ্গে ইহার অনেক প্রভেদ আছে। বাড়ীতে সাধারণের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। দরবারের আসনখালী একটি সাধারণ মতও নহে। বাড়ীর বেদীতে এবং দরবারের আসনে কেবল আচার্য্যই বসিতেন। তথাপি একজন প্রধান সভ্য শূন্য আসন ব্যবহারের জন্য দরবারে যাওয়া বন্ধ করিয়াছেন। কারণ সে নির্দ্ধারণের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন না। বেদীবিষয়ক নির্দ্ধারণ অদ্যাপি অস্বাক্ষরিত রহিয়াছে। উহার ভাষা অনেকের অনুমোদিত নহে।

উপসংহারকালে আমার নিবেদন এই, আচার্য্যের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ প্রকাশের জন্য যদি ঐ আদেশ হইয়া থাকে তবে উহার কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এরূপ আদেশ সাময়িক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ব্যক্তি বিশেষের প্রতি হইতে পারে। আমরা কেশবচন্দ্রের নামে কেহই লজ্জিত নহি, তাহা পৃথিবী পূর্ব্ব হইতেই জানে, এখন আরো জানিল। এক্ষণে প্রস্তাব এই, যেমন প্রচারযাত্রায় আসন গৈরিক টুপি ব্যবহার রহিত হইয়াছে, বেদী সম্বন্ধে তেমনি হইলে ভাবের ঘরে কি কিছু দোষ পড়ে? দুইটি এক জাতীয় বিষয় কি না ভ্রাতৃগণ দিব্যজ্ঞানে বিচার করিয়া দেখুন। প্রথমটিতে যদি আচার্য্যের অবমাননা, সত্যের অপলাপ না হইয়া থাকে, তবে দ্বিতীয়টিতেই বা তাহা কেন হইবে? আচার্য্যের প্রিয়তম মণ্ডলী এবং প্রাণের সামগ্রী বিধানের অনুরোধে ইহা করা শ্রেয়ঃ কি না পথপ্রদর্শক অন্তরাত্মা হরিকে সকলে জিজ্ঞাসা করুন। পাথরের বেদীতে আচার্য্য অত্যল্প দিন মাত্র বসিয়াছেন, কাষ্ঠের বেদীই তাঁহার পুরাতন আসন ছিল। তথাপি প্রস্তরবেদী যদি শূন্য রাখিতে হয় তবে না হয় তাহা স্থানান্তরে রাখা হউক। ভ্রাতৃগণ সকলে মিলিয়া মন্দির আলো করিয়া বসুন, উপাচার্য্য না হয় সকলের চরণতলে মাটীতে বসিয়া উপা-

উপসংহার—যদি কার্য্য হইয়া গিয়া থাকে তবে আমরা বলি প্রতিবাদেরও কার্য্য হইয়া গিয়াছে। এখন আর বেদীসম্বন্ধে অযথাবিষয়ারোপের সম্ভাবনা নাই, দরবারের নির্দ্ধারণ মস্তকে রাখিয়া উহা যেমন আছে তেমনই কেন থাকুক না? প্রচারযাত্রায় আচার্য্য ব্যবহৃত গৈরিক ও টুপী লওয়া হইত একথা ঠিক নয়, আসন যে

৭। শ্রীদরবারের বিধান প্রেরিতবর্গ মানিতে একান্ত বাধ্য। উপাসকমণ্ডলী তাঁহার বিধান মানিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাত, সুতরাং উপাসকমণ্ডলী এ নিয়মের অধীন। সাধারণ বিধানবাদিগণের শ্রীদরবারে বিশ্বাস আমরা স্বভাবতঃ আশা করিতে পারি, যদি তন্মধ্যে কেহ না মানিতে চান, তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে কে হস্তক্ষেপ করিবে? যখন ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ করিবেন তখন শ্রীদরবারপ্রাপ্ত আদেশ মান্য করিবেন। সং।

৮। এতৎ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্ববারে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। উপাসক মণ্ডলী সহ শ্রীদরবারের যে সম্বন্ধ তাহাতেই মন্দিরের বেদী শূন্য রাখার অধিকার অনধিকার প্রকাশ পাইতেছে। বিস্তৃত সাধারণ জনগণের মধ্যে কত প্রকারের মত থাকিতে পারে, তাহা লইয়া বিচার নিষ্প্রয়োজন। নির্দ্ধারণের ভাষা সকলে মিলিয়া স্থির করিয়াছেন, উহা দরবারের সম্পাদকের নিজের ভাষা নহে। যে দিন নির্দ্ধারণ লিপিবদ্ধ হয়, যে দিন পুনঃপঠিত হয়, সে দিন ভাষায় আপত্তি হইল না, আজ কেন আপত্তি? স্বাক্ষর হয় নাই এই জন্য যে তখন স্বাক্ষর করার নিয়ম ছিল না, কেবল মোহর করার নিয়ম হয়। সং।

মনা করিবেন। তাহাতে ঈশ্বরের গৌরব তৎসঙ্গে কেশবচন্দ্রের গৌরব আরো বর্দ্ধিত হইবে। সকলের পায়ে ধরিয়া আমি এই প্রস্তাব করিলাম; শান্তিসংস্থাপক বিধাতার নামে ইহা জানাইলাম, এক বার বিচার করিয়া দেখুন, নতুবা আমাদের প্রাণের প্রিয়তম কীর্ত্তি সকল বিলুপ্ত প্রায় হইতে চলিল, ইহা কি আর সহ্য করা যায়? এখনও সময় আছে, প্রচারক উপাসক নরনারী সকলে মিলিয়া এই জন্য একবার পিতার চরণতলে বসুন, এই আমার প্রার্থনা। এ সম্বন্ধে আমার যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা বলিয়া শেষ করিলাম। অনুগত।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল।

সংবাদ।

গত ১৮ই ফাল্গুন সন্ধ্যার পর প্রেরিতদিগের দরবার পাথুরিয়া ঘাটাস্থ রায়দিগের বাড়ীতে পাঠ প্রার্থনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন, বহুসংখ্যক হিন্দুমহিলা তচ্ছ্রবণার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৪ শে ফাল্গুন টিকটিকির বাজারে শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের ভবনে পাঠ সঙ্গীত প্রার্থনাদি হইয়াছিল, বিশ্বাস মহাশয় সবান্ধবে শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিয়াছিলেন। ২৭ শে ফাল্গুন ভবানীপুরস্থ শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের ভবনে তদ্রূপ পাঠ সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ জন্য বহু হিন্দুমহিলা ও ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত "পাপীর জীবনে ভগবানের লীলা" পুস্তকের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। এই পুস্তকে রূপক বা ভাবের কথা নাই, সত্য ঘটনা সকল লিখিত। এক জন ভয়ানক পাপাচারী নববিধানবিরোধীর শ্রীহরির কৃপায় অলৌকিক রূপে জীবনের পরিবর্ত্তন ও নববিধানে বিশ্বাসী হওয়ার প্রকৃত অবস্থা সকল এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। তাঁহার একটি নববিধানবিশ্বাসী ভগবদ্ভক্ত পুত্র আছেন, ভগবান্ সেই পুত্র দ্বারাই তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত করেন। পিতা পুত্রের উত্তর প্রত্যুত্তরসূচক যে কতগুলি পত্র সেই পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিরস পূর্ণ ও পাপীর পক্ষে বড়ই আশাজনক। আমরা অনুরোধ করি সকলে এই পুস্তক খানা পাঠ করেন। তাহার মূল্য ।৴০, ঢাকা মোল্লিগঞ্জ শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মল্লিকের নিকটে পাওয়া যায়।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু গত ২৮ শে ফাল্গুন রংপুর ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি কুড়িগ্রাম ফুলবাড়ী প্রভৃতি স্থানেও গিয়াছিলেন।

বিগত ৪ চৈত্র সোমবার অপরাহ্নে প্রেরিতবর্গ একত্র প্রচার যাত্রায় বাহির হইয়া দমদম কাণ্টোনমেণ্টে উপস্থিত হন। সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হওয়া হয়, কোথায় কার্য্য হইবে স্থির ছিল না। পরে একটি ধনীর গৃহ সকলের নয়নগোচর হইল, সকলের মনে হইল এখানে সঙ্কীর্ত্তনাদি হইতে পারিলে বেশ হইত। এমনই ঘটনা যে প্রচার যাত্রিগণ সেই গৃহেই আহুত হইলেন, সেখানে সঙ্কীর্ত্তনাদি সকলই এমন ভাবে হইল যে সকলে কৃতার্থতা লাভ করিলেন। ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং মহেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেন, আর সকলে সেই রাত্রিতেই বনগ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতে মাঝের গ্রাম ষ্টেশনে গিয়া ষ্টেশন মাষ্টারের গৃহে উপাসনা এবং অপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। সেই দিনই সকলে মঙ্গলগঞ্জে গমন করেন। মঙ্গলগঞ্জে সায়ংকালের পর উত্তীর্ণ হইয়া কতক ক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন হয়। পরদিন উপাসনান্তে ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র আঁস প্রতিষ্ঠিত স্কুল সমূহের ছাত্রবৃন্দ ও শিক্ষকগণ সমাগত হন। ছাত্রগণের পরীক্ষা লওয়া হয় এবং তাহাদিগকে কিছু বলা হয়। ছাত্রগণ পারিতোষিক পুস্তক এবং আহার সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। পরদিন খাটুরাভিমুখে যাত্রা করা হয়। পথে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া একটি গ্রামে সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তনাদি করিতে যাওয়া হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা সঙ্কীর্ত্তন ও তৎপর উপদেশ হয়। সেখান হইতে বহির্গত হইয়া নদীপ্রান্তে আসিয়া নৌকা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সমুদায় রজনী নদীকূলে প্রান্তরে সকলে বাস করেন। এবার স্থানাভাব বশতঃ আমরা খাটুরা প্রভৃতি স্থানের বিশেষ বৃত্তান্ত দিতে পারিলাম না, আগামীতে সে সকল লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা রহিল।

কেন লওয়া হইত আমরা তাহার কারণ বলিয়াছি। যাহা দরবারের নির্দ্ধারণ নয়, তাহার সঙ্গে দরবারের নির্দ্ধারণের বিষয় একজাতীয় কখনই বলা যাইতে পারে না। প্রস্তরের বেদী স্থানান্তরে কোথায় রাখা হইবে? মন্দিরের কোন অদৃশ্য কোণে? বেদীকে যখন শালগ্রামশিলার ন্যায় ভয় করা হয়, তখন এক কোণে রাখিলে কি আপত্তি মিটিবে? কোণে রাখাও যাহা, যেখানে আছে সেখানে থাকাও তাহা। যদি বেদী হইতে দূরতর স্থানে উপাসনা কার্য্য করিলে চলিতে পারে, এখনও তাহার বন্দোবস্ত হইতে পারে। এক দিন একত্র বসিয়া উপাসনা হইয়াছিল সে কথা দূরে থাকুক, বেদী শূন্য থাকা সত্ত্বে যেরূপ ইংরাজীতে উপাসনা হইয়াছিল সেই ভাবেই কেন স্বতন্ত্র দিনে মন্দিরে সকলে মিলিয়া উপাসনা হউক না? যদি ইহা করিলে শান্তি পুনঃ স্থাপিত হয় মঙ্গলেরই কথা। ইহাতে আর আপত্তি কি? এরূপ কথা তো হইয়াও ছিল। সং।

এই পত্রিকা ৭২ অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

অনুসারে বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিবার রীতি চলিয়া আসিয়াছে, তাহার বিপরীতে আপনারা কয়েক জন কেবল আদেশ পাইলে কি চলে? আপনাদের আদেশ কি প্রণালীতে সাধারণের উপর কার্য্যকারী হইবে তৎসম্বন্ধে কি কিছু আদেশ পাইয়াছেন? যদি না পাইয়া থাকেন, সে জন্য অন্ততঃ অতিরিক্ত আদেশালোক প্রয়োজন। যেরূপ একতা সদ্ভাব থাকিলে দলের ভিতর আদেশ প্রকাশ পায়, নির্দ্ধারণের সময় তাহা ছিল না। প্রতাপ বাবু উপস্থিত থাকিলে নিশ্চয়ই সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইত। আমার মনে তখন পরিষ্কার বোধ ছিল, ভাই প্রতাপচন্দ্র ইহা মানিবেন না। তাড়াতাড়িতে শেষ এই ফল দাঁড়াইয়াছে। বেদী খালি রাখার আদেশ দ্বারা আধ্যাত্মিক কিছু মাত্র উপকার কাহারও হয় নাই। হইলে আপনি আমার সে প্রশ্নের উত্তর দিতেন। অধিকন্তু তদ্দ্বারা অনেক অমঙ্গল ঘটিতেছে। এক জন পঁচিশ বৎসরের প্রচারক বাড়ী বেচিয়া স্থানান্তরে চলিলেন, মন্দির শূন্য প্রায়, অন্যান্য বিভাগেও নির্জ্জীবিতার চিহ্ন। আচার্য্য বিধানসংক্রান্ত এত সব গুরুতর আদেশ প্রচার করিলেন তাহাতে কৈ এমনত হয় নাই!

৫। ঘটনা স্মারক এবং সম্বন্ধ জ্ঞাপক নিদর্শন এক নহে বলিতেছেন, কিন্তু আপনার লেখায় উহার পার্থক্য কিছু ত বুঝা গেল না। ঘটনা যদি না ঘটিত, তাহা হইলে কি বেদীশূন্য রাখা প্রয়োজন হইত? আচার্য্যের সঙ্গে সম্বন্ধ, "যাহা পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, নিত্যকাল থাকিবে" তাহার জন্য বাহ্য নিদর্শন কেন? "বেদী আচার্য্যের মৃত্যু স্মারক" যদি না হয়, তবে তিনি জীবিত থাকিতে কোন বাহ্য চিহ্নের কেন প্রয়োজন হয় নাই? "বেদী কোন ঘটনার স্মরণার্থ নূতন সংস্থাপিত হয় নাই" সত্য, কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি নূতন করা হইতেছে না? যিনি যখন উপাসনা করিবেন তিনি বেদীতে বসিবেন, এই নিয়মে স্বর্গগত আচার্য্য ও অপরে উহাতে বসিয়াছেন; এখন উহা শূন্য রাখিলে কি স্মরণচিহ্ন হইল না? কে কি ভাবে উহা গ্রহণ করিবে, সাধন করিবে, ফলভোগী হইবে, "তাহা সাধকের নিজের চিত্তের অবস্থার উপরে নির্ভর করে" যদি তাই করে, তবে বেদীতে বসিলে যাহারা বিশ্বাস করেন আচার্য্যের সহিত সম্বন্ধ ঘনীভূত এবং ঈশ্বরাদেশ পালিত হইবে তাঁহাদিগকে বাধা দেন কেন? "পান ভোজনাদি সম্বন্ধ জ্ঞাপক নিদর্শনের যে দশা, বেদীর সেই দশা," যদি হইল, তবে সে জন্য এত ব্যগ্রই বা কেন? বাহ্য নিদর্শন প্রথমে কিছু দিন অন্ততঃ ভাব উদ্দীপক হয়, বেদী যে তাহাও করিতে পারিতেছে না, তবে আধ্যাত্মিক উপকারিতা ইহাতে আপনি কি দেখাইয়া দিলেন? নিত্য পান ভোজনের সঙ্গে বেদীর তুলনা দেওয়া ঠিক হয় নাই। খ্রীষ্টবাদীদের মত আমরা উহা মানি না। পান ভোজন ব্যক্তিগত সাধনার জন্য, ইহা সাধারণ মূল মত নহে। অন্ন বা রুটী কেহ উপাসনা মন্দিরে রক্ষা করে না। জড় প্রস্তরের বেদী একটি নিত্য সম্বন্ধ প্রকাশ করিবে ইহা কি আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? পুত্রগণ পিতার সহিত সম্বন্ধ জ্ঞাপনার্থ কি একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া রাখে? প্রকাণ্ড ব্রহ্মমন্দির, আচার্য্য কেশবের আত্মাজাত প্রচারক ও উপাসকমণ্ডলী তাঁহার সহিত নিত্য সম্বন্ধ জ্ঞাপন পক্ষে কি প্রস্তরবেদী অপেক্ষা অত্যন্ত যথেষ্ট নহে? হায় কি লজ্জার বিষয়! ধর্ম্মাচার্য্য কেশব আমাদের নেতা, তাঁহার স্থানে আমরা আর কাহাকেও বসাইতে পারি না, জগৎকে ইহা বুঝাইবার জন্য এতদিন পরে একখান প্রস্তর রাখিতে হইল! মন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টক খণ্ড কি চীৎকার করিয়া বলিতেছে না কেশবচন্দ্র আমাদের চিরদিনের নেতা,—বিধানস্থাপয়িতা? বিজয়নিশান, জলসংস্কার প্রভৃতি ব্যক্তিত্ববিহীন সাময়িক অনুষ্ঠানের সহিত ব্যক্তিত্বের স্থায়ী চিহ্ন বেদীর কিরূপে আপনি তুলনা করেন আমি বুঝিতে পারি না। প্রস্তাবান্তরে আপনি লিখিয়াছেন, "স্রষ্টৃ সম্বন্ধে নিদর্শন বদ্ধমূল করিতে গিয়া পৌত্তলিকতার উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু সৃষ্টসম্বন্ধে নিদর্শন বদ্ধমূল করিয়া অপরাধ ঘটে নাই।" নরপূজা তবে কোথা হইতে আসিল? কোন কোন সম্প্রদায়ের লোক গুরুর খড়ম ধুইয়া জল খায়, মূর্ত্তি ও পাদুকা পূজা করে, ইহা ত আপনি জানেন। আমাদের কোন কোন বাহ্য নিদর্শন সাধারণের জন্য আচার্য্যদেব কেবল "একবার মাত্র" দেখাইয়া তাহার আভ্যন্তরিক ভাব লইয়াছিলেন; লোকে উহাকে "অলৌকিক" দৃষ্টিতে চিরদিন দেখিতে পারে না বলিয়াই তিনি কি সেরূপ করেন নাই? ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে ঘরে ঘরে আমরা সাধুর বাহ্যচিহ্ন রাখিতে পারি, কিন্তু প্রকাশ্য মন্দিরে কি তাহা পারি? মণ্ডলীর অনভিপ্রায়ে ত পারিই না। "খ্রীষ্টবিধান, বৈদিক বিধান, বিবিধ বিধান রক্ষা করিতে গিয়া নববিধান কি করিয়াছেন" তাহা আমরা জানি কিন্তু তত্তৎ বিধানের জন্য বিশেষ কোন বাহ্য চিহ্ন ব্রহ্মমন্দিরে কি আছে? অপর স্থলে আপনি লিখিয়াছেন "ঈশ্বরকে যেমন সর্ব্বত্র দেখিতে পারি সাধুকে তেমন পারি না, তাহা হইলে তাঁহাদিগেতে সর্ব্বগতত্ব আরোপিত হয়। ভগবান্ এই জন্যই কোন একটি বিশেষ নিদর্শন গ্রহণ করিতে বলেন।" ইহাতে পরলোকগত সাধুর আত্মাকে কি বিশেষ স্থানে বদ্ধ করা হইতেছে না? আপনি আচার্য্যমুখে অনেকবার শুনিয়াছেন, পরলোকগত সাধুরা কোথাও থাকেন না, কেবল ঈশ্বরেতে এবং আমাদের চরিত্রের সঙ্গে তাঁহাদের যোগ। তবে বাহ্য বস্তুতে কিরূপে তাঁহাদিগকে বদ্ধ করিবেন? পুনঃপুনঃ ঈশার রক্তমাংস ভোজনের সঙ্গে বেদীর উপমা দিয়াছেন। আচার্য্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধ কি বেদী দ্বারা রক্ষা করিয়া থাকেন? যখন বিদেশে যান তখন বেদী কোথায়? সম্প্রতি ভাই

অমৃতলালের প্রস্তাবে ও অনুরোধে প্রচারযাত্রায় আচার্য্যের আসন গেরুয়া লওয়া তবে বন্ধ করিলেন কেন? ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ দি[illegible]ন, বেদী সঙ্গে না থাকিলেও সম্বন্ধ রক্ষা করা য[illegible] [illegible]াপি লিখিয়াছেন, "উপাসনাকালে তাঁহার (আচার্য্যের) [illegible]ঙ্গে আমাদের অভিন্ন যোগ প্রদর্শন করিবার উহা নিদর্শন।" তবে বিদেশে গিয়া মফস্বল সমাজে বেদী গ্রহণ করেন কি রূপে?

৬। আমার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন, "দুই পক্ষের দুই প্রকারের আদেশ ইহা নূতন কথা" আমি বলি, উহা পুরাতন হইতেও পুরাতন। ঈশ্বরের ইহা বহু দিনের পুরাতন আজ্ঞা যে বেদী কেবল বসিবারই আসন। ধর্ম্মবন্ধুগণের আদেশকে মিথ্যা বলিতে যথেষ্ট সাহস প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু বেদীর বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য পুনরায় আলোক অন্বেষণ করিতে সাহস হয় না। তাহার কারণ

৫। একই বিষয় মনুষ্য ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিতে পারে। কোন একটি বিষয় প্রবর্ত্তনকালে প্রবর্ত্তকগণ যে ভাবে উহা প্রবর্ত্তিত করেন, সেই ভাবে উহা গ্রহণ করিতে সকলে বাধ্য। আচার্য্য দেব যখন "বিজয় নিশান" ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকে নিখাত করিলেন, তখন ভবিষ্যতে অনেক লোক অনেক অর্থে গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া উহা স্বয়ং তিনি বেদীতে বসিয়া ব্যাখ্যান করিলেন। তিনি যাহা বলিয়াছেন, নিশানসম্বন্ধে সকলকে তাহাই স্বীকার করিতে হইবে, অন্য কিছু নহে। দরবার বেদীসম্বন্ধে যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, বেদী সকলকে সেই নির্দ্ধারণানুসারে গ্রহণ করিতে হইবে, অন[illegible]পে নহে অন্যরূপে গ্রহণ করিবার কাহারও অধিকার নাই। আচার্য্যদেহ তাঁহার দেহে স্থিতি কালে যে সম্বন্ধের জ্ঞাপক ছিল, বেদী সেই সম্বন্ধের জ্ঞাপক, সুতরাং দেহ থাকিতে বেদী কেন তজ্জ্ঞাপক হইবে? বেদী তাঁহার দেহের সমকক্ষ নহে, ইহা বলিয়া লজ্জা ধিক্কার দেওয়াও যে কথা, "রুটি জল" খ্রীষ্টের দেহের সমকক্ষ নয় বলাও সেই কথা। পানভোজন ব্যাপারের সঙ্গে বেদী শূন্য রাখার একজাতীয়ত্বসম্বন্ধ বলিয়াই এত পুনঃ পুনঃ উল্লেখ। রুটি জল বাজারে মিলে, তাই মন্দিরে থাকে; বেদীর অপরাধ এই উহা মন্দিরে অচলভাবে গ্রথিত, নড়িতে চড়িতে পারে না। ভাই ত্রৈলোক্য নাথ কেবল উপকার অনুপকার লইয়াই বিচার করিতে চান। বড় বড় ফলাফলবাদীরাও তো আশু উপকার অনুপকার দেখিয়া কোন সিদ্ধান্তে আসিতে চান না। আরম্ভে যাহা সামান্য, কালে তাহা হইতে কি মহাব্যাপার উপস্থিত হয়, ইহা কি তিনি জানেন না? এক একটি আদেশের ফল সহস্র সহস্র বর্ষে বিকাশ লাভ করে, এত ব্যস্ততা কেন? পান ভোজনের ব্যাপার আমাদিগের মধ্যে কেবল ব্যক্তিগত নয়, প্রেরিতবর্গ প্রতিদিন একত্র পান ভোজন করেন, এবং ঈশাতে সমুদায় সাধুর রক্তমাংস চির দিন ভোজন করেন। খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের যে প্রকার, সেই প্রকার বৎসরে যখন সমুদায় বন্ধুগণ একত্র মিলিত হইতেন, তখন আচার্য্যদেব সকলকে লইয়া এই অনুষ্ঠান করিতেন। বিদেশে বেদী শূন্য রাখা হয় নাই; বা তৎসম্বন্ধে আদেশ প্রচার হয় নাই, ইহাতে এই দেখায় যে, যেখান হইতে আচার্য্য বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেই মন্দিরের বেদী সম্বন্ধেই আদেশ। দেবালয়ে প্রতিদিন আমরা একত্র উপাসনা করি, সেখানে তো বেদী শূন্য থাকে। ইহাতে "উপাসনাকালে তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখা" ইত্যাদি লিখিত হওয়াতে কিছু অসঙ্গত হয় নাই। যেখানে বেদী নাই, সেখানে আধ্যাত্মিক ভাবে কার্য্য চলাতে ক্ষতি কি? আমরা কি এতই বাহ্যাপেক্ষী? বৈদিক বৈদান্তিক উভয় বা একতরের গ্রহণ আমাদিগের যোগের চিরপ্রসিদ্ধ নিয়ম। যে সকল স্থলে বেদী শূন্য রাখিয়া সম্বন্ধপ্রদর্শন আদেশ সেখানেই অন্তর্ব্বাহ্যরূপ উভয় বিধ প্রণালী গ্রহণীয়। প্রচার যাত্রায় আসন সঙ্গে লওয়া দরবারের নির্দ্ধারণ নহে, কোন কোন ভ্রাতা আত্মহৃদয়ের প্রেরণায় উহা করিয়াছিলেন, উহা ভাই অমৃতলাল না বলিলেও বন্ধ হইয়া যাইত। সম্প্রদায় বিশেষে গুরুর পাদুকাদির যে পূজা হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের পাদুকাজ্ঞানে, মানবীয় জ্ঞানে নহে। যেখানে মানবজ্ঞানে কিছু রক্ষিত হয়, সেখানে কেন দোষ ঘটিবে? সাধুগণ ঈশ্বরেতে অবস্থিত, ইহা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু পান ভোজনে ঈশ্বর সত্তা, ঈশ্বর সত্তাতে সাধু দর্শন ইহা বৈদিক যোগাঙ্গ, বেদীসম্বন্ধে তাহার প্রয়োগ হইবে আশ্চর্য্য কি? বিজয় নিশানে ব্যক্তিত্ব নাই, কেবল ভাব, এ কথা কে বলিল? "বিজয়নিশান ব্রহ্মভক্তদিগের বীরত্বের পরিচয় দিতেছে," বেদী আচার্য্য সহ চিরসম্বন্ধ দেখাইতেছে; ইহা কি সমজাতীয় ব্যাপার নহে? সং।

৬। এ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট পুনরুল্লেখ পিষ্ট পেষণ মাত্র। তবে এখানে দরবারে কৃত একটী প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দেওয়া ভাল। ২৫ শ্রাবণ, ১৭৯৬ শক।—"প্রচারকেরা এই সভার অধীন, যদি কেহ কখন এই সভার শাসন অতিক্রম করিয়া বিপথগামী হন তিনি ইহার কোন বিধান আক্রমণ করিতে পারিবেন না।

"আমরা নিম্ন স্বাক্ষরিত কয়েক জন প্রচারক এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমরা যদি বিশ্বাস বা চরিত্রের বিকারপ্রযুক্ত কখন বর্ত্তমানবিধানভ্রষ্ট হই, আমরা ইহা ঈশ্বর ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অথবা কোন প্রকারে ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইব না। এই সভার অনুসরণ আমাদিগের প্রত্যেকের এবং সাধারণের নিশ্চিত মঙ্গল ইহা আমরা বিশ্বাস করি।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী — শ্রীউমানাথ গুপ্ত
শ্রীত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল — শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন
শ্রীপ্যারীমোহন চৌধুরী — শ্রীদীননাথ মজুমদার
শ্রীকান্তি চন্দ্র মিত্র।"

যে নির্দ্ধারণ একই সময়ে সর্ব্বসম্মতিতে ও নিরাপত্তিতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং "এরূপ একতায় যাহা নির্দ্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া তাহার অনুসরণ" করা যখন শ্রীদরবারের বিধি, তখন সে নির্দ্ধারণের বিরোধে কথা বলাতে এ প্রতিজ্ঞা যে ভঙ্গ হইয়াছে তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? ইতিপূর্ব্বে ভাই বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী এ প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, অথচ ধন্য শ্রীদরবারের উদারতা যে আজও তাঁহাকে দরবার সভ্যরূপে উপস্থিত থাকিবার অধিকার দিয়া রাখিয়াছেন। সং।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০শ ভাগ। ৭ সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, সোমবার, ১৮০৯ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীর ঈশ্বর, আমরা তোমায় বিনা পরীক্ষায় বিশ্বাস করি নাই। যাঁহারা জন্ম-বিশ্বাসী তাঁহারা কোন কালে দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগের তোমার প্রতি এমনি প্রগাঢ় বিশ্বাস যে, কোন সময়ে কোন অবস্থায় তাঁহারা এরূপ আশঙ্কা হৃদয়ে স্থান দান করেন না যে, তোমার ইচ্ছা বা অভিপ্রায় কোন কালে এ সংসারে অপূর্ণ থাকিবে। তাঁহারা জানেন, শত শত লোক তোমার বিরোধে দাঁড়াইয়া, তোমার অভিপ্রায় যাহাতে পূর্ণ না হয়, তজ্জন্য বহু বিঘ্ন এবং অন্তরায় আনিয়া উপস্থিত করিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এই সকল বিঘ্ন বাধার মধ্যে তাঁহারা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন এবং এই বলিয়া হাসেন যে মার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবার পক্ষে বড় সুযোগ উপস্থিত। কেন না বাধা পাইলে তোমার অভিপ্রায় বেগবান্ প্রবাহের ন্যায় আরও সবলে প্রবাহিত হয়, সম্মুখস্থ বিঘ্ন বাধা আর সম্মুখে নিমেষের জন্য তিষ্ঠিতে পারে না, যাহা পাঁচ শত বর্ষ পরে সম্পন্ন হইত, বাধা পাইয়া উহা পাঁচ দিনের মধ্যে শীঘ্র শীঘ্র সিদ্ধ হইয়া যায়। তোমার ভক্তগণ এই জন্যই, মা, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আশ্চর্য্য প্রশান্ত প্রফুল্ল ভাব ধারণ করেন। আমরা কত বার বলিয়াছি, এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত, এবার আর কিছু দাঁড়াইল না, সব দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, সাহায্য বন্ধুতা আর কোথা হইতেও আশা করা যাইতে পারে না, সমুদায় পৃথিবী শত্রুতার পথে ধাবিত হইল, সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। কি আশ্চর্য্য, আমাদিগের এই নিরাশা দুঃখের ধ্বনি ভক্তকর্ণে যত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ততই তাঁহার মুখশ্রীর শোভাবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি তো কোথাও কিছু তোমার অভিপ্রায়-বিঘাতক বিঘ্নবিপদ্ দেখিলেন না। তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, ঐ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে. তাঁহার রাজ্যের তিল মাত্রও ক্ষতি হয় নাই, যেমন তেমনি সব বজায় আছে। আমরা যখন ক্ষতিগণনা করিতেছি, সব গেল ভাবিতেছি, তখন বিশ্বাসী ভক্ত কেন লাভ ও জয় প্রত্যক্ষ করেন, আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। বুঝিতে পারি আর না পারি, বিভো, বিশ্বাসী কর। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা কখন প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে না, হইবেই হইবে, কেন বলিলাম হইবেই হইবে, ক্রমান্বয়ে হইতেছে, ইহা একান্ত হৃদয়ে বিশ্বাস করিতে দাও। অবিশ্বাসীর অট্টালিকায় বাসাপেক্ষা আমরা

বিশ্বাসীর পবিত্রকুটীরে বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষ করি। তাই, প্রভো, তুমি আমাদিগকে বিশ্বাসকুটীরবাসী করিয়া কৃতার্থ কর, এই তব চরণে বিনীত প্রার্থনা।

দর্শন ও শ্রবণের অনুকূল অবস্থা।

আমাদিগের ঈশ্বর অনিয়তক্রিয়াশীল নহেন, তিনি যাহা করেন, চিরকাল তাহা একইরূপ করেন। দর্শন ও শ্রবণে ঈশ্বর সহ আমাদিগের সাক্ষাৎযোগ। এ সম্বন্ধে তিনি কি নিয়মে কার্য্য করেন, আমাদিগের জানা একান্ত প্রয়োজন। কি হইলে আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই, কি হইলে আমরা তাঁহার কথা শ্রবণে অধিকারী হই, আমাদিগের নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক। কেন না আমাদিগের হৃদয়মন তদবস্থ না হইলে, দর্শন শ্রবণ আমাদিগের সম্বন্ধে একান্ত অসম্ভব হইবে।

দর্শন ও শ্রবণ দুটি ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া প্রতীত হয়, অথচ তাহাদিগের ক্রিয়ার নিয়ম একই প্রকার। মনোভিনিবেশ দর্শন ও শ্রবণের হেতু। মন যে সময়ে বিক্ষিপ্ত, বা বিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট, সে সময়ে দর্শন ও শ্রবণের বিষয় ইন্দ্রিয় সন্নিহিত থাকিয়াও পরিগৃহীত হয় না। বহির্বিষয়সম্বন্ধে যাহা নিয়ত ঘটে, ঈশ্বরসম্বন্ধেও আমরা তাহাই সত্য দেখিতে পাই। ঈশ্বর যে প্রকার আমাদিগের সন্নিহিত এমন আমাদিগের নিকটে কি আছে, তাঁহা হইতে নিয়ত প্রবাহিত বাণী যে প্রকার আমাদিগের অন্তঃকর্ণের নিকটে ধ্বনিত, এমন আর কোন্ শব্দই বা আছে, অথচ তিনি এবং তাঁহার বাণী নিকবর্ত্তী হইয়াও যে প্রকার দূরে এমন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদিগের মন বহির্বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত, সুতরাং মনের মন যিনি তিনি অপরিলক্ষিত হইয়া স্থিতি করেন। এ সকল কথা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি পুনরায় বলা নিষ্প্রয়োজন। মনের কি প্রকার অবস্থা হইলে দর্শন শ্রবণ সম্ভবপর, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

বহুপ্রয়াস ও যত্ন সহকারে আমরা এখন আর বাহ্য বস্তু অবলোকন করি না। হইতে পারে, শৈশবাবস্থায় আমাদিগকে কিছু যত্ন করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা এত স্বাভাবিক ভাবে যে তৎসম্বন্ধে যে কোন প্রয়াস হইয়াছে, আমাদিগের মন আজ তাহা বলিতে পারে না। সদ্যোজাত শিশুর পুনঃপুনঃ আলোকাদি দর্শন এবং সেই দিকে হস্ত প্রসারণ দ্বারা প্রয়াস প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সে প্রয়াস এমন আমোদ সহ সংযুক্ত যে, তাহার পক্ষে প্রয়াস প্রয়াসই নহে। নিকটে অনুভূত বস্তু সে হাত দিয়া ধরিতে পারে না, ইহাতে তাহার কিছু ক্লেশ হইতে পারে, কিন্তু এইরূপে হাত বাড়াইতে বাড়াইতে বস্তুর দূরত্ব তাহার জ্ঞানের বিষয় হইয়া যায়, ইহা কিছু অল্প লাভের বিষয় নহে। বাহ্য বস্তু আমাদিগের বাহিরে, এজন্য তদ্দর্শন এবং তাহা হইতে সমুত্থিত ধ্বনি শ্রবণ প্রয়াসে সাধ্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর যিনি আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, মনের মন, অহমের অহম্, তাঁহাকে দেখিতে এবং তাঁহার কথা শুনিতে এত প্রয়াস প্রযত্ন কেন? মন আপনাকে আপনি আগে জানে, না পরে জানে? অহম্ সর্ব্বাগ্রে বিধৃত হয়, কি সকলের পশ্চাতে? আশ্চর্য্য এই, যে সমুদায় বিষয় দেখে, শুনে, জানে, সে আপনাকে জানিয়াও জানে না, ধরিয়াও ধরে না, যাহা দেখে শোনে জানে তাহার সঙ্গে আপনাকে এমনি মিশাইয়া ফেলে যে স্বতন্ত্র বলিয়া অনেক দিন জানিতে পারে না।

যে আপনাকে আপনি জানিল না, সে আপনার যিনি আপনি তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে জানিবে কি প্রকারে? বাহিরের বস্তু দেখা শুনা ধরা তাহার প্রথম কার্য্য, কেন না সর্ব্বদাই ঐ

সকলের সঙ্গে প্রতিঘাতে আসিতে হইতেছে। যেখান হইতে প্রতিঘাত আইসে, মন সেই দিকে দৌড়ায়, এবং তৎসম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করে। ঈশ্বর কি কেবল মনের ভিতরে আত্মার ভিতরে, বাহিরে নন? অবশ্য অন্তরেও আছেন, বাহিরেও আছেন। যদি বাহিরে থাকেন, তবে এত সমুদায় বাহিরের বস্তুর সহিত প্রতিঘাত হইল, তাঁহার সঙ্গে কেন প্রতিঘাত উপস্থিত হইল না? প্রতিঘাত উপস্থিত হয়, তাই মানুষ ঈশ্বরপদার্থ স্বীকার করে, নৈলে ঈশ্বর বস্তু লোকের মনে মুদ্রিত থাকাই কঠিন হইত। সমুদায় যদি আমাদিগের অভিলাষনুরূপ ঘটিত, বাহির হইতে কোন বাধা উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে আমাদিগের অতিরিক্ত আর একটী মহতী শক্তি বা ইচ্ছা আছে, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের চৈতন্য হইত না। প্রতিনিয়ত এই মহতী শক্তি বা ইচ্ছার সঙ্গে আমাদিগের ইচ্ছা অভিলাষের প্রতিঘাত উপস্থিত হইতেছে, তাই সেই প্রতিঘাত বলপূর্ব্বক আমাদিগকে সেই শক্তি বা ইচ্ছার প্রতি এক এক বার আমাদিগের মনের চেতনা জন্মাইয়া দিতেছে। কেহ বা বিশ্বসংসারের সঙ্গে সেই শক্তিকে এক ভাবিতেছে, কেহ বা স্বতন্ত্র, এই প্রভেদ, নৈলে প্রতিঘাতে চেতনা হয় না, এমন লোক নাই।

বাহির হইতে প্রতিঘাত আসিল মানিলাম, ভিতর হইতে কি প্রতিঘাত উপস্থিত হয় না? হয়, কিন্তু প্রথম প্রথম স্থান নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন হইয়া পড়ে। শিশুর আভ্যন্তরিক ব্যথা উপস্থিত হইলে সে যেমন কোথায় ব্যথা ঠিক করিয়া বলিতে পারে না, তেমনি মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের বাণী যখন তাহাকে সবলে নিষেধ জানাইয়া অবরোধ করে, তখন সে মনে করে, সে বাণী বাহিরের আকাশ হইতে সমাগত হইল, কে এ কথা কহিল বলিয়া চমকিয়া উঠিল। চমকিত হউক আর যাই হউক, সে ক্রমেই চেতনাবৃদ্ধিসহকারে বুঝিতে পারে, কোথা হইতে সেই অবরোধ আসিল। যখন এই প্রতিরোধ তাহাকে অন্তরের দিকে লইয়া যায়, তখনই তাহার যথার্থ আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়, এবং এই আত্মজ্ঞান সমুদায় প্রহেলিকার মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া দেয়। সে পূর্ব্বে বাহিরের বিষয় এবং ঈশ্বর উভয়কে মিশাইয়া ফেলিয়াছিল, এখন তাঁহাকে প্রাণরূপে শক্তিরূপে পরমাত্মরূপে দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইল।

আমরা এত ক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনুষ্যের ঈশ্বরজ্ঞানলাভের স্বাভাবিক গতি প্রদর্শন করিল, দর্শন শ্রবণের অনুকূল অবস্থার কথা তো কিছুই ইহাতে আসিল না। আসিয়াছে, একটু গম্ভীরভাবে বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। প্রতিঘাতজনিত চেতনা উপস্থিত হয় কখন্, যখন ঈশ্বর আমাদিগের ইচ্ছা ও অভিলাষকে বাহির বা অন্তর হইতে অবরুদ্ধ করেন। যে পরিমাণে তিনি আমাদিগের ইচ্ছা অভিলাষকে প্রতিরোধ করেন, সেই পরিমাণে তিনি আমাদিগের নিকটে উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হন। তাঁহার এ অবরোধের অভিপ্রায় কি? এই অবরোধ কি প্রদর্শন করিতেছে? অবশ্য আমাদিগের ইচ্ছা ও অভিলাষের বিরোধিত্ব দেখাইয়া দিতেছে। আমাদিগেতে তাঁহার অব্যাহত ক্রিয়া হইবার পক্ষে এই ইচ্ছা ও অভিলাষ অন্তরায়, তাই তাঁহার ইচ্ছার সহিত ইহার প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। ইচ্ছা অভিলাষের বিরোধিতা ঘুচিয়া যাউক, তোমার আমার ভিতরে তাঁহার চিররাজত্ব প্রকাশ পাইবে।

এ কথা কি বড় নূতন হইল? না কিছুই নূতন হইল না, কিন্তু ইহার প্রয়োগে বিলক্ষণ নূতনত্ব আছে। সাধকের পক্ষে সে প্রয়োগ বড়ই প্রয়োজন। ইচ্ছা অভিলাষ যেমন বিরোধী, আমার বুদ্ধি বিচার ভয় কল্পনাও তেমনি বিরোধী। ফল কথা, আমরা যাহা, তাহা রোধক হইয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরকে অবরুদ্ধ করি-

তেছে। রোধকত্ব যাইবে কখন, আমি চলিয়া যাইব যখন। যত ক্ষণ আমার নিজের কিছু আছে, তত ক্ষণ ঈশ্বর এবং তাঁহার বাণী আমাতে স্থান লাভ করে না, আমার আমি যত অপসৃত হয়, তত তিনি ও তাঁহার বাণী প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রবণ দর্শনের অনুকূলাবস্থা অহংমের দূরাপসরণ। বিচার, বুদ্ধি, ভয়, ভাবনা, অভিলাষ বা কোন বিষয়ে নির্ব্বন্ধ দর্শন ও শ্রবণের অন্তরায় হইয়া অবস্থিতি করে। নিবৃত্তিযোগপ্রভাবে এ সকলকে উড়াইয়া দিয়া ঈশ্বরের নিকটস্থ না হইলে দর্শন শ্রবণ অসম্ভব। নিবৃত্তিযোগ দর্শন শ্রবণে এই জন্য অনুকূল। অগ্রে নির্ব্বাণ, পরে দর্শন ও শ্রবণ। নির্ব্বাণ মহাবৈরাগ্যসহায়। যেখানে মহাবৈরাগ্যের প্রভাব শিথিল হইয়া গিয়াছে, সেখানে নির্ব্বাণ নাই। যেখনে নির্ব্বাণ নাই, সেখানে দর্শন শ্রবণের ভূমি জঞ্জালপূর্ণ। জঞ্জাল বিদূরিত হউক, দর্শন শ্রবণের ন্যায় সহজ স্বাভাবিক আর কিছুই প্রতীত হইবে না।

আমাদের স্বাধীনতা ও সর্ব্বসম্মতি।

আচার্য্যদেব জীবনবেদে স্বীয় স্বাধীনতার বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া বলিয়াছেন "আমি কখনও দাসত্ব করিয়াছি, তোমরা কি ইহা কেহ জান? আমি যখন কাহারও দাসত্ব করি নাই; তোমরা কেন দাসত্ব করিবে? যে আপনাকে কখনও কাহারও দাস করে নাই, সে যদি অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করে অথবা দাস দেখিয়া হাস্য করে, তবে তার মত পাপী কপট আর কে আছে? গুরু আমি নই, অপরকে দাস করিবার চেষ্টা করি নাই। চিরকাল শিখাইয়াছি, ইহার অর্থ আমি শিক্ষার্থী, চির দিনই শিক্ষা করিতে প্রস্তুত। আমার দলে যদি পঞ্চাশ জন লোক থাকেন, তবে পঞ্চাশ প্রকার। সত্য সাক্ষী, চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, অধীনতা এখানে নাই, এক শত লোক যদি এখানে আসিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা স্ব স্ব প্রধান। প্রত্যেককেই আমার সমক্ষে ইহাই স্বীকার করিতে হইবে, আমি চলিয়া গেলেও একথা প্রত্যেকে স্বীকার করিবেন।"

যিনি প্রায় পঁচিশ বৎসর বন্ধুগণের সহিত একাদিক্রমে ব্যবহার করিলেন, তিনি বলিলেন, আমার বন্ধুগণ এক এক জন এক এক প্রকার। আমরাও তাঁহার এবং তাঁহারা বন্ধুগণের সঙ্গে অনেক দিন একত্র বাস করিয়া তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সাক্ষ্য দিতেছি। যাঁহারা বাহিরের লোক তাঁহারা এ কথা বাহিরে থাকিবার সময়ে বুঝিতে পারেন না, কিন্তু যখন আসিয়া একত্র কয়েক দিন বাস করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন দেখিয়া অবাক্ হন, ইঁহাদিগের মধ্যে এত অমিল কেন? প্রায় কথায় কথায় পরস্পরে মতদ্বৈধ, একটি সামান্য বিষয় পাঁচ জনে বসিয়া স্থির হওয়া সুকঠিন হইয়া পড়ে। এক জন যদি এক কথা বলেন, আর এক জন তাহার ঠিক বিপরীত কথাটী ধরিয়া বসেন। সকল বিষয়েরই নানা দিক্ আছে, তাই তাহার এক এক দিক্ ধরিয়া এক এক জন অগ্রসর হইতে থাকেন, আর মিলনের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। পার্শ্ববর্ত্তী লোকসকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্। তাঁহারা বলিতে থাকেন, এঁরা এরূপ সামান্য বিষয়ে কেন উত্তেজিত ভাবে তর্ক বিতর্ক করেন, সাধারণ লোকেও তো এরূপ করে না। তাঁহারা জানেন না, স্বাধীনতার এখানে কত দূর আধিপত্য, তাই তাঁহারা এরূপ মনে করেন। স্বাধীনতা আমাদিগের দলে একটী প্রদীপ্ত প্রবৃত্তি, তাহা সামান্য প্রতিঘাতও সহ্য করিতে পারে না। যদি ওরূপ না হইত, তাহা হইলে প্রচারক হইয়া, উচ্চশ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হইয়া, যাঁহার তাঁহার সম্মুখে কোন একটি সামান্য কথা লইয়া অশান্ত উত্তেজিত ভাব প্রদর্শন,

কখন সম্ভবপর হইত না। কেন না নিজ নিজ সম্ভ্রমরক্ষার জন্য সমাগত জনগণসমক্ষে কে না প্রশান্তভাব অবলম্বন করে? কিন্তু যেখানে প্রদীপ্ত প্রবৃত্তি, সেখানে কাণ্ডাকাণ্ড বিচার থাকে না, তাই প্রচারকেরা আত্মমতরক্ষার্থ কে সম্মুখে আছেন তদ্বিষয়ে বিচারশূন্য হন।

আমরা যাহা বলিলাম, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকের অপকারও হইয়াছে। যে অপকার হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা আক্ষেপ প্রকাশ করি, এবং সেই আক্ষেপ প্রকাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলি, আজ এত বৎসর এই স্বাধীনপ্রবৃত্তি আমাদিগকে মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। ভ্রাতৃবর্গের এই স্বাধীনপ্রবৃত্তির উপরে যদি আমাদিগের একান্ত বিশ্বাস না থাকিত, তবে তাঁহাদিগের হস্তে অন্য দিকে যে গুরুতর অস্ত্র রহিয়াছে তাহার আঘাতে আমাদিগকে একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হইত। সে অস্ত্র সর্ব্বসম্মতি। যদি কোন একটি বিষয়ে ভ্রাতৃবর্গ পরামর্শ করিয়া সর্ব্বসম্মতিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিতেন, তবে আমাদিগের স্বাধীনতায় কেবল জলাঞ্জলি দিতে হইত তাহা নহে, আমাদিগের সামাজিক গঠনের মূলতত্ত্বানুসারে আমাদিগকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইত। সকলে এক মত হইয়া কিছু স্থির করিলে যখন আর কোন কথা না বলিয়া তাহার অনুসরণ করা আমাদিগের সামাজিক স্থির নিয়ম, তখন সকলে এক পরামর্শ হইয়া এক জনের বিরুদ্ধে কিছু স্থির করিলে তাঁহার মস্তক অবনত করিতেই হইবে। সৌভাগ্য এই, ইহা কখন হয় নাই, হইতে পারিবেও না। যদি কেহ চেষ্টা করিতে চান, করিয়া দেখুন, এ সকল লোককে এক পরামর্শ করিতে পারেন কি না? আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, এতৎসম্বন্ধে কাহারও যত্ন কোন দিন সফল হয় নাই, সফল হইবে না।

সর্ব্বসম্মতিতে আনয়ন করিবার যে এই মহান্ অন্তরায় আমাদিগের মধ্যে আছে, ইহাতেই আমাদিগের সমাজ এত কাল বাঁচিল, ভবিষ্যতেও বাঁচিবে। স্বর্গ হইতে একটি বায়ু অবতরণ করিয়া সকলকে ক্ষণকালের জন্য এক মত করিতে না পারিলে, এ সমাজের কার্য্য কোন্ দিন চলিত না। শ্রী দরবারে যখন সকল সভ্য একত্রিত হন, তখন এই বায়ু বহমান হইবার সময়। যাহা অবশ্যম্ভাবী, ঈশ্বরেচ্ছানুগত, সেই প্রবল বায়ুর বলে নীত হইয়া সভ্যগণ তাহাতে অমত রাখিতে পারেন না, তাই এত দিন মণ্ডলীর কার্য্য চলিয়াছে, ভবিষ্যতেও চলিবে। এমন সময় গিয়াছে যখন পাঁচ বৎসর এই সর্ব্বসম্মতির বায়ু বহে নাই বলিয়া একত্রিত হইয়া কার্য্য করার যন্ত্র বন্ধ ছিল। কার্য্যবন্ধ আমরা ভয় করি না, কেন না স্বর্গের বায়ু আপনার পন্থা আপনি পরিষ্কার করিয়া লইবেই লইবে। প্রায় বিংশতি বর্ষ একত্র কার্য্য করিয়া যে স্বর্গীয় বায়ুর উপরে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, আজ কাহারও কথায় যে সে বিশ্বাসকে উড়াইয়া দিব, কেহ যেন এরূপ আশা ক্ষণকালের জন্য মনে স্থান না দেন। দরবারে সর্ব্বসম্মতিতে সমাগত হওয়া কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার, স্বর্গের বায়ু ভিন্ন কখন ইহা ঘটে না, ইহা যাঁহারা বহু পরীক্ষায় অবধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা কি যাঁর তাঁর কথায় সর্ব্বসম্মতিতে অনাদর প্রকাশ করিতে পারেন? স্বাধীনতা যে সকল সভ্যের প্রদীপ্ত প্রবৃত্তি, কথায় কথায় মত দ্বৈধ প্রকাশ যাঁহাদিগের চির অভ্যস্ত স্বভাব, এক জন এক দিক টানিয়া ধরিলে অন্যে তাহার বিপরীত দিক টানিয়া ধরিবেনই ধরিবেন, ইহা যাঁহাদিগের অস্থিগত ভাব, তাঁহাদিগের সর্ব্বসম্মতিকে যাঁহারা সাধারণ ব্যাপার মনে করিতে পারেন, তাঁহাদিগের বিচারশক্তিকে শত ধন্যবাদ। "প্রয়াস যত্ন দ্বারা এক করিতে হইবে। এইরূপ একতায় যাহা

নির্দ্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন ;" এ নির্দ্ধারণ দরবারের কেন হইল আমরা যাহা বলিলাম তাহাতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। এরূপ একতাস্থলে স্বর্গের বায়ুর ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহাই উহার অত সমাদর।

নববিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

পাপ, সয়তান ও শমন।

১। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী ইচ্ছা হইতে পাপের উৎপত্তি, এই পাপই সয়তান, সয়তান বলিয়া আর কিছু নাই।

"ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধে দাঁড়াইলেই পাপ হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা পুণ্য, তাঁহার অনিচ্ছা পাপ। তাঁহার অনিচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা সাধন করিলে পুণ্য হয়, ধর্ম্ম হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা যে তোমরা পূজা কর, সাধু কার্য্য কর, দান ধ্যান কর। তাঁহার এই ইচ্ছা পূরণই সাধুতা। ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে, তোমরা রাগ কর, কাহারও অনিষ্টকর, কাহার প্রাণ বধ কর। তাঁহার এই অনিচ্ছা সাধনই পাপ। ব্রহ্মের ইচ্ছা যাহা নয়, ব্রহ্মের পক্ষে তাহাই সয়তান। যাহা কিছু ঈশ্বরের নয়, তাহাই সয়তানের। আমাদিগের ঈশ্বর অনেকগুলি টাকা দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, এই সকল গরীব দুঃখীদিগকে বিতরণ কর। আমি তাহার একটী পয়সাও তাহাদিগকে দিলাম না, স্বার্থপর ও নির্দ্দয় হইয়া আপনি সমুদায় লইয়া ভোগ করিলাম। এই যে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ হইল ইহাই সয়তান। বাস্তবিক আমাদের স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতাই ঈশ্বরের শত্রু সয়তান।" "ব্রাহ্ম, তুমি আপনার নির্দ্দয় হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর কোথায় সয়তান? বিবেক তোমার দুষ্ট ইচ্ছাকে দেখাইয়া দিবে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরোধী স্বার্থপরতাকে সয়তান বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। ধনে কি হইবে, যদি সে গরীবের দুঃখ হরণ না করিল, রোগীকে ঔষধ, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র, অজ্ঞকে জ্ঞান না দিল? প্রভুর ইচ্ছা যে আমরা দয়ালু ও প্রেমিক হই, তাঁহার নিকটে ধন পাইয়া তাহার সদ্ব্যয় করিব না, ইহা তাঁহার অনভিপ্রেত। আমার ইচ্ছা এই যে, সমস্ত ধন রাখিয়া দি, পুত্রপৌত্র ক্রমে উহা সম্ভোগ করিবে। অন্য লোকে উহার কিছু অংশ পায় আমার ইচ্ছা নয়। আমার এ ইচ্ছা নয়, কিন্তু ঈশ্বরের এই ইচ্ছা। এখানে ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে আমার ইচ্ছার বিরোধ উপস্থিত হইল। আমি আমার ইচ্ছানুসারে কাজ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছার বিপরীত কাজ করিলাম। এই যে ইচ্ছার বৈপরীত্য ইহাই সয়তান স্বরূপ।" [সে, নি, ২২সং, ১৭৩।৭৪ পৃ]।

২। সয়তান নাই বলিয়া পাপ তদপেক্ষা অল্প ভয়ানক নহে।

* * * * আমরা দুই জন সর্ব্বব্যাপী দুই জন অনন্ত মানিতে পারি না। ঈশ্বর এবং সয়তান উভয়ের অধিষ্ঠান এক সৃষ্টির মধ্যে নিতান্ত অসম্ভব। ঈশ্বরের সঙ্গে সয়তান সমকক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতেছে এবং বিস্তীর্ণ পৃথিবী বিভক্ত হইয়া দুই জনেরই অধিকারে অধিকৃত হইতেছে, ইহা আমরা মানিতে পারি না। ঈশ্বর সয়তানকে সৃজন করিলেন, পবিত্র ঈশ্বর হইতে একটা পাপময় পুরুষ উৎপন্ন হইল, শুদ্ধ হইতে অশুদ্ধ প্রসূত হইল, বুদ্ধি এ কথাতে সায় দিতে পারে না। হৃদয় চীৎকার করিয়া এই সয়তানবাদের প্রতিবাদ করিল। এখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিশুদ্ধ বুদ্ধি অনুসারে যেন তোমরা কল্পিত পুরুষাকার সয়তানকে অস্বীকার করিলে, পাপের প্রতি ব্যক্তিত্ব আরোপ অসত্য বলিয়া যেন সিদ্ধান্ত করিলে, তার পর জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত ভ্রান্তমত অস্বীকার করিয়া তোমরা মনের অবস্থাকে বিশুদ্ধ করিতে পারিতেছ কি না? যদি তাহা না হয়, সয়তানবাদীর নিকটে তোমাকে লজ্জিত হইতে হইবে।" "কেবল কুসংস্কার পরিত্যাগ করিলে হইবে না, পাপ অধর্ম্ম পরিহার করিতে হইবে। মত বিশুদ্ধ হইলে জীবন বিশুদ্ধ হয়। তোমাকে দেখাইতে হইবে সয়তানবাদ ভ্রম বলিয়া পরিত্যাগ করিলে চরিত্র ভাল হয়। অনেকে সয়তান মানে না বটে কিন্তু তাহারা পাপকে অগ্রাহ্য করে। এটি সামান্য মানবের কার্য্য। যে ব্যক্তি এরূপ করিল, সে এক ভ্রম ছাড়িতে গিয়া আর এক ভ্রমে পড়িল। সয়তান অস্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে পাপকে তুচ্ছ করা সাধকের পক্ষে ঠিক নহে। সয়তানের আকার মানিলাম না বটে, কিন্তু পাপকে তদপেক্ষা ভীষণতর বস্তু মনে করি কি না? সয়তানের হাত পা আছে এটি গল্প, সত্য নয়। আমাদের দেহে কেবল এক ঈশ্বর আছেন, সয়তান বলিয়া কেহ নাই।" "আমরা সয়তানবাদ মানি না, সয়তান বলিয়া কেহ ঘরে বা দেহ মধ্যে বসিয়া আছে ইহা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা পাপকে সামান্য মনে করিতে পারি না।" "আপনার পাপের বর্ণ কত জঘন্য, তাহার নিকটে সয়তানের বর্ণ কি? স্বকৃত অধর্ম্মের মুখ কি সয়তান অপেক্ষা বিকটাকার নহে? (সে, নি, ১৭০।৭১ পৃ)

২। সয়তান যেরূপ অপদার্থ, শমন বা মৃত্যুও

তেমনি অপদার্থ, কোন বস্তু নহে। মৃত্যু ঈশ্বরেচ্ছার সঙ্গে মানবীয় ইচ্ছার বিরোধ।

"* * * শমন ব্যক্তি নহে, শমন পুরুষ নহে, যম নাই, যমালয় নাই। এ সকল মনুষ্যচিত্তের কল্পনা। ভয়ে লোকে যমরূপ সংগঠন করিল। ঈশ্বরের অনিচ্ছাই যম, উহার অপর নাম সয়তান। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া মানুষ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, এই মৃত্যুই যম শমন ও সয়তান নামে আখ্যাত, ইহারই ভয়ে সকলে কম্পিত। শমন আর কিছু নহে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধ, তাঁহার ইচ্ছা লঙ্ঘনে মৃত্যু। মনের ভিতরে যথার্থ যমালয়। যম অগ্নিতে দগ্ধ করিবে, শরীর খণ্ড খণ্ড করিবে, শয্যা অগ্নিময় করিবে, ভীষণ জন্তুসকল দংশন করিবে, এ সকল আর কল্পনা করিতে হইবে না। মনের ভিতরে যাও দেখিবে যমের বিকট মূর্ত্তি।" (২৩ সং ১৭৮।৭৯ পৃ)। "হে ব্রাহ্ম, তুমি মৃত্যুকে ভয়ানক দানব মনে করিয়া ভয় করিও না। মরণ কি কোন পদার্থ হইতে পারে? মরণ নামে কোন বস্তু নাই; মরণ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, ইহা অপদার্থ। শমনের হস্ত হইতে মৃত্যুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায় মৃত্যুঞ্জয়নাম সাধন।" (১৮২ পৃ)।

৩। আমিই আমার পাপের হেতু, পাপের হেতু আমার বাহিরে নহে।

"আমার অন্তরের আসক্তিই আমার সর্ব্বনাশের মূল। কি পুত্র, কি স্ত্রী, কি কন্যা কাহারও অপরাধ নাই। আমার আসক্তিই আমার ধর্ম্মপথের কণ্টক। ধনেতে অপবিত্রতা নাই, স্ত্রী পুত্র কন্যাতেও অপবিত্রতা নাই, বহির্জগতেও অপবিত্রতা নাই। মায়া বল, ক্রোধ বল, লোভ বল, সকলই আমার অন্তরে। বাহিরে আমার কোন শত্রু নাই, সমুদায় শত্রু অন্তরেই বিদ্যমান। জগৎ এবং ধন ও পরীবার সকলেই রেহাই পাইল। আমি কেন কামী হই, আমি কেন লোভী হই? যাহাকে দেখিয়া আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়, তাহার মধ্যেও কোন প্রকার ক্রোধের কারণ নাই। আমিই কল্পনা দ্বারা ক্রোধের উপযোগী একটি দৈত্য নির্ম্মাণ করি, এবং আপনার হস্তনির্ম্মিত সেই দৈত্যকে নিজের প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তখন ভাইকে ভুলিয়া যাই।" "অর্থের দোষ নাই। আমার নিজের দোষেই স্বর্ণ রৌপ্য বিষময় হয়। আমি মনে মনে টাকাকে স্বার্থ সাধনের উপায় বলিয়া চিন্তা করি; সেই চিন্তা অনুসারেই টাকা আমার ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক হয়। অতএব সেই কল্পনার টাকাই আমার শত্রু। বস্তুতঃ কি ধন, কি স্ত্রী, কি পুত্র, কি কন্যা, এসকল আমাদের শত্রু নহে। আমাদের নিজের কল্পিত পুত্র কন্যাই আমাদিগকে সত্য হইতে বঞ্চিত করে। জগৎ নিরপরাধী, মানুষ আপনি আপনার শত্রু।" [আ, উ, ধর্ম্মতত্ত্ব ১৬ শ্রাবণ ১৭৯৩ শক।]

৪। পাপ অশক্তি, পুণ্য বল। পাপ আমাদিগের, পুণ্য ঈশ্বরের।

"পুণ্যাভ্যাসের আর একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, ইহা পাপাভ্যাস হইতে অসংখ্যগুণে প্রবল। কেন না পাপাভ্যাসের যে বল, তাহা তোমাদের নিজের দুর্ব্বলতার ফল, কিন্তু পুণ্যাভ্যাসের মধ্যে যে বল, তাহা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি। যেমন ছায়া অপেক্ষা বস্তুর এবং অসত্য অপেক্ষা সত্যের বল অধিক, সেইরূপ পাপ অপেক্ষা পুণ্যের বল অধিক। কেন না পাপে মৃত্যু এবং পুণ্যেতেই আত্মার যথার্থ জীবন। ঈশ্বরের বল জীবন্ত বল, যিনি সেই বলে বলী, মৃত পাপাভ্যাস আর কিরূপে তাহার উপরে অধিপত্য করিবে?" (আ, উ, ধর্ম্মতত্ত্ব ১ শ্রাবণ, ১৭৯৫ শক)।

৫। পুণ্য অনন্ত, পাপ সীমাবিশিষ্ট। পুণ্য চিরকাল স্থায়ী নহে। পাপ আপনাকে আপনি বিনাশ করে। শান্তি ও আনন্দ মনুষ্যের নিয়তি।

"পাপের অন্ত নাই, ইহার অর্থ ইহা নহে যে অনন্তকাল আমরা পাপ করিতে পারি, কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, অনেক কাল আমরা পাপে উন্মত্ত থাকিতে পারি, কেবল পুণ্যের পথই অনন্ত, পুণ্যের অন্ত নাই, অনন্তকাল পুণ্য করিব, তথাপি ইহার অন্ত হইবে না। ঈশ্বর অনন্তপুণ্যের আধার। কিন্তু ভূলোক কিংবা দ্যুলোকে অসীম পাপ কিংবা অসীম দুঃখের সাগর নাই। তবে যে অনন্ত পাপ এবং অনন্ত নরকের কথা শুনিতে পাই, এ সকল কল্পনার কথা। অনন্ত পুণ্য একটি পদার্থ আছে, তাহা হইতে চির কাল পুণ্যের আলোক বাহির হইতেছে। অসীম পাপ পূর্ব্বেও ছিল না, এবং কোন কালেও আসিবে না। কোন মনুষ্য অসীম পাপের আধার ছিল, আছে, কিংবা কখনও থাকিবে, ইহা মানিতে পারি না। মনুষ্য যতই কেন গভীর হইতে গভীরতর কলঙ্কে কলঙ্কিত হউক না, এক দিন তাহার অপরাধ নিশ্চয়ই সীমা প্রাপ্ত হইবে।" "প্রেমপুণ্যের আদর্শ অনন্ত। যদি ইহা প্রতিবাদ করিবার জন্য তোমরা এই কথা বল যে, দেখ অমুক ব্রাহ্মের প্রেম শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, অমুকের পুণ্য উৎসাহ নির্ব্বাণ হইতেছে, এ কথা মানিব না। কেন না যদি কাহারও উৎসাহ প্রেমের অন্ত হইয়া থাকে, তাহা কদাচ ঈশ্বরসম্ভূত নহে। যেখান হইতে যাহা আসে, সেখানে তাহা যাইবেই যাইবে। ঈশ্বর হইতে যাহা নিঃসৃত হয়, তাহা যাঁহার চরণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, অনন্তকাল তাঁহারই দিকে যাইবে। এই জন্য সকল সাধুভাব ঈশ্বরের দিকে যাইবে। পাপ করিলে পাপের শেষ আছে, কিন্তু পুণ্যের শেষ নাই। রাশি রাশি পাপ করিয়া অসংখ্য দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়াছি, কিন্তু চিরকাল কাঁদিবার জন্য মনুষ্যের

সৃষ্টি হয় নাই। অনন্তকাল মনুষ্য হাসিবে, অনন্তকাল মনুষ্য প্রফুল্ল হইবে, এই জন্য তিনি তাহাকে সৃজন করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে অশান্তির দিকে নিশ্চয় সীমা আছে, কিন্তু শান্তির দিকে অন্ত নাই।" "ঈশ্বর যে প্রকার প্রকৃতি মনুষ্যকে দিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে দেখিবে, তাহার প্রত্যেক পাপ যন্ত্রণার ভিতরে মৃত্যুর বীজ রাখিয়া দিয়াছেন। পাপ জন্মে মৃত্যুর জন্য কিন্তু পুণ্য উঠে চিরকাল বাঁচিবার জন্য। পুণ্যের ভিতর অনন্ত জীবন, পাপের ভিতর মৃত্যু, পুণ্যের চিরকাল, অনন্তকাল উন্নতি হইবে।" "পাপকে ঈশ্বর অমর করিয়া সৃজন করেন নাই। আমাদের ক্ষমতা আছে আমরা পাপকে বধ করিতে পারি। যাঁহারা মনে করেন পাপের জন্য অনন্ত নরক যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, তাঁহারা জানে না যে পাপের ভিতর মৃত্যুর বীজ রহিয়াছে।" (আ,উ, ১৬ শ্রাবণ ১৭৯৬ শক)।

নিত্যবস্তু জন্য প্রার্থনা।

কোন মহিলা কর্ত্তৃক।

হে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় কর্ত্তা, হে যোগীর জীবন, হে অক্ষয় ধন, তুমি আমাকে সৃষ্টির তত্ত্ব বুঝাইয়া দেও। মাতঃ, এ পৃথিবীতে যত কিছু বস্তু দেখি, তাহা ক্ষয়শীল ও পরিবর্ত্তনশীল। তবে তোমার কাছে এই প্রার্থনা করি, যাহার ক্ষয় নাই তাই আমাকে দাও। মা, জড় জগতের সকলেরই ক্ষয় আছে। যেমন, মাতঃ, সুন্দর সুদৃশ্য সূর্য্য প্রভাত কালে গগনে উঠে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় প্রখর কিরণ বিস্তার করে, দিগ্‌দেশ সমস্তকে আপনার তেজে উত্তপ্ত করে, কে বা ভাবে তখন যে এই সূর্য্য চলিয়া যাইবে, রজনীর অন্ধকার সহিতে হইবে; মা, তেমনি প্রতিপদের চন্দ্র আকাশে দেখা দিয়া পূর্ণিমার চন্দ্রে পরিণত হয়, আবার ক্রমে ক্ষয় পাইয়া অমাবস্যা আসে। পূর্ণিমার পরে একেবারে অমাবস্যা আসে না, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পাইয়া হয়। মা, তেমনি নবজাত শিশু মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়, পরে বৃদ্ধি পায়, ক্রমে যৌবনের বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রকাশ করে, ক্রমে বার্দ্ধক্যে ক্ষয় হয়। একটি ক্ষুদ্র বীজ মাটিতে পড়িয়া ক্রমে চারা, পরে গাছ হইয়া ফুলে সুশোভিত হইয়া কত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, মানবকে অমৃতময় ফল দিয়া তৃপ্ত করে, ক্রমে উহাও বিনাশ পায়। হে মাতঃ, এই প্রকারে যত পৃথিবীর বস্তু সকলেরই ক্ষয় আছে। হে অক্ষয় অভয় ঈশ্বর, আমি চাই যে দ্রব্যের ক্ষয় নাই তাই দাও। মাতঃ, তুমি ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তিনে এক কর। মা, তুমি সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়েতে এই সকল করিতেছ। মা, তুমি আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ কর। পিতা পবিত্রাত্মা পুত্র এই তিনের বিনাশ নাই আমাকে তাই দাও। পিতা পবিত্রাত্মা আমার আত্মাতে এক কর যে আমি পুত্রের সঙ্গে এক হই, মা তোমার চরণে এই নিবেদন।

ধর্ম্মসাধনায় কপটতা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

দ্বিতীয়তঃ বস্ত্রসম্বন্ধে কপটতা। কপট ধর্ম্মসাধকের কম্বলবিশেষ পরিধান করা, মলিন খর্ব্ব ছিন্ন বস্ত্র ধারণ করা, তাহাতে লোকে বৈরাগ্যাশ্রিত বলিয়া মনে করে; অথবা সোফী নামক ভক্ত সম্প্রদায়ের ন্যায় নমাজের আসন, নীলাক্ত বস্ত্র ও খের্কা ধারণ করা তাহাতে লোকে সোফী বলিয়া মনে করে, অথচ সোফীর ভাব কিছুই নাই, কিংবা অজু করিতে উদ্যত নয়, অথচ ইজার ও আস্তিন গুটাইয়া প্রদর্শন করা হয় যেন অজু করিয়া নমাজ পড়িতে উদ্যত; এবং ধর্ম্মব্যবস্থাপক কাজি ও পণ্ডিতদিগের পরিচ্ছদ ধারণ করা হয় তাহাতে লোকে মনে করে যে ইনি এক জন মহাজ্ঞানী অথচ জ্ঞানী নহে। কপট ধর্ম্মসাধকেরা বিবিধ বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকে। এক সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্য সর্ব্বদা জীর্ণ শীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে। যদি কেহ তাহাকে উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতে অনুরোধ করে, তাহা পরিতে যেন তাহার প্রাণ যায় এরূপ তাহার কষ্ট বোধ হয়। তখন লোকে বলে ইনি বড়ই সংসারবিরাগী হইয়াছেন। এ দিকে কপটী রাজা ও ধনী বড় মানুষদিগেরও মন আকর্ষণ করিতে চাহে এবং সাধারণ লোকেরও শ্রদ্ধা পাইতে চাহে। সে যদি জীর্ণ বস্ত্র পরে রাজা ও ধনীর চক্ষে নীচ ও নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে, আবার যদি পরিচ্ছদের আড়ম্বর করে তাহা হইলে সাধারণের দৃষ্টিতে হেয় হইবে। এজন্য সে সূক্ষ্ম সোক (বৈরাগ্য বস্ত্র বিশেষ) ও মূল্যবান্ বস্ত্রের খের্কা পরিধান করিতে যত্ন পায়। যেন তাহা দৃশ্যে ধার্ম্মিকদিগের বস্ত্র সদৃশ হয় ও সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে এবং তাহার মূল্য ধনীদিগের পরিচ্ছদের অনুরূপ হইয়া তাহা রাজার ও ধনীরও অবজ্ঞার বিষয় না হয়। যদি তুমি কপট সাধককে বল তুমি ধনীদিগের পরিচ্ছদ বিশেষ পরিধান কর, সেই পরিচ্ছদ যদি খের্কার মূল্য অপেক্ষাও অল্প মূল্য হয় তথাপি সে তাহা পরিধান করিতে কিছুতেই সম্মত হইবে না, তাহা পরিতে যেন তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। কেন না সে ভয় পায় লোকে বা মনে করে যে তাহার বৈরাগ্যে বিরাগ জন্মিয়াছে। উহা সে সহ্য করিতে পারে না। সেই নির্ব্বোধ প্রকাশ্যে তাহা পরিতে পারে না। কিন্তু গোপনে গৃহে

পরিধান করিতে সক্ষম। সে জানে না যে ইহা দ্বারা সে মনুষ্য পূজা করিয়া থাকে, কিন্তু জানিলেও সঙ্কিত হয় না।

তৃতীয়তঃ বাক্যসম্বন্ধে কপটতা। কপট অবিশ্রান্ত, অধর ওষ্ঠ নাড়ে,তাহাতে লোকে মনে করে প্রভুর নাম জপে তাহার বিরাম নাই। হইতে পারে কোন নাম উচ্চারণ করিতেছে, কিন্তু যদি নাম মনে মনে বলে এবং অধরোষ্ঠের স্পন্দন না করে, তাহা পারে না। কেন না সে ভয় পায়, সে যে নাম জপ করিতেছে পাছে বা লোকে না জানে, পরন্তু সে লোকের নিকটে যেরূপ নাম জপ করে, নির্জনে করে না। সে সোফীদিগের অনেক বচন মুখস্থ করিয়া রাখে ও তাহা বলে, তাহাতে লোকে মনে করে তত্ত্বশাস্ত্র উত্তম অবগত আছে। অথবা সে অনুক্ষণ মস্তক অবনত করিয়া থাকে ও মস্তক সঞ্চালন করে, তাহাতে লোকে মনে করে যে ইনি ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়াছেন। কিংবা ধর্ম্মেতে লোকের ঔদাসিন্যের জন্য শোক প্রকাশ করে অথবা নানা উপন্যাস শ্লোক বচন স্মরণ করিয়া রাখে ও বলে, তাহাতে লোকে মনে করে ইহার গভীর বিদ্যা, ও বহু ধর্ম্মাচার্য্য দর্শন করিয়াছেন, এবং বহু দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন।

ক্রমশঃ।

কমলকুটীর।

বুধবার, ৩ রা ভাদ্র ১৮০২ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী সাধক, মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। যোগতত্ত্ব, সারতত্ত্ব, জীবের পক্ষে হিতকর মোক্ষপথ, আরামের হেতু, বিশুদ্ধির উপায়। পাত্র, দেশ, কাল। প্রথমে পাত্র স্থির হইল, কে যোগ সাধন করিবে। দ্বিতীয় স্থান স্থির হইল, তৃতীয় কখন কোন সময়ে যোগ সাধন করিবে স্থির হইল। বিশ্ব মধ্যে বিবিধ স্থান আছে, সাধক সে সকল মনোনীত করিও না. আকাশ এক মাত্র স্থান। কিন্তু এই আকাশপ্রদেশে বসিবে কখন? সকল স্থান যদি অনুকূল না হয়, সকল সময়ও অনুকূল নহে। একটি বিশেষ স্থান যেমন আবশ্যক, একটি বিশেষ সময় নিরূপণ করাও তেমনি আবশ্যক। কাল নিরূপণ হইলে দেশ কাল-পাত্র সকলই স্থির হইল। কোন্ কাল তোমার ভাল লাগে? কোন্ সময় তোমার পক্ষে অনুকূল? পাখা বিস্তার করিয়া আকাশে উড়িবে। উড়িবে সঙ্কল্প করিলে, সময় পাইলে না। উড়িবার সময় না প্রাতঃকাল না মধ্যাহ্ন, না অপরাহ্ণ। পাখী উড়িবার জন্য উন্মুখ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিল, সংসারীকে আদেশ করিল, কর্ম্মকর, পরিশ্রম কর। ঘণ্টা পাখীকে উপদেশ দিল না, পাখীর সম্পর্কে ঘড়ী বাজিল না। দিন বাড়িল, দিন কমিল, পাখী বলিল আমাকে ডাকে না কেন? সংসারী সঙ্কেত বুঝিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে গেল আসিল। তাহাদের পরিশ্রম বিশ্রামের সময় হইল। যখন দিবস, যোগীর রাত্রি। পৃথিবী ব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। ১২ ঘণ্টা ঢং ঢং বাজিল, তার সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ী নাচিল। ঘড়ী বাজে ঢং ঢং, বিষয়ীর টাকা বাজে টং টং। যোগী জানিল না, কর্ণপাত করিল না। যখন সূর্য্য চলিয়া গেল, বলিয়া গেল, যোগীকে সংবাদ দিও আমি চলিলাম, অন্ধকার না হইলে যোগী জাগিবে না। যোগী জাগিবে নিশীথে। যখন বিষয়ী আপনার তানপুরা ছাড়িল, যোগী আপনার তানপুরা ধরিল। যখন ভোগীদিগের রথ আরোহীদিগকে সংসারে নামাইয়া দিল, তখন যোগীদিগের রথ নামিল। এখন আকাশে উড়িবে ঘোড়া। যখন বিষয়ীর প্রদীপ নিবিল, যোগীর প্রদীপ জ্বলিল, তখন যোগ জীবন আরম্ভ হইল। এখন সন্ধ্যা। যোগীর নিকট যখন ঘোরা যামিনী সমুদায় বস্তু কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করিল, তখন যোগী পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন ভালরূপে জাগিলেন। এক হুঙ্কার। অন্ধকার যত ক্ষণ না আসিবে, তত ক্ষণ যোগীর ভাল লাগিল না। চক্ষু খুলিয়া বিনশ্বর বস্তু দেখিব? কিছু নাই যখন তখন তাঁর আনন্দ। তাঁর বন্ধুর হাতে চাবি। যখন তখন খুলিতে পার না। তাঁহার বন্ধুর নাম কি? অন্ধকার। যোগীর সহায় সহচর অন্ধকার। যোগী দ্বারে গালে হস্ত দিয়া বসিয়া আছেন, কখন আসিবে অন্ধকার। কেমন অন্ধকার? ঘন অন্ধকার আভাস নহে। অন্ধকার আসিয়া সমুদায় ঢাকিবে যখন তখন যোগীর সময়। ঈশ্বর অন্ধকা-রের হাতে চাবি দিলেন কেন? বাহিরের চক্ষু যত ক্ষণ দেখিবে, মনের চক্ষু খুলিবে না। এই চক্ষু বন্ধ কর, ঐ চক্ষু খুলিবে। দুই চক্ষু এক সময়ে খোলা থাকে না। জীবের জীবন কি আশ্চর্য্য ফল!! যোগ ধর্ম্মের চাবি তাঁহার হস্তে আসিবে না? দিবসে কি যোগ হয় না? রজনীর অন্ধকার না হইলে হইবে না? যোগের সমস্ত প্রস্তুত, তোমার চক্ষু দেখিল সংসার পরীবার ধন মান। ধর্ম্ম কীর্ত্তি যদি দেখে তথাপি নয়। পরহিতের জন্য যে সকল কীর্ত্তি করিয়াছে, তাহা স্মরণে আসিলেও নয়। কোন জড় যদি চক্ষুকে আকর্ষণ করে, যোগেশ্বর তোমার যোগ চক্ষু আকর্ষণ করিবেন না। ফুঁদিয়া সমুদায় প্রদীপ নিবাও। সমুদায় নির্ব্বাণ কর। নির্ব্বাণ হইল। অন্যে দেখুক তোমার সম্বন্ধে সব নিবিল। তোমার চক্ষুদ্বয় বন্ধ কর। কিছুতে মন আকৃষ্ট হয় না তখন দেশ কাল মিলিল। যেমন আকাশ তোমার আসন, অন্ধকার তোমার কাল। কালে তোমার কাল। আকাশ তোমার আবাস। ঘোরা রজনীতে যোগ সিঁড়ী দিয়া জীব আকাশে উঠিবে। হস্ত প্রসারণ কর বস্তু নাই। কালতে কাল মিশিল। লৌহ কাল, আকাশ কাল, অন্ধকার কাল। বিজ্ঞানবিহীন লোক বলে দিবসে তারা দেখা যায় না। মূঢ় জীব, তুমি কেমন করিয়া দেখিবে তাঁহাকে, অন্ধ-

কার ভিন্ন যাঁহার প্রকাশ নাই। কোটি কোটি তারা, তারা ভরা আকাশ, সূর্য্য তারাদিগকে ঢাকিল। যার নাম প্রকাশ সে করিল অপ্রকাশ। সূর্য্যগ্রহণ হউক, তারা দেখিবে। সুধা সুপ্ত হউক, তারামালা দেখা দিবে। যত ক্ষণ প্রকাণ্ড মশাল জ্বলিতেছিল তারা দল দেখা যায় নাই। পৃথিবীর দৃষ্টান্ত দিতেছি। পৃথিবী বলিতেছেন, আমি যত ক্ষণ প্রকাশ, স্বর্গ তত ক্ষণ অপ্রকাশ। আমি যখন অপ্রকাশ, নভোমণ্ডল প্রকাশ। পৃথিবী তুমি তোমার বিকৃত মুখ ঢাক, স্বর্গের মুখ প্রকাশ হইবে। পৃথিবীর মুখ ঢাকা পড়িবে, যোগের পৃথিবী প্রকাশিত হইবে; ব্রহ্মজ্যোতি, যোগীদিগের জ্যোতি প্রকাশিত হইবে। সংসারের সমস্ত বন্ধ হইল, বাহিরের দোকান বন্ধ হইল, ভিতরের সহস্রাধিক চক্ষু প্রকাশিত হইল। দুই জন আসিলেন বড় বড় ঝাঁটা লইয়া। এই অনন্ত ঘন আকাশ, আর এক অন্ধকার ঝাঁটা দিয়া সমুদায় বস্তু ফেলিয়া দিলেন। তোমার বন্ধু অন্ধকার। কোন্ অন্ধকার, যে অন্ধকারকে বিষয়ী ভয় করে, যে অন্ধকারে চোরে চুরী করে, যে অন্ধকারে কত পাপী পাপ করে, যে অন্ধকার যন্ত্রণা, যে অন্ধকারে পড়িলে মানব আপনাকে অসহায় মনে করে, যে অন্ধকারে মানব নিদ্রাভিভূত হয়, যে অন্ধকার এক অনুকরণ যমালয়ে লইয়া যাইবার, সেই অন্ধকার তোমার বন্ধু। যে অন্ধকারকে মানব ঘৃণা করে, ভয় করে, সেই অন্ধকারকে তুমি অভ্যর্থনা করিবে। সংসারী প্রদীপ জ্বালিল, তুমি প্রদীপ নিবাইলে। সংসারী চক্ষু খোলে পাছে বিপদ হয় বলিয়া, তুমি চক্ষু বন্ধ করিবে। চক্ষু বন্ধ করা, যোগীদের, তোমার পক্ষে আবশ্যক। কিঞ্চিৎ আলোক যদি দেখিতে পাও সেখানে হইবে না। অনুকূল সময় অন্ধকার। ভগবানের সঙ্গে দেখা করিবার যোগীদের সঙ্গে পরিচয় করিবার সময় অন্ধকার। অতএব অন্ধকারকে অবহেলা করিও না। যাই ঘর অন্ধকার হইল, ঐ আমার বন্ধু স্বর্গের চাবি লইয়া ডাকিতেছেন। চুপি চুপি অন্ধকার মনুষ্যকে ডাকেন। নিঃশব্দে ঘোর অন্ধকার আসিলেন, অত্যন্ত আস্তে আস্তে ডাকিতেছেন, যোগেশ্বর পুত্র, উত্থিত হও, আকাশে যাইবার রথ প্রস্তুত। যোগপুত্র, পবিত্র নিমন্ত্রণে আহূত। ভয়ানক অন্ধকার পৃথিবীকে গ্রাস করিয়াছে, যোগী জাগিয়া দেখিলেন জননী সেখানে। সুপ্তোত্থিত যোগী আস্তে আস্তে উঠিয়া গহনবনের দিকে চলিলেন। তোমার মন এখন কোথায় যাইবে? আকাশকাননে। রাত্রিতে বিদায় লইবে। লোকে দেখিবে যে তুমি যোগী হও নাই। তোমার গতি রাত্রিতে। রাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিলে লোক তাই দেখিল, কখন যোগ করিলে দেখিতে পাইল না। এইরূপ কপট ভাবে যোগ সাধন কর। তোমার যোগ বাড়িবে, অন্যে জানিবে কি। গভীর নিশীথ সময় ঘোরান্ধকার মধ্যে বসিয়া আছ। দেশ কাল পাত্রের মিলন হইল। যোগেশ্বর যোগেশ্বরী দেখা দিলেন। যোগেশ্বরের মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময়ী, কালমেঘের চারিদিকে সূর্য্যরশ্মি যেমন। ক্রমে এই রশ্মি বাড়িবে। অন্ধকার যখন জ্যোতি খাবে—চাঁদ গিলিবে, আরম্ভ কর। কেবল অন্ধকার মধ্যে ব্রহ্মধ্যান কর, প্রকাণ্ড কালবস্ত্রে জ্যোতির পাইড় দেখিতে পাইবে। তুমি অন্ধকারের ভিতর ডুবিয়া চাঁদকে হাতে লইয়া বাহির হইলে। ভগবান্ চন্দ্র অন্ধকারের ভিতর প্রকাশিত। যখন যোগনয়নে যোগেশচন্দ্রকে দেখিবে আর কি সংসারে ফিরিবে? রূপমাধুর্য্য পান কর, একেবারে মুগ্ধ হইবে। এই উৎকৃষ্ট যোগ পথ কিছুতেই ছাড়িবে না।

ব্রহ্মযোগোপনিষৎ।

যোগতত্ত্বং সারতত্ত্বং হিতং মোক্ষপথং শৃণু।
হেতুং শান্তেশ্চ শুদ্ধেশ্চ যোগার্থিন্ সুসমাহিতঃ॥ ১॥
পবিত্রং দেশস্তথা কালোনির্ণীতে হ্যাদমে পুনঃ।
কস্মিন্ কালে কদাচৈতন্নির্ণেয়ন্ত্বাত্মপাস্থিতম্॥ ২॥
কদাপ্তরাসদেশেহস্মিন্নাসীনস্ত্বং ভবিষ্যসি।
স্থানং সম্যং নানুকূলং চেৎ কালোহপি তথা ভবেৎ॥৩॥
বিশেষঃ কাল আলম্ব্যঃ স্থানবত্তন্নিরূপণম্।
অতঃ কর্ত্তব্যমস্যাংশং কং পুনস্ত্বা সমাশ্রয়েৎ॥ ৪॥
প্রাতর্দ্বি প্রহরঃ সায়ং বিষয়োধবৈষিণাম্।
স তুলং যোগিনং কালঃ সোহয়ং কস্মান্ন যোক্ষ্যতে॥ ৫॥
ঘণ্টাধ্বনিরভূৎ কালবাক্সকো বহুশঃ স তু।
নাযমংস্ত চোৎপাতিতুং গতস্তঃ প্রতি নিষ্ফলঃ॥ ৬॥
সংসারিণঃ কর্ম্মক্ষেত্রে গতাস্তে পুনরাগতাঃ।
দিবসো বঞ্চিতো হ্রাসং প্রাপ্তো দৃষ্টো শ্রমাশ্রমৌ॥ ৭॥
সন্ধ্যে জাগ্রতি যোগী ন জাগর্ত্তি বিষয়ৈষিণঃ।
নৃত্যন্তি ধ্যানিনা তেন ধনধ্বনিবিমোহিতাঃ॥ ৮॥
কর্ণপাতং ন কৃতবান্ স যোগী দিবসাত্যয়ে।
অস্তংগামী দিনকরো বার্ত্তাং তং দত্তবান্ স্বয়ম্॥ ৯॥
ঘোরান্ধকারসংছন্নে নিশীথে শয়নোত্থিতঃ।
যোগী বীণাং বাদয়তে স্তব্ধা সা সংস্তুতো যদা॥ ১০॥
ভোগিনো রথবিশ্রামো যোগিনো রথ জানতঃ।
বাজিনো হি নভস্তূর্ণং বিগাহন্তে তদন্বিতাঃ॥ ১১॥
একতো দীপনির্ব্বাণস্তৎপ্রজ্বলনমন্যতঃ।
তদা হি জীবনারম্ভো যোগিনো যোগজীবিনঃ॥ ১২॥
সন্ধ্যেয়ং কৃষ্ণবর্ণেন বস্ত্রেণেয়ং বসুন্ধরা।
আবৃতা রাত্রিরূপেণ পার্শ্বং স পর্য্যবর্ত্তয়ৎ॥ ১৩॥
অন্ধকারং বিনা তস্য নান্যতঃ সুখমেধতে।
পশ্যামি নশ্বরং বস্তু নয়নোন্মীলনেন কিম্॥ ১৪॥
কুঞ্চিকা হস্তসংলগ্না যদা কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে।
সহচরো হন্ধকারোহয়ং সহায়ো বন্ধুরস্য চ॥ ১৫॥

কুঞ্চিকাস্তৎকরে প্রাপ্তাৎ কথং বিশ্বেশ্বরঃ শৃণু।
নাক্ষশ্চক্ষুর্নিমীলেত্তে যাবদ্দৃষ্টির্বহিঃস্থিতা ॥ ১৬ ॥
যোগঃ কিং দিবসে ন স্যাৎ কিং প্রার্থ্যা তামসী নিশা।
সর্ব্বস্মিন্ননুকূলেঽপি ন ভবেন্নাঽদৃগ্ যদি ॥ ১৭ ॥
অতঃ ফুৎকৃতিদানেন দীপং নির্ব্বাপয়াগতঃ।
সর্ব্বসম্পর্কনির্ব্বাণো ভবত্বক্ষি নিমীলিতম্ ॥ ১৮ ॥
আকাশমাসনং কালো ঘোরান্ধকার এব হি।
যোগসোপানযোগেন সপ্তমাকাশগো ভব ॥ ১৯ ॥
কালঃ কালো নভঃ কালঃ লোহঃ কালঃ সদৃক্ত্বয়া।
সর্ব্বে সংমিলিতা হ্যত্র কালোঽয়ং কৌতুকাবহঃ ॥ ২০ ॥
দিবা ন তারকা মূর্খা বদন্তি গ্রহণে সতি।
দৃশ্যন্তে দিবি তাস্তদ্বৎ যোগেনেহ ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥
পৃথিবী দৃশ্যতে যাবৎ স্বর্গস্তাবন্ন ভাসতে।
সংছন্নে তমসা খে যোগপৃথ্বী ভাতি সমুজ্জ্বলা ॥ ২২ ॥
সহস্রাধিকচক্ষুংষি তদা ভাস্ত্যপসারিতা।
আকাশেনান্ধকারেণ মার্জ্জন্যা বস্তুসংহতঃ ॥ ২৩ ॥
সংসারিণাং ভয়ং যস্মাৎ পাপক পাপচারিণাম্।
তং বন্ধুস্তব জানীহি মৃত্যোরনুকৃতির্হি যা ॥ ২৪ ॥
তমভ্যর্থয় যং সর্ব্বে নিন্দন্তি মহতী বিপৎ।
আলোকদর্শনে যোগে নিমীল নেত্রযুগ্মকম ॥ ২৫ ॥
দ্রষ্টুং তং ভগবন্তং হি যোগিনস্তমুপাশ্রিতাঃ।
ভগবদ্দর্শনং যোগিজনানাং তন্নিবাসিনাম্ ॥ ২৬ ॥
সাক্ষাৎপরিচয়োঽপ্যত্র ত্বং তেনাছুরতে নহু।
স্বর্গদ্বারমপাবৃত্য যোগেশ্বরস্তুতাধুনা ॥ ২৭ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শীঘ্রং ত্বমিতি শব্দায়তে শৃণু।
সুপ্তোত্থিতো ধ্রুবপ্রায়স্তু বদাকাশকাননে ॥ ২৮ ॥
গচ্ছ ত্বং লোকদৃষ্টিস্তু ত্যক্ত্বা নিত্যং সুদূরতঃ।
নিশায়াং গতিরেষা তে কাপট্যং যোগসাধনে ॥ ২৯ ॥
আলস্যোত্তং স্বসম্পত্তেরদৃশ্যত্বং হি সাধয়।
লোকেঽযোগিত্বমেবাঙ্গ প্রসিদ্ধমস্তু তে পুনঃ ॥ ৩০ ॥
মিলনস্ত্বিহ সংজাতং পাত্রেস্য দেশকালয়োঃ
যোগেশ্বরস্য মূর্ত্তিঃ সা চাবির্ভূতা তদন্তরে ॥ ৩১ ॥
ঘনকৃষ্ণো যথা মেঘো রশ্মিরেখাভিবেষ্টিতঃ।
আদৌ জ্যোতিঃপ্রকাশেন তথা সংদৃশ্যতে তমঃ ॥ ৩২ ॥
চন্দ্রং গ্রসতি ঘোরান্ধকারো জ্যোতির্গ্রসত্যসৌ।
যদা তস্মাত্তমসোব যোগাৎস্তোহি যোগিনঃ ॥ ৩৩ ॥
ধ্যায়েন্নিষ্ক স্বর্ণবর্ণং কৃষ্ণবস্ত্রে যথা পুনঃ।
রেখা জ্যোতির্ম্ময়ী তস্য দৃশ্যতেঽত্র ত্বয়া খলু ॥ ৩৪ ॥
নিমজ্জন্নন্ধকারে ত্বং ভগবন্তং বিধুং যদা।
ধৃতবান্ কিং তদা প্রত্যাবৃত্তৌ স্যান্নু স্পৃহা তব ॥ ৩৫ ॥
পিব ত্বং রূপমাধুর্য্যরসং মুগ্ধো ভবিষ্যসি।
কেনাপি হেতুনা নেদং যোগবর্ত্ম জহীহি ভো ॥ ৩৬ ॥

ইতিশ্রীব্রহ্মযোগোপনিষৎসু যোগশাস্ত্রে কালনিরূপণং নাম তৃতীয়ানুশাসনম্।

নবম অধ্যায়।

অধীনতা এবং আনুগত্য।

স্বেচ্ছাচারী না হইয়া কোন গুরুজনের অধীন হইয়া জীবন ধারণ করা অতি মহৎ অবস্থা। অন্যকে শাসন করা অপেক্ষা নিজে শাসিত হওয়া নিতান্ত নিরাপদ।

কিন্তু অনেকে অনুরাগবিহীন হইয়া কেবল নীচ প্রয়োজন বশতঃ পরের অধীনতা স্বীকার করে; তাহারা আপনার অবস্থায় অসন্তুষ্ট, এবং সহজে মানসিক কষ্ট পায়। যত দিন তাহারা ঈশ্বরপ্রীতির জন্য ইচ্ছা এবং অনুরাগ পূর্ব্বক অধীনতা স্বীকার করিতে অক্ষম থাকে তত দিন তাহারা কোন মতেই মনের স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারে না।

যেখানেই তুমি যাও না কেন এক জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শাসনে না থাকিলে কোন মতেই শান্তি ভোগ করিতে পারিবে না। স্থানপরিবর্ত্তনে সুখী হইবে মনে করিয়া অনেকেই প্রবঞ্চিত হইয়াছে।

(২) ইহা সত্য যে, প্রতিজনেই আগ্রহ পূর্ব্বক সেই কার্য্য সম্পন্ন করে যাহা তাহার রুচিকর, এবং সে সকল বস্তুর প্রতি আসক্ত হয় যাহা তাহার মনের মত।

কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগের মধ্যে আবির্ভূত হইলে আমরা নিশ্চয়ই শান্তির জন্য আমাদিগের মত পরিত্যাগ করিব।

এমন জ্ঞানী কে যে তাবৎ বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারে? অতএব আপনার মতের উপরে অত্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করিও না। কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যান্য লোকের মত ও বিচার শ্রবণ কর।

যদি তোমার চিন্তা ভাল হয় এবং তথাপি ঈশ্বরের অনুরোধে পরের মত অনুসরণ করিবার জন্য যদি তুমি তাহা পরিত্যাগ কর, ইহাতে তোমার কল্যাণ হইবে।

(৩) আমি সর্ব্বদা শুনিয়াছি যে, পরকে পরামর্শ দেওয়া অপেক্ষা পরের পরামর্শ শ্রবণ এবং গ্রহণ করা ভাল।

ইহা ঘটিতে পারে যে এক জনের মত ভাল; কিন্তু সে যদি বিশেষ এবং উপযুক্ত যুক্তি ও কারণ সত্ত্বেও অন্যের মত গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয়, তবে সে অহঙ্কারের অধীন।

দশম অধ্যায়।

অনেক কথা বলা পরিহার্য্য।

যত দূর সাধ্য সংসার কোলাহল হইতে পলায়ন কর; কারণ সরল অভিপ্রায়ের সহিত সংসার কার্য্য সম্পন্ন করিলেও তাহা ধর্ম্মপথে বিঘ্ন জন্মায়।

কারণ আমরা অতি শীঘ্র কলঙ্কিত হই, এবং অসার অসত্যের পদানত হই। বারংবার আমার নীরব থাকিতে ইচ্ছা হয়, যখন অভ্যাস বশতঃ কথা বলিয়া ফেলি; এবং বারংবার আমার একাকী থাকিতে ইচ্ছা হয়, যখন অভ্যাস বশতঃ লোকের সংসর্গে থাকি। আমরা কেন ইচ্ছাপূর্ব্বক

পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করি, যখন আমরা জানি যে বিবেক কলঙ্কিত হইবার পূর্ব্বে আমরা প্রায়ই আলাপ করিতে নিরস্ত হই না।

পরস্পরের সঙ্গে এত আগ্রহ পূর্ব্বক আমাদিগের আলাপ করিবার কারণ এই যে আমরা পরস্পরের নিকটে আরাম এবং সান্ত্বনা প্রত্যাশা করি, এবং তদ্দ্বারা নানা চিন্তায় শ্রান্ত মনকে সুখী করিতে ইচ্ছা করি।

এবং আমরা অত্যন্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল বিষয় আলাপ করি যে সকল বিষয় আমরা অত্যন্ত কামনা করি অথবা ভালবাসি, অথবা যে সকল বিষয় আমরা আমাদিগের বিরুদ্ধ মনে করি।

(২) কিন্তু হায়, আমাদিগের এরূপ আলাপ এবং প্রত্যাশা প্রায়ই বৃথা এবং নিস্ফল হয়; কারণ এইরূপ বাহিরের আরাম আমাদিগকে আন্তরিক ঈশ্বরপ্রদত্ত শান্তি হইতে বঞ্চিত করে।

অতএব বৃথা সময় নষ্ট হইতে না দিয়া আমাদিগের সর্ব্বদা সতর্ক এবং প্রার্থনাশীল হওয়া উচিত। যদি কথা বলা আবশ্যক এবং উচিত হয় তবে যে সকল কথা বলিলে মন সুশিক্ষিত হয় সে সকল কথা বলিবে।

ঈশ্বরের কৃপায় ধর্ম্মজীবনে বর্দ্ধিত হইতে অবহেলা করা এবং কদভ্যাস বৃথা, অনুপযুক্ত আলাপ করিতে অত্যন্ত স্বাধীনতা দান করে।

কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলাপ আমাদিগের আত্মার উন্নতি সাধন করে, বিশেষতঃ যাঁহারা ঈশ্বরেতে একাত্মা এবং একপ্রাণ হইয়াছেন তাঁহাদিগের আলাপ আত্মাকে অত্যন্ত পবিত্র এবং উন্নত করে।

সংবাদ।

নথকুল গাঁয়ে কীর্ত্তনাদি করিয়া প্রচারযাত্রী নৌক না পাইয়া সমুদায় রাত্রি নদীকূলে প্রান্তরে বাস করেন, সে সংবাদ আমরা দিয়াছি। পর দিন কিছু কাল প্রতীক্ষা করিয়া নৌকা না পাইয়া কেহ কেহ পদব্রজে বনগাঁভিমুখে যাত্রা করেন, কেহ কেহ নৌকার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন। পদব্রজে যাঁহারা গমন করেন, তাঁহারা বনগাঁ আসিয় পঁহুছিয়া স্নানাদি অনন্তর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলে অবশিষ্ট যাত্রী নৌকাযোগে আসিয়া পঁহুছেন। বনগাঁয় সায়ংকালে তত্রত্য একজন উকীলের বাসায় সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। রাত্রি দুপ্রহরের পর ট্রেণে খাটুরাগ্রামে সকলে যাত্রা করেন। আমরা পীড়ানিবন্ধন কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হই। পত্রযোগে আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা হইতে এইরূপ সংক্ষেপ বিবরণ নিবদ্ধকরা যাইতে পারে। ৯ চৈত্র শনিবার খাটুরায় প্রাতে প্রচারযাত্রী দল বাড়ী বাড়ী কীর্ত্তন করেন। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ভাই অমৃতলাল বসু এবং বিংশতির অধিক ব্রাহ্ম ভ্রাতা কলিকাতা হইতে গিয়া উপস্থিত হন। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। ১০ ই চৈত্র প্রাতে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, সায়ংকালে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মন্দিরের উপাসনা করেন। অপরাহ্নে নিমন্ত্রিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ দত্তের বাড়ীর অঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন হয় এবং ভাই উমানাথ গুপ্ত ও নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। পরে গ্রামের ভিতর দিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে যাওয়া হয়। ১১ চৈত্র গোবর ডাঙ্গায় সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। প্রায় আটশত লোক উপস্থিত ছিলেন। সঙ্কীর্ত্তন বক্তৃতা ও নৃত্য উৎসাহ ও মত্ততার সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ভাই অমৃতলাল বসু বক্তৃতা করেন, তদনন্তর ভাই উমানাথ গুপ্ত কিছু বলেন। ভাই উমানাথ গুপ্ত রোগপ্রস্ত শরীর লইয়াও অবিশ্রান্ত প্রায় তিন চারি ঘণ্টা সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে নৃত্য করেন। তদনন্তর গোবর ডাঙ্গার জমীদার গৃহে সঙ্কীর্ত্তন হয়, বাড়ী বাড়ী যাওয়া হয়। জমীদারগণ সবান্ধব সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ করেন ও প্রচারযাত্রিগণকে বৈঠকখানায় লইয়া যান, সেখানে সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। ১২ চৈত্র প্রচারযাত্রী যশোহরে যাত্রা করেন, সেখানে গিয়া নিবাসিগণের জাতি যাওয়ার ভয় বশতঃ কোথাও অবস্থিতির স্থান পান না, অগত্যা বাজারে হোটেলে বাস করেন। পরদিন বৃষ্টিনিবন্ধন কোন কার্য্য হয় না। ১৪ চৈত্র সায়ঙ্কালে পাঁচ সাত লোকের সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তনাদি এবং সেখান হইতে প্রকাশ্য বক্তৃতাগৃহে গিয়া ইংরেজী ও বাঙ্গালাতে বক্তৃতা হয়। পর দিন সহস্রাধিক লোকের সম্মুখে বক্তৃতাদির পর সায়ঙ্কালে একজন কালেক্টরীর আমলার গৃহে সঙ্কীর্ত্তন ও পাঠাদি হয়। ১৬ই চৈত্র প্রচারযাত্রিগণ খুলনা উপস্থিত হন। সেখানে বন্ধুগণ সাদরে গ্রহণ করিয়া নিজগৃহে স্থান দেন। সায়ঙ্কালে বাজারে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। পর দিন প্রাতে বাড়ী বাড়ী সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর স্কুল গৃহে ইংরাজী ও বাঙ্গলাতে বক্তৃতা এবং সঙ্কীর্ত্তন, সায়ংকালে উপাসনা হইয়াছিল। ১৮ চৈত্র, তত্রত্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দত্তের গৃহে সঙ্কীর্ত্তন প্রার্থনাদি হয়। সঙ্কীর্ত্তন দিতে খ্রীষ্টীয় বন্ধুগণ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। পরদিন নদীর পরপারে বেলফুল গ্রামে প্রচার যাত্রিগণ নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন, সেখানে সঙ্কীর্ত্তনাদি হয়। ইহাতে তত্রত্য বৈষ্ণবগণ অতি আনন্দের সহিত যোগদান করেন। এই দিবস রজনীতেই ষ্টিমারে আরোহণ করিয়া পর দিন বাগের হাটে গিয়া যাত্রিগণ উপস্থিত হন।

☞ এই পত্রিকা ৭২ অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ৮ সংখ্যা। | ১৬ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩১

প্রার্থনা।

হে হরি, মিথ্যা ও কল্পনার রাজ্য হইতে দূরে লইয়া চল। বাসনা আপনি এক নূতন সংসার সৃজন করে, বাসনাধীন ব্যক্তি নিত্যকাল সেই সংসারে বাস করে এবং ভাবে সে সত্য সংসারে বাস করিতেছে। সহস্রবার চিৎকার করিয়া প্রতিষেধ করিলেও সে নিষেধ শুনে না এবং এই বলিয়া প্রতিবাদ করে, আমি যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাতে অবিশ্বাস করিব? প্রভো, সৃষ্টি মায়া, একথা যদিও সত্য নয়, কিন্তু বাসনাকৃত সৃষ্টি যে মায়া, তাহাতে তো আর কোন সন্দেহ নাই। তোমার বিধানস্থ লোক বলিয়া যে আমরা বাসনাবিহীন হইয়াছি, এ কথাতো বলিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে মানুষ করিয়া সৃজন করিয়াছ এবং বলিয়াছ, মানুষ দেবতা হয় কি প্রকারে তাহাই দেখাইবার জন্য তোদের সৃষ্টি। ঈশা, শাক্য ব্রহ্মসন্ন্যাসী, অথচ সয়তান ও মার তাঁহাদিগকে প্রলোভন দেখাইয়াছিল। যদি তাঁহাদিগের [illegible] সেই সকল প্রলোভনের উদয় না হইত, সংগ্রাম না চলিত এবং পরিশেষে সম্মুখ সমরে শত্রুকে তাঁহারা পরাজয় না করিতেন তাহা হইলে কি আর মানবজীবনের সঙ্গে তাঁহাদিগের সহানুভূতি থাকিত, না সাধারণ মানবগণ তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারিত। তাই বুঝিয়াছি, বিভো, বাসনা আমাদিগের সম্মুখে কুহকের জাল পাতিবে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই জাল ভেদ করিয়া যখন আমরা বাহির হইয়া আসিব, তখন পৃথিবী দেখিবে সত্য ইহাঁরা আমাদিগের ন্যায় প্রলোভনে নিপতিত হইয়াছিলেন, এবং প্রলোভন আমাদিগকে যেমন লাঞ্ছনায় ফেলে, ইহাঁদিগকে তেমনি ফেলিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় ইহাঁরা বাসনাকে ছেদন করিলেন, প্রলোভন হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, ব্রহ্মসন্তানের জয় জগতে দেখাইলেন, আমাদের আশা হইল, সাহস হইল। বৈরাগ্য দীনতা প্রভৃতি মহামেঘে আবৃত চন্দ্রের ন্যায় আচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু যখন মেঘ কাটিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন চন্দ্র যে কখন মেঘে আচ্ছন্ন ছিল তাহার কোন চিহ্ন আর লক্ষিত হইল না। হে দীনজননী, পরীক্ষা আইসে ক্ষতি নাই, কিন্তু আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন পরীক্ষা দেখিয়া ভীত না হই। সর্ব্বাগ্রে শুভাশুভ সর্ব্ববিধ বাসনাকে উড়াইয়া দিয়া যাহাতে সম্যক্ নির্ব্বাণ লাভ করি, এরূপ আশীর্ব্বাদ বিধান কর। সর্ব্বাগ্রে নিবৃত্তিযোগে যোগী কর, প্রভো, যে মায়ার

কুহক আর জীবনে কদাপি সম্ভব হইবে না। তোমার সন্তান শাক্য সব শূন্য করিয়া ফেলিয়া নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইলেন, আমাদিগের সম্বন্ধে কি আর সে বিধি নাই? আমাদিগের ভিতরে এমন কিছু থাকিবে না, যাহা আমাদিগের অন্তর্দৃষ্টিকে অণুমাত্র কলুষিত বা আচ্ছন্ন করিতে পারে। হে নির্ব্বাণজলধি, তুমি নির্ব্বাণ-সাগরে ডুবাইয়া আমাদিগকে নিরত্ত কর, এই তোমার নিকটে ভিক্ষা। সর্ব্বতোনিরত্ত হইয়া আমরা নিয়ত কাল কেবল তোমাতে বাস করিব, তোমাকে দেখিব, তোমা ভিন্ন বিষয় আর কিছু থাকিবে না, এই অভিলাষ পূর্ণ কর।

প্রেমবৈচিত্র্য।

পার্থিব এবং স্বর্গীয় প্রেমে এত ভিন্নতা যে এ দুইকে আমরা কোন কালে এক শ্রেণীতে আনয়ন করিতে পারি না। অথচ লোকের মনে এ দুইয়ের সম্বন্ধে এত কুসংস্কার আছে যে, এই কুসংস্কার অপনয়ন জন্য যত্ন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। স্বর্গীয় প্রেম পৃথিবীতে এত অল্প নয়নগোচর হয় যে এতৎসম্বন্ধে সাধারণ লোকের জ্ঞান থাকা তো সম্ভবেই না, যাঁহারা জীবনে ধর্ম্মাদি অভ্যাস করেন তাঁহারাও ইহার গতি বুঝিতে পারেন না। প্রেম কিন্তু দুই প্রকার নহে। একটি প্রেম, একটি প্রেমাভাস। যাহা প্রেমাভাস, তাহা পার্থিব, যাহা প্রেম তাহাই স্বর্গীয়। আমরা প্রেমাভাস এবং প্রেম এ দুইয়ের তথ্য নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যেখানে প্রেম নাই, সেখানে প্রেমাভাস প্রেমের স্থান অধিকার করে। প্রেমাভাসে চাকচিক্য অধিক, ইহা সহজে লোকের মন হরণ করে। যেখানে বস্তু নাই, সেখানে আড়ম্বরের আধিক্য। পৃথিবীতে এক জন আর এক জনকে ভাল বাসে, সে ভাল বাসার মূলে 'আমি' রহিয়াছে, স্বার্থ রহিয়াছে। অহংমূলক স্বার্থমূলক যে ভালবাসা তাহা কখনও প্রেমপদের বাচ্য হইতে পারে না। অথচ স্বার্থ ও অহমের অনুরোধে ভালবাসার বাহ্য নিদর্শন সকল প্রচুর পরিমাণে প্রদর্শন করিতে এ ব্যক্তি বাধ্য হয়। স্বার্থ ও অহম্ যেখানে লুক্কায়িত থাকে, গূঢ় ভাবে থাকিয়া তদধীন ব্যক্তিকে অন্যকে ভাল বাসিতে নিয়োগ করে, এমন কি তদধীন হইয়া ভালবাসিয়াও সে তাহার প্রভাব বুঝিতে পারে না; সেখানেই প্রেমাভাস মনোহর। কেন না যাহাকে ভালবাসা যায় সে ব্যক্তিও স্বার্থ ও অহমের দুর্গন্ধে উদ্বেজিত হয় না, উভয়ের মধ্যে ভালবাসার বিনিময় বিলক্ষণ চলিতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষা অহম্ বা স্বার্থকে বাহিরে আনয়ন করিতে পারে না, সুতরাং পৃথিবীর লোকের নিকটে এই প্রেমাভাস স্থায়ী প্রেম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। এই মোহ জীবনান্ত পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে ইহা প্রেমাভাস নহে স্বর্গীয় প্রেম, ইহা কখন বলা যাইতে পারে না। স্বার্থ ও অহম্ যত প্রচ্ছন্ন হউক না কেন উহা প্রেমের বিরোধী, যেখানে উহার গন্ধ মাত্র আছে, সেখানে প্রেমের নিবাস অসম্ভব।

পৃথিবীতে ভালবাসাকে সরল ভাষায় মমতা বলিয়া থাকে। মায়া মমতা এ দুই শব্দ এক সময়ে ব্যবহৃত হয়। এদেশ যোগপ্রধান, অসঙ্গ উদাসীনের ধর্ম্ম এদেশের অস্থিগত, তাই এ প্রকার শব্দ ব্যবহারের মূল আমরা মানিলাম, কিন্তু এরূপ ব্যবহারে লোকচরিত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অমুক ব্যক্তি আমার, ইহা বলিয়া সাধারণতঃ প্রীতি ধাবিত হয়। যে ব্যক্তিকে আমার বলিতে পারি না, তাহার প্রতি কি কখন প্রীতি যায়? এ আমার, এ আমার নহে, এতন্মূলক প্রীতি বা অপ্রীতিই মমতা। আমার আমার বলিতে

বলিতে এমনি একটি মোহ আসিয়া মনকে আচ্ছাদন করে যে, যাহাকে আমার আমার বলিতেছি তৎসম্বন্ধে একটী অন্ধতা উপস্থিত হয়। সাধারণ মনুষ্য আপনার দোষ যেমন আপনি দেখিতে পায় না তেমনি যাহার প্রতি মমতাবন্ধনে বদ্ধ এবং তজ্জনিত মোহে আচ্ছন্ন, তাহারও দোষ দেখিতে অসমর্থ হয়। আপনার সুস্পষ্ট দোষ বুঝিতে পারিয়াও যেমন সে তাহাকে লঘু বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তেমনি মমতাপাত্র সকলের দোষও সে গুরুতর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। এইরূপে মমতার আকারে স্ত্রীপুত্র আত্মীয় স্বজনে অহম্ আপনাকে বিস্তৃত করিয়া ফেলে। মমতা মায়া যেখানে, স্বর্গীয় প্রেম সেখানে বাস করে না, কেন না প্রেমের নিকটে অহমের গন্ধ অসহ্য।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে অনায়াসে বুঝা যাইতেছে, পৃথিবীতে স্বর্গীয় প্রেমের অভিনয়ের বড়ই অভাব। যথার্থ প্রেমিক দু চারি জন স্বর্গ হইতে সময়ে সময়ে আসিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বর্গীয় প্রেম পৃথিবীকে দেখাইয়া যান, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীর তাদৃশ প্রেম অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই, কৃত্রিম প্রেম দেখিতে দেখিতে তাহার এমনই বিকৃত দৃষ্টি হইয়াছে যে সে এই সকল প্রেমিকের প্রেম কিছুতেই বুঝিতে পারে না, অনেক সময়ে তাঁহাদিগের উপরে নিষ্ঠুরতার অপবাদ আনয়ন করিয়া থাকে। এরূপ অপবাদ আনয়ন করিবার হেতু কি? হেতু এই যে যথার্থ প্রেমিক ব্যক্তি প্রেমে এমনই অভিভূত যে, তিনি যাহাদিগকে প্রেম করেন, তাহাদিগকে প্রেমের বাহ্য নিদর্শন দেখাইবার আর অবকাশ পান না। সদা প্রেমে অভিভূত যাঁহার চিত্ত, তিনি আর আমাকে প্রেম দেখাইতে হইবে এরূপ বুদ্ধি চাতুর্য্য অনুসরণ করিবেন কি প্রকারে? যাই এক জন বুদ্ধি চাতুর্য্য আশ্রয় করিতে পারে, অমনি প্রেম অন্তর্হিত হইয়া প্রেমাভাসের অধিকার আইসে। যোগাচার্য্য আত্মপ্রেমসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, যথার্থ প্রেমসম্বন্ধে চির কাল তাহাই প্রকৃত লক্ষণ।

> "নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
> ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
> যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে
> তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ॥"
>
> ভা, ১০ স্ক, ৩২ অ, ২০ শ্লো।

"হে সখীগণ, যাহারা ভজনা করে, আমি তাঁহাদিগের ভজনা করি না, কেন না আমার চিত্ত নিরন্তর তাহাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত আছে। যেমন নির্দ্ধন ব্যক্তির লব্ধ ধন যদি বিনষ্ট হয়, তবে সে সেই ধনের চিন্তায় এমনই ব্যাপৃত থাকে যে তাহার আর আর কিছুরই বোধ থাকে না।"

এক এক বিধানের সমাগমে যে সকল প্রেমিক লোকের আগমন হয়, তাঁহারা যোগাচার্য্যের কথিত বাক্যের অনুরূপচিত্ত। তাঁহাদিগের সমুদায় হৃদয় পরপ্রেমে এমনি ব্যাপৃত যে, তাঁহারা লোক সকলের তুষ্টি উৎপাদনের জন্য কোন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে পারেন না। কৌশল অবলম্বনে ঘৃণা হয় বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকেন তাহা নহে, তাঁহাদিগের ব্যাপৃত চিত্ত তজ্জন্য অবসরই পায় না। এই সকল প্রেমিকের অন্তর্দৃষ্টি মায়া মোহে আচ্ছাদিত [illegible], সুতরাং ইহাঁরা লোক সকলের পাপ [illegible] সকলই সুস্পষ্ট দেখিতে পান, এমন দেখিতে পান যে, তাহারাও তাহাদিগের আত্মপাপ তেমন দেখিতে পায় না, অথচ এই সকলের জন্য তাঁহাদিগের ক্লেশ, উদ্বেগ ও ভাবনা এত বাড়িয়া উঠে যে সেই সকল ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাদিগের শরীর শীর্ণ হয়, রাত্রিতে নিদ্রা হয় না, নিজ সুখের প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি থাকে না, সমুদায় জীবন কেবল তাহাদিগেরই কল্যাণার্থ নিক্ষিপ্ত হয়। এ প্রেম স্বর্গীয় প্রেম, মনুষ্যেতে প্রেমস্বরূপের অবতরণজনিত

প্রেম। এ প্রেমের নিকটে পৃথিবীর প্রেম প্রেমাভাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

স্বর্গীয় প্রেম নিত্য, উহার কদাপি হ্রাস নাই। মৃত্যু রোগ শোক কিছুতেই এ প্রেম তিরোহিত হইতে জানে না। এই সকল প্রেমিক যাহাদিগকে ভাল বাসেন, যাহাদিগের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, যাহাদিগের চিন্তায় তাঁহাদিগের দিবারাত্র অতিবাহিত হয়, তাহারাই তাঁহাদিগকে বুঝিতে না পারিয়া প্রাণে বিনাশ করে। এই রূপে নিহত হইয়া তাঁহাদিগের প্রেম আরও উজ্জ্বল বেশ ধারণ করে, তখন লোকে এ প্রেমকে আর মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মিলাইতে না পারিয়া দেবতার বলিয়া গ্রহণ করে। মারিয়া ফেলাতেও বেরূপ তাহাদিগের মূর্খতা প্রকাশ পায়, দেবতা বলিয়া গ্রহণ করাতেও তেমনি মূর্খতা প্রকাশ পায়। কেন না এ দুই ব্যাপার তাদৃশ প্রেমের বোধাতীতত্ব এবং অপার্থিবত্ব সপ্রমাণ করে। এখানেই প্রেমের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়, এবং এই বৈচিত্র্যই ইহার স্বর্গীয়ত্বের হেতু।

নিত্য সম্বন্ধ।

এই অনিত্য সংসার মধ্যে এমন কিছু অবলম্বন নাই যাহা ধরিয়া আমরা চিরদিনের জন্য আশস্ত হইতে পারি। বন্ধুতার তুল্য সুমিষ্ট সামগ্রী নাই, অথচ এই বন্ধুতা পৃথিবীতে প্রায় স্থায়ী হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। আমরা বাল্যকালে বয়সের প্রথমোদ্যমে বন্ধুত্বের যে আস্বাদ লাভ করিয়াছি, আজ তাহা কোথায়? এমন সময় গিয়াছে, যে সময়ে আমরা বন্ধুর শিয়রে বসিয়া সমুদায় রাত্রি চক্ষুর জল ফেলিয়াছি, কিন্তু আজ সে বন্ধুও আছেন, কিন্তু সে ভাব আর নাই। বন্ধুতার মধ্যে যদি এরূপ অসার ভাব নিবিষ্ট হইয়া রহিল, তবে মনুষ্যকুল কি লইয়া সংসারে সুখে কালাতিপাত করিবে। ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ নিত্য, ইহা আমরা মানিলাম, কিন্তু জীবের সহিতও আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ আছে কি না ইহা একান্ত বিবেচ্য। যদি না থাকে তবে জীবপূর্ণ এই সংসারে আসিবার প্রয়োজন কি ছিল? আমাদিগের পৃথিবী জীবের বাসভূমি, পর লোক সে প্রকার নহে, এ কথা বলিলে সেখানে আমাদিগেরই বা স্থান হয় কি প্রকারে? আমরা নিভৃতে ঈশ্বরেতে নিত্যকাল বাস করিব, অন্য কাহারও সঙ্গে সেখানে আমাদিগের যোগ বা সম্বন্ধ থাকিবে না, ঈদৃশ স্বর্গ আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যদি না পারি, তাহা হইলে এক দিকে যেমন ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ হইতেছে, তেমনই অন্য দিকে জীব সমূহের সঙ্গেও আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ আসিয়া পড়িতেছে। এই উভয় বিধ নিত্য সম্বন্ধ আমাদিগের প্রাণের আরামের হেতু। ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, জীব সহ নিত্য সম্বন্ধের কথা আমরা আলোচনা করিতেছি।

জীবমাত্রের সঙ্গে আমাদিগের নিত্যসম্বন্ধ, না বিশেষ বিশেষ জীবের সহিত আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধ? এ কথার উত্তর আমরা এই দিতে পারি, সাধারণতঃ সমুদায় ব্যক্তির সহিতই আমাদিগের নিত্য সম্বন্ধের ভূমি আছে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ জীবের সহিত আমাদিগের বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সাধারণের সহিত সম্বন্ধ অস্ফুট, কালে উহা অভিব্যক্ত হইবে, যাঁহাদিগের সহিত বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ, তাঁহাদিগের সহিত সম্বন্ধের অপরিহার্য্যতা আমরা কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারি না। পাঠকগণ মনে করিবেন, এতদ্দারা আমরা পিতা পুত্র প্রভৃতি স্বাভাবিক সম্বন্ধ আমাদিগের লক্ষ্যস্থলে আনয়ন করিতেছি, তাহা নহে। পিতার সহিত পুত্র শরীর সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ যোগে নিবদ্ধ হইয়াও আত্মা সম্বন্ধে বহু দূরে স্থিতি

করিতে পারেন, কত দিনে উভয়ের মধ্যে একত্ব সমুপস্থিত হইবে তাহা বলিয়া উঠা যায় না। হয়তো পিতা যে লোকস্থ হইবেন, পুত্র সে লোকস্থ না হইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন লোক কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি? একই লোকে ভিন্নাবস্থ হইয়া অপরিচিত থাকিতে পারেন, সুতরাং স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকিলেই যে নিত্য সম্বন্ধ পরিস্ফুট থাকিবে; তাহা কোন প্রকারে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

ঈশ্বর সহ সম্বন্ধোপরি যে সম্বন্ধ সংস্থাপিত তাহা পরিস্ফুট নিত্য সম্বন্ধ, ইহা আমরা অনেক বার বলিয়াছি। এই সম্বন্ধ ইহকালে পরকালে আমাদিগকে এক স্থানে আনয়ন করে। এখানে প্রতি ব্যক্তিতে ভিন্নতা নাই তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরে এমনই এক একতার ভূমি আছে যে, সমুদায় ভিন্নতা তন্মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়। প্রেমের ভূমি অবলম্বন করিয়া আমরা প্রথম প্রবন্ধ লিখিয়াছি, বিশ্বাসের ভূমি অবলম্বন করিয়া আমরা দ্বিতীয় প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। বিশ্বাস হইতে জীবন আরব্ধ হইয়া প্রেমে উহা পূর্ণতা লাভ করে। যেখানে বিশ্বাস নাই, সেখানে প্রেম আসিতে পারে না। তাই নিত্য সম্বন্ধবিষয়ে বিশ্বাসের ভূমি পরিষ্কার করা সর্ব্ব-প্রথম প্রয়োজন।

প্রেমিকগণের প্রেম নিত্য সম্বন্ধ দর্শন করিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা ভ্রাতা, এই নিত্য সম্বন্ধ প্রেমের মূলে অবস্থিতি করিতেছে। এ সম্বন্ধ ঈশ্বর হইতে সমুদ্ভূত, সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট চির অপরিহার্য্য। 'আমার ভ্রাতা' এই-রূপ বলাতে এখানে 'অহমের' গন্ধ আসি-তেছে, তাহা নহে। একদিকে যেমন 'আমার ঈশ্বর' বলাতে অহমের গন্ধ নাই, এখানেও সেই প্রকার। আমিত্বনিবন্ধন মমত্ব এখানে স্থান পায় না, নিত্যসম্বন্ধনিবন্ধন অচ্ছেদ্য প্রেম এখানে চিরসাম্রাজ্য বিস্তার করে। যে যাহা হউক, নিত্য সম্বন্ধে যাহার অটল বিশ্বাস আছে, তাহার চিত্তভূমি অচিরে প্রেমদ্বারা সরস হইবে। কেন না সে ব্যক্তি এক বিশ্বাসে বাহিরের সমু-দায় প্রকারের প্রতিকূল ব্যবহার অতিক্রম করিয়া নিত্য সম্বন্ধ ধরিয়া অবস্থিত। ঈশ্বরেতে নিত্য সম্বন্ধের ভূমিতে একবার যাঁহার সঙ্গে মিলন হইয়াছে, শত বিপরীত কারণ আসিলেও বিশ্বাসী ব্যক্তি আর তাহা হইতে বিচলিত হন না। এই অবিচলিত ভাব তাঁহাকে স্বর্গরাজ্যের প্রজা করে, কেন না তিনি বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরে সম্বন্ধ জীবগণ লইয়া স্বর্গরাজ্য।

আমরা সকলে প্রেমিকের পদটি পাইতে এখনও উপযুক্ত হইতে না পারি, উহার প্রথম সোপান যে বিশ্বাস তাহা লইয়া জীবন আরম্ভ করিতে আমরা সকলেই অনুরুদ্ধ। যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে জীবনই আরম্ভ হইল না, বৃথা নববিধানের দোহাই দিলে কি হইবে? আমা-দিগের বিশ্বাস আছে কি না, প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত না হইলে কখন তাহা পরীক্ষিত হয় না। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা পরীক্ষা কালে নিত্য সম্বন্ধে বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন।

নববিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

পাপ, সয়তান, ও শমন।

৬। কৃত পাপাপেক্ষা অকৃত পাপের সম্ভাবনা পরিমাণাতিরিক্ত।

"পাপ কি এ সম্বন্ধে মানুষের অনেক ভ্রম আছে। অধর্ম্ম কি? অন্যায় কি? অশুদ্ধ কাহাকে বলে? ইহা অনেকে বুঝিতে পারে না। যাহা বাহিরে করি তাহা পাপ নহে। যাহা মুখে বলি তাহা পাপ নহে। হস্ত অথবা রসনা পাপের আলয় নহে। পাপ বাহিরে নহে, পাপ অন্তরে। আবার যাহা ভাবিয়াছি, যাহা চিন্তা করি-য়াছি, যাহা ইচ্ছা করিয়াছি, যাহা অভ্যাস হইয়াছে তাহাও পাপ নহে। যাহা এক দিন পাপ মনে করিয়াছি তাহা পাপ নহে। এ জীবনে যে কয়েকটী মিথ্যা বলিয়াছি, যে কয়েকটী নরহত্যা করিয়াছি, তাহা পাপ নহে। মনের চিন্তাতে কি আলোচনাতে, কি অভ্যাসেতে পাপ নাই।

তবে পাপ কি? ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি যে কোন ইচ্ছা পোষণ করিতে পারি, উহাই আমার কৃত পাপ। এই যে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কার্য্য করিবার ক্ষমতা ও সম্ভাবনা ইহাই পাপের মূল। যে পাপ করিয়াছি তাহা ছোট, যাহা করিতে পারি তাহা বড়।" "সত্য বটে তোমার গত পাপ সকল ভাবিলে হৃদয় কম্পিত হয়, কিন্তু এক বার ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার মনের মধ্যে যে পাপের মূল রহিয়াছে তাহা হইতে আরও কত ভয়ানক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাপবৃক্ষসকল জন্মিতে পারে। তুমি এক বার ভাবিয়া দেখ, পবিত্রতা এবং বৈরাগ্য বিরুদ্ধ তুমি কত রাশি রাশি বিলাসসুখ কামনা করিতে পার, ক্ষমাগুণের বিরুদ্ধে সামান্য কারণে কিংবা প্রবল শত্রুদিগের উত্তেজনায় কত রাগ প্রকাশ করিতে পার, এবং তাহাদিগের প্রতি প্রতিহিংসা করিতে পার; লোভ পরবশ হইয়া অন্যায়রূপে প্রবঞ্চনা করিয়া কত লোকের নিকট হইতে টাকা লইতে পার; অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া আপনাকে কত বড় এবং পৃথিবীকে কত ছোট মনে করিতে পার এবং পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ঈর্ষানলে কত জ্বলিতে পার। বাস্তবিক তুমি ইচ্ছা করিলে যেরূপ ভয়ানক পাপ করিতে পার, তাহার তুলনায় তুমি যে সকল গুরুতর পাপ করিয়াছ তাহা কিছুই নহে।" (সে, নি, ৩৮ সংখ্যা। ২৯৭৮পৃ)।

৭। কি কি পাপ করিয়াছি তদ্দ্বারা আত্ম-পাপ বিচার্য্য নহে, কিন্তু কি কি পাপ আজও করিতে পারি, তদ্দ্বারা বিচার্য্য।

"তোমার মনের ভিতরে পাপ স্থান করিবার লালসা আছে কি না বল। তোমার প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা আছে কি না বল। টাকা দেখিলে তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তোমার হাত চুলকায় কি না? লোভের সামগ্রী সকল দেখিলে তোমার মুখ হইতে জল পড়ে কি না? যদি তুমি এপ্রকার স্থানে থাক যেখানে তুমি অনায়াসে পাঁচ হাজার টাকা চুরি কবিতে পার, সেখানে তুমি লুব্ধ হস্ত প্রসারণ করিতে পার কি না?" যদি পার, যদি সুবিধা পাইলে তোমার চুরী করিবার সম্ভাবনা থাকে, তবে তুমি যে লোভী এবং প্রচ্ছন্ন চোর তাহা প্রমাণিত হইল। তোমার বন্ধুর অনিষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় যদি তুমি আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পার, তবে প্রমাণিত হইল তোমার ভিতরে অসত্য আছে। মনে কর, এক জন তোমার নামে অপবাদ রটনা করিয়াছে, এক জন তোমাকে কটু বলিয়াছে, এক জন তোমাকে কঠোর ভাবে আঘাত করিয়াছে, এক জন গলা টিপিয়া তোমার ছেলেকে বধ করিয়াছে, এক জন তোমার স্ত্রীর অপমান করিয়াছে, এ সকল লোকের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কি তোমার অন্তরে ভয়ানক প্রতিহিংসা এবং রাগ উত্তেজিত হয় না? এসকল লোককে স্মরণ করিবামাত্র কি তোমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত রক্ত গরম হইয়া উঠে না? যদি হয়, তবে সিদ্ধান্ত হইল যে তুমি ক্ষমাশীল নহ, তুমি প্রতিহিংসা দোষে দোষী।" "হে সাধক, তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার তোমার টাকার অহঙ্কার নাই, বিদ্যার অহঙ্কার নাই। কিন্তু তোমার কি ধর্ম্মের অহঙ্কার নাই? যখন তুমি কাঙ্গালের বেশে করতাল হাতে করিয়া পথে পথে দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াও, তখন যদি লোকে তোমাকে চৈতন্যের ন্যায় ভক্ত বৈরাগী বলে, তখন কি তোমার মনে একটু ধর্ম্মের উচ্চ অহঙ্কার উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই? যদি সম্ভাবনা থাকে তবে জানিবে, তোমার অহঙ্কার আছে এবং সে অহঙ্কার বিদ্যা ধনের অহঙ্কার অপেক্ষাও জঘন্য।" [সে, নি, ২৮৯।৯৯।]

৮। পাপসম্বন্ধে নিশ্চিন্ত তখন, যখন প্রলোভনের ক্ষমতা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে।

"যে যত পাপ করিতে পারে, তাহার তত পাপ আছে মনে করা উচিত। কেন না পাপ করিবার যত সম্ভাবনা, তাহা পাপের পরিমাণ। হে ব্রহ্মভক্ত, তুমি যদি বলিতে পার যে, তোমার জীবনে ব্রহ্মকৃপায় এত দূর পাপ জয় হইয়াছে যে, তোমার আর পাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, তবে তুমি বিশ্বাস করিতে পার যে তুমি পাপের অতীত হইয়াছ। যদি তুমি সৎসাহসের সহিত বলিতে পার যে তোমার মন এত দূর শুদ্ধ এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়াছে যে, কোন প্রকার প্রলোভন তোমাকে বিচলিত করিতে পারে না, তুমি এত দূর ক্ষমাশীল যে শত্রুদিগের ভয়ানক উৎপীড়নেও তোমার ক্রোধ উত্তেজিত হইবার সম্ভাবনা নাই, তুমি এত দূর নির্লোভী যে কোটি কোটি টাকাও তোমার লোভ উদ্দীপন করিতে পারে না, তুমি এত দূর বিনয়ী যে কিছুতেই তোমাকে অহঙ্কারী করিতে পারে না, এবং তুমি এমনই প্রেমিক যে যতই তুমি পরশ্রী দর্শন কর, ততই তোমার অন্তরে আহ্লাদ বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে তুমি জানিবে যে, ঈশ্বরের কৃপাতে তুমি রাগ লোভ অহঙ্কার ও ঈর্ষার অতীত হইয়াছ। তুমি কল্পনা দ্বারা এক বার সমস্ত পাপ ভাব। প্রলোভনে পড়িলে তুমি যত প্রকার অপবিত্র আমোদ প্রমোদ করিতে পার, শত্রুর প্রতি কত নির্যাতন করিতে পার, পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া কত অর্থ সংগ্রহ করিতে পার, অনাথ পিতৃমাতৃহীন শিশু এবং বিধবার দুঃখের প্রতি কত উপেক্ষা করিতে পার, অহঙ্কারী হইয়া অপরকে কত নীচ ও হীন মনে করিয়া কত অবজ্ঞা করিতে পার, পরশ্রী দেখিয়া কত কাতর হইতে পার, কঠোর স্বার্থপর হইয়া নিরাশ্রয় দুঃখীদিগকে উৎপীড়ন করিয়া আপনার ধন সম্পদ কত বৃদ্ধি

করিতে পার, এবং অন্যান্য যত প্রকার পাপাচরণ করিবার তোমার সম্ভাবনা আছে, তাহা এক বার কল্পনা দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখ। যদি শাক্য সিংহ এবং মহর্ষি ঈশার ন্যায় সমস্ত পাপ প্রলোভনের ঘনীভূত আকরস্বরূপ সয়তানকে একেবারে বিদায় করিয়া দিতে পার, তবে তোমার ভয় নাই। [সে, নি, ৩০০ পৃ]।

৯। ব্রহ্মতেজ হৃদয়ে অবতরণ করিলে পাপাসুর পরাজয় হয়। সৎসাহস পাপরোগের মহৌষধ।

"* * হে সাধক, তুমি কি কি পাপ করিয়াছ তাহা ভাবিবে না, কিন্তু তুমি কত পরিমাণে এবং কি কি পাপ করিতে পার তাহা ভাবিয়া দেখ। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বশতঃ ক্রোধ, লোভ, হিংসা, অহঙ্কার, স্বার্থপরতা বশতঃ কত পাপ করিতে পার, তাহা ভাবিয়া দেখ। তোমার মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তোমার কি কি প্রলোভনে পড়িবার সম্ভাবনা, তাহা চিন্তা করিয়া দেখ, অর্থাৎ যত প্রকার পাপ প্রলোভন তোমার পক্ষে সম্ভব সমুদায়কে কল্পনা দ্বারা সংযোগ করিয়া একটি ভয়ানক আকার দিয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত কর। যখনই দেখিবে তোমার সম্মুখে একটি বিকটাকার দৈত্য দাঁড়াইল, তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার করিয়া তাহাকে সংহার করিতে উদ্যত হইবে। বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া এমনই দুর্জ্জয় পরাক্রমের সহিত হুঙ্কার করিবে যে, তাহাতে চন্দ্র সূর্য্য কাঁপিবে, এবং পর্ব্বত সকল কড় কড় করিয়া উঠিবে। মহাতেজের সহিত বলিবে "রে পাপ সয়তান, দূর দূর হইয়া চলিয়া যা।" "বাস্তবিক ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হইয়া হুঙ্কার না করিলে কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার, হিংসা স্বার্থপরতা প্রভৃতি একেবারে উন্মূলিত হয় না। যিনি মৃত্যুকে বধ করেন, সেই মৃত্যুঞ্জয়ের তেজে তেজস্বী না হইলে কেহই শমন এবং সয়তানকে সংহার করিতে পারে না।" "অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহা পুরাতন বিধি। ইহাতে কেবল অনুষ্ঠিত বিগত পাপ বিনাশ হয়, কিন্তু ভাবী পাপের বারণ হয় না। নূতন বিধিতে পাপরোগের ঔষধ সৎসাহস। যে সকল পাপ হইতে পারে, ভবিষ্যতে যে সকল প্রলোভন আসিতে পারে, সমক্ষে যে সকল ভয়ানক দুরন্ত পাপ প্রতীক্ষা করিতেছে, সে সকল মনে করিয়া কল্পনা করিয়া তাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা দ্বারা ধর্ম্মবল ও সৎসাহস সঞ্চয় করিতে হইবে।" ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে স্বর্গীয় দুর্জ্জয় বলে যদি এই সমুদয় সম্ভব পাপকে বিদায় করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগের জীবনে প্রবল বেগে ব্রহ্মকৃপাপবন বহিবে, ধর্ম্মের জয় হইবে এবং স্বর্গ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইবে। [সে, নি, ৩০৩। ৪ পৃ]

নির্ব্বাণ।

কমল কুটীর, ৪ ঠা ভাদ্র, ১৮০১ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি যে যোগ ধন লাভ করিবে তাহার উপায় কি? কোন্ পথে গেলে যোগরত্ন পাইবে? উদ্দেশ তোমার যোগ, উপায় তোমার নির্ব্বাণ। পর পারে যোগ, এ পারে সংসার, মধ্যে নির্ব্বাণসমুদ্র। ঐ যোগের আশ্চর্য্য মনোহর অট্টালিকা, এখন হইতে যাত্রা আরম্ভ; নিবৃত্তির বিস্তীর্ণ মাঠ মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। নিবৃত্তির মাঠ অতিক্রম না করিলে যোগধামে উপস্থিত হইতে পারিবে না। যোগে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সংসারে নিবৃত্ত হইতে হইবে। যোগগৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে বর্ত্তমান গৃহ ভাঙ্গিতে হইবে। যদি যোগবস্ত্র পরিধান করিতে চাও তবে পৃথিবীর ছিন্ন মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি যোগের অন্ন খাইতে চাও, এখানকার অন্ন ত্যাগ কর। যোগজীবন যদি চাও, অস্থি মাংসের জীবন পরিত্যাগ কর। বিয়োগ প্রথমে, যোগ পরে। মৃত্যু আগে, দ্বিতীয় জীবন পরে। তোমার এক জীবন আছে, এই জীবন থাকিতে তুমি অন্য জীবন পাইতে পার না। নীচ সংসারীর জীবন থাকিতে কিরূপে তুমি স্বর্গীয় জীবন পাইবে? এপারে থাকিলে ওপার দেখিতে পাইবে না। অতএব এই পৃথিবীর নীচ সুখ ভোগের জীবন পরিত্যাগ কর, নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন কর। সর্ব্ব প্রথমে নিবৃত্ত হও। সকল প্রকার কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও। আসক্তি, কাম, ক্রোধ, কার্য্য, চিন্তা এ সমুদয় হইতে নিবৃত্ত হও, সংসার হইতে মনের সমস্ত অনুরাগ স্নেহকে নিবৃত্ত কর। যখনই কোন সংসারকামনা অথবা সংসারচিন্তা আসিবে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ করিবে। প্রিয় অপ্রিয়, মনে কাহাকেও স্থান দিবে না। উপেক্ষার পথ মধ্যবর্ত্তী। নিরপেক্ষ হওয়া চাই। কোন দিকে আসক্ত থাকিবে না। সম্পূর্ণ নিবৃত্তি অবলম্বন করিবে। শান্ত নিস্তব্ধ ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিবে। যিনি চুপ করিয়া থাকেন তিনি অনেক কার্য্য করেন। রাগ আসিবে না, সুতরাং ক্ষমাও আসিবে না। ধনী হইবে না, আপনাকে নির্ধনও মনে করিবে না। সুখ দুঃখ মান অপমান কোন জ্ঞান থাকিবে না। সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ আংশিক নহে। একেবারে মনকে খালী করিয়া ফেলিবে। হে যোগশিক্ষার্থী, তুমি এই যোগ অভ্যাস কর। কে তুমি? কোথায় তোমার যোগ সদন? কখন্ তুমি যোগ করিবে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর তুমি পাইয়াছ। এখন যোগের উপায় কি? ভালরূপে এই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণ কর। যোগের উপায় নির্ব্বাণ। যদ্দ্বারা মনকে একেবারে নিশ্চিন্ত এবং নির্ভাবনা যুক্ত করা যায় তাহাই নির্ব্বাণ। তুমি সংসার ছাড়িয়া ধর্ম্মের আড়ম্বর ভাবিতে পার, ধর্ম্মের সহস্র বাহ্যিক ব্যাপার তোমার মনকে পরিশ্রমী করিতে পারে; কিন্তু যদি নির্ব্বাণ চাও ধর্ম্ম,

অধর্ম্ম, সাধুতা অসাধুতা কিছুই ভাবিতে পারিবে না। নির্ব্বাণে নিজের কোন ভাবনা থাকিবে না। একেবারে ঘটী খালী না করিলে পূর্ণ নির্ব্বাণ হয় না। মনের ভিতর হইতে সকল প্রকার প্রবৃত্তি বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। সেখানে সহস্র প্রকার অগ্নি জ্বলিতেছে। নির্ব্বাণজল ঢালিয়া সমস্ত নির্ব্বাণ কর। কাম ক্রোধাদি সমুদয় অগ্নির মাথায় নির্ব্বাণসমুদ্রের জল ঢাল। নির্ব্বাণের অবস্থায় মনের চিন্তা ভাবনা আসক্তি কিছুই থাকে না। মনের যন্ত্র গুলিও নিষ্ক্রিয় হয় এবং অহং পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়, একেবারে শূন্য ঘর। সংসার নানা প্রকার প্রলোভন লইয়া ডাকিল "ওহে অমুক", সংসারের চীৎকার খালি ঘরের প্রাচীর আঘাত করিল, প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আমি বলিয়া কেহ আর উত্তর দিল না। হে সাধক, তোমার এই নির্ব্বাণের অবস্থা চাই। কিন্তু নির্ব্বাণ তোমার উদ্দেশ্য নহে, নির্ব্বাণ যোগ পথের উপায়। নির্ব্বাণ—রাজা সম্মুখে চলিল, গ্রাহ্য নাই, প্রজা চলিল গ্রাহ্য নাই। মনের ভিতরে মান অপমান কিছুই থাকিবে না। সমুদয় ঘটটিকে উপুর করিয়া সমস্ত বাহির করিয়া দিবে, মনের ঘটটিকে এমনই শূন্য করিবে যে তাহাতে একটি পিন্ পড়িলে ঠং করিয়া শব্দ হইবে। এইরূপে মনকে একেবারে খালি করিয়া শান্ত সমাহিত ভাবে ঘোরান্ধকার মধ্যে নিবৃত্তি সাধন কর। এক মিনিট অন্ততঃ সাধন কর দেখি। শূন্য মন কি তাহা ভাব, পূর্ণ মন ভাবিও না। জলবিহীন ঘট ভাব, চিন্তাবিহীন জীব ভাব। প্রতিজ্ঞা কর, কোন ভাবনাকে মনে আসিতে দিব না। যথার্থ বৌদ্ধ জীবন ধারণ কর। সমস্ত নির্ব্বাণ কর, কিছুই যেন মনেতে না থাকে শেষে আপনি থাকিবে তাহাকেও হাত ধরিয়া বিদায় করিয়া দিবে। যে এইরূপে আপনাকেও বিদায় করিয়া দেয় সে যোগের নিকটবর্ত্তী হয়। এই নির্ব্বাণের জল হাতে করিয়া থাক, যাই মনের মধ্যে, চিন্তার অগ্নি; কিংবা কোন প্রকার বাসনাপ্রদীপের শিখা জ্বলিয়া উঠিবে তখনই তাহা ঐ জলে শোঁ করিয়া নিবাইয়া দিবে। হে সাধক, যোগেশ্বর সমক্ষে, মধ্যে এই নির্ব্বাণরূপ প্রকাণ্ড সাগর, এই সাগরে এক বার ডুব দাও সমস্ত আগুন নিবিয়া যাইবে, শীতল হইবে। এই জলে ডুবিয়া শীতল হইলে অনায়াসে পরলোকে যাইবে। মধ্যের পথটি নির্ব্বাণ, ফকিরী, আত্ম-বিসর্জ্জন, আমিত্বের বিনাশ। যদি ঈশ্বর আছেন যোগের এই কথা সিদ্ধান্ত করিতে চাও তবে আমি নাই ইহা সিদ্ধান্ত কর। জীবাত্মার বিয়োগ, পরমাত্মার আবির্ভাব। আমি না গেলে, হরি, তুমি আসিবে না। অতএব শীঘ্র২ আমাকে তাড়াও। বলে পার, কৌশলে পার, আমি শত্রুকে নির্ব্বাসন কর। আমি গেলে আর পাপ প্রলোভনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

কেন না প্রলোভন যাহাকে আকর্ষণ করিবে সে নাই। আমিরূপ মূলকাট। সমুদায় পাপের মূল আমি যদি থাকে এই অহং আগুন ফোঁশ ফোঁশ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। অতএব মূল কাটিয়া ফেল। এই গৌতমের জীবন, ইশাদি, এই নির্ব্বাণ, এই পূর্ণ নিবৃত্তি। যে আমি মনে করে আমি যোগ সাধন করি সেই আমি সমূলে নিপাত হইল অর্থাৎ অহঙ্কারের নিপাত হইলে যথার্থ যোগপথে যাইতে পারিবে। যদি আমি না মরিয়া থাকে তবে যোগপথে দ্রুতগামী হইও না। যদি তুমি মনে কর, তুমি ভাব, অথবা তুমি ভাব না, তাহা হইলে যোগের পথ বন্ধ হইবে। আমি ভাবি তাহা নহে, আমি ভাবি না তাহাও নহে, কিছুতে অহঙ্কার হইবে না। যোগ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয় যখন আমি দেখা দেয়। যোগের চক্ষু কড় কড় করে আমিকে দেখিলে। ঐ সর্ব্বনাশের আমি পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে চিন্তাপথের বহির্ভূত করিতে হইবে। যত ক্ষণ আমি থাকে, তত ক্ষণ দেখি আমার দেহের মধ্যে নানাপ্রকার দীপমালা জ্বলিতেছে। যখন আমির মৃত্যু হইল, তখন সমুদয় প্রদীপ নিবিল এবং দেহস্বামীর সমাধি, তিরোভাব হইল। এই কত ক্রিয়া কলাপ চলিতেছিল, কত অহঙ্কারের আগুন জ্বলিতেছিল, এই সমস্ত নির্ব্বাণ হইল। পশু মরিল আমি মরিল, নিবৃত্তির পরাকাষ্ঠা হইল। আমিকে আর দেখা যায় না। সমুদয় প্রবৃত্তির প্রদীপ নিবিল, আমি শুদ্ধ নিবিল। মৃত আমির ঘোর অন্ধকার এবং আকাশের অন্ধকার মিলিয়া ভয়ানক অন্ধকার হইল। অন্ধকার মধ্যে কে? উত্তর নাই। একাকী কেহ আছ? প্রকাণ্ড আকাশ মঠের মধ্যে কে তুমি? কে, কে, কে তুমি? শব্দেতে বরং আকাশ পৃথিবী নড়ে; কিন্তু মৃত হইয়াছে যে সাধক সে কথা কহে না। সাধকের মস্তকের উপর পাথর ভাঙ্গ, প্রাণের প্রকাশ নাই। গৌতম প্রস্তর, নির্ব্বাণ জল। যোগ শিক্ষার্থী, যদি যোগী হইতে চাও এই অবস্থাতে আসিতে হইবে। তুমি যত কেন সাধু হও না, মহাদেবের সঙ্গে যোগ করিতে চাহিলে এই আমিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। লোকে বলে নিঃশ্বাস অবরোধ করিলে যোগ হয়। কার নিঃশ্বাস? ভ্রান্তি, মানুষ নাই নিঃশ্বাস কোথায়? যত ক্ষণ নিঃশ্বাস, তত ক্ষণ যোগ ধ্যানে নাহি বিশ্বাস। প্রাণ নাই, নিঃশ্বাস ফেলিবে কে? যোগীর পক্ষে আত্মহত্যা পাপ নহে, অন্যত্র আত্মহত্যা মহাপাপ। যেখানে অহং অথবা অহংকার বিনাশ সেখানে আত্মহত্যা পুণ্য। উদাসীন হইয়া সন্ন্যাস অস্ত্রে এই অহংকে খণ্ড খণ্ড কর। সমুদয় সামগ্রী এবং সমুদয় বাসনা পরিত্যাগ কর, বিবস্ত্র শূন্য অহং রহিল, এবার এইটিকে এক কোপে কাট, এই মূল অগ্নি নির্ব্বাণ কর। আমি আর নাই। বাড়ী হইল শূন্য, এ বার হইবে পূর্ণ। মন হল সর্ব্বত্যাগী, এবার

সকলই পাইবে। দিন দিন নিবৃত্তি সাধন কর। এমন অভ্যাস করিবে যে আর কিছুই ভাবিতে পারিবে না। ভাবনা ইহার ঔষধ ভেব না। ভাবনাকে না করিয়া না সাধন, ইহা সাধন হয়। কেবল ঔদাসীন্য, কেবল নিবৃত্তি, নেতি নেতি। না সমুদ্রে ভাস। আপনাকে ও প্রকাণ্ড নারূপ অন্ধকার মধ্যে না রূপ জীবন ধর, না মন্ত্র উচ্চারণ কর, না বিধি সাধন কর। আকাশ বলুক না, জীবনের রক্ত বলুক না, অবশেষে পর পারে গিয়া ভোগরাজ্যে, শান্তিরাজ্যে উপনীত হইবে। হে মহানির্ব্বাণ, আত্ম-হত্যার মন্ত্র সাধন করিতে শিক্ষা দেও, না মন্ত্রে দীক্ষিত কর। নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিতে শিক্ষা দেও। না তরী, নিবৃত্তির তরীতে আমাদিগকে তোল। (Pacific) প্রশান্ত মহাসাগরে, অথবা (Atlantic) আটলান্টিক মহাসাগরে কিবা ঝড় হয়, রক্ত নদীতে যে প্রবৃত্তির তুফান লাগিয়াছে তাহার আর তুলনা নাই। এই জন্য, হে ভব-কাণ্ডারী, হে নিবৃত্তি, হে অনন্ত নির্ব্বাণ, হে পরম বৈরাগী, হে পরমহংসের উদাসীন হরি; তোমাকে বারংবার ডাকিতেছি, হরি, তুমি যে বলিতেছ—না না। তোমার করুণা ভিন্ন, হে ঠাকুর, এই প্রবৃত্তিসাগর হইতে উদ্ধার হইতে পারিব না। পতিতপাবন, এস তবে। যে মনে করে আমি আমার প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ করিব, সে কখনও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না। ঐ যে সর্ব্বনাশের আমি শক্ত রহিল। হে মোক্ষদায়িনী, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর যেন নিবৃত্তির সাগরে ডুবিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই। শান্তিঃ।

ব্রহ্মযোগোপনিষৎ।

উপায়ো যোগসম্পত্তিলাভে কঃ কেন বা পথা।
যোগার্থিন্ যোগরত্নঞ্চ প্রাপ্তব্যং তব নিশ্চিনু॥ ১॥
লক্ষ্যং যোগো হ্যপায়শ্চ নির্ব্বাণং সংস্থিতিস্তিহ।
যোগোঽস্তি পরপারে হস্ত মধ্যে নির্ব্বাণবারিধিঃ॥ ২॥
প্রয়াণারম্ভ এতস্যা দূরে হর্ম্ম্যং মনোরমম্।
যোগস্য প্রান্তরং মধ্যে নিবৃত্তেশ্চ সুদুস্তরম্॥ ৩॥
ন তদ্ধাম লভেথাস্ত্বমকৃত্বা তদতিক্রমম্।
যোগপ্রবৃত্তাবেতস্যা নিবৃত্তিশ্চাদিমা ততঃ॥ ৪॥
নির্ম্মিৎসুনা যোগগৃহং ভঙ্ক্তব্যমৈহিকং গৃহম্।
বসিতুং যোগবাসশ্চেৎস্পৃহা জহ্যাস্তু পার্থিবম্॥ ৫॥
চেত্তং যোগান্নকাঙ্ক্ষ্যন্নং ত্যজ ভৌমঞ্চ জীবনম্।
মুক্তস্য স্পৃহয়স্যত্র যদি দেহজমুৎসৃজ॥ ৬॥
বিযোগোঽগ্রে ততো যোগঃ প্রাঙ্ মৃত্যুর্জীবনাগমঃ।
পশ্চাদস্মিন্ সতি প্রাপ্তুমন্যজ্জাতু ন চার্হসি॥ ৭॥
নীচং সংসারিণো যাবদস্তি দিব্যং হি জীবনম্।
প্রাপ্ত্বাত্র কথং পারে তিষ্ঠন্নন্যং ন পশ্যসি॥ ৮॥
ভোগকামং পরিত্যজ্য নিবৃত্তিং ত্বং সমাশ্রয়।
কামাৎ ক্রোধাত্তথাসক্তের্নিবৃত্তশ্চিত্তনাৎ কৃতেঃ॥ ৯॥
নিবর্ত্তয়ানুরাগঞ্চ স্নেহং চিত্তস্য সংস্থতেঃ।
চিন্তা বা কামনায়াতা রুন্ধ্যাস্তাং তাং প্রযত্নতঃ॥ ১০।
প্রিয়ং বা চাপ্রিয়ং কিঞ্চিৎ স্থানং চিত্তে দদেত ন॥
মধ্যস্থত্বমুপেক্ষার্থোঽসক্তিঃ কস্মিন্ ন জাতুচিৎ॥ ১১॥
পূর্ণা নিবৃত্তিরালম্ব্যা শান্তো নিস্তব্ধ এব চ।
নিষ্ক্রিয়ঃ স্যাঃ করোত্যঙ্গ ভূয়সা মৌনমাশ্রিতঃ॥ ১২॥
ক্রোধাবেগো ন ভবিতা ক্ষমায়া নাবকাশতা।
ধনী ন স্যান মন্যেথা আত্মানং নির্দ্ধনং পুনঃ॥ ১৩॥
মানাপমানয়োর্জ্ঞানং ন স্যাদ্বা সুখদুঃখয়োঃ।
নির্ব্বাণং পূর্ণমাপন্নো নাংশিকং শূন্যতাং গতঃ॥ ১৪॥
ইমং হি যোগশিক্ষার্থিন্ যোগমাশ্রয় প্রাপ্তবান্।
প্রশ্নত্রয়োত্তরাণ্যঙ্গ কোঽস্যোপায়োঽত্র তং শৃণু॥ ১৫॥
তদুপায়োঽঙ্গ নির্ব্বাণং যেন সম্যগ্ হি মানসম্।
নিশ্চিন্তং ভাবনাহীনং তত্তজ্জেয়মনুত্তমম্॥ ১৬॥
সংসারং ত্বং পরিত্যজ্য ধর্ম্মাড়ম্বরমেব তু।
ভাবয়ের্বাঙ্গতৎকার্য্যসহস্রেণ মনঃ শ্রমি॥ ১৭॥
নির্ব্বাণং যদি কাঙ্ক্ষেস্ত্বং ধর্ম্মকাধর্ম্মমেব বা।
ন ভাবয়েঃ সাধুতাং বাসাধুতাং স্যান্ন ভাবনা॥ ১৮॥
অকৃত্বাঙ্গ ঘটং শূন্যং মাভূন্নির্ব্বাণমুচ্ছ্রিতম্।
প্রবৃত্তিনিচয়ং চিত্তান্নিরস্যের্বহিরে বহি॥ ১৯॥
সহস্রধানলস্তত্র জ্বলত্যস্মিন্ সমাহিতঃ।
নির্ব্বাণসলিলং সিঞ্চ কামাদের্মস্তকোপরি॥ ২০॥
চিন্তাসক্তির্ভাবনাহং সর্ব্বমত্র বিলুপ্যতে।
সর্ব্বং মানসযন্ত্রঞ্চ নিষ্ক্রিয়ত্বেন তিষ্ঠতি॥ ২১॥
শূন্যং গৃহং সংস্থিতিস্তমাহুর্লোভনসঙ্কুতা।
প্রতিধ্বনিত এবাসৌ তৎকুড্যাদ্ ধ্বনিরাগতঃ॥ ২২॥
অবস্থেয়ং সাধকস্য তব প্রার্থ্যা ন তং পুনঃ।
লক্ষ্যং যোগপথে তত্ত্বপায়ো নিত্যং বিমন্যতাম্॥ ২৩॥
রাজা গ্রাহ্যো নবা গ্রাহ্যা প্রজা মানাবমাননে।
ন গ্রাহ্যে স্যাদ্ঘটঃ শূন্যঃ সূচিপাতেন শব্দবান্॥ ২৪॥
এবং শূন্যায়মানেন মনসা সন্ সমাহিতঃ।
শান্তশ্চ ঘোরতমসি নিবৃত্তেঃ সাধনং কুরু॥ ২৫॥
মুহূর্ত্তমপি চৈতত্ত্বং ভাবয়াত্মনি শূন্যকম্।
চিত্তং ন পূর্ণং সলিলৈর্ঘটং জীবঞ্চ চিন্তনৈঃ॥ ২৬॥
রুণদ্ধি ভাবনাং জাতু নানুমন্যে সমায়িতুম্।
কৃতপ্রতিজ্ঞ এবং ত্বং বৌদ্ধজীবনমাবহ॥ ২৭॥
ক্রোধাদীনাঞ্চ নির্ব্বাণেঽপ্যহং যদবশিষ্যতে।
অপসারয় তদ্দূরে হস্তমাক্রম্য তস্য চ॥ ২৮॥
যেনাহমপনীতং স ভজতে যোগসন্নিধিম্।
নির্ব্বাণসলিলং হস্তে তিষ্ঠাত্র ত্বং নিরন্তরম্॥ ২৯॥

চিন্তাগ্নির্বাসনাদীপশিখোদ্গাচ্ছতি চেত্তব।
তেন নির্ব্বাপয়াত্রাঙ্গ সাগরে মজ্জ শীতলঃ॥ ৩০॥
এবং শীতে পরত্র ত্বমেষ্যনায়াসতঃ শুভ।
মধ্যমার্গেতু নির্ব্বাণং ত্যাগশ্চাত্মবিসর্জ্জনম্॥ ৩১॥
ঈশ্বরোঽস্তীতি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুং যোগেন চেন্মনঃ।
অহং নাস্তীতি সিদ্ধান্তং কুরু চাগ্রে প্রযত্নতঃ॥ ৩২॥
জীবাত্মনোবিযোগে স্যাদাবির্ভাবঃ পরাত্মনঃ।
নাহমস্তর্হিতে ত্বন্তু হরে নৈষ্যসি সৎপতে॥ ৩৩॥
অপসারয় তত্তূর্ণং বলাদ্বা কৌশলেন বা।
নির্ব্বাসয়াঙ্গ তচ্ছত্রুং স্যান্ন পাপং প্রলোভনম্॥ ৩৪॥
পাপস্যাকর্ষণং যস্য গতে তস্মিন্ ন তৎ পুনঃ।
মূলে চোন্মূলিতে শাখাপ্রশাখানাং কুতোদ্গমঃ॥ ৩৫॥
অহঙ্কেন্দনস্তি দহনো ধ্রুবং তীব্রো জ্বলিষ্যতি।
মূলাপকর্ষণং তস্য স্যাত্তে গৌতমজীবনম্॥ ৩৬॥
যোগং যুঙ্ক্ষেঽহমিত্যস্যা বিনিপাতে হ্যহঙ্কৃতেঃ।
সত্যে যোগপথে যাযান মৃতে ধাব ন দ্রুতম্॥ ৩৭॥
ভাবয়ামি ন বা চেত্ত্বং ভাবযস্যত্র বর্ত্তসে।
রুদ্ধং ন স্যাদহঙ্কারো ভাবনায়ামভাবনে॥ ৩৮॥
যোগধ্বংসো হ্যহংদৃষ্টৌ যোগচক্ষুর্নিপীড়নম্।
ততো ভবত্যহংভাবং বহিশ্চিন্তাপথাৎ কুরু॥ ৩৯॥
বর্ত্তমানেঽস্য দেহেঽস্মিন্ দীপমালাবলোক্যতে।
অহম্মৃত্যৌ তু নির্ব্বাণং তিরোভাবোঽস্য দেহিনঃ॥ ৪০॥
ক্রিয়াবাহুল্যমাসীদ্যদগ্নিরাসীদহঙ্কৃতেঃ।
শান্তঃ সম্যক্ পরাকাষ্ঠা নিবৃত্তেস্তৎপশৌ মৃতে॥ ৪১॥
প্রবৃত্তিদীপনির্ব্বাণং সাহং সিদ্ধং যদা তমঃ।
আকাশস্য মৃতস্যাস্য মিলিত্বা ঘোরতাং গতম্॥ ৪২॥
কোঽসাবাকাশক্ষেত্রে হস্মিন্ বিস্তৃতে বেতি পৃচ্ছতে।
নোত্তরং কম্পিতে বিশ্বে মৃতো নোত্তরদায়কঃ॥ ৪৩॥
গৌতমঃ প্রস্তরো জ্ঞেয়ঃ নির্ব্বাণং সলিলং পুনঃ।
নিশ্চলঃ শীতলস্তদ্বৎ কথং প্রাণস্য বোদ্গমঃ॥ ৪৪॥
ন সাধুস্তেন যোগঃ স্যান্মহাদেবেন জাতুচিৎ।
বিনাহমপনায়েন কথং নিশ্বাসরোধতঃ॥ ৪৫॥
ভ্রান্তো বদতি নিঃশ্বাসরোধেন যোগ এধতে।
কস্য নিঃশ্বাস এবোঽত্র মানবোনাস্তি যদ্ধ্রুবম্॥ ৪৬॥
নিঃশ্বাসে সতি বিশ্বাসো যোগধ্যানে কুতো ভবেৎ।
প্রাণস্য বিগমে শ্বাসো ন জাতু সম্ভবত্যহো॥ ৪৭॥
আত্মহত্যা মহাপাপমন্যত্র যোগসাধনাৎ।
অহংবিনাশরূপেয়মাত্মহত্যাতিপুণ্যকৃৎ॥ ৪৮॥
বাসনায়াং বিনষ্টায়াং সর্ব্বং নষ্টমহং পুনঃ।
নগ্নং সন্ন্যাসশস্ত্রেণ ছিন্ধি নির্ব্বাপয়ানলম্॥ ৪৯॥
শূন্যং যদাগৃহং পূর্ণং ভবিষ্যতি মনস্তব।
ত্যাগি সর্ব্বং লভেত্তাঙ্গ নিবৃত্তেঃ সাধনং কুরু॥ ৫০॥
অভ্যাসঃ স্যাত্তবৈবৈবং ভাবনা স্যান্ন জাতুচিৎ।
ভেবজং ভাবনায়া হি জ্ঞেয়ং নিত্যমভাবনম্॥ ৫১॥
নেতি সাধনমেতত্তু তত্তমো জীবনঞ্চ তৎ।
তস্মান্নস্তদ্বিধানঞ্চৌদাসীন্যং কেবলং মহৎ॥ ৫২॥
নেতি বদতু চাকাশো নেতি ধ্বনতু শোণিতম্।
পরপারে যোগরাজ্যে শান্তিরাজ্যে গমিষ্যসি॥ ৫৩॥
মহানির্ব্বাণজলধে, আত্মহত্যা মমুং বিভো।
শাধি তৎসাধনার্থং মে তস্মিন্ শিক্ষাং বিধেহি চ॥ ৫৪॥

> নিবৃত্তিমার্গন্ত্ববলম্বিতুং নো
> বিধেহি শিক্ষাং বিনিবৃত্তিপোতে।
> আরোহয়ৎস্বং নিহিতং হি ঝঞ্ঝা-
> মরুদ্বিঘোরং জলধিং নিরুদ্ধি॥ ৫৫॥
> অনন্তনির্ব্বাণ নিবৃত্তিসিন্ধো
> হরে বিরাগিন্ ভবকর্ণধার।
> ত্বামেব ভীতা ত্বরিতা হ্রয়ামো
> বদস্যহো ত্বং খলু নেতি নেতি॥ ৫৬॥
> কৃপাং বিনা তে ন হি জাতু পারং
> গন্তা প্রবৃত্তেঃ পতিতং বিপাকে।
> উদ্ধর্ত্তুমেহি প্রবলপ্রবৃত্তি-
> নির্ব্বাণমস্মান্ন হি যৎ কদাপি॥ ৫৭॥
> কৃপানিধে সম্ভবিনাশহেতুঃ
> শত্রুর্নিবৃত্তো ন তু মোক্ষদায়িন্।
> লপ্স্যে সুনির্ব্বাণমহো নিবৃত্ত্য-
> র্ণবেনিমগ্নোঽত্র কৃপাং বিধেহি॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীব্রহ্মযোগোপনিষৎসু যোগশাস্ত্রে নিবৃত্তি-
যোগো নাম চতুর্থমনুশাসনম্।

প্রচার যাত্রা।

৪ঠা চৈত্র হইতে ৭ই চৈত্র পর্য্যন্ত প্রচার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর আমরা ৮ই তারিখে প্রথম বেলাতে বনগ্রাম পৌছিয়া শ্রীযুক্ত লক্ষণ চন্দ্র আসের যত্নে প্রদত্ত আহার পান গ্রহণ করিয়া ও মাধ্যাহ্নিক উপাসনাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হই। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু তারা প্রসন্ন মিত্র উকিলের বাসাতে নূতন নিয়মে শাস্ত্র পাঠ উপদেশ দান ও সংকীর্ত্তন করিয়া সেই দিন রাত্রিতেই তথা হইতে খাটুরা ব্রহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের জন্য যাত্রা করা যায়। এই স্থান হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই গৌর গোবিন্দ রায় পীড়িত হইয়া কলিকাতা ফিরিয়া যান।

পর দিন ৯ই চৈত্র খটুরা সমুদায় গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া নাম গান করিয়া সকলে মিলিয়া উপাসনা ও মাধ্যাহ্নিক আহারাদি করা হইল। বৈকালে কীর্ত্তনাদি হইবার আয়ো-

জন হইল কিন্তু বিশেষ কিছু হইয়া উঠিল না। সন্ধ্যার পর গৃহের ভিতরে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সেই সময়ে ভাই ত্রৈলোক্য নাথ ভাই অমৃত লাল সদলে তথায় উপস্থিত হইলেন। সে দিন সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হইয়াই কার্য্য শেষ হইল। পর দিন ১০ই চৈত্র প্রাতঃকালে মন্দিরে রীতিমত উপাসনা ও উপদেশ হইল। ভাই ত্রৈলোক্য নাথ বেদীর কার্য্য এই দিন করেন, উপাসনা ও উপদেশ অতিশয় হৃদয়ার্দ্রকর হইয়াছিল। বৈকালে ক্ষেত্র নাথ দত্ত মহাশয়দিগের বহিরঙ্গনে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইল। বক্তা ভাই নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় ও ভাই উমানাথ গুপ্ত। ১১ই চৈত্র প্রাতঃকালে ষষ্ঠীতলাতে উপাসনা, বৈকালে গোবর ডাঙ্গাতে ভাই অমৃতলালের বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন। এই বক্তৃতার স্থলে প্রায় ৬। ৭ শত লোক উপস্থিত ছিল। তৎ পর কীর্ত্তন করিতে করিতে গোবর ডাঙ্গার বাবু দিগের বাড়ী যাওয়া হয়, তাঁহারাও অতি যত্নের সহিত সংকীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন। ১২ই তারিখে মাধ্যাহ্নিক উপাসনার পর আহারাদি করিয়া যশোহরে যাত্রা করা হয়। বেলা ৩ টার সময় তথাতে পৌছিয়া একটি সামান্য মুদিখানাতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রি যাপন করা হয়।

আমরা এই পুরাতন প্রসিদ্ধ নগরীতে উপস্থিত হইয়া একটিও হৃদয়বান্ মনুষ্যকে বন্ধুরূপে পাইলাম না। কেবল অনাথের নাথ হরি আমাদিগের বল ভরসা সকলই। এ স্থলে একটি লোক ভদ্রতার অনুরোধে আমাদের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি একজন ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ নাম শ্যামাধব রায়। ইঁহার যত্ন ও অনুগ্রহের জন্য আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। বস্তুতঃ ভগবানের অনুগ্রহ থাকিলে অন্য কাহারও অনুগ্রহের বড় প্রয়োজন পড়ে না।

আমরা মানুষের আশা ভরসা পরিত্যাগ করিয়া প্রাতঃকালে গৈরিক উত্তরীয় গলাতে, দণ্ড হস্তে একতারা করতাল লইয়া পাদুকাশূন্য পদে নগরে নামকীর্ত্তন করিতে বাহির হইলাম। সেই রূপ সজ্জাতে ক্রমাগত পাঁচ ছয় জন ভদ্র লোকের গৃহে নামকীর্ত্তন করা হইল। শুনিয়াছিলাম হরিনামে পাষণ্ড দলন হয় তাহা হইল। লোকের চিত্ত কিয়ৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইল। বৈকালে হাটের প্রশস্ত ভূমিতে বক্তৃতা হইবার কথা ছিল, কিন্তু বেলা প্রায় ৩ টার সময় হইতেই ঝড় জল বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি হওয়াতে আর তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

পরদিন ১৪ ই তারিখে পুনর্ব্বার প্রাতঃকালে বাড়ী বাড়ী নাম সংকীর্ত্তন করা হইল, এবং পূর্ব্বদিনের প্রস্তাবানুসারে হাট খোলাতে প্রায় চারি পাঁচশত লোকের সমক্ষে বাঙ্গলা বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন হইল। পরে তথা হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে টাউন হলে যাওয়া হইল। সে স্থলে কিয়ৎক্ষণ কীর্ত্তনের পর ইংরাজি ও বাঙ্গলা বক্তৃতা হইল। তথা হইতে বাসায় আসিয়া খেচরান্ন রন্ধন করিয়া ভোজন করা গেল।

১৪ ই তারিখ যখন আমরা নববিধান অঙ্কিত নিশান স্কন্ধে দণ্ডহস্তে একতারা করতাল হস্তে রাজপথ দিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে যাইতেছিলাম, তখন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়। তিনি যত্ন ও আগ্রহ সহ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেন। সেই জন্য পর দিন ১৫ ই তারিখ প্রাতঃকালে তাঁহার কুঠিতে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া হয়। মাজিষ্ট্রেট সাহেব ভারত সংস্কারক সভার দাতব্য বিভাগে ৫৲ টাকা দান দিলেন। এই দিন হাটবার ছিল বলিয়া কাহারও কাহার ইচ্ছা হইল হাটে গিয়া বক্তৃতাদি করেন, তাহাও হইল। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে স্ত্রীলোদিগের জন্য নূতন নিয়মে শাস্ত্র পাঠ প্রার্থনা সংকীর্ত্তনাদি হইল। ক্ষেত্র বাবু দুঃখী প্রচারকদিগকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া তৃপ্ত করিলেন। এই দিন রাত্রি ৩ টার সময় খুলনা যাত্রা করা যায়।

পর দিন ১৩ই তারিখে খুলনা শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ধর মহাশয়ের গৃহে অতি যত্নের আতিথ্য গ্রহণ করা হইল। শ্যামাচরণ বাবু ও তাঁহার পুত্রদ্বয় একটি ভাগিনের সকলের প্রকৃতি অতি মিষ্ট ভক্তিপরায়ণ। আমরা ইহাঁদিগের যত্নে বড়ই উপকৃত হইয়াছি। এই দিন মধ্যাহ্ন কালের উপাসনা ও আহার হইলে বৈকালে হাটে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইল। পরে তথা হইতে ফিরিয়া বাসায় আসিলে অনেক ভদ্র লোক নববিধান সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসাকরিলেন এবং দীন ভক্ত মণ্ডলী ক্রমে ক্রমে তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। ভক্তহৃদয়বিহারী শ্রীহরি যে ভক্তমুখে বলেন, দুর্ব্বল দেখিলে বলদান করেন, তাহা আশ্চর্য্যরূপে প্রমাণ হইল।

১৭ই তারিখ প্রথম বেলাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন বিএ স্কুল মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতে উপাসনা ও ভোজন হইল। জয় বাবুর চরিত্র অতি পবিত্র ও মিষ্ট। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস অতি উজ্জ্বল, এজন্য আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। তার পর রাত্রিতে তত্রত্য স্কুল গৃহে ইংরাজি ও বাঙ্গালাতে বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি হইল। তার পর অঘোর বাবুর গৃহে সামাজিক উপাসনা হইল।

১৮ই তারিখ সোমবার মধ্যাহ্ন কৃত্য যথারীতি শেষ করিয়া বৈকালে শ্যামাচরণ বাবুর অঙ্গনে কীর্ত্তন ও বাঙ্গলা বক্তৃতা হইল। তার পরে রাত্রিতে রেভারেণ্ড গগনচন্দ্র দত্ত নামক অতি মাননীয় খৃষ্টান বন্ধুর গৃহে উপাসনা ও

কীর্ত্তনাদি হইল। এই দিন যে আনন্দ আমরা লাভ করিয়াছি তাহা [illegible]তীত। এক জন অতি উচ্চপদস্থ খৃষ্টান এই ভাবে [illegible]ধানের আনন্দময়ীর নাম কীর্ত্তন সমাদর পূর্ব্বক [illegible]। আমরা প্রথমে এত দূর আশা করি নাই, কিন্তু [illegible] যেখানে আপনি কার্য্য করেন সে স্থানে অন্যের বড় [illegible] করিতে হয় না। তিনি আপনি উপস্থিত থাকিয়া ঈশাভক্তদিগের মনে নব বিধানের সার্ব্বভৌমিকতা মুদ্রিত করিয়া দিলেন, কাহার আর কোন সংশয় সঙ্কোচ রাখিলেন না। তার পর শ্রদ্ধেয় গগন বাবুর পুত্রগণ ও বন্ধুগণের মুখে অতি মিষ্ট ঈশাগুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া লুচি, পায়স ও সন্দেশ যথেষ্ট পরিমাণে সুখে ভোজন করা গেল। এই দিনে সেনহাটীনিবাসী বাবু ত্রিগুণাচরণ সেন এম এ আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া জুটিলেন। ইহাঁর বড়ই ইচ্ছা ছিল যে সেই স্থানের অধিবাসীদিগের জন্য বিশেষ সভা করিয়া আলোচনাদি করেন অথবা তাঁহার নিজ গ্রামে লইয়া যান, তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

১৯শে তারিখ বুধবার শ্রদ্ধেয় শ্যামাচরণ বাবুর বাসাতে উপাসনা ও ভোজনাদি শেষ হয়। পরে সন্ধ্যাকালে রেল ফর্দে সিংহমহাশয়দিগের বাটীতে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনে খুব মাতামাতি হইল। দৈবক্রমে দুই জন অতিশয় প্রাচীন ভক্ত বৈষ্ণবের সমাগমে সেই প্রচার যাত্রিদল বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। বৈরাগী দলে তাদৃশ লোক অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বৈষ্ণবগণ অসার বাক্যব্যয় পরিত্যাগ করিয়া ইহাঁদিগের ন্যায় অমায়িক ভক্তির জীবন লাভ করিতে চেষ্টা করেন, তবে অনেক উপকার পাইতে পারেন। রাত্রিতে গোপী বাবুর গৃহে আহার করিয়া ঠাকুর বাবুদিগের বঙ্গলক্ষ্মী ষ্টিমারে শয়ন করিয়া থাকা যায়।

পর দিন ২০ শে তারিখ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় বাগের হাটে উপস্থিত হওয়া গেল। বাগের হাট ব্রাহ্মসমাজ নববিধান সমাজের অন্তর্গত নয় বলিয়া জানা ছিল, তদনুসারে সে স্থানে যাওয়া উচিত কি না এই বিষয়ে ইতস্তত উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে প্রিয়নাথ স্কুল মাষ্টার বিশেষ অনুরোধ করেন এবং বাগের হাটের ব্রাহ্ম সমাজে পত্র লিখেন তাহাতে তাঁহারা এই ভাবে লিখিয়া পাঠান আমরা বিরোধী নহি। আমরা সকলকে অতি যত্ন ও সম্মান করিয়া থাকি অতএব এস্থলে আসিতেই হইবে। সুতরাং বাগের হাটের ব্রাহ্মবন্ধুগণ ষ্টিমারের ঘাটে আসিয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রচারযাত্রী দলকে লইয়া গেলেন। বাবু হরিনাথ দাস পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ের গৃহে সে দিন উপাসনা প্রভৃতি মধ্যাহ্ন কৃত্য শেষ হইল। তার পর শেষ বেলাতে খোলামাঠে বক্তৃতা হইল, এবং খুব উৎসাহপূর্ণ সংকীর্ত্তনাদি হইল। সে দিন বোধ হয় সেখানকার সামাজিক উপাসনার দিন ছিল। প্রথম মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর গুপ্ত দ্বিতীয় মুনসেফ শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই অতি উৎসাহ সহকারে সমবেত হইয়া সমাজগৃহে যাওয়া হইল। সমাজ গৃহে প্রথম মুনসেফ বাবুর বাসাতে। সে স্থানে প্রথমতঃ অনেক ভদ্রলোক মিলিয়া নববিধানসম্বন্ধে জটিল প্রশ্ন সকল উত্থাপন করিলেন, ভগবানের কৃপায় সকল প্রশ্ন অতি বিশদরূপে মীমাংসিত হইল, শুনিয়া সকলেই সুখী হইলেন। তাহার মধ্যে যজ্ঞেশ্বর বাবুর গৃহে প্রস্তুত করা মালপো পানতো প্রভৃতি দ্বারা বিলক্ষণ জলযোগ হইল। তার পরে সামাজিক উপাসনা ও রাত্রিতে ভোজনের পর শয়ন করা হইল।

পর দিন ২১ শে তারিখে শুক্রবার অতি প্রত্যূষে উপাসনা আরম্ভ করিয়া ৮ টার মধ্যে শেষ করা গেল। মুনসেফ বাবুর সমাদর ও যত্নে সেই প্রাতঃকালে ৯ টার মধ্যে নানা উপাদেয় ভোজ্য সামগ্রী পান ভোজন করিয়া ষ্টিমারে আরোহণ করা গেল। রাত্রি ১১ টার সময় বরিশাল পহুঁছা গেল। আমরা যখন ষ্টিমারে চড়ি, তখন তাহাতে কিছুমাত্র স্থান ছিল না, বহুকষ্টে কোন প্রকারে প্রবেশ করা গেল। তার পর কতক গুলি লোক আপনারা নীচে বসিয়া ক্যাবিনের ভিতরে স্থান প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে অতি যত্ন করিয়া বসাইল। আমরা সম্মত না হইলেও তাহারা ছাড়িল না। তার পর সেই ক্যাবিনে বসে সংকীর্ত্তনের ধূম লাগিল। এমন সময় জাহাজ চড়ায় বাধিয়া গেল। বড় গোল হইতে ছিল বলিয়া কীর্ত্তন থামিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ।

ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনার সময় ইতি পূর্ব্বে ৬॥০ টা ছিল, এক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইয়া ৭টার সময় হইয়াছে। প্রতিরবিবারে ভাই গৌর গোবিন্দ রায় উপাধ্যায় উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকেন। আচার্য্য মহাশয়ের হিমাচলের প্রার্থনা হইতে একটী প্রার্থনা পঠিত হইয়া তাহার ভাব বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিয়া উপদেশ দেওয়া হইতেছে। গত দুই রবিবারে যোগের বিষয়ে উপদেশ হইয়াছে।

অত্যন্ত উত্তাপ বৃদ্ধি হওয়াতে দেবালয়ের উপাসনা প্রাতে ৮টার সময় আরম্ভ হইতেছে। রবিবার দিবস ৯টা ঠিক করা হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণ চন্দ্র আস প্রচারকদিগের ভরণ পোষণের সাহায্য জন্য এককালীন ৪১ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা অতি কষ্টের সময় এ দান পাইয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। ভাই কেদার নাথ দের পরিবারের পীড়া প্রযুক্ত এবং তাঁহাদের বাটীর ভাড়া দিবার জন্য অনেক গুলিন টাকা ঋণ হইয়াছে। যদি কেহ দয়া করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করেন আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত আদরে তাহা গ্রহণ করিব।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের পীড়ার চিকিৎসার জন্য সংপ্রতি বাটী গমন করিয়াছেন. তিনি কলিকাতায় উপস্থিত থাকিলে বৈশাখ মাসের মধ্যেই কোরাণের অনুবাদ কার্য্য শেষ হইতে পারিত। যাহাতে কোরাণ অনুবাদ শেষ হয় সে জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা পাইতেছেন।

ভাই অমৃত লাল বসু, উৎকট রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, এখন কেবল কাহিল আছেন। অম্ল শূল এই কাহিল শরীরে প্রবল হইয়া তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে কষ্ট দিতেছে। কয়েক দিন হইল বিখ্যাত কবিরাজ গোপী বল্লভ সেন মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন।

এই পত্রিকা ৭২ অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২০ ভাগ। ৯ সংখ্যা। | ১ লা জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু হরি, তোমার বৈদিক ঋষিগণের আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। তাঁহারা তোমায় সর্ব্বত্র সকল বস্তুতে যেমন দেখিতেন, এমন আর কে দেখিবে? তোমার নববিধান আসিলেন, বৈদিক ঋষিগণের ভাব ভারতে পুনরুদ্দীপ্ত করিবার জন্য। ইনি যে ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন তাহাতে বৈদিক ভাব পূর্ণতা লাভ করিল। জলে, স্থলে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে, অগ্নিতে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, মেঘে, বর্ষণে, বৃক্ষে, লতায়, ফলে, ফুলে তুমি আপনাকে প্রকাশ করিতেছ। হে মহাশক্তি, তোমার শক্তি সর্ব্বত্র অনুভব করিয়া আমরা বৈদিক ঋষিগণের ন্যায় তোমার স্তব প্রশংসা করিতে পারি। বৈদিক ঋষিগণ স্নানে, অন্নপানে, পরিহিত বস্ত্রে, গৃহে, তোমায় সন্দর্শন করিয়া বালকের ন্যায় কেমন তোমায় মনের কথা গুলি বলিতেন, ইচ্ছা হয় বৈদিক যোগে যোগী হইয়া যেখানে সেখানে তোমায় দেখিয়া স্তবরসে তোমাতে ডুবিয়া যাই। যোগ, অবিচ্ছেদ যোগ, ইহা কি সামান্য কথা। আমার চিন্তা, আমার ভাব, আমার কাজ, এ আর থাকিবে না, কেবল সকলই তোমার হইবে, এ নরহরিযোগ কোথায় পাই। হে প্রভো, তুমি বিনা আমাদিগকে এ যোগে যোগী করিতে কেহ সক্ষম নহে। তুমি সর্ব্বস্থানে অবতরণ কর, আমরা তোমায় দেখি, এ কথা বলাতো আর শোভা পায় না। এত বৎসর পর ধর্ম্মের আদিম ভাব আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করিল না, তাহা হইলে আর হইল কি? পৃথিবীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবের হ্রাস হইয়াছে, অবিশ্বাসিগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিশেষে কি আমরা এই কথা বলিব? মৃত্যু হইতে মানব জাতিকে পুনরুত্থিত করিবার জন্য তোমার নববিধানের আগমন। বেদ বেদান্ত পুরাণ আগম এবং সমুদায় ঋষি মহর্ষি মহাজনগণ যাঁহারা পৃথিবীতে অনাদৃত এবং পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্ব স্ব গৌরবের মুকুট পরিধান করিয়া আগমন করিলেন, আমরা এ সময়ে নিদ্রিত থাকিব? হে বিধানের জীবন্ত হরি, এক বার যোগরাজ্য খুলিয়া দাও, আমরা সকলে তন্মধ্যে প্রবেশ করি। যোগের ক্ষেত্রে ইহলোক পরলোক মিশিয়া যাউক। বাহিরের বস্তু সমুদায়ের আকর্ষণ তাহাদিগের জন্য নয়, তোমার জন্য হউক। অন্তর রাজ্যের রাজা হইয়া তুমি অধিষ্ঠিত, আমরা তোমার বলে চলি, বলি, ক্রীড়া করি। হে যোগিজনের যোগসম্পৎ, তুমি বেদ বেদান্ত, পুরাণ আগমের যোগ আমাদিগের মধ্যে প্রকাশ

কর। বেদে আরম্ভ করিয়া আগমে পর্য্যবসান, এবং সমুদায়ের একত্র স্থিতি যাহাতে যোগে আমাদিগের লাভ হয়, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা ঋষিগণের ভাবে মুগ্ধ হইয়াছি, ভক্তগণের ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছি, নব নব সত্যের আগমে নিত্য নূতন বস্তুর প্রতি অভিলাষী হইয়াছি, আমাদিগের এ ত্রিত্বের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর। আমরা এই ত্রিত্বে ত্রিবিধযোগে যোগী হইয়া চির কৃতার্থ হইব, আশা করিয়া তব পদপদ্মে ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

নিষ্কণ্টকত্বে অভিলাষ।

সকলেরই অভিলাষ এই, তাহারা পৃথিবীতে নিষ্কণ্টকে কাল যাপন করে। লোকের স্বাভাবিক প্রার্থনা নিয়ত এতৎসম্বন্ধেই উত্থিত হয়। যদি এ অভিলাষ স্বাভাবিক হয়, তবে নিষ্কণ্টকত্বের জন্য অভিলাষ করিবে না, এ উপদেশ কখনও কার্য্যকর হইতে পারে না। যাহা স্বভাব চায়, মনুষ্য প্রকৃতি চায়, ধর্ম্মের সহিত তাহার গূঢ় সম্বন্ধ আছে, ইহাই বা আমরা অস্বীকার করিব কি প্রকারে? অথচ কণ্টকশূন্য হইলে উচ্চতম ধর্ম্ম অর্জ্জন করা অসম্ভব; ইহাও আমরা জীবনে প্রত্যক্ষ করিতেছি। স্বভাব ও উচ্চতম ধর্ম্মলাভে প্রয়োজন, এ দুয়ের সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইতে পারে আমরা এক বার তৎসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এ দুয়ের অভ্যন্তরে স্বভাবের ক্রিয়া কি প্রকার স্থিতি করিতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেই আমাদিগের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে।

নিষ্কণ্টক হইবার অভিলাষ স্বাভাবিক। এটি না থাকিলে আমাদিগের জীবনপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প ছিল। বাহিরের কণ্টক সকল গণনায় না আনিলেও আমাদিগের ভিতরে যে সকল কণ্টক আছে, তাহা যদি আমরা উৎপাটন করিতে যত্ন না করি, আমাদিগের জীবন কেবল ক্লেশাবহ হয় তাহা নহে, আমাদিগের ঈশ্বর ও ধর্ম্মসম্বন্ধে মৃত্যু উপস্থিত হয়। লোভ মোহ ক্রোধাদি আমাদিগের জীবনে বিষম কণ্টক, এ সকল কণ্টক পদে পদে আমাদের অগ্রসর হইবার প্রতিবন্ধক। কে বলিবে, এ সকল কণ্টকাঘাতে পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া তাহাদিগকে উৎপাটন করিবার জন্য যত্ন করিও না, কেন না সে সকল আমাদিগের স্বভাব মধ্যে নিহিত? স্বভাবের নাম লইয়া আমরা এ সকল কণ্টককে বর্দ্ধিত হইতে দিতে পারি না, সমূলে উৎপাটন করাই আমাদিগের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। এখানে নিষ্কণ্টকত্বের অভিলাষ ধর্ম্ম ও স্বভাব উভয় সঙ্গত।

স্বভাব মধ্যে কতকগুলি কণ্টক আছে, যাহা উৎপাটন করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। বাহ্য প্রকৃতি ও অপরের ব্যবহার হইতে যে সকল কণ্টক সমুৎপন্ন হয়, তাহা আমরা ইচ্ছা করিলেই উন্মূলিত করিতে পারি না। এ সকল এমনি দুরপনেয় যে, অবিশ্বাসিগণ প্রকৃতিগত এই সকল কণ্টক দর্শন করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে দোষ অর্পণ করিয়াছে, কেহ কেহ বা মনুষ্য আত্মক্ষমতাতে এই সকল অপনয়ন করিতে পারে বলিয়া ঈশ্বর উড়াইয়া দিয়া মানবপূজা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। কোন কোন বিজ্ঞানবিদের মত এই যে মনুষ্য সহস্র যত্ন করিলেও প্রকৃতিগত কণ্টক অপনয়ন করিতে সক্ষম হইবে না, কেন না কোন এক কণ্টক উন্মূলিত হইলে তাহার স্থলে নূতন কণ্টক সমুপস্থিত হইবে। পূর্ব্বে যাহা নিবারিত হইল, তদপেক্ষা উহা আরো ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিবে। এই সকল মতের আমরা অনমোদন করি না সত্য, কিন্তু আমরা একথা বলি যে মনষ্যের বর্ত্তমান অবস্থাতে তাহার উন্নতির জন্য এ সকল কণ্টকের একান্ত উপযোগিতা আছে। আজ

মনুষ্য যাহা হইয়াছে, প্রকৃতিতে বহুল কণ্টক না থাকিলে সে কখন এরূপ হইতে পারিত না। ঈশ্বর অতি আশ্চর্য্য শিক্ষক, তিনি শিক্ষা দান কালে আপনি কিছু বলিয়া দেন না, কিন্তু যাহাকে শিক্ষা দেন, তাহার ভিতর হইতে শিক্ষিত বিষয় বাহির করিয়া আনেন। সে ব্যক্তি মনে করে, এই যে উপায় বা সত্য বাহির হইল, ইহা আমারই যত্নে। প্রকৃত শিক্ষাদাতা সর্ব্বদা আপনাকে লুক্কায়িত রাখেন, শিষ্য এমনই স্বাধীন ভাবে অগ্রসর হইতে থাকে যে সে মনে করে কৈ আমিত এ সকল শিক্ষকের সহায়তা বিনা আপনি সকল করিলাম। ঈশ্বরের শিক্ষাধীন ব্যক্তিকে তিনি ঈদৃশ অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করেন, এরূপ সকল উপায় তাহার নিকটে আনিয়া দেন যে, সেই অবস্থায় পড়িয়া সেই সকল উপায় লইয়া যাই সে যত্ন চিন্তা ও কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, অমনি তাহার নিকটে নূতন পথ, নূতন উপায়, নূতন সত্য বাহির হইয়া পড়ে। সে তখন এই বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, আজ আমি ধন্য, আজ আমি কৃতার্থ যে এমন নব আবিষ্কার আমাকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইল। যদি তাহার পথে বিঘ্ন বাধা কণ্টক না আসিত সে এ প্রকার আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিত না। ঈশ্বর আপনি গোপনে থাকিয়া জীবের গৌরব বর্দ্ধিত করেন, ইহা তাঁহারই গৌরব।

ঈশ্বরে বিশ্বাসিগণ জীবনে কণ্টকসমূহের মহতী উপযোগিতা দর্শন করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দান করেন এবং জীবনপথে যখন এই সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়, তখন আপনাকে বিশেষ অনুগৃহীত বলিয়া অনুভব করেন। শিষ্যকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করিবার জন্য গুরু এই সকল আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন দেখিয়া সাধক অতীব আহ্লাদিত হন, এবং দুঃখ ক্লেশ ও বিবিধ কণ্টক হইতে যে নূতন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাহাতে আপনাকে অতীব কৃতার্থ মনে করেন। সাধক পুনঃ পুনঃ এই সকল অধ্যয়নের ফল লাভ করিয়া পরিশেষে এমনি অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হন যে, আর তাঁহার চিত্ত এ প্রকার কামনা হৃদয়ে পোষণ করিতে পারে না যে, এ সকল কণ্টক না আসিলে ছিল ভাল। তাঁহার মনে ভয় হয়, কি জানি বা পাছে জীবন কণ্টক-শূন্য হইয়া আত্মার নিদ্রা উপস্থিত হয়, জাগ্রদবস্থা চলিয়া যায়, ঈশ্বরনির্ভর ঈশ্বরে বিশ্বাস খর্ব্ব হইয়া পড়ে। চিত্তের ঈদৃশ অবস্থাতেই যুধিষ্ঠিরমাতা কুন্তী প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "হে প্রভো, আমি সেই অসহায় অকিঞ্চনাবস্থা তোমার নিকট ভিক্ষা করি, কেন না সে অবস্থায় তুমি আমার নিকটে নিয়ত থাক, আমি আর তোমায় মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া থাকিতে পারি না।"

সাধককে অগ্রসর করিয়া দেওয়ার জন্য বাহ্যপ্রকৃতিগত কণ্টক যেমন আছে, তেমনি অপর মনুষ্য হইতে সমুত্থিত কণ্টকও আছে। যদি প্রাকৃতিক কণ্টক অপনয়নের কামনা অনুচিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্য হইতে সমাগত কণ্টক অপনীত হউক, এ কামনাও আমরা মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না। মনুষ্যসমাগত কণ্টক অপনয়নের ইচ্ছা এবং সেই মনুষ্যকে দূর করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা যুগপৎ এক জনের হৃদয়ে উপস্থিত হয়। নববিধানের শাস্ত্রমতে কোন মনুষ্যকে দূর করিয়া দেওয়া বা তাহার মুখ না দেখার ইচ্ছা তাহাকে বধ করিবার ইচ্ছার সমান। ঈদৃশ ইচ্ছা আমাদিগের শাস্ত্রে মনুষ্যহত্যার পাপ বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং কণ্টক অপনীত হউক, এই স্বাভাবিক ইচ্ছা যখন অন্তর্ব্বর্ত্তী রিপুসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া বাহিরের কণ্টক অপনীত হইবার অভিলাষে গিয়া উপস্থিত হয়, তখন আমাদিগের দ্বিবিধ পাপ উপস্থিত হয়। এক শিক্ষার্থ ঈশ্বরানীত অবস্থার অবমাননা করিয়া

ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করা, দ্বিতীয় কোন ভ্রাতাকে প্রাণ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া নরহত্যার পাপে লিপ্ত হওয়া। এ দুইয়ের কোনটি লঘু নহে।

এখন কথা হইতেছে, কণ্টক অপনয়নের অভিলাষ যদি স্বাভাবিক হয়, তবে তাহা আবার অপরাধের কারণ কি প্রকারে হইবে? আমরা বলি, আমাদিগের অনেক অভিলাষ স্বাভাবিক, অথচ তাহা হইতেই অপরাধ উৎপন্ন হয়। অভিলাষ ন্যায্য হইলেও তাহার নিয়োগ ঈশ্বরেচ্ছার বিপরীত হইলে পাপ প্রসব করিবে, ইহা আর একটা নূতন কথা কি? আমাদিগের যতগুলি অভিলাষ আছে, তাহার যে কোনটিকে দৃষ্টান্ত স্থলে আনয়ন করিলে, আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইতে পারি। সে যাহা হউক, উপস্থিত অভিলাষসম্বন্ধে কিরূপ নিয়োগ ঈশ্বরেচ্ছানুগত কিরূপ নিয়োগ তদ্বিপরীত দেখাইতে পারিলেই আমাদিগের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হইল। কণ্টক অপনয়নের ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং তন্মধ্যে কোন অপরাধের হেতু নাই, ইহা একান্ত নিশ্চয়। বাহ্য প্রকৃতি যে সকল কণ্টক আনিয়া উপস্থিত করে, আমরা জানি প্রকৃতিকে বিনাশ করিয়া আমরা সে কণ্টক উন্মূলিত করিতে পারি না, কিন্তু যে সকল কারণে সেই কণ্টক গুলি উপস্থিত হয়, সেই কারণের উচ্ছেদ দ্বারা আমরা উহাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ। যত প্রকারের গবেষণা যত্নাদি এই দিকেই স্বভাবতঃ বিজ্ঞানবিশারদগণ নিয়োগ করিয়া থাকেন। আমরা এই প্রকার করিব, ঈশ্বর ইচ্ছা করেন, সুতরাং এখানে অণুমাত্র অপরাধ আমাদিগকে সংস্পর্শ করে না। অন্য লোক হইতে যে কণ্টক সমাগত হয়, সে কণ্টক সে ব্যক্তির উচ্ছেদে (দূর করিয়া দেওয়া হউক, আর বধ করা হউক আমাদিগের মতে একই কথা) উন্মূলিত করিবার জন্য যত্ন বিজ্ঞান ও ঈশ্বরেচ্ছার বিরোধী, কেন না এখানে কণ্টকের কারণ সে ব্যক্তি নহে, তাহার অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রবৃত্তিনিচয়। যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, যে প্রবৃত্তি হইতে কণ্টক সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই কণ্টককে বিনষ্ট করিবার সহায় হও, কিন্তু সে ব্যক্তির উচ্ছেদসাধনে তোমার কি অধিকার আছে? ঈশ্বর তোমায় ওপ্রকার অধিকার কখন অর্পণ করেন নাই। বরং সেই ব্যক্তির দৌরাত্ম্য হইতে তুমি নব নব শিক্ষা সংগ্রহ করিবে, এই তোমার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ। যে প্রবৃত্তিনিচয় হইতে তত্তৎ কণ্টক সমুৎপন্ন, তাহার উচ্ছেদ কামনা কর, কিন্তু সাবধান যেন সে ব্যক্তির উচ্ছেদে অণুমাত্র তোমার অভিলাষ উপস্থিত না হয়।

বেদ ও দর্শন, শ্রুতি ও ঘটনা।

আমরা এ প্রবন্ধে বেদ ও শ্রুতি উভয়কে স্বতন্ত্র গ্রহণ করিলাম। বেদ সাক্ষাৎ জ্ঞান, শ্রুতি শ্রবণ। যখন আমরা আমাদিগের আত্মার ভিতরে এমন একটী অবস্থা দেখিতে পাই যে, তাহার বিরুদ্ধে আর আমরা আমাদিগের চিন্তা উত্থিত করিতে পারি না, সেই অবস্থা আমাদিগকে সকল সময়ে টানিতে থাকে, আমাদিগের সমুদায় সংবিৎ (Consciousness) তদনগত হইয়া পড়ে, তখন বলি যে আমাদিগের আত্মার ভিতরে বেদ বা সাক্ষাৎ জ্ঞান আসিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে আমরা কোন কর্ম্ম করিতে পারি না, কেন না উহার অনুসরণ আমার প্রতি আদেশ। বেদ বাহ্যবিষয়াপেক্ষী। বাহ্য ব্যাপার হইতে তাহার প্রভাব আসিয়া আমাতে উপস্থিত হয়। সুতরাং আমাদিগের সংবিৎ এরূপ অবস্থাপন্ন কেন হইল আমরা তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে পারি। দার্শনিক প্রণালীতে যখন আমরা কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই তখন দেখিতে পাই, অমুক অমুক কারণে আমাতে এই সাক্ষাৎ জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, এবং উহা আমার সমুদায়

সংবিৎকে তদধীন করিয়া ফেলিয়াছে। দর্শন কারণাম্বেষণ দ্বারা বৈদিক সাক্ষাৎ জ্ঞানকে সুদৃঢ় করে, এজন্য এখানে দর্শনের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ সমূহ একত্রিত হইয়া অন্তরে যে জ্ঞান উদিত হইয়াছে, দার্শনিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেই সকল চিন্তাযোগে বাহির করা, এবং বাহির করিয়া তৎসম্বন্ধে দৃঢ় নিশ্চয় হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং বেদ ও দর্শন চিরঘনিষ্ঠযোগে নিবদ্ধ।

বেদজনিত সাক্ষাৎ জ্ঞান যদি পূর্ব্ববর্ত্তী শত ঘটনা একত্রিত হইয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা বর্ত্তমান ঈশ্বরাজ্ঞাসদৃশ একান্ত মান্য কি না, একথা জিজ্ঞাসা করিবার আমাদিগের কোন অধিকার নাই, কেন না যে সকল ঘটনার মধ্য দিয়া আমাদিগের মধ্যে সেই জ্ঞান উপস্থিত হইয়াছে, সে সকল ঘটনা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদিগের জ্ঞানদানের জন্য ঘটাইয়াছেন। যখন ঘটনা সকল মিলিত হইয়া আমাতে জ্ঞান সমুপস্থিত হইল, তখন সেই জ্ঞানকে আমার প্রতি ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া আমি তদনুসরণ করিব, তদ্বিরুদ্ধে একটী কথা বলিব না, কেন না এস্থলে ঘটনার মধ্য দিয়া ঈশ্বর তাঁহার অভিপ্রায় আমার নিকটে প্রকাশ করিয়াছেন। যখন অভিপ্রায় এক বার প্রকাশিত হইল, তখন আর আমার সামর্থ্য কি যে আমি তদ্বিরুদ্ধে কিছু করি। তদ্বিরুদ্ধে কিছু করিতে গেলে আমি ঈশ্বরের অভিপ্রায় ভঙ্গ করিলাম, তাঁহার আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলাম। যেখানে সাক্ষাৎ আদেশ উপস্থিত হয় নাই, সেখানে সাক্ষাৎ জ্ঞানের অনুসরণ করিয়া পদনিক্ষেপ ঈশ্বরের পথে দণ্ডায়মান থাকিবার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। সুতরাং বেদ সকলেরই শিরোধার্য্য।

শ্রুতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সমূহ শ্রবণের কারণ নহে, ইহা সাক্ষাৎ বর্ত্তমান ব্যাপার। দর্শন এখানে অকর্ম্মণ্য, কেন না দর্শন ঘটনাসমূহ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ। এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নাই যে, দর্শন সেই সকল আশ্রয় করিয়া শ্রবণের কারণ নির্দ্দেশ করিবে। তবে শ্রবণানন্তর শত ঘটনা উপস্থিত হইয়া যখন শ্রবণের বিষয়কে সুদৃঢ় এবং সপ্রমাণিত করে, তখন দর্শন সেই সকল অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর কেন ঐ প্রকার আদেশ দিলেন তাহার হেতু প্রদর্শন করিতে পারে। শ্রবণানন্তর ঘটনা, ঘটনানন্তর দর্শন, সুতরাং শ্রবণ এখানে ঘটনানিরপেক্ষ, দর্শন ঘটনাসাপেক্ষ। বেদ ঘটনাসাপেক্ষ বলিয়া দর্শনের সহিত তাহার অব্যবহিত যোগ, শ্রুতি সহকারে দর্শনের সে প্রকার অব্যবহিত যোগ নহে। বেদে দর্শনের সাহায্য প্রথম হইতে, শ্রবণে দর্শনের সাহায্য বহু ঘটনার পরে। এজন্য আমরা যখন বেদানুসরণ করি, তখন দার্শনিক প্রণালীতে কারণ প্রদর্শন তখন তখনই করিতে পারি, কিন্তু শ্রুতির অনুসরণ করিলে, আমাদিগকে অনেক সময়ে হেতু প্রদর্শনে নিরস্ত থাকিতে হয়, বড় পীড়াপীড়ি উপস্থিত হইলে আমরা এই পর্য্যন্ত উত্তর দিতে পারি, যেহেতুক ঈশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন তদ্ভিন্ন কোন যুক্তি দেখিতেছি না। পৃথিবীর নিকটে এ অবস্থায় মূর্খ বলিয়া পরিচিত হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সাধকের কোন ক্ষতি নাই। কেন না পরবর্ত্তী শত ঘটনা যখন সেই আদেশের হেতু উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিবে, তখন সেই উপহাসকারী পৃথিবীকে অবনত হইয়া সেই আদেশের মহত্ত্ব ও গৌরব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে আমাদিগের মধ্যে বেদ ও শ্রুতিতে কি প্রভেদ সকলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। বেদের গৌরব অধিক কি শ্রুতির গৌরব অধিক, ইহা জিজ্ঞাসার বিষয় নহে, কেন না স্ব স্ব অধিকার মধ্যে এ দুই সমান অনতিক্রম্য। তবে বেদ ও শ্রুতিতে এই প্রভেদ যে, বেদ পূর্ব্বের সহিত শ্রুতি পরের

সহিত সম্বন্ধ। ইহাতে এই একটি মহাপ্রভেদ লক্ষিত হয় যে, এক আদেশে পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় অন্তর্হিত হইয়া সমস্ত নূতন আসিয়া সাধকে উপস্থিত হয়। অবশ্য পূর্ব্বাপরের সম্বন্ধ আছে, কিন্তু সাধক তখন আর সে সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন না, আদেশের পথে অগ্রসর হইতে হইতে পরে বুঝিতে পারেন, কেন এরূপ বিপরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল, এই বিপরিবর্ত্তনে পূর্ব্ববর্ত্তী কি কি অস্পৃষ্ট রহিয়া গিয়াছে। আমাদিগের প্রত্যেকের জীবনে এই মহাবিপরিবর্ত্তনের ব্যাপার আমরা দেখিয়াছি। আজ যে নবধর্ম্ম আমরা স্বীকার করিতেছি, তাহা প্রথমতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় জ্ঞানকে অন্তরিত করিয়া দিয়া, পরে আবার সেই সমুদায় জ্ঞানের মধ্যে নূতন সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সুদৃঢ় করিয়াছে, যে গুলি অযথাসংস্কারসম্ভূত সেগুলিকে চিরকালের জন্য তিরোহিত করিয়া দিয়াছে। এই পূর্ব্বাপরের যোগের সময়ে অতীত ও বর্ত্তমানের একতা হয় এবং বেদ ও শ্রুতির পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। ফলতঃ কালে শ্রুতি শত শত ঘটনা দ্বারা ব্যবহিত হইয়া বেদে পরিণত হয়, এবং নূতন শ্রুতি সমাগত হইয়া ভবিষৎ বেদের মূল পত্তন করে, দর্শন এ দুয়ের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। ঘটনা একের হেতু, অপরের হেতুপ্রদর্শক। প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে ঈশ্বরের বাণী নিহিত, সুতরাং শত শ্রুতি সম্মিলিত হইয়া একখানি বেদ হয়। কিন্তু শ্রুতি এক, তাহার শাখা প্রশাখা শত। একটী একটী ঘটনা এক একটি শাখা, এই সমুদায় শাখা সম্মিলিত শ্রুতি বেদ। বেদ ও শ্রুতি নিত্য প্রবহমাণ, ইহার বিরতি নাই। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদিগের মধ্যে বেদ ও শ্রুতি উভয়ই মিলিত হইয়া নিত্য কার্য্য করিতেছে।

কমলকুটীর

শুক্রবার, ৫ই ভাদ্র; ১৮০২ শক।

হে যোগশিক্ষার্থী, মহাদেব যোগশিক্ষা দেন। মহাদেবের শিষ্য হইবে, তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিবে। অগম্য পথ সম্মুখে। যোগ সাধন পরিমিত হইতে পারে না, যোগেতে সাধন সমাপ্ত হইতে পারে না। এই জন্য, হে সাধক, সিদ্ধান্ত করিয়া লও, নিবৃত্তি শেষ গতি হইতে পারে না। না—পথ হইতে পারে, লক্ষ্য কিন্তু হাঁ। অস্বীকার উপায়, স্বীকার উদ্দেশ্য। পরিবর্জ্জন সাধন, প্রাপ্তি সিদ্ধি। ত্যাগ উপায়, লাভ পরম লক্ষ। নিবৃত্তিতে থাকিবে না, যদি যথার্থ যোগী হইতে চাও। নিবৃত্তি শাস্ত্রী, প্রবৃত্তি শাস্ত্রীর অনুগত। যথার্থ নিবৃত্তি যথার্থ প্রবৃত্তির পথ পরিস্কার করে। শরীরের প্রবৃত্তি হইতে আত্মার প্রবৃত্তিতে যাওয়ার মধ্যপথ নিবৃত্তি। এক বার রথ চলিবে, তার পর থামিবে, পরে রথ বিপরীত দিকে গমন করিবে। নির্ব্বাণ, বাসনাবর্জ্জন, কামনার সমাপ্তি, তৃতীয় নূতন দিকে গতি। (১) গতি, (২) গতি স্থগিত, (৩) গতি। বাসনা, মরণ নব জীবন। চণ্ডাল, মৃত্যু, দ্বিজ। বন্ধন, ছেদন, নূতন বন্ধন। সাধক, যোগার্থ কি? বন্ধন না শৈথিল্য? যোগের অর্থ একীভূত হওয়া। আবদ্ধ ভাবিলে বন্ধনের ভাব আইসে। মুক্ত হওয়া মানসিক দুষ্প্রবৃত্তির উপরে, নিবৃত্তিমার্গ গম্য স্থান নহে। কিন্তু নিবৃত্তি না হইলে প্রবৃত্তি হয় না। এই মানুষ না মরিলে নূতন মানুষের জন্ম হয় না। অতএব চক্ষু বন্ধ করিয়া প্রেমযোগে প্রবৃত্ত আছে কি না, একেবারে ভাবনাবশেষ হইবে কি না, দেখ। নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য কি তোমায় অধিকার করিয়াছে? সংসার স্বর্গ কিছুই ভাব না যদি দেখিয়া থাক, কণ্টক বিদ্ধ করিল, কণ্টকের উপরিভাগে যে সুন্দর গোলাপ ফুল, পরে দেখিবে। সংসারপ্রবৃত্তির উজান স্রোতে তুমি চলিলে, রাগ হবেই না, লোভ হবে না। সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইবে। এ ভাব না, ও ভাব না। কিছুই নাই, তুমি একেবারে মনুষ্যত্ববিহীন আত্মা এমন স্থানে আসিয়াছ। বিপরীত দিকে নৌকা লইয়া গেলে, অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছ, এখন ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল দেখ। গঙ্গা অতিক্রম করিয়া সাগরে পড়িয়াছে, এক প্রকাণ্ড অনন্ত একটু একটু করিয়া নৌকা টানিয়া যেখানে বায়ু নাই, সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, কিছুই নাই, নিস্তব্ধ, শব্দ নাই, রূপ রস গন্ধ নাই, এমন স্থানে ভাবী যোগীর নৌকা আনিল। একবিন্দু বায়ু নাই। ঘোরতর সন্ন্যাস। ইচ্ছাবিহীন মানুষ, জমাট আত্মসংযমের ভিতর যোগী বসিয়া আছে। যোগীর জীবনের এক পরিচ্ছেদ শেষ হইল। এখন যোগরাজ্য আরম্ভ হইল, অর্দ্ধেক ব্যাপার সমাপ্ত হইল। কল্ কল্ করিতেছে জল, ভয়ানক স্রোতের মুখে নৌকা খানি পড়িল,

নৌকা চলিল আবার। শান্ত নৌকা আবার চলিল। এবার চলিল না, চালিত হইল। এখন জীব কেবল চুপ করিয়া আপনাকে ছাড়িয়া দিল। প্রবৃত্তির গভীর স্রোত টানিতেছে। ঘোরান্ধকারে যোগী পড়িয়াছিল; প্রবৃত্তি দেখিল আমার সময় আসিয়াছে, তখন নৌকা ধরিল। হে যোগ শিক্ষার্থী, যদি সেই নির্ব্বাণের অবস্থায় আসিয়া থাক, ব্রহ্মের আকর্ষণ কেশাকর্ষণ করিবে। এখানে যোগ সাধন নাই, যোগ ভোগ। যখন ঘট খালি হইল, ব্রহ্মস্রোত আসিয়া জীবকে পূর্ণ করিল। একাধারের ব্রহ্ম অন্য আধারে মিশিয়া যান, এই জন্য ঘটের ভিন্নতা, মধ্যে ব্যক্তিত্ব। ভিন্ন ভিন্ন ঘটে ব্রহ্ম, অধিবাস করেন। ব্রহ্ম শক্তি, ব্রহ্ম জ্ঞান ব্রহ্মপ্রেম ব্রহ্মপুণ্য, ব্রহ্মানন্দ। তুমি নূতন মানুষ। নরহরির প্রকাণ্ড যোগ। সেই যে লৌহ সুবর্ণের যোগ দেখিয়াছি, এখন লৌহ কোথায়? উপাধি কেবল লৌহ, ভিতরে সোণা। এখন তোমার কথা তোমার কথা, যখন সেই যোগের অবস্থায় যাইবে, তখন দেখিবে সমস্ত ব্রহ্মের। আকার তোমার, নিরাকার জ্ঞান পদার্থ ঈশ্বরের। আর কি আমার পাপ হইতে পারে? ব্রহ্ম কি পাপ করিতে পারেন? তুমি বেড়াইতেছ? পরীক্ষা কর, হে ভাবী যোগী, আমি আর নাই। ইচ্ছা নাই বলিবার, ব্রহ্মশক্তি তোমার ঘট পূর্ণ করিয়াছে। ব্রহ্ম তোমায় বসাইয়া দিলেন, ব্রহ্ম তোমার মুখের ভিতরে আহার পুরিয়া দিলেন। সমুদায় ব্রহ্মের খেলা। এ প্রবৃত্তি এ বলবতী ইচ্ছা, ব্রহ্মেরই কামনা, ব্রহ্মেরই শক্তি। সমুদায় ব্রহ্মের দিকে তোমাকে টানিতেছে। দেখিলে পরিমিত নিবৃত্তি, অপরিমিত যোগ। এই দীপ নিবিল। আরও নির্বিতে পারে? না। নিবৃত্তির অন্ত আছে। ঐ পরিমাণ, আর ঐ দিকে নির্ব্বাণ যায় না। নির্ব্বাণের শেষ আছে, নিবৃত্তি প্রবৃত্তির ন্যায় নহে। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অপরিমিত, কেন না ইহার ঈশ্বর অপরিমিত। যোগপথে অনন্তকাল চলা যায়। দৃঢ়তর নির্ম্মলতর যোগ হয়। লক্ষগুণে নিকটতর যোগ? হাঁ। কেন না অনন্ত জ্ঞান যিনি, আমার ভিতরে যত যান, আরও ভিতরে যান। তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে যাই, তাঁহার গভীরতর হৃদয় আছে। পাপ পরিমিত, অনন্ত হয় না। অসাধু চিন্তা, অসাধু রুচি, এক শত কুপ্রবৃত্তি নিবাইলে, আর কি নিবাইবে? যখন এই কয়েকটা নিবৃত্তি হইল, সেই ভয়ানক নিবৃত্তির মধ্যে ব্রহ্ম আসিয়া সন্তানকে ডাকিলেন, মৃত সাধক জাগ। নিবৃত্তির ঘোর ঘুমের ভিতরে আচ্ছন্ন আত্মাকে ঈশ্বর ডাকিলেন। অনেক যোগীর নির্ব্বাণ স্বর্গ, তোমার যেন তাহা না হয়। নির্ব্বাণের অবস্থায় থাকা প্রার্থনীয় নহে। তাহা হইলেতো জীবন পরিমিত হইল। তুমি ছোট সংসারকে নিবৃত্ত করিলে, কিন্তু অনন্ত ঈশ্বরকে যোগ দ্বারা বাঁধিতে পারিলে না। সংসার পাপ, সংসার পাপ বলিতে বলিতে মন ছাড়িল, কিন্তু ঈশ্বরকে পাইলে না। সেই নির্ব্বাণ নিদ্রা হইতে নিদ্রিত আত্মাকে ব্রহ্ম ডাকেন। কেমন করিয়া জাগিল সে বুঝিল না। ব্রহ্ম কল চালাইতে লাগিলেন, পরমাত্মা বন্ধু হইলেন। দুই বন্ধু পরস্পরে সংযুক্ত হইলেন। যোগ খেলার স্থান। পরমাত্মা খেলা করেন জীবাত্মার ভিতর দিয়া, জীবাত্মা খেলা করে পরমাত্মার ভিতরে। লোহা সোণা এক। দিবার শেষে রাত্রি, রাত্রির শেষে দিন। সুর যখন উঠিল, কোন্ সুর কার ভিতর গেল। সা হইল ঋ, গা হইল সা। কেবল সংযোগ। জীব হইলেন পরমাত্মা, পরমাত্মা দিলেন এক শক্তি। জীবাত্মা প্রকাশ করিলেন প্রেম। এই তো এক ধাতু দিলাম, লৌহ সোণা। সোণার রং কখন কালোর ভিতরে গেল জানি না, কাটিলে ভাঙ্গিলে লৌহ সোণার ভিতরে। জীবাত্মা পরমাত্মা আর স্বতন্ত্র করা যায় না, দুইয়ের মধ্যে রেখা দেখা যায় না। এক জীব। ধীশক্তি কাট, এর কোন্‌খানে দেব, কোন্‌খানে নর বাহির কর। সুমতি সুবুদ্ধি। ক্ষুদ্র চিত্তের ভিতর, বড়চিৎ। বস্তু বিভাগ কর। পরসেবা কর, কার শক্তি? গাছ কাটিতে পার, মূল স্বতন্ত্র কর। যে যোগ বদ্ধ হইয়াছে সে যোগ আর কাটে না। যে বলে জীব ব্রহ্ম ভিন্ন, তুমি জানিবে সে বিয়োগে আছে। নাস্তিকে বিয়োগ, সেখানে এক হয় না। যোগের তৃষ্ণা যখন খুব বলবতী হইবে, অনন্ত সোণাকে পাইতে অনন্ত কাল লাগিবে। নদীতে ভয়ানক টান দেখিয়াছ, যোগপথ এইরূপ। ধীরে ধীরে যাইতেছি, ঘোর কালীমূর্ত্তি তোমায় ডুবাইবে। যায় নিঃশ্বাস যায়, আর টেন না, টান ছাড়িতে পারি না। গভীর টানে ফেলিবে তোমাকে। মনোহর রূপ তোমায় সৌন্দর্য্য-সাগরে নিঃক্ষেপ করিবে। হরিরূপ মিষ্ট হইতে মিষ্টতর। কেবল আলোক। মাথায় শশী, বক্ষে শশী। অন্ধকার নিবৃত্তি, কঠোর তপস্যা উপায়, সে সমুদায় পার হইয়া যখন নৌকা পূর্ণিমার রাত্রে পড়িল, তখন কে আনন্দ প্রকাশ করে, কে জানে? নূতন রাজ্য, নূতন উদ্যান প্রকাশ পায়। গেরুয়া পরা সার নহে, নির্ব্বাণ শেষ নহে। নির্ব্বাণে শান্তি হইল, শান্তির পর আনন্দ আছে। স্বয়ং ভগবান্ অপরিমিত আনন্দ। বন্ধুর সঙ্গে সখ্যযোগ, সহস্র রজ্জুতে ভগবান্ জীবকে বাঁধেন। যার দিকে আরও যাই। এত ক্ষণের পর ঘোর সুখসমুদ্রে পড়িলাম। মহাপ্রভু হে, এখন যদি হাসি, সে হাসি আর দুর্ব্বল হয় না, যদি এই শক্তির হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দি। অতএব এমন অবস্থা আসে যখন দুর্ব্বল হওয়া অত্যন্ত কঠিন, পাপ করা অসম্ভব, ব্রহ্মকে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব, সৌন্দর্য্যশ্রেষ্ঠ, নারীশ্রেষ্ঠ ভুবন-মোহিনী জননীকে না দেখা অসম্ভব। কি, তুমি কামক্রোধ জয় করার অহঙ্কার করিতেছ? এ কি ধর্ম্ম? সামান্য যোগে ধিক্। এ যোগ কৈ? বিয়োগ হইল। যোগ কৈ? ব্যাক-

রণ অনুসারে বল। নিবৃত্তিতে যোগবিনাশ, প্রবৃত্তিতে যোগ। ব্রহ্ম এখনি তোমায় হস্ত দিয়া পেষণ করিবেন। দুঃখ আর যে নাই, সুখের যোগে এমনই যোগী। এই যে আধ্যাত্মিক উদ্বাহ হইল, আর ছাড়া যায় না। পুণ্যের সঙ্গে সুখের সঙ্গে তুমি বদ্ধ হইলে। ভঙ্গ করা যায় না। চেষ্টা কর, মিথ্যা বলিতে পার না। চড় চড় করে বুক, যোগের বাঁধা তুমি ছিঁড়িতে পার না। একটা হাতী, আর একটা গাছ, ছোট সূত্র বাঁধা, একি যোগ? আমাকে ছেঁড়, দেখ আমি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়াছি কি না? ব্রহ্ম রক্ত বাহির হইল, দুই বস্তু এক হইয়াছে। আমার চক্ষের ভিতর দিয়া জ্যোতি গিয়াছে। তোমারই ভিতরে যোগেশ্বর। সৌন্দর্য্য, জ্ঞান, তোমায় টানিবে। তখন সাহস করিয়া ব্রহ্মতনয় বলিতে পার, "আমি আর আমার পিতা এক।" ব্রহ্ম পরিপূরিত জীব যোগী এই কথা বলে। তুমি কি শিখিলে? নিবৃত্তিতে থামিবে না। শুভ ক্ষণে হরি আসিয়া তোমায় টানিবেন, টানিতে টানিতে এমন স্থানে লইয়া যাইবেন যেখানে অকূল সমুদ্র। এই আকাশ ব্রহ্মাকাশ হইবে। বেড়াই ব্রহ্মের ভিতরে, যাই ব্রহ্মের ভিতরে। একেবারে কিরণ তেজ, ক্রমাগত লক্ষ লক্ষ বাতী যেন কে ছাড়িয়া দিয়াছে। এই দ্বিপ্রহর রজনীর অন্ধকারের ভিতরে যে এক তেজোময় পদার্থ পায়, সে সিদ্ধ যোগী। সময় আসিতেছে যখন, হে প্রিয় সাধক, তুমি, আমি এবং আমরা সেই তেজ দেখিব। এই অপরিমিত অনন্ত সাধন কর। এমন সুখী হব যে তিক্তরস আর খাব না। অন্ধ হইলে দিন কতক বৈকুণ্ঠ দেখিবার জন্য, বধির হইলে দিন কতক ব্রহ্ম কথা শুনিবার জন্য, হাত নুলো হইল দিন কতক ব্রহ্ম চরণ ধরিবার জন্য। আজ্ঞা এই তোমার হউক। এই নিবৃত্তি তোমায় ব্রহ্ম বাসনার ভিতরে ফেলিয়া অপার আনন্দ সাগরে ডুবাইয়া দিক্ *।

ব্রহ্মযোগোপনিষৎ।

যোগান্মুখাস্তা যোগার্থিন্ মহাদেবো ভবাস্য তৎ।
শিষ্যো যোগঞ্চ তেনাস্য সংস্থাপয় চিরন্তনম্ ॥ ১ ॥
তবাগ্রেঽগম্যপন্থায়ং স্থিতং ন যোগসাধনম্।
সমাপ্তির্নাস্য চরমা নিবৃত্তির্নেতি নিশ্চিনু ॥ ২ ॥
পন্থাভাবো লক্ষ্যমত্র ভাবোঽস্বীকার এব তু।
উপায়ঃ স্বীকৃতির্জ্ঞেয়া তস্যোদ্দেশ্যং পুনর্মহৎ ॥ ৩ ॥
সাধনং খলু বিজ্ঞেয়ং পরিবর্জ্জনমত্র তে।
প্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরুপায়ো হি ত্যাগো লাভোহি লক্ষিতম্ ॥ ৪ ॥

যোগিত্বে যদি বাঞ্ছাস্ত ন নিবৃত্তৌ স্থিতিস্তব।
নিবৃত্তিঃ শান্তিদা তস্যাঃ প্রবৃত্তির্হ্যমৃতগামিনী ॥ ৫ ॥
প্রবৃত্তের্মার্গসংস্কর্ত্রী নিবৃত্তির্মধ্যবর্ত্ম চ।
দৈহিক্যা আত্মিকীং গচ্ছৎ প্রবৃত্তিং যোগিনাং পরাম্ ॥ ৬ ॥
রথোগচ্ছৎস্তস্তস্য গতিচ্ছেদঃ পুনর্গতিঃ।
বিপরীতদিশা ত্রিত্বং সর্ব্বমেবাত্র দৃশ্যতে ॥ ৭ ॥
বাসনা কামনা তত্ত্বন্নির্ব্বাণং বর্জ্জনং তয়োঃ।
যানং নবং গতিস্তস্যা নিবৃত্তিঃ সা পুনঃ শুভ ॥ ৮ ॥
বাসনা মরণং তস্মাৎ প্রশস্তং নবজীবনম্।
আদৌ মৃত্যুর্দ্বিজো বন্ধস্তচ্ছেদো নূত্নবন্ধনম্ ॥ ৯ ॥
কোঽর্থোযোগস্য যোগার্থিন্ বন্ধঃ শৈথিল্যমেব বা।
তস্য যোগস্য চেদর্থ একীভূতত্বমাদিমঃ ॥ ১০ ॥
দুষ্প্রবৃত্তের্বিমুক্তিঃ সা গম্যস্থানং ন তে ততঃ।
নিবৃত্তেরাগমঃ সিদ্ধঃ প্রবৃত্তেস্তদাশ্রয়ঃ ॥ ১১ ॥
মৃত্যাবসতি প্রত্নস্য নূত্নস্য মানবস্য ন।
জন্মাত্র প্রেমযোগেঽস্তি প্রবৃত্তির্বা ন বেক্ষ্যতাম্ ॥ ১২ ॥
অধ্যকরোৎ সুনিস্তব্ধগাম্ভীর্য্যং ত্বাং ন বা যদি।
ভাবনা ন কণ্টকেন বিদ্ধং পুষ্পঞ্চ দৃশ্যতে ॥ ১৩ ॥
প্রতীপে স্রোতসি ত্বঞ্চ প্রবৃত্তেঃ সং স্বতের্গতঃ।
ক্রোধো ন লোভো নিষ্কামো ভাবয়েন্নেদমপ্যদঃ ॥ ১৪ ॥
ন কিঞ্চনাস্তি নষ্টং তে মনুষ্যত্বমিহাগতঃ।
আত্মা স্থানং নৌরনান্নি বিপরীতদিশি ত্বয়া ॥ ১৫ ॥
শ্রান্তোঽসি কৌশলং পশ্য পরেশস্যাদ্ভুতং গতা।
স্রোতস্বতীমতিক্রম্য সাগরেঽনন্তসংজ্ঞকে ॥ ১৬ ॥
যত্র বায়ুর্ন সূর্য্যোঽগ্নোঃ শব্দরূপরসাদিকম্।
তত্র নৌরাগতা মন্দাকর্ষণৈর্নানিলোঽপ্যপি ॥ ১৭ ॥
ঘোরতমোঽয়ং সন্ন্যাস ইচ্ছামুক্তোঽত্র মানবঃ।
ঘনাত্মসংযমভুবি যোগী তত্র বসত্যসৌ ॥ ১৮ ॥
পরিচ্ছেদো জীবনস্য তত্রৈকঃ পূর্ণতাং গতঃ।
আরম্ভো যোগরাজ্যস্য ব্যাপারার্দ্ধং বিনির্বৃতম্ ॥ ১৯ ॥
কলকলো জলস্যাত্র নৌঃ স্রোতস্যতিবেগিনি।
পতিতা চলিতা নাসৌ চালিতা স্বয়মক্রিয়া ॥ ২০ ॥
আকর্ষতি গভীরস্তৎ প্রবৃত্তেঃ স্রোত ঈদৃশম্।
কালং সমীক্ষ্য সা নাবঃ দ্রুতবত্যঞ্জসা শুভ ॥ ২১ ॥
নির্ব্বাণে বিনিবিষ্টোঽসি চেন্মন্দাকর্ষণং তব।
আকৃক্ষ্যতি হি কেশান্ ভো ভোগোঽত্র ন তু সাধনম্ ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মপ্রবাহঃ শূন্যেঽত্র ঘটে জীবং প্রপূরয়েৎ।
বহুমূভয়তো হ্যস্তর্ব্যক্তিত্বং তেন ভিন্নতা ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানং ব্রহ্মশক্তিঃ ব্রহ্মপ্রেমা চ মানবে।
ব্রহ্মানন্দো ব্রহ্মপুণ্যং নবীনে ত্বয়ি দৃশ্যতে ॥ ২৪ ॥
যোগো নরহরিপ্রখ্যো মহান্ লৌহহিরণ্যয়োঃ।
একত্রাবস্থিতির্দৃষ্টা লৌহঃ কুত্রাধুনা গতঃ ॥ ২৫ ॥
উপাধির্লৌহএবাত্র বর্ত্তি স্বর্ণং হি লক্ষ্যতে।

---

* ষষ্ঠদিনের অনুশাসন হারাইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠ দিবসে "সত্য শিব সুন্দরের" সহিত যোগ ব্যাখ্যাত হয়। সং।

সর্ব্বমেবংবিধো ভাবো যদা সম্পদ্যতে তব ॥ ২৬ ॥
অধুনেয়ং হি বাক্ সত্যং তব তদ্যোগযুক্ততা।
যদা তে সর্ব্বমেব স্যাদ্ ব্রহ্মণঃ খলু সর্ব্বথা ॥ ২৭ ॥
আকারস্তব চেশস্য জ্ঞানমাকারবর্জ্জিতম্।
পাপং পুনঃ সম্ভবতি ময়ি কিন্তং পরে কুতঃ ॥ ২৮ ॥
চলসি ত্বং পরীক্ষস্ব নাস্ত্যহং পূর্ণতাং গতঃ।
ব্রহ্মণা ত্বামাসয়তি খাদয়ত্যন্নমপ্যুত ॥ ২৯ ॥
ক্রীড়েয়ং তস্য সর্ব্বেয়মিচ্ছা বলবতী হি যা।
প্রবৃত্তিশ্চাভিলাষোঽয়ং শক্তিস্তদ্‌ব্রহ্মণঃ স্মৃতা ॥ ৩০ ॥
ত্বামাকর্ষতি সর্ব্বং হি প্রতি তং পরিমাণবান্।
যোগো নিবৃত্তিসংজ্ঞো যো ন তু প্রবৃত্তিসংজ্ঞকঃ ॥ ৩১ ॥
দীপো নিরবাম্নির্ব্বায়াদধিকং কিং ততঃ পুনঃ।
অন্তবতী নিবৃত্তিস্তু ততোঽন্যত্র ন গচ্ছতি ॥ ৩২ ॥
সাধ্বী প্রবৃত্তিধর্ম্মস্যামেয়া যৎ সেশ্বরস্য চেৎ।
ন মেয়ানন্তকালং হি গন্তব্যং যোগবর্ত্মনি ॥ ৩৩ ॥
যোগস্যানন্ততা জ্ঞেয়া নৈকট্যাদাত্মনীশিতুঃ।
জ্ঞানাদিনা গভীরাত্তৌ গভীরে বিশতো হৃদি ॥ ৩৪ ॥
অতো নিবৃত্তৌ যাবাৎসী র্নিবৃত্তায়াস্ত সংস্থতৌ।
তত্র চেদ্বিরতিঃ ক্ষুদ্রা নষ্টানন্তমনাপ্তবান্ ॥ ৩৫ ॥
পাপস্যানন্ততা কুত্র নিবৃত্তৌ পরমেশ্বরঃ।
মৃতং তং নিদ্রিতঞ্চাহুবদ্ জাগৃহীতি কৃপাপরঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রবুদ্ধো কিন্তু নাবেৎ স কস্তং খলুজ্জাগরৎ।
বন্ধুর্ভুত্বা স্বয়ং যন্ত্রং চালিতুং স প্রবৃত্তবান্ ॥ ৩৭ ॥
লীলাস্থলির্যোগভূমির্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
নিত্যক্রীড়া ভবেত্তত্র বিশতোঽন্তঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৮ ॥
লোহকাঞ্চনয়োরৈক্যং স্বরয়োরুভয়োরিহ।
জীবাত্মা পরমাত্মত্বং লব্ধবান্ শক্তিযোগতঃ ॥ ৩৯ ॥
লৌহে বিখণ্ডিতে তস্মিন্ স্বর্ণং যদ্দৃশ্যতে কুতঃ।
প্রবিষ্টং তন্ন জানীমঃ স্বতন্ত্রত্বং তয়োরপি ॥ ৪০ ॥
যীশক্রিস্টেশ্চৈতন্যাঙ্গ ভাগো দেবস্য কঃ পুনঃ।
নরস্যেতি বিচিম্বানো বিবেক্তুং তং ন শক্তিমান্ ॥ ৪১ ॥
সুমতিশ্চ সুবুদ্ধিশ্চ ক্ষুদ্রায়াং দৃশ্যতে চিতি।
মহতী নিপুণেনাত্র ত্বয়া বস্তু বিভজ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥
ধ্যানং সেবাদিকং যত্নং করোস্যত্র তু কস্য বা।
শক্ত্যা ছিন্নে তরাবঙ্গ মূলং তস্মাদ্বিবৃশ্চ্যতাম্ ॥ ৪৩ ॥
জীবব্রহ্মবিভেদং যো বক্তি সোঽস্তি সুনিশ্চিতম্।
বিয়োগে নাস্তিকানান্ত তস্মিন্নৈক্যং ন জাতুচিৎ ॥ ৪৪ ॥
যোগতৃষ্ণা বলাবতী যদা স্যাৎ প্রবলেন হি।
স্রোতসানন্তসৌন্দর্য্যসাগরে ক্ষিপ্যসে শুভ ॥ ৪৫ ॥
মধুরাম্বুধিরূপং তন্মধুরং কেবলং পুনঃ।
আলোকো হৃদি চন্দ্রোঽয়ং নিবৃত্তিস্ত মহাতমঃ ॥ ৪৬ ॥
তৎপারগমনোপায়স্তপস্যাঽস্তে গতা হ্যসৌ।
নৌঃ পৌর্ণমাস্যাং কো বেত্তি কুতোঽবানন্দপ্রোদ্দোমঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রকাশতে নবীনং হি রাজ্যং স পরমেশ্বরঃ।
স্বয়মানন্দ এবায়ং তেন সধ্যমবাপ্তবান্ ॥ ৪৮ ॥
সহস্ররজ্জুবন্ধেন ভগবান্ যোগিনং ততঃ।
বধ্নাত্যয়ং নিপততি হ্যপারে সুখসাগরে ॥ ৪৯ ॥
হসত্যসৌ ন হাস্যঃ মে দুর্ব্বলত্বং ভজত্যহো।
চেন্মহাশক্তিহস্তে হঙ্গ চাত্মানমর্পয়াম্যহম্ ॥ ৫০ ॥
দৌর্ব্বল্যং পাপমত্যুগ্রমথবা ব্রহ্মবিস্মৃতিঃ।
ন সম্ভবতি সৌন্দর্য্যাদর্শনং মাতুরত্র তে ॥ ৫১ ॥
কামক্রোধজয়েন ত্বমহঙ্কারী অহো কিমু।
দ্বিগযোগেন ন ধর্ম্মোঽয়ং বিয়োগোঽয়ং যথার্থতঃ ॥ ৫২ ॥
যোগচ্ছেদো নিবৃত্তৌ তু প্রবৃত্তৌ যোগএবহি।
ত্বাং নিষ্পিনষ্টি হস্তেন স্বয়ং ব্রহ্ম সুখং ততঃ ॥ ৫৩ ॥
অধ্যাত্মোদ্বাহএবেঽহঙ্গ ন বিচ্ছেদোঽত্র দৃশ্যতে।
চিরবন্ধনমাপন্নঃ পুণ্যেন চ সুখেন চ ॥ ৫৪ ॥
ন যত্নেন সহস্রেণ বন্ধনং তদ্ব্যপোহতি।
করী সূত্রেণ কিং বদ্ধো নেদং ছেত্তুং ক্ষমো জনঃ ॥ ৫৫ ॥
আত্মানং ছিন্ধি পশ্য ত্বং ব্রহ্ম তত্র কিমস্তি ন।
ব্রহ্মশোণিতসম্পৃক্তখণ্ডো বস্তুদ্বয়ৈক্যতঃ ॥ ৫৬ ॥
ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রবিষ্টং মে নেত্রে যোগেশ্বরস্ত্বয়ি।
ত্বামাকার্ষ্যতি সৌন্দর্য্যং জ্ঞানঞ্চ পরমাত্মনঃ ॥ ৫৭ ॥
সাহসেন তদা বক্তুং ক্ষমোঽহঞ্চ পিতা মম।
একস্তৎপুত্র এবেতি ব্রহ্মণাপূর্ণতাং গতঃ ॥ ৫৮ ॥
কাং শিক্ষাং লব্ধবানদ্য শুভে কালে হরিঃ স্বয়ম্।
নিবৃত্তৌ বিনিবৃত্তায়ামাকর্ষ্যতি কৃপানিধিঃ ॥ ৫৯ ॥
ব্রহ্মাকাশোঽয়মাকাশোঽর্ণবোঽনন্তো ভবিষ্যতি।
বিচরস্যত্র সৌখ্যেন তেজোরাশিঞ্চ পশ্যসি ॥ ৬০ ॥
নিশীথতিমিরে তেজঃপূর্ণং কিঞ্চন লভ্যতে।
যেন স সিদ্ধযোগীহ তবাপ্যেতদ্ভবিষ্যতি ॥ ৬১ ॥
সাধয়ানন্তমেতত্ত্বং ভবাম্যেবং সুখী পুনঃ।
ন যত্তিক্তরসং জাতু ভুঙ্ক্ষ্ব ইত্যবধারয় ॥ ৬২ ॥
অন্ধত্বং স্যক্তথা দ্রষ্টুং বৈকুণ্ঠং বধিরস্তুভূঃ।
শ্রোতুং ব্রহ্মবচোঽহস্তো বিকলস্তৎপদাপ্তয়ে ॥ ৬৩ ॥
এবং ভবতু তে হ্যাত্মন্ সা নিবৃত্তিঃ সুখায় তে।
পরব্রহ্মবাসনাব্ধৌ নিক্ষিপ্যতু নিমংক্ষয়ে ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মযোগোপনিষৎসু যোগশাস্ত্রে প্রবৃত্তিযোগো নাম পঞ্চমমনুশাসনম্।

আলোচনা।

ময়মনসিংহ।

শ্রীযুক্ত সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত।

১৬ ই ভাদ্র, বুধবার, ১৭৯২ শক।

(১) ধর্ম্ম সাধনের ধন। সাধন বিনা কেহ ধর্ম্ম লাভ করিতে পারে না। যদি আমরা আন্তরিক অভাব সকল

মোচনের জন্ত সাধ্যানুসারে যত্ন ও চেষ্টা না করি তাহার উপায় সকল অবগত হইয়া সেই উপায় কার্য্যে পরিণত করিতে যত্ন ও অভ্যাস না করি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রার্থনার ভাব আসিতে পারে না। আমি পাপ মোচনের জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব অথচ তাহা ত্যাগ করিতে সাধ্যানুসারে যত্ন ও চেষ্টা করিব না, ইহা কিরূপে হইতে পারে।

(২) পৃথিবীর এক এক ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা এক একটি বিষয়ের সাধন করিয়া থাকেন, যেমন শাক্তেরা কেবল বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা সাধন করেন, নৈয়ায়িকেরা শুষ্ক জ্ঞান দ্বারা এবং বৈষ্ণবেরা ভক্তি দ্বারা ধর্ম্ম সাধনে যত্ন করেন, এই জন্তই ঐ সকল ধর্ম্মের এরূপ দুরবস্থা হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম পূর্ণ ধর্ম্ম। ইহাতে সমুদয় বিষয়েরই সাধন আবশ্যক। শাক্তের বুদ্ধি, নৈয়ায়িকের জ্ঞান ও চিন্তা (ধ্যান), এবং বৈষ্ণবের ভক্তি, ইহার প্রত্যেকটিই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সাধনের বিষয়। যিনি প্রকৃত জীবন লাভ করিতে যান, তিনি সমুদয় বিষয়েরই সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন, একটি বিষয়ে উপেক্ষা করিলেও চলিবে না।

(৩) ধর্ম্মসাধনের প্রধানতঃ দুই অঙ্গ, (১) জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ নির্ণয়, (২) ভাবযোগ।

(৪) গূঢ় ভাবে আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে, কিসে আমার মনে যথার্থ সুখ জন্মে, কোন্ পাপটিতে আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগ। এইরূপ অনুসন্ধান দ্বারা যে পাপ নির্ণীত হইবে, তাহাকে দমন করিতে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইতে হইবে। যে রোগে আমার জীবনকে বিনাশ করিতেছে তাহার চিকিৎসা অগ্রে। পাপ মোচনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিব অথচ তাহা করিলে আর২ রোগ তার সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে।

(৫) যাহার দ্বারা যে অবস্থায় অথবা যে স্থানে কোন দিন একটি কুকার্য্য করিয়াছি, সেই ব্যক্তি অথবা সেই স্থান দেখিলে কিংবা সেই অবস্থা উপস্থিত হইলেই সেই পাপের কথা মনে হয় এবং হৃদয়ে তদ্বিষয়ে আলোচনা হইতে থাকে, পরে সেই পাপানুষ্ঠানের ইচ্ছা হইতে থাকে। শেষে তাহার অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মনের এইরূপ ভাবের নাম ভাবযোগ। উপাসনা চিন্তা ও হৃদয় শাসন দ্বারা এই ভাবযোগের পরিবর্ত্তন করিতে না পারিলে প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ হয় না, যথার্থ ধর্ম্মজীবন লাভ কখনই হইতে পারে না।

(৬) কোন পাপাসক্তকে দেখিলেই সেই পাপের কথা মনে আলোচনা হয় এবং ক্রমে হয় তো সেই পাপের প্রতি মনের আসক্তি জন্মে। কিন্তু যখন সেই পাপাসক্তকে দেখিলে মনে কুভাবের কথা না আসিয়া সেই ব্যক্তির জন্য বাস্তবিক দুঃখ জন্মিবে, তখন "ভাবযোগের" পরিবর্ত্তন হইয়াছে জানিতে হইবে।

(৭) হৃদয়ে পাপ নির্ণয় করিয়া তবে দমনের উপায় স্থির করিতে হইবে এবং আপত্তিশূন্যহৃদয়ে সরল ইচ্ছার সহিত সেই উপায়ানুসারে যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে। ক্রমে প্রত্যেক রিপুর বিষয় আলোচিত হইবে।

ঈশার অনুগমন।

একাদশ অধ্যায়।

ঈশ্বর কৃপায় বর্দ্ধিত হইবার জন্য বলবতী স্পৃহা এবং শান্তি লাভের বিষয়।

যে সকল বিষয়ের সঙ্গে আমাদিগের কোন সম্পর্ক নাই, সে সকল বিষয়ে এবং অন্যের কথা ও অন্যের কার্য্যে যদি আমরা ব্যাপৃত না হই তাহা হইলে আমরা প্রচুর শান্তি সম্ভোগ করিতে পারি।

সে কিরূপে অধিক কাল শান্তি ভোগ করিতে পারিবে যে আপনাকে ছাড়িয়া বাহিরের বিষয় আলোচনা করে এবং সর্ব্বদাই পরচর্চ্চা করে।

একমাত্র ঈশ্বরগতপ্রাণ ব্যক্তিরা ধন্য। কারণ তাঁহারা প্রচুর শান্তি ভোগ করিবেন।

(২) কতকগুলি সাধু অত্যন্ত ধ্যানপরায়ণ এবং সিদ্ধ হইয়াছিলেন কেন? কারণ তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্মনিগ্রহ করিয়া বিষয়বাসনা নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন; এবং সুতরাং তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরেতে গাঢ় মনোনিবেশ এবং সমস্ত হৃদয় স্থাপন করিতে পারিতেন এবং মুক্ত ভাবে নির্জ্জনে ঈশ্বরের পবিত্র সহবাস ভোগ করিতেন।

আমরা ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য লালায়িত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অত্যন্ত চালিত হই। এবং আমরা কোন পাপই সম্পূর্ণ রূপে পরাজয় করি না, এবং প্রত্যহ উৎকৃষ্টতর হইবার জন্য আমাদিগের তেমন ব্যাকুলতা নাই, সুতরাং আমরা নির্জীব এবং শীতল।

(৩) যদি আমরা বাহিরের বিষয়ে আবদ্ধ না হইয়া কেবল নিজের উন্নতির জন্য ব্যস্ত থাকিতাম তাহা হইলে আমরা স্বর্গীয় যোগানন্দরস এবং ঈশ্বরের বিষয় সকল আস্বাদন করিতে পারিতাম।

আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক এই যে আমরা ইন্দ্রিয় ও রিপুদিগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হই নাই এবং আমরা পূর্ণভাবে সাধুদিগের পথে চলিতে প্রস্তুত নহি এবং যখন আমাদিগের জীবনে কোন বিপদ ঘটে, আমরা অতি শীঘ্র বিষণ্ণ হইয়া মানুষের নিকট সান্ত্বনা অন্বেষণ করি।

(৪) যদি আমরা বীরপুরুষের ন্যায় সংগ্রামে দাঁড়াইয়া থাকিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের সাহায্য লাভ করিতে পারি।

কারণ যিনি আমাদিগকে যুদ্ধ করিতে অনুরোধ করেন, তাঁহার কৃপাতে নির্ভর করিলে তিনি আমাদিগকে যুদ্ধে জয়ী করিতেও প্রস্তুত রহিয়াছেন।

যদি আমরা বাহিরের ক্রিয়ার উপরে ধর্ম্মজীবনের উন্নতি নির্ভর করে মনে করি তাহা হইলে শীঘ্রই আমাদিগের ধর্ম্ম সাধন শেষ হইবে।

কিন্তু এস আমরা ভিতরে মূলে কুঠার আঘাত করি, তাহা হইলে আমরা রিপুদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত আরাম এবং শান্তি লাভ করিতে পারিব।

(৫) যদি আমরা প্রতিবর্ষে এক একটি পাপ সমূলে উৎপাটন করি আমরা শীঘ্রই সিদ্ধ পুরুষ হইতে পারি।

কিন্তু তদ্বিপরীত এখন আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে আমরা নব জীবনের আরম্ভে উৎকৃষ্টতর এবং পবিত্রতর ছিলাম, এবং ক্রমশঃ হীন এবং মলিন হইয়া আসিয়াছি। আমাদিগের ধর্ম্মোৎসাহ এবং সাধন দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়া উচিত; কিন্তু এখন কোন ব্যক্তি তাহার প্রথম উদ্যমের কিঞ্চিৎ উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিলেই প্রশংসিত হয়।

যদি আমরা সাধনের আরম্ভে বিশেষ সতর্ক হইয়া কিঞ্চিৎ আত্মনিগ্রহ করি তাহা হইলে শেষে অতি সহজে এবং আনন্দমনে আমরা ধর্ম্মজীবনের তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারি।

(৬) অভ্যাস পরিত্যাগ করা কঠিন; কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধ আচরণ করা কঠিনতর। কিন্তু তুমি যদি ক্ষুদ্র এবং সহজ বিষয় সকল জয় করিতে না পার, তবে কঠিনতর বিষয় সকল কিরূপে জয় করিবে?

আরম্ভেতেই তোমার নিজের ইচ্ছাকে জয় করিতে চেষ্টা কর, এবং মন্দ অভ্যাস সকল ভুলিয়া যাও, নতুবা ক্রমশঃ তাহারা তোমাকে কঠিনতর বিপাকে নিঃক্ষেপ করিবে।

বিবেচনা করিয়া দেখ তুমি সচ্চরিত্র হইলে তুমি নিজে কত আন্তরিক শান্তি সম্ভোগ করিবে, এবং তোমার সুখ দেখিয়া তোমার বন্ধুগণ কত সুখী হইবেন। আমি ভরসা করি, তুমি আত্মোন্নতি সাধনে বিশেষ মনোযোগী হইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বিপদে কল্যাণ।

অনেক সময় যে বিপদ এবং আমাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধ ঘটনা সকল ঘটে ইহাতে আমাদিগের কল্যাণ হয়; কারণ তদ্দ্বারা মানুষ আপনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং সে বুঝিতে পারে যে এই পৃথিবী তাহার প্রকৃত বাসস্থান নহে, এবং সুতরাং কোন প্রকার পার্থিব বস্তুতে তাহার বিশ্বাস স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা আমাদিগের কল্যাণের জন্য যে সময়ে সময়ে আমাদিগের জীবনে বিপরীত ঘটনাসকল ঘটে, এবং আমাদিগের অভিপ্রায় ও চরিত্র শুদ্ধ হইলেও লোকে মিথ্যা এবং অযথারূপে আমাদিগের অপবাদ করে।

এ সকল ঘটনা দ্বারা আমরা বৃথা অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া প্রকৃত বিনয় লাভ করি; এবং তখন অধিকতর ব্যাকুলতার সহিত অন্তর্য্যামী ঈশ্বরকে অন্বেষণ করি, যখন আমরা বাহিরে জনসমাজের দ্বারা ঘৃণিত হই এবং যখন লোকে আমাদিগকে কোন প্রকার সুখ্যাতি দেয় না।

(২) অতএব ঈশ্বরেতে এরূপ সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত যে সাধককে লোকের নিকটে আর সুখ শান্তি প্রত্যাশা করিতে না হয়।

যখন কুচিন্তা দ্বারা কোন সাধু পুরুষ পরীক্ষিত, বিপন্ন, এবং ক্লিষ্ট হন, তখন তিনি বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বরের সাহায্য তাঁহার কত আবশ্যক, এবং তিনি ইহাও বুঝিতে পারেন যে ঈশ্বর বিনা তিনি নিজে কোন সৎকার্য্য করিতে পারেন না।

এবং সে সকল বিপদ ও শাস্তির মধ্যে তিনি দুঃখিত হন, অনুতাপ করেন, ও প্রার্থনা করেন।

তখন তিনি অধিককাল এ পৃথিবীতে পাপ জীবন ধারণ করিতে কষ্ট বোধ করেন, এবং এই কামনা করেন যে শীঘ্র মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বার নিকটে লইয়া যায়।

এবং তখন তিনি ইহাও বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারেন যে এই পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি এবং পূর্ণ নিরাপদ অবস্থা নাই।

সঙ্গীত।

বিগত ব্রাহ্মিকা উৎসব উপলক্ষে কোন মহিলা রচিত।

ঘোর দুঃখানলে, হৃদয় নিরন্তর জ্বলে, ডাকি মাতঃ, তোমায় কাতরে। এই যে উৎসব, নাহি আর (সে কেশব) সে সব, সে দিন আর আসিবে না পুন ধরায় (ফিরে)॥

সকলি রয়েছে মাতঃ, তবে হৃদয় কেন ব্যাকুল এত, সব শূন্য তব বিধান কুমারের তরে। কি আর বলিব দয়াময়, যেন এ বিপদে পাই তব চরণ আশ্রয়, এ ঘোর পরীক্ষায় যেন ভুলিনে তোমারে। চিন্ময় বিধান কুমারের আত্মা একবার দেখাও পিতা প্রণমি তাঁরে বার বার ভক্তি ভরে॥

ধন্য হে বিধান কুমার, এবার হইল তোমার মার জয় জয়কার (ধরায়)। মা মা বলে ডাকিতে শেখালে তুমি যত দুঃখিনী নারীকুলে। আপনি আসিয়ে ধরায় কেবল সার করিলে মায়েরে॥

ঘোর রোগ দুঃখ যন্ত্রণায়, সর্ব্বদা ডাকিলে মায়, যোগানন্দ সাগরে ডুবি দেখালে ব্রহ্মানন্দসুখ অবনী মাঝারে। করিলে স্বর্গে গমন, দেখালে সুন্দর দৃশ্য হাস্যানন, এমন রূপ কেহ দেখে নাই, শুনে নাই, ত্রিসংসারে॥

এই নিবেদন দাসীর নাথ দাও চরণে স্থান, ভক্তের মত তোমায় করি সর্ব্বস্ব দান। তুমি হে সহায় সম্বল, ইহকাল পরকাল, রাখি তোমায় প্রাণের ভিতরে॥

সেই যে পরলোক গৃহ, সে হয় শান্তিধাম আরাম গৃহ, সেই ঘরে যাবার তরে, আছি বসে আশা করে। তথায় সখা সুহৃদ যত আত্মীয় প্রেমাস্পদ, সেই চিন্ময় জ্যোতির্ম্ময় রূপ হেরিব প্রাণভরে॥

সকল শোক দুঃখ যাব ভুলে তাঁদের সঙ্গে মিলে, ডাকিব মা মা বলে আনন্দ অন্তরে॥

তথায় চিরসুখী হব মোরা, চল সবে করে ত্বরা, মিশে পরম পিতার একপরিবারে॥ .

তথায় (বিবাদ বিচ্ছেদ নাহি হে) পৃথিবীতে এ· কয় দিন প্রস্তুত হই সাধন করে॥

WHAT IS SELF?

By Mrs. M. Baxter.

The carnal mind, which "is not subject to the law of God, neither indeed can be" (Rom. VIII. 7,) and which Jesus calls on us to deny, "If any man will come after me, let him deny himself" (Matt. XVI 24,) Self, like king Saul, is always head and shoulders taller than anybody else; it is the principle which governs us in our natural life, and which takes, in our being, that place which God claims as his. It is self in a man which feels hurt and wounded when he does not get the credit he desires for that which he does; Christ in us gives all the credit to God. It is self in us which retaliates when we are unjustly treated; Christ in us when he is reviled, reviles not again. Self in us pities itself, thinks it has a right to be noticed and sympathised with, when in physical suffering, when it cannot get room in the omnibus, when the car conductor won't stop, when some one will open a window and make a draught or shut a window and it cannot breathe; self thinks it is to be pitied in all these circumstances and loves to relate them and excite and receive the compassion it craves. Christ in us sees the hand of God in all these things, believes they are all working together for our good, and praises God for a little test of faith or patience. Self in us feels hurt if other people are being praised, and all their merits discussed; their work for God related, and their zeal and love admired; self thinks it loses too much ground and seeks to turn the conversation to its own zeal and devotion or that of its father, mother, brother, uncle, aunt, or twentieth cousin; so that the party spoken of shall feel that self had as much to boast of as he has. Christ in us is pained when anything is said about ourselves or our work, knowing that the Lord himself does it all; but rejoices to hear that of others spoken of, and is glad of the grace of God in them. Self is conscious of the impression it makes upon a person or people in entering a room, Christ in us makes us unconscious of ourselves. Self is always ready to exact its rights as regards honor, comfort, convenience, property, &c, and self has generally a somewhat magnified view of what its rights are. Christ in us has no rights but the will of God, and can, therefore, always and under all circumstances praise him.

Saul is an apt type of this rival of God in our hearts and lives. Self may be changed as Saul was, may have "another heart," and be "turned into another man"; *But self is still self* and not Christ. Self may be changed from sinful self and worldly self to converted self, but the same self seeking, self esteem, self pity, self justification, is there, only on another ground. Self may become sanctified self, and the passion of life may be holiness; self may be the essence of consistency, and yet be self still and not Christ. There may be the greatest devotion. the greatest self-sacrifice on one hand, but it may be for the object of obtaining holiness in ourselves; for the satisfaction of being, and being known as holy people; but this is self still. Christ seeks not his own glory, nor his own will, nor his own ideal, and speaks not his own words. Numbers of most earnest, devoted Christians do not discern how much of self there is in there spirit, in their work, in their aspiration after, and in their experience of, holiness. As Saul was rejected, so is self; God cannot mix with self, and thus self must die, but die by its own hand it cannot. If we attempt to mortify self, the very attempt strengthens it, it is only as self is handed over to God and ignored, that its death comes about. And this is no rapid process. Self although condemned, may linger on, constantly manifesting itself in one form or other where it is least suspected.

But how am I to get rid of self? Hand it* over to Jesus, he tells us to deny ourselves, but it is in favour of another self, even Jesus. He is our new, our everlasting life, our eternal self. Instead of I, instead of me—Jesus. "Not I live, but Christ liveth in me." Not I pray, but the Holy Ghost prays in me. Not I that conquer sin, but Christ in me does it all.—*Thy Healer.*

* The death of self is accomplished by handing it over to God. Why then again it is to be handed over to Jesus? Certainly to put on Christ, we need deny ourselves.—*E.D.*

এই পত্রিকা ৭২ অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ১০ সংখ্যা। | ১৬ ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩১

প্রার্থনা।

হে পরমদেব, এ কি অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত কিছুই যে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এ কি উন্নতি না অবনতি? এতকাল উপাসনা সাধন ভজন করিয়া এখন দেখিতেছি যেন কিছুই কোন কালে করি নাই, একটি অসহায় শিশুর জীবন আরম্ভ হইল, এমনি অসহায় যে হাত পা পর্য্যন্ত আপনি নাড়িতে অক্ষম। মাতঃ, জিজ্ঞাসা করি, যাহাদিগের মনুষ্যত্ব আছে, তাহাদিগের কি এ প্রকার অসহায়াবস্থা আকাঙ্ক্ষণীয়। আমি কিছু করিতেছি, এ প্রকার জ্ঞান না থাকিলে কি মনে সুখ হয়। তাই ভয় হইতেছে, এ উন্নতি না অবনতি? যাই হউক, তাই হউক, আর এ অবস্থা হইতে উত্থান করিবার উপায় দেখিতেছি না, ক্রমান্বয়ে এই অবস্থার ভিতরে ডুবিয়া যাইতেছি। উঠিতে ক্ষমতাও নাই, অভিলাষও নাই। আগে ছিল সংসার অসার, এখন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলের আড়ম্বরও সেই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইয়া গেল। এরূপ ভাবে জীবন কাটাইলে যে টুকু খ্যাতিপ্রতিপত্তি লাভ হইয়াছিল, তাহাও আর থাকিবে না। মা, এ ভাবিয়া আর তোমার আনীত অবস্থার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারি না। এখন এ অবস্থাকে ঝাড়িয়া ফেলা আর মৃত্যু দুইই সমান বোধ হয়। যদি পৃথিবী বলে অধঃপাতে গিয়াছে, তাই বলুক। তোমার ক্রোড়ে অসহায় শিশুর ন্যায় আছি, কাঁদিতেও জানি না, এইরূপে নিয়তকাল থাকি। লোকে বলিবে, ইহার চিত্ত অসাড় হইয়া গিয়াছে, এ দিন দিন সাধনভজনবিহীন হইয়া পড়িল, বলিলে আর কি করা যায়, মা, তুমি যদি জব্দ করিয়া সকল কাড়িয়া লও তাই ভাল। তোমার হাতে মৃত্যু তাও ভাল, তবু সংসারে যাহাতে প্রতিষ্ঠা হয় প্রশংসা হয় সে সকল তৃণাপেক্ষা তুচ্ছ। বর্ত্তমান অবস্থায় পড়িয়া তোমার প্রতি বিশ্বাস রাখিয়া মরিব, তবু আর আমিকে প্রবল হইতে দিব না। যদি তুমি আমির আমি হইয়া জাগাইয়া তুল, নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত কর, উদ্যম উৎসাহে নিয়ত কাল পূর্ণ রাখ, উপাসনা ধ্যান ধারণাদিতে উচ্চাবস্থায় তুলিয়া লও, আর আনন্দের পরিসীমা থাকিবে না। এ অবস্থার পর সেই অবস্থা আসিবে জানিয়া, পূর্ব্বাভাস পাইয়া হৃদয়ে সুখানুভব হইতেছে, এখন শান্ত কর, বিনীত কর, সহজ স্বাভাবিক কর, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা। যে নিদর্শন স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সে নিদর্শন বলিয়া দিতেছে তুমি

ইহার পর কি করিবে। মা, আশায় পূর্ণ হইয়া তব পাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি, তোমার আশীর্ব্বাদ হস্ত আমাদিগের মস্তকে রাখ, আমরা সুখী ও কৃতার্থ হই।

অহঙ্কারবিনাশের উপায়।

যত প্রকারের শত্রু আছে, অহঙ্কার সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। এ শত্রু কত সময়ে কত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। ইহা সংসারীর নিকটে সংসারী, ধার্ম্মিকের নিকটে ধার্ম্মিক হইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়। "আসুরী মায়া" বলিয়া এ দেশে একটী কথা প্রচলিত আছে, অহঙ্কারসম্বন্ধে সেই কথাটীর বিশেষ প্রয়োগ। অন্যান্য রিপু এত বেশ পরিবর্ত্তন করিতে পারে না, তাহারা যখন আইসে প্রায় সর্ব্বদা নিজ মূর্ত্তিতেই আসিয়া থাকে। অহঙ্কার সর্ব্বদা আত্মপক্ষ সমর্থন করে, ইহার যুক্তির অভাব নাই, কৌশলের অভাব নাই। অপর রিপু সকল আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারে না, তাই তাহাদের অহঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অহঙ্কার যখন কোন রিপুর পক্ষসমর্থনে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার বাক্‌নৈপুণ্য, বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া সকলে অবাক্ এবং আশ্চর্য্যান্বিত হন।

এই অহঙ্কার সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, সকল কার্য্যে প্রকাশিত। ইহার বিনাশ ও উচ্ছেদ বিনা ঈশ্বর সহ অভিন্ন যোগ কোন কালে সম্ভবপর নহে। আমাদিগের পথে যে কিছু অন্তরায়, এই এক অহঙ্কারের জন্য। ধর্ম্মরাজ্যে যত প্রকারের বিশৃঙ্খল দৃষ্ট হয়, এই শত্রু তাহার মূল। অহঙ্কার সমুদায় রিপুর প্রভু ও নিয়ামক, সকল শত্রু ইহার আশ্রিত ভৃত্য। শত দাসকে মারিলেও প্রভুর গাত্র স্পর্শ হয় না; অথচ প্রভুকে বিনাশ করিতে পারিলে, সহস্র দাস অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তাহারা আপনারাই হন্তাকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করে, এবং তাঁহার শরণাগত হয়। যোগশাস্ত্রে এই অহঙ্কারশত্রুর বিনাশ আদি ও চরম লক্ষ্য। আমাদিগের ধর্ম্ম-যোগপ্রধান। যোগ ভিন্ন আমাদিগের ধর্ম্মের আরম্ভ ও শেষ হয় না। সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে লইয়া যাহাদিগের সকলই, তাহারা সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের মুখপ্রচ্ছাদক অহঙ্কার শত্রুর বিনাশ সাধনে যে কৃতসঙ্কল্প হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? "আমি" এই শব্দ, আমাদিগের ধর্ম্মানুসারী ব্যক্তিদিগের কর্ণে শূলসম বিদ্ধ হয়। "আমির" প্রাবল্য আমাদিগের ধর্ম্মের শরণাপন্ন ব্যক্তিগণের সহ্য হয় না। যত অশান্তি বিচ্ছেদ এই "আমি" হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে, অথচ এই "আমিকে" আমরা বিনাশ করিতে পারিতেছি না। কোন না কোন আকারে এই শত্রু আমাদিগের পশ্চাতে অনুসরণ করিতেছে। যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া আমরা এই শত্রুর বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছি। এই শত্রুকে বিনাশ করিবার পক্ষে আমাদিগের নিকট কোন উপায় প্রবলতর লক্ষিত হইয়াছে, ইহা সকলকে বিদিত করা একান্ত প্রয়োজন, কেন না এই শত্রুকে পরাজয় করিবার জন্য প্রত্যেক সাধকের সমরোদ্যম। আমরা উপায় বলিতেছি, সকলে সাবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন।

শ্রেষ্ঠ ও সমকক্ষ ব্যক্তিগণের সঙ্গে নিয়ত একত্র বাস অহঙ্কারবিনাশপক্ষে প্রবল উপায়, এ কথা বলিলে অনেকে আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, কিন্তু আমরা পরীক্ষা দ্বারা অবগত হইয়াছি, ইহার সদৃশ ফলোপধায়ক উপায় আর দ্বিতীয় নাই। একাকী নির্জ্জন গহন কাননে প্রবেশ করিয়া সাধনে চিরজীবন অতিবাহিত করিবার শাস্ত্র আমাদিগের ধর্ম্মে কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহার হেতু যখন অন্বেষণ করিয়া দেখি তখন দেখিতে পাই, নির্জ্জনে থাকিয়া যোগ সাধন করিলে অহঙ্কার বিনাশ হয় না, বরং সমুদায় জনসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা নিবন্ধন সর্ব্বা-

পেক্ষা আপনাকে উচ্চতম শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুভব হয়, কাহাকেও আর আত্মসদৃশ দেখিতে পাওয়া যায় না। অহঙ্কারের এ মূর্ত্তি সামান্য নহে। যোগীর যোগাভিমান যোগের মূলে কুঠারাঘাত করে। বর্ত্তমান বিধান নির্জ্জন যোগ সাধনের এই দোষ অপনয়ন জন্য সংসারে বসিয়া যোগ সাধনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থানুসারে চলিতে পারিলে অহঙ্কারের মূলচ্ছেদ নিশ্চয়।

প্রথমতঃ নির্জ্জনে একাকী যোগ সাধনের দোষ উল্লেখ করিয়া আমরা অন্য কথা বলিব। সংসার ঘোরতর বিঘ্নসঙ্কুল স্থান। এখানে এক ব্যক্তি আপনাকে সকল সময়ে সংবরণ করিয়া থাকিবে ইহা এক প্রকার অসম্ভব। এখানে যোগারম্ভে এত অন্তরায় যে স্বভাবতঃ মনে হয়, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া এমন কোন স্থানে যাই, যেখানে গেলে যোগবিঘ্নসকলের সঙ্গে আর সম্বন্ধ থাকিবে না। প্রথম প্রথম এ প্রকার ভাব স্বাভাবিক এবং মনকে প্রস্তুত করিয়া লইবার জন্য নির্জ্জন প্রশ্রয় একান্ত আবশ্যকও। জনকাদি মহর্ষি প্রথমতঃ নির্জ্জনাশ্রয় করিয়া যোগ সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগের প্রথমাবস্থা অন্তর্হিত হইলে আবার তাঁহারা পূর্ব্ববৎ সংসারের কার্য্যকলাপে যোগ দিয়াছিলেন। যে যোগ সংসারের বিঘ্নরাশি মধ্যে টলে না, সেই যোগই যথার্থ যোগ। সহস্র বিপরীত কারণের মধ্যে যোগের অপায় না হইলে বুঝিতে পারা যায়, যোগ সিদ্ধ হইয়াছে। সংসার ছাড়িয়া অন্যত্র ইহা বুঝিবার উপায় নাই, সুতরাং চিরকালের জন্য নির্জ্জনাশ্রয় দোষাবহ।

আমরা বলিয়াছি, শ্রেষ্ঠ ও সমকক্ষ ব্যক্তিগণের সঙ্গে নিয়ত একত্র বাস করিলে অহঙ্কার বিনাশ হয়, এইটি আমাদিকে ভাল করিয়া বিবৃত করিতে হইতেছে। সকলেই জানেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকটে থাকিলে অহঙ্কার খর্ব্ব হয়, কিন্তু ঈর্ষা বা হিংসা তাহার স্থান অধিকার করে। অহঙ্কার যখন দেখিল যে সে আর মাথা উঠাইতে পারিতেছে না, তখন ঈর্ষা ও হিংসানামা দুই সহচরকে অনিষ্ট সাধনে নিয়োগ করিল। তাহার চেষ্টা এই যে, সেতো আর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমান হইতে পারিল না, এখন এমন কিছু উপায় করিতে হইবে, যাহাতে অপদস্থ করিয়া তাঁহাকে নীচে নামাইয়া আনিতে পারা যায়। কোন প্রকার নিন্দাদি ঘোষণা দ্বারা তাঁহাকে নামাইয়া আনিবার জন্য অহঙ্কার ঈর্ষা হিংসা সহচরকে নিযুক্ত করিয়া রাখে, এবং তাহারা যে কোন প্রকারে সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নিন্দাভাজন করিয়া আত্মপ্রভু অহঙ্কারের তুষ্টি বর্দ্ধন করে। আমরা দেখিতেছি, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে বাস করিয়া অহঙ্কার খর্ব্ব থাকিল বটে, কিন্তু তাহার আর দুই নীচ সহচরের অত্যাচারবৃদ্ধির সম্ভাবনা। এ স্থলে যোগাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির সর্ব্বদা এই দৃষ্টি রাখিতে হইবে যে, তাঁহার মনে কখন ঈর্ষা বা হিংসা প্রবেশ করিতে না পারে। অহঙ্কারাপেক্ষা এই দুই শত্রু স্থূল, সুতরাং অল্প সাবধান হইলেই এ দুইকে লক্ষ্য করা যায় এবং লক্ষিত হইলে সাধকের বিনাশ করিবার সুযোগ বিলক্ষণ হয়। অহঙ্কারকে ধরিতে পারা যখন কঠিন, তখন তাহার সহচরকে ধরিয়া বিনাশ করাতেও অনেক লাভ।

সমকক্ষ ব্যক্তিগণের সঙ্গে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব থাকে, এই প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবও ঈর্ষা ও হিংসা উদ্দীপন করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু এখানে অহঙ্কারের প্রকাশ সুস্পষ্ট। এ দুইকে অনেক সময়ে নিয়োগ না করিয়া সে আপনিই আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে উদ্যত হয়। সমকক্ষ ব্যক্তিগণের সহবাসে অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে অহঙ্কারে আঘাত লাগে এবং এই আঘাত বশতঃ প্রায়ই মনে হয়, ইহাঁদিগের সঙ্গ পরিহার করিয়া নির্জ্জন আশ্রয়

করি, অথবা এমন স্থানে চলিয়া যাই, যেখানে সকল লোকে আমার অনুগত হইয়া চলিবে। অহঙ্কার প্রণোদিত এই দুর্ব্বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া যাহারা এইরূপ উপায় অবলম্বন করে, তাহাদের উপরে অহঙ্কার অনায়াসে আপনার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। সমকক্ষ ব্যক্তিগণের নিকটে যে ব্যক্তি আপনাকে বিনীত রাখিতে সক্ষম হইল না, সে আপনার সর্ব্বনাশ আপনিই সাধন করিল। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট আনুগত্যস্বীকার অনেক সময়ে সহজ, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তির নিকটে প্রণত ভাব রক্ষা সুকঠিন। এখানে যে ব্যক্তি অহমকে পরিত্যাগ করে নাই, তাহার তৎসম্বন্ধে কৃতকার্য্য হওয়া সুদূরপরাহত।

শ্রেষ্ঠ ও সমকক্ষ ব্যক্তিগণের সহবাসের কথা বলিলাম, কিন্তু যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বা সমকক্ষ না হন তাঁহারা কি আমাদিগের অহংভাব বিদূরিত করিতে সহায় নহেন। আমরা বলি ইহাঁরাও সামান্য সহায় নহেন। তবে এখানে আপনাকে বিনীত রাখিয়া চলা পূর্ব্ব দুই স্থলে তৎসম্বন্ধে কৃতকৃত্য হওয়ার উপরে নির্ভর করে বলিয়া আমরা এক সঙ্গে ইহার উল্লেখ করি নাই। পূর্ব্ব দুই স্থলে অহং তিরোহিত হইলে যাঁহারা সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ নহেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমরা এক শ্রেণীতে আসিয়া দণ্ডায়মান হই, তখন এই সকল লোকের সহিত আমাদিগের সমভাব বা বন্ধুত্বরক্ষা সহজ হইয়া পড়ে। সর্ব্বত্র সমদর্শন যোগের একটি প্রধান সহায়। এই সমদর্শন ব্যতিরেকে যোগ অসম্ভব। তৃতীয়াস্থায় যখন সমদর্শনে প্রবেশ হয়, তখন ব্রহ্ম সহ একত্ব সাধককে আশ্রয় করে।

"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ॥"

সমদর্শনে যাঁহাদিগের মন অবস্থিত তাঁহারা ইহলোকেই সংসার জয় করেন। কারণ পরব্রহ্ম স্বয়ং নির্দোষ এবং সমদর্শী [যাঁহারা তদ্গুণাপন্ন] তাঁহারা সেই ব্রহ্মেতে স্থিতি করেন।

পরলোক গৃহ।

মানবজাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরলোকের ছবি উন্নত হইয়া আসিয়াছে, ইহা আমরা সকলেই দেখিতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরলোকের বর্ণনা শ্রবণ করিলে, সেই সময়ে সেই জাতি আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন্ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল, আমরা বুঝিতে পারি। পরলোকসম্বন্ধে মনুষ্যের স্বাভাবিক ভাব এই যে, উহা পৃথিবী হইতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমাদিগের বর্ত্তমানাবস্থা হইতে উহা সুখের অবস্থা। সকল দেশের সকল জাতির পরলোকের বর্ণনা পাঠ কর, দেখিবে তাহার মূলে এই ভাব নিহিত রহিয়াছে। যদি এক জন বালককে বর্ণন করিতে বলা যায়, সুখের অবস্থা কি, কি হইলে পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান বলিতে পারা যায়, সে যাহা বর্ণনা করিবে, তাহাতে সকলে এই দেখিতে পাইবেন, তাহার নিকটে যাহা যাহা মনোরম সে তদ্দ্বারা স্বর্গ সাজাইয়াছে, যে অবস্থা তাহার নিকটে সুখের অবস্থা তাহাই সে সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে লইয়া গিয়াছে। ক্রীড়ানুরক্ত বালকের স্বর্গ ক্রীড়নসামগ্রীতে পূর্ণ এবং সমুদায় দিন বয়স্যগণের সঙ্গে ক্রীড়ার আমোদে অতিবাহিত হয়, ইহা ভিন্ন তাহার নিকটে আর স্বর্গ কি আছে।

প্রাচীন পরলোকের বর্ণনা পাঠ করিয়া আমাদিগের পরলোকের প্রতি আস্থা সুদৃঢ় ভিন্ন শিথিল হইবার সম্ভাবনা নাই। পরলোকসম্বন্ধে মূল বিশ্বাস কি আমরা বলিয়াছি, যে কোন বর্ণনা হউক এই মূলবিশ্বাসকে কিছুতেই অন্যথা করে না বরং বদ্ধমূল করে। তবে বহির্বিষয়াসক্ত গ্রীকগণের পরলোকে যে প্রকার বিশ্বাস ছিল

তাহা পাঠ করিয়া এক জন বলিতে পারেন, ইহ লোক হইতে পরলোক শ্রেষ্ঠ ও সুখময়,এ মূল বিশ্বাস অন্ততঃ একটী জাতির ইতিহাস অপ্রমাণ করিতেছে। আমরা বলি, সে প্রাচীন জাতির কথা কেন উদাহরণ স্থলে আনয়ন করা হইতেছে, আমাদিগেরই মধ্যে এমন শত শত লোক আছে যাহাদিগের ভিতরেও ঐ প্রকার অন্ধকারময় পরলোকের দৃশ্য আছে। মূল বিশ্বাস অতিক্রম করিয়া এ প্রকার ভাব কাহারও কাহারও মনে কেন উপস্থিত হয়, আমাদিগের এক বার দেখা সমুচিত।

যাহাদিগের মন বহির্বিষয়েতে আসক্ত, তাহারা স্বর্গেও সেই সকল বিষয় লইয়া যাইতে অভিলাষ করে। যে সকল জাতি বা যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানাদিতে এত দূর উন্নত হয় নাই যে অধ্যাত্ম রাজ্যে জড়জগৎ সুলভ বস্তু সকল আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহারা এখানকার বস্তু সমূহকে সৌন্দর্য্যে শত গুণ করিয়া পরলোকের উপযোগী মনে করে এবং আপনাদিগকেও তত্তদ্বস্তু উপভোগের জন্য সেখানে দেহধারিরূপে দর্শন করে। বাহ্বিষয়ের প্রতি আসক্তি যায় নাই, অথচ জ্ঞান এত দূর মার্জ্জিত হইয়াছে যে সেই বিমুক্ত আত্মাকে আর জড় বস্তু উপভোগে উপযোগী মনে করিতে পারে না, অথবা অধ্যাত্ম রাজ্যে এখানকার বস্তু কল্পনা করিতে অক্ষম, তাহাদিগের নিকটে পরলোক একটি শোক দুঃখের স্থান। এই সকল চিত্ত অপ্রকৃতিস্থ, কেন না তীক্ষ্ণ জ্ঞানে জড়কে অতিক্রম করিয়াছে, অথচ নূতন একটী এমন অবস্থা উপলব্ধি করে নাই যাহাতে জড়ের অভাব অতিক্রম করিয়া উচ্চতম সুখে বিশ্বাস করিতে পারে। এখানে বৈনাশিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে, এখনও পুনর্গঠন ক্রিয়া উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং সহজ বিশ্বাস আচ্ছন্ন হইয়া প্রকারান্তরে তাহার পুনর্ব্বিকাশ হয় নাই বলিয়াই অপ্রকৃতিস্থতা। কতকগুলি ব্যক্তিতে ইহা যেমন সম্ভব, একটী সমগ্রজাতিতেও ইহা তেমনি সম্ভব। গ্রীকজাতিকে আমরা এতদবস্থাপন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোন জাতি যদি মৃত্যুর অন্তে চিরনিদ্রা কল্পনা করে, আমরা তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি, কেন না অবিশ্রান্ত ক্লেশ দুঃখ বহনের পর চিরবিশ্রাম অনেকের নিকটে শ্রেষ্ঠ ও সুখের অবস্থা মনে হইতে পারে।

আমরা পরলোকসম্বন্ধে কোন কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দি না। কল্পিত গৃহ বিরচন আমাদিগের ধর্ম্মে অসম্ভব। কিন্তু আমাদিগের স্বাভাবিক বিশ্বাস যোগের ভূমিতে এমন দৃঢ়মূল হইয়াছে যে, আমাদিগের ঈশ্বর যেমন প্রত্যক্ষ, পরলোকও তেমনই প্রত্যক্ষ। ঈশ্বরে জড়ের গন্ধ যেমন নাই, আমাদিগের পরলোকও তেমনি জড়গন্ধবিবর্জ্জিত। শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য প্রভৃতি অজড় সামগ্রী আমাদিগের নিকটে এত সত্য যে যেখানে সে সকল আছে সেখানে জড়ের অভাব আমাদিগের নিকটে অগ্রাহ্য। এ সকল বস্তুর নিকটে আর সকল ছায়া এবং অপদার্থ। বস্তু ছাড়িয়া ছায়া কে বহু মনে করিয়া থাকে? কেহ বলিতে পারেন, আমরা শক্তি জ্ঞানাদির ক্রিয়া জড় আশ্রয় করিয়া হইতে দেখি, সে সকল অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের ক্রিয়া হইতে দেখি নাই, তবে কি প্রকারে বিশ্বাস করিব, পরলোক গৃহ সে সকল উপাদানবর্জ্জিত, যে সকল উপাদান ব্যতীত আমাদিগের আত্মার ক্রিয়াপ্রকাশ মূলেই অসম্ভব।

আমরা বলি, মনুষ্যমন এখানে অতীব কুসংস্কারবিমূঢ়। যোগে নৈপুণ্য নাই বলিয়া উহা জড়াতীত অবস্থা ভাবিতে পারে না। যদি কেহ বলেন, যে ব্যক্তি যোগে স্থিতি করিয়া দেহ ও জড় বস্তু ভুলিয়া যান, এক ঈশ্বরে আনন্দে বিচরণ করেন, তাঁহার এরূপ অবস্থা এই জন্য সম্ভব যে তিনি এখনও দেহে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহার জড়ের সহিত মূলে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই।

কাহারও মনে যখন এরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে অগত্যা এই কথা বলিতে হয়, তুমি যে জড়ের কথা বলিতেছ, সে জড় কি তাহা তুমি জান না, তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় কেবল শক্তি, শক্তি ভিন্ন তোমার জ্ঞানের বিষয় আর কিছুই নাই। যোগে বাহ্যজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া এই শক্তির সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ ও নিকটস্থ হয় যে, তখন বলা যাইতে পারে যে আত্মা স্বরূপে অবস্থান করিতেছে। এই অবস্থায় স্থিতিতে যে শান্তি আনন্দ সুখ উপস্থিত হয়, তাহা একান্ত সত্য, এখানে যে ঋষি মহর্ষিগণের সহিত সম্মিলন হয়, তাহা কল্পনাবর্জ্জিত, এখানে যে নব নব ভাবের সঞ্চার হয়, তাহা উচ্চতম তত্ত্ব। এখানে সমুদায় পাপের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যে পুণ্যের সহিত উজ্জ্বল যোগ হয়, তাহা বর্ণনার অতীত। আমাদিগের পরলোকে কিছুরই অভাব নাই। শক্তিতে নিত্য ক্রিয়াশীলতা, জ্ঞানেতে তাহার নিত্য পরিবৃদ্ধি, হৃদয়ের একতায় ঋষি মহর্ষিগণের সঙ্গে অভেদ্য সুখের যোগ, পুণ্য শান্তি আনন্দে তাহার ঈশ্বরে স্থিতি, এ সকলই তাহাকে এমনি বিমুগ্ধ করে যে এ সকল ছাড়িয়া আর তাহার ভোগান্তরে বাসনা থাকে না। এই দেহে অবস্থিতি করিয়াই যখন আমরা এ সকলের প্রমাণ দিতে পারি, তখন একেবারে দেহগন্ধবিবর্জ্জিত হইলে যে এক সত্য সুখের অবস্থা উপস্থিত হইবে, তাহা কি আর বলিবার অপেক্ষা করে। আমরা বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অবস্থার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোক গৃহের কথা বলিলাম, ভরসা করি, আর দশসহস্র বৎসর পরে নরনারী এতদপেক্ষা উচ্চাবস্থা সম্ভোগ করিয়া পরলোকের ছবি আরও উজ্জ্বল করিয়া জগতের নিকটে উপস্থিত করিবেন।

(প্রাপ্ত।)

নবসংহিতার অনাদর।

শ্রীআচার্য্যদেব শেষ জীবনে হিমালয়ে অবস্থিতি কালে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া গৃহকর্ম্ম ও জীবনের ক্রিয়া সকল স্বর্গীয় ভাবে সম্পাদন করিবার জন্য "নবসংহিতা" অর্থাৎ নূতন বিধি প্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিজ্ঞানসম্মত স্বর্গীয় আলোকপূর্ণ সংহিতা দ্বিতীয় নাই। ইহার প্রত্যেক বাক্য জীবন্ত বেদ জলন্ত প্রত্যাদেশ। আচার্য্য দেব সংহিতা প্রচার করিয়াই তাহা যাহাতে প্রেরিত প্রচারক ও ব্রাহ্ম সাধকদিগের জীবনে বদ্ধমূল হয় তজ্জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠেন, পুনঃ পুনঃ সংহিতা পাঠ ও তদনুযায়ী জীবন যাপনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হিমালয় শিখর হইতে প্রেরিতদিগকে পত্রাদি লিখিতে থাকেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে সকলে সর্ব্বথা সংহিতার বিধি অনুসরণ করিয়া চলেন। প্রচারকগণ যেমন সংহিতার spirit এর (স্পিরিটের) অর্থাৎ ভাবের তেমন তাহার letter এর অর্থাৎ বাক্যের প্রতি সমাদর প্রকাশ করিবেন। স্পিরিটের দোহাই দিয়া যদি প্রচারকগণই শাস্ত্রের letter অমান্য করিয়া চলেন তাহা হইলে শাস্ত্র কোন কালে সমাজে বহুমূল্য ও সাধারণ কর্তৃক সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইতে পারে না। অবশ্য বিশেষ বিশেষ স্থলে বা অসমর্থ অবস্থায় শাস্ত্রের ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া চলা যায়, আচার্য্য দেবের এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু জীবনের অনুষ্ঠানাদির প্রায় সমুদায় অঙ্গেই শাস্ত্রের ভাব ও বচন সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করা তাঁহার অভিপ্রেত। অন্যথা প্রত্যেক স্বেচ্ছানুসারে চলিলে শাস্ত্র কেবল গ্রন্থেই বদ্ধ থাকে। যদি প্রচারক ও সাধকগণ স্বর্গীয় শাস্ত্র, মহাপুরুষের বাক্য ও ঈশ্বর বাণীর সমাদর না করেন তবে অন্য লোকে যে যথেচ্ছাচারী হইয়া চলিবে তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? শাস্ত্রের অনুসরণেই সমাজে একতা ও শান্তি এবং উচ্চ নীতি রক্ষা পাইয়া থাকে। যে সমাজে শাস্ত্র নাই, থাকিলেও তাহার প্রতি সকলের আদর নাই, সেই সমাজের বন্ধন একান্ত শিথিল ও তাহা অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন ও বিপন্ন। শাস্ত্রের ভাব ছাড়িয়া কেবল অক্ষরের অনুসরণ করিতে আমরা বলিতেছি না, ভাবকে অগ্রগণ্য করিবে কিন্তু অক্ষরও অনুসৃত হইবে। মহাপুরুষ কর্তৃক প্রচারিত ঈশ্বরবাণীর অনুসরণ করিলে যে ভাব ছুটিয়া পলায়ন করিবে ইহার কোন হেতু নাই। তাহা হইলে প্রাত্যহিক উপাসনা প্রণালী হইতে "সত্যং জ্ঞান মনন্তম্" ও "অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও" এবং "নমোঽকিঞ্চনধনায়" ইত্যাদি মহাবাক্য সকল পরিত্যাগ করিতে হয়।

কে বলিতে পারে যে প্রতিদিন এসকল বাক্য উচ্চারণে ভাবের অবমাননা ও জীবনের অধোগতি হইয়া থাকে।

আচার্য্য দেব সংহিতার লিখিত বাক্যাবলীর যে কি পর্য্যন্ত আদর করিতেন ও তাহার অবিকল অনুসরণে ব্যগ্র ছিলেন উহার একটি দৃষ্টান্ত এ স্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে। সংহিতাপ্রচারের অব্যবহিত পর তিনি রুগ্ন ও ভগ্ন শরীরে স্বগৃহে পদার্পণ করেন। তাহার কিয়দ্দিন অন্তেই তাঁহার পৌত্র ও দৌহিত্রীর এক দিনে একযোগে নামকরণ ও অন্নপ্রাসন হয়। এ কার্য্য তিনি স্বয়ং সম্পাদন করেন। সংহিতা অনুসারে ইহাই তাঁহার জীবনে একমাত্র কার্য্য সম্পাদন। তাঁহার আদেশ অনুসারে উপাধ্যায় মহোদয় নামকরণ ও অন্নপ্রাশনের বিধি সকল ইংরেজী হইতে আদ্যোপান্ত অবিকল অনুবাদ করিয়া লন, নাম রাখিয়া আচার্য্যের যে প্রার্থনা ও শিশুকে যে আশীর্ব্বাদ করিতে হয় তাহাও আচার্য্যদেব অবিকল সেই অনুবাদ পাঠ করিয়া বলিলেন। শিশুদ্বয়ের পিতা সংহিতার বিধি অনুসারে দণ্ডায়মান হইয়া শিশু দ্বয়কে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক সংহিতার লিখিত প্রার্থনাটী পড়িলেন। অন্নারম্ভের সমুদায় ব্যাপার সর্ব্বতোভাবে সংহিতার বিধি অনুসারে সম্পাদিত হইল। এ কার্য্যে আচার্য্য দেব এরূপ সাবধান হইলেন এবং উপাধ্যায় মহাশয়কে সাবধান করিয়া বলেন যে কোন বিধির একটু ব্যতিক্রম হইতে পারিল না।

উদ্বাহক্রিয়ার বিধি সকল এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যে তাহার মধ্যে কাহারও সূঁচ ফুটাইবার সাধ্য নাই। বিরোধী ব্রাহ্মগণও তাহার আদর না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। তাঁহারাও তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রণালীর অনুসরণ করিয়া উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু মধ্যে যেখানে তাঁহারা নিজের বুদ্ধি খাটাইতে গিয়াছেন সেখানেই স্পষ্ট ভুল ধরা গিয়াছে। সংহিতার উদ্বাহ সংক্রান্ত বর কন্যার প্রতি উপদেশটি যারপর নাই সারগর্ভ ও চমৎকার এবং সুমধুর। আদিসমাজের সঙ্গে যখন আচার্য্যদেবের যোগ ছিল তখন তিনি এই উপদেশটি অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে সন্নিবিষ্ট করিবার জন্য লিখিয়া দেন। সেই হইতে কি আদি-সমাজে কি ভারতবর্ষীয় সমাজে উদ্বাহ কার্য্যে উক্ত উপদেশের সমাদর হইয়া আসিয়াছে। কোন দিন কোন বিবাহে আচার্য্য দেবকে দেখা যায় নাই যে তিনি বর কন্যাকে সেই উপদেশ ছাড়িয়া অন্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে উক্ত উপদেশের প্রতি উপেক্ষা ও অনাদর দেখিয়া তাঁহার মন বড় ব্যথিত হয়। যাঁহারা আচার্য্যের অভিপ্রায়ের একান্ত পক্ষপাতী ও তাঁহার চির অনুগামী বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন কেমন করিয়া যে তাঁহারা তাঁহার প্রাণের ভালবাসার ধন সংহিতা ও তাঁহার বিধি উপদেশের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন বুঝিয়া উঠিতে পারি না। জাতকর্ম্ম, নামকরণ বিবাহাদিতে তাঁহার প্রার্থনা ও তাঁহার উপদেশ সমাদৃত হয় ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেই প্রার্থনাদি পাঠ করিলে শ্রোতবর্গের ও বর কন্যার হৃদয়ে তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তি ভাবের উদ্রেক হইতে পারে, অন্যথা আচার্য্যদেবকে এ সকল জীবনের অনুষ্ঠান হইতে এক প্রকার বিদায় দেওয়া হয়। যদি তাঁহার উপদেশ ও প্রার্থনা (যাহা তাঁহার জীবনের সার) একেবারে কিছুই না রহিল তবে তিনি আর কোথায় রহিলেন? উপাচার্য্যের উপদেশ প্রার্থনাকে আমরা বন্ধ করিতে বলিতেছি না। আচার্য্যদেবের উপদেশ প্রার্থনাদি পরিত্যাগ না করিলে উপাচার্য্যের উপদেশ স্থান পায় না অতএব সংহিতায় বিবৃত আচার্য্যের উপদেশ পরিত্যাগ করিতেই হইবে ইহার কোন অর্থ নাই। সেই প্রার্থনা করিয়া তৃপ্তি বোধ না হইলে তখন তিনি নিজে প্রার্থনা করিতে পারেন। আচার্য্যদেবের উপদেশ পাঠের পর তাঁহার উপদেশ দান অতিরিক্ত বোধ হইলে পর দিন বর কন্যাকে বিশেষরূপে উপদেশ দিতে পারেন, সংহিতার বিধিকে পূর্ণাঙ্গ পালন করুন। যাহার স্পিরিট্ জন্মিয়াছে মহাপুরুষের বাক্য অনুসরণ করিলে তাঁহার স্পিরিট মারা যাইবার কোন ভয় নাই বরং উহা আরো জ্বলিয়াই উঠিবে।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গৌতমের বৈরাগ্য।

এ জগতের সৃষ্টিপ্রণালী সন্ধান করিলে, সমুদয় সৃষ্টি যুগলাত্মক, অর্থাৎ দুইটি পরস্পর বিপরীত বস্তু বা ভাব এই সৃষ্টি মধ্যে থাকিবেই থাকিবে। যেমন শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ইত্যাদি। এই যে দ্বন্দ্ব শ্রেণী, এই যে দ্বিবিধ পরস্পর বিপরীত বিষয়, ইহারই অভ্যন্তরবর্ত্তী দুইটি বিষয় আছে অনুরাগ ও বিরাগ। যে বস্তুতে বা ব্যক্তিতে অনুরাগ আছে সে স্থলে বিরাগ থাকিতে পারে না। আবার বিরাগ থাকিলে অনুরাগ থাকিতে পারে না। এই বিষয় দুইটি সর্ব্বত্রই প্রযুক্ত হইতে পারে। যদি বিষয়ের প্রতি অনুরাগ থাকে তবে তৎপ্রতি বিরাগ থাকিবে কিরূপে, আর যদি ঈশ্বরেতে অনুরাগ থাকে তৎপ্রতি বিরাগ থাকিতে পারে না, কিন্তু বিষয়ের প্রতি বিরাগ থাকিবেই থাকিবে। এই যে বিরাগ ও অনুরাগ ইহা দোষগুণের তারতম্যানুসারে মনুষ্য মনে উদিত হইয়া থাকে। মনুষ্য দর্শন শ্রবণ স্পর্শ প্রভৃতির যোগে বস্তুর গুণ দোষ বুঝিতে পারে। তদ্ব্যতীত অনুমান উপমানাদি দ্বারাও দোষ গুণ বুঝিতে পারা যায়। মনুষ্য

ইন্দ্রিয় সহযোগে যত অধিক পরিমাণে বিষয় ভোগ করিতে থাকে তত তাহার মাধুর্য্য সারবত্তা অথবা তিক্ততা ও অসারতা বুঝিতে পারে। বিষয় সকল ভোগ করিতে করিতে যখন তাহার মাধুর্য্য নিঃশেষ হইয়া তাহার তিক্ততা অনুভূত হইতে থাকে, যখন সুমিষ্ট বিষফল ভোজন করিলে জিহ্বাতে মিষ্ট বোধ হয়, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে মিষ্টতা চলিয়া যায় এবং চক্ষুতে আন্ধার শিরা ও পেশীর আকুঞ্চন প্রভৃতি যন্ত্রণাপ্রদ বিষশক্তি প্রকাশ পাইয়া পড়ে, তখন আর তাহার প্রতি অনুরাগ থাকে না, কিন্তু বিরাগ জন্মে। সেইরূপ আপাতরম্য সংসার বা বিষয় ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে আনন্দ বোধ হয়, কিন্তু পরিশেষে ইন্দ্রিয় সকল শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া নানা প্রকার বিভীষিকা প্রকাশ করে। বিষয়ভোগে ইন্দ্রিয়গণের প্রসন্নতার অবস্থাকে বিষয়ানুরাগ বলা যায় এবং অবসন্নাবস্থায় মৃত্যু স্মরণকে বিষয় বিরাগ বা বৈরাগ্য বলা যায় কিন্তু অনেক সময়ে বিষমিশ্রিত বিষয়ভোগ করিতে গিয়া তাহার বিষশক্তি অনুভব করিবার আর অবসর থাকে না। যেমন পতঙ্গ সকল দূর হইতে আলোক দর্শন করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া অগ্নিতে দেহ ত্যাগ করে, কিন্তু তাহার দাহকর প্রাণনাশক শক্তি অনুভব করিয়া আর ফিরিয়া আসিবার শক্তি থাকে না সেইরূপ।

যাঁহারা বড় লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাদের উচ্চতাই এই যে তাঁহারা সাধারণ লোকের ন্যায় মোহগ্রস্ত নহেন। তাঁহারা ভক্ষণ করিয়া বিষশক্তি অনুভব করেন না কিন্তু দেখিয়া বিষশক্তি মারাত্মক বলিয়া বোঝেন এবং বুঝিয়া সাবধান হন। আমাদের গোতম এই শ্রেণীর বড় লোক ছিলেন। তিনি সংসারগ্রস্ত মৃত্যুমুখনিপীড়িত লোক সকলের অবস্থা দর্শন করিয়াই ইহার সমুদয় প্রাণনাশক শক্তির বিশ্লেষণ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতি পরীক্ষায় তাহার মহাদোষ সমুদয় অবগত হইয়াই তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এইরূপ মূলশূন্য অসার বৈরাগ্য লইয়া লোক কখন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারে না। মনুষ্যের আত্মা অমর অজর। তাহার যে কখন বিনাশ হইবে না ইহা সে বাহিরে প্রামাণিকরূপে না জানিলেও সে আপন স্বতঃসিদ্ধতানুসারে স্বভাবতই জানে যে সে অমর। যে মানুষ বিশ্বাস করে যে সে অমর অথচ সে যে সংসারে আছে তাহা নানা বিধ দুঃখপূর্ণ মৃত্যুর ক্রীড়াভূমি। এমত অবস্থায় সে কখন নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া নিদ্রায় কাল কাটাইতে পারে না। সে তখন দুঃখপূর্ণ বিষয়সুখের অতীত কোন স্থানের অন্বেষণ করে যেখানে মৃত্যুভয় নাই, অনাহারে শীত বাত ও আতপে সন্তপ্ত হইবার ভয় নাই, অকালে সহায়হীন, সম্বলহীন, আশ্রয়বিহীন হইয়া দুঃখ পাইবার ভয় নাই। শাক্যমুনি এই আত্মসাক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে মানুষ কেবল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য অমর হইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই, অমরাত্মা মানবের জন্য অনন্ত সুখভাণ্ডার নিত্যানন্দ ধাম অবশ্যই আছে। এইরূপ বুঝিয়াই তিনি একদিগে যেমন বিষয় ভোগের অসারত্ব জানিয়া তাহা বিসর্জন দিলেন, অপর দিকে সেইরূপ অনন্ত জীবনের ভোগ্য সামগ্রী সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোতমের এই অনন্ত কালের ভোগ্য সামগ্রী সাধারণ মানব জাতির ভোগ্যরূপে চিরপরিচিত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, বা হরি কৃষ্ণ রাম, কিংবা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ভগবান পরমাত্মা প্রভৃতি কিছুই নহে। তিনি সাধন করিয়া যোগ করিয়া ধ্যান মনন করিয়া এমন এক নূতন বস্তু বাহির করিলেন যাহা কেহ কখন জানিত না। যাহা লইয়া কোন বিবাদ বিসংবাদ সংকল্প বিকল্প প্রভৃতি হয় সে সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া এক অভিনব ভোগ্য সামগ্রী বাহির করিলেন, তাঁহার নাম—নির্ব্বাণ।

এই নির্ব্বাণ ও বৈরাগ্য একই কথা। বস্তুত নির্ব্বাণের ভাব মনে আনিতে না পারিলে বৈরাগ্য হয় না। যদি হয় সে বাহ্য বৈরাগ্য, মর্কট বৈরাগ্য। তাহা কখন মানুষকে সুখী করিতে পারে না। পূর্ব্বে যেমন বৈরাগ্যের ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলে নির্ব্বাণের ভাবটি কিঞ্চিৎ স্ফুট হওয়া আবশ্যক। ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজক যত বিষয় জগতে আছে তাহার সমুদায় বিষয়ের প্রতি মনের যে অনুদ্বোধ বা প্রসুপ্তি তাহাকে নির্ব্বাণ বলে। মন তাহা চায় না, তাহার জন্য চেষ্টা করে না, সুতরাং বিষয় কখন অন্তঃকরণকে ক্ষুব্ধ বা আলোড়িত করিতে পারে না। এইটি বৈরাগ্যের পূর্ণাবস্থা। যেখানে ভোগাভিলাষ আছে, সেখানে বিষয় দেখিলে ইন্দ্রিয়গণ উত্তেজিত হয়, মন চঞ্চল হয়।

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, এটা তো হল উপবাসের ব্যবস্থা। জ্বর হইলে যে রস পরিপাক আবশ্যক তাহার জন্য এটা লঙ্ঘনের ব্যবস্থা। এটাতো ভোগ্য সামগ্রী হইতে পারে না। পারে। গোতম ভগবানের কৃপায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে মনুষ্যত্ব কিছুই নহে। তাহার কোন শক্তি নাই, সে আপনার ইচ্ছায় কিছুই করিতে পারে না। তবে যে সে কার্য্য করিতে পারে সে তাহার শক্তি নহে। মানুষ ত্রুটিত ও দুর্ব্বল। সুতরাং একটী ত্রুটিরহিত পূর্ণ শক্তি তাহার অবিচ্ছিন্ন আশ্রয় আছে কিন্তু তাহার সঙ্গে মনুষ্য পরিচিত নহে। মনুষ্য ইন্দ্রিয়গণের উত্তেজনায় প্রবৃত্তি সকলের উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে পড়িয়া সে আপনার জীবনের জীবনকে দেখিতে পায় না। সেই জীবনের জীবন তখনই সাক্ষাৎকারের বিষয় হইবেন যখন আত্মা চিত্তবৃত্তিসকলের নির্ব্বাণে সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইবে। যখন চিত্তবৃত্তি সকল নিবিয়া যায়, মনের চাঞ্চল্য দূর হয়,

হৃদয়ে গভীর শান্তি উদিত হয়, তখন হৃদয়ের ধন প্রাণারাম আর অপ্রত্যক্ষ থাকিতে পারেন না। ফলতঃ নির্ব্বাণ আর ঈশ্বরদর্শন সমকালে সম্পন্ন হয়। যখন বিয়োগের কারণ দূর হইয়া যায় যোগ তখন আপনি হয়। গৌতম কাহার নাম করিলেন না, পূর্ব্ববর্ত্তী কাহারও প্রদত্ত নাম ধরিয়া তিনি হৃদয়েশ্বরকে ডাকিলেন না। তিনি বলিলেন, আমার প্রাণেশ্বরের শত্রুদিগকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি আপনি প্রকাশ পাইবেন। আমি তাঁহাকে ডাকিয়া বিরক্ত করিব না, তাঁহার নাম করিব কি করিব না ভাবিব না। তাঁহার তো কোন নাম নাই? আগে স্থান পরিষ্কার করি। হৃদয়মন্দির পরিষ্কৃত করিয়া প্রেম পুণ্যের দ্বারা সুবাসিত করিয়া অভিসারিকার ন্যায় অপেক্ষা করিয়া থাকিলে হৃদয়েশ্বর হৃদয়ে উদিত হইয়া নিশ্চয় সব দুঃখ দূর করিবেন, এইটি গৌতমের বৈরাগ্য।

নবসংহিতা।

অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

১৫। গতাঃ প্রাণা ইতি বৈদ্যে বদত্যস্য কলেবরম্।
ধৌতং সুগন্ধিসমিতং কুর্য্যাৎ কেশপ্রসাধনম্॥
নবীনবস্ত্রযুগ্মেন সস্তাবিতমনন্তরম্।
শয্যায়াং নূতনায়াঞ্চ শয়ানং ছাদিতং পুনঃ॥
শুক্লেন বাসসা নূতনেনানাবৃতমুখং তদা

প্রাণ বিমুক্ত হইয়াছে চিকিৎসক বলিলে, মৃতের দেহ ধৌত ও সুগন্ধিযুক্ত এবং কেশবিন্যাস ও দেহ নূতন বস্ত্রে সজ্জিত করিয়া নূতন শয্যায় শয়ান এবং একখানি নূতন শুক্ল বস্ত্রে মুখ খুলিয়া রাখিয়া আচ্ছাদন করিয়া দিবে।

১৬। পাটলাপুষ্পসলিলৈঃ সিক্তা পুষ্পৈর্নবৈস্ততঃ।
নানাবর্ণবিচিত্রৈস্তু শয্যা স্যাদাচিতা শুভা॥

শয্যায় গোলাপজল ছড়াইয়া দিবে এবং নানাবর্ণের নবীন পুষ্প বিকীর্ণ করিবে।

১৭। প্রধানাঃ শোকিনস্তত্র প্রয়াতং পরিবেষ্ট্য চ।
জানুপর্য্যুপবিষ্টাস্তে প্রার্থয়েরন্ সমাহিতাঃ॥
শোকার্ত্তানাং পরমেশ দিশেতি করুণাং প্রভো।
বিমোচয়াশ্রুসম্পাতং শান্তিনিঃশ্বসিতং তব।
উদ্বিগ্নেষু চ চিত্তেষু প্রেরয়াত্র চিরন্তন।
পরাত্মন্ তব শান্তিঞ্চানন্দং মৃতমাত্মনে চিরম্।
বিশ্রাণয়ালয়ে দানং সৌভাগ্যবিপুলং কুরু॥

প্রধান শোককারিগণ মৃতকে পরিবেষ্টন করিয়া জানুপরি উপবিষ্ট হওত এইরূপে প্রার্থনা করিবে। হে শোকার্ত্তগণের ঈশ্বর, আমাদিগকে দয়া কর, আমাদিগের অশ্রু মুছিয়া দাও, আমাদিগের উদ্বিগ্ন চিত্তে তোমার শান্তি দাও। হে নিত্য পরমাত্মন, মৃতের আত্মাকে শান্তি আনন্দ দান কর, এবং তোমার গৃহে তোমার দাসকে সৌভাগ্যযুক্ত কর।

১৮। বিজ্ঞপ্তায়াঞ্চ বার্ত্তায়াং কুটীরে বিততে শুভে।
মিলিতা বান্ধবাঃ স্যুস্তে নীতং যত্র কলেবরম্॥
গতেষু চরমাং দৃষ্টিং নিপাত্য তেষু শোকিষু।
প্রধানোবা পুরোধাবা পুষ্পমালাং শবোপরি।
বিতানয়েৎ মুখস্তস্য চ্ছাদয়েত্তদনন্তরম্॥

বন্ধুগণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সেই প্রশস্ত কুটীরে সমবেত হইবে যেখানে শব নীত হইয়াছে। উপস্থিত সকলে তাহাদিগের শেষ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ পূর্ব্বক চলিয়া গেলে প্রধান শোকী অথবা পুরোহিত শবোপরি পুষ্পমালা রাখিয়া মুখ আচ্ছাদন করিয়া দিবে।

১৯। পুরোধাঃ প্রার্থয়েত্তৈবং বন্ধুস্বজনমধ্যগঃ।
"জনানাং জাতিসংঘানাং চিরন্তন পরেশ্বর।
করে নিয়তয়ো যস্য তবাসম্মোহথ যস্য তে॥
গভীরশোকসন্তপ্তৈস্ত্বশ্রুপূর্ণৈরশ্রুসত্তৈঃ।
নেত্রৈর্বয়মুপেমস্ত্বাং বিনয়েন প্রিয়স্য নঃ॥
ভ্রাতুর্হি মৃত্যুরস্মাংশ্চ সন্তপ্তান্ কৃতবান্ শুচা।
নিঃক্ষিপ্তবান্ পরীবারান শোকে বাক্যাতিগে প্রভো।
পশ্য ত্বং করুণানেত্রৈর্হে পিতঃ করুণানিধে।
অসহায়ানিমান্ শোকসন্তপ্তান্ যে নিপাতিতাঃ॥
ধূলৌ সমাগ্ ভগ্নচিত্তা হ্লাদয়োত্থাপয়েনকান্।
সহায়ো ভব চাস্মানর্পয়িতুং ত্বয়ি বর্দ্ধিতো॥
ভবেচ্চ ক্ষমাবক্তুং ভবত্বিচ্ছা যথা তব।
বিপদ্যা সর্ব্বং পরমেশ সত্যং ত্বং কেবলং প্রভো॥
ইহামুত্র ত্বমস্মাকং নঃ সর্ব্বস্বং কর্ত্তুমীশ্বর।
শিক্ষয়ারং হি নো ভ্রাতা সংসারস্য নিবন্ধনাৎ॥
বিমুক্তশ্চিন্তনাদ্দুঃখাদ্ ভারাৎ সর্ব্ববিধাৎ পুনঃ।
অনুগৃহাণ যদ্যাতুরাত্মাস্য মঙ্গলালয়।
নূত্নায়াং বসতৌ বৃদ্ধিং গত্বা স্যান্নিতরাং ত্বয়ি॥
বিশ্বাসে হনুগ্রহেণায়ং তবামেয়েন শুদ্ধিমান্।
চিরং চিরন্তনং সৌখ্যমানন্দং লভতাং ত্বয়ি॥

তৎপরে সমবেত বন্ধু ও স্বজনগণ মধ্যে পুরোহিত পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রার্থনা করিবেন। হে চিরন্তন পরমেশ্বর, তোমার হস্তে সমুদায় জাতি ও প্রতি ব্যক্তির নিয়তি, তোমার সম্মুখে আমরা কিছুই নই, তোমারই নিকটে আমরা গভীর শোকপূর্ণ হৃদয়ে এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে প্রণত মস্তকে উপস্থিত হই। আম দিগের প্রিয় ভ্রাতার (বা ভগিনীর) মৃত্যু আমাদিগকে অতীব শোক সন্তপ্ত করিয়াছে, এবং এই পরীবারকে অনির্ব্বচনীয় খেদে পূর্ণ করিয়াছে। হে করুণাময় পিতঃ, এই শোক সন্তপ্ত অসহায় ধূল্যবলুণ্ঠিত ভগ্ন হৃদয়গণকে করুণা করিয়া অবলোকন কর। ইহাদিগকে তোল, হর্ষযুক্ত কর, এবং "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা বলিয়া আমরা

ভাই সকল যাহাতে তোমার হস্তে আমাদিগকে সমর্পণ করিতে পারি তদ্বিষয়ে তুমি আমাদিগের সহায় হও। হে ঈশ্বর, সকলই অসার তুমিই কেবল সত্য, অতএব ইহলোক পরলোকে তোমাকেই আমাদিগের সর্ব্বস্ব করিতে শিক্ষা দাও। আমাদিগের ভাই বা ভগ্নী এ সংসারের সমুদায় বন্ধন,সমুদায় ভার ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইলেন। আশীর্ব্বাদ কর, হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর, তাঁহার আত্মা নূতন আলয়ে বিশ্বাসে পরিবৃদ্ধ হউক এবং তোমার অপরিমেয় অনুগ্রহ বিশুদ্ধ হইয়া তোমাতে চির আনন্দ এবং চির সুখলাভ করুক।

২০। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতি সর্ব্বে ব্রুয়ুঃ সমাগতাঃ।

সমবেত সকলে বলিবে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"।

২১। শোকিভিঃ স্বজনৈর্ম্মিত্রৈরনুযাতঃ কলেবরম্।
ভদ্রে চিতায়াং খট্টায়ামুপরি স্থাপিতং তদা॥
নয়েৎ শ্মশানে গাম্ভীর্য্যেণ পযুক্তেন সর্ব্বথা॥

তৎপরে কলেবর ভাল খট্টার উপরে স্থাপন করিয়া উপযুক্ত গাম্ভীর্য্য সহকারে শ্মশানে লইয়া যাইবে। শোকী ও স্বজনগণ সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

২২। রজন্যা ঘোরবামে চেন্মেঘে বর্ষতি বা যদি।
বিঘ্নে চান্যবিধে বাপি স্যাৎ কালাপেক্ষণন্তদা॥

যদি রজনী ঘোর হয়, যদি বর্ষণ হয়, বা অন্য কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিবে।

২৩। পরিষ্কৃতায়াং সিক্তায়াং ভূমৌ তত্র উপস্থিতে।
দেহসম্ভাবিতাং খট্টাং স্থাপয়েচ্চ সসম্ভ্রমং॥

শ্মশানে উপস্থিত হইলে স্থান পরিষ্কার ও জল সিঞ্চন করিয়া তদুপরি খট্টা রাখিবে।

২৩। প্রচুরৈরিন্ধনৈঃ শুষ্কৈর্দারুভির্বিরচয়েচ্চিতাম্।
যথোহনলরমসাঃ স্যা দৈর্ঘ্য হস্তপ্রমাণতঃ॥
স্যাদাধিক্যং তনোরস্যা প্রমাণস্য যত্নতঃ॥

অনন্তর প্রচুর পরিমাণে শুষ্ক দারু কাষ্ঠ সমূহে চিতা এমন করিয়া প্রস্তুত করিবে যে উহা আকারে কম না হয়। উহার দৈর্ঘ্য অন্ততঃ মৃত ব্যক্তির শরীরাপেক্ষা এক হাত অধিক হইবে।

২৫। যথাচ্ছাদিতএবায়ং তথা কারুক শয্যয়া।
ন্যসেচ্চিতোপরি দেহং তথা চন্দনেন্ধনৈঃ॥
কুর্য্যাদাবৃতমস্যাংশঃ কোপি ন স্যাদ্বহির্গতঃ॥

দেহ যেমন আচ্ছাদিত আছে তেমনই সমগ্র শয্যা সহকারে আস্তে আস্তে চিতার উপরে রাখিবে। উহার উপরে চন্দন কাষ্ঠ এমনই করিয়া সাজাইয়া দিবে যে দেহের কোন অংশ বাহির হইয়া না থাকে।

২৬। ন তং দেহং নিষ্ঠুরেণ হস্তেন চালয়েত্তু।
তস্যাঙ্গং বা চকুস্যাত্ যদন্যদ্বর্ব্বরোচিতম্॥
দুঃপীড়াকরমন্যাস্যা মাভূন্মৃতেঽপি মানভাক্॥

সেই দেহ নিষ্ঠুর ভাবে নাড়িবে না, বা অঙ্গ ভঙ্গ করিবে না, অথবা যাহা বর্ব্বরোচিত বা উদ্বেগকর দেহ সম্বন্ধে এমন কিছু করিবে না। মৃত হইলেও দেহের যথোচিত সম্মান করিবে।

২৭। চন্দনকাষ্ঠখণ্ডাংশ্চ ধূপকাগরুকাদিকম্।
ন্যাস্যেচ্চিতোপরি গন্ধদ্রব্যাণি তানি যত্নতঃ॥

চিতার উপরে ধূপাদি গন্ধদ্রব্য এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চন্দন কাষ্ঠের খণ্ড নিঃক্ষেপ করিবে।

২৮। প্রধানঃ শোকিনাং বাথ পুরোধাঃ স পুরোগতঃ।
চিতায়াং বর্ত্তিমুল্কাং বা ধৃত্বা প্রজ্বলিতাং করে॥
দক্ষিণে যোজয়েত্তস্যামেবং প্রার্থনমুচ্চরন্।
নাম্নেশ্বরস্য দহনং পাবনং যোজয়াম্যহম্॥
প্রয়াতস্য পরিত্যক্তে দেহে ধক্ষ্যতি নংক্ষ্যতি।
নশ্বরং খলু যন্নিত্যমমরং জীবতি প্রভো॥
রক্ষাশাস্যস্য চাত্মানং দিব্যধাম্নি কৃপানিধে॥

প্রধান শোকী অথবা পুরোহিত দক্ষিণ হস্তে বাতী বা উল্কা ধারণ করিয়া চিতার নিকটে অগ্রসর হইবে এবং প্রার্থনা করিয়া তাহাতে বাতী বা উল্কা সংযোগ করিবে। ঈশ্বরের নামে আমি এই পবিত্র অগ্নি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত দেহে যোজনা করি। যাহা নশ্বর তাহা দগ্ধ হইবে বিনষ্ট হইবে, যাহা অমর তাহা জীবিত থাকিবে। হে প্রভো, ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গত আত্মাকে দিব্য ধামে রক্ষা কর এবং আশীর্ব্বাদ কর।

২৯। দগ্ধে দেহে সমগ্রে তু প্রোজ্জ্বলে ভাজনে ততঃ।
ধাতুবিনির্ম্মিতে ভস্ম শ্রদ্ধয়া নিহিতং নয়েৎ॥

সমস্ত দেহ ভস্ম হইলে শ্রদ্ধা সহকারে উজ্জ্বল ধাতুনির্ম্মিত পাত্রে ভস্ম রাখিবে এবং গৃহে লইয়া যাইবে।

৩০। তৎ পাত্রং নিলয়ে রক্ষেদ যোগ্যে স্থানে প্রযত্নতঃ।
যাবচ্ছ্রাদ্ধদিনং তত্র সমাধিপ্রোথিতং ভবেৎ॥

শ্রাদ্ধ দিন পর্য্যন্ত সেই ভস্মের পাত্র উপযুক্ত স্থানে রাখিবে যে দিন উহা উপযুক্ত সম্মাননা সহকারে সমাধি প্রোথিত হইবে।

ঈশার অনুগমন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

প্রলোভনজয়ের বিষয়।

যত দিন আমরা এই পৃথিবীতে বাস করিব, তত দিন আমাদিগকে নানাপ্রকার বিপদ প্রলোভনের মধ্যে থাকিতেই হইবে। এই জন্য যোবের আখ্যায়িকায় লিখিত হইয়াছে, "এ সংসারে মনুষ্যের জীবন পরীক্ষা প্রলোভনের জীবন।"

অতএব প্রতিজনেরই এ সকল লোভনের মধ্যে সাব-

ধান হওয়া উচিত, এবং যাহাতে পাপ দৈত্য [যাহার চক্ষে নিদ্রা নাই, যে সর্ব্বদাই আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য চারি দিকে ঘুরিতেছে,] আমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিতে না পারে তজ্জন্য আমাদিগকে নিত্য প্রার্থনা দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে হইবে।

কেহই এত দূর পবিত্র এবং পূর্ণ নহে যে সে কখনও প্রলোভন দ্বারা পরীক্ষিত হয় নাই, এবং আমরা কদাচ সম্পূর্ণরূপে প্রলোভন হইতে মুক্ত হইতে পারি না।

(২) কিন্তু পরীক্ষা প্রলোভন সকল অনেক সময় আমাদিগের হিতকর; কারণ যদিও তাহারা দুঃখ কষ্টদায়ক তথাপি তাহাদিগের দ্বারা মানুষ বিনীত, শুদ্ধ, এবং শিক্ষিত হয়।

সমুদয় সাধুরা বিপদ প্রলোভনের মধ্য দিয়া বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছিলেন, এবং যাহারা প্রলোভন জয় করিতে পারে নাই তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পতিত হইয়াছে।

এমন কোন পবিত্র ব্যবসায় কিংবা এমন কোন গুপ্ত পবিত্র স্থান নাই যেখানে বিপদ প্রলোভন নাই।

(৩) পৃথিবীতে এমন কেহই নাই যে সম্পূর্ণরূপে প্রলোভন হইতে মুক্ত; কারণ আমরা প্রলোভনের মূল পাপপ্রবণতা লইয়া জন্ম ধারণ করিয়াছি।

যখন একটী বিপদ কিংবা প্রলোভন চলিয়া যায় তখন আর একটী আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বদাই আমাদিগকে কিছু না কিছু দুঃখ বিপদ সহ্য করিতে হইবে, কেন না আমরা আমাদিগের সুখের অবস্থা হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি। অনেকে প্রলোভন হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়া তাহাতে আরও কষ্টকররূপে জড়িত হয়।

পলায়ন দ্বারা আমরা প্রলোভন পরাজয় করিতে পারি না, প্রকৃত বিনয় এবং সহিষ্ণুতা দ্বারা আমরা আমাদিগের রিপুগণ অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ হইতে পারি।

(৪) যে ব্যক্তি রিপুগণকে সমূলে উৎপাটন না করিয়া কেবল বাহ্যিকভাবে তাহাদিগের আক্রমণ পরিত্যাগ করে, সে বিশেষ কল্যাণ লাভ করিতে পারে না; প্রবলতর বেগের সহিত প্রলোভন সকল তাহাকে আক্রমণ করিবে।

ঈশ্বরের সাহায্যে ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা দ্বারা অল্পে অল্পে সহজে প্রলোভন পরাস্ত করিতে পারিবে, অধৈর্য্য এবং অহিষ্ণুতা দ্বারা রিপুগণ পরাস্ত হয় না।

পরীক্ষা প্রলোভনের সময় সৎপরামর্শ গ্রহণ কর, এবং যে ব্যক্তি পরীক্ষিত হইতেছে অথবা প্রলোভনে পড়িয়াছে তাহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিও না; কিন্তু তুমি নিজে প্রলোভনে পড়িলে যেমন সান্ত্বনা অভিলাষ করিতে সেইরূপ তাহাকে সান্ত্বনা দাও।

(৫) ঈশ্বরেতে অল্প নির্ভর এবং চিত্তচাঞ্চল্য অর্থাৎ মনের অস্থিরতা সমুদয় প্রলোভনের আদিকারণ।

যেমন হাইলবিহীন জাহাজ তরঙ্গ দ্বারা এ দিক্ ও দিক্ আন্দোলিত হয়; সেইরূপ লক্ষ্যভ্রষ্ট অসতর্ক মনুষ্য নানাপ্রকার প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়।

অগ্নি লৌহকে পরীক্ষা করে, প্রলোভন সাধু পুরুষকে পরীক্ষা করে।

আমরা অনেক সময় জানি না যে আমরা কি করিতে সমর্থ, কিন্তু প্রলোভন আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় যে আমরা কি। কিন্তু আমাদিগের সতর্ক হওয়া উচিত, বিশেষতঃ প্রলোভনের আরম্ভে; কারণ সেই সময় সহজে রিপু পরাজিত হয়, যদি তাহাকে আমরা আমাদিগের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিতে না দিই, এবং তাহার প্রথম আঘাত শুনিবামাত্র তাহাকে হৃদয় দ্বার হইতে বিদায় করিয়া দিই।

এই জন্য এক জন বলিয়াছিলেন, "আরম্ভতেই প্রতিরোধ কর; যদি দীর্ঘকাল বিলম্বে শত্রু প্রবল হয় তখন তাহাকে দমন করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করা অতি বিলম্ব হইবে।"

কারণ, প্রথমে মনের মধ্যে কেবল পাপ চিন্তার উদয় হয়, পরে প্রবল কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হয়, পরে পাপজনিত সুখ, এবং অপবিত্র অভিপ্রায়, এবং পরে সম্মতি।

এবং এইরূপে অল্পে অল্পে আমাদিগের দুষ্ট শত্রু আরম্ভেতেই প্রতিহত না হইলে, সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে।

এবং শত্রুকে জয় করিতে যে ব্যক্তি যত বিলম্ব করে সে প্রত্যহ তত দুর্ব্বলতর হইতে থাকে, এবং তাহার শত্রু তত সবল হয়।

(৬) কেহ কেহ নব জীবনের আরম্ভে এবং কেহ কেহ নব জীবনের শেষ ভাগে নানা প্রকার প্রলোভনে পরীক্ষিত হয়।

অনেকে আবার তাহাদিগের সমস্ত জীবনের মধ্যেই বিবিধ প্রলোভন বিপদে বিপন্ন হয়। কেহ কেহ ঈশ্বরের জ্ঞান এবং ন্যায়ের বিচারানুসারে অল্প পরিমাণে পরীক্ষিত হয়, কারণ ঈশ্বর তাঁহার মনোনীত সন্তানদিগের গুণ ও অবস্থা বুঝিয়া তাহাদিগের কল্যাণের জন্য সকল বিষয় প্রতি বিধান করেন।

(৭) অতএব যখন আমরা পরীক্ষিত হই তখন আমাদিগের নিরাশ হওয়া উচিত নহে; কিন্তু তখন বিশেষ ব্যাকুল হইয়া সেই বিপদের মধ্যে সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা উচিত; কারণ সাধু পলের কথানুসারে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য পথ দেখাইয়া দিবেন।

অতএব সমুদয় বিপদ প্রলোভনের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া যেন আমরা বিনীত থাকি, কারণ ঈশ্বর দীনাত্মাদিগকে উদ্ধার করিয়া উন্নত করিবেন।

(৮) দুঃখ প্রলোভনের মধ্যে মানুষ কত উপকৃত হই-য়াছে তাহার পরীক্ষা হয়; এবং তাহার গুণ সকল উজ্জ্বল-তররূপে প্রকাশ পায় এবং তাহার পুরস্কার অধিকতর মূল্য-বান্ হয়।

যখন কোন দুঃখ বিপদ নাই তখন খুব ভক্ত এবং সাধন-পরায়ণ হওয়া বিশেষ গৌরবের বিষয় নহে; কিন্তু বিপদের সময় যে সহিষ্ণু হইয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে তাহারই ঈশ্বরের কৃপায় বর্দ্ধিত হওয়ার আশা আছে।

কেহ কেহ বড় বড় প্রলোভন হইতে সুরক্ষিত হইয়া অতি সামান্য দৈনিক প্রলোভনে পতিত হয়; ইহার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে তাহারা ঐ সকল ক্ষুদ্র বিষয়ে পরাস্ত হইয়াছে দেখিয়া অপমানিত এবং বিনীত হইয়া বড় বড় বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে সাহসী হইবে না।

চতুর্থ অধ্যায়।

অপরিপক্ক বিচার পরিত্যাগের বিষয়।

সাবধান, অন্য লোকের কার্য্য সকল বিচার করিও না; কিন্তু তোমার বিচারচক্ষুকে তোমার নিজের উপরে স্থাপন কর। পরের বিষয় বিচার করিতে গিয়া মানুষ বৃথা পরিশ্রম করে, প্রায়ই ভ্রান্তি প্রকাশ করে, এবং সহজে পাপাচরণ করে; কিন্তু যে আত্মপরীক্ষা এবং আত্মবিচার করে তাহার পরিশ্রম সর্ব্বদাই সফল হয়।

আমরা প্রায়ই আমাদিগের কল্পনা দ্বারা চালিত হইয়া অনেক বিষয় বিচার করি; কারণ হৃদয়ের গূঢ় বিরাগ কিংবা অনুরাগ আমাদিগকে প্রকৃত বিচার হইতে স্খলিত করে।

যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বদাই আমরা আমাদিগের কামনার বস্তু করি, অর্থাৎ যদি আমরা একমাত্র ঈশ্বরকেই প্রার্থনা করি তাহা হইলে কদাচ আমাদিগকে আন্তরিক পশুভাব দ্বারা কষ্ট পাইতে হয় না।

(২) কিন্তু প্রায়ই কোন গূঢ় আন্তরিক বিষয় অথবা কোন বাহিক ঘটনা আমাদিগকে ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাহার নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে।

অনেকেই অজ্ঞাতসারে তাহাদিগের সমুদায় কার্য্যে গোপনে কেবল স্বার্থ অন্বেষণ করে। যত ক্ষণ তাহাদিগের আপন আপন মত ও ইচ্ছানুসারে তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন হয় তত ক্ষণ তাহারা মনের শান্তি সম্ভোগ করে; কিন্তু যখনই তাহাদিগের বাসনার বিরুদ্ধ বিষয় সকল ঘটে তৎক্ষণাৎ তাহারা বিরক্ত ও বিচলিত হয়।

মত এবং বিচারের অনৈক্য ও বিচিত্রতা অনেক সময় সাধক ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে এবং স্বদেশীয় ও বন্ধুদিগের মধ্যেও বিবাদ উৎপাদন করে।

(৩) পুরাতন প্রথা সহজে উন্মূলিত হয় না এবং কেহই আপনার বুদ্ধি ভিন্ন শ্রেষ্ঠতর আলোকে চালিত হইতে ইচ্ছুক নহে।

যে শক্তি তোমাকে ঈশ্বর অধীন করিতে চেষ্টা করে সেই শক্তি অপেক্ষা যদি তুমি তোমার নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রম শক্তির উপর অধিক নির্ভর কর তাহা হইলে তুমি স্বর্গীয় আলোকে আলোকিত হইতে পারিবে না; কারণ ঈশ্বর আমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অধীন হইতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে আমরা তাঁহার প্রেমানলে প্রজ্বলিত হইয়া মানবীয় বুদ্ধির ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করি।

সংবাদ।

৯ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার কুচবিহারে শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্র নারায়ণের নবকুমারের শুভ নামকরণ মঙ্গলক্রিয়া ব্যবস্থা মত সম্পন্ন হইয়াছে। পুত্রের নাম হিরাপেন্দু নারায়ণ রাখা হইয়াছে। কুচবিহারে রাজবাড়ীর বাহিরে এই প্রথম অনুষ্ঠান অতি উত্তমরূপে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া যাওয়ায় আমরা অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। দয়াময় দয়া করিয়া ক্রমে উক্ত রাজ্যের সমস্ত লোকের মন অধিকার করুন।

কুচবিহারের মহারাজ কুমার রজিরাজেন্দ্রনারায়ণের জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীমতী মহারাণী সুনীতিদেবী আমাদের প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষের হস্তে ১২০৲ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা মহারাণীর এই দানের জন্য বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। দাতার অভিপ্রায়ানুসারে ঐ টাকা ব্যয়িত হইবে।

ব্রহ্মমন্দিরের আয় অপেক্ষা ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় কিছু দেনা হইয়াছিল, অর্গ্যান সীরিনি ও মন্দিরসংস্কার জন্যও কিছু দেনা ছিল। কুচবিহারের মহারাজা দয়া করিয়া ১০০৲ একশত টাকা দান করায় এই সকল ঋণ পরিশোধের বিশেষ সাহায্য হইয়াছে। মহারাজাকে আমরা হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি।

প্রচারকপরিবারের সাহায্য জন্য আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দান স্বীকার করিয়া দাতাদিগকে বিশেষ ভাবে নমস্কার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল মজুমদার ...	২০৲
„ „ বিহারীলাল মজুমদার ...	১০৲
„ „ বেণীমাধব ঘোষ রাজনালপিণ্ড ...	৮৲
„ „ শশিভূষণ দত্ত তেজপুর ...	২৲

মঙ্গলগঞ্জের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য মাসিক ৬৲ ছয় টাকা করিয়া দান করিতে সম্মত হইয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন। বর্ত্তমানসময়ে আমাদিগের কলিকাতায় পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া সন্তান সন্ততি সহ ৪৬ টি হইয়াছেন। বিধানের অলৌকিক বলে এতগুলি লোক দুই বেলা আহার পাইতেছেন। যাঁহারা বর্ত্তমানে অলৌকিক ঘটনা দেখিতে পান না বলিয়া দুঃখ করেন তাঁহারা যেন এই ঘটনাটী স্মরণ করিয়া বিস্মিত হয়েন। লক্ষ্মণ বাবুর মাসিক সাহায্য অতি উপযুক্ত সময়েই হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র বিগত শনিবার দারজিলিং পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন।

ভাই অমৃত লাল বসু শারীরিক অসুস্থতা জন্য হুগলীর নিকট অমরপুর গ্রামে যাইয়া সপরিবারে বাস করিতেছেন।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ১১ সংখ্যা। | ১লা আষাঢ়, রবিবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে জীবনের মূল উৎস, আমি আর কোন্ প্রাণে বলিব, আমি যখন তোমায় দেখিলাম না, বুঝিলাম না, তখন আর আমার সমগ্র প্রাণ তোমার চরণে ঢালিয়া দি কি প্রকারে? আমি আমার পার্শ্বস্থ বন্ধুকে চক্ষে দেখি, হস্তে স্পর্শ করি, সম্মুখীন হইয়া আলাপ করি, কৈ, প্রভো, তোমার সঙ্গে তো আমি সে প্রকার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ দেখিতে পাই না, এ কথা বলিয়া তোমায় উড়াইয়া দেব, ইহার তো কোন উপায় দেখিতেছি না। তুমি আমি সর্ব্বদা একত্র, তুমি এমনি নির্জ্জনে থাকিয়া গোপনে গোপনে কথা বল যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণে আর তাহা প্রবেশ করে না, তুমি আমার শরীর মন প্রাণ এমনি স্পর্শ করিয়া আছ যে কেহ আর তেমন ভাবে আমায় স্পর্শ করিতে পারে না। আমার দেহের চারিদিকের আকাশ তোমার অধিষ্ঠানে পূর্ণ হইয়া আমায় যখন আলিঙ্গন করে, তখন আর কি প্রকারে বলিব, নাথ, তোমা অপেক্ষা আমার বন্ধুগণ আমার নিকটে, তোমা অপেক্ষা আমি তাঁহাদিগের প্রতি সমধিক আস্থা না রাখিয়া থাকিতে পারি না। আজ ৪৫ বৎসর জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে যদি তোমার সাক্ষাৎ কার্য্য না দেখিতে পাইতাম, তাহা হইলে হয় তো তোমাকে দূরস্থ উদাসীন ঈশ্বর বলিয়া প্রাণ হইতে উড়াইয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু কি করি এত বৎসরের ব্যাপার সমুদায় যত চিন্তা করি, তত এই বলিয়া অবাক্ হই, এত বৎসরের মধ্যে কত লোকের সঙ্গে আলাপ হইল, ভাল বাসা হইল, নিকট সম্পর্ক হইল, কিন্তু এখন তাহারা কোথায়? কেহই নাই। এক জন কেবল তুমি সেই হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, আমার জন্য কত কি করিতেছ। যত দিন যাইতেছে কোথায় সম্পর্ক পুরাতন হইবে না দিন দিন সম্পর্ক নূতন হইতেছে, মিষ্ট হইতেছে, ঘনীভূত হইতেছে। জীবন সহায়, আর কি এখন এ প্রত্যক্ষ নিশ্চিত জ্ঞান চাপিয়া সংসারের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারি। জানি দুর্জ্জয় রিপুসকল লুকাইয়া আছে, অস্থিতে পাপের বাসা আজও আছে, তোমার এই বিদ্যমানতার চাপ যদি তুমি একটু সরাইয়া লও, আমি যে সেই হইয়া যাই, কিন্তু যখন তোমার কৃপায় চাপ অনুভব করিতেছি, তখন আর এ সকলের প্রতি দৃষ্টি-পাত হয় না, এবং আমার বলে নয়, তোমার বিদ্যমানতার বলে সমুদায় পাপ রিপুকে পদ-তলে ফেলিয়া তোমায় দেখিব, স্পর্শ করিব,

সুখী হইব, সর্ব্বদা তোমাতে বাস করিব। দাসের নয়, কিন্তু দাসেতে তোমার মহিমা দিন দিন মহীয়ান্ হউক এই তব চরণে বিনীত ভিক্ষা।

ইচ্ছাসাম্য।

দুই জনের রুচি, প্রবৃত্তি, অভিলাষের বিষয় এক হইবে,বন্ধুত্বাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেই আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। এ অভিলাষ স্বার্থপ্রণোদিত নহে, ইহাই স্বভাব। স্বভাব যাহা চায় তাহা আত্মসীমা মধ্যে পবিত্র ও বিশুদ্ধ এবং ঈশ্বরানুমোদিত। আমরা নিরন্তর বন্ধুতা চাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ঈদৃশ বন্ধুতা আজও লাভ হইল না। কি হইলে এই বন্ধুতা লাভ করা যাইতে পারে এবং কাহারাই বা আমাদিগের প্রকৃত বন্ধু অদ্য তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এ প্রস্তাবের অবতারণা।

আমরা আরম্ভে যাহা বলিয়াছি, ইচ্ছাসাম্যে তাহা সমুপস্থিত হয় সকলেই বুঝিতে পারেন। যত দিন ইচ্ছাদ্বৈধ থাকে, তত দিন দুই ব্যক্তির রুচি, প্রবৃত্তি, অভিলাষ স্বতন্ত্র থাকিবেই থাকিবে। দুজনের ইচ্ছা যদি কোন প্রকারে সমান হইয়া যায়, ইহা নিশ্চয় যে, তাঁহাদিগের একই বিষয়ে প্রবৃত্তি হইবে, একই বিষয়ে রুচি হইবে, অভিলাষের আর স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। এমন কি উপায় আছে, যদ্দ্বারা উভয়ের ইচ্ছাসাম্য উপস্থিত হইতে পারে। একত্র শয়ন, উপবেশন, কাজ কর্ম্ম, এ সকল উপায় দ্বারা কি কালে ইচ্ছাসাম্য উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা? যদি হইত, তবে আমাদিগের মধ্যে ঈদৃশ ইচ্ছাবৈষম্য লক্ষিত হইত না। আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে সহজে এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় যে, এ সকল উপায়ে আমাদিগের মধ্যে একটি একত্র বাসোপযোগী বন্ধন সমুৎপন্ন হয়, কিন্তু ভিন্নতা অত্যন্ত বাড়ে। কেন বাড়ে তাহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। আমরা যখন পরস্পর হইতে দূরে বাস করি, তখন আমাদিগের অনেক ভিন্নতা চক্ষুর অগোচর থাকে, কিন্তু যতই আমাদিগের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, ততই আমাদিগের গুপ্ত ভিন্নতা সকল পরিজ্ঞাত হয়। সুতরাং ভিন্নতা অপরিজ্ঞাত থাকাতে যে একতা ছিল যথার্থ অবস্থা অবগত হওয়াতে তাহা তিরোহিত হইয়া যায়।

একত্র বাসাদি যদি ইচ্ছাসাম্যের কারণ না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে এই বুঝিতে হইতেছে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন উপায় লইয়া আমরা ইচ্ছাসাম্য সাধন করিতে পারি না। এমন কি সাক্ষাৎ উপায় আছে, যাহা সিদ্ধ হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মধ্যে ইচ্ছাসাম্য উপস্থিত হয়। আমরা সকলে ধর্ম্মের শরণাপন্ন হইয়াছি কি জন্য? আমাদিগের ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত একত্ব লাভ করিবে এই জন্য কি নহে? যদি এখানে আমাদিগের একত্ব সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে আর আমাদিগের উদ্দেশ্য সফলের কোন অন্তরায় থাকে না। কিরূপে থাকে না আমরা তাহা বলিতেছি।

এত দিনের বহু দর্শনে আমাদিগের এই একটি লাভ হইয়াছে যে, আমরা জীবচরিত্রের অজ্ঞেয়ত্ব বুঝিয়াছি। ঈশ্বরসম্বন্ধে অজ্ঞেয়ত্ববাদ প্রচলিত আছে, এবং তাহা সকলেই বিনা কথায় স্বীকার করে, কিন্তু জীবের মধ্যে কত বিষয় অজ্ঞেয় তাহা কেহই এক বার অনুধাবন করিয়া দেখেন না। এরূপ অনবধানের কারণ আছে। সাধারণ মনুষ্য সকল সাধারণ ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, তাহাদিগের ভিতরে যে সকল গূঢ় সামর্থ্য আছে, তাহা নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থান করে, সুতরাং সাধারণ ভাবে যে সকল কার্য্য হয়, সে সকল সাধারণ ভাবে বিচার করিয়া থাকে।

ঈশ্বরকৃপায় যাঁহারা মনুষ্যজীবনের উচ্চতম অবস্থা লাভের জন্য যত্নশীল, তাঁহাদিগের

জীবনে এই সকল গূঢ় সামর্থ্যের ক্রিয়া উপস্থিত হয়। গূঢ় ভাবনিচয় যতই তাঁহাদিগের জীবনের পরিচালক হয়, ততই তাঁহাদিগের ক্রিয়ার মূল সাধারণ লোকের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়ে। সুতরাং তাঁহাদিগের জীবন একটী প্রহেলিকা হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহারা ঈশ্বরের দিকে যত অগ্রসর হন, তাঁহাদিগের ইচ্ছার সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছার যত ঐক্য সমুপস্থিত হয়, তত তাঁহারা পৃথিবীর লোকদিগের হইতে বহু দূরে প্রস্থান করেন। এখানে তাঁহাদিগের চরিত্র দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়ে, এবং মনুষ্য যতই যোগদৃষ্টিবিরহিত হইয়া তাঁহাদিগের চরিত্রসম্বন্ধে বিচার করিতে যায়, ততই ঘোরতর ভ্রমে নিপতিত হয়। এই সকল ব্যক্তিকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বুঝিতে পারা অসম্ভব, সুতরাং অসাক্ষাৎ উপায়ে ইহঁাদিগের চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়।

এই অসাক্ষাৎ উপায় কি? অসাক্ষাৎ উপায় এই যে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বুঝিতে না গিয়া তাঁহাদিগের প্রাণাধার ঈশ্বরের সঙ্গে যোগনিবদ্ধ করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে। আমাদিগের ও তাঁহাদিগের মধ্যে ঈশ্বর ব্যবধায়ক হইয়া স্থিতি করিতেছেন। যিনি ঈশ্বরে নিমগ্ন হইয়াছেন, ঈশ্বর ভাবে ভাবুক হইয়াছেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে নিজ ইচ্ছাকে মিশাইয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিয়া আমরা কি করিব? যদি তাঁহার তত্ত্ব লইতে হয়, ঈশ্বরযোগে তাঁহার তত্ত্ব লইতে হইবে। আমরা যখন যোগে ঈশ্বরেতে নিমগ্ন হই, ঈশ্বর ভাবে ভাবুক হই, ঈশ্বরের ইচ্ছাতে আপনাদের ইচ্ছা হারাইয়া ফেলি, তখন ঈশ্বরনিমগ্ন সাধকের সঙ্গে আমাদিগের চরিত্রমূলে সাক্ষাৎ হয়, এবং তখন আমরা তাঁহাকে সর্ব্বোতভাবে বুঝিতে পারি।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই স্থির হইল যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কোন এক বিষয়ে অবগত হইলে আর এ সম্বন্ধে সাধুর ইচ্ছা কি জানিবার জন্য প্রয়াস প্রযত্নের প্রয়োজন থাকে না। কেন না যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা তাহা সাধুর ইচ্ছা নহে মনে করা আর সেই সাধুকে ঈশ্বর হইতে ভ্রষ্ট মনে করা একই কথা। আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিলে তৎ সঙ্গে সঙ্গে সাধুর ইচ্ছা অবগত হইলাম, সুতরাং সাধু এবং আমাদিগের ইচ্ছা সাম্য উপস্থিত। এই ইচ্ছাসাম্যে আমাদিগের রুচি প্রবৃত্তি অভিলাষও সাধুসহ এক হইয়া যায়। ঈশ্বরগত সাধুসম্বন্ধে যাহা, দেহধারী সাধুসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। ঈশ্বর সহ ইচ্ছাসাম্যে সাধুত্ব, এই সাধুত্ব বন্ধুত্বের স্থির ভূমি। রুচি আদির একত্বে যদি পূর্ণ বন্ধুত্ব কাহারও সঙ্গে আমরা অভিলাষ করি, তবে তাহা ইচ্ছাসাম্যের ভূমিতে দাঁড়াইয়া আমাদিগকে সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, অন্যথা আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদিগের বিশ্বাসভাজন।

আমাদিগের দেশের শাস্ত্রকার বৃহস্পতি মনুষ্যমাত্রকে অবিশ্বাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এরূপ উপদেশ শুনিয়া বৃহস্পতির বুদ্ধির অনেকে অপ্রশংসা করিবেন, এবং বলিবেন, ইনি মনুষ্যজাতিকে একান্ত ঘৃণা করিতেন। আমরা যদি বৃহস্পতি সহকারে এক হইয়া বলি মনুষ্য বিশ্বাসযোগ্য নহেন তাহা হইলে আমরা বৃহস্পতি হইতে সমধিক নিন্দিত হইব। কেন না যে ধর্ম্ম শত্রুকে ভালবাসিতে উপদেশ দেয়, সে ধর্ম্মে এরূপ বলা একান্ত বিগর্হিত। এ সম্বন্ধে আমরা বৃহস্পতি সহ কেন সায় দি, আমাদিগকে বলিতে হইতেছে।

মনুষ্যে মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব উভয়ই আছে। মনুষ্যের মনুষ্যত্বের অংশ নিয়ত পরিবর্ত্তনসহ, দেবত্বের অংশ স্থির ও নিত্য। যাহার পরিবর্ত্তন আছে, তদুপরি আমাদিগের আস্থা আমরা

কিরূপে রাখিব? আজ যাহা আছে, দশ দিন বা দশ বৎসর পর যদি আর তাহা না থাকে, অন্য আর কিছু তাহার স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে সেই পরিবর্ত্তসহ বিষয়টি লইয়া আমরা যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম, সে বিশ্বাসও তৎসহকারে পরিবর্ত্তিত হইবে। যেখানে বিশ্বাসের এই প্রকার পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে, সেখানে আমরা বলিতে পারি, অমুকের সম্বন্ধে আজও আমার নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস সমুৎপন্ন হয় নাই। যে ব্যক্তি আপনার সমগ্র জীবন ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া স্থিরতর দেবত্বের ভূমিতে দণ্ডায়মান হয় নাই তৎপ্রতি আমাদিগের বিশ্বাস কখন স্থিরপদ লাভ করিতে পারে না।

এখন জিজ্ঞাসা এই, মনুষ্যের দেবত্বও আপেক্ষিক, কেন না তাহারও দিন দিন পরিবৃদ্ধি আছে। প্রেম, পুণ্য, জ্ঞান, শক্তি, এ সকল দেবাংশ। মনুষ্যে প্রেমাদি একই পরিমাণে স্থিতি করে না, জীবনের উন্নতি সহকারে সে সকল বাড়িতে থাকে, সুতরাং পরিবর্ত্তসহত্ব যদি নিশ্চয়াত্মক বিশ্বাস স্থাপনে অন্তরায় হয়, তবে এখানেও হইতে পারে। এখানে হয় না, কেন না প্রেমাদির পরিবর্ত্তন নাই, তাহার পরিমাণে মাত্র পরিবর্ত্তন আছে। প্রেম পুণ্য জ্ঞান শক্তি চিরকাল একই থাকে, তদুপরি যে আস্থা সংস্থাপিত থাকে তাহা একই থাকে। যেখানে মূলের পরিবর্ত্তন আছে সেখানে বিশ্বাসের মূল পর্য্যন্ত টলিয়া যায়, সুতরাং এরূপ স্থলে বিশ্বস্ততা হইতে পারে না।

আমরা প্রেম পুণ্য জ্ঞান ও শক্তিকে দেবাংশ বলিয়াছি। এতদ্দারা ইহাই বুঝাইতেছে যে, ঈশ্বরযোগে যে প্রেমাদি জীবে উপস্থিত হয়, আমরা সেই প্রেমাদি লক্ষ্য স্থলে রাখিয়াছি। যদি এইরূপ আমাদের লক্ষ্য হয়, তবে এই বুঝাইতেছে ঈশ্বর ভিন্ন জীবের স্বতন্ত্র প্রেম পুণ্যাদি আছে আমরা স্বীকার করি। আমরা স্বীকার করি কি না আমরা যাহা বলিতেছি তাহাতেই প্রকাশ পাইবে, কিন্তু পৃথিবীতে লোকে এই সকলকে যে প্রকারে অনেক স্থলে গ্রহণ করে, তাহাতে যোগজনিত প্রেমাদি ছাড়াও তত্তৎ পদার্থ জীবেতে আছে, প্রতীত হয়। ঈদৃশ প্রেমাদি বিশ্বাসের স্থল আমরা বলি নাই। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে আমরা বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানানুশীলনানুরক্ত ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করিতে পারি। তাঁহারা আজ যে মত প্রচার করিলেন দশ দিন পরে সেই মতে স্থির থাকিবেন কি না সন্দেহ। কেন না তাঁহারা যে ভূমিতে দণ্ডায়মান, তাহা অতীব স্খলনশীল। তাঁহাদিগের চিন্তাতে জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, এ কথা বলিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহা অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান মাত্র স্থির জ্ঞান নহে। সুতরাং যত দিন না মূল জ্ঞানে স্থিরতা লাভ করিয়া এই অনুসন্ধানাত্মক জ্ঞান স্থিরতর হইবে, তত দিন জ্ঞানসম্বন্ধে দেবাংশ লাভ আমরা কোন প্রকারে স্বীকার করিতে পারি না।

প্রেমসম্বন্ধেও লোকতঃ এই প্রকার দেবাংশ প্রেম হইতে ভিন্ন প্রকারের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানসম্বন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি এখানেও তাহাই বলা যাইতে পারে। মানবহৃদয় যেখানে গিয়া উপস্থিত হইলে স্থিরতা লাভ করিয়া ক্রমে উন্নত হইতে উন্নতাবস্থা লাভ করিবে, সেখানে গিয়া যত দিন উপস্থিত হইতে না পারে তত দিন উহা চঞ্চল ভাবে ইতস্তত ধাবিত হয়, সুতরাং মানবীয় চঞ্চলতা পদে পদে প্রকাশ পায়। যখন যথার্থ প্রাপ্য বিষয় প্রাপ্ত হয় তখন উহার বিশ্রাম এবং স্থিরতা লাভ করে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে কি প্রকাশ পাইতেছে? মনুষ্যেতে জ্ঞান ধারণ করিবার জন্য অণুপরিমাণ জ্ঞান আছে, প্রেম আয়ত্ত করিবার জন্য অণুপরিমাণ প্রেম আছে, যে শক্তি মনুষ্যেতে প্রকাশ পায় তাহা বিন্দুমাত্র,

যত দিন অনন্ত শক্তি তাহার পৃষ্ঠবল না হয় তত দিন উহা দুর্ব্বলতা দ্বারা সর্ব্বদা আবেষ্টিত থাকে, তাহার পুণ্য কেবল ইচ্ছা মাত্র, অনন্ত পুণ্যের সংযোগে উহা বেগবান্ প্রবাহের আকার ধারণ করে। চঞ্চলতা অস্থিরতা তত দিন যত দিন না মানুষ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া ঈশ্বরের হয়। এরূপ আত্মবিস্মৃতির অর্থ এই যে, মানবীয় জ্ঞান অনন্ত জ্ঞান ভিন্ন আর জ্ঞান বলিয়া কিছুরই অনুসরণ করে না, ঈশ্বরের প্রেমে নিমগ্ন হইয়া পৃথিবীর অসার সমুদায় বিষয় ভুলিয়া যায়, সেই পুণ্যের প্রবাহে পড়িয়া অদ্ভুত সৌন্দর্য্যে ভূষিত হয়, অনন্ত শক্তিতে জীবন প্রোথিত হওয়াতে সে কখন দুর্ব্বলতা দ্বারা নিপীড়িত হয় না।

যেরূপ যোগের কথা অভিহিত হইল এরূপ যোগসম্পন্ন ব্যক্তি কয় জন? এরূপ লোক নাই বলিলেই হয়। যদি না থাকে, তবে বৃহস্পতি যাহা বলিয়াছেন তাহার মূল আছে। ঈশ্বরে যাহার জীবন বদ্ধমূল হয় নাই, সে কি প্রকারে আমাদিগের বিশ্বাসভাজন হইবে? চঞ্চল ইন্দ্রিয়কামনা দ্বারা যাহার জীবন ত্রস্ত, সে কি প্রকারে অপরের প্রত্যয় ভাজন হইবে? আমরা যদি দেখিতে পাই এক জনের ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বদ্ধমূল হইয়াছে, সে অনুরাগ আর কখন সংসারের দিকে যাইবে না, আমরা তাঁহার প্রতি আমাদিগের আস্থা সংস্থাপন করিতে পারি। তাঁহার যোগ এখনও পূর্ণ হয় নাই ক্ষতি নাই, এই এক অনুরাগই তাঁহাকে আমাদিগের বিশ্বাসের আস্পদ করে। কারণ এই অনরাগ তাঁহাতে এমন কতকগুলি বিষয় চির দিনের জন্য অসম্ভব করিয়া ফেলিয়াছে যে গুলি সর্ব্বদা বিশ্বাস আন্দোলিত করিয়া দেয়।

বিষমমোহ।

মনুষ্য মন এমনই বিষম মোহে সর্ব্বদা আবৃত যে, অতিপ্রত্যক্ষ পদার্থও নিয়ত অপ্রত্যক্ষের ন্যায় তাহার নিকটে অবস্থিতি করিতেছে। কোথায় মন নিকটের বস্তু সর্ব্বপ্রযত্নে পরিগ্রহ করিবে, না সে দূরের বস্তু লইয়াই ব্যস্ত। আমাদিগের দেশীয় পণ্ডিতগণ মনকে এই জন্য বহির্বিষয় গ্রহণ করিবার পক্ষে প্রধানেন্দ্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বিষয়াতীত বস্তু গ্রহণে তাহার সামর্থ্য স্বীকার করেন নাই। আমরা মনকে জীবচৈতন্য সহ অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করি। সুতরাং মনেরই মোহের কথা বলিতেছি।

আমি যেমন প্রত্যক্ষ এমন আর কি আছে। আমি আছি বলিয়া আমার সম্বন্ধে অন্য বস্তু আছে অথচ আমাকেই আমার সন্ধান নাই। আমি সুন্দর, না জড় জগৎ সুন্দর? আমি প্রিয় না জড় জগৎ প্রিয়। জ্ঞান প্রেম পুণ্য শক্তি সুন্দর মনোহর, না জড় সুন্দর মনোহর? জড় জগতের সৌন্দর্য্য কোথা হইতে? বিচিত্র সমাবেশ হইতে। বিচিত্র সমাবেশ কোথা হইতে? জ্ঞানশক্তির ক্রিয়া হইতে। এ সমাবেশজনিত সৌন্দর্য্য জ্ঞানশক্তিনিহিত সৌন্দর্য্যের ছায়া মাত্র। মোহের আবরণ তোমার চক্ষু হইতে খসিয়া পড়ুক, জড় জগতে তুমি বিচিত্র শক্তি বিচিত্র জ্ঞানের ক্রিয়া দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইবে। যখন জানিলে জ্ঞান শক্তি প্রেম পুণ্য সুন্দর, অন্যত্র যে সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্য ঐ সকলের ছায়া মাত্র, তখন তুমি বলিয়া উঠিলে, আহো এই সৃষ্টির মধ্যে আমি সুন্দর, আমি অতি প্রিয় সামগ্রী। কিন্তু আমাতে জ্ঞান প্রেমাদির সৌন্দর্য্য বিন্দু মাত্র। আমি অনন্ত সৌন্দর্য্যের বক্ষে সর্ব্বদা ভাসমান।

মোহ আমাকে আমার চক্ষু হইতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। যখন আমাকে আমার চক্ষের নিকটে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে, তখন আমার

যিনি আমি, আমা হইতেও যিনি আমার নিকট-বর্ত্তী, তাঁহাকে যে আমা হইতেও প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে, ইহা আর অসম্ভব ব্যাপার কি? মোহের স্বভাবই এই, যাহা যত নিকটস্থ তাহাকে তত দৃষ্টিবহির্ভূত করিয়া রাখে। ঈশ্বরের তুল্য নিকটবর্ত্তী আমার আত্মাও নহে, কেন না আত্মার অন্তর বাহিরে ঈশ্বর বিদ্যমান জন্য আত্মা তন্মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া ব্যবহিত। দুঃখের বিষয় এই, মোহের কুহকে পড়িয়া আমরা এমন ঈশ্বরকেও নিরন্তর ভুলিয়া থাকি।

আমার সঙ্গে থাকিয়া ঈশ্বর যদি মৌন ভাবে স্থিতি করিতেন, তবু মনে ভাবিতে পারিতাম, আমার মন ঈশ্বরকে সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানিবে কি প্রকারে? যিনি নড়েন না চড়েন না কথা বলেন না, কাছে থাকিলেও তাঁহাকে কি প্রকারে আমরা চিনিব জানিব। এরূপ মনে করাও আর এক বিষম মোহ। চক্ষু মোহে আবৃত, কর্ণ মোহে আবদ্ধ। নিরন্তর যিনি প্রাণের ভিতরে বসিয়া জীবকে পথ প্রদর্শন করিতেছেন, সর্ব্বদা নিষেধ বিধি জ্ঞাপন করিতেছেন,

"শাস্তা বিষ্ণুরশেষস্য জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তমৃতে পরমাত্মানং তস্য কঃ কেন শাস্যতে॥"

তাঁহার কথা লোকে শুনিতে পায় না ইহাও এক আশ্চর্য্য মোহের মহিমা। আমাদিগের দেশের সে তত্ত্বজিজ্ঞাসা কোথায় গেল, যে তত্ত্বজিজ্ঞাসাবলে ঋষিগণ আর সমুদায় বস্তু অপদার্থ বলিয়া উড়াইয়া দিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরে বাস করিতেন, ঈশ্বরকে সর্ব্বদা করতলন্যস্ত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতেন।

জগৎ, আত্মা, ও ঈশ্বর এই পদার্থত্রিতয় সমান প্রত্যক্ষ, এইটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা কত সময় কত কথা কত প্রকার করিয়া বলিলাম, অথচ লোকের এতৎসম্বন্ধে অগ্রসরতা হইল না, ইহা দেখিয়া কি আমরা এই বলিব যে মনুষ্যজাতির এ সম্বন্ধে জ্ঞান কোন দিন হইবে না, যদি হয়, অল্প সংখ্যকের হইবে। যদি ইহা হয়, তবে আমাদিগের এ নবধর্ম্মের সমাগমের প্রয়োজন কি ছিল? আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় সকলে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে মোহের বন্ধন ছেদন হইতে পারে আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতে গেলে যে সকল পূর্ব্ববর্ত্তী আয়োজন চাই, তাহাতে কাহারও প্রবৃত্তি আমরা দেখিতেছি না। মোহ যদিও মিথ্যাসামগ্রী, তথাপি তাহা অন্ধকারবৎ ক্রিয়াকারী। ইহা কাটিতে হইলে যেমন জ্ঞানাস্ত্র চাই, তেমনই সেই জ্ঞানাস্ত্র তীক্ষ্ণ করিবার জন্য উপযুক্ত আয়োজনের প্রয়োজন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ এতৎসম্বন্ধে অনলস ছিলেন, তাই তাঁহাদিগের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কোন কালে বিফল হয় নাই।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা সুতীক্ষ্ণ করিবার প্রধান সহায় পরম বৈরাগ্য। বিষয়েতে যাহার চিত্ত নিমগ্ন, তাহার চক্ষুকর্ণ অন্যত্র নিয়োগ করিবার অবসর কোথায়? মোহ আর কিছুই নহে, বিষয়াসক্তি। যাহার বিষয়ে আসক্তি আছে, তাহার তত্ত্বজ্ঞানে প্রবেশাধিকার নাই। যাহার তত্ত্বজ্ঞানে প্রবেশ হইল না, তাহার আত্মতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ হইবে কি প্রকারে? পূর্ব্বতন তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে আসক্তির সমুদায় বিষয় তীব্রবৈরাগ্যযোগে উড়াইয়া দিতেন। যখন সমুদায় আসক্তি ছিন্ন হইত, তখন দিব্য জ্ঞান আপনি উদিত হইত। উপনিষদাদি পাঠ কর, সর্ব্বত্র ইহার প্রচুর বর্ণনা দেখিতে পাইবে। যদি বিষম মোহ ছেদন করিতে হয়, তাহা হইলে পরম বৈরাগ্য ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা যুগপৎ প্রয়োজন, অন্যথা তত্ত্বালোচনা আলোচনা মাত্র সার হইবে।

নবসংহিতা।

শ্রাদ্ধ কর্ম্ম।

১। শোকঃ স্বাভাবিকঃ স্যাৎ জাতু শোকপ্রদর্শনম্।
শোক স্বাভাবিক হইবে, শোক প্রদর্শন নহে।

২। উন্মূলয়েন্ন শোকং বা শোকিত্বচ্ছলমাবহেৎ।

একেবারে শোক সম্পূর্ণ চাপিবে না, অথবা মৃতের জন্য বড় শোক হইয়াছে এরূপ দেখাইবে না।

৩। সহানুভূতিঃ স্নেহশ্চ স্বাভাবিকৌ ত্বকৃত্রিমঃ।
প্রাপ্নোতু বহিরুচ্ছ্বাসং হৃদয়ং তং ব্যনক্তু চ॥

স্বাভাবিক স্নেহ ও সহানুভূতি পূর্ণ রূপে কার্য্য করুক, এবং হৃদয় প্রমুক্ত ভাবে গভীর শোক প্রকাশ করুক।

৪। আমোদঃ সুখভোগশ্চোৎসবঃ কিং পূর্ব্ববৎ ত্বয়া।
অনুষ্ঠেয়ো যদা মান্যঃ সম্পর্কী প্রিয় এব বা॥
প্রয়াতোঽথ কঠোরত্বমনির্লিপ্তত্ব মত্র বা।
প্রদর্শ্যেত বিমর্ষানঃ পাপকাশ্রুবিমোচনম্॥
মা ভূদেবং কদাচিত্তে পরমেশপ্রসাদতঃ॥

যখন তোমার মাননীয় বা প্রিয় সম্পর্কীয় ব্যক্তি এ পৃথিবী হইতে চলিয়া গেলেন তখন কি পূর্ব্ববৎ আমোদ প্রমোদ সুখভোগ ও উৎসব করিবে? অথবা অশ্রুমোচন পাপ মনে করিয়া কঠোরতা ও নির্লিপ্ততা প্রদর্শন করিবে? ঈশ্বর করুন তোমার এরূপ না হয়।

৫। পরমেশগৃহে জাতু ন স্যাদ্ধৃদয়শূন্যতা।
উদাসীনজনানাস্ত কঠোরো ধর্ম্ম এব বা॥
সর্ব্বং তত্র ভবেন্নিত্যং স্বভাবানুগতং পুনঃ॥

পরমেশ্বরের গৃহে হৃদয়শূন্যতা, বা উদাসীন জনের কঠোর ধর্ম্ম যেন না হয়, যেন সকলই স্বাভাবিক হয়।

৬। অনতিক্রম্য সীমানং পরিমাণং ভবত্বিহ।
শোকঃ শোককর্ত্তাং জাতু নাতিরেকঃ কদাচন॥

সীমা মধ্যে পরিমাণ মত শোক হউক, যেন অতিরিক্ত হয় না।

৭। শোকাতিরেকো মস্তিষ্কং বিকরোতি করোতি চ।
রোগকোৎপাদয়ত্যেষোঽ বিশ্বাসঞ্চ বিধাতরি॥
চিরবিষাদভাবঞ্চ পারুষ্যং প্রকৃতেঃ পুনঃ।
বিকলয়তে বিশ্বাসমাশাং প্রেমানমপ্যহো।
নিত্যমানববিদ্বেষপরং তং কুরুতে জনম্॥

অতিরিক্ত শোকে মস্তিষ্ক বিকৃত করে, রোগ জন্মায়, বিধাতাতে অবিশ্বাস উৎপাদন করে, পারুষ্য এবং চির বিষণ্ণ ভাব উপস্থিত করে, বিশ্বাস আশা এবং প্রেম খর্ব্ব করিয়া ফেলে, এবং মানুষকে মানববিদ্বেষী করে।

৮। বিশ্বাসিংস্তব শোকোঽয়ং ভবত্ববিতথঃ সদা।
পরমেশবিহীনামবিশ্বাসবতামিহ॥
আর্ত্তনাদোঽথ চিৎকারো মা ভূজ্জাতু তবাত্র তু।
পরেঽমরত্বে বিশ্বাসসম্পন্নস্ত ভবত্বয়ম্॥
প্রশান্তবেগো ভাবেন নির্ভরার্পণয়োস্তথা।
বিশ্বাসস্ত বিরাগস্ত ভাবস্যাধ্যাত্মিকস্য চ॥
দীনতায়াশ্চ ফলবান্ বর্দ্ধনায় ভবত্বসৌ॥

হে বিশ্বাসী, তোমার শোক যথার্থ হউক, ঈশ্বর-বিহীন অবিশ্বাসিগণের চিৎকার ও আর্ত্তনাদ যেন না হয়। কিন্তু ঈশ্বর ও পরকালে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তাহার শোকের ন্যায় নির্ভর ও আত্মসমর্পণের ভাবে যেন শান্তবেগ হয় এবং বিশ্বাস বিনয়, আধ্যাত্মিকতা এবং বৈরাগ্য পরিপক্ক করিবার পক্ষে ফলবান্ হয়।

৯। নিয়োজিতঃ পরেশোচ্চপুণ্যাভিপ্রায়সিদ্ধয়ে।
শোকো মৃত্যুশ্চ নির্দ্দিষ্টঃ শিক্ষণায় যতো বয়ম্॥
স্মরাম জীবনস্যাস্থায়িত্বং ধনসম্পদাম্।
মানানাং গৌরবাণাঞ্চ পার্থিবানামপার্থতাম্॥
অন্বিষ্যাম নিত্যকালগতাং জীবনসম্পদম্॥

পরমেশ্বর উচ্চ পবিত্র অভিপ্রায়ে শোক বিধান করিয়াছেন, আমাদিগের শিক্ষার জন্য মৃত্যুকে তিনি নিয়োগ করিয়াছেন যে আমরা জীবনের অনিশ্চিততা পার্থিব ধন ও সম্মানের ব্যর্থতা স্মরণ করিব এবং নিত্য-জীবনের সম্পদ অন্বেষণ করিব।

১০। ঊর্দ্ধং সপ্তদিবসেভো দিনান্যত্যোরিহান্ততঃ।
শোকার্থং বিস্তজেদেকবিংশত্যেন দিনান্যতঃ॥
ঊর্দ্ধকালোঽপি নির্দ্দেশ্যো ভবেচ্ছোকাতিরেকতঃ।
সম্বন্ধস্য চ নৈকট্যাৎ কুত্র কুত্রাপি সম্ভবাৎ॥

মৃত্যুর দিন হইতে সর্ব্বত্র এক সপ্তাহের ঊর্দ্ধকাল শোকার্থ অতিবাহিত করিবে। কোন কোন স্থলে সম্বন্ধের নৈকট্য এবং শোকের প্রগাঢ়তা অনুসারে এতদপেক্ষা অধিক কালও নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

১১। ধ্রিয়েরন্ শোকচিহ্নানি দেশজাত্যনুসারতঃ।
অতিকৃচ্ছ্রাণি দেহস্য কর্ষণানি পরিত্যজেৎ॥
বার্ব্বরাণি চ হেয়ানি স্বাস্থ্যভঙ্গকরাণি চ॥

দেশ এবং জাতি অনুসারে শোকচিহ্ন ধারণ করিবে। অতিকৃচ্ছ্র পরিত্যাগ করিবে, যাহাতে দেহ কর্ষণ হয়, যাহাতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, যাহা বর্ব্বরোচিত এবং হেয় তাহার পরিহার করিবে।

১২। অন্যেষু শোকচিহ্নেষু চৈকত্বরক্ষণায় তু।
চীবরখণ্ডমেকঞ্চ গৈরিকং বিভূয়াদ্যতঃ॥
তদেবার্য্যভূমৌ হি বৈরাগ্যচিহ্নমুত্তমম্॥

অন্যান্য বিবিধ শোক চিহ্ন সমুদায়ের মধ্যে একখণ্ড গৈরিক চীবর শোকচিহ্নস্বরূপ ধারণ করিবে, আর্য্য ভূমিতে যাহা বৈরাগ্যের চিহ্ন।

১৩। পরিচ্ছদে ভোজনে তু সহজত্বমথৈব চ।
আমোদে পরিহাসে চ ভোগে স্যাদ্বীতরাগিতা॥

পরিচ্ছদ ও ভোজনে অতীব সহজ ভাব অবলম্বন করিবে, আমোদ পরিহাস এবং ভোগেতে বীত রাগ হইবে।

১৪। জ্ঞাপনায়াবধানায় পরেষাং গৈরিকং পুনঃ।

সুদীর্ঘং বসনঞ্চৈকং ভূমিস্পর্শি গৃহস্থ চ॥
স্থাপয়েল্লম্বমানং তজ্জনগোচরপ্রাবৃতৌ॥

অপর লোককে সাবধান ও অবগত করিবার জন্য এক-খানি সুদীর্ঘ গৈরিক বসন লম্বমান করিয়া লোকের দৃষ্টি পথেতে গৃহের প্রাচীরে ঝুলাইয়া দিবে, ইহার এক দিক ভূমি স্পর্শ করিয়া থাকিবে।

১৫। শোককালাবসানে চাষ্টমেহহ্নি শোককারিণঃ।
অভিষেকোক্তবিধিনা স্নায়ুঃ পরিষ্কৃতিঞ্চ তে॥
বিদধ্যুঃ শ্রেণীবন্ধঞ্চ কুর্য্যুঃ প্রাপয়িতুং পুনঃ।
সমাধিভুবি তৎ পাত্রং স্থাপিতং ভস্ম যত্র বৈ॥

শোকের কাল অবসান হইলে অষ্টম দিনে শোকিগণ অভিষেকের বিধি অনুসারে স্নান করিবে, পরিষ্কৃত হইবে, এবং সকলে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে মিলিত হইয়া ভস্মপাত্র যেখানে সমাহিত হইবে সেই স্থানে লইয়া যাইবে।

১৬। শোককৃতাং প্রধানো হি নয়েত্তদ্ভাজনং স্বয়ম্।
বন্ধুষু চ বহেৎ প্রোক্তং ধুনানো গৈরিকঞ্চ তৎ॥
পতাকাসদৃশং বাসঃ সর্ব্বে গাম্ভীর্য্যভাবতঃ।
অগ্রেসরেয়ুর্গায়ন্তো গীতঃ শোকপ্রকাশকম্॥

প্রধান শোকী ঐ ভস্মপাত্র এবং বন্ধুগণ মধ্যে প্রধান ব্যক্তি উপরি উক্ত গৈরিক বস্ত্রখানি পাতাকার ন্যায় বায়ু বিকম্পিত করিয়া বহন করিবে, আর সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গাম্ভীর্য্য সহকারে মন্দগতিতে শোকপ্রকাশক গীত গাইতে গাইতে অগ্রসর হইবে।

১৭। উপস্থিতে চ তত্রৈবং প্রার্থয়েত পুরোহিতঃ।
হে স্বর্গীয় পিতরত্র প্রয়াতস্য তবাজ্ঞয়া॥
নিদধামোবয়ং ভস্ম পুণ্যস্মারকলক্ষবৎ।
আশিষা যোজয়েদং ত্বং যস্যাত্মা তব সন্নিধৌ॥
প্রয়াতঃ শান্তিমস্মৈ চ জীবিতেভ্যশ্চিরন্তনীম্।
বন্ধুভ্যো বিতরাস্যা যন্ন নাশো জাতু বিদ্যতে॥
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পুরোহিত এই প্রকারে প্রার্থনা করিবেন, হে স্বর্গীয় পিতঃ, এখানে তোমার আজ্ঞায় মৃত ব্যক্তির ভস্ম স্মরণার্থ রাখিতেছি। যাহার আত্মা তব সন্নিধানে গমন করিয়াছে তাহার ভস্ম তুমি আশীর্যুক্ত কর। গত ব্যক্তির আত্মা এবং জীবিত বন্ধু ও স্বজনগণের প্রতি অবিনাশিনী শান্তি বিতরণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

১৮। পুরোধা বৃণুয়াৎ পাত্রং স্বয়ং কর্ণিকমাবহন্।
ইষ্টকৈরিষ্টকাক্ষোদচূর্ণ জৈঃ কর্দ্দমৈরিহ॥

পুরোহিত স্বয়ং কর্ণিক লইয়া ভস্মপাত্র ইষ্টক ও চূর্ণ সুড়কী যোগে আবৃত করিয়া দিবে।

১৯। স্তম্ভং সংস্থাপয়েত্তত্র কালে বর মৃতস্য চ।
নামাঙ্কিতো নিখায়েত খণ্ডঃ শ্বেতোপলস্য চ॥

পর সময়ে তদুপরি স্তম্ভ স্থাপন করিবে এবং মৃতের নামাঙ্কিত এক খানি শ্বেত প্রস্তর তাহাতে নিখাত করিয়া দিবে।

২০। সর্ব্বে পূজাগৃহে বাত্র শ্রাদ্ধস্থানে সমাগতাঃ।
বিশেয়ুরাসনেষ্বত্রাচার্য্যো দধ্যাদুপাসনম্॥

দেবালয়ে অথবা শ্রাদ্ধজন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে সকলে আসিয়া উপবেশন করিলে আচার্য্য নিয়মিত উপাসনা করিবেন।

২১। অধীয়েরন্ প্রবচনান্যুপযুক্তানি যানি চ।
অধ্যাপকাভ্যাং জ্যেষ্ঠাভ্যাংবা তেন বিবৃণীত সঃ॥

তত্তৎকালোপযোগী শাস্ত্রীয় প্রবচন সকল আচার্য্য ও দুইজন অধ্যাপক অথবা মণ্ডলীর জ্যেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক পাঠিত হইবে। আচার্য্য তাহার ব্যাখ্যা করিবেন।

২২। শোককৃতাং প্রধানো বা জ্যেষ্ঠপুত্রোহথবা পুনঃ।
শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রার্থয়েত মৃতে পিতরি পার্শ্বতঃ॥
উপবিষ্টৌ ভবেত্তস্য ভ্রাতা তৎসময়ে সমম্॥
অদদস্তং প্রভো ত্বং তমস্মরোহস্য পিতুস্ত নঃ।
মান্যস্য চ প্রিয়স্যাতো হসহায়াঃ প্রস্থিতেরিহ॥
পিতৃহীনা বয়ং কুত্র গতো জানীমহে ন সঃ।
দেশেহনাবিষ্কৃতে হজ্ঞাতে যত্র গচ্ছন্তি বৈ মৃতাঃ॥
প্রত্যাগচ্ছন্তি ন পুনর্জানীত তৎ ন মানবঃ।
ইদং জানীমহে যন্নঃ পিতাধেঃ শোকতোহস্য চ॥
সংসারস্য পরীক্ষায়া মুক্তোহন্যলোকমাবিশৎ।
পিতুঃ পিতস্তুচ্চরণে স্থানং দেহ্যাত্মনে হস্য চ॥
দিব্যং পুণ্যঞ্চ শান্তিঞ্চ চিনুযাৎ স চিরাচ্চিরম্।
সন্নিধৌ তব প্রেমাস্যং প্রোজ্জ্বলং ত্বং বিকাশয়॥
তৎসমীপে সহায়োহস্য ভব পাতুং নিরন্তরম্।
তব প্রেমামৃতং মগ্নো ভবত্বানন্দসাগরে॥
স ত্বে জানাসি নিতরামীশ্বর ত্বং হি কিংবিধাঃ।
অসহায়া বয়ং তস্য বিরহে যঃ প্রপালকঃ॥
রক্ষকো নির্ভরস্থানং বলঞ্চাসীৎ বিপৎসু চ।
দুঃখেষু সংস্থতো চাস্মা মাতস্তে শরণং বয়ম্॥
অস্মিন্ শোকে বিষোগস্য দশায়াং দীনবৎসল।
গচ্ছামস্তং পিতা পিতৃহীনানাং যৎ প্রভো স্বয়ম্॥
সহায়োহসহায়ানাং বিধেহি হৃদয়ে বিভো।
দুঃখার্ত্তে বিপদাপন্নে শান্তিঞ্চ মধুরং বচঃ॥
সান্ত্বনাহীনমনসে ব্রূহি নো দুঃখিতস্য তু।
ত্বং সান্ত্বনা মহানন্দঃ শোকানাং ত্বং নিবৃত্তয়ে॥
অস্মাকং হৃদয়ং নাথ ভোগাস্মানাচ্চ সংস্তুতেঃ।
অশ্রুবান্ধব সম্পত্তৌ দ্বিব্যধায়ঃ স্বয়ং প্রভো॥
ত্বমস্মান্ সান্ত্বযাস্মিন্ যে হৃতা অস্মদ্গৃহে তব।

মিলিতাঃ খলু তে সর্ব্ব ইতি নিশ্চয়বাক্যতঃ ॥
সুখে তন্নিলয়ে কালে চাস্মাকমাগমিষ্যতি।
কৃতকৃত্যা বয়ং স্যামো মিলনৈশ্চামরাত্মভিঃ ॥
পুনীষ্ব জীবনান্যস্মান্ দিব্যধামোপযোগিনঃ।
কুরু ত্বং গৌরবং সর্ব্বং তুভ্যং নিত্যেশ্বর প্রভো ॥

প্রধানশোকী বা জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রাদ্ধকর্ত্তা হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিবে এবং তাহার কনিষ্ঠ পার্শ্বে বসিয়া থাকিবে। প্রভো, তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়া গিয়াছ। আমাদিগের প্রিয় মান্য পিতা পরলোকগমনে আমরা পিতৃহীন এবং সহায়হীন হইয়াছি। কোথায় তিনি গিয়াছেন আমরা জানি না, সেই অজ্ঞাত অনাবিষ্কৃত দেশ যেখানে মৃতেরা আহুত হন এবং যেখান হইতে আর তাঁহারা ফিরিয়া আইসেন না, কোন মানুষ জানে না। আমরা এই জানি যে, আমাদিগের পিতা এ সংসারের দুঃখ, বিপদ, পরীক্ষা হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। হে পিতার পিতা, তোমার চরণতলে পিতার আত্মাকে স্থান দান কর, এবং নিত্য কাল তোমার সহবাসে থাকিয়া স্বর্গীয় পবিত্রতা এবং শান্তি সঞ্চয় করিতে পারেন এরূপ অনুগ্রহ বিতরণ কর। তোমার উজ্জ্বল প্রেম মুখ তাঁহার নিকটে প্রকাশ কর, এবং তোমার মিষ্ট প্রেমামৃত পান করিতে তাঁহার সহায় হও, এবং তোমার আনন্দে নিমগ্ন কর। হে ঈশ্বর, তুমি জান, যিনি এই সংসারের বিপদ আপদের ভিতরে আমাদিগের রক্ষক এবং প্রতিপালক সহায় ও বল ছিলেন তাঁহার অভাবে আমরা কি প্রকার অসহায় হইয়াছি। কিন্তু যেহেতুক তুমি অসহায়ের সহায়, পিতৃহীনের পিতা, আমাদিগের বর্ত্তমান দুঃখ ও বিচ্ছেদের অবস্থায় তোমার আশ্রয় অন্বেষণ করিতেছি। আমাদিগের দুঃখিত অশান্ত হৃদয়ে শান্তি বিধান কর এবং আমাদিগের সান্ত্বনাবিহীন মনে সান্ত্বনার সুমিষ্ট বাণী শুনাও। তুমিই শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, দুঃখার্ত্তের আনন্দ। প্রিয় প্রভো, এ সংসারের আমোদ ও সম্মান হইতে আমাদিগের হৃদয়কে পরলোকের সম্পদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত কর। যাঁহাদিগকে আমরা হারাইয়াছি তাঁহারা তোমার গৃহে একত্র হইয়াছেন, এবং যখন আমাদিগের সময় আসিবে তখন আমাদিগকে সেই সুখের গৃহে অমর আত্মা সকলের সহিত মিলিত হইতে দিবে, এ সম্বন্ধে নিশ্চয় বাক্য বলিয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা দেও। আমাদিগের জীবন পবিত্র কর এবং দিব্য ধামস্থ নিত্য কালের আবাস গৃহের উপযুক্ত কর। হে শাশ্বত রাজন্, গৌরব গৌরব গৌরব তোমারই।

২৩। আচার্য্যঃ প্রার্থয়েত্তৈবমাশীর্ব্বচনমুচ্চরেৎ।
কর্ম্মণ্যস্মিন্ সুগম্ভীরে শক্তিমন্নীশ্বর প্রভো ॥
বয়ং ধূলিসমাস্ত্বন্তু সত্যমিত্যুপলব্ধয়ে।
শক্তাবয়ং ভবেমাস্মিন্ ক্ষণে হ্যয়ং ন পরক্ষণে ॥
বান্ধবাঃ পরিবারাশ্চ ধনানি বিপুলানি চ।
মোদয়ন্তে হ্যধুনাস্মান্ হা লীয়ন্তে তে হ্যধুনৈব হি ॥
একাকী সম্বলৈর্হীনো হ্যনন্তে কালসাগরে।
আত্মা তরীং তারয়তে তস্মাত্ত্বাং প্রার্থয়ামহে ॥
হৃন্নো নিত্যেহত্র নিত্যাধ্যাত্মিকে সংস্থাপিতুং চিরম্।
বিশ্বাসং প্রচয়াস্মাকং পরত্রাস্মান্ প্রয়োজয় ॥
নিত্যজীবনলাভায় প্রেতাত্মাত্মনে বিভো।
আলোকং গৌরবং দিব্যমর্পয়াস্মাদ্যদপ্যহো ॥
বাহ্যদৃষ্ট্যা বয়ং ছিন্না আত্মন্যেকত্র সংস্থিতাঃ।
তবানন্তকরুণয়া ধরা স্বর্গো ভবত্বসৌ ॥
পূর্ব্বাভাসং যদা লপ্স্যামহেহস্যানন্দসন্ততেঃ।
শিক্ষাং প্রাপ্স্যামএবাত্র বসিতুং ত্বয়ি সন্ততম্ ॥
অমরাণামৃষীণাঞ্চ পরীবারৈস্তবানঘ ॥
করুণানিধিরস্মিংস্তু পরীবারে চিরন্তনীম্।
শান্তিং দদাতু নিলয়ঞ্চেমং স্বর্গং করোতু সঃ ॥

অনন্তর আচার্য্য এইরূপে প্রার্থনা করিবেন এবং আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিবেন, হে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, এই গম্ভীর অনুষ্ঠানে যেন আমরা আমাদিগকে ধূলি এবং তুমিই একমাত্র নিত্যকালের সত্য অনুভব করিতে পারি। এই মানুষ আছে, এই মুহূর্ত্তেই সে আর নাই। এই আমাদিগকে পরীবার, বন্ধু, এবং পার্থিব সম্পত্তি হৃষ্ট ও আমোদিত করে, এই আর তাহারা নাই, আত্মা একক সম্বলবিহীন হইয়া অনন্তকালের দিকে তরী ভাসাইয়া দেয়। হে ধ্রুব ঈশ্বর, তজ্জন্য আমরা আমাদিগের হৃদয় অধ্যাত্ম নিত্য বস্তুর উপরে স্থাপন করিবার জন্য তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। পরলোকগত আত্মাকে স্বর্গীয় আলোক এবং গৌরব অর্পণ কর, এবং যদিও আমরা বাহিরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, ভাবেতে যেন আমরা নিয়তকাল একত্র সংযুক্ত থাকি। তোমার অনন্ত অনুগ্রহে পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হউক, এবং এখানে থাকিতেই যেন আমরা স্বর্গের আনন্দের পূর্ব্বাভাস পাই, এবং তোমাতে তোমার অমর সাধু সুখী পরিবারের সঙ্গে একত্র বাস করিতে শিক্ষা করি।

প্রভু করুণাময় এই পরীবারকে স্বর্গীয় শান্তি বিধান করুন এবং এই গৃহকে স্বর্গ করুন।

২৪। এবং দেবাশিষং শ্রাদ্ধকর্ত্তা যাচেৎ সমাহিতঃ।
পিতা পিতামহঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ প্রপিতামহঃ ॥
ধন্যা ভবন্তু তে সর্ব্বে বান্ধবাঃ স্বজনাশ্চ যে।
ঋষয়ো মুনয়ো ধন্যা ভবন্ত্বার্য্যাঃ পুরাতনাঃ ॥
দেশীয়াশ্চ বিদেশীয়া যে চ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ।
ভবন্তু তে মহাত্মানো ধন্যা বৈদেহতাং গতাঃ ॥
আত্মানো নঃ পরিচিতাস্তথাপরিচিতা ইহ।

বন্ধু নাকাশ শত্রু গ্রামধ্যাত্মলোকমণ্ডলে॥
ভিন্ন ভিন্ন বিভাগস্থা ধন্যাঃ সর্ব্বে ভবন্তু তে॥

শ্রাদ্ধকর্ত্তা এইরূপে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবে, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ এবং সমুদায় পূর্ব্বপুরুষগণ ধন্য হউন, সমুদায় আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ ধন্য হউন, ভারতের আর্য্য প্রাচীন ঋষি মুনিগণ ও ধর্ম্মনেতৃগণ ধন্য হউন, পরলোকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত পরিচিত অপরিচিত শত্রু মিত্র সাধু অসাধু সকলের দেহবিরহিত আত্মা ধন্য হউক।

২৫। দানান্যেবং ততঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা সম্পাদয়েদিহ।
ওমমুকে দিনে পক্ষে মাসে হ্মুক্যাং তিথাবহম্॥
পিতৃভক্ত্যনুরোধাদীশ্বরকামোহিতায় চ।
অস্য জনসমাজস্যোৎসৃজামেতানি ভক্তিতঃ॥
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রাদ্ধকর্ত্তা এইরূপে দান ঘোষণা করিবেন, ওঁ অদ্য অমুক দিনে অমুক পক্ষে অমুক মাসে অমুক তিথিতে পিতৃভক্তির অনুরোধে সাধারণের হিত উদ্দেশে ঈশ্বরকাম হইয়া ভক্তি সহকারে এই সকল সামগ্রী উৎসর্গ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আলোচনা।

সাধু অঘোরনাথ।
ময়মনসিংহ।
গত প্রকাশিতের পর।

প্র। ঈশ্বরকে বজ্রস্বরূপ ভয়ানক বলা হয় কেন?

ঈশ্বর সর্ব্বদাই মঙ্গলস্বরূপ, তিনি যে কোন সময়ে উদ্ধত ও কোন সময়ে প্রসন্ন এরূপ নহেন। প্রার্থী ব্যক্তির মনের অবস্থা অনুসারে তাহার নিকটে ঈশ্বরের ভিন্ন রূপ প্রকাশিত। ঈশ্বরভক্তব্যক্তি ঈশ্বরকে মঙ্গলময় দেখেন। আবার পাপী ব্যক্তি নিজ পাপাচরণ করিয়া অবশ্যই ঈশ্বরকে ভয় করে। বস্তুতঃ ঈশ্বর সর্ব্বদাই একরূপ ও মঙ্গলময়।

প্র। আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রার্থনা সর্ব্বদা সফল হয় না কেন?

প্রার্থনা কি তাহা জানা উচিত। সাধারণের মত, প্রার্থনা কয়েকটী কথার সমষ্টি মাত্র। বস্তুতঃ প্রার্থনা একটী মনের অবস্থা মাত্র। পরিত্রাণের জন্য পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য মনের ব্যাকুল অবস্থাই প্রার্থনা। ব্যাকুলতা অর্থাৎ পাওয়ার ইচ্ছা না হইলে, কখনই তাহা পাওয়া যাইতে পারে না।

প্র। সত্য কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যায়?

সত্যকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে তাহাকে মনের সহিত দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহা হইলেই সত্যকে কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা হইবে। সাধারণ ভাবে জানা আর দৃঢ় বিশ্বাস এ দুয়ের ইতর বিশেষ জানা উচিত।

প্র। কিরূপে সত্যালোচনা করিবে?

জীবন্ত আলোচনা আবশ্যক। কেবল বুদ্ধির প্রাখর্য্য সাধনই আলোচনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে। যখন কোন সত্যসম্বন্ধে আলোচনা করিবে, তখন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে মনের সরল ইচ্ছা থাকা উচিত। আলোচনা দ্বারা যে সত্য নিশ্চয় করা হয় তাহা লিখিয়া রাখা উচিত, এবং সেই দিবস অবধি তাহা কত দূর কার্য্যে করা যাইতেছে তাহা চিন্তা করা উচিত।

প্র। ঈশ্বর দর্শন ও ঈশ্বর অনুভব কি?

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী এই জন্য এ স্থানে তিনি আছেন, এ প্রকারে এই সত্যটি লাভ করিব না। ঈশ্বরকে আমি এ স্থানে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি অতএব তিনি এখানে আছেন। তাঁহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তর্ক করিয়া বিরত করিতে হইবে না। কিন্তু প্রত্যেক সত্যকে প্রত্যয় করিতে—বিশ্বাস করিতে হইবে। ঈশ্বর দর্শনের প্রত্যক্ষতায় অনেক বিভিন্নতা আছে।

প্র। কি উপায়ে সকল সময় তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া যায়?

একমাত্র উপাসনা তাহার উপায়। উপাসনা আত্মার আহার। উপাসনা এক দিবস না হইলে ভক্তের মুখ দর্শনে তাহা প্রকাশ পাইবে। নিয়ম রক্ষার জন্য উপাসনা করিতে হইবে না। ইহাতে অনেক ক্ষতি হয়। প্রার্থনার গান প্রার্থনা না হইলে করিবে না। দিনের মধ্যে যদি এক বারও তাঁহার দর্শন না হয় তাহা হইলে তাহার কি আর উপাসনা হইল? প্রত্যেক দিবস তাঁহাকে এক বার দর্শন করিতেই হইবে। মন উপাসনার সময় দুটি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। একটি ঈশ্বরকে দর্শন ও ধারণা, অন্যটি সেই সময়েই তাঁহার নিকটে প্রকৃত অভাব জানান। এই কার্য্যটি উপাসনা মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টসাধ্য এবং উপাসনার পরিসীমা। একটি কার্য্য করিতে যাইয়া অন্যটিকে হারাণের এত সম্ভাবনা যে, প্রায় সকলই সেই দুর্দশাগ্রস্ত হয়। মনের ভাব বিনা যেন মুখে কোন কথা বাহির না হয়।

প্রচার যাত্রা।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

২২শে আষাঢ় শুক্রবার যখন যাত্রিদল প্রাতঃকালীয় নগর কীর্ত্তন করিতে রাজপথে বাহির হইলেন তখন দলে দলে লোকে ইহাঁদিগের পশ্চাদ্ গামী হইল, এবং অতি অনুরাগ সহকারে শ্রবণ করিল। শ্রদ্ধেয় প্রচারকগণের আকৃতি প্রকৃতি ও বেশভূষা যে প্রকার অপ্রচলিত ও বিস্ময়-

জর ছিল, তাহাতেই লোকগুলি মনোযোগ না দিয়া স্থির থাকিতে পারিল না। তাহারও পর আবার এমন কোন্ পাষণ্ড আছে যাহার হৃদয় চিদানন্দময়ী জননীর নামে, সুমধুর হরি-নামে গলে না? ইতিপূর্ব্বে যাত্রিদল অনবরত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, সুতরাং স্থির হইল সে দিন আর বিশেষ কোন কার্য্য হইবে না। তৎপর বিরোধী ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ বাবু, কালীমোহন বাবু, চন্দ্রমোহন বাবু, আনন্দ মোহন বাবু প্রভৃতি বন্ধুবর্গ ক্রমে উপস্থিত হইয়া আলাপাদি দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ আপ্যায়িত করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু কামিনীকুমার গুপ্তের বাসাতে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা ও ভোজন করা গেল, বৈকাল বেলাতে চন্দ্রমোহন বাবু আসিয়া বলিলেন যে সর্ব্বানন্দ বাবুর বাসাতে সংক্ষিপ্ত উপাসনাদি হইবার কথা স্থির হইয়াছে, তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সেই খানে যাওয়া হইবে সকলেই প্রস্তুত, ইতিমধ্যে এক জন বলিলেন যে প্রাতঃকালে সর্ব্বানন্দ বাবু এখানে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি তখন কোন প্রস্তাব করেন নাই। কিন্তু আমরাই "কোন স্থানে হইলে ভাল হয়" এই প্রস্তাব করিয়া ছলাম। এ স্থলে যদি আমাদিগের অনুরোধ বশতঃ সর্ব্বানন্দ বাবু অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন তাঁহার নিজের কোন ইচ্ছা না থাকে তবে তাঁহাকে বিরক্ত করা হইবে, আর নববিধানের অনাদরও হইতে পারে। এ স্থলে কি কর্ত্তব্য? এই প্রশ্ন করাতে যিনি ডাকিতে আসিয়াছিলেন, তিনিও কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, কাজেই সে দিন আর কিছু হইল না, গোলমাল করিতে অনেক রাত্রি হইল। লোক জন সব ফিরিয়া গেল। এই কারণে সর্ব্বানন্দ বাবু অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলেন।

২৩ শে তারিখ শনিবার নাম কীর্ত্তনাদি শেষ করিয়া সব জন শ্রীযুক্ত বাবু বেণীমাধব মিত্র মহাশয়ের বাসাতে ভোজন ও বৈকালে নদীতীরে প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা হইল। এই দিনেই শ্রদ্ধেয় ভাই উমানাথ গুপ্তের জ্বর হইল, তিনি সেই জ্বর লইয়াই নদীতীরে গিয়া বক্তৃতা করিলেন।

২৪ শে তারিখ রবিবার, প্রাতঃকালের নাম কীর্ত্তন শেষ করিয়া স্কুল মাষ্টার আনন্দ বাবুর বাসাতে তাঁহার যত্নে ভোজন ও উপাসনাদি হইল। বৈকালে বেণী বাবুর প্রাঙ্গণে ইংরাজি বাঙ্গালা ও উর্দ্দুতে বক্তৃতা ও নাম সংকীর্ত্তন হইল। তার পর রাত্রি ৮৷৯ টার পর বেণী বাবুর বাসাতে ছাদের উপরে সমাজিক উপাসনাদি হইল।

২৫ শে তারিখ কামিনী বাবুর বাসাতে উপাসনা, বৈকালে বাজারে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইল। কীর্ত্তন করিতে করিতে সর্ব্বানন্দ বাবুর গৃহে যাওয়া হইল। সে স্থানে খুব ধুম কীর্ত্তন হইল, তার পর শাস্ত্র পাঠ আচার্য্য দেবের বক্তৃতা পাঠ প্রার্থনা ও কীর্ত্তনাদি হইল। তার পর অতি সমাদরের সহিত নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী দ্বারা ভোজন হইল।

২৬ শে তারিখ বন্ধুবর অশ্বিনীকুমার দত্তের গৃহে উপাসনা, ভোজন রাত্রিতে আলোচনা কীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়।

২৭ শে তারিখ কামিনী বাবুর গৃহে উপাসনা, অশ্বিনী বাবুর গৃহে উপাসনা, অশ্বিনী বাবুর গৃহে ভোজন, ও রাত্রিতে কথোপথন হয়।

২৮ শে তারিখ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পীড়ার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগগ্রস্ত ছিলেন, এ দিগে ভাই উমানাথ ভাই রামচন্দ্র পীড়িত। বাধ্য হইয়া তিনি অতি কষ্টে পরমেশ্বর বসু মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া ঢাকা চলিয়া গেলেন।

২৯। ৩০ শে বিশেষ কোন কার্য্য করিবার সুবিধা হইয়া উঠে নাই। ৩১ শে তারিখ শ্রীযুক্ত বিহারী বাবু জমিদার মহাশয়ের গৃহে অতি সমাদরে ভোজন ও উপাসনা হইল। রাত্রিতে সব জন বেণী বাবুর বাসাতে সামাজিক উপাসনা হইল।

১লা তারিখে কামিনী বাবুর গৃহে উপাসনা ও ভোজন হয়। তার পর দিন ২রা প্রত্যূষে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া বেলা ১১ টার সময় পিরোজপুরে শ্রীযুক্ত বাবু কেনারাম বসুর গৃহে অতি যত্ন ও সমাদরে উপাসনা আহারাদি করা গেল। বৈকালে স্কুল গৃহে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইল। তার পর সৎপ্রসঙ্গ হইল। ৩রা তারিখ প্রাতঃকালে উপাসনা ও ভোজন শেষ করিয়া ষ্টীমার যোগে খুলনায় উপস্থিত হওয়া গেল। ৪ঠা তারিখ প্রাতঃকালে খুলনা হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করা হইল। নারায়ণগঞ্জ ও মুনসিগঞ্জ এবং ঢাকায় প্রচার করিতে যাওয়া যাত্রিক দলের সঙ্কল্প ছিল, অনেকের পীড়া হওয়াতে তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

সংবাদ।

জেলা হুগলীর অন্তর্গত অমরপুর উপাসনা সমাজের দ্বিতীয় সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা হইয়াছিল। ১২ ই জ্যৈষ্ঠ সমস্ত দিন উৎসব, প্রাতে উপাসনার পর অতুর ও অন্ধদিগকে বস্ত্র দান, বেলা ৩ টার পর বালক বালিকা ও নৈশ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ এবং সায়ং কালে উপাসনা ও কীর্ত্তন, শ্লোকপাঠ ও উপদেশ হইয়াছিল। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস রায়ের বাটীতে উপাসনা হয়। বৈকালে সোগন্ধ্যা গ্রামেতে নগর সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল। তাহার পর ১৪ ই জ্যৈষ্ঠ বন ভোজন এবং নির্জ্জন উপাসনা হইয়া উৎসব কার্য্য শেষ হইয়াছে।

পুণ্য ও পাপ উভয়ের যখন আকর্ষণ বলা হইতেছে, তখন পুণ্যের ন্যায় পাপেতেও একটীশক্তি আরোপ করা হইতেছে। এখানে সহজে ভাব প্রকাশের জন্য পাপ শব্দ ব্যবহৃত হয়, বাস্তবিক পাপ বলিয়া কোন বস্তুর আকর্ষণ নাই। যে সকল বস্তুর যেরূপ ক্রিয়াকারিত্ব আছে, তাহা স্মরণ করিয়া দুর্ব্বলমনের তদধীনতা উপস্থিত হয়। আকর্ষণ ক্রিয়াকারিত্বের, পাপ বা দুর্ব্বলতার নহে। যেমন ধন দ্বারা ইচ্ছানুরূপ সুখের সামগ্রী লাভ হয়। ধনের ইহা ক্রিয়াকারিত্ব। এক জন সুখের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি এই ধনের ক্রিয়াকারিত্বদ্বারা আকৃষ্ট হয়। এ আকর্ষণ মন্দ নহে, কিন্তু সেই আকর্ষণে পড়িয়া যদি এক ব্যক্তি কাহার প্রাণবধ করে, তাহা হইলে আকর্ষণের কারণে কোন দোষ নাই, দোষ যে ব্যক্তি ইহার ঈদৃশ অপব্যবহার করিল তাহারই।

ধর্ম্মসাধনে কপটতা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

৪ র্থতঃ, কপট সাধকেরা এরূপ কপটতা করিয়া থাকে যে যদি কেহ দূর হইতে আসেন তবে বিশেষ সাবধানে নমাজ পড়ে। মস্তক অবনত করিয়া থাকে এবং নমস্কারাদিতে অধিক ক্ষণ স্থিতি করে. ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চারণ করে না। লোকের সম্মুখে দান করে, এই রূপ বাহ্যিক ভাবে ধর্ম্ম কার্য্য সকল করিয়া থাকে। চলিবার সময়ে মস্তক অবনত করিয়া গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে চলে, লোকজন না থাকিলে ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া দ্রুতপদে গমন করে। দূর হইতে কেহ আসিলে পুনর্ব্বার ধীরে চলিতে থাকে।

৫ মতঃ. সে প্রকাশ করে যে তাহার বহু ছাত্র ও শিষ্য আছে। ধনী বড় লোকেরা তাহাকে সম্মান করিতে আসিয়া থাকে ও তাহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থী হয়, এবং সাধু মহাজনেরা তাহাকে গৌরব দান করেন। অপিচ তাহার প্রতি তাহারা বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন। যদি কেহ তাহার সঙ্গে তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হয় সে বলে "তুমি কে ও তোমার শিষ্য কে এবং তোমার গুরু কে? আমি কত ধর্ম্মাচার্য্য দেখিয়াছি, এত বৎসর অমুক ধর্ম্মাচার্য্যের নিকটে ছিলাম, তুমি কাহাকে দেখিয়াছ?" এরূপ অনেক বলিয়া থাকে। এজন্য নিজের উপর অনেক কষ্ট স্বীকার করে। তাহার নিকটে সে সকল সহজ হয়। সে বৈরাগী হইয়া থাকে, প্রকাশ্যে অত্যল্পমাত্র অন্ন ভোজন করে, তাহাতে লোকে ইহা জানিয়া তাহার প্রশংসা করিতে থাকে। এরূপ সাধন ভজন ও সাধুতা প্রদর্শন গর্হিত। ঈশ্বরোদ্দেশ্যে সাধুতা হওয়া আবশ্যক। যদি সম্মানলাভ ও লোকের অনুরাগ আকর্ষণের জন্য কিছু সাধনা হয়, তাহা সাধনা নহে। বরং উচিত যে যখন কেহ বাহিরে যায় তখন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করে এবং বেশবিন্যাস করে, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত। এতদ্দ্বারা নিজের পদগৌরব ও শ্রীসৌষ্ঠব প্রকাশ করা হয়, সাধুতা প্রদর্শন হয় না। বরং যদি কেহ ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত ব্যাকরণ সাহিত্য অভিধান গণিত ইত্যাদি বিদ্যার উন্নতি প্রদর্শন করে ইহাতে যে কপটতা হয় তাহাতে তত দোষনীয় নহে, কেন না ইহা সাধনের জন্য নহে। পদগৌরব অন্বেষণ যদি সীমা লঙ্ঘন না করে তবে বৈধ। কিন্তু সাধন ভজনে গৌরব অন্বেষণ বৈধ নহে। হজরত মোহম্মদ এক দিন বহির্গমনে উদ্যত হন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার অনেক ধর্ম্মবন্ধু বাহিরে প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। তিনি পাত্রস্থিত জলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া উষ্ণিষ ও কেশ বিন্যাস করিয়া লইলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী আয়শা বলিলেন "হজরত, আপনি এ কি করিতেছেন?" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে ঈশ্বর ইচ্ছা করেন যে যখন তাঁহার কোন দাস স্বীয় ভ্রাতৃমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যায় তখন তাহাদের জন্য সজ্জিত হয় ও বেশবিন্যাস করে। যদিচ মহাপুরুষ মোহম্মদের এই ব্যবহার ধর্ম্মমূলক, যেহেতু তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন যে ভ্রাতৃবর্গের হৃদয়ে ও নয়নে আপনাকে সজ্জিত রাখেন, তাহাতে তাঁহাদের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা হইবে ও তাঁহার অনুসরণ করিবে, কিন্তু কেহ জাঁক জমকের জন্য তাহা করিলেও অনুচিত নহে, বরং বৈধ। আপনাকে শীর্ণ মলিন রাখিলে লোকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে ও দূরে চলিয়া যায়। আপনাকে সজ্জিত করিলে তাহা হইতে পারে না এই এক উপকার। কিন্তু সাধনায় যখন কপটতা হয় দুই কারণে তাহা অবৈধ। এক, সে লোক দিগেকে দেখাতে চেষ্টা করে যে ভজন সাধনায় সে এক জন স্বর্গীয় লোক, এদিকে তাহার মন মনুষ্যের প্রতি আকৃষ্ট। আবার যদি লোক জানিতে পায় যে সে সাধন ভজন তাহাদের জন্য করিতেছে, তবে তাহারা তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ও তাহাকে অগ্রাহ্য করে। ২ য়, ঈশ্বরার্চ্চনা নমাজ রোজতে হয়, তাহা সৃষ্ট পদার্থের অনুরোধে হইলে ঈশ্বরকে উপহাস করা হইয়া থাকে, যে কার্য্যের লক্ষ্য বিশ্বপতি পরমেশ্বর সেই কার্য্যে হীন দুর্ব্বল জীবগণকে লক্ষ্য করা হয়। যেমন কেহ রাজসন্নিধানে রাজসেবার ভাবে স্থিতি করিতেছে, কিন্তু তাহার লক্ষ্য সুন্দরী রাজ

কিঙ্করী দিগকে দর্শন করে, এদিকে রাজাকে দেখাইয়া থাকে যে তাঁহার সেবায় সে নিযুক্ত আছে। তবে লক্ষ্য অন্যতর হইল। ইহা মহারাজের প্রতি উপহাস ও অবজ্ঞা ব্যতীত অন্য আর কি? এই প্রকার যে ব্যক্তি কপট ভাবে উপাসনা করে অন্য জনের উদ্দেশ্যে নমস্কারাদি করে সে ঈশ্বরকে ব্যঙ্গ করিয়া থাকে। সে প্রকাশ্যে ঈশ্বর পূজা অন্তরে মনুষ্য পূজা করে।

ক্রমশঃ।

গৌতম ও গৌরাঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

গৌরাঙ্গের বৈরাগ্য।

গৌতমের জীবন বৈরাগ্যের জন্য আদরণীয়। গৌরা-জীবন প্রেমের জন্য আদরণীয় ছিল। তাই বলে কি গৌরাঙ্গের বৈরাগ্য ছিল না? না গৌতমেরই প্রেম ছিল না? সকলেরই সকল ছিল। গৌতমেরও প্রেম, গৌরাঙ্গেরও বৈরাগ্য ছিল। কিন্তু এক জনের বাহ্য সাক্ষাৎ অন্যের তাহা পরোক্ষ। এক জনের লক্ষ্য অন্যের উপায়, এক জনের ভাব পক্ষে অন্যের অভাব পক্ষে তাহা ছিল। গৌতম বৈরাগ্যের জন্যই বৈরাগী ছিলেন, তাঁহার লক্ষ্যই বৈরাগ্য বা নিবৃত্তি, সুতরাং প্রেম তাঁহার জীবনের উপায়-রূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রেম জন্মিলে বৈরাগ্য অনায়াস লব্ধ হইবে, এইটি গৌতমের সংস্কার ছিল, তিনি সেই সংস্কারানুসারেই আপনার জীবনকে সুগঠিত করিয়াছিলেন। গৌরাঙ্গের জীবনে ইহার বিপরীত, প্রেম সে জীবনের লক্ষ্য ও প্রার্থিতব্য। বৈরাগ্য তাঁহার আনুষঙ্গিক ফল। প্রেম হইল বলিয়া সেই বিশ্বপ্রিয় শ্রীহরির প্রেমে মন গলিল বলিয়া সেই বিশ্বমোহন হৃদয়রঞ্জন শ্রীহরিকে না পাইলে কিছুতেই প্রাণে শান্তি নাই বলিয়া তাঁহার হস্তে জীবন সমর্পণ করা হইয়াছে, আর সমুদয় পরিত্যাগ করা হইয়াছে। প্রাণেশ্বরকে হৃদয়মূলে বসাইতে হইবে—সুতরাং হৃদয় পরিষ্কার করা চাই, আবর্জনা দূর করা চাই, এ জন্য গৌরাঙ্গের জীবনে বৈরাগ্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। তোমরা যদি পতঙ্গ দেখিয়া থাক—পতঙ্গ যে রূপে অগ্নিতে আত্মবিসর্জ্জন করে, তাহা যদি দেখিয়া থাক, তবে গৌরাঙ্গজীবনের বৈরাগ্যের অর্থ বুঝিয়াছ। গৌরাঙ্গ সেই বিশ্বালোক প্রাণের প্রাণকে দেখিয়া আত্মহারা হইয়া উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, এদিক্ ওদিক্ বিচার করিবার, দৃষ্টি করিবার আর অবসর ছিল না। তাই সকল ছাড়িয়া প্রিয় বস্তু, ভোগের বস্তু, আরামের বস্তু ছাড়িয়া একেবারে শ্রীহরির প্রেমাগ্নিতে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার ত্যাগ ত্যাগ করিতেছি বলিয়া নহে। কিন্তু প্রার্থিতধন পাইবার জন্য মনের যে আকর্ষণ আকিঞ্চন অথবা লব্ধধন ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে আত্মবিস্মৃতি বাহ্য বিস্মৃতি জন্মে সেই জন্য অজ্ঞানিতরূপে মনোবুদ্ধির অগোচরে বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, কিন্তু চেষ্টা যত্ন করিয়া নহে।

গৌতমের বৈরাগ্য গৌতমের জন্য নিরাপদ অন্যের জন্য নহে, কেন না শুধু বৈরাগ্য মানুষের মনের অশান্তি অতৃপ্তি নিবারণ করিতে পারে না, মানুষের মন বস্তু চায়। গৌতমের পক্ষে বৈরাগ্যই বস্তু। সেই চিন্তাশীল ধ্যান-শীল জীবনের পক্ষে নির্ব্বাণ বা নিবৃত্তিই লক্ষ্য বা প্রাপ্য। নিশ্চিন্ত নির্ব্বিকল্প তর্কবিমুখ ভক্তজীবনে তাঁহার সে ভাব স্থান পাইতে পারে না। ভক্ত বলেন, শ্রীগৌরাঙ্গ বলেন, "আমি যুক্তি অনুমান বুঝি না, আমি অনুমানের দেবতা মানি না, আমি শ্রীহরিকে প্রাণের হরিকে দূরে রেখে এক-মুহূর্ত্তও থাকিতে পারি না। অনুমানের ফল লইয়া তৃপ্ত হইব কিরূপে, আমি আমার হৃদয়নাথকে হৃদয়ে বসাইব, বসাইয়া আজীবন পূজা করিব, যে ইহাতে বাধা দিবে, তাহার বাধা মানিব না, দূর করিয়া দিব, সে আত্মীয় হইলে প্রিয় হইলেও তাহার আত্মীয়তা ছেদন করিব, এই আমার শাস্ত্র।" গৌতম লোকভয়ে ভীত হইয়া বস্তুর নাম করিতে সাহস পাইলেন না, এই জন্য উপায়কে লক্ষ্য করিলেন, অথবা ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দিগকে কুসংস্কার ও পৌত্ত-লিকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্যই দেবতার সৌন্দর্য্যে ডুবিলেন না. কিন্তু আমরা ইহা বুঝিতে পারি না, আমরা বলি যে সুন্দর বস্তু দেখে সে কখন না ভুলিয়া থাকিতে পারে না। সৌন্দর্য্য দ্রষ্টাকে এমন ভাবে আকর্ষণ করে যে সে আর ভুলিব না বলিয়া আত্মবশে থাকিয়া বিচার করিয়া যুক্তি করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। অতএব ইহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় যে গৌতম ভগবানের লীলা দর্শন করিতে পান নি। তিনি কেবল নির্গুণ নির্লিপ্ত মহা-শক্তিময় ব্রহ্মকে বুঝিতেন জানিতেন, তাঁহাকেই ভাবিতেন, কিন্তু লোকের নিকটে তাঁহাকে প্রকাশ করিতেন না. নির্ব্বাণের নাম করিতেন।

গৌরাঙ্গ হরিবিরহ সচ্চিদানন্দ ভগবানের পদস্পর্শ বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না। যখন প্রাণের দেবতা তাঁহার হৃদয়মূল হইতে অন্তর্হিত হইতেন, তখন তিনি চুল ছিঁড়িতেন, দেয়ালে মুখ ঘর্ষণ করিতেন—অধীর হইয়া উন্মত্ত-প্রায় কত বিকলতা প্রকাশ করিতেন, কত ক্রন্দন করিতেন। গৌরাঙ্গের অভাব বোধ হওয়া প্রাণের ভিতরে শূন্য বোধ আর বিষয়াকর্ষণ বা অহঙ্কার প্রবল হওয়া একই কথা। তিনি লীলাময় শ্রীহরির সঙ্গে আলাপ করিতেন, নির্জ্জনে সজনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। তাঁহার হৃদয়ে হরি

খেলা করিতেন রক্তের নদীতে সন্তরণ করিতেন। চক্ষুর মণি হরিতে ব্যাপ্ত ছিল, মনের ভাব চিন্তা ও কার্য্য সমুদয় হরিতে পরিপূর্ণ ছিল। অন্নে হরি, বস্ত্রে হরি, রসনায় হরি, চেতনায় হরি সমুদয় হরিময় ছিল। এ সকলের কোন একটির মধ্যেও যদি তিনি হরির বিহার সন্দর্শন না করিতেন, তাঁহার যাতনার সীমা থাকিত না। পুত্রশোকাতুরা জননী কত যাতনা পান? পতিহীনা সতী কত যাতনা পান? হরিবিরহে গৌরাঙ্গের যন্ত্রণা তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল। এই জন্য বস্তুই তাঁহার বৈরাগ্যের পরিচয় দিত। বিরহকালে অতীব প্রিয় শিষ্যমণ্ডলীকে ভুলিয়া যাইতেন। চক্ষের নিদ্রা ভুলিয়া যাইতেন। হরিবিরহ তাঁহাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিত।

ইহা দ্বারা বিশ্বাস হইতেছে, গৌরাঙ্গের জীবনও শত্রুসঙ্কুল ছিল। কি শত্রু, কাম ক্রোধাদি? না, এ কথা অসম্ভব। তাঁহার জীবনে প্রকাশ্য পাপ ছিল না, কিন্তু শুষ্কতা নিরাশা ছিল, হরিকে স্মরণ করিবামাত্র প্রাণ পুলকিত, শরীর রোমাঞ্চিত হইল না কেন? পাঁচ বার হরিনাম করিয়া চক্ষু অশ্রু বিসর্জ্জন করিল না কেন? অবশ্যই তবে বুঝি প্রাণের ভিতরে কোন অজ্ঞাত স্থানে অহঙ্কারাদি কীট প্রবেশ করিয়া থাকিবে—এত করিলাম, সংসার ছাড়িলাম, ধন মান স্ত্রী প্রভৃতি ছাড়িলাম, যাঁহার জন্য আজও তো তাঁহাকে পাইলাম না, তবে বুঝি তাঁহার দয়া হইবে না, এই ভাব এই চিন্তা চিত্তকে আকুলিত করিয়া তোলে। এই দুইটি মহা বিঘ্ন ভক্ত জীবনের পাপ। অন্য পাপ অন্য আসক্তির কথা ভক্ত মনে করিতে পারেন না। যখন স্বয়ং হরি ভক্তহৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তখন তো আর কিছুর ভাবনা তাঁহার মনে আসিতে পারিবেই না, যখন তিনি অন্তর্হিত হন তখনও তাঁহার স্মৃতি থাকে, সে স্পর্শ, সে ভুবনমোহন দৃশ্য মনকে বলে আকর্ষণ করিতে থাকে, তবে আর পাপ সংসারাসক্তি প্রবেশে অধিকার কোথায়? এই জন্য হরিভক্তের বৈরাগ্যের জন্য সাধন করিতে হয় না, বৈরাগ্য আপনি আসিয়া ভক্তকে শুদ্ধ করে। বৈরাগ্যের জন্য প্রেমিক যত্ন করেন না। তিনি বলেন, বৈরাগ্য লইয়া ব্যস্ত হইব কেন? আমি বৈরাগ্য সাধন করিয়া সময় নষ্ট করিব কেন? বৈরাগ্য সাধন করিতে গিয়া যে সময় নষ্ট করিব, সে সময়টুকু নির্জ্জনে বসিয়া প্রাণেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিব। এই যে সুন্দর হরি আমার হৃদয়গৃহ আলোকিত করিয়া আছেন, যার জন্য বৈরাগ্য সাধন করিব তিনি যে আমার প্রাণ মন্দিরে। যিনি ঘরে বসে আমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি তাঁর জন্য দূরে যাইব কেন? আমি আর প্রতিকূলতার কথা ভাবিব কেন? আমারই প্রতিকূলতা আছে। বিষয়াসক্তি অহঙ্কার আমারই দৃষ্টিপথের কণ্টক হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রীহরিকে আমার প্রাণের হরিকে তো আর অবরুদ্ধ করিতে পারে না। তিনি যে সকল বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া আপনি এসে আমার প্রাণের ভিতরে নৃত্য করিতে থাকেন। তবে আমি কেন পথহারা হইয়া কাঁদিব?

হরিভক্ত হরিপ্রেমানুরক্ত জন এই প্রকার বৈরাগ্যকে প্রধান বস্তু বলিয়া আদর করেন না। তাঁহারা বলেন, কিন্তু আমার হরিকে বসাইবার স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য বৈরাগ্য চাই, নতুবা বৈরাগ্য লইয়া কি করিব, গৌরাঙ্গের জীবনে এই অযত্নসুলভ বৈরাগ্য ছিল। স্থান পরিষ্কার করিবার জন্য দাসরূপে বৈরাগ্য ছিল।

ইহা দ্বারা আমরা গৌতম ও গৌরাঙ্গের যোগ অতি সহজেই বুঝিতে পারি। গৌতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরাঙ্গ কনিষ্ঠ, গৌতম বৈরাগ্য গৌরাঙ্গ প্রেম, গৌতম না আসিলে গৌরাঙ্গের আগমন অসম্ভব। আগে গৌতমকে জীবনে বসাইয়া জীবনকে সুন্দর দোষমুক্ত করিতে পারিলে গৌরাঙ্গের আগমন সম্ভব, নতুবা নহে। আগে গৌতম আসিয়া ভূমি পরিষ্কার করিবেন, তবে গৌরাঙ্গের আগমন হইবে, গৌতম না আসিলে গৌরাঙ্গ আসিবেন না। পাপ থাকিতে অপবিত্রতা থাকিতে হরিদর্শন সম্ভব, কিন্তু ভোগ অসম্ভব। জীবন নিষ্পাপ না হইলে হরিকে ভোগ করা যায় না। তাঁহার স্পর্শজনিত অতুল আনন্দ জীবন সজীব করিতে পারে না।

নব সংহিতা।

ব্রত।

১। গৃহ্যানুষ্ঠানজাতাতিরিক্তানি বিবিধানি চ।
ব্রতানি জনভেদেন নববিধানমণ্ডলী॥
উচ্চাধ্যাত্মাভিপ্রায়াণাং সাধনানি দিশত্যসৌ॥

এই সকল প্রধান গৃহ্য অনুষ্ঠান ব্যতীত নব বিধানমণ্ডলী উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য সাধকভেদে ব্রতসকল বিধান করিয়া থাকেন।

২। ন তেষু গুণবত্তাস্তি স্মর্ত্তব্যা ত্বস্তিসৎফলম্।
ব্যবহারোপযোগিত্বং নির্ব্বিবাদমিদং পুনঃ॥

ইটি স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রত সকলের কোন গুণবত্তা নাই, কিন্তু তাহাদের সৎফল আছে, এবং প্রত্যেক ব্রতেরই ব্যবহার আছে, ইহা কেহই প্রতিবাদ করিতে পারে না।

৩। গৌরবায় ন মানায় ফলায় ব্রতমাচরেৎ।

গৌরব বা মানের জন্য ব্রত গ্রহণ করিবে না, কিন্তু ফলের জন্য।

৪। একস্য ফলদানায়ান্যহেতোর্ন তু কদাচন।
ব্যবস্থেয়ান্যতো যানি সর্ব্বর্ত্তুষু ন জাতুচিৎ॥

এক জনের যাহা কল্যাণকর, তাহা অপরের কল্যাণকর বলিয়া ব্যবস্থা করিবে না, যাহা কোন এক সময়ের জন্য কল্যাণকর, তাহা সকল কালের জন্য কল্যাণকর বলিয়া মনে করিবে না।

৫। সত্যং তানীহ যোজ্যানি জনাবস্থাবিভেদতঃ।
ভেষজানীব সংহর্ত্তুমভাবাংশ্চবিশেষকান্॥

সত্যই ব্রত সকল ব্যক্তিবিশেষের জন্য। জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থা এবং বিশেষ বিশেষ অভাব বিদূরিত করিবার জন্য ঔষধের ন্যায় প্রয়োজ্য

৬। যতে প্রয়োজনং যত্র ব্যর্থমাড়ম্বরোহি তৎ।

যে স্থলে কোন যথার্থ প্রয়োজন নাই সে স্থলে ব্রত অধিকন্তু এবং আড়ম্বর মাত্র।

৭। অভাবা বিবিধাঃ সন্তি তথা প্রয়োজনানি চ।
তাদৃশানি ব্রতান্যত্র শোধনায়াত্মনস্ততঃ॥

আত্মার যেমন অনেক অভাব ও প্রয়োজন আছে, তেমনি অনেক ব্রত আত্মার সংশোধনজন্য মণ্ডলী ব্যবস্থাপিত করিবে।

৮। ব্রতান্যব্যভিচারস্য মাদকাসেবনস্য চ।
বৈরাগ্যস্য তু যোগস্য ভক্তেরাত্মার্পণস্য চ॥
দানস্য চ ক্ষমায়াশ্চ বিদ্যার্থং বিনয়স্য চ।
বাধ্যত্বস্যাত্মবিত্বস্য দয়ায়াঃসর্ব্বপ্রাণিষু॥

অব্যভিচার, বৈরাগ্য, মাদকসেবনত্যাগ, আত্মত্যাগ, যোগ, ভক্তি, ক্ষমা, দান, বিদ্যার্জ্জন, আত্মজ্ঞান, বিনয়, বাধ্যতা, প্রাণীসকলের প্রতি দয়া বিষয়ে ব্রত আছে।

৯। এবমন্যানি চাধ্যাত্মোদ্বাহস্যাত্র ব্রতানি চ।
পিতৃভক্তেস্তথা ভ্রাতৃস্নেহবাৎসল্যয়োঃপুনঃ॥
পরিষ্কৃতের্গৃহস্থানাং মিতাচারস্য সর্ব্বথা॥

এইরূপ আধ্যাত্মিক উদ্বাহ, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, বাৎসল্য, গৃহসম্পর্কীয় মিতাচার এবং পরিষ্কৃতি বিষয়ে ব্রত আছে।

১০। নারীণাঞ্চ নরাণাঞ্চ যূনাঞ্চ শিশুসংহতেঃ।
পতিপত্নীবিহীনানাং রাজ্ঞাঞ্চাথ প্রজাবলেঃ॥
কুমারাণাং কুমারীণাং বিবোঢ়ৃণাং সুসম্পদাম্।
দরিদ্রাণাং প্রেরিতানাং গৃহস্থানাঞ্চ রোগিণাম্।
সুস্থানাং দাসসংঘানাং প্রভূণাঞ্চ ব্রতানি চ॥

নরগণের জন্য, নারীগণের জন্য যুবাসমূহের জন্য, শিশু সকলের জন্য, পতিহীনাগণের জন্য, পত্নীহীনগণের জন্য, রাজার জন্য, প্রজাসমূহের জন্য, অবিবাহিতগণের জন্য, বিবাহিতগণের জন্য, ধনিগণের জন্য, দরিদ্রগণের জন্য, প্রেরিতদিগের জন্য, গৃহস্থনিচয়ের জন্য, প্রভুসকলের জন্য, দাসগণের জন্য, সুস্থকায় ব্যক্তিগণের জন্য, যোগিসমূহের জন্য ব্রত আছে।

১১। সামাজিকানি গার্হ্যাণি চাধ্যাত্মিকানি তানি চ।
নৈতিকানি মানসানি রাজ্যসম্পর্কবন্তি চ॥
মনুষ্যমাত্রপ্রাণিনাং তথা দেশহিতৈষিণাম্॥

সামাজিক, গার্হস্থিক, মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক ব্রত এবং দেশহিতৈষী ও সর্ব্বজনহিতৈষীর ব্রত আছে।

১২। ন শক্তো রক্ষিতুং কোপি তানি প্রভোর্বলং বিনা॥

ঈশ্বরের বল বিনা কেহ সে সকল পালন করিতে পারে না।

১৩। নাভিপ্রৈতি চ গৃহ্ণাতি সিদ্ধিস্ত্বীশানুকম্পয়া।

মনুষ্য অভিপ্রায় করে, শুদ্ধি গ্রহণ করে; ঈশ্বরের অনুগ্রহ সিদ্ধি দান করে।

১৪। শক্তিস্তে নাস্তি বিশ্বানামুপরি স্মর সাধক।
ন ত্বৎক্রিয়া ফলবতী পাপস্যৈকস্য শোধনে॥

সাধক স্মরণ কর, বিশ্বের উপরে তোমার কোন সামর্থ্য নাই। তুমি যাহা কর একটি পাপ শোধনেও তাহা ফলবান্ হইবার নহে।

১৫। ব্রতানাং জীবনং জ্ঞেয়ং প্রার্থনং তত্র তৎফলম্।

প্রার্থনা ব্রতসমূহের জীবন, এবং প্রার্থনাতেই তাহাদিগের সফলতা।

১৬। গুণবত্তা ততো নাস্তি পদ্ধতিষু ক্রিয়াসু চ।
কালব্যাপ্তিষু সারল্যাদ্বিনয়াৎ প্রার্থনেষু চ॥

অতএব পদ্ধতি, ক্রিয়া বা কালব্যাপ্তিতে গুণবত্তা নাই, কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়ের প্রার্থনাতে, সারল্য ও বিনয়েতে গুণবত্তা।

১৭। অতস্ত্বং ব্রতকালেষু গর্ব্বাহঙ্কৃতিমুত্সৃজন্।
সর্ব্বথাত্মার্পণেনাত্র দেবানুগ্রহমাশ্রয়।
অন্বিষ্যৈকাগ্রহৃদয়েনালোকং পরমাৎ পিতুঃ॥

অতএব যখন তুমি ব্রত গ্রহণ কর, সর্ব্বপ্রকার গর্ব্ব অহঙ্কার পরিত্যাগ কর, এবং সম্যক্ প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহের উপরে আপনাকে নিঃক্ষেপ কর, এবং সমগ্র হৃদয়ে স্বর্গস্থ পিতার নিকটে আলোক ও সাহায্য অন্বেষণ কর।

উদ্ধৃত।

"ভগবন্ শাক্য-রবি, যুগযুগান্তর আপনি অজ্ঞান মেঘান্তরে লুক্কায়িত ছিলেন বলিয়া জগৎ আসক্তির প্রগাঢ় অন্ধকারে আবৃত ছিল; সম্প্রতি ঊনবিংশ শতাব্দীর নবশক্তিতে ভবদীয় মহীয়সী সত্তার পূর্ব্বাভাস দেখিয়া জগৎ আপনার জন্য মত্ত হইয়াছে। এসিয়া, ইয়োরোপ, আমেরিকা আপনার গুণ গান করিয়া জগৎ রঙ্গভূমিকে পূর্ণ করিতেছে। যে দিন আপনার শুভাগমন হইবে যে দিন জগদ্বাসী নরনারীগণ শুভ মুহূর্ত্তে আপনার অলৌকিক দর্শন লাভ করিয়া

কৃতার্থ হইবে, প্রগাঢ় বৈরাগ্য সাধনায় আপনাকে কণ্ঠহার করিবে, পরম নির্ব্বাণ লাভ করিয়া অনন্ত সুখের অধিকারী হইবে, সে দিন কি সুখের! প্রত্যেক নরনারীর সেই মুহূর্ত্ত কি মাহেন্দ্রক্ষণ! জগতের প্রবীণ লোকগণ আপনার চরিতামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন, শতমুখে আপনার যশোগান করিতেছেন, আপনার শক্তির স্তুতিবাদ করিতেছেন, ইহাতে আমি সুখী হই সত্য, কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারি না। আপনাকে গ্রহণ করে কে? আপনি বৈরাগ্যের অবতার, আপনাকে যে গ্রহণ করিবে সে যে আত্মদগ্ধ করিবে, পথের ভিকারী অকিঞ্চন হইবে। পৃথিবী আপনার মহিমা ঘোষণা করিল কিন্তু আপনাকে গ্রহণ করিল কৈ? বহুকাল হইতে আপনার গৌরচন্দ্রিকা হইতেছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আপনার আগমন হইল কৈ?

পৃথিবী স্তরে স্তরে সজ্জিত, পৃথিবীর আগ্নেয় প্রস্তরস্তর সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও তদুপরি সমুদয় স্তর স্থাপিত। ভগবন্! আপনি ধর্ম্মজগতের আগ্নেয় প্রস্তরস্তর। আপনি ঈশারও পূর্ব্ববর্ত্তী, আপনার শুভাগমনের পর ঈশা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আপনি মানবজীবনের প্রথম স্তর, আপনি এই আসক্তি মদিরামত্ত মোহ নিদ্রাভিভূত পৃথিবীর মহৌষধি! আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক বৈরাগ্যের দণ্ড ধারণ না করিলে কে আপনাকে হৃদয়ে স্থান দান করিতে পারে? ভগবন, আপনাকে প্রাণে ধারণ না করিলে আপনার মর্য্যাদা কে বুঝিতে পারে? আপনাকে জীবের রসনায় বা লেখনীমুখে দেখিয়া আমার আনন্দ হয়না, আপনাকে জীবের প্রাণে দেখিলে আমি তৃপ্ত হই। আপনি জীবের রক্ত মাংস হইয়াছেন দেখিলে আমি আনন্দে প্রমত্ত হই। ভগবন্ মারজিৎ! পৃথিবীতে আপনার জয় হউক, আমরা আপনার জয় ঘোষণা করি। অপনাকে প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে দেখিয়া সকলকে ভক্তিভরে প্রণাম করি ও কৃতার্থ হই।

জিন! আপনি ঐশী শক্তির উদগ্র প্রভাব! ভ্রান্ত নরে আপনাকে ঈশ্বরানুগত দেখিতে পায় না। আপনি বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণের অবতার, আপনি ঈশ্বরানুগত না হইলে কি লোক কেবল শ্মশান বৈরাগ্য লইয়া সুখী হইতে পারিত? আপনি আনন্দ, বৈরাগ্যের কঠোরতায় আপনার জন্ম সত্য, কিন্তু পরিণতি নিত্য আনন্দে। আপনার আনন্দপূর্ণ মুখশ্রী তাহা প্রচার করিতেছে। আসক্তির উগ্রমদিরা পানে হতচেতনে জীবলোকের উদ্ধারার্থ আপনি মর্ত্ত্য লোকে অবতারিত হইয়াছেন. আপনি স্বর্গোদ্যানের অমিত তেজঃপূর্ণ সুগন্ধি চিরপ্রফুল্ল কুসুমরাজ, পৃথিবীর ভয়ানক বিষয় দুর্গন্ধ দূরীকরণার্থ প্রেরিত হইয়াছেন।

বুদ্ধদেব! আপনি বর্ত্তমান সময়ে নরলোকের দুঃখ দুর্গতি দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন। আপনি মর্ত্ত লোকের যে দুঃখ দেখিয়া শোকসাগরে ভাসিলেন জীববৃন্দ এখনও সেই দুঃখ রোগে ম্রিয়মাণ হইতেছে। আপনি যে আনন্দচন্দ্র প্রাণে করিয়া আনিলেন তাহা জগৎ গ্রহণ করিল কৈ? সংযত চিত্ত হইয়া বৈরাগ্য বসন পরিধান পূর্ব্বক আপনার প্রাণস্থ সেই "আনন্দময়মমৃতম্ দিব্যজ্যোতিঃ" লোকে সাদরে আত্মহৃদয়ে বরণ করিল কৈ? ভগবন, আপনি এখন সেই পরমশক্তির অনন্ত কোলে পরমযোগে মগ্ন আছেন, আপনি আবার ধরাধামে অবতরণ করুন্ জীবের দুঃখ দুর্গতি দূরের উপায় চিন্তা করুন। এখনও যে জীবের শোকে আপনি অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। আপনার জ্যোতির্ম্ময় মুখের শোকাশ্রু কবে আনন্দাশ্রুরূপে পরিণত হইবে? দেব, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া এই আসক্তিপূর্ণ পৃথিবীর যে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। আপনি এখন দেহধারী নন, আপনি আত্মজ্যোতিঃ, দুঃখ ভারাক্রান্ত জগতে আপনার শুভাগমন হউক, এই মায়াভিভূত জগৎ আপনাকে গ্রহণ করিয়া আপনার প্রাণস্থ নির্ব্বিকার আনন্দজ্যোতি সম্ভোগ করিয়া সুখী ও কৃতার্থ হউক।

হে অনন্ত মহাযোগ পরব্রহ্ম! মহামুনি আপনা হইতে জন্মিয়া এখন আপনাতেই স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মর্ত্ত্যলীলা শেষ হইয়াছে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মলীলা দিন ২ বৃদ্ধি পাইতেছে। বুদ্ধদেব এখন আপনার আনন্দবক্ষে বিহার করিতেছেন। আমরা বুদ্ধ রচিত মধু পান করিয়া কপিলাবস্তুর গৌতমকে জানিতে পারি সত্য, কিন্তু জরামরণাতীত বুদ্ধকে তবদীয় প্রসন্নতা ব্যতীত জানিতে পারি না। পরমাত্মন্, আমরা তো ইতিহাসের বুদ্ধকে লইয়া আসক্তি বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি না। আমরা অজর অমর আত্মবুদ্ধকে ভিক্ষা করি, আপনি তাঁহাকে লইয়া নরহৃদয়ে অবতীর্ণ হউন, আমরা মায়াভিভূত জীবলোক আপনার কৃপায় যোগনেত্রে এই মহা রূপ দর্শন করিতে ২ শুদ্ধ সুখী হই, এবং পরম নির্ব্বাণ লাভ করিয়া কৃতার্থ হই।"

বৌদ্ধবন্ধু।

প্রেরিত।

সম্পাদক মহাশয়।

সে দিন চুপ করিয়া অনেক প্রকার গভীর চিন্তার পর চক্ষু খুলিয়া দেখি যে একটু দূরে সেই পুরাতন বন্ধুর রূপ, সেই সুন্দর মূর্ত্তি, সেই হাসি হাসি মুখ। তাঁহার রূপ লাবণ্য খর্ব্ব হয় নাই, জ্যোতি সৌন্দর্য্য বল প্রেম ও পুণ্য প্রভৃতি সকলি বাড়িয়াছে। দেখিবা মাত্র আমার সমস্ত প্রকৃতি চমকিত হইয়া উঠিল, অবসন্ন শরীর যেন চম্ চম্ করিয়া উঠিল। সম্মুখে একটি নূতন রাজ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সেই রাজ্য যাহার কথা এত দিন সেই মানবরত্নের নিকট শুনিয়া সকল দুঃখ শোক ভুলিয়া সুখে জীবন যাপন করিতেছি, বোধ হইল, যেন আমি তাহার দ্বারের সম্মুখে উপনীত। মন অত্যন্ত আশা আনন্দে যেন নাচিয়া উঠিল,

আত্মাটা কেমন করিয় উঠিল। আমি স্বভাবতই মনের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রবল বেগে দূরস্থ প্রাণসখাকে প্রাণের সহিত আলিঙ্গন করিতে গেলাম। মনে হইল প্রাণের ধনকে যদি বিধির কৃপায় এক বার দেখিতে পাইলাম এবার তাঁহাকে প্রাণের ভিতর রাখিব, আর বুক হইতে ছাড়িব না। দৌড়িয়া যাইতেছি, যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই দেখি সে শরীর জ্যোতিতে নির্ম্মিত, ক্রমে তাহার মহা রূপান্তর হইতে আরম্ভ হইল, সে আকার প্রকার বিলীন হইতে লাগিল, অবশেষে কেবল একটী প্রকাণ্ড অগ্নিশিখায় পরিণত হইল। তৎপর ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণের ছায়া নির্ম্মিত মূর্ত্তি যেমন একটি আপনাপনি চলিয়া যায় ও তাহার স্থানে অপর একটী মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হয়,তদ্রূপ দেখিলাম,সেই এক মূর্ত্তির ভিতর হইতে বহুমূর্ত্তি আসিয়া উপনীত হইল। সেই মূর্ত্তির ভিতর দেখিলাম, কোন কোন মূর্ত্তি আমার পরিচিত। কিছু দিন পূর্ব্বে যে সমস্ত সাধুসঙ্গমে আমরা যাত্রা করিয়াছিলাম, সেই সাধুদিগকে তাহার মধ্যে দেখিতে পাইলাম। সেই সাধুদিগের মধ্যে কোন কোন সাধুকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসিতাম, তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র আমার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম! বন্ধু বাস্তবিক লুক্কায়িত হইয়াছেন তাঁহাকে ধরিতে পারিলাম না। যে সমস্ত সাধুর নাম, তিনি আমাদিগের নিকট অতিপ্রেমের সহিত করিতেন কেবল তাঁহারাই প্রত্যক্ষগোচর হইলেন। নূতন যোগে একটি অপূর্ব্ব জ্যোতি তাঁহাদিগের মুখমণ্ডলে পড়িল, সেটি বুঝিলাম। সে জ্যোতি আমার বন্ধুর মুখের চিরপরিচিত জ্যোতি। তাঁহার মা সেই সময় অভিন্নভাবে সূর্য্য ও চন্দ্র দুই হইয়া আমার মস্তকোপরি গগনমণ্ডলে প্রকাশিত হইলেন। আমি অবাক্ হইয়া সেই মার স্তব করিতে লাগিলাম, এবং নব বিধানের প্রকৃত মহিমা দেখিয়া আমার আচার্য্যদেবের সহিত আমাদিগের যে কি সম্বন্ধ তাহা বুঝিলাম। তখন বুঝিলাম যে নব বিধানে আমার আচার্য্যদেবের নাম, জীবন প্রভৃতি যাঁহারা লোপ করিতে বলেন তাঁহারা অত্যন্ত ভ্রান্ত, এবং যাঁহারা খ্রীষ্টবাদী গৌরাঙ্গবাদী প্রভৃতিদিগের মত নব বিধানে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাঁহার অস্তিত্ব নব বিধানে আছে এবং নাই, এই দুই কথার মীমাংসা যে কোথায়, তাহা তখন প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর করিলাম।

এক জন নববিধানবাদী।

সংবাদ।

আচার্য্য মহাশয়ের দ্বিতীয় জামাতা কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার পুত্রের শুভ নামকরণ উপলক্ষে প্রচার কার্য্যের সাহায্যে ২০৲ নবদেবালয়ে ১০৲ ব্রহ্মমন্দিরে ১০৲ এবং ভারতসংস্কার সভার দাতব্য বিভাগে ১০৲ সর্ব্বসমেত ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা দান করিয়াছেন, আমরা দাতাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করি।

আমরা দুঃখের সহিত ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে জানাইতেছি যে ভাই অমৃতলাল বসু, সকলের অমতে তাঁহার মঙ্গল পাড়াস্থিত বাসবাটী সাধক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ নন্দনকে ২৫০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া মঙ্গলপাড়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি এক্ষণে পরিবার সহ কোথায় স্থির ভাবে থাকিবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই দেখিয়া আমরা আরও বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। একে তাঁহার শরীর অসুস্থ, তাহার উপর আবার থাকিবার স্থানাভাব, জানি না তিনি কিরূপে কি ভাবে থাকিয়া তাঁহারা অবশিষ্ট জীবনের কার্য্য সকল সম্পাদন করিবেন, মনে করিয়াছেন। তিনি প্রায় দুই মাস কাল অমরপুরে কোন বন্ধুর বাটীতে ছিলেন। সংপ্রতি পরিবার সহ মঙ্গলগঞ্জ যাইয়া থাকিবেন শুনিতেছি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের ভ্রাতার মনে শান্তি বিধান করুন।

বিগত পক্ষে সুবিখ্যাত ডিপুটি মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ দত্ত এবং জমীদার শ্রীযুক্ত দীননাথ মল্লিক মহাশয় দ্বয়ের বাটীতে প্রচারক মহাশয়েরা দুই দিবস হরিনাম কর্ত্তন ও উপাসনা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ডিপুটি বাবু ও জমিদার মহাশয় সকলকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। অনেককেই আমরা আমাদের নববিধানের হরিগুণানুবাদ শ্রবণের জন্য উৎসুক দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিতেছি।

সাধু অঘোরনাথ প্রণীত "ধ্রুব ও প্রহ্লাদ" নামক পুস্তক খানি অনেক দিন যাবৎ নিঃশেষিত হওয়ায় অনেকে ঐ পুস্তক পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন, এক্ষণে সর্ব্ব সাধারণকে আহ্লাদের সহিত জ্ঞাত করিতেছি যে ঐ পুস্তক পুনরায় সংশোধিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ।৷০ মাত্র। আলবার্ট কালেজের উচ্চ শ্রেণীর বালকদিগের জন্য ঐ পুস্তক পাঠ্য করিয়া দেওয়ায় আমরা বিদ্যালয়ের রেকটার মহাশয়ের নিকট বিশেষরূপে বাধিত হইয়াছি, অল্প বয়স্ক বালকদিগের অন্তরে সহজে ধর্ম্ম ও নীতিসম্বন্ধে উপদেশ সকল প্রদান পক্ষে এই পুস্তক বিশেষ সহায়তা করিবে। আমরা অন্যান্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ঈশ্বরলাভার্থী সমস্ত লোক এই পুস্তক খানি এক বার পাঠ করেন ইহা আমাদের একান্ত ইচ্ছা।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপাদ্য শ্লোক সংগ্রহ" নামক পুস্তক খানি অনেকদিন হইতে নিঃশেষিত হইয়াছে। ঐ পুস্তককে যে সকলেই বিশেষ আদর করেন এবং সকলেই যে উহা এক একখণ্ড নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহার প্রমাণ আমরা অনেক বার অনেক স্থান হইতে

পাইতেছি। কিন্তু আমরা নানা অবস্থায় নিপতিত হইয়া সকলকার মনঃক্ষোভ মিটাইতে পারিতেছি না। সংপ্রতি শ্রীদরবার ঐ পুস্তক আরও বৃদ্ধি করিয়া যে সমস্ত শাস্ত্র হইতে ইতিপূর্ব্বে সত্য সকল সংগ্রহ করা হয় নাই সেই সমস্ত শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। যেরূপ আয়োজন হইতেছে সম্পূর্ণ পুস্তক সহস্র খণ্ড ছাপা-খুদ্রে ও কাগজ খরিদ করিতে বোধ করি তিনশত টাকার অধিক ব্যয় পড়িবে। আমরা এইপুস্তক গ্রহণেচ্ছু মহাশয়-দিগের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য স্বরূপ এক একটি করিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, যাঁহারা ইচ্ছা করেন যে ঐ পুস্তক শীঘ্র শীঘ্র পুনঃপ্রকাশিত হয়, আশা করি তাঁহারা আমাদিগের সাহায্য জন্য বিশেষ মনযোগী হইবেন। প্রচার কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের নিকট নাম ও অর্থ সংগ্রহ হইবে।

ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য দিবার সময় হইয়া গিয়াছে। ছয় মাস কাল কাগজ দেওয়া হইল। আমরা গ্রাহক মহোদয়গণকে স্বীয় স্বীয় দেয় অগ্রিম মূল্য পাঠাইতে বিশেষরূপে অনুরোধ জানাইতেছি। গ্রাহক-গণের নিকট হইতে অগ্রিম মূল্য আদায় হয় না বলিয়াই আমরা ডাকঘরে ত্রৈমাসিক অগ্রিম মাসুল দিতে না পারিয়া অনর্থক অনেক টাকা লোকসান দিয়া থাকি। আমরা হিসাব করিয়া দেখিলাম, ডাকমাসুল অগ্রে দিতে পারিলে বাৎসরিক প্রায় ৫০ টাকা প্রচারের আয় বৃদ্ধি হয়। আমা-দের এই দুঃসময়ে বাৎসরিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা বড় কম নহে।

সব ডেপুটি কালেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু নলীনচন্দ্র রায় ভাই উমানাথ গুপ্তের পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পথ্যের জন্য চারিটি টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই চারি দিকের দুঃখ হাহাকারের সময়েও যে বন্ধুদিগের স্নেহ মমতা আমা-দের উপর এত প্রবল আছে, ইহা দর্শনে আমাদের কঠিন হৃদয় বিগলিত হইয়া দাতাকে বার বার ধন্যবাদ দিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। চাহিবার পূর্ব্বে যাঁহারা অভাব বুঝিয়া দান করিতে পারেন, তাঁহারাই দাতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় পীড়িত থাকায় গত রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নির্ব্বাহ করিয়াছেন। দীনতাই ঈশ্বর লাভের উৎকৃষ্ট উপায় এই বিষয়ে উপদেশ হয়। ব্রহ্মমন্দিরে আজ কাল লোক সংখ্যা বড় মন্দ হয় না। আরাধনা হইতে সাধারণ প্রার্থনা পাঠ সঙ্গীত পর্য্যন্ত বেশ লোকের জমাট থাকে, তাহার পর অল্প অল্প করিয়া লোক কমিয়া যায়। দুই ঘণ্টা কাল চুপ করিয়া ধর্ম্মকথা শুনা কিংবা যোগ দান করা অনেকের পক্ষে বিশেষ প্রয়াণ স্বীকার বলিতে হইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ [illegible] প্রকাশ করিতেছি যে বৌদ্ধবন্ধু নামক মাসিক পত্রে [illegible] আমরা প্রাপ্ত হই-য়াছি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব ও [illegible] ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ও মহামুনি বুদ্ধদেবের চরিত্র [illegible] করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। ইহার সম্পাদক চট্টগ্রাম প্রদেশবাসী এক জন উপযুক্ত বৌদ্ধ। বৌদ্ধদিগের দ্বারা বঙ্গভাষায় সম্পাদিত এই প্রথম পত্রিকা। চট্টগ্রাম প্রদেশের বৌদ্ধদিগের নির্ব্বা-পিত উৎসাহানল যে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে ইহা তাহার প্রমাণ। লেখা অতি সুন্দর হইতেছে। লেখার নববিধ প্রণালীসর্ব্বধর্ম্মের সামঞ্জস্যভাব দেখিয়া আমাদের দলস্থ এক জন লোক পত্রিকা খানি চালাইতেছেন এরূপ বোধ হয়। প্রথম খণ্ডে বুদ্ধ আহ্বান, শাক্য এবং কেশব, চট্টগ্রামের বড়ুয়া জাতির দুরবস্থা, ধর্ম্মপদ, শাক্য-কুসুম, সংবাদ, সংক্ষিপ্ত সমালোচন ও প্রাপ্তি স্বীকার। এই কয়টি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বুদ্ধ আহ্বান বিষয়টি আমরা স্থানান্তরে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্রিকার আয়তন আর কিছু বৃহৎ হইলে ভাল হয়। এই বৌদ্ধবন্ধু চট্টগ্রাম শারদ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হয়, প্রতি-খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র।

ঢাকা নগরে এক জন শিক সন্ন্যাসী বাস করেন। কেল্লার দক্ষিণ পার্শ্বে নদীতটে একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, তিনি দিবা রাত্রি সেই বৃক্ষের উপরেই স্থিতি করেন। তরুস্কন্ধে তিন চারিটি শাখার মধ্যস্থলে কিঞ্চিৎ স্থান আছে, তাহা-তেই শয়ন করিয়া নিদ্রাগত হন। তিনি পক্ষীর ন্যায় সর্ব্বদা তরুশাখাতেই বাস করেন। প্রয়োজনবশতঃ সময়ে সময়ে নিম্নে অবতরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার ভাব অতি উদার ও প্রশস্ত, তাঁহার প্রতি অনেক লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি। বহুলোক তাঁহাকে দর্শন করিতে যায়। তিনি পঞ্জাবীগ্রাম্য ভাষায় কথা বলেন, তাঁহার অধিকাংশ কথাই বুঝা যায় না। তিনি অনেক দেব দেবীর নাম, বিশু মোহম্মদ নামক কবির প্রভৃতি মহা পুরুষের নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন,এবং গভীর ভাবের কথা সকল বলেন। একটি নিশান সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকে, কখন কখন তাহা হস্তে ধারণ করিয়া নগ-রের রাজপথ দিয়া কি বলিতে বলিতে দৌড়িয়া যান। এক-খানা লেঙ্গুটিমাত্র তাঁহার কোমরে আঁটা, যে যাহা খাইতে দেয় তাহাই খান। তাঁহার মুখ সহাস্য ও মন সর্ব্বদা প্রসন্ন। তাঁহার অনেক মোসলমান চেলা জুটিয়াছে। তিনি একটি গাভী ও একটি ছাগ পুষিয়া থাকেন। ছাগটি তামাক খাইয়া থাকে।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ১৩ সংখ্যা। | ১ লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রাণারাম পরমদেব, এ সংসারে তুমি আমাদের প্রাণের আরামস্থান, তোমায় ছাড়িয়া আমাদিগের চিত্ত কেন ভয়ানক মরুভূমিতে বিচরণ করিবার জন্য ব্যস্ত। এত কাল সংসারে বাস করিয়া যদি কোন জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে তো এই জ্ঞানলাভ হইয়াছে, মন তোমাকে ছাড়িয়া অন্য বিষয়ের অনুসরণ করিলে নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, তন্মধ্য হইতে দৈত্য দানব সকল জাগ্রত হইয়া উঠে, তাহারা আপনাদের সৈন্যসামন্ত দ্বারা সমুদায় হৃদয়রাজ্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। শয়নে, ভোজনে, পরিশ্রমে, বন্ধুসহবাসে কোথাও সুখশান্তির আশা থাকে না, সর্ব্বত্র হইতে শত প্রকারের জ্বালাতন হইবার কারণ সমূহ আসিয়া উপস্থিত হয়। হে প্রভো, দেখিয়াছি যত ক্ষণ মন তোমাতে স্থিতি করে, স্বর্গের চিন্তা, স্বর্গের ভাব, স্বর্গের মনোহর সঙ্গীতে হৃদয় পূর্ণ হয়, শান্তি আনন্দ এবং সুখের সমীরণ হৃদয়ের মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে, আমরা যে এ পৃথিবীর জীব ইহা আর মনে থাকে না, মনে হয় পৃথিবী হইতে সহস্র ক্রোশ উর্দ্ধে বিচরণ করিতেছি, এখানকার লোকদিগের সঙ্গে স্বভাবে, চরিত্রে, ভাবে, আচরণে কিছু ঐক্য নাই, দেবগণের সঙ্গে সম্মিলন, তাঁহাদিগের সঙ্গে সখ্যভাব, দৈত্যগণ তাঁহাদিগের ভয়ে কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। হে দীনজনগতি, যাহা দেখিয়াছি তাহারই উপরে আমরা আমাদিগের সমুদায় আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছি। এখন তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, নাথ, আমাদিগের চিত্ত যেন আর সংসারের বিষয় ভাবে না; নীচ কামনা, নীচ বাসনা, নীচ সংসর্গ হৃদয় হইতে চিরকালের জন্য বিদায় করিয়া দেয়, এমন কি নিজের দেহ, গেহ, চিত্ত, বৃত্তি, প্রবৃত্তি, এসকলও চিন্তার বিষয় করে। আপনার বিষয় ভাবিয়া যাহার অবসর নাই সে তোমাকে হৃদয় দিবে কিপ্রকারে? তুমি আমাদের হৃদয় মন প্রাণ চিন্তা সকল অধিকার করিয়া অবস্থিতি কর, আমরা চিরকালের জন্য সুখী হই, কৃতার্থ হই, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

— —

নববিধানের স্বতন্ত্রত্ব ও সার্ব্বভৌমিকত্ব।

যখন কোন বিধান সমাগত হয়, তদ্দ্বারা একটি বিশেষ কার্য্য করিবার থাকে, অন্যথা তাহার সমাগম নিষ্প্রয়োজন। বিশেষ

কার্য্য থাকে বলিয়া তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানের বিরোধী, ইহাও আমরা বলিতে পারি না, কেন না একই ঈশ্বর কর্ত্তৃক বিধান সকল প্রেরিত হয়, তাঁহার সকল কার্য্যের মধ্যেই পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য স্থিতি করিতেছে, কোথাও ইহার ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং বিধান সমুদায় পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত হইয়া অবস্থিত করে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। নববিধানসম্বন্ধে আমরা ইহা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

নব বিধান এক দিকে হিন্দু, বৌদ্ধ, য়িহুদী মুসলমান ও খ্রীষ্ট বিধান হইতে স্বতন্ত্র, আর এক দিকে উহা সেই সকলের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ। স্বতন্ত্রতা এবং একতা দুই এক স্থানে কি প্রকারে স্থিতি করিতেছে আমরা দেখাইতেছি। প্রথমতঃ স্বতন্ত্র। নব বিধান হিন্দু বিধান বৌদ্ধ বিধান প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র কেন না উহারা এক অপরকে গ্রহণ করে না, শুদ্ধ গ্রহণ করে না তাহা নহে বিরোধী বলিয়া ঘৃণা করে। এই বিরোধ এবং ঘৃণা তত্তৎসম্প্রদায়ের জ্ঞান দৌর্ব্বল্য জন্য, অন্য কোন কারণে নহে যদি ইহা হয়, তবে মনুষ্যজ্ঞানসুলভ দুর্ব্বলতা গণনায় না আনিয়া সমুদায় বিধান গুলিকেই কেন নব বিধান বলা হউক না। আমরা বলি এই সকল বিধান এক অন্যকে গ্রহণ করে না ইহার মূল মনুষ্যগণের দুর্ব্বলতা নহে, কিন্তু মূল ভাব সমূহের বর্দ্ধন ও উন্নতির জন্য স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ বিধাতার অভিপ্রেত। মানবদেহের যন্ত্র সকলের স্বতন্ত্রতা আছে, এবং সেই সকল যন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বীয় কার্য্য না করিলে, না যন্ত্র না দেহ কিছুই রক্ষা পায় না। যে যন্ত্রের যে কার্য্য সে যন্ত্র হইতে সেই কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, এক যন্ত্র অন্য যন্ত্রের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া যায় না, একের কার্য্য অপরের দ্বারা নির্ব্বাহ হয় না। ইহার কোন একটি যন্ত্রকে দেহ বলা যায় না, কিন্তু সকল গুলি যন্ত্রের একত্র সমাবেশে দেহ হয়। ভ্রূণ মধ্যে একটি যন্ত্র ছিল, কালে সেই এক যন্ত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র বাহির হইল, এবং সকল গুলি মিলিত হইয়া একটি প্রকাণ্ড দেহ হইল। ভিন্ন ভিন্ন বিধানকে আমরা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র বলিতে পারি এবং এক যন্ত্র অন্য যন্ত্রের কার্য্য করিতে পারে না, ইহাও স্বীকার করি। এই এক একটি বিধানকে নববিধান বলা আর দেহের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যন্ত্রকে দেহ বলা একই কথা। যন্ত্র গুলিকে ছাড়িয়া দেহ হইতে পারে না অতএব যে কোন যন্ত্র দেহ, ইহা যে প্রকার যুক্তিসিদ্ধ, হিন্দু বৌদ্ধাদি ধর্ম্ম বিধান ভিন্ন নব বিধান থাকিতে পারেন না, অতএব তাহার প্রত্যেকটি নব বিধান ইহাও তেমনি যুক্তিসিদ্ধ।

যন্ত্র সমুদায় হইতে দেহের স্বতন্ত্রতাও আছে, ইহাকে অস্বীকার করিবে? দেহ যন্ত্রময়, এমন স্থান নাই যেখানে কোন না কোন যন্ত্র নাই। এই সকল যন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া লও দেহ ধ্বংস হইয়া যাইবে, দেহ বলিয়া আর কোন পদার্থ থাকিবে না। একটি গৃহনির্ম্মাণে যে সকল উপদান চাই, সেই সকল উপাদানের সমষ্টিতে গৃহ, অথচ সেই সকল উপাদান হইতে গৃহ স্বতন্ত্র। যত দিন উপাদান সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল একত্র তাহাদের সমাবেশ হয় নাই, কেহ সেই সকলকে গৃহ বলিয়া নূতন আখ্যা দান করে নাই, উপাদান সকল নিজ নিজ নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু সেই উপাদান একত্র মিলিত হইয়া একটি নবীন সমাবেশে পরিণত হইল, অমনি তাহার গৃহ বলিয়া একটি নাম উপস্থিত হইল। কেহ এ কথা বলিতে পারে না সেইতো পূর্ব্বতন উপাদান সকল আছে, নূতন নামে প্রয়োজন কি? পুরাতন উপাদান সকলের নামে অভিহিত হইলে অনেক গুলি নাম হইবে তাহাতে ক্ষতি কি? এক বস্তুর কি আর অনেক নাম থাকে না? যাই বল আর যাই কর, উপাদান সমূহের নামে সে বস্তু কোন কালে বুঝাইবে না, তোমার স্বতন্ত্র নাম দিতেই হইবে।

দেহ গেহাদি সমুদায় সমাবেশের তত্ত্ব আলোচনা কর, উহা তোমায় একথা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে নববিধানের স্বতন্ত্রত্ব সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রতিনিধি। উহারা স্ব স্ব ভাব দৃঢ়তার সহিত যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া থাকে। নিজ নিজ বিশেষ ভাবের প্রতি যত যত্ন এবং রক্ষণীয়তা দেখা যায় ততই সেই সেই সম্প্রদায়ের বিশ্বস্তুতা প্রকাশ পায়। নববিধান সেই সকলকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং তাহাদিগের সহিত আপনার একত্ব রক্ষা করেন। কোন সম্প্রদায় ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট আত্মসীমামধ্যে অবস্থিতি করিয়া নববিধানের বিরোধী হইতে পারে না। দৈহিক যন্ত্রসমুদায় প্রকৃতিস্থ থাকিলে উহা যেমন কখন দেহের বিরোধী নহে, এখানেও তেমনই। দেহের অন্তর্গত সমুদায় যন্ত্র, যন্ত্রান্তর্গত দেহ নহে, তেমনি সমুদায় সম্প্রদায় নববিধানের অন্তর্গত, নববিধান সম্প্রদায় সমূহের অন্তর্গত নহে। এখানে সার্ব্বভৌমিকতা নববিধানের, সম্প্রদায়সমূহের নহে। দেহত্বলাভের পূর্ব্বে ভ্রূণের যান্ত্রিক গঠন হইয়াও যেমন যন্ত্র সকল দেহের অন্তর্গত, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গঠন পূর্ব্বে হইয়াও তেমনি সে সমুদায় নববিধানের অন্তর্গত। নববিধানের সার্ব্বভৌমিকতা দর্শন করিয়া উহাকে ভিন্ন২ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক করিয়া ফেলা এবং দেহের সার্ব্বভৌমিকত্বনিবন্ধন যন্ত্রের সঙ্গে এক করিয়া গ্রহণ করা একই কথা।

জড়কে আধ্যাত্মিকভাবে পরিণামন।

ধর্ম্মরাজ্যে জড় বস্তু লইয়া অধিক নাড়াচাড়া করিতে গেলে পৌত্তলিকতার সম্ভাবনা ইহা এখন সহজেই সকলের মনে প্রতিভাত হয়। আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি, আধ্যাত্মিক পরিমিত বিষয়ের নিদর্শনস্বরূপ জড় ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে জড় তদ্রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। জড় স্থানেতে সময়েতে আবদ্ধ, উহা কাল দেশের অতীত ঈশ্বরের নিদর্শন কি প্রকারে হইবে? অনন্তকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া আমরা যে কোন স্থানে তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি, কিন্তু এরূপ দর্শনের স্থান কখনও নিদর্শন নহে, কেন না অনন্ত তাহার নিত্যবহির্ভূত। যে স্থানে এইরূপে ঈশ্বরসত্তা অনুভব করা যায়, সে স্থানে তাঁহার আবির্ভাব ঘনীভূতরূপে অনুভূত হয় বটে কিন্তু এরূপ অদার্শনিক এ কালে কে আছে যে আবির্ভাবের স্থলকে আবির্ভূত বস্তুর সহিত এক মনে করিবে?

সর্ব্বত্র ঈশ্বরের সত্তা দর্শন ইটি উচ্চতম যোগ। সর্ব্বত্র ঈশ্বর আছেন বলিয়াই এ যোগ সম্ভবপর। যদি সমুদায় বস্তুর মূলশক্তি বিধারণশক্তি ঈশ্বর না হইতেন, তাঁহাকে সর্ব্বত্র এ প্রকারে দর্শন একটি সুমহৎ কল্পনার বিষয় হইয়া পড়িত। আকাশে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, জলে, বায়ুতে, অগ্নিতে, অন্নে, বস্ত্রে, দেহে, গৃহপরিবারে সর্ব্বত্র ঈশ্বরসত্তা দর্শন, এবং নিয়ত কাল তাঁহাকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত আছি অনুভব, ইহাই জীবনের সুখতম অধিকার। উচ্চতম দর্শনশাস্ত্রের উপরে যখন আমাদিগের এই সুখ দণ্ডায়মান তখন আমরা ইহাতে কেনই বা বঞ্চিত হইব? যে সকল বাধা প্রতিবন্ধক আমাদিগকে এই সুখ হইতে বঞ্চিত করে, তাহা বাহির হইতে সমাগত হয় না, উহা সম্পূর্ণ আন্তরিক। আমিই আমার এ সুখের অন্তরায়। আমার মন যত দিন অন্যত্র অভিনিবিষ্ট আছে আমি কিরূপে কৃতাভিনিবেশ বস্তুর অতীত ঈশ্বরকে দর্শন করিব। এই অন্যত্রাভিনিবেশ নিবৃত্ত করিবার সামর্থ্য আমাতে আছে। যদি আমি অন্তরায় অন্তরিত করিতে যত্নবান্ না হই অপরাধ আমার।

ঈশ্বর যেমন সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয়

সাধুমহাত্মা সকল সেরূপ নহেন। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। আমরা প্রেততত্ত্ববাদের বিরোধী এই জন্য যে উহা ঈশ্বরনিরপেক্ষ হইয়া পরলোকস্থ আত্মা সমূহের সহিত সাক্ষাদ্যোগ নিবদ্ধ করিতে চায়। এরূপ করিতে গিয়া লোকে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে, সত্য ও দর্শনের ভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। আমরা সাধু মহাত্মাদিগের সঙ্গে একটি নিত্যানুষ্ঠানে যোগসাধন করিয়া থাকি, সেটি অন্নপান। অন্নপানে সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমরা সাধুগণকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি না। অন্নে ঈশ্বরশক্তি, ঈশ্বরশক্তিতে সাধুগণের স্থিতি, ইহাই আমাদিগের অনুভবের বিষয়। ঈশ্বরের সর্ব্বত্র স্থিতি বশতঃ অন্নেতে তাঁহার শক্তি আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কিন্তু যখন সেই শক্তিতে সাধুগণকে আমরা পরিগ্রহ করি, তখন কাল দেশের অতীত স্থানে গিয়া আমরা প্রবেশ করি। সুতরাং জড়কে এখানে আধ্যাত্মিক ভাবে পরিণাম আর জড়কে অন্তর্হিত করিয়া দেওয়া যুগপৎ সাধিত হয়। অন্নেতে আমি ঈশ্বরের শক্তি দর্শন করিলাম, ঈশ্বরশক্তিতে আমি সাধুগণকে দর্শন করিলাম। প্রথম স্থলে জড় আমার চক্ষুর নিকটে থাকিল, দ্বিতীয় স্থলে ঈশ্বরশক্তি তাহাকে পরাভব করিয়া আত্মার নয়ন সন্নিধানে প্রতিভাত হইল। অন্ন আমার দৃষ্টির বহির্ভূত হয় নাই, কেন না সেখানে আমি ঈশ্বরের শক্তি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি, কিন্তু সেই ঈশ্বরশক্তিতে আমি যখন সাধুনিচয়কে প্রত্যক্ষ করিলাম, তখন সাধুগণসম্বন্ধে উহা অন্তর্হিত। এক সময়ে এই দুইভাব ধারণ করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এই জন্যই এতৎসম্বন্ধে অনেকের মনে বিতর্ক উপস্থিত হয়, এবং তাঁহারা এই ব্যাপারমধ্যে পৌত্তলিকতার বিভীষিকা দর্শন করিয়া থাকেন। যাঁহারা ঈশ্বরকৃপায় এই দুই ভাব ধারণ করিতে পারেন তাঁহারা ইহার মধ্যে কোন ভয়ের কারণ দেখিতে পান না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, আধ্যাত্মিক পরিমিত বিষয় জড়সহায়তায় প্রত্যক্ষ করিতে গিয়া যখন তাহার তৎসম্বন্ধে তিরোধান হয়, তখন জড়কে এরূপে সম্মুখে আনয়নে প্রয়োজন কি? এইরূপ সাধন ঈশ্বরের আদেশে অবলম্বিত হয়, এ কথা সত্য হইলেও আমরা যখন কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইতেছি, তখন উহা অন্তর্হিত করিয়া রাখিতেছি। ঈদৃশ সাধন অবলম্বনের প্রয়োজন এই যে, আমাদিগের ধর্ম্মসাধনের দুইভাগ, এক দৈব, অন্য মানবীয়। দৈববিভাগের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত, মানবীয় বিভাগ সেরূপ নহে। যে সকল ব্যাপার মানবীয়, মানবীয় বিভাগের সাধন কেবল সেই সকল অবলম্বন করিয়া হইতে পারে। উপাসনা, আহার ও কার্য্য সাধারণতঃ আমাদিগের জীবন এই তিন ভাগে বিভক্ত। উপাসনা সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা লইয়া। আহার ও কার্য্য মানবীয় ব্যাপার কিন্তু দৈববিভাগের সর্ব্বত্র অব্যাহত গতি জন্য এই দুই বিভাগের মধ্যেও সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে আনয়ন করিয়া তাহাতে মানবীয় বিভাগের সাধন হইয়া থাকে। আহার পান আমরা পশুর ন্যায় করিতে পারি, অথবা বিশুদ্ধ দেবভাবসম্পন্ন হইয়া করিতে পারি। অন্নপানে আমাদিগের পশুবৃত্তি লব্ধবল হইতে পারে, অন্য দিকে আবার শারীরিক স্ফূর্ত্তিসহকারে আমাদিগের মানসিক উন্নত বৃত্তি সকল সমধিক বল প্রকাশ করিতে পারে। আমাদিগের উচ্চতম মনোবৃত্তি সকলেতে আমরা সাধুমহাজনগণসহ মিলিত। তাঁহাদিগের সহিত ঘন হইতে ঘনতর একতা এই সকল বৃত্তির ক্রমিক উৎকর্ষে সাধিত হয়। সাধুগণ দেহে অবস্থিতি কালে যে অন্নপান গ্রহণ করিতেন তাহাতে তাঁহাদিগের পশুবৃত্তি সকল লব্ধবল হইত না, কিন্তু উচ্চতম বৃত্তি সকল সমধিক স্ফূর্ত্তিলাভ করিত। আহারের সময়ে

আমরা তাঁহাদিগের ন্যায় আহারে প্রবৃত্ত হইবার জন্য এবং তত্তন্মনোবৃত্তিরূপে আত্মস্থ করিবার জন্য আহারসাধনে প্রবৃত্ত হই। সাক্ষাৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ হয় না বলিয়া এস্থলে ঈশ্বরেতে আমরা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করি।

আহারের পর কার্য্য। এস্থলে আমি এবং আমার ঈশ্বর এই দুই লইয়া সাধন। আমি দাস তিনি প্রভু। তিনি আমার শক্তি, আমি তাঁহার শক্তির আধার। আমি যে সকল সামগ্রী লইয়া কার্য্য করিতেছি, সে সকলও সেই শক্তির ক্রিয়াসাধন। অধ্যয়ন ও আমোদ আমরা কার্য্যের পর গণনা করিতে পারি। এখানে জ্ঞানশক্তি ও আনন্দশক্তিসহকারে আমাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আমরা অনুভব করিতে পারি। এসকল স্থলেই বাহ্য উপকরণ সম্মুখে থাকিয়া ঈশ্বরযোগে উহা অন্তর্হিত প্রায় স্থিতি করিতে পারে। কর্ম্ম-যোগী, জ্ঞানযোগী, এবং আসনপ্রধানযোগীর সাধনসম্পত্তির উপরে এ সমুদায় ব্যাপার নির্ভর করে। যখন জড়কে আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করা হয় পরিণামে উহার অন্তর্দ্ধান সাধিত হয়, তখন এখানে জড়গণের দোষ আসিয়া কখন স্পর্শ করিতে পারে না। যাহার সে সামর্থ্য লাভ হয় নাই, তাহার সেই সামর্থ্যলাভের জন্য সাধনে প্রবৃত্তি আমরা দোষাবহ মনে করিতে পারি না।

নববিধানের সাধারণ এবং অসাধারণ লক্ষণ।

ঈশ্বরস্বরূপ।

[সগুণ নির্গুণ।]

১। ঈশ্বরের দ্বিমূর্ত্তি। এক দিকে তিনি উদাসীন বৈরাগী, অন্য দিকে তিনি ঘোর সংসারী।

"দ্বিমূর্ত্তি ঈশ্বরের। এক দিকে ঘোর সন্ন্যাসীর মুখ, অপর দিকে ঘোর সংসারীর মুখ। তিনি এক ভাবে বৈরাগী উদাসীন সন্ন্যাসীদিগকে সঙ্গে লইয়া শ্মশানমশানে, বন উপবনে, পাহাড় উপত্যকায়, এবং নদ-নদীতটে বেড়াই-তেছেন; আর একভাবে লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া লোকেশ্বরী হইয়া লোকালয়ে বাস করিতেছেন আমাদের প্রাণের হরি যেমন নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী, তেমনি ব্যস্তসংসারী। যিনি জীবকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেন, তিনিই তাহাকে গৃহধর্ম্ম শিক্ষা দেন। তিনি সামান্য সংসারী নহেন। এক একবার জাগ্রৎ হইয়া সংসারে আসেন ও আবশ্যকমত দুই একটী কার্য্য করেন, এমত নহে। তিনি ঘোর সংসারী, সমুদায় সৃষ্টি তিনি রক্ষা করিতেছেন। কোটি কোটি জীব তাঁহার সংসারে, নিয়ত তিনি তাহাদিগকে পালন করিতেছেন। তিনি যেমন সংসারে ডুবিয়া আছেন, এমন আর কেহই ডুবিতে পারে নাই।" [সে. নি, ৪ সং, ২৭ পৃ]।

২। তিনিই যোগধর্ম্ম শিক্ষা দেন, তিনিই সংসারধর্ম্ম শিক্ষা দেন।

"যিনি ব্রহ্মমন্দিরের দেবতা তিনিই তোমার বাড়ীর লক্ষ্মী। গুরু হইয়া এখানে তোমাকে যোগভক্তি শিখাই-লেন, বাটীতে গিয়া জননীরূপে তোমার সংসার পালন করিবেন, সকলই তোমার পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে। ধনো-পার্জ্জন, স্বাস্থ্যসাধন, বাণিজ্যব্যবসায়, গৃহরক্ষা, সন্তানপালন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের ভার সেই সুদক্ষ গৃহদেবতার হস্তে অর্পণ কর, কুশল ও শান্তি পাইবে।*** তোমার বিদ্যাবুদ্ধি তিনি সকলই জানেন, এবং কিরূপে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে তোমার ধর্ম্ম অর্থ দুই সঞ্চয় হইবে, ইহা তিনি বুঝাইয়া দিবেন। কিরূপে আয় ব্যয় বিবরণ রাখিতে পার তাহা স্বয়ং লক্ষ্মী শিখাইয়া দিবেন। তিনি বড় বড় সাহেব এবং গণিতশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতদিগের অপেক্ষাও ভাল হিসাব রাখিতে পারেন। তোমার সংসারে যদি দ্রব্যাদি ভাল করিয়া সাজাইতে চাও লক্ষ্মীকে বলিও, তিনি তাহাও করিয়া দিবেন। লক্ষ্মীর সংসারে কোনপ্রকার গোলমাল এবং বিশৃঙ্খলা থাকিতে পারে না।" [ঐ ৩১।৩২ পৃ]।

৩। ঈশ্বরের ভাবের পরিবর্ত্তন নাই, তিনি সকল সময়েই একরূপ।

"যাহারা ব্রহ্মস্বরূপ জানে না তাহারাই মনে করে ঈশ্বর মানুষের ন্যায় কখন তুষ্ট, কখন রুষ্ট, কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন অলস হইয়া বসিয়া থাকেন, কখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে সন্তানদিগকে পালন করেন। কখন তিনি মানুষের বিপদ দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন, কখন বা আপনার স্বরূপ ভাবিয়া আনন্দিত হন, কখন লক্ষ্মীর বেশ ধারণ করিয়া ধনধান্য বিতরণ করেন, কখন সরস্বতীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে জ্ঞানী ভক্তদিগের প্রাণ হরণ করেন, কখন যোগেশ্বর হইয়া নির্জ্জনে

যোগীদিগকে ডাকিয়া যোগতত্ত্ব শিক্ষা দেন। ঈশ্বর যে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাব ও রূপ ধারণ করেন, ইহা কেবল কল্পনা ও ভ্রান্তি। মানুষ আপনাকে যেমন দেখে আপনার ঈশ্বরকেও তদ্রূপ মনে করে। আপনার জীবনে কখন রাগ, কখন প্রেম, কখন কার্য্যব্যস্ততা, কখন বিশ্রাম ও শান্তি; সুতরাং সে মনে করে ব্রহ্মও এইরূপ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কিনি লক্ষ্মী যিনি নিত্য লক্ষ্মী, যিনি সরস্বতী তিনি চিরকাল সরস্বতী, যিনি শক্তিমান্ তিনি চিরশক্তিমান্, যিনি যোগেশ্বর তিনি অনন্তকাল যোগেশ্বর। যদি স্বীকার কর তিনি পর্ব্বত অথবা শ্মশানবাসী নহেন, কিন্তু সংসারমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাহা হইলে মানিতে হইবে যে তিনি নিত্য কাল সংসারের দেবতা এবং সৃষ্টি অবধি চিরকাল জীব পালন করিতেছেন। তাঁহাতে পরিবর্ত্তন হইতে পারে না, তিনি নির্ব্বিকার ও অপরিবর্ত্তনীয়, তিনি সহস্ররূপ ধরিবেন কি প্রকারে? তিনি দুইরূপও ধরিতে পারেন না। নিত্য বস্তুতে রূপান্তর সম্ভবে না।" [সে নি ৫ সং ৩৫ পৃ]।

৪। ব্রহ্ম বহুভাবে দৃষ্ট হন বলিয়া, তাঁহার বাহুত্ব নাই, একই সময়ে তিনি সমুদায় ভাবের আধার।

"সদাকাল ব্রহ্মের একইরূপ। নিত্য সনাতন ব্রহ্ম এক স্বরূপ ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন। সেই একস্বরূপের মধ্যে তেত্রিশ কোটিরূপ অর্থাৎ এক সময়েই তাঁহার মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি সমস্ত প্রকৃতি মূর্ত্তিমতী রহিয়াছে। এক সময়ে তিনি সরস্বতীমূর্ত্তি ধারণ করেন, আর এক সময়ে তিনি লক্ষ্মীমূর্ত্তি ধারণ করেন এরূপ নহে, কিন্তু যিনি সরস্বতী তিনিই লক্ষ্মী। তিনি একই সময়ে সমস্ত দেবমূর্ত্তি অথবা প্রকৃতি ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার প্রেম তাঁহার জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে। তাঁহার দয়া এবং ন্যায় একত্র কার্য্য করে। তাঁহার নির্জ্জনাধিবাস এবং সংসারকোলাহলমধ্যে প্রজাপালন এক সময়েই হয়। তাঁহার কোটি স্বরূপ একত্র বাঁধা রহিয়াছে, এক সময়ে এক বাগানে তেত্রিশ কোটি ফুল ফুটিয়াছে। যাহারা মনে করে ঋতুক্রমান্বয়ে অর্থাৎ সময়বিশেষে ঈশ্বরেতে বিভিন্নভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হয় তাহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। তাহারা ভ্রান্ত যাহারা বলে মানুষের দুষ্ট ব্যবহারে হরি রাগিয়াছিলেন, আবার স্তবস্তুতিতে তিনি তুষ্ট হইলেন। তাহারা ঈশ্বরকে মনুষ্যের ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞান করে। তিনিই ব্রহ্মজ্ঞানী যিনি বলেন, ঈশ্বরেতে বিকার নাই, তিনি নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়। যেমন নদী ক্রমাগত চলিতেছে, সূর্য্য ক্রমাগত কিরণ বর্ষণ করিতেছে, তুমি দেখ আর না দেখ, সেইরূপ তুমি ধন এবং জ্ঞান গ্রহণ কর বা না কর ঈশ্বর চিরকাল লক্ষ্মী এবং সরস্বতী হইয়া কল্যাণ ও সুবুদ্ধি প্রেরণ করিতেছেন।" [ঐ ৩৫। ৩৬ পৃ]।

৪। সাধকগণ নিজ নিজ প্রতিপত্তি অনুসারে তাঁহাকে ভিন্ন সময়ে ভিন্নরূপে অবলোকন করেন, কিন্তু তিনি সকল সময়েই একইরূপ।

"এক ব্রহ্ম বিভিন্ন অবস্থাতে পড়িয়া বিচিত্ররূপ ধারণ করিতেছেন, ইহা সত্য কথা নহে, কিন্তু এক ব্রহ্মেতে অনন্তকাল অসংখ্যরূপ ও গুণ বিরাজ করিতেছে, এক ব্রহ্মমূর্ত্তিতে অসংখ্যমূর্ত্তি মিলিত হইয়া রহিয়াছে। সাধকেরাই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বরের বিভিন্নরূপ দর্শন করে। তোমার দিকে এক মুখ, আর এক জনের দিকে আর এক মুখ, আমার দিকে এক মুখ, আমার দিকে আবার ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন মুখ। আমি পাপ করিলাম তৎক্ষণাৎ ন্যায়বান্ রাজার রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। আমি যোগসাধন করিতে আরম্ভ করিলাম যোগেশ্বর মূর্ত্তি দেখিলাম, সাংসারিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম, তখনি গৃহদেবীর সাক্ষাৎ দর্শন পাইলাম। আমার দেখা ভিন্ন হইল বটে, কিন্তু যিনি দেখা দিলেন, তিনি এক সময়েই রাজা, জননী, যোগেশ্বর ও লক্ষ্মী। পাত্রভেদে অবস্থাভেদে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ এক ও অপরিবর্ত্তনীয় থাকে। আমাতে পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহাতে নহে। আমরা পাঁচ জনে পাঁচ ভাবে দেখিতেছি বলিয়া তিনি পাঁচ হইলেন না। তিনি একই রহিলেন, ভিন্ন সময়ে তাঁহার জ্যোতির প্রতিভা বিভিন্ন হইল। [ঐ ৩৭পৃ]

৬। গ্রহণশক্তির তারতম্যানুসারে সাধকে বা সাধকের নিকটে ঈশ্বরস্বরূপের আবির্ভাব হয়।

"সাধকেরা আপনাদিগের ভিন্ন ক্ষমতানুসারে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ সাধন ও দর্শন করে, কিন্তু তিনি একই আছেন। মনে কর, একটি পাত্রে জল ও তৈল উভয়ই আছে। তুমি যদি এক খণ্ড বস্ত্র আগে জলে ভিজাইয়া সেই পাত্রে স্থাপন কর তাহা হইলে সেই বস্ত্রখণ্ড তৈল পরিত্যাগ করিয়া কেবল জল আকর্ষণ করিবে, অথবা যদি ঐ বস্ত্রখণ্ড আগে তৈলাভিষিক্ত করিয়া ঐ পাত্রে রাখ তাহা হইলে ঐ বস্ত্র উক্ত আধার হইতে কেবল তৈল আকর্ষণ করিবে। সেইরূপ ব্রহ্ম আধারে অসংখ্য ভাব রহিয়াছে, কিন্তু তোমার যে যে ভাব প্রবল, তুমি কেবল সেই সকল ভাবই গ্রহণ করিবে। আমি যদি জ্ঞানী হইয়া কেবল বুদ্ধিসহকারে ব্রহ্মকে বুঝিতে যাই, আমি কেবল তাঁহার

জ্ঞানস্বরূপ তাঁহার সরস্বতীরূপ ধারণ করিতে সক্ষম হইব। আমি যদি বলশক্তি সাধন করি, এবং দৃঢ় ও পরাক্রমশালী হইবার জন্য চেষ্টা করি, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম শক্তিরূপে আমার আত্মাতে অবতীর্ণ হন। যখন আমি সংসারে ঈশ্বরের হস্ত দর্শন করিতে যত্ন করি, তখন তিনি লক্ষ্মীশ্রীরূপে কাছে আসিয়া দেখা দেন। যখন আমার মনে ভক্তিভাব প্রবল হয়, সেই ভাব ব্রহ্মের নানা মূর্ত্তিমধ্যে ভক্তবৎসলমূর্ত্তিকে আকর্ষণ করে। এক দেবতা প্রাণ অথবা শক্তিস্বরূপ, এক দেবতা কেবল প্রেমস্বরূপ, এক দেবতা কেবল জ্ঞানস্বরূপ, এক দেবতা কেবল পুণ্যস্বরূপ তাহা নহে; কিন্তু একই ব্রহ্ম এই সমুদায় স্বরূপের নিত্য আধার। সাধকেরাই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বদ্ধ। কেহ জ্ঞানী, কেহ প্রেমিক, কেহ শাক্ত, কেহ ভক্ত, কেহ কর্ম্মী, কেহ দ্বৈতবাদী, কেহ অদ্বৈতবাদী, কেহ সুন্দর মূর্ত্তির উপাসক, কেহ ভাবের উপাসক। প্রত্যেকে আপন আপন বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তদুপযোগী ভাব ব্রহ্মস্বরূপের মধ্য হইতে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু ঈশ্বরের অসংখ্য ভাব গ্রহণ করে, তাঁহার সমুদায় গুণ দেখে এমন সাধক কে আছে?" [ঐ ৩৭.৩৮ পৃ]।

৭। ঈশ্বর একই সময়ে সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই।

"তুমি সময় বিশেষে তাঁহার এক এক ভাবের পক্ষপাতী হও বলিয়া কখনও মনে করিও না যে তাঁহার আর অন্য ভাব নাই। যখন তুমি তাঁহার দয়ার মূর্ত্তি দেখ, তখন কদাচ মনে করিও না যে তাঁহার ন্যায় মূর্ত্তির তিরোভাব হইয়াছে। যখন তুমি দেখিতে পাও যে প্রজাবৎসল হরি প্রেমোন্মত্ত হইয়া প্রজাদিগকে পালন করিতেছেন তুমি বিশ্বাস করিও যে সে সময়েই তিনি আর এক জনের কাছে সংসার হইতে নির্লিপ্ত থাকিয়া নির্গুণ ব্রহ্মরূপ প্রদর্শন করিতেছেন। একভাবে তিনি সগুণ অর্থাৎ অসংখ্য গুণবিশিষ্ট, আর এক ভাবে তিনি নির্গুণ, অর্থাৎ সময়ে তাঁহার গুণের পরিবর্ত্তন বা হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এক ভাবে তিনি নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসী, আর এক ভাবে তিনি সংসারী কর্ম্মী। মানুষের মনে কখন সংসারাসক্তি, কখন বৈরাগ্য, কখন দয়া, কখন নিষ্ঠুরতা, কিন্তু ঈশ্বর এরূপ বিকারবিহীন, তিনি এ সকল পরিবর্ত্তনের অতীত। তিনি পূর্ণ, তিনি নিত্য। তাঁহার মধ্যে দয়া বৈরাগ্য অনন্তকাল এক সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া বাস করিতেছে। তিনি নিত্য দয়া, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় দয়ালু নন, অর্থাৎ আমাদের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার দয়া উত্তেজিত হইল, তিনি ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন, এ সকল নিতান্ত অসঙ্গত কথা। তিনি নিত্য ও পূর্ণ প্রেম, তাঁহার হৃদয়ে আবার দয়ার সঞ্চার কিরূপে হইবে? তিনি চিরকাল ভালবাসিতেছেন, প্রত্যেককে সমভাবে স্নেহ করিতেছেন। তাঁহার জ্ঞানও নির্ব্বিকার। তিনি আমাদের অবস্থা জানিলেন ইহা সত্য নহে, অজ্ঞান মনুষ্যেরই জ্ঞান জন্মে। তিনি স্বয়ং জ্ঞান, জ্ঞানী নহেন, সেইরূপ তিনি শান্ত অথচ কর্ম্মী। তিনি কোথাও যান না, কাহাকেও পরিশ্রম সহকারে সেবা করেন না। পা নাই, চলিবেন কিরূপে? হাত নাই, কার্য্য করিবেন কিরূপে? অথচ এই প্রকাণ্ড বিশ্বরাজ্যের সমস্ত কর্ম্ম এবং অসংখ্য জীব পালন তাঁহারই শক্তিতে ও নিয়মে হইতেছে। ভক্তজীবনে যত লীলা সকলই তাঁহার খেলা। তিনি মনুষের ন্যায় কর্ম্ম করেন না, কিন্তু তাঁহার প্রেম ও বাৎসল্য ভাব বিভিন্ন অবস্থাতে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। প্রকাশে বিচিত্র, কিন্তু স্বরূপেতে তিনি এক"। [ঐ ৩৮। ৩৯ পৃ]।

৮। ঈশ্বরের শক্তিতে ঈশ্বরের নিয়মে সমুদায় সম্পন্ন হইতেছে, তিনি স্বয়ং অচঞ্চল শান্তভাবে স্থিতি করিতেছেন।

"ব্রহ্মের শান্তবক্ষে চাঞ্চল্য অথবা বিকার জন্মিতে পারে না, সংসারের প্রতি আসক্তি অথবা ঘৃণা, অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ তাঁহার পক্ষে উভয়ই অসম্ভব। তিনি স্থির গম্ভীর প্রশান্ত অনন্তসাগর, প্রবৃত্তির তরঙ্গ তাঁহাতে উত্থিত হয় না। তিনি স্বার্থত্যাগী ফকির, এমন আর নাই। * * * * তিনি কঠোর ফকীর নহেন, প্রেমিক উদাসীন। সন্তানপালনের সমুদায় উপায় করিতেছেন, কিন্তু নিজে অনাসক্ত। হাজার লোক কাঁদিয়া উঠিলে তাঁহার ক্লেশ হয় না, হাসিয়া উঠিলে তাঁহার উল্লাস হয় না। সৃষ্টির বিচিত্র ঘটনার মধ্যে উদাসীন মহাদেব উচ্চ বৈরাগ্য পর্ব্বতে যোগাসনে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যদি প্রলয় দশা প্রাপ্ত হয়, তথাপি ব্রহ্মাণ্ডপতি স্থির থাকিবেন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের যদি মৃত্যু হয়, তথাপি তাঁহার মন মানুষের ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া কাঁদিবে না। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে কত রাজ্যের বিনাশ হইল, কত দেশ সমভূমি হইল; কিন্তু সর্ব্বরাজ্যেশ্বর সুস্থির ও শান্তভাবে বিরাজ করিতেছেন। নির্গুণ ও নির্ব্বিকার ব্রহ্ম অন্ধ ও বধিরের ন্যায় কিছুই দেখিলেন না শুনিলেন না, যেমন ছিলেন ঠিক তেমনি রহিলেন। ব্রহ্মের বাহ্যিক লীলা দেখিতে কি চমৎকার! কি আশ্চর্য্য বিচিত্রতা ও ব্যস্ততা! কত কার্য্য, কত ঘটনা, কত রূপ, কত গুণ, কত শক্তি! ঘোর সংসার! ব্রহ্মের অন্তর কি গভীর। একটু চাঞ্চল্য নাই, এক রূপ এক ভাব, এক নিস্তব্ধ অচল

পদার্থ। গভীর সমাধি! মনে হয় যেন বহির্বাটিতে কার্য্য ধূমধাম, প্রেমের বাজার, সংসারলীলা অনন্ত ঐশ্বর্য্য, কেবল শক্তি ও প্রেমের অবিশ্রাম উচ্ছ্বাস, কিন্তু অন্তঃপুরে এক মৌনী নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বাহিরের সমুদায় কার্য্য সুচারু নিয়মে চলিতেছে। মনুষ্য যথারীতি পরিশ্রম করিয়া ধনধান্য সঞ্চয় করিতেছে, ভক্তেরা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে প্রার্থনা ও সাধন ভজন করিয়া পরমার্থ ও ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিতেছেন। ব্রহ্ম নিজে নির্লিপ্ত, অথচ তাঁহার সমস্ত রাজ্য, সমস্ত সংসার চলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন হইতেছে। তাঁহার নিয়মে সূর্য্য আলোক এবং উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে, বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে, সমুদ্র দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য বহন করিতেছে। তাঁহার নিয়মে ব্রহ্মাণ্ড চলিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তাঁহার স্নেহগুণে তাঁহার পালনী শক্তিতে মাতার স্তনের ভিতর দিয়া শিশুকে পোষণ করিবার জন্য দুগ্ধ আসিল, শিশু ঐ দুগ্ধ পান করিল এবং পরিতুষ্ট হইল, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত রহিলেন।" [ঐ ৩৯।৪০ পৃ]।

প্রাপ্ত।

বেদী ও বর্ত্তমান আন্দোলন সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

ব্রহ্মমন্দিরের বেদী সম্বন্ধীয় আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত, এজন্য আন্দোলনকারী দিগকে কয়েকটী কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাঁহারা আন্দোলনের স্রোতে পড়িয়া সত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলেন ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

আচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণের অব্যবাহিত পরবর্ত্তী রবিবার হইতে ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য কি প্রণালীতে সম্পাদিত হইবে প্রেরিত দরবারে তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক হইয়া উঠে। ২৮ শে পৌষ শুক্রবার সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই নির্দ্ধারণ হয় "আমাদের নেতা ও আচার্য্য স্বর্গারোহণ করিলেও তিনিই নেতা এবং আচার্য্য, অতএব ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী শূন্য রাখিয়া উপাচার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র বেদী নির্ম্মিত হয়।" এক জন প্রেরিত স্বর্গীয় আলোকে বেদী শূন্যরাখা সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, অন্য অনেক জন প্রেরিত আলোক লাভ করিয়া সেই প্রস্তাবে সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি দেন, কিন্তু কয়েকজন প্রেরিত যে এবিষয়ে আলোক লাভ করেন নাই, নিষেধও প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারাও এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন। তদনুসারে নির্দ্ধারণ হইয়া যায়। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে দরবারের নির্দ্ধারণ হয়, সেই নির্দ্ধারণ অনুসারে কার্য্য হইয়া থাকে। একজন সভ্যের কোনরূপ আপত্তি থাকিলে নির্দ্ধারণ হইতে পারে না. সেই দিবস দরবারের ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ব্যতীত সমুদায় প্রেরিত উপস্থিত ছিলেন, সকলে মিলিয়া এই নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার পরবর্ত্তী দরবারেই ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপস্থিত হন, তাঁহার সম্মুখে উক্তনির্দ্ধারণ পঠিত হইয়া স্থিরীকৃত হয়। তখন তিনি বেদী শূন্যরাখা বিষয়ে তিনি কোন রূপ আপত্তিই করেন না ও কোন কথা বলেন না। তাহার পর হইতে তিনি এক মাস কাল সেই নির্দ্ধারণ অনুসারে মন্দিরে উপাসনা কার্য্য করিয়াছেন। তদনন্তর সকলের অমতে ও অজ্ঞাতসারে দরবারের পবিত্র বিধি লঙ্ঘন করিয়া তিনি আচার্য্যের বেদীতে আরোহণ করিয়া বসেন। তাহাতেই ভয়ানক আন্দোলন ও বিবাদ উপস্থিত হয়। বিধানমণ্ডলীসম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপ শ্রীদরবারে প্রেরিতবর্গের সর্ব্বসম্মতিক্রমে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে, ব্যক্তি বিশেষের মতে বা প্রত্যাদেশে কখন হইতে পারে না। সেই দিন যখন নির্দ্ধারণ হয় একজন লোকের আপত্তি থাকিলে তাহা হইতে পারিত না, কেহ তাহা পাপ বা অন্যায় বুঝিলে অবশ্য আপত্তি করিতেন ও নির্দ্ধারণ হইতে দিতেন না। আচার্য্যদেব আমাদের চিরকালের আচার্য্য ও নেতা, এই স্বর্গীয় সম্বন্ধ অন্তরে বাহিরে রক্ষা করিবার জন্যই মন্দিরের বেদী শূন্য রাখা সম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণের মূল উদ্দেশ্য এক মাসকাল এই পবিত্র নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে কাহার মুখে কোন একটী কথা শুনিতে পাওয়া যায়নাই, যাই ভাই প্রতাপ চন্দ্র স্বেচ্ছাক্রমে হঠাৎ বেদীতে আরোহণ করিয়া বসিলেন, ২।৩জন প্রেরিত তাঁহার সঙ্গে যোগ দান করিয়া উক্ত নির্দ্ধারণের ও আদেশের প্রতিবাদ করিলেন। কেহ কেহ নির্দ্ধারণসম্বন্ধীয় স্বর্গীয় আলোক ও প্রত্যাদেশকে একেবারে অস্বীকার এবং অগ্রাহ্য করেন, কেহ বা বলেন তখন অনেকে আদেশ পাইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এ নির্দ্ধারণটী আচার্য্যদেবের অভিপ্রেত নহে। আচার্য্য দেবের আত্মা এই কথা তাঁহাকে বলিয়াছেন। যাঁহারা আদেশকে একেবারে অবিশ্বাস ও অগ্রাহ্য করেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই, আচার্য্যদেবের উক্তি পুরাতন ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে এস্থানে উল্লিখিত হইতেছে। "আমাদের মধ্যে দুই প্রকার লোক আছে, কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট। বিশ্বাসীরা কাথলিক শব্দবাচ্য। যাঁহারা ভিতরে ভিতরে বিশ্বাস করিতে চাহেন না তাঁহারা প্রোটেষ্টাণ্ট। প্রকাশ করিয়া আমি বলিতেছি, আমাদের মধ্যে কয়েকটী লোক থাকিবে যাঁহাদের সাক্ষাৎ আদেশ হইবে। তাঁহারা পরীক্ষা দিয়া আপনাদের সত্য প্রমাণ করিবেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ইনফলিবল স্বীকার করাইবেন। নববিধা-

নের মধ্যে এপ্রকার লোক ৫০ জন থাকিতে পারে। কাহার পাঁচ বিষয়ে ও কাহার পঞ্চাশ বিষয়ে প্রত্যাদেশ হইবে। আমি এই প্রকার লোকের মধ্যে একজন। আমার বৈরাগ্য ও প্রত্যাদেশসম্বন্ধে আমি কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে দিব না। আমার বৈরাগ্য ও প্রত্যাদেশসম্বন্ধে যদি কেহ প্রতিবাদ করেন আমি তাহা মিথ্যা বলিব। আমি সম্পূর্ণরূপে পরীক্ষা দিব, পরীক্ষার পরে প্রতিবাদ করিবেন, ইত্যাদি। যিনি বলেন প্রত্যাদেশ হইয়াছে কিন্তু সেটী আচার্য্যদেবের অভিপ্রেত নয়। আমরা জিজ্ঞাসা করি প্রত্যাদেশ ও আচার্য্যদেবের অভিপ্রায় কি এক নহে, না দুই বিপরীত পদার্থ? যদি প্রত্যাদেশের বিরোধী আচার্য্যের অভিপ্রায় হয় তবে আচার্য্যকে তিনি কি ভাবে দেখেন? যিনি প্রথমে আলোক প্রাপ্ত হন নাই, না পাইয়াও নির্দ্ধারণে সম্মতি দিয়াছেন, অল্পক্ষণ পরেই নির্দ্ধারণটি প্রবিডেন্সিয়াল হইয়াছে বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এক মাস দেড় মাস তদনুরূপ কার্য্য করিয়া পরে ভাই প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিয়া সেই নির্দ্ধারণের বিষম প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাঁহাকে আর আমরা কি বলিব? কিন্তু এইটি মনে করা উচিত যে যাঁহারা ভিতরে ভিতরে এমন অবিশ্বাস ও প্রতিবাদ পোষণ করিতেছেন, নির্দ্ধারণটীর সময়ে যে তাঁহাদের সকলের মুখ বন্ধ হইল, ইহাতে কি বিধাতার কৌশল নাই? আচার্য্যদেবকে মণ্ডলীর মধ্যে জীবিত রাখিবার জন্য বিধাতা কি তাঁহাদের মুখ চাপিয়া রাখেন নাই? প্রত্যাদেশ কি কেবল অন্তরেই হয়, না ঘটনার ভিতর দিয়াও ঈশ্বরের আদেশ ও অভিপ্রায় আসিয়া থাকে? কেহ কেহ বলেন যে আচার্য্যের সঙ্গে আমাদের সকলের সম্পূর্ণ যোগ রহিয়াছে, কেহই তাঁহাকে অস্বীকার ও অমান্য করেন না। কিন্তু তাঁহার নিজের প্রার্থনা, উক্তি ও পত্রাদি এই কথার বিপরীত সাক্ষ্য দান করে। তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন যে ইহাঁরা আমাকে একেবারে অস্বীকার করিল, নেতৃত্ব পদ হইতে তাড়াইয়া দিল। দীর্ঘকাল তিনি প্রেরিতমণ্ডলীর সঙ্গে উপাসনা বন্ধ করিয়াছিলেন কেন? অনুতাপব্রত ও নব বর্ষের ব্রত অস্বীকার করাতে দুঃখ ক্লেশে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন কেন? হিমালয় হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে চাহেন নাই কেন? প্রেরিতবর্গ তাঁহার ধর্ম্ম লইল না বলিয়া পুনঃপুনঃ বন্ধুদিগকে শোকপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন কেন? প্রমাণস্বরূপ একখানা পত্র এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "ঘরে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর। সে এক ভাব আর এ এক ভাব। কলিকাতায় কি আকর্ষণ আছে? দেখা যাউক আছে কি না? থাকিলেই আমি টানে পড়িব। যদি না থাকে সর্ব্বনাশ। মনে হইল যেন আমার দল বিষ্ঠা ভিক্ষা করিতেছে। ছি ছি ছি ছি! বলে কাপড় দেও, টাকা দেও, উচ্চ পদ দেও, বাহবা দেও, বাহাদুর উপাধি দেও, অর্থাৎ বিষ্ঠা দেও। আমি দিতে পারি না, দিব না। এই জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে বল? কোটি টাকার সোণার স্বর্গ দিয়াছি। এখন ময়লা দিব, কি লজ্জার কথা।" আচার্য্যদেব স্বর্গারোহণের কয়েক দিন পূর্ব্বে প্রেরিতবর্গকে ফেলিয়র বলিয়া সুন্দর প্রশংসাপত্র দিয়াছেন তাহা কি কাহার মনে নাই?

পিতা পুত্র পবিত্রাত্মা এই তিনকেই যে গ্রহণ করিতে হইবে, সমুদায় ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মাত্মাদের সঙ্গে যোগ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, আচার্য্য প্রদর্শিত ঈশ্বর এক, শাস্ত্র এক, মণ্ডলী এক ইত্যাদি বিধানের মূল মত গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সাধন করিতে হইবে, তাহা না হইলে যে ধর্ম্মসমন্বয়ের বিধান নববিধান হয় না। আর সমুদায়কে পরিত্যাগ করিয়া পবিত্রাত্মাকেমাত্র স্বীকার করিলে যে সেই পুরাতন বা মোহম্মদীয় বিধান হয়, এবং নববিধান ও বিধান প্রবর্ত্তককে খণ্ডন করা হয় ইহা কেহ কেহ একেবারে বুঝেন না। তাঁহার সংহিতা মান্য করিব না, তাঁহার বিধি ও মত অনুসারে চলিব না, অথচ আমি তাঁহার একান্ত অনুবর্ত্তী ও অভিপ্রায়ের পক্ষপাতী ইহা আমরা কিছুতেই মনের সহিত মিলাইয়া উঠিতে পারি না। সংহিতানুসারে জীবনে কাষ না করিয়া শুদ্ধ তাহার স্পিরিট ভাবিলে তাহাকে স্পিরিট করিয়া একেবারে শূন্যে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। আচার্য্যদেবের তিরোধানের পর হইতে বেদী সম্বন্ধীয় আন্দোলনের সুযোগ পাইয়া এক এক জন প্রাধান্য ও স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক আচার্য্যদেবের সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইতে চেষ্টা করিতেছেন বড় দুঃখের বিষয়।

যাহা হউক আনুষঙ্গিক অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম, বেদী সম্বন্ধীয় গোলযোগ মিটিয়া ভাই প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে মন্দিরে একত্র উপাসনাদি হওয়ার একটি উপায় দেখা যাইতেছে। এইক্ষণ সম্মিলনের জন্য দুই পক্ষই কিছু কন্সেশন করিতে প্রস্তুত আছেন। বেদীশূন্য রাখার পক্ষীয় লোকেরা বলিতেছেন, সেই স্থানে কেহ বসিবেন না, বেদীর পার্শ্ব বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া যাইবে, তাহাতে বসিয়া উপাচার্য্য কার্য্য করিবেন। উহা দৃশ্যে আর স্বতন্ত্র বেদী থাকিবে না, এক বেদীরূপে পরিণত হইবে। ভাই প্রতাপচন্দ্র বলিতেছেন, আচার্য্যের আসন ও আচার্য্যের স্থান পরিত্যাগ করিয়া তিনি সেই বেদীর মধ্য ভাগে বসিবেন, নূতন কিছু হইতে পারিবে না। যে আকারে বেদী নির্ম্মিত,

তাহাতে এক জন ভিন্ন দুই জন বসিবার স্থান নাই, আচার্য্যের স্থান শূন্য রাখিয়া অন্য এক জনের বসা এক প্রকার অসম্ভব ও অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য। বিশেষতঃ নির্দ্ধারণসমর্থনকারী লোকদিগের তাহাতে অমত। পার্শ্ব বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে সকলেরই মত, তাহা করিলে অতি সুন্দরও দেখায় কোন অসুবিধাও হয় না। এইরূপ ভাই প্রতাপচন্দ্রের মত হইলেই উভয় পক্ষ মন্দিরে উপাসনায় একত্রিত হইতে পারেন, সকল গোল মিটিয়া যায়। মণ্ডলীর কল্যাণের জন্য ভাই প্রতাপচন্দ্রের এ বিষয়ে সম্মতি দান করা একান্ত আবশ্যক। আগামী ভাদ্রোৎসবে যাহাতে এই উপায় অবলম্বিত হইয়া সকলে বিধানমন্দিরে সম্মিলিত হন তজ্জন্য সমুদায় বিধানবাদী ব্রাহ্মের বিশেষ যত্ন করা প্রয়োজন।

মহিলার প্রার্থনা।

হে ভক্তবৎসল হরি, আমার জীবনের প্রায় দিন শেষ হইতে চলিল, আমার কার্য্য কিছু হইল না। ভবে আসিয়া কি করিলাম, শেষ সময় কিছু কার্য্য করিয়া যাইতে পারিলে হয়। যখন সূর্য্য গগণে উদিত হয় তখন মানুষ আর শয্যায় শয়ন করিয়া থাকে না, রজনী প্রভাত হইলে আর নিদ্রা যায় না। কার্য্য করিতে হইবে, কর্ম্মক্ষেত্রে যাইতে হইবে সকলে ব্যস্ত, যাহার যাহা কার্য্য সে তাহাই করে। রাজা রাজপাটে বসেন, প্রজার কার্য্য প্রজা করেন, মুটে মোট বয়, ব্রাহ্মণ বেদ পড়েন, কাঠুরে কাঠ কাটে, এই প্রকারে সকল নর নারীর কার্য্য তুমি স্থির করিয়াছ। যেন সূর্য্যদেব প্রতাপান্বিত হইয়া রাজসিংহাসনে বসিয়া সকলকে শাসন করিতেছেন। তিনি ঘড়ি ধরিয়া বসিয়াছেন, সকলকে শাসন করিতেছেন আর বলিতেছেন যে শীঘ্র কার্য্য করিয়া লও, ব্রহ্মাণ্ডের আপিস বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইব। এই কথা শুনিয়া সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। বড় বাজারে বেলা দুই প্রহরের সময় যাইলে এক রকম গোলমাল ব্যস্ততা, রাত্রি ১০ টার সময় যাইলে সকল নিস্তব্ধ। গঙ্গার ঘাটে যাইলে দেখা যায় সকলে ব্যস্ত, জাহাজে মাল বোঝাই করিতেছে, সময় হইলে আর তরি থাকিবে না, ইহার জন্য মানুষগুল ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, চীৎকার করিতেছে। যত শ্রান্ত ক্লান্ত মানুষ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বাড়ী আসিয়া বিশ্রাম করে, সকল মানুষে রজনীতে নিদ্রা যায়, রাত্রি কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইবার জন্য। হে মাত, আমার জীবন সূর্য্যের অনেক গুলা ঘণ্টা বাজিল, কার্য্য এখন কিছুই হইল না। যাহাতে শীঘ্র কিছু কার্য্য করিতে পারি এমন আশীর্ব্বাদ কর। মা, তুমি কি বলিতেছ, আমি ভাল শুনিতে পাই না। আমি দূরে রহিয়াছি। মা, তোমার যত নিকটস্থ সন্তান তোমার কথা শুনিতে পাইয়া কার্য্য করেন, মাতা তোমার সুমিষ্ট সুন্দর মৃদুস্বর আমি ভাল করে শুনিতে পাইতেছি না, কারণ মোহকোলাহলের ঢাক বাজিতেছে। তুমি আর নিকটে এসে আমায় বল কি করিব, কোন কার্য্য করিব। মাত, জীবনসূর্য্য অস্তগত হইলে আর কার্য্য করা হইবে না, তবে কেমন করিয়া তোমার পরিবারের ভিতরে গিয়া তোমার শান্তিধামে যাইয়া বিশ্রাম করিব। আমাকে আশীর্ব্বাদ কর। সময় থাকিতে যেন কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র করিতে পারি, মৃত্যুর সময় যেন অনুতাপ করিতে না হয়।

আলোচনা।

ময়মনসিংহ।

সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত।

সকল কার্য্যই ঈশ্বরেতে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহাকে ছাড়িয়া কোন কার্য্য করিলে তাহা স্বার্থপরতা হইয়া পড়ে। ঈশ্বরের সহবাসজনিত আনন্দ উপভোগের জন্য সর্ব্বদা সচকিত ও ব্যাকুল হইয়া থাকিতে হইবে। সমুদায় বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সাধ্যানুসারে চেষ্টার সহিত ঈশ্বরকে দর্শন করিতে হইবে। ইহার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সময়কে অকাতরে ব্যয় কবিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ঈশ্বরকে প্রত্যেক দিবস কিঞ্চিৎ নূতন ভাবে অনুভব করিতে হইবে।

প্রেম ভিন্ন আনন্দ নাই। ঈশ্বরপ্রেমই যথার্থ পবিত্র আনন্দ ও সকল প্রকার বাধা বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র পবিত্র ও যোগ্য উপায়।

অটল ও চিরস্থায়ী চেষ্টার সহিত ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া সমুদায় কার্য্য করিতে সদা যত্নবান্ থাকিতে হইবে। ইহাতে নিরাশ হইতে হইবে না। ইহা অল্প সময়ের সাধনের কর্ম্ম নহে। কঠোর তপস্যা ও দিবারাত্রি চেষ্টা দ্বারা উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বরের প্রসাদে উহা হইবে। প্রেম ও জীবন্ত বিশ্বাস ব্যতীত কখন ঈশ্বরসহবাস ও দর্শন হয় না।

ধর্ম্মানুমোদিত, দেশোপকারী দশ সদনুষ্ঠানের সময়েও আমরা ধর্ম্মরাজ্যসম্বন্ধে সহজে অরণ্যে পড়িয়া থাকিতে পারি।

সরল অর্থাৎ প্রকৃত সোজা ভাবে একাগ্রমনা হইয়া ঈশ্বরকে অন্বেষণ করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে পাওয়া যায়। যত বক্রই কেন না থাকি আধ্যাত্মিক জগতের দ্বার দিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতে গেলে সকলের সোজা না হইয়া যাইবার উপায় নাই। একেবারে সরলরেখার ন্যায় সরল হইয়া তাহার দিকে মুখ করিয়া থাকিতে হইবে।

পুনর্জীবিত হইলে আধ্যাত্মিক চক্ষু ফুটিলে আমরা আমাদের লক্ষ্যকে চতুর্দ্দিকে প্রতিবস্তুতেই দেখিতে পাই। আমাদের চক্ষু ফুটে নাই, এই নিমিত্ত আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত রহিয়াছি। নাথ, আমার চক্ষু ফুটাও, কিসে ফুটিবে আমি কিছুই জানি না, তুমি সকলই জান, আমাকে তোমায় দেখিতে দেও। এইরূপ প্রার্থনা চাই।

স্বাধীন ভাবে প্রত্যেক সত্যকে পালন করিতে হইবে ও প্রত্যেক কার্য্য করিতে হইবে। অন্য কোন ভাব চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। অহঙ্কারের নিমিত্ত ও স্বার্থপরতার নিমিত্ত নয়।

প্রেরিত।

মহাশয়!

বিগত রবিবার অপরাহ্নে প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আশ্রমে গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া যেরূপ উপকার লাভ করিয়াছি এখন প্রার্থনা করি সে উপকার জীবনে বিশেষ ফলপ্রদ হউক। মহর্ষি এখন চুঁচুড়ার কমিশনর সাহেবের বাড়ী নামে আখ্যাত ভবনে অবস্থিতি করেন। তিনি যেখানেই থাকুন না কেন তাঁহার আবাসস্থান এখন যে প্রকৃতপক্ষেই আমাদিগের পক্ষে তীর্থ স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহর্ষির সুগম্ভীর ও অতি শান্ত মূর্ত্তি, উজ্জ্বল মুখজ্যোতি এবং সমাধিস্থ ভাব দেখিলে বোধ হয় তিনি নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং দিবা নিশি সশরীরে স্বর্গবাস করিতেছেন। যখন প্রথমে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইলাম, তখন নানা প্রকারের ভাব আসিয়া মনকে এত নিপীড়িত করিতে লাগিল যে কণ্ঠ অবরোধ হইয়া গেল এবং অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা অবরোধ করা অসাধ্য হইয়া পড়িল। তখন সেই পঁচিশ বৎসরের পূর্ব্বে ধর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থার সুখের কথা সকল একখানি ছবির মত মনের সম্মুখে উপনীত হইল। মনে হইল হায়! তখন একটি বৃক্ষের উপর দুইটি সুন্দর পাখীকে দেখিতাম, তাঁহারা দুই জনেই সখ্যভাবে বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিতেন এবং সুমিষ্ট গান করিতেন, তাঁহাদিগের অপূর্ব্ব গান শুনিয়াই আমার মত পাষণ্ড পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়া ধন মান যৌবন পিতা মাতা আত্মীয় কুটুম্ব এবং স্বদেশ ও গৃহ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়াছিল। তাঁহাদিগের দুই জনকে অভিন্ন জানিতাম, তাঁহাদের এক জনকে তো এখন সম্মুখে দেখিতেছি, আর এক জন কোথায়! ভাবযোগে যতই তাঁহার সেই অনুপম সুন্দর মুখ মনে হইতে লাগিল, ততই প্রাণ আকুল হইতে লাগিল। সেই যে ব্রহ্মকল্পতরু যাঁহাকে আমাদিগের পক্ষীদ্বয় অবলম্বন করিয়া থাকিতেন তাঁহাকেও মনে পড়িল। অনেকক্ষণের পর মন একটু শান্ত হইলে মহর্ষি বলিলেন "এখন আমার এই পৃথিবীর সহিত যোগ ক্রমেই কাটিয়া যাইতেছে, পূর্ব্বে দুইটি চক্ষু ছিল এখন অর্দ্ধখানি হইয়াছে, দুইটি কর্ণ ছিল এখন তাহা খুব কমিয়া আসিয়াছে, শরীরের সহিত ও আর তত যোগ নাই। এখন সেই স্থানে নিয়ত বাস করিতেছি, যথায় দুই দিন পরে একেবারে যাইতে হইবে এবং অনন্ত কাল থাকিতে হইবে"। সে স্থানের সৌন্দর্য্যের কথা অনেক বলিলেন এবং বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ উৎসাহ ও প্রেমে পূর্ণ হইল। তিনি অনেক সংস্কৃত ও পারস্য শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, ব্রহ্ম বৃক্ষের ন্যায় স্থির, তিনি অনন্ত আকাশে আছেন, অথচ কিছুমাত্র গোল করেন না, চঞ্চল নন, যাঁহার মন তাঁহারই মত স্তব্ধ ও একেবারে অচঞ্চল হইয়াছে তিনি কেবল দিব্য চক্ষু দিয়া তাঁহাকে অবিরত দর্শন করেন এই ব্রহ্ম হইতে অনবরত নাদ উঠিতেছে যোগী আত্মার কর্ণ সেই অপূর্ব্ব নাদ শুনিয়া সুখী হইতেছে। এই সময়ে তিনি গুরু নানক কর্ত্তৃক উল্লিখিত অনাহত শব্দের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বৃক্ষের ভিতর হইতে, ফল পুষ্প হইতে, পক্ষীর সুমিষ্ট স্বরের মধ্যে সেই একই নাদ শুনা যাইতেছে, সেই প্রিয়তমের কথা সকলেই বলিতেছে। তাহা কি অপূর্ব্ব স্থান যেখানে এই নাদ শুনা যায়, উহা পৃথিবী নহে। এ অবস্থা একটী পুরস্কারস্বরূপ খেলাতস্বরূপ সেই রাজাধিরাজ কেবল তাঁহাদিগকেই প্রদান করেন যাঁহারা তাঁহার জন্য অনেক দিন পরিশ্রম করেন।" আমি বলিলাম খেলাতটি খুব ভাল বটে, কিন্তু কয় জনের ভাগ্যে উহা ঘটে? অত পরিশ্রম না করিতে পারিলে তো আর তাহা লাভ করা যায় না। তিনি উত্তর করিলেন "অবশ্য প্রথমে অশ্রুপাত করিয়া রোপণ করিতে হইবে। কিন্তু আমি বলিতেছি তোমরা চেষ্টা কর পরিশ্রম কর তোমরাও তাহা পাইবে।" মহর্ষি পূর্ব্ব কালের অনেক ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন "সে সমস্ত কথা আমার খুব মনে আছে।" তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম যে দিন আপনি আচার্য্যদেবকে দেখিতে গিয়াছিলেন, সেই দিন আমি আপনাকে শেষ দর্শন করিয়াছি। তাহা শুনিয়া তিনি উত্তর করিলেন যে "সে দিন আমি কি আর কিছু দেখিয়াছিলাম। আমার চক্ষু কেবল তাঁহারই রূপ দেখিয়াছে, এবং কর্ণ তাঁহারই কথা শুনিয়াছে, আমি কি তখন আর কোন পদার্থ দেখিয়াছিলাম।" আমি বলিলাম, আমরা প্রথমে কেবল দুই জনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া সকল ছাড়িয়া ধর্ম্মরাজ্যে আসিয়াছিলাম, তাহার একজনকে আর এ চক্ষু দেখিতে পাইতেছে না, আবার কবে কি হয়, এখন অবশিষ্ট ব্যক্তিকে দেখিয়া চক্ষুকে সফল করিবার জন্য অদ্য আসি-

য়াছি। পিতা মাতার নিকট সন্তান চিরকালই ক্ষুদ্র থাকে, আমরা আপনার নিকট চিরকালই ক্ষুদ্র ও স্নেহের পাত্র। তিনি অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যেন ইহলোক ছাড়িয়া পরলোকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইহলোকে থাকিয়া যোগবলে পরলোকে বাস করিবার কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, স্বর্গীয় আচার্য্যদেবও দেহত্যাগের অল্প পূর্ব্বে এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন। অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি বিদায় হইবার পূর্ব্বে বলিলেন "তোমাকে একটি কথা বলিয়া দিব।" পরে আমার নিকট উপনীত হইয়া মস্তকে হস্ত দিয়া বলিলেন "আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তিনি (ব্রহ্মানন্দ) তোমার জীবনে যে বীজ রোপণ করিয়াছেন, তাহা অঙ্কুরিত হউক।" তাদৃশ মহাত্মার তদ্রূপ সুপ্রসন্ন আশীর্ব্বাদে সমস্ত শরীর শীতল হইল, নানা প্রকার আন্দোলনে ক্লিষ্টজীবন যথেষ্ট আশা এবং শান্তি লাভ করিল এবং বার বার এই ভাবিয়া আনন্দ হইল যে এমন মহা বাক্য কখনই বিফল হইবে না। এখন দয়াময় কৃপা করুন। আসিবার সময় আমার মন ভাবে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত আন্দোলিত হইতে লাগিল, মহর্ষির অবস্থা ও ভাব দেখিয়া ঈশার প্রিয়তম শিষ্য জনের কথা মনে পড়িল। তিনি শতাধিক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইফিসাস নগরে বাস করিতেন, তাঁহার দর্শন ও শ্রবণ শক্তি প্রায় ছিল না, শরীর পর্য্যন্ত যেন ভাবময় হইয়াছিল। যাহার সহিত দেখা হইত কেবল এই কথাই বলিতেন "বৎসগণ পরস্পরকে প্রীতিকর।"

সংবাদ।

কুড়িগ্রাম নববিধানসমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ২৮এ আষাঢ় শনিবার হইতে ৪ঠা শ্রাবণ শুক্রবার পর্য্যন্ত তথায় উৎসব হইবে। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় এবং ভাই রামচন্দ্র সিংহ তথায় গমন করিয়াছেন। উৎসবের বিশেষ বিবরণ আমরা আগামী পক্ষে বিস্তারিতরূপে সকলকে অবগত করিতে যত্ন পাইব।

বিগত পক্ষে, প্রচারের সাহায্য জন্য নিয়মিত মাসিক দান ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ দান প্রচার ভাণ্ডারে আসিয়াছে, আমরা দাতাদিগকে কৃতজ্ঞ অন্তরে বার বার নমস্কার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা ১৲
" " তিনকড়ি সেন, যোড়পুকুর ১৲
" " চন্দ্রমোহন মজুমদার, কলিকাতা ৫৲
" " বেণীমাধব রায়, বাক্তা ২৲
" " কৈলাসচন্দ্র বসু, রংপুর ২৲
" " মহেন্দ্রনাথ নন্দন, কলিকাতা ১৲
একটি হিন্দু মহিলা, কলিকাতা ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভারতচন্দ্র সরকার, মণ্ডগা ১৲
শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, কলিকাতা ১৲
শ্রীযুক্ত বাবু বেহারীলাল মজুমদার, ঐ ৫৲

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু গত রবিবার চুঁচড়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

বরিসালে একটি নববিধান সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। আপাততঃ উহার কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কালীকুমার বসুর বাসাবাটীতেই হইতেছে।

ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় মায়মনসিংহ সমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তথায় গমন করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন।

ভাই কালী শঙ্কর দাস, টাঙ্গাইল এবং তন্নিকটস্থ পল্লিগ্রামে সমূহে প্রায় দুই মাস কাল নববিধানের সুসমাচার প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন।

কটকে উড়িষ্যা ব্রাহ্মসমাজ হইতে 'সেবক' নামক উড়িয়া ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইতেছে। নববিধানের সত্য সকল উত্তমরূপে তথাকার লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়াই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। পরিশ্রমকারী ব্যক্তিদিগের উপর ঈশ্বর স্বয়ং বলবিধান করিয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে এক দিন আচার্য্যপরিবারস্থ কোন ব্যক্তির সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মহাত্মার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরমহংস তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া উঠেন ও স্নেহভরে বলেন "হায়! আমায় এই সকল দেখিতে হইল। কেশব যাওয়াতে আমার অর্দ্ধেক চলিয়া গিয়াছে। আমি লোকের নিকটে এত পরিচিত যে লোক জন আমার নিকটে আইসে এ সকল কেশব করিয়াছে, নতুবা আমাকে কে চিনিত?" ইত্যাদি অনেক কথা বলেন ও স্নেহ মধুর বচনে নানা কথা জিজ্ঞাসা করেন।

আমরা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র দাস এবং তথাকার অপর কয়েকটি উৎসাহী ব্রাহ্ম বালেশ্বরে এবং নিকটস্থ গ্রাম সকলে খুব উৎসাহের সহিত নববিধানের সত্য সকল প্রচার করিতেছেন। বালেশ্বর জেলার মধ্যে পাঁচটি নববিধানসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। আমাদের ভ্রাতারা মধ্যে মধ্যে সদলে সেই সকল সমাজে যাইয়া উপাসনাদি করিয়া থাকেন। আমরা নববিধানাশ্রিত সমস্ত ব্রাহ্মকেই বালেশ্বরস্থ ভ্রাতাদিগের সদ্দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি। বালেশ্বরে উড়িষ্যা ভাষায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা নিয়মিতরূপে বাহির হইতেছে। দয়াময় ঈশ্বর ভ্রাতাদিগের সাধু কার্য্যে সহায় থাকুন।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

// ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

২০ ভাগ । ১৫ সংখ্যা। | ১৬ ই শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৮০৭ শক । | বাৎসরিকঅগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে ধর্ম্মরাজ, তুমি আমাদিগের নিকটে পুণ্য জীবন চাহিতেছ। আমরা ঈদৃশ জীবন কোথা হইতে দিব। পাপ কুঅভ্যাস যাহাদিগের অস্থি মধ্যে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, তোমার করুণার প্রবল স্রোত ভিন্ন কে আর সে গৃহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। তুমি যুগে যুগে পাপিগণের পাপ আপনি হরণ করিয়া আসিতেছ। তোমা বিনা কে আর পাপীকে পুণ্যবান্ করিতে সক্ষম। প্রভো, বুঝিতেছি, অণুমাত্র পাপ রাখিলে আর চলিতেছে না। ব্রহ্মচর্য্য পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন। কাম, ক্রোধ, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি আর এত বয়সে যদি জীবনে রাজত্ব করিল, তবে কি হইল? তুমি একমাত্র নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক, মনুষ্য পাপপ্রবণ ইহা জানি, কিন্তু তাই বলিয়া কাম ক্রোধাদি হৃদয়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পোষণ করিবার তো কাহারও অধিকার নাই। কখন ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইবে না, লোভ আসিবে না, হিংসা অন্তরের শান্তি হরণ করিবে না, এরূপ অবস্থা যে একান্ত সম্ভবপর। যাহা সম্ভব, তুমি তাহাই আমাদিগের নিকট চাহিতেছ, আমরা তাহাতে কুণ্ঠিত ও পশ্চাৎপদ হইব কেন? যদি আমরা এরূপ অবস্থা লাভ অসম্ভব মনে করি, বা তাহা লাভ করিতে একান্ত অভিলাষী না হই, তবে তোমার করুণা কেনই বা আমাদিগের অস্থিগত পাপ কদভ্যাস ধৌত করিবে? প্রভো, তুমি জীবনের আরম্ভে যাহা প্রয়োজন তাহাই চাহিতেছ, আর যাহা কিছু সকলই তুমি আপনি দিবে। আমাদিগের আর তো তৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না। যদি কোন বিষয়ে আমাদিগের যত্ন চাই, সে কেবল পাপ হইতে আপনাকে দূরে রক্ষা করিবার জন্য। এই প্রযত্নেই আমাদিগের মনুষ্যত্ব, এই প্রযত্নেই আমাদিগের প্রকৃত স্বাধীনতা। আমরা আমাদিগের মনকে পাপ হইতে বিরত রাখিতে যত্ন করিব, তোমার করুণা আমাদিগকে তৎসম্বন্ধে বল দান করিবে, এখানেই তো আমাদিগের যত্ন ও তোমার করুণার সামঞ্জস্য। তুমি এইটুকু আমাদিগের উপরে রাখিয়া দিয়াছ, নাথ, এই টুকু দিয়া তুমি আমাদিগকে স্বাধীন করিয়াছ। আমাদিগের নিকটে তুমি আর কিছু চাও না, আমাদিগের ইচ্ছা চাও। যদি ইহা না দিতে পা... তবে আর আমাদিগের কি হইল? দীননাথ, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন আমাদিগের ইচ্ছা তোমার চরণতলে উপহার দান করিতে পারি। এই উপহারে তোমায় সন্তুষ্ট করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব এই আমাদিগের

হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা। তুমি আমাদিগের আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর, এই তব চরণে ভিক্ষা।

প্রত্যাদিষ্ট নিষ্পাপ কি না ?

ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরের কথা শ্রবণানন্তর মনুষ্য পুনরায় পাপে পড়িতে পারে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর সবিশেষ আলোচ্য। এ কালে দর্শন ও শ্রবণ যে প্রকার সহজ ব্যাপার হইয়াছে, তাহাতে নিষ্পাপত্বের সঙ্গে এ দুয়ের ঘনিষ্ঠ যোগ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যে ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি দর্শন ও শ্রবণ, যাহাতে পাপসম্বন্ধে দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ণতর, তাহাতে পাপবিরহিতত্বের পর দর্শন ও শ্রবণ হয়, এ কথা কখন বলা যাইতে পারে না। দর্শন ও শ্রবণ ঈশ্বরের অনুগ্রহসম্ভূত, পাপিসম্বন্ধে তিনি এ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন না আজ পর্য্যন্ত আমরা ইহা বলিতে পারিলাম না। আমাদের সমুদায় আশা ভরসা যখন দর্শন ও শ্রবণের উপরে সংস্থাপিত, তখন নিষ্পাপ হইব তৎপর ঈশ্বর আমাদিগকে দেখা দিবেন, তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনাইবেন, এরূপ প্রতীক্ষা আমাদিগের দ্বারা কখন হইতে পারে না। আমরা জীবনে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে আমাদিগের এই প্রতীতি হইয়াছে যে ঈশ্বর ঘোর পাপের মধ্যে আপনাকে দেখাইয়া আপনার কথা শুনাইয়া পাপীকে উদ্ধার করেন। বর্ত্তমান যুগেই এরূপ ঘটিতেছে তাহা নহে, ভূত কালের বৃত্তান্ত সমুদায় মধ্যেও আমরা এইরূপ ঈশ্বরের ক্রিয়া পাঠ করিয়া থাকি। পাপ ঈশ্বরের করুণাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না বরং তাহার বেগকে আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেয়।

পাপীর নিকটেও ঈশ্বর দেখা দেন, তাহাকে আদেশ করেন, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এক জন প্রত্যাদিষ্ট হইলেই যে নিষ্পাপ হইবেন, ইহা আসিতেছে না। এক জন প্রত্যাদিষ্ট হইতে পারেন অথচ নিষ্পাপ নাও হইতে পারেন। নববিধান যখন ঈশ্বর ভিন্ন সাধুকেও নিষ্পাপ মনে করেন না, তখন প্রত্যাদিষ্ট হইলেই নিষ্পাপ হয়, এ কথা তিনি বিশ্বাস করিবেন কি প্রকারে? মদ্য ব্যভিচারে নিপতিত হইয়া এক জন যখন আপনার পরিত্রাণসম্বন্ধে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছেন, সেই সময়ে ঘোর পাপের মধ্যে ঈশ্বর দেখা দিয়া বজ্রনির্ঘোষে তাঁহাকে সাবধান করিয়াছেন, আর তিনি সেই পাপ হইতে সহজে তাহার পর হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত যখন আমাদিগের মধ্যে আছে, তখন আমরা এতৎসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতে দূরে কেন গমন করিব? তবে এক জন বলিবেন, যে সম্বন্ধে বজ্রনির্ঘোষে আদেশ হইল, পাপী আর সে কার্য্য করিতে পারে না, সেই আদেশে তাহার সে পাপ করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। এ কথা সত্য, কিন্তু তাহার জীবনে আর দশ প্রকার পাপ হইতে পারে না, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। যদি অন্য দশ প্রকার পাপ তাহাতে সম্ভব হয় তবে আর সে নিষ্পাপ হইল কি প্রকারে? যখন অন্য দশটি পাপের সম্ভাবনা রহিল, তখন তাহার পতনের দ্বার ও উন্মুক্ত রহিল।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে কোন বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাইলে লোক একেবারে পাপশূন্য হয় না। যদি না হয়, তবে সে এক বিষয়ে প্রত্যাদেশ পাইয়াছে বলিয়া জীবন অন্য দশ প্রকার অসৎ ফল প্রদর্শন করিবে না, ইহা আমরা কখন বলিতে পারি না। যদি সমগ্র জীবনের ফল দ্বারা বিচার করিতে হয় অমুক ব্যক্তি প্রত্যাদেশ পাইয়াছে কিনা তাহা হইলে তজ্জন্য আমাদিগকে ভ্রমে নিপতিত হইতেই হইবে। দর্শন শ্রবণানন্তর যখন পাপে পড়িবার সম্ভাবনা একেবারে তিরোহিত হইল-

না, তখন ফল ঠিক হইল না বলিয়া এককালে দর্শন শ্রবণে অবিশ্বাস সমগ্র জীবনের মূলচ্ছেদের কারণ। যে বিশ্বাস অবলম্বন করিয়া আমরা জীবনের পথে অগ্রসর হইব, তাহার মূলচ্ছেদ আমাদিগের জীবনের পক্ষে কখন কল্যাণকর নহে।

আমাদিগের কোন কোন বন্ধু জীবনব্যাপী ফল ধরিয়া বিশেষ২ প্রত্যাদেশের সত্যাসত্য নির্ণয় করিবার মূলসূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এ মূলসূত্রকে একান্ত ভ্রান্ত বলি। যত দিন জীবনে পাপ আছে, তত দিন জীবনের সমুদায় ফলগুলি মধুর, উৎকৃষ্ট ও উচ্চতম হইবে, ইহা আমরা কখন আশা করিতে পারি না। যেহেতুক সমগ্র জীবনে উৎকৃষ্ট ফল দৃষ্ট হইল না, অতএব অমুক প্রত্যাদেশ মিথ্যা, এরূপ বিতর্ক প্রত্যাদিষ্ট হইলেই নিষ্পাপ হয়, এই ভ্রমজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন। বড় বড় প্রত্যাদিষ্ট মহাজনগণ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ নহেন তখন তুমি আর আমি আদেশ পাইয়াছি বলিয়া নিষ্পাপ হইয়াছি এরূপ অভিমান করিব কি প্রকারে? যখন পাপ আছে, তখন জীবনে অনেক গুলি অসৎফল লক্ষিত হইবে, ইহা আর অসম্ভব কি? তাই বলিয়া তুমি যে আমার জীবনের কোন একটি বিশেষ আদেশ অগ্রাহ্য করিবে তাহা হইতে পারে না। আমি আজ পর্য্যন্ত পাপ ছাড়িতে পারিলাম না এজন্য অনুতপ্ত হইব, ধূলি হইয়া যাইব, কিন্তু তাই বলিয়া প্রভু আমায় অমুক সময়ে যে আদেশ করিয়াছিলেন তৎপ্রতি অবিশ্বাস করিব না।

এমন সমুদায় দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে এক জনের জীবনে একটি বিষয়ে প্রত্যাদেশ হইয়াছে। হয়তো এ প্রত্যাদেশ নিজের জীবনঘটিত নয়, অন্য একটি বিশেষ কার্য্য উদ্ধারের জন্য। এ সকল স্থলে প্রত্যাদেশের পাপপুণ্য সহ কোন সংশ্রব নাই। সুতরাং তত্তৎপ্রত্যাদেশাধীন ব্যক্তির পর জীবন তদ্দারা উন্নতি আদির কোন লক্ষণ প্রদর্শন করে না। কেহ যদি ফল ধরিয়া এ স্থানে বিচার করেন, তবে সেই ঘটনাটীমাত্র ফলরূপে পরিগণিত হয়, আর কিছু নহে। অমুকের অমুক বিষয়ে প্রত্যাদেশ হইয়াছে কি না ইহা বুঝিবার মূলসূত্র তবে কি? মূলসূত্র আদেশসম্বন্ধে অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বাস। দর্শন যেমন অপরিবর্ত্ত্য বিশ্বাস আনয়ন করে, শ্রবণও সেইরূপ বিশ্বাস উৎপাদন করে। আমি বাহিরের বস্তু দেখিয়াছি, বাহিরের কথা শ্রবণ করিয়াছি, ইহার আর প্রমাণ কি, কেবল এই প্রমাণ যে দেখিয়াছি ও শ্রবণ করিয়াছি। তুমি মানিলে না, তোমার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু তাহা বলিয়া দর্শন ও শ্রবণ বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইতে পারে না। যদি আমি দেখিয়াছি শুনিয়াছি বলিয়া আমাকে কোন দিন নিষ্পাপ মনে করি, আমাকে প্রতিবাদ করিও, জীবনও আমার প্রতিবাদ করিবে। প্রত্যাদিষ্ট হইলেই নিষ্পাপ হয়, ইহা কোন দিন বিশ্বাস যোগ্য নয়, কোন দিন বিশ্বাসযোগ্য হইবেও না। যখন নিষ্পাপ নয়, তখন ফলবৈষম্যও অবশ্যম্ভাবী।

জ্ঞান, বিশ্বাস ও প্রেম।

জ্ঞান, বিশ্বাস, ও প্রেম, এ তিনের সম্বন্ধ, আজও অনেকের মনে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই তিন বস্তুকে অনেকে এত দূর বিরোধী ভাবে গ্রহণ করেন যে, তাঁহাদিগের মনে হয়, যেখানে ইহাদের একটি থাকে সেখানে ইহাদের আর একটির সমাবেশ হয় না। যাঁহারা আপনারা যত্ন করিয়া এই তিনকে এক করিতে চান, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এরূপ ভ্রম উপস্থিত হইবে, কিছুই অসম্ভব নহে। তাঁহারা দেখেন, একের সঙ্গে অপরের সামঞ্জস্য হয় না। যখন ইহাদের একটি কোন বিষয় প্রমাণ প্রদর্শন করে, অন্যটি তাহার তত্ত্ব সত্য বলিয়া অবধারণ করিতে তখন

তখন অগ্রসর হয় না। যখন অগ্রসর হইল না, সংশয় উপস্থিত হইল, তখন ইহার কোন একটিকে তাঁহাদিগের পরিত্যাগ করিতে হয়। যাঁহারা নিজ চেষ্টায় তিনকে এক করিতে যান, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে প্রায়ই এই প্রকার ঘটে। এই দুর্ব্বিপাক কি প্রকারে নিবারণ হইতে পারে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

বিশ্বাস অজ্ঞাত বিষয় আমাদিগের আত্মার সন্নিধানে আনিয়া উপস্থিত করে। ইহা আত্মার অন্তশ্চক্ষু। এই চক্ষুর যোগে অধ্যাত্ম রাজ্য সহ আত্মার সাক্ষাৎ যোগ। বিশ্বাস যাহা আনিয়া উপস্থিত করে, আমাদিগের জ্ঞান তখন তখনই যে পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যসমূহের সঙ্গে উহার যথাযথ সম্বন্ধ বুঝিয়া উঠিবে ইহা আশা করা যাইতে পারে না। যাহা আমার জ্ঞানের অতীত বিষয়, বিশ্বাস তাহাই আমাকে দেখাইল। পূর্ব্বাপর সত্যসমূহের সহিত উহার কিপ্রকার একতা আছে, তাহা ক্রমিক আলোক গ্রহণ দ্বারা স্থির না হইলে হঠাৎ সমগ্র সম্বন্ধ প্রতীত হইবে কি প্রকারে? মনে কর, আমাদিগের সহজ বিশ্বাস ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের প্রতি স্থিরতর প্রত্যয় উৎপাদন করিল। আমরা শত বার রোগে শোকে বিপদে পড়িয়াও সে প্রত্যয় আত্মা হইতে অন্তরিত করিয়া দিতে পারিলাম না। জ্ঞান অনেকগুলি দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিল, যাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইল, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে সঙ্গে এমন অনেকগুলি দৃষ্টান্ত আসিয়া উপস্থিত হইল, যাহাতে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব স্থিরতর রাখিতে গেলে তাঁহার শক্তির ন্যূনতা স্বীকার করিতে হয়, অন্যথা মঙ্গলভাব রক্ষা পায় না। এ দিকে বিশ্বাস তাঁহার ন্যূনশক্তিত্বের প্রতিবাদ করে। জ্ঞান এ অবস্থায় কি করিতে পারে, তটস্থতা আশ্রয় করে। যাহার জ্ঞান তটস্থতা আশ্রয় না করিয়া কোন একটি সিদ্ধান্তে গিয়া উপস্থিত হয়, তাহার তজ্জনিত ভ্রান্তি সংঘটিত হয়। তটস্থ জ্ঞান ক্রমান্বয়ে বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হইতে হইতে এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে দেখিতে পায় শোক দুঃখ ক্লেশ প্রভৃতি প্রচ্ছন্ন কল্যাণ। ঐ সকল আত্মাকে উন্নত হইতে উন্নত, সুখ হইতে সুখতম অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে। তখন সাক্ষাৎ উপলব্ধব্য বিষয় হইতে যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহাতে আর সংশয় থাকে না। এই জ্ঞান যথার্থ বিজ্ঞান, কিন্তু বিশ্বাসের অনেক পরে উহার সমাগম হয়।

ধর্ম্মরাজ্যেই কেবল বিশ্বাসের ঈদৃশ সম্বন্ধ তাহা নহে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জীবনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের এই প্রকার আধিপত্য। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ প্রথমতঃ বিশ্বাসে প্রতিভাত হয়; পরে ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা উহা স্থিরতা লাভ করে। কোন অজ্ঞাত প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া অজ্ঞাত অপরিচিত লোকের পথপ্রদর্শনে বিশ্বাস করিয়া চলিতে হয়। প্রতিদিনের জীবনেও এ প্রকার বিশ্বাসের অনেক স্থলে সাম্রাজ্য আছে। বিশ্বাস জ্ঞানকে চিন্তার বিষয় দান করে, জ্ঞান ক্রমিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহার সারবত্তা অবধারণ করে। বিশ্বাস যাহা জ্ঞানের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করে, তন্মধ্যে এমন একটী সুষমতা অবস্থিতি করে যে, জ্ঞান তাহা কোন প্রকারে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। জ্ঞান তাহার সকল সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া বহুকাল পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিতে পারে, কিন্তু বলপূর্ব্বক চিন্তা হইতে অপসারিত করিয়া দিতে পারে না। অধীর অস্থির ব্যক্তি সকল উপযুক্ত সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া জ্ঞানকে বিশ্বাসের প্রতিকূল মনে করত বিশ্বাসানীত বিষয় পরিহার করিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া বিশ্বাস ও জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ আছে সিদ্ধান্ত করা একান্ত ভ্রান্তি।

আমরা যে বিশ্বাসের কথা বলিলাম তৎ-

সম্বন্ধে যুক্তাযুক্তত্বের বিচার আমরা আনয়ন করি নাই। যেখানে যুক্তাযুক্তত্বের কথা উপস্থিত হয়, সেখানে জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম সকল সম্বন্ধেই এ কথা উঠিতে পারে। যে ব্যক্তি উন্নতির পথে যত দূর অগ্রসর, তাহার সেই উন্নতির অবস্থার সমভূমিগত জ্ঞানাদি তাহার সম্বন্ধে যুক্ত, সেই ভূমি অতিক্রম করিয়া গেলেই অযুক্ততা উপস্থিত হয়। যেমন আমরা যে দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দিয়াছি, তাহাতেই দেখিতে পাইতেছি, যত দিন জ্ঞান আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থায় আসিতে পারিতেছে না, ততদিন উহা ঈশ্বরের পূর্ণ মঙ্গল ভাবের প্রতি বিশ্বাসসম্বন্ধে কোন স্থিরতর সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইবে সম্ভাবনা নাই। যদি কোন সিদ্ধান্ত করিয়া বসে, তবে সে সিদ্ধান্ত তাহার অযুক্ত হইবে। আত্মার স্থিতিতে সহজ বিশ্বাস যদি কালপ্রতীক্ষা না করিয়া পরলোকগত আত্মা সকল সহ ইহলোকে দর্শনাদির প্রত্যয়োৎপাদন করে, তবে তাহা হইতে নানাপ্রকার কুৎসিত ভ্রান্তি সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি কালপ্রতীক্ষা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর সহ ঘনিষ্ঠযোগনিবন্ধন তাঁহাতে অমর আত্মা সকল প্রত্যক্ষ করা যুক্তত্বের সীমা অতিক্রম নহে।

জ্ঞান ও বিশ্বাস যে বস্তুকে আমাদিগের নিকটে যে প্রকারে উপস্থিত করে, তদনুসারে আমাদিগের তৎপ্রতি অনুরাগ সমুৎপন্ন হয়। প্রেম জ্ঞান ও বিশ্বাসের অনুসারী। যে বস্তুতে প্রেম অর্পিত হইয়াছে, তাহা যদি উপযুক্ত পাত্র না হয়, তবে সেখানে জ্ঞানে ও বিশ্বাসে দোষ, প্রেমে নহে। সৌন্দর্য্যানুভব প্রেমের প্রাণ। জ্ঞান ও বিশ্বাস গুণ ও সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়া যে বস্তুকে যেরূপ সুন্দর বলিয়া প্রতিপাদন করে, প্রেম তাহাতেই মুগ্ধ হয়। বস্তুজ্ঞান সম্বন্ধজ্ঞান হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করে, যদি জ্ঞানে দোষ থাকে সে দোষ কি প্রেমের? আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে প্রতীত হইবে, জ্ঞান বিশ্বাস ও প্রেম পরস্পরসাপেক্ষ। একটির সঙ্গে আর একটি সহজ ভাবে সংযুক্ত। চিন্তা ও যুক্তি সহকারে পরস্পরকে মিলাইতে হয় না। যাহারা প্রকৃতিতে স্থিতি করে, তাহাদিগের জীবনে এ তিন যথাসময় আপনি উদিত হয়।

নব বিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

আদ্যাশক্তি।

১। সৃষ্টিমধ্যে ঈশ্বর শক্তিরূপে অবতীর্ণ, মানবহৃদয়ে তিনি শক্তিরূপে অবস্থিত।

"স্বর্গের ঈশ্বর কেবল স্বর্গের ঈশ্বর নহেন, তিনি পৃথিবীরও ঈশ্বর। তিনি কেবল চন্দ্র সূর্য্যের ঈশ্বর নহেন, তিনি পৃথিবীর, নদনদী এবং বৃক্ষ লতাদিরও ঈশ্বর। স্বর্গের ব্রহ্মকে মনুষ্য পার্থিব সমস্ত বস্তুতে অবতীর্ণ দেখিল, কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে মনুষ্যের আকার মধ্যে দেখিতে ইচ্ছা করিল।" (৪২ পৃ) "বৃক্ষলতা ও ক্ষুদ্রতম তৃণমধ্যেও (ঈশ্বর) স্বীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন, কেবল মনুষ্যকে কি তিনি বলিলেন—অস্পৃশ্য মানব দূর হও। যদি মনুষ্যসমাজে হরি না থাকেন, যদি ইতিহাসের ঘটনা মধ্যে তিনি না থাকেন, তবে হরিলীলাভাগবত অসম্ভব। কে বলে মনুষ্যের দেহমন্দিরে ঈশ্বর নাই? যখনই বিশ্বাসনয়ন খুলিয়া জনসমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, তখনই দেখিতে পাইবে, হরি নরনারীর দেহ মনের মধ্যে শক্তিরূপে বাস করিতেছেন। সেই হরির শক্তি মনুষ্যের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। এক মহাশক্তি এক প্রকাণ্ড তেজ মনুষ্যের দেহ মন ও আত্মার ভিতরে কার্য্য করিতেছে।" [সে নি, ৬ সং ৪৩ পৃ]।

২। এই শক্তি "আদ্যাশক্তি" "ভগবতী" "কালী" বা "প্রকৃতি শক্তি" নামে প্রসিদ্ধ।

"এই শক্তি কে জান? সেই আদ্যাশক্তি ভগবতী। যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন তিনি এখন কোথায়? তিনি কি সৃষ্টি কার্য্য সমাধা করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন? না, যে শক্তি এই সমুদয় সৃজন করিল তাহা এখনও জীবিত রহিয়াছে। আমাদের যতগুলি শক্তি আছে, সকল শক্তির মূলে তিনি। * * * যে শক্তি আকাশের চন্দ্র সূর্য্যকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে সেই শক্তিই আমাদের বাহুতে বাহুবল, চক্ষে দৃষ্টিশক্তি, কর্ণে শ্রবণশক্তি। তুমি

অবিশ্বাসী হইয়া মনে কর এ সমুদায় তোমার শক্তি, তুমি মনে কর তোমার বলে তুমি ধনধান্য উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা নিজ বলে নিজ চেষ্টায় আপনার পুষ্টিসাধন কর। এরূপ নাস্তিক কল্পনা পরিহার কর। * * * যে শক্তিতে তুমি বাঁচিয়া আছ, তুমি চলিতেছ, বলিতেছ, চিন্তা করিতেছ, ধর্ম্মসাধন করিতেছ, সে শক্তি সামান্য শক্তি নহে, অনন্তকালের ঘনীভূত শক্তি। এই ঘনীভূত শক্তি কালরূপে কেন বর্ণিত হইল? শক্তিমূর্ত্তি কেন কালীমূর্ত্তি হইল? হে মানব, তুমি যদি তোমার ভিতর দিয়া গভীর অনন্ত দেবশক্তি দর্শন কর, তাহা হইলে দেখিবে প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রকৃতিশক্তি আদ্যাশক্তি। অনন্ত শক্তি জলরাশির ন্যায় গভীর ও ঘোর বর্ণ। অল্প জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ। যতই জল অধিক হয়, ততই ঘোলা হয়, খুব গভীর হইলে ক্রমে সবুজ, ঘোর সবুজ, নীল, ঘোর নীল, শেষে প্রায় কাল হইয়া যায়। যে জল স্বচ্ছ ছিল, সেই জলই শেষে গভীরতাবশতঃ কৃষ্ণবর্ণ হইল। তদ্রূপ ক্ষুদ্র জীবশক্তি স্বতন্ত্র অনুভব করিলে উহাতে কোন রংকল্পনা হয় না, কিন্তু যদি উহার নিম্নে গভীররূপে দেখি, তাহা হইলে দেখিব শক্তির পর শক্তি, ঘোরতর ঘনতর শক্তি, দৈবশক্তি ব্রহ্মশক্তি, শেষে একেবারে অতলস্পর্শ অনন্তশক্তিসমুদ্রের ভয়ানক কালবর্ণ আমাদিগকে বিস্ময়াপন্ন ও কম্পিত করে।" [সে নি, ৪৪।৪৫ পৃ]।

৩। জীবদেহ এই শক্তির প্রকৃত মন্দির, এখানেই ইনি সাধককর্ত্তৃক বিধৃত হন।

"সেই শক্তিরূপিণী কালী কি পদার্থ? কেবলমাত্র শক্তি। কি শক্তি? স্বষ্ট পরিমিত জড়শক্তি নহে, কিন্তু আদ্যা প্রথমা শক্তি, চিৎস্বরূপা। তাঁহার মন্দির কোথায়? কোথায় গেলে তাঁহাকে দেখা যায়? তাঁহার কোন স্বতন্ত্র মন্দির নাই। জীব দেহই প্রকৃত কালীমন্দির, সমস্ত বিশ্বরাজ্যই কালীঘাট। যেখানে যত শক্তি আছে সেই শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত যে মূলশক্তি, তিনিই আকারপ্রকারনামবিহীন কালী। শাস্ত্রে যিনি ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আপনার প্রাণমন্দিরে দেখ, আপনার প্রত্যেক বলে কালীমূর্ত্তি ধ্যান কর। তোমার চক্ষে তোমার বক্ষে তোমার শোণিতে তোমার নিঃশ্বাসে কালীরূপ দর্শন কর। তোমার দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্মরণশক্তি, ধীশক্তিতে, তোমার ভুজবল বুদ্ধিবলে কালীশক্তি উপলব্ধি কর। সেই সর্ব্বারাধ্যা কালীশক্তি তোমার হৃদয় মন আত্মা সমস্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য, স্বয়ং ঈশ্বর তোমার শরীর মনের মধ্যে শক্তিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অধিষ্ঠান করিতেছেন। যদি শক্তিমূর্ত্তি কালীমূর্ত্তির পূজা করিবে, প্রজ্ঞাবলে হৃদয় কবাট উন্মুক্ত কর, এবং আপনার জীবনীশক্তি মধ্যে তাঁহাকে দর্শন কর। সেই শক্তির অন্তর্ধানে তোমার নিপাত, মহাশক্তির তিরোভাবে জীবের নিশ্চিত প্রলয়।" [সে, নি ৪৫। ৪৬ পৃ]।

৪। এই শক্তির বিক্রম অতি ভয়ঙ্কর। সৃষ্টিতে ও পাপবিনাশে উভয় স্থলেই ইহাঁর ভয়ঙ্করত্ব প্রকাশ পায়।

"আমি কোন্ শক্তির কথা বলিতেছি জান? যে ভয়ঙ্করা স্বজনী শক্তি ঘোর অন্ধকারের ভিতর হইতে ব্রহ্মাণ্ডের কেশ ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বাহির করিল। যখন কিছুই ছিল না তখন সেই শক্তি গম্ভীর স্বরে বলিল— "আয় সূর্য্য আয়, আয় চন্দ্র আয়, আয় পৃথিবী গ্রহ তারা নক্ষত্র সকলে সারি গাঁথিয়া আয়।" অদ্যাপি সেই শক্তি আকাশমার্গে কোটি কোটি পৃথিবীকে অঙ্গুলীতে ঘুরাইতেছে। সেই মহাশক্তি মহাকালীর বিচিত্র ক্রীড়া মহাসমুদ্রের আস্ফালনে ও ভীষণ বজ্রধ্বনিতে উপলব্ধি করিয়া আমরা ভীত হই। যখন এই শক্তি ভৌতিক রাজ্য হইতে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মশক্তিরূপে অধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তখন ইহার মূর্ত্তি আরো ভয়ঙ্কর হয়। ইহা সমরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে মহাবিক্রম প্রকাশ করিয়া অসুর বধ করে। বিশ্বস্বজনী শক্তিই অসুরসংহারিণী শক্তি। সেই একই শক্তি বিচিত্র ও বহুধা হইয়া জড় জগতের ও ধর্ম্মজগতে কার্য্য করি[illegible] জ্ঞানশক্তি, প্রেমশক্তি, পুণ্যশক্তি সকলই সেই আদ্যা শক্তি। তিনি অজ্ঞান অপ্রেম অধর্ম্ম কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। যখনই সেই শক্তি দেবী মানুষের মনে কোন প্রকার অন্ধকার দেখিতে পান, তখনই গম্ভীর শব্দে হুঙ্কার করিয়া বলেন— "আবার অন্ধকার! এক অন্ধকার বিনাশ করিয়া জগৎ স্বজন করিলাম, আবার এই স্বষ্ট জগতের মধ্যে অবিদ্যা অন্ধকার আসিল।" এইরূপ হুঙ্কার করিয়া সেই মহাশক্তি কালী অজ্ঞান ও পাপের অন্ধকারকে জয় করিয়া তাহার ভিতর হইতে নূতন ধর্ম্মজগৎ উদ্ভাবন করেন।" [সে, নি, ৪৬। ৪৭ পৃ]।

৫। এই শক্তি যেমন একদিকে ভয়ঙ্করা, অন্য দিকে তেমনি সুকোমলহৃদয়া।

"শক্তিদেবী বলিদানের প্রয়াসী নহেন, ছাগাদি রক্তপিপাসু নহেন। তিনি নরবলি চাহেন না, পাপবলি চাহেন। জীবরক্তে তাঁহার তুষ্টি হয় না, কিন্তু পাপাসুরের রক্তে তাঁহার মহোল্লাস ও নৃত্য। যদি মহাকালীর নৃত্য দেখিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহাকে অসিদ্বারা মনের সমস্ত দানব ও অসুরের মস্তক ছেদন করিতে দেও, তিনি ঐ সকল ছিন্ন মস্তক লইয়া বিকটাকারা কাটামুণ্ড হস্তে লইয়া ভয়ঙ্করা রিপুসংহারিণী মূর্ত্তি ধরিয়া নৃত্য করিবেন।

তুমি কি মনে কর, কালী নির্দ্দয় হৃদয়? শক্তিও যিনি লক্ষ্মীও তিনি। কালী কমলা একই। অন্ধকার ও অধর্ম্ম সংহার করিবার বিক্রম দেখাইবার সময় তিনি ভয়ানক শক্তিরূপ ধরেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় প্রেমময়ী জননীর কোমল হৃদয়। তাঁহার সকল শক্তি জীবের হিতের জন্য। মা হইয়া কি আপন সন্তানের রক্ত গ্রহণ করিতে পারেন? দয়াময়ী কি নিরপরাধী ছাগ মহিষাদির শোণিতপাতে আমোদ করিতে পারেন? তিনি কেবল পাপাসুরের রক্ত চান। ভক্ত হৃদয়ে তিনি কত পাপাসুর সংহার করিতেছেন, কত লাল রক্ত নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে! স্থির হইলেই মনের মধ্যে শুনিতে পাইবে মা কালীর হুঙ্কার ও দুর্ম্মতি দলন। তিনি আমাদের মঙ্গলের জন্য ভিতরে বসিয়া অসুরদিগকে দলন করিতেছেন এবং অসুররক্তে আপনার উৎসব সমাধা করিতেছেন।" [সে, নি, ৪৮ পৃ]।

৬। ঈশ্বরকে শক্তিরূপে পূজা করিয়া শক্তি লাভ হয়, মৃত্যু জয় হয়।

"আমরা শক্তি পূজা করিয়া শাক্ত হইব, ভক্তবৎসলের পূজা করিয়া ভক্ত হইব। আমরা শক্তিকে ভক্তি করিব, কেন না তিনি আমাদের জননী। তিনি রক্ষাকালী, সকলকে রক্ষা করেন; তিনি মোক্ষদায়িনী, পাপ সংহার করেন। তিনি যে কাল, সে কুৎসিত কাল নহে। সে ভাল কাল। সে অনন্তের রূপ। সেই অনন্ত শক্তিকে যত পূজা করিবে ততই নিস্তেজ দুর্ব্বল ভীরু নিরাশ নিরুদ্যম মন তেজস্বী হইয়া উঠিবে এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহে ও পাপদমনে সক্ষম হইবে। যতই মহাশক্তি সাধন করিবে, ততই মৃত্যুকে জয় করিবে এবং অন্তরে ও বাহিরে পুণ্য রাজ্য স্থাপন করিয়া প্রকৃত শাক্তের কত বিক্রম তাহা দেখাইতে পারিবে।" [সে, নি, ৪৮। ৪৯ পৃ]।

নব সংহিতা।

রিপুসংহার ব্রত।

১। সর্ব্বস্মাৎ প্রথমং জ্ঞেয়ং রিপুসংহারকং ব্রতম্।

ব্রতমধ্যে সর্ব্বপ্রথম এবং সকলের অগ্রবর্ত্তী রিপুসংহার অর্থাৎ এক জনের আধ্যাত্মিক রিপু প্রবৃত্তিনিচয়কে জয় ও বিনাশ।

২। যতঃ পুণ্যং হ্যুচ্চতমং সর্ব্বস্মাৎ সংস্থতাবিহ।
আত্মজয়ঃ শোধনং চ ব্রতেষূচ্চতমং ততঃ॥

পুণ্য যে পরিমাণে সকল বিষয়ের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, সেই পরিমাণে আত্মজয় ও শোধনের ব্রত সমুদায় ব্রতের ঊর্দ্ধে অবস্থিত।

৩। প্রবলানাং হি পাপানামধীনত্বং বিহায় চ।
পুণ্যলাভো হি জীবানাং প্রযত্নবিষয়োঽগ্রিমঃ॥

মানুষ যে পাপের অধীন, সেই প্রবল পাপের অধীনতা হইতে বিমুক্ত এবং পরিশুদ্ধ হওয়াই নিশ্চয় তাহার প্রধান যত্নের বিষয়।

৪। কেচিৎ ক্রোধপরাঃ কেচিৎ কামাধীনা হি লোভিনঃ॥
কেচিৎ গর্ব্ববশাঃ কেচিৎ স্বার্থেনান্ধতমাঃ পুনঃ॥
সর্ব্বথা হৃদয়ান্যেষামসচ্চিন্তার্দ্দিতানি চ।
দুর্ব্বাসনাবশান্যাতঃ প্রার্থনার্চনবাধনম্॥

কেহ কেহ ক্রোধন স্বভাব, কেহ কেহ কামী, কেহ কেহ লোভী, কেহ কেহ গর্ব্বী, কেহ কেহ অত্যন্ত স্বার্থপর। এই সকল ব্যক্তির হৃদয় সর্ব্বদা অপবিত্র অসৎ চিন্তা ও অভিলাষে পূর্ণ, যদ্দ্বারা উপাসনা প্রতিরুদ্ধ এবং প্রার্থনা বলশূন্য হয়।

৫। তেষাং রিপূণাং সংহারপরাভবপ্রসিদ্ধয়ে।
অনুষ্ঠেয়োঽপরিচ্ছেদী যমো দৃঢ়তরস্ততঃ॥

এ জন্য এই সকল রিপু বিনাশ ও পরাজিত করিবার জন্য নিরন্তর দৃঢ়তর সংযমের প্রয়োজন।

৬। তজ্জনিতাপরাধানাং গুরুত্বমনুভূয় চ।
অনুতপ্যেত সারল্যবিনয়াবনতশ্চিরম্॥
নিরন্তরপ্রার্থনাত্মসন্ধানেষু নিযোজয়েৎ।
হৃদয়ং পরিহাসাদিব্যাপারাদ্বিনিবর্ত্তয়েৎ॥

এই সকল পাপের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধের যে গুরুত্ব আছে হৃদয় তাহা অনুভব করুক; সারল্য ও বিনয় সহকারে দিন ও সপ্তাহ ব্যাপিয়া অনুতাপ করুক, নিরন্তর প্রার্থনা ও আত্মানুসন্ধানে নিরত হউক এবং চাপল্য ও পরিহাস হইতে নিবৃত্ত হউক।

৭। প্রস্তুতে হৃদয়ে তেন প্রভুণা প্রেরিতে পুনঃ।
ব্রতগ্রহণহেতোস্তদ্দিবসস্ত্ববধারয়েৎ॥

হৃদয় প্রস্তুত হইলে, এবং ঈশ্বরের প্রেরণায় চালিত হইলে ব্রত গ্রহণের জন্য দিন নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৮। প্রাতঃ পাপ্যনুতপ্তোঽয়ং জনুশ্রুতিবহিঃস্থিতঃ।
প্রভোঃ সমীপে সংক্রোশেদ্গুপ্তপাপানি সর্ব্বথা॥
নিবেদয়েন্মলিনতাহেতোঃ খেদং বহন্ ভৃশম্॥

অতি প্রত্যুষে অনুতপ্ত পাপী গুপ্ত পাপ সকল স্বীকার করিয়া এবং হৃদয়ের ঘৃণিত অপবিত্রতার জন্য গভীর খেদ প্রকাশ করিয়া মনুষ্যের শ্রুতির অগোচরে ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিবে।

৯। সত্যং সরলমস্যাশ্রু ভবেদ্যস্য জনস্য হি।
ভগ্নান্যস্থীনি পাপৈশ্চ সন্দগ্ধং নরকাগ্নিনা॥
হৃদয়ং সদৃশং তস্য বিনতো ধূলিতাং গতঃ।
মুখপ্রদর্শনাযোগ্যজনপ্রায়ো নরেশয়োঃ॥

যে ব্যক্তির পাপে অস্থি সকল ভগ্ন হইয়াছে, নরকাগ্নিতে

হৃদয় বদ্ধ হইয়াছে, তাহার সদৃশ ইহার অশ্রু সত্য ও সরল হইবে। যে ব্যক্তি ঈশ্বর ও জনসন্নিধানে মুখ দেখাইবার অনুপযুক্ত তৎসদৃশ এ ধূলিতে বিনত হইবে।

১০। প্রাগুক্তেনৈব বিধিনা হ্যভিষেকং সমাপয়ন্।
উপাসনালয়ে গৃহে প্রাতর্যোগং বিধায় চ॥
তদুপাসনয়ৈকো বা সো হয়ং না মণ্ডলীগতঃ।
উপক্রমেত প্রণতো গ্রহীতুং তদ্‌ব্রতং শুভং॥

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে অভিষেক সমাপনানন্তর পারিবারিক উপাসনা গৃহে প্রাতঃকালের উপাসনাতে যোগ দিবে এবং উপাসনা শেষ হইলে একা অথবা মণ্ডলী মধ্যে ব্রত গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবে।

১১। সো হয়ং ব্রুবীত করুণা প্রভোর্যা নিখিলং মহৎ।
পরাভবতি পাপং সা সহায়ো মে ভবত্বিহ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ মহর্ষীণাং পূতত্বং নিত্যজীবনম্।
সুখং কলয়তাং পাদরজাংসি মূর্দ্ধ্নি সন্ত্বিতি॥

সে বলিবে,—ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ সমুদায় পাপ পরাজয় করে, সে আমার সহায় হউক। যে সকল সাধু পবিত্রতা এবং অনন্ত জীবন উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পদধূলি আমার হউক।

১২। ক্রোধং লোভমহঙ্কারং কামং বা স্বার্থরাগিতাম্।
যমিচ্ছতি পরাজেতুং তন্নামোচ্চার্য্য ভর্ৎসয়েৎ॥
নিরাকুর্য্যাত্তদা হ্যেবং রীরত্বমনুবর্ত্তয়ন্।
ক্রোধ ত্বমবিশুদ্ধং মে হৃদয়ং কৃতবানহো॥
মাং নিরয়োপমঞ্চাস্থিসঞ্চয়ঃ কালিমাঙ্কিতঃ।
শোণিতঞ্চাপরিশুদ্ধ্যা পূর্ণং নিঃশ্বসিতং মম॥
দুর্গন্ধ্যাদ্যাদি পাপেন ত্বং শত্রুরসি চাত্মনঃ।
পরেশস্য চ পাপো মে পিশাচঃ প্রভুতাং গতঃ॥
বিভ্রশ্য ত্বং বিবেকং মে সদাত্যাচারসংরতঃ।
উৎপীড়য়সি মাং নিত্যমসচ্চিন্তাভিরানতঃ॥
প্রার্থয়ামি যদপ্যত্র ন শান্তির্ন পবিত্রতা॥
কেবলং বিষদিগ্ধানাং বাণানাং নিরয়াত্মনাম্॥
কৃতে তব ততস্ত্বাং ভো পবিত্রপরমপ্রভোঃ।
শক্ত্যা বিনাশয়াম্যদ্য পাতয়ামি ব্রবীত্যয়ম্॥
ময়ি পরেশসূনুস্ত্বং গচ্ছ রে মম পৃষ্ঠতঃ।
দৃঢ়প্রতিজ্ঞয়া ত্বাঞ্চ দূরে নিষ্কাশয়াম্যহম্॥
গচ্ছ ত্বং ক্রোধনিরয়ানল মাং স পরঃ প্রভুঃ॥
প্রতিযোদ্ধুং সম্মুখেন সমরেণ সমাদিশৎ॥
ত্বামব্য শাসনং শেষং প্রাপয়ামি জুগুপ্সিতম্।
সম্বন্ধঞ্চ তবাসিস্তে পবিত্রব্রতরূপিণম্॥
বক্ষস্যহং নিঃক্ষিপামি স্বর্গীয়বলজীবিতঃ।
নীতঃ পরস্য ভাবেন ত্বাং সাক্ষাৎকৃত্য সম্প্রতি॥
বিধ্বস্তোভব বিধ্বস্তো যতো জীবেয়মুদ্ধিমান্।
অদ্যপ্রভৃতি পুণ্যে স্যাং দিব্যাংম ধরা পুনঃ॥
সাক্ষ্যদানং প্রকুর্ব্বীত বিজয়স্য মমানিশম্।
দিব্যাশিষোঽস্তু ব্রতরক্ত নিষ্কৃতস্য মমোপরি॥

তৎপর যে কোন বিশেষ রিপুকে সে পরাজয় করিতে অভিলাষ করে তাঁহার নাম লইয়া এইরূপে আত্মস্থ অকল্যাণকে সে ভর্ৎসনা করিবে এবং দূর করিয়া দিবে। ক্রোধ, [বা কাম বা লোভ বা অহঙ্কার বা স্বার্থপরতা] তুই আমার হৃদয় অবিশুদ্ধ এবং নরকসদৃশ করিয়াছিস্। আমার অস্থি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে, আমার রক্ত অপরিশুদ্ধিতে পূর্ণ এবং আমার নিঃশ্বাসে পাপের দুর্গন্ধ। তুই আমার আত্মার শত্রু, তুই আমার ঈশ্বরের শত্রু, তুই নিষ্ঠুর পাপপিশাচ। তুই বিবেককে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিস্, তুই আমার প্রভু ও অত্যাচারক হইয়াছিস্ এবং আমাকে নিরন্তর কুৎসিত দুষ্ট চিন্তায় নিপীড়িত করিয়াছিস্। যদিও আমি প্রার্থনা করি, তোরই বিষাক্ত নরকের বাণের জন্য আমি শান্তি পাই না, পবিত্রতা পাই না। অতএব পবিত্র পরমেশ্বরের বলে আমি তোকে পরাজয় করিব এবং ধ্বংস করিব। আমার ভিতর ঈশ্বর পুত্র বলিতেছেন, রে তুই পশ্চাদ্গামী হ, এবং পবিত্রপ্রতিজ্ঞায় আমি তোকে দূর করিয়া দিব। রে নরকসম্ভূত ক্রোধ দূর হ। সম্মুখ যুদ্ধে তোর সম্মুখীন হইতে এবং তোর অপবিত্র শাসন ও তোর সম্বন্ধ নিঃশেষ করিতে প্রভু আমায় আদেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের ভাবে পরিচালিত এবং স্বর্গীয় বলে লব্ধবল হইয়া এখন আমি তোর সাক্ষাতে আসিয়াছি এবং তোর বক্ষে এই পবিত্র ব্রতরূপ অসি প্রবিষ্ট করিতেছি। ধ্বংস হ, ধ্বংস হ, যে আজ এই শুভ মুহূর্ত্ত হইতে আমি জীবিত হই এবং পবিত্রতায় পরিবৃদ্ধ হই। স্বর্গ এবং পৃথিবী আমার বিজয়ের সাক্ষী হউন এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ এই পরিবর্ত্তিতহৃদয় পাপীর উপরে অবতরণ করুক।

১৩। অনেন প্রার্থনেনায়ং কুর্য্যাদস্য সমাপনম্।
উদ্ধর্ত্তঃ পাপিনাং ত্বং মে সহায়ো ভব চাত্মনঃ॥
তমাশাস্স্ব চ যচ্ছত্রুং পরাজেতুং ক্ষমঃ প্রভো।
ভবেয়ং চিরকালায় ন বিধেয়োঽস্য জাতুচিৎ॥
ত্বৎকৃপাসাধিতঞ্চেমং বিজয়ং মম চাত্মনি।
কুরু নিত্যজয়কাঙ্ক্ষতমসোপরি সর্ব্বথা॥
আলোকস্য ভবত্বত্র গৌরবং সর্ব্বমস্য তে।
জয়ো জয়ো জয়ো নিত্যং পুণ্যনামস্তব প্রভো॥

নিম্ন লিখিত প্রার্থনায় সমাপন করিবে,—

হে পাপিগণের উদ্ধর্ত্তা, তুমি আমার আত্মার সহায় হও এবং আশীর্ব্বাদ কর যে আমি আমার শত্রুকে চিরকালের জন্য পরাজয় করিতে পারি, এবং কখন উহার প্রলোভনে পুনরায় অভিভূত না হই। আজ আমার আত্মাতে যে বিজয় তুমি সাধিত করিলে, চিরকালের জন্য ইহাকে অন্ধকারের উপরে আলোকের বিজয় কুরু কর এবং সমুদায়

গৌরব ও সম্মান তোমারই হউক। জয় জয় চির দিনের জন্য তোমার পবিত্র নামের জয়।

প্রচারকার্য্যবিবরণ।

বিগত ২০এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রিতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ২১এ মঙ্গলবার প্রাতঃকালে গোয়ালন্দ অবতরণ করা যায়। ইচ্ছা ছিল, পদব্রজে পল্লিগ্রামের ভিতর দিয়া হাটিয়া ভ্রমণ করিব, আর গৃহস্থদিগের গৃহে মা আনন্দময়ীর প্রেমের সংবাদ (নববিধান) প্রচার করিব, কিন্তু একটি লোকের বেতনাদি কুলাইবার উপযুক্ত অর্থসংস্থান ছিল না বলিয়া তাহা ঘটিয়া উঠিল না। দয়াময়ী বিশ্বজননীর কৃপায় একখানি ডিঙ্গি নৌকা ভাড়া করিয়া তদারোহণে সেই দিনেই পদ্মানদী অতিক্রম করিয়া চলিলাম। ২২এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার বেলা তিন টার পর কেদারপুর গ্রামে পৌছিলাম। সে স্থানে প্রিয় বন্ধু কেদারনাথ সান্যাল মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে উক্ত ভ্রাতা কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত ছিলেন, তজ্জন্য সেই স্থানে বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। এই তিন দিন উপাসনা প্রার্থনা ও আলোচনাদি ব্যতীত কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হইতে পারে নাই।

তৎপর ২৬এ তারিখ রবিবার প্রাতঃকালে কেদারপুর পরিত্যাগ করিয়া পল্লীগ্রামে ভ্রমণমানসে বাহির হইলাম। প্রথমতঃ মহিষা মুড়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ করি। সেই স্থানে কয়েক জন বন্ধু বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহাদের ইচ্ছা মতে মঙ্গলবার বক্তৃতার দিন স্থির হয়, এবং সেই দিনেই ভাদর্গা বৈষ্ণবপাড়া গমন করি, এই গ্রামে আমার উপাধ্যায়ের বসতি। তাঁহাকে দর্শন ও পাঠ্যাবস্থার বন্ধুজনের সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করাই এ স্থানে আগমনের উদ্দেশ্য।

২৭এ তারিখে তত্রস্থ বন্ধুদিগের সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ও তৎসহ নববিধানের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, সেই বিষয়ে অনেক গভীর তত্ত্ব আলোচিত হয়।

২৮এ তারিখ মহিষা মুড়া গ্রামে সভা হইয়া বক্তৃতা হইবার কথা ছিল। তদনুসারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আগমন করিবেন প্রস্তাব ছিল, তাঁহারা বৃষ্টি তুফানের জন্য কেহ আসিতে পারিলেন না, এবং আমরাও তুফানের জন্য উপস্থিত হইতে পারিলাম না। কাজেই এই অনুষ্ঠানটি অসম্পন্ন রহিয়া গেল। কিন্তু বৈষ্ণবপাড়াতে অনেক বন্ধু ভিন্ন গ্রাম হইতে আগমন করিলেন। তাঁহারা "নববিধান কি" এই বিষয়ে প্রশ্ন করেন, তদনুসারে নববিধান ব্যাখ্যাত হয়। তৎপর রাত্রিপ্রায় ৩ টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন ও সৎপ্রসঙ্গ হয়। এস্থানে যে সকল বন্ধু বাস করেন তাঁহারা সকলেই অতিশয় গোঁড়া বৈষ্ণব। ইহাঁরা আমার প্রতি যেরূপ সদাচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমার আশার অতিরিক্ত। বস্তুতঃ নব বিধানের জীবন্ত হরির কৃপা হইলে অসাধ্য সাধন হয় ইহা এবার প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। যাঁহারা "জাতি গিয়াছে খৃষ্টান হইয়াছে" বলিয়া নিন্দা করিতেন, স্পর্শ করিতে যাইতেন না, তাঁহারা হরিভক্তির স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া গেলেন। অনেক নিষ্ঠুর হৃদয় হইতেও তাঁহার দয়া বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। যাঁহারা নব বিধান বিষয়ে অনেক অমূলক অপবাদ শুনিয়া নব বিধানকে অসার বস্তু মনে করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা নব বিধানের মহাব্যাপিত্ব ও অমোঘত্ব অবগত হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

২৯ শে তারিখেও তত্রস্থ বন্ধুদিগের অনুরোধে সেই স্থানে অবস্থিতি করা হয়। এ দিনেও অনেক ভদ্রলোক একত্রিত হইয়া কীর্ত্তনাদি করিবার প্রস্তাব করেন। সে দিন বৈষ্ণবধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে যেরূপ, সেইরূপ খাটি বৈষ্ণব হইতে হইলে তাহার সম্বন্ধে নব বিধান গ্রহণ করা অনিবার্য্য ইহা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তার পর রাত্রি প্রায় ১২ টা পর্য্যন্ত মাতা মাতি কীর্ত্তন ও তৎপর প্রার্থনা হইয়া সাঙ্গ হয়।

৩০এ তারিখ কড়াইল গ্রামে আমার জন্মভূমি দর্শন করিতে যাই। এখানে কেবল সৎপ্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কিছু হয় নাই। বৃষ্টির জন্য কোথাও যাওয়া দুর্ঘট হইয়াছিল।

৩১এ তারিখেও ঐরূপ কার্য্য হয়, ৩২ এ তারিখে বৈষ্ণব পাড়া হইতে পুনর্ব্বার অনুরোধ আইসে। তার পর ১লা আষাঢ় তারিখ পর্য্যন্ত সেই স্থানে কীর্ত্তন ও অন্য নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

২রা তারিখ তথা হইতে তেবরী গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রমণীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রভৃতি বিদ্বৎপ্রবরদিগের সঙ্গে আলাপ করিতে যাই। ইহাঁদিগের সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্রীয় আলাপ হয়। তদুপলক্ষে দেশে নাস্তিকতা ব্যভিচার ও উপধর্ম্মের দৌরাত্ম্যনিবারণবিষয়ে যে এদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর গুরুতর দায়িত্ব আছে তাহা বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত ধর্ম্মভাব প্রতিষ্ঠা ও বর্দ্ধনের জন্য অনুরোধ করা হয়, এবং প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে না পারিলে কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা যে এবিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করা অসম্ভব তাহা দেখাইয়া দেওয়া হয়, এবং শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মহোদয়গণ এই কাঙ্গাল মূর্খের কথায় সমাদর প্রদর্শন করিলেন। এখান হইতে ফিরিয়া পুনর্ব্বার বৈষ্ণবপাড়া যাওয়া হয়, পর দিন তথাতে

পুনর্ব্বার আলোচনা ও কীর্ত্তনাদি করা হয়। বৈষ্ণবপাড়াতে আমার অধ্যাপক আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও কারুণ্য প্রদর্শন করেন। তাঁহার স্নেহ বল্য কাল হইতেই আমার জীবনের সহায়তা করিয়াছে। ৩রা তারিখ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবপাড়াতেই তথাকার অনুরোধ ক্রমে থাকা হয়, এবং নানাবিধ সংপ্রসঙ্গ করা হয়।

৪ঠা তারিখ বৈকালে হালালিয়া পণ্ডিতনিবাসে যাওয়া হয়। প্রথমতঃ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয় তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করি। সাক্ষাৎ না পাইয়া পরে শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকশঙ্কর তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করি। তাঁহার সঙ্গে বিশ্বাসের মূলতত্ত্বসম্বন্ধে অনেক সুগভীর কথোপকথন হয়। জ্ঞানী ও বিশ্বাসী, উভয় দলের লোকেরাই বিশ্বাসের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত নহে বলিয়া পরস্পরে বিবাদ করে—সুতরাং বিশ্বাসের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় করা প্রত্যেক লোকের পক্ষে আবশ্যক। এই বিষয়টি লইয়া প্রায় দেড় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক হয়, এবং বিশ্বাসই সমুদায় জ্ঞানবিজ্ঞানের মূলভিত্তি, বিশ্বাসকে ছাড়িয়া জ্ঞান একপদও অগ্রসর হইতে পারে না, ইহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত এতদ্দেশীয় লোকদিগের ধর্ম্ম ও নীতি রক্ষার দায়িত্ব শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগের, এ কথাটীর গুরুত্বও বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই সকল কথোপকথন শ্রবণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়গণ এই অধম দাসের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করেন।

৫ই তারিখ প্রাতঃকালে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুক্ত রামচরণ তর্করত্ন মহাশয় প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আলাপাদি করা হয়। তাঁহাদিগের সঙ্গে জীবন্ত ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তাসম্বন্ধে প্রসঙ্গ হয়। তাঁহারা কেবল আপনাদিগের দৌর্ব্বল্য প্রদর্শন করিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। দাস তাঁহাদিগকে প্রাণপণে উৎসাহিত করিয়াছে। পরে কড়াইল গ্রামে গমন করি, এবং মধ্যাহ্ন কৃত্যের পর সায়াহ্নে অনেক আলোচনা ও সৎপ্রসঙ্গাদি করে।

৬ই তারিখ পাকুল্লা গ্রামে শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ডাক্তার মহাশয়ের বাসাতে যাওয়া হয়। এখানকার জমিদার মুসলমান জাতীয়। তাঁহাদিগের সঙ্গে কথোপকথন করিয়া সেই স্থানে থাকা যায়। পর দিন প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার কড়াইল গ্রামে আগমন করি। কিন্তু পাকুল্লা গুণ্ট্যা প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ী লোকেরা সংবাদ পাইয়া আবার সেই স্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ করে। তদনুসারে রাত্রিতে সে স্থানে যাওয়া হয়। তাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। আমি বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়া প্রচলিত বৈষ্ণবদিগের ব্যভিচার যে ধর্ম্মবিপ্লবের কারণ তাহা বুঝাইয়া দিই। তৎপর প্রায় ১২ টা রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইয়া সভা ভঙ্গ হয়। (ক্রমশঃ)

উদ্ধৃত।

কোরাণ শরিফের

অনুবাদকের বক্তব্য।

করুণাময় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া আমি কোরাণের অনুবাদরূপ অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাঁহারই কৃপায় এক্ষণে তাহা পূর্ণ হইল। তাঁহাকে নমস্কার করি।

আমি কোরাণের অনুবাদ পূর্ব্বে সমাপ্ত করিয়া পরে তাহা মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এরূপ নহে। বরং পূর্ব্বে কোরাণের দুই এক সুরার কিয়দংশ ব্যতীত পাঠও করি নাই, তাহার একটী শব্দের অর্থও কোন মৌলবির নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া লই নাই। অন্যদীয় আনুকূল্যনিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধ তফসিরাদি গ্রন্থের সাহায্য লইয়া ক্রমশঃ পড়িয়াছি ও অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছি। সচরাচর যন্ত্রালয়ে যখন যে পরিমাণ কাপির প্রয়োজন হইয়াছে, তখন সেই পরিমাণ অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছি। অনুবাদিত গ্রন্থ কত বড় হইবে এজন্য পূর্ব্বে আমি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বিশেষতঃ অর্থসৌকর্য্যার্থ এই প্রকার বাহুল্যরূপে টীকা লিখিতে বাধ্য হইব, ইহা কখন ভাবি নাই। এই সকল কারণে অনুবাদপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছিলাম যে, প্রতিমাসে এক এক খণ্ড করিয়া হয়তো এক বৎসরে ১২ খণ্ড পুস্তকে অনুবাদ সমাপ্ত হইবে। অনেক স্থানে আরবি একটী কথার বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে এক ছত্র হইল ও স্থানে স্থানে টীকার বাহুল্য হইয়া পড়িল, এই কারণে গ্রন্থের অনুমিত আয়তনের তিন গুণেরও অধিক আয়তন বৃদ্ধি হইল।

সুবিজ্ঞ মৌলবিগণ এই অনুবাদকে বিশ্বস্ত অনুবাদ বলিয়া প্রশংসা ও আদর করিয়াছেন ও উৎসাহসূচক পত্রাদি লিখিয়াছেন, এবং গ্রাহক হইয়াছেন ও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে আমি আশাতীত পুরস্কার পাইয়াছি। মূল কোরাণের অবিকল অনুবাদ হয়, ইহাই আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল; তাহা হওয়া একান্ত সঙ্গত বোধ করিয়াই অবিকল আক্ষরিক অনুবাদ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তজ্জন্য সর্ব্বত্র ভাষার লালিত্য রক্ষা পায় নাই; বরং স্থানে স্থানে কাঠিন্য হইয়াছে। বচন সকলের অর্থ বিষদরূপে প্রকাশ পায় তন্নিমিত্ত সাধ্যানুসারে চেষ্টা করা

গিয়াছে। পাঠক মহাশয়দিগের ইহা মনে করা উচিত যে, কাব্য নাটকাদি গ্রন্থের ন্যায় কোরাণ সুখবোধ্য নহে। কোরাণ বাস্তবিক দুরূহ গ্রন্থ, তাহার অনেক আয়তের ভাব নিতান্ত অপরিস্ফুট। নিবিষ্ট মনে পাঠ ও টীকার সাহায্য গ্রহণ না করিলে অনেক স্থানে কোরাণের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা কাহার সাধ্য নাই। বলিতে কি, কোন মৌলবির ক্ষমতা নাই যে তফসিরের সাহায্য ব্যতীত কোরাণ সমগ্র বুঝিয়া উঠিতে পারেন। একে আমার অল্প বিদ্যা ও নানা প্রকার অযোগ্যতা, তাহাতে অন্য অন্য কার্য্যের সঙ্গে অনুবাদ, প্রুফ সংশোধন ও তাহা প্রচার এবং পত্রাদি লিখিয়া মলা সংগ্রহাদি করা সমুদয় কার্য্য একা আমাকে করিতে হইয়াছে, এজন্য অনুবাদে অনেক দোষ ত্রুটি হইয়াছে, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। আমি প্রথমতঃ অনুবাদ করিয়া এক বার পাঠ না করিয়া ও মূল গ্রন্থের সঙ্গে না মিলাইয়াই তাহা মুদ্রিত করিয়াছি, তাহাতে অনবধানতাবশতঃ একটী আয়ত ও কতিপয় আয়তাংশের পতন হইয়াছে ও কোথাও অনুবাদ যথাযথ হয় নাই; তাহা কতক শুদ্ধি পত্রে সংশোধন করিয়া দেওয়া গেল। এতদ্ভিন্ন সামান্য ভুল কিছু কিছু থাকিতে পারে। বকর সুরার প্রথমাংশেই ভ্রমপ্রমাদ কিছু অধিক হইয়াছে। পরে সাবধান হওয়া গিয়াছে। ভরসা করি সমুদায় অভাব ও ত্রুটী পুনঃসংস্করণকালে বিদূরিত হইবে। এই কোরাণের অনুবাদপ্রচারকার্য্যে ন্যূনাধিক ২৫০০ ব্যয় হইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় এই যে, এত গুলি টাকা প্রায়ই গ্রাহক মহোদয়গণের সাহায্যে পাওয়া গিয়াছে।

আজ কোরাণের অনুবাদ সমাপ্ত দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ উপস্থিত। হর্ষ এই যে এতকালের পরিশ্রম সার্থক হইল, বিষাদ এই যে ইহার প্রথমাংশ শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের করকমলে অর্পণ করিয়াছিলাম। তিনি তাহা পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইয়াছিলেন ও তাহার সমাপ্তি প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শেষাংশ আর তাঁহার চক্ষুর গোচর করিতে পারিলাম না। ঈশ্বর তাঁহাকে আমাদের চক্ষুর অগোচর করিলেন। তিনি এই অনুবাদের এরূপ পক্ষপাতী ছিলেন যে তাহার নিন্দা কেহ করিলে সহ্য করিতে পারিতেন না। আজ অনুবাদ সমাপ্ত দেখিলে তাঁহার কত না আহ্লাদ হইত, এ দাসও তাঁহার কত আশীর্ব্বাদ লাভ করিত।

সংবাদ।

স্যালভেসন আর্মির শ্রদ্ধেয় মেজর টকারকে লাহোরে দেখিয়া আসিয়া আমাদিগের এক জন বন্ধু যেরূপ বিবরণ প্রদান করিলেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। যে দিন আমাদিগের বন্ধু লাহোরে উপনীত হন, তাহার পূর্ব্ব দিবসে টকার সাহেব লাহোর সহরে উপস্থিত হন। সে দিন রজনীতে তিনি কোন কূপের উপর অথবা কোন উদ্যানে শয়ন করিয়া থাকেন। পর দিন প্রাতে সন্ন্যাসী টকার তত্রস্থ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম লালা কাশিরামের ভবনে হঠাৎ উপস্থিত হন। আমাদিগের বন্ধুও তথায় ছিলেন। মেজর টকারের কটিদেশ এক খণ্ড গৈরিক বস্ত্রে বেষ্টিত ছিল, তাহার ভিতর কৌপীন থাকিবার সম্ভাবনা। অঙ্গ একখানি গৈরিকে আচ্ছাদিত ও মস্তকেও একখানি গৈরিক বস্ত্র, পদদ্বয় খালি পাদুকাবিহীন। হস্তে বাঁসের খোলা নির্ম্মিত নীচ শ্রেণীর ফকীরদিগের মত একটি সামান্য পাত্র, তন্মধ্যে একখানি দাল মাখা রুটি। পথে আসিতে আসিতে ভিক্ষাস্বরূপ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি সে দিন আমাদিগের বন্ধুর বাটীতে সকলের সহিত একত্র হইয়া ভাত ও রুটি আহার করেন। ডালমাখান তাঁহার ভিক্ষা পাত্রস্থ রুটি সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তিনি অম্লানবদনে উত্তর করিলেন যে, যদি কোন স্থানে কিছু আহার না জুটিত তাহা হইলে তিনি রাত্রি নদীর কূলে বসিয়া সেই খানি ভক্ষণ পূর্ব্বক নদী হইতে জল খাইয়া দিন কাটাইতেন। তিনি গা খুলিয়া এ দেশীয়দিগের মত কূপের নিকট স্নান করিলেন। ইংরাজী ভাষা প্রায় ব্যবহার করেন না, কথাবার্ত্তা হিন্দিতেই কহিয়া থাকেন। জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উত্তর করিলেন যে, তিনি বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ না হইলে ইংরাজদিগের বাটী গমন করেন না, তিনি এ দেশীয়দিগের সহিত অধিবাস করেন। সকল ইংরাজ তাঁহার এ দেশীয় সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করেন না, ভাল ভাল সাহেবেরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। তাঁহার বিনামা পরিত্যাগ করা অভ্যাস জন্মে কখন ছিল না, অনাবৃত পদে বেড়াইয়া এখন তাঁহার পদদ্বয় অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহার উপর আসিবার সময় লাহোরের পথের বালকেরা তাঁহার প্রতি ঘৃণা করিয়া ঢিল মারিয়া তাঁহার ক্ষত আর বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, যাঁহার প্রতি তাহারা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতেছিল, তিনি এক সময়ে তাহাদিগের পিতা পিতামহের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তাহা তাহারা জানিত না। দেবনন্দন ঈশা যুগে যুগে অনেক অনেক রাজাকে সন্ন্যাসীর বেশ পরাইয়া ভিখারী করিয়াছেন, এবং অনেক রাজমহিষী ও রাজকুমারীদিগকে রাস্তার কাঙ্গালিনী করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছেন, ইতিহাস তাহার অভ্রান্ত সাক্ষী। কিন্তু এক জন গর্ব্বিত ইংরাজ বিচারপতিকে এ দেশে পথের ভিখারী করার এই প্রথম দৃষ্টান্ত। পরিবর্তন ভাবিলে কে অশ্রুজল নিবারণ করিতে পারে? ঈশা, পাপভারাক্রান্ত ভারতকে ছাড়িও না।

আগামী ৮ ই ভাদ্র ইংরাজী ১৩ই আগষ্ট রবিবার ভাদ্রোৎসব হইবে।

ভাই প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার খরশং পাহাড়ে একটী বাসোপযোগী বাড়ী ক্রয় করিয়াছেন।

ভাই কালী শঙ্কর দাস এবং ভাই গৌর গোবিন্দ রায় কলিকাতায় আসিয়াছেন।

সমস্ত কোরাণ শরিফ বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। এই কার্য্যে অনুবাদক ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। রয়েল আট পেজি ১৫৫ ফরমা, অর্থাৎ ১২০১ পৃষ্ঠায় কোরাণ শেষ হইয়াছে। অনুবাদকের এ সম্বন্ধে বক্তব্য আমরা যথা স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্ন লিখিত বিশেষ দান স্বীকার করিতেছি। আচার্য্য দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ করুণা চন্দ্র সেন প্রতিমাসে প্রচারের সাহায্য জন্য যেমন তাঁহার পিতৃদেব নিয়মিত রূপে দান করিতেন তিনিও সেই দান স্থির রাখিয়া গত বৎসরের ১২ বার টাকা প্রচারের ভাণ্ডারীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

আচার্য্য পত্নী	১৲
শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল রায় গাজিপুর	৫৲
" " বেণীমাধব ঘোষ রয়েল পিণ্ডি	২৲
" " গণেশচন্দ্র রক্ষিত	১৲

"নানক প্রকাশ" এই নামে গুরু নানকের জীবন চরিত মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে। ভাদ্রোৎসবের সময়ে উহা যাহাতে বাহির হয় তৎসম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করা যাইতেছে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কনের সমস্ত ব্যয় সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীর অধ্যক্ষ মহাশয় প্রথম প্রদান করিবেন, পরে পুস্তক বিক্রয় হইতে তাঁহার টাকা লইবেন।

আমাদিগের বন্ধুগণ যখন বিদেশে প্রচারার্থ গমন করেন, তখন প্রায়শঃ আচার্য্য দেবের বিরুদ্ধে নিন্দা বাদ শুনিয়া দুঃখিত হন। এই সকল নিন্দাবাদকারী ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই প্রকাশ্য ভাবে কোন কথা বলিতে সাহসী নহেন। এই জন্য আমরা বন্ধু ভাবে অনুরোধ করি, যাঁহারা নববিধান কি, তাহার আবিষ্কর্ত্তা কে, অপর লোক বা মহাপুরুষদিগের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি, এবং আমাদিগের আচার্য্য চরিত্রের গৌরব কি, এ সকল বুঝিতে ইচ্ছা করেন, সরল ভাবে জিজ্ঞাসু হইলেই তাঁহারা অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন। নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত থাকিয়া কেবল আত্মবিনাশের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া লাভ কি? যাঁহারা সংশয়াপন্ন, তাঁহারা ঔদ্ধত্য পরিহার করিয়া স্নিগ্ধ ভাবে আলোচনা করুন জিজ্ঞাসা করুন, সকল সংশয় মিটিয়া যাইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত বিধান কুসুম নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক উপহার পাইয়াছি। উক্ত পুস্তকে নব বিধানের তত্ত্ব, প্রথম হইতে নব বিধান ধর্ম্ম কিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার ও ব্রহ্মসমাজের নেতাত্রয়ের বিবরণ, সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি সকলের পাঠ করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পুস্তকের উৎসর্গ পত্র আমাদের রুচিসঙ্গত হয় নাই। তাহাতে লিখিত হইয়াছে "নববিধানের ভক্ত পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বর্গীয় শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন আচার্য্য দেব ও তদনুগ ভক্তিভাজন উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের শ্রীপাদপদ্মে এই বিধান-কুসুম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত উৎসর্গীকৃত হইল।" যে গ্রন্থে বিধান ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিবৃত, তাহা কাহার পাদপদ্মে উৎসর্গীকৃত হইল এরূপ না লিখিয়া করকমলে উৎসর্গীকৃত হইল এরূপ লিখা সমুচিত। আমরা দেখিয়াছি যে, আচার্য্য দেবকে কেহ কোন ধর্ম্মপুস্তক উপহার দান করিলে তিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত সর্ব্বাগ্রে তাহা স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিতেন।

ময়মনসিংহ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরের প্রাচীর গত ভূকম্পে স্থানে স্থানে বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ছাদ ভগ্ন হইয়া তাহার কতক টালিও পড়িয়া গিয়াছে। তত্রত্য ব্রাহ্মগণ তেমন সম্পন্ন নহেন। ইহাতে শীঘ্র জীর্ণসংস্কার হওয়া সহজ নহে। আমরা ভরসা করি, তথাকার উৎসাহী ব্রাহ্মগণ জীর্ণ সংস্কারের জন্য যথোচিত যত্ন প্রকাশ করিবেন।

প্রেরিত।

১। গত ১লা শ্রাবণ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আহূত হইয়া এখানে আসিয়াছেন।

২। গত ৪ঠা শ্রাবণ রবিবার মধ্যাহ্নে আমার ৪র্থ কন্যার নামকরণ নবসংহিতানুসারে তিনি সম্পাদন করিয়াছেন। কন্যার নাম শ্রীমতী সুমিত্রাবালা রক্ষিত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান জন্য এক টাকা দান প্রেরিত হইল।

৩। সন্ধ্যার পর তিনি পারিবারিক উপাসনা ও সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা উপস্থিত দর্শকগণকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

৪। তৎপর দিন সন্ধ্যার পর রাজবাটীতে অনুরুদ্ধ হইয়া সঙ্গীত ও কীর্ত্তন করেন। বুধবারে তিনি কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন।

একান্ত বশংবদ
শ্রীগণেশচন্দ্র রক্ষিত।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ১৫ সংখ্যা। | ১লা ভাদ্র, রবিবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিকঅগ্রিম মূল্য ২৷০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি, আমরা কে যে আমরা তোমার বিধানের জয় আত্মবলে প্রদর্শন করিব? তুমি কি তোমার বিধানের জয় কোন মনুষ্যের ক্ষমতার উপরে রাখিয়াছ? যদি প্রবল ক্ষমতাবান্ পুরুষ তোমার বিধানপ্রচারে বিমুখ হয়, তুমি সামান্য একটি তৃণ দ্বারা সেই মহৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইবে। তবে জিজ্ঞাসা করি, প্রভো, মানুষ কি এ সম্বন্ধে কিছুই নয়? সে, বল, তোমার বিধানের জয়সম্বন্ধে কি করিবে? তুমি বলিতেছ, সে আপনাকে উড়াইয়া দিক্, আমি কিছু করিতেছি না, করিতে পারি না বলিয়া কেবল একটি সামান্য যন্ত্রের ন্যায় আমার হস্তে অবস্থিতি করুক, আমি তাহাকে লইয়া এমন অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন করিব যে, সে আপনি দেখিবে আর অবাক্ হইবে। সে আপনাকে আমার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা করিবার জন্য আমি তাহার চারি দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিব, লোকের নিকটে তাহাকে ঘৃণিত, অবমানিত, অপদস্থ এবং নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিব, হয় তো মৃত্যুশয্যায় পড়িয়া দেখিবে তাহার কোন যত্ন পৃথিবী গ্রহণ করে নাই, বরং ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তখন যদি সে আনন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে বলিতে পারে, প্রভো, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল, তোমার কার্য্য অনন্তকালের জন্য স্থায়ী হইল, তখন জানিব যে সে আপনাকে উড়াইয়া আমাকেই সর্ব্বস্ব করিয়াছিল, এবং বাহিরে কিছু ফল না দেখিয়াও, এক আমার উপরে বিশ্বাসে সে সকলই সফল দেখিল। মাতঃ, তোমার এ কথা আমরা মহাজনজীবনে সত্য দেখিয়াছি, অথচ এমনই বিমূঢ় চিত্ত যে আজ পর্য্যন্তও এরূপে তোমার চরণে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিলাম না। বুঝিয়াছি, আজ পর্য্যন্ত অহঙ্কার আমাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই, অহঙ্কার কেবল চারি দিক্ অন্বেষণ করিয়া দেখে, কে কোথায় প্রশংসা করিতেছে, কে কোথায় সাধুবাদ অর্পণ করিতেছে, যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হইল তাহাতে কি প্রকার বহুফল উৎপন্ন হইতেছে। বাহিরে কিছু নিদর্শন না দেখিয়াও যে, এক তোমার প্রতি বিশ্বাসে সমুদায় পূর্ণ দেখিব, আজও তো এরূপ মনের অবস্থা দেখিতে পাই না। মা, আশীর্ব্বাদ কর, এক বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, কর্ণ অবরুদ্ধ করিয়া, মনটাকে তোমার চরণতলে ফেলিয়া রাখিয়া তোমার বিধানক্ষেত্রে পরিশ্রম করি, আর জয় মা আনন্দময়ীর জয়

এই শব্দ পুনঃ পুনঃ মুখে উচ্চারণ করি, জয় ভিন্ন পরাজয় আর চক্ষে দেখিব না, কর্ণে শুনিব না, কেবল বলিব মার জয় বৈ পরাজয় কোথায়? কেবল জয়, কেবল জয়। জননি, এই জয়োৎসবের মধ্যে যাহাতে নিত্য কাল বাস করিতে পারি, এবং বাহিরের অন্ধকার আমাদিগের বিশ্বাসের পরীক্ষা জানিয়া উহাকে এক বিশ্বাস বলে উড়াইয়া দি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, এই অভিলাষ পূর্ণ কর।

পরমাত্মা ও পবিত্রাত্মা।

আমরা গত বর্ষে আশ্বিন মাসে "পবিত্রাত্মার সাম্রাজ্য" বলিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহাতে পবিত্রাত্মা ভিন্ন কোন বিষয়ে আমরা এক পদ অগ্রসর হইতে পারি না, ইহা সুস্পষ্ট বাক্যে প্রতিপাদিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে আর কোন কথা বলিবার প্রয়োজন করে না। আমরা পরমাত্মা ও পবিত্রাত্মা এ দুই শব্দেতে প্রভেদ কি অদ্য প্রদর্শন করিতে যত্ন করিব।

পরমাত্মা শব্দ বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত। ইহাতে অন্তর্যামী পুরুষ প্রতীত হয়। কিন্তু এই অন্তর্যামী পুরুষের ক্রিয়া প্রতিমনুষ্য সকল সময়ে বুঝিতে নাও পারে। "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোঽন্তরো যমাত্মা ন বেদ" "যিনি আত্মাতে থাকিয়া আত্মা হইতে অন্তর, আত্মা যাঁহাকে জানে না" ইত্যাদি প্রাচীন উপনিষৎ বাক্যে ইহাই প্রদর্শন করিতেছে। "তম্বতে পরমাত্মানং জন্তুঃ কঃ কেন শাস্যতে।" "সেই পরমাত্মা ভিন্ন কোন্ জীব আর কাহার কর্তৃক উপদিষ্ট হয়," এ বাক্যে পরমাত্মার অনুশাসন স্পষ্ট জীব অনুভব করে দেখা যাইতেছে। অজ্ঞাত ভাবে পরিচালিত এবং জ্ঞাত ভাবে হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেরণা অনুভব পরমাত্মশব্দ মধ্যে দুইই নিবিষ্ট আছে। পবিত্রাত্মা শব্দ কিন্তু এরূপ নহে।

পবিত্রাত্মার ক্রিয়া আত্মা স্পষ্ট অনুভব করে। বিষয়বিদূষিত চিত্ত অজ্ঞাত ভাবে যখন পরিচালিত হয়, তখন খ্রীষ্টশাস্ত্রে উহা পিতার কার্য্য বলিয়া বর্ণিত আছে। "পবিত্রাত্মার গূঢ় কার্য্য" বলিয়া আমরা পরসময়ের গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাই—কিন্তু মহর্ষি ঈশার ব্যবহারকে আমরা এতৎসম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ মনে করি। ফলতঃ পবিত্রাত্মা এই শব্দের মধ্যে যে দুটি পদ আছে তাহাতে পবিত্রাত্মা পরমাত্মা হইতে ক্রিয়া বিষয়ে স্বতন্ত্র। পবিত্র ও আত্মা পবিত্রাত্মা; পরম ও আত্মা পরমাত্মা। একটি শব্দ মধ্যে পবিত্র এই বিশেষণের প্রাধান্য, আর একটির মধ্যে "পরম" এই শব্দের প্রাধান্য। জীবাত্মা হইতে ভিন্নতা এই দুই বিশেষণ প্রদর্শন করিতেছে। জীবাত্মা যখন বিষয়বিদূষিত ভাবনিচয় পরিহার করিয়া পবিত্রতা আশ্রয় করে, তখন পবিত্রতারূপে ঈশ্বর তাহাতে আবির্ভূত হইয়া পবিত্রাত্মা আখ্যা ধারণ করেন। যাহা কিছু পবিত্রতাবিরোধী নীতিবিরোধী ধর্ম্মবিরোধী তাহা এই জন্য পবিত্রাত্মার কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। পরমাত্মা শব্দ জীবাত্মা হইতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বাচক। জীবাত্মা ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মা অর্থাৎ নিয়ামক পরমাত্মশব্দে প্রতিপন্ন হন। এ স্থলে জীব পবিত্রতা লাভ না করিলেও পরমাত্মার ক্রিয়া অপ্রতিহত চলিতে থাকে, কিন্তু এখানে এ ক্রিয়া "পিতার," "পবিত্রাত্মার" নহে। তবে আমাদিগের দেশে পরমাত্ম শব্দ দ্বিবিধ ক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা পবিত্রাত্মা শব্দ স্থলেও উহার ব্যবহার করিতে পারি, এবং এরূপ ব্যবহার অনুচিতও নয়, কেন না, আমাদিগের আত্মাতে জীব হইতে শ্রেষ্ঠ যিনি তিনি জ্ঞান পুণ্য প্রেম সকলই।

আমরা বর্ত্তমানে পরমাত্মা শব্দ অপেক্ষাও পবিত্রাত্মা শব্দ সমধিক ব্যবহার করি। এরূপ

ব্যবহার যদিও খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে, তথাপি এই শব্দটি ব্যবহার বিকার নিবারণ জন্য একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পবিত্রাত্মশব্দ আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিয়া দিতেছে যে, যাহা কিছু অনীতি দুর্নীতি ধর্ম্মবিরোধী তাহা পবিত্রাত্মার ক্রিয়া নহে, মনুষ্যকল্পনা বা পূর্ব্বসংস্কারপ্রসূত। ঈশ্বরানুসরণকারিগণের ভ্রমপ্রমাদে কখন নিপতিত হইবার সম্ভাবনা নাই, এ কথা আমরা কখন বলিতে পারি না। বড় বড় মহাজনগণকেও অনেক সময়ে ভ্রমে নিপতিত হইতে হইয়াছে। য়িহুদিগণের প্রাচীন পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এমন সকল কথা দৈববাণীরূপে নিবদ্ধ আছে, যাহা নীতি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। হজরত মোহম্মদ সমগ্র কোরাণকে ঈশ্বরের বাণী বলিয়াছেন, অথচ সেই কোরাণেই দাসীকে অবৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিবার বিধি আছে, ইহা ব্যতীত আরো অনেক অনীতির কথা আছে। স্বর্গ নরক ও কেয়ামতের বর্ণন সমুদায় এত রক্তমাংসসংস্পৃষ্ট যে, যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ কখন সে সকল সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন। আমাদিগের বেদে পরলোকের বিষয়ে যাহা বর্ণিত আছে, তাহাও এইরূপ গ্রহণের অযোগ্য। অথচ এ সমুদায়ই দৈববাণীরূপে সম্মানিত। পরবর্ত্তী লোক সকল এরূপে সম্মান করিয়াছে তাহা নহে, তত্তচ্ছাস্ত্র কর্ত্তারাই উহা ঐরূপে বিশ্বাস করিতেন। পবিত্রাত্মা শব্দের যদি আমরা অর্থানুরূপ ক্রিয়া অবলোকন করি, তাহা হইলে এ সমুদায় একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে এই পরমাত্মা বা পবিত্রাত্মার আবির্ভাবে বিধান ও শাস্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। এই সকল ব্যক্তির শিষ্য, অনুচর, বা সহগামী ব্যক্তিগণও সেই পরমাত্মা বা পবিত্রাত্মা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তত্তদ্বিধান ও শাস্ত্র গ্রহণে সমর্থ। প্রবর্ত্তক ও গ্রহীতা উভয়ই পরমাত্মা বা পবিত্রাত্মার অধীন। এই জন্যই পরমাত্মসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "তন্মতে পরমাত্মানং জন্তুঃ কঃ কেন শাস্যতে।" এখন দেখা যাউক, প্রবর্ত্তক ও গ্রহীতা এ উভয়ের মধ্যে পরমাত্মা ও পবিত্রাত্মা অবলম্বন করিয়া কি বিশেষ সম্বন্ধ। প্রাচীনকালে কিরূপ সম্বন্ধ ছিল অগ্রে বলিয়া, পশ্চাৎ নবধর্ম্মে কিরূপ সম্বন্ধ আমরা বলিতে যত্ন করিব।

প্রাচীনকালে আমরা দেখিতে পাই, প্রবর্ত্তক ও গ্রহীতা উভয়ের মধ্যে যুগপৎ পবিত্রাত্মার ক্রিয়া হয় নাই। যত দিন প্রবর্ত্তক পৃথিবীতে বাস করিতেন, তত দিন গ্রহীতৃনিচয় অজ্ঞাতসারে পরমাত্মকর্ত্তৃক নীত হইতেন, জ্ঞাতসারে নহে। এই জন্য প্রবর্ত্তকগণ চলিয়া যাইবার বেলা বলিয়া গিয়াছেন, তোমরা যে সকল বিষয় বুঝিতে অসমর্থ, পবিত্রাত্মা আসিয়া সে সকল তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। বর্ত্তমানকালে এ সম্বন্ধে নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, আলোচনার বিষয়। আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে অধিকাংশ সময়ে প্রবর্ত্তক ও গ্রহীতৃগণ * মধ্যে পবিত্রাত্মার যুগপৎ ক্রিয়া অবলোকন করিয়াছি। যে সকল স্থলে তাহা হয় নাই, সেখানে যিনি তদ্রূপে প্রবর্ত্তক ও গ্রহীতৃগণ হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়াছেন, তাঁহার সেরূপ স্বাতন্ত্র্য বিধানের অন্তর্গত বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে নবধর্ম্ম নববিধানে যুগপৎ পরমাত্মপ্রভাব গ্রহণ নিয়ম, সেরূপ না হইলে উহা বিধানবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত।

এখন এক জন বলিতে পারেন গ্রহীতৃগণ সম্বন্ধে এ নিয়ম খাটিতে পারে, কিন্তু প্রবর্ত্তক-

* এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে, যেখানে কোন এক জন গ্রহীতা দূর দেশে স্থিতি করিতেছেন, মণ্ডলী মধ্যে কি অবতরণ করিতেছে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তিনি সেই দূরদেশে অবস্থিতি করিয়া ঠিক একই বস্তু, একই সত্য, একই সময়ে লাভ করিয়াছেন। বিধানের অন্তর্গত ব্যক্তিনিচয় প্রমাণ দিবেন যে, তাঁহাদিগের হৃদয় যাহা চাহিয়াছে, মূল স্থান হইতে তাহাই সমাগত হইয়াছে।

সম্বন্ধে তাহা কিরূপে হইবে? আমরা যত দূর জানি, তাহাতে নববিধিপ্রবর্ত্তক আপনার সম্বন্ধেও পরমাত্মা বা পরিত্রাত্মার গ্রহণে এ নিয়ম অব্যাবহত রাখিয়াছেন। সত্য, তিনি একা যোগ করিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে মণ্ডলীসহকারে একত্র হইয়া ঈশ্বরের নিকট হইতে বিধানসম্পর্কীয় বিধি, সত্য, ও নিয়ম করতলস্থ করিতেন। এই এক কারণে তিনি মণ্ডলীর এত পক্ষপাতী ছিলেন, এবং মণ্ডলী হইতে কখন আপনাকে স্বতন্ত্র করেন নাই। অতিগুরুতর বিষয় সকলও গ্রহীতৃমণ্ডলী একমত না হইলে বিধিতে পরিণত করিতে দেন নাই। নব নব সত্য তিনি যে মণ্ডলী মধ্যগত হইয়া উপাসনায় লাভ করিয়াছেন ইহা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে "আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজাননে। মগ্নশ্চ হৃদয়াম্ভোজে" এই যে আগম অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে সত্যপ্রাপ্তির নিয়ম, ইহা আমরা নিয়ত অবলোকন করিয়াছি।

আমরা প্রবর্ত্তকে আরও একটি বিষয় দর্শন করিয়াছি, যাহাতে তিনি উচ্চতম ঋষিসংঘের মণ্ডলী মানিতেন আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। যখন কোন নূতন সত্য নূতন পন্থা তাঁহার নিকট সমাগত হইত, তিনি পূর্ব্বতন ঋষিমহর্ষিগণের মধ্যে এই সত্য এই পন্থা কি ভাবে ছিল বা আসিয়াছিল তাঁহার নিকটস্থ বন্ধুগণকে জিজ্ঞাসা করিতেন। তাহাতে কোন বন্ধু প্রাচীন মহাজন বা ঋষিগণের সঙ্গে তৎসম্বন্ধে একতা দেখাইয়া দিলে, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইতেন। তিনি মহাজন ও ঋষিগণের উক্তি এরূপভাবে গ্রহণ করিতেন যে তাহা দেখিয়া আমাদিগকে অনেক সময়ে অবাক্ হইতে হইয়াছে। তিনি যেমন বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজন ও ঋষিগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া সামঞ্জস্য, সত্যত্ব, সারত্ব অবলোকন করিতেন এরূপ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি করিতে অক্ষম। আমরা তাঁহার জীবনে এই দেখিয়াছি, পরমাত্মা ও পবিত্রাত্মা এবং ঋষি, মহাজন, শাস্ত্র, ও বন্ধুমণ্ডলী, এ সমুদায়কে তিনি এক স্থলে এমন করিয়া আনিয়াছিলেন যে সর্ব্বসম্মিলনে তাঁহাতে ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হওয়া একান্ত অসম্ভব ছিল। আমরা জানি, যাঁহারা এই প্রকার সর্ব্বসম্মিলনের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইতে না পারিবেন, তাঁহাদিগের ভ্রমপ্রমাদ অবশ্যম্ভাবী।

"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।"

যোগাচার্য্য বিবিধ যোগের বিষয় অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়া শেষভাগে মনুষ্য যে যে গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে সেই সেই গুণের অনুসরণ করিয়া সাধন করিবে এই উপদেশ দেন, এবং তৎসম্বন্ধে তিনি এত দূর পক্ষপাত প্রদর্শন করেন যে, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি বিনাশও উপস্থিত হয়, তথাপি তাহাই শ্রেয়ঃ, এত দূর তিনি নির্দ্ধারণ করেন। আমরা তাঁহার এই বাক্যকে কি ভাবে অবলোকন করি, পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি। অদ্য আমরা আর কিছু করিব না এই দেখাইব, বর্ত্তমানে এই তত্ত্বটির কি প্রকার প্রয়োগ হইতে পারে।

আমাদিগের ঈশ্বর প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি প্রকৃতির মধ্য দিয়া নিরন্তর আত্মক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি, তাঁহার ইচ্ছাসহ অভিন্ন, সুতরাং এখানে ঈশ্বরের ক্রিয়া অব্যাহত। বাহ্যপ্রকৃতি যে প্রকার ঈশ্বরের অধিষ্ঠানভূমি, প্রকৃতির অন্তর্গত মানব প্রকৃতিও তেমনি ঈশ্বরের অধিষ্ঠানভূমি। বাহ্যপ্রকৃতিতে তাঁহার ক্রিয়া যেমন প্রকৃতির অভ্যন্তর দিয়া, মানবপ্রকৃতিতেও তেমনই। যাঁহারা এই মূলতত্ত্ব অবগত তাঁহারা মানবপ্রকৃতির প্রতি অত্যধিক সমাদর না করিয়া থাকিতে পারেন না। যোগাদি উচ্চতম ধর্ম্ম

সাধনের প্রয়োজন এই যে, মনুষ্য আত্মপ্রকৃতিকে নিরন্তর ঈশ্বরাধীনে রাখিতে পারিবে, কখন বিপরীত পথে ধাবিত হইয়া তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে না।

প্রত্যেক মানুষ আপনি যাহা, তাহা লইয়াই সে ঈশ্বরের সমীপে উপনীত হইবে। তাহার আত্মপ্রকৃতি তাহাকে অনেক সময়ে অবশভাবে এরূপ ঈশ্বরাধীন করিয়া ফেলে যে, তাহার উপরে তাহার কোন কর্তৃত্ব থাকে না। বাহ্যজগৎ অবশভাবে নীয়মান হয়, তাহাতে তাহার ক্রমিক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এই অবস্থান্তরতা তাহার ক্রমিক অভ্যুদয় প্রদর্শন করে। মনুষ্যপ্রকৃতিসম্বন্ধে এ বিষয়ে একটু পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য এই যে, সমুদায় মনুষ্যকে সমষ্টিতে গ্রহণ করিলে তন্মধ্যে বাহ্য জগতের ন্যায় ঈশ্বরের ক্রিয়া অব্যাহত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু যখন একটি একটি মানুষ লইয়া বিচার করি, বা একজাতির সহিত আর এক জাতির তুলনা করি, এতৎ সম্বন্ধে অনেক ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। প্রতিব্যক্তিতে ঈশ্বর প্রদত্ত স্বাধীনতানিবন্ধন স্বীয় প্রকৃতি হইতে বহির্গমনের যে সামর্থ্য আছে, তাহাতে এই ব্যতিক্রম ঘটাইয়া থাকে, কিন্তু সমষ্টি মধ্যে এই ব্যতিক্রমের ক্রিয়া তিরোহিত হইয়া গিয়া ঠিক ঈশ্বরের অভিপ্রায় জয় লাভ করে।

আমরা মানিলাম, মানুষ যদি প্রকৃতিতে স্থিতি করে, তাহা হইলে তাহার ঈশ্বর সহ সহজ যোগ সহজে নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু সে মনুষ্যসমাজে বিবিধ প্রকারের অবস্থাধীন হইয়া আত্মপ্রকৃতি হইতে দূরে গমন করে, অনেক সময়ে আপনার প্রকৃতি কি তাহার সংবাদও গ্রহণ করে না, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নিপতিত হইয়া সে ক্রমে এতদূরে গিয়া পড়ে যে, সেখানে তাহার প্রত্যাগমন করা একান্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়। এই বিকারের অতীত না হইলে সে স্বীয় প্রকৃতিতে পুনরাগমন করিতে পারে না। এই পুনরাগমন জন্য তাহার সাধনের প্রয়োজন হয়। যখন সে সাধনে প্রবৃত্ত, তখন তাহার আত্মপ্রকৃতিসম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না বলিয়া সাধনও তদুপযোগিরূপে গ্রহণ করিতে পারে না, এজন্য সাধনে সিদ্ধিলাভ তাহার পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধ্য হইয়া পড়ে। যে ব্যক্তি প্রকৃতি হইতে যত দূরে গমন করিয়াছে তাহার প্রত্যাগমন তত কষ্টসাধ্য, যে ব্যক্তি যত নিকটে আছে, তাহার সাধনাদি তত আশুফলপ্রদ হয়। পাপাচরণ যে এত ঘৃণিত তাহার কারণ এই যে, তদ্দ্বারা প্রকৃতি হইতে অনেক দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। ঈশ্বর মানবপ্রকৃতিকে নিরতর আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন, কেন না সেই প্রকৃতি তাঁহার নিত্য অনুগতা, তাঁহার স্বরূপসম্ভূতা। মানুষ তাহার অবমাননা করিয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত, আনন্দ শান্তি সুখ হইতে বঞ্চিত।

প্রতিমনুষ্য প্রকৃতি হইতে দূরে প্রস্থান করিতে পারে, কিন্তু তাহাকে একেবারে বিনাশ করিতে পারে না। যখন সে দূরে প্রস্থান করে, তখন তাহার প্রকৃতি তাহার নিকটে প্রচ্ছন্না হন। এই প্রচ্ছন্না প্রকৃতি মধ্যে প্রচ্ছন্ন ঈশ্বর সর্ব্বদা আত্মক্রিয়া প্রকাশ করিয়া গূঢ় ভাবে সেই মনুষ্যকে প্রকৃতিসঙ্গত করিবার উপায় সকল উদ্ভাবন করেন। মনুষ্য প্রতিকূল অবস্থা মধ্যে নিপতিত হইয়াও ক্রমে সেই প্রভাবে আত্মপ্রকৃতির দিকে নীত হয়। যখন সে এই প্রকারে নীত হইয়া পুনরায় নিজের প্রকৃতি সহ মিলিত হয়, তখন ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে। এই প্রকারে প্রকৃতি সহ পুনর্ম্মিলনে মনুষ্যের পুত্রত্বলাভ হয়, সেই পুত্রত্বে তাহার পিতা সহ একতা, ইহাই সার কথা।

এখন আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যোগাচার্য্য কেন বলিয়াছেন "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"

পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।" মানুষ যখন আপনার প্রকৃতি না বুঝিয়া অপরের অনুকরণ করিতে যায়, তখন তাহার বিকার নিবারণ না হইয়া আরও বিকার বর্দ্ধিত হয়। সে যদি শত বর্ষ এরূপ অনুকরণ করে, তথাপি তাহার সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। যেমন অন্যান্য দশ প্রকারের প্রতিকূলাবস্থা তাহাকে আত্মপ্রকৃতি হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছে, তেমনি অনুকরণও তাহাকে ভ্রষ্ট করিবে তাহাতে সন্দেহ কি? যদি বলা হয়, মন্দ বিষয়ের অনুকরণে মনুষ্য মন্দ হয়, যদি কেহ ভাল বিষয়ের অনুকরণ করে, তবে সে ভাল হইবে না কেন? আমরা মানি ঈদৃশ অনুকরণে মনুষ্য পাপে নিপতন হইতে রক্ষা পায়, এবং এরূপে পতন হইতে রক্ষা পাওয়া প্রকৃতিতে প্রত্যাগমন পক্ষে কথঞ্চিৎ অনুকূল, কিন্তু যদি এই অনুকরণই সর্ব্বস্ব হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃতিলাভে আর অনুকূল থাকে না, মহান্ অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

আমরা প্রকৃতিতে প্রত্যাগমন করিব কি উপায়ে? উপায় যোগপথোক্ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। যে সমুদায় দুর্দ্দান্ত বাসনা আমাকে বিবেক হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে সেই সকল বাসনাকে বিবেকের অধীন করিতে হইবে। বিবেক আমাদিগের প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তিনিই ঈশ্বর। মনুষ্যের প্রথম পতন বিবেকের অবমাননায়, পুনরুত্থান তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে। বিবেকের বশবর্ত্তী হও, দেখিবে তুমি দিন দিন কেমন প্রকৃতিস্থতা লাভ কর। বিষয়বাসনা তোমাকে বিবেক হইতে বিচ্যুত করিয়াছে, কিন্তু বিবেক তোমায় পরিত্যাগ করেন নাই, এখন তোমার বধির কর্ণে তাঁহার স্বর ক্ষীণভাবে প্রতিধ্বনিত হয়। সেই ক্ষীণ স্বরের অনুসরণ করিতে করিতে তোমরা বধিরতা তিরোহিত হইতে থাকিবে, এবং যতই বধিরতা গিয়া তুমি শ্রবণানুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে, ততই তুমি তোমার আত্মপ্রকৃতিতে পুনরাগমন করিবে। সেই প্রকৃতিলাভে তোমার পুত্রত্বলাভ এবং সেই পুত্রত্বলাভে তোমার পুত্রোচিত বিমুক্তি।

যোগাচার্য্য যেরূপ প্রকৃতিস্থ হইতে অনুরোধ করিয়াছেন, তেমনি প্রকৃতির অতীত হইতে উপদেশ দিয়াছেন, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ অতি সুস্পষ্ট। তুমি যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে তুমি ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহার সকল উপাদানগুলি পূর্ণমাত্রায় আছে, ইহা নহে। যাহা নাই, তাহা যখন তুমি ঈশ্বরকৃপায় লাভ কর, তখন তুমি প্রকৃতির অতীত হইয়া যাও। তোমাতে স্বভাবতঃ যে সকল গুণ আছে, সে সকল অতিক্রম করিয়া যখন তুমি নব নব গুণলাভ করিলে, তখন তোমাতে গুণাতীত ভাব সমুপস্থিত। ইহার অর্থ এই, তোমার প্রকৃতি অনুসারে তুমি যাহা হইবে তদপেক্ষাও তুমি আরও উচ্চভূমি আরূঢ় হইবে। কিন্তু এ স্থলেও মনে রাখা উচিত যে, সকলকে প্রকৃতির মধ্য দিয়া প্রকৃতির অতীত ভূমিতে আরোহণ করিতে হইবে, প্রকৃতিকে সম্যক্ উচ্ছেদ করিয়া নহে।

নব বিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

সরস্বতী।

১। ব্রহ্ম যিনি তিনি বেদ, তিনি বাক্য, তিনি বাগ্দেবী সরস্বতী। বাক্য সেতুস্বরূপ, ব্রহ্ম ও মনুষ্য তদ্যোগে সংযুক্ত।

"ব্রহ্ম যিনি তিনি বাক্যস্বরূপ, তাঁহার নাম বেদ। যে বাক্য নহে, যে কথা কহে না, সে তো কল্পিত ঈশ্বর। সেই অসুর পৃথিবীতে সর্ব্বনাশ করিবার জন্য মনুষ্য কল্পনা হইতে প্রসূত হইয়াছে। যে ঈশ্বর উপদেশ দেয় না, যে ঈশ্বর পাপের প্রতিবাদ করে না, যে ঈশ্বর পাপের দণ্ড দেয় না, সে ঈশ্বর অসৎ এবং ভয়ানক অকল্যাণের হেতু।" * * * "তোমরা কে? জগজ্জননী, জ্ঞানদেবী, সরস্বতীর সন্তান।

তোমরা তাঁহারই উপাসক। তিনি চিন্ময়ী চৈতন্যরূপিণী বাগ্দেবী। তিনি বাক্যস্বরূপা। কেমন বাক্য? নিত্য বাক্য, অশেষ অবিনশ্বর বাক্য, সত্য বাক্য, অভ্রান্ত বেদ-বাক্য। বাক্যই তিনি। বাক্য সেতুস্বরূপ। এক দিকে ঈশ্বর, অপর দিকে পৃথিবী, মধ্যে ঈশ্বরবাণী সেতুস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। সেতু বন্ধ হউক, ঈশ্বর আর মনুষ্যের যোগ থাকিবে না"। * * * বাক্য ঈশ্বরের বাহন, বাক্য আরোহণ করিয়া ঈশ্বর এই দুঃখী জগতে অবতীর্ণ হয়েন। বাক্যই ব্রহ্মপক্ষীর পক্ষ, ইহার সাহায্যে স্বর্গ হইতে ব্রহ্ম-পক্ষী নামিয়া আসেন" [সে, নি, ৩ সং ১৭—১৯ পৃ]

২। অনন্ত শুভ্রজ্ঞান সরস্বতী, স্বয়ং বিদ্যা-স্বরূপা, অমূর্ত্ত নিরাকারা।

'সরস্বতী মূর্ত্তির অর্থ কি? সরস্বতী বিদ্যার প্রতিমূর্ত্তি। তিনি স্বয়ং বিদ্যা স্বরূপা। ঈশ্বর অনন্ত জ্ঞানের আকর। বিমল জ্ঞানজ্যোতি অতিশয় শুভ্র, উহার অভাবই অজ্ঞান-অন্ধকার। জ্ঞান আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল, অজ্ঞান অন্ধ-কারের ন্যায় কাল। যাঁহারা প্রাচীনকালে ঈশ্বরের জ্ঞান-রূপ অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞানজ্যোতি বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন ও ধ্যান ধারণা করিতেন। এই জন্যই কালক্রমে পৌত্তলিকেরা সরস্বতীর মূর্ত্তি নির্ম্মল শুভ্রবর্ণে চিত্রিত করিল। জ্ঞান শুভ্রজ্যোতিঃস্বরূপ। ঐ জ্ঞানকে ঘন কর, আরো ঘন কর, ক্রমে খুব ঘনীভূত কর। অব-শেষে একটী সাদা মূর্ত্তি কল্পনাতে নিষ্পন্ন হইল। হিন্দুস্থান উহাকে সরস্বতী নাম দিল এবং ঐ ঘন শুভ্র প্রতিমাকে প্রণাম করিল। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া যোগবলে জড় প্রতি-মাকে উড়াইয়া দিলাম; কিন্তু উহার মধ্যে নিরাকার বিদ্যাকে দেখিয়া বলিলাম,—"হে নিরাকার বাগ্দেবী সর-স্বতী, তোমাকে প্রণাম করি।" ব্রাহ্মের সরস্বতী বাহিরের ক্ষুদ্র প্রতিমা নহে, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব শুভ্র জ্ঞানজ্যোতি যাহা অনন্ত আকাশে বিস্তৃত রহিয়াছে।" [সে,নি, ১০ ক পৃ]

৩। প্রথম সৃষ্টির আজ্ঞা হইতে অজস্র বাণী প্রবাহিত হইতেছে, জ্ঞান সত্য শান্তি এই বাণীশ্রবণে।

'ব্রহ্মের হৃদয়বাসিনী বাগ্দেবী সরস্বতীর মুখ হইতে সর্ব্ব-প্রথমে সৃষ্টির আজ্ঞা বাহির হইল,তৎক্ষণাৎ উহা হইতে বিশ্ব সৃষ্ট হইল। তখন অবধি আজ পর্য্যন্ত তিনি অনন্তকাল অবি-শ্রান্ত বাক্য বলিয়া আসিতেছেন। তাঁহার বাক্যের বিরাম নাই। কি দিবসে, কি রজনীতে তিনি অনবরত বাক্য বলিতেছেন। সরস্বতীর জিহ্বার বিশ্রাম নাই এবং তাঁহার বীণাও অবিশ্রান্ত বাজিতেছে। বীণাপাণীর সাধকগণ যখ-নই তোমরা কাণ পাতিবে তখনই তোমরা সরস্বতীর বাক্য এবং সঙ্গীত শুনিতে পাইবে। যদি জ্ঞান চাও, যদি নূতন নূতন সত্য শিখিতে চাও, সরস্বতীর বাক্য শ্রবণ কর। যদি প্রাণের মধ্যে গভীর আরাম চাও, তবে তাঁহার শান্তিপ্রদ সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ কর। সরস্বতীর জিহ্বা হইতে যে সকল বাক্য নিঃসৃত হইতেছে, তাহা জ্ঞান এবং শান্তি উভ-য়ই দান করে। [সে, নি, ২০। ২১ পৃ]

৪। ব্রহ্ম কর্ণ বিনা শ্রবণ করেন, জিহ্বা বিনা কথা বলেন।

"হে ব্রাহ্ম,তুমি কদাপি মনে করিও না যে,তোমার ব্রহ্মের জিহ্বা নাই। তাঁহার এক অনন্ত আকাশব্যাপী জিহ্বা আছে। সেই জিহ্বা দ্বারা ঈশ্বর অনন্ত আকাশে অনন্ত কাল অসংখ্য ভাষায় অসংখ্য কথা বলিতেছেন এবং জীবের হিতের নিমিত্ত যোগ ভক্তি প্রভৃতি বিচিত্র তত্ত্ব প্রকাশ করি-তেছেন। ব্রাহ্ম, যখন তুমি স্বীকার কর যে, তোমার ঈশ্ব-রের শুনিবার শক্তি অর্থাৎ কাণ আছে, তুমি কিরূপে বলিবে যে তাঁহার কথা বলিবার শক্তি অর্থাৎ মুখ নাই। যিনি তোমার শত শত প্রার্থনা শুনিতে পারেন, তাঁহার কি প্রার্থ-নার উত্তর দিবার ক্ষমতা নাই? কি ভয়ানক অসঙ্গত কথা! যাঁহার কাণ আছে নিশ্চয়ই তাঁহার জিহ্বাও আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে সাকার দোষ পড়ে। কখনই না। যদি ব্রহ্ম কাণ বিনা শ্রবণ করেন, তিনি কি জিহ্বা বিনা মুখ বিনা কথা কহিতে পারেন না? যদি তুমি বিশ্বাস কর যে তোমার ঈশ্বর শ্রবণহীন হইয়াও তোমার প্রার্থনা সকল শ্রবণ করেন, তবে কেন ইহা বিশ্বাস কর না যে জিহ্বা-বিহীন হইয়াও তিনি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিতে পারেন? শুনিতে পারেন বলিয়া তিনি সাকার হইলেন না, তবে বলিতে পারেন বলিয়া কেন সাকার হইবেন? যদি ঈশ্বরের উত্তর দিবার ক্ষমতা না থাকে, তবে তাঁহার প্রার্থনা শুনিবার প্রয়োজন কি? শুনিবার যন্ত্র শ্রবণেন্দ্রিয় নাই, অথচ ঈশ্বর আমাদের সকল কথা শুনিতেছেন, সেইরূপ তাঁহার বাক্য বলিবার যন্ত্র নাই অথচ অনবরত বাক্য বলি-তেছেন।" [সে, নি, ২১ পৃ]

৫। ব্রহ্ম হইতে নিরন্তর উপদেশবাণী বিনিঃসৃত হইতেছে, শত শত বেদবেদান্ত পুরাণ প্রসূত হইতেছে।

"আমাদের ব্রহ্মের মুখ হইতে অসংখ্য বেদবেদান্ত, অসংখ্য পুরাণ কোরাণ নিরন্তর বাহির হইতেছে। আমা-দের ঈশ্বরের ধর্ম্মশাস্ত্র কত কে জানে? খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের এক বাইবেল, মুসলমানদিগের এক কোরাণ, কিন্তু আমা-দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কত তাহার সংখ্যা নাই। কেন না আমাদের ঈশ্বর অবিরত কথা কহিতেছেন, তাঁহার কথার

বিরাম নাই, সুতরাং আমাদের বেদবেদান্তের অন্ত নাই। প্রতি বর্ষে, প্রতি মাসে, প্রতি পক্ষে, প্রতি দিনে, প্রতি ঘণ্টায় প্রতি মিনিটে সেই সদ্‌গুরু উপদেশ, আদেশ ও প্রত্যাদেশ বিধান করিতেছেন এবং প্রত্যেক জীবের জন্য বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচার করিতেছেন। তিনি অহর্নিশি তোমাকে তোমার মত, আমাকে আমার উপযোগী, অপর এক জনকে তাহার প্রয়োজনীয় কথা বলিতেছেন। মনে করিয়া দেখ কত কোটি কথা কত প্রকার কথা তাঁহার বলিতে হয়। ঠিক মানুষ যেমন বক্তৃতা করে, তেমনি আমাদিগের জননী বাগ্দেবী সরস্বতী অনন্ত আকাশরূপ বেদীর উপরে বসিয়া সুমিষ্টভাষায় কত উপদেশ দিতেছেন। তাঁহার ন্যায় এমন সুবক্তা, এমন উৎকৃষ্ট আচার্য্য, এমন সদ্‌গুরু আর কেহই নাই। তাঁহার বেদীর চারিদিকে বসিয়া কোটি কোটি শিষ্য তাঁহারা বক্তৃতা শুনিতেছে। ইহা কল্পনা নহে, ইহা কবিত্বের কথা নহে, কিন্তু সত্য সত্যই অগণ্য যোগী ঋষি, অগণ্য সাধুভক্ত, অগণ্য বৈরাগী সন্ন্যাসী সেই অনন্ত আচার্য্যের সুমধুর উপদেশ শুনিতেছেন। অনন্ত আকাশসিংহাসনে বসিয়া এক প্রকাণ্ড প্রবক্তা, এক বৃহৎ গুরু বক্তৃতা করিয়া বলিতেছেন;—"চোর চুরী করিস্ না, স্বেচ্ছাচারী স্বেচ্ছাচার করিস্ না, সংসারী সংসারে ডুবিস্ না, অবিশ্বাসী অবিশ্বাস করিস্ না। ব্রহ্মযোগ সাধন কর, প্রেমিক একেবারে ভক্তিরসে প্রাণকে নিমগ্ন কর।" এইরূপে ব্রহ্ম নানা ভাষাতে নানাপ্রকার বিধিনিষেধপূর্ণ উপদেশ দিতেছেন। ব্রহ্মের উপদেশ কখন থামে না, তাঁহার বক্তৃতা অবিরাম হইতেছে, কেবল বিবেককর্ণ পাতিলেই শুনা যায়।" [সে, নি, ২২। ২৩ পৃ]

৬। আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিভাত সদ্‌বুদ্ধি সুমতি প্রভৃতি জ্ঞানরূপা দেবী সরস্বতী হইতে।

"জ্ঞানস্বরূপা সরস্বতী ক্রমাগত বিচিত্র জ্ঞানতত্ত্ব প্রসব করিতেছেন। মনুষ্যমনে যত সত্য যত ভাবের বিমল কিরণ প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায় সরস্বতীর জ্যোতি। ব্রহ্মছাড়া সকলই অজ্ঞান এবং অবিদ্যা, সরস্বতী ছাড়া সকলই দুষ্টবুদ্ধি এবং দুর্ম্মতি। স্বয়ং ব্রহ্ম অনন্ত সরস্বতী হইয়া মনুষ্যের মনে দিব্য জ্ঞানালোক জ্বালিয়া দেন এবং মধুর সঙ্গীতচ্ছলে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন। জীবকে মোহজাল এবং অবিদ্যার অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর জ্ঞানরূপে, বিদ্যারূপে, বাগ্দেবী সরস্বতীরূপে তাহার অন্তরে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে সকল বিষয়ে সৎপরামর্শ দান করেন। তিনি স্বয়ং সত্যরূপে সুবুদ্ধি ও সুমতিরূপে মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হন। সত্য কেবল দেবদত্ত নহে, সত্যই দৈবস্বরূপ এবং আরাধ্য বস্তু। তোমাদের মনের সুনীতি সুমতি কে তাহা জান? তাহারাই স্বয়ং সরস্বতী এবং তোমাদের বরণীয়। যত কিছু শুভ জ্ঞান ও শুভ ভাব তোমাদের অন্তরে আসিতেছে, সে সমুদায় বাগ্দেবীর মুখের কথা।" [সে, নি, ২৩ পৃ]

৭। এই বাণী স্থানেতে কালেতে আবদ্ধ নহে, সকল স্থানে সকল কালে শুনিতে পাওয়া যায়। উহা নিয়ত অমৃতময়।

"দশ বৎসর পঞ্চাশ বৎসর যত বৎসর ইচ্ছা কর তাঁহার কথকতা অন্তরে শুনিতে পার। তাঁহার মুখে নিত্য ভাগবত নিত্য মহাভারত শুন, তিনি আহ্লাদের সহিত শুনাইবেন। তিনি নূতন নূতন ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব, নূতন বেদ বেদান্ত এবং নূতন পুরাণ তন্ত্রাদি শুনাইবেন। ইংরাজী সংস্কৃত যে কোন ভাষায় উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা কর সেই ভাষায় তিনি উপদেশ দিবেন। পর্ব্বতশিখরে নদীতটে গৃহে কাননে যেখানে ইচ্ছা সেইখানে শিক্ষা দিবেন। প্রেমতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব যাহা চাও তাহাই তিনি শিক্ষা দিবেন। তাঁহার মুখে যে উপদেশ শুনিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র ভ্রান্তির আশঙ্কা করিবে না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বোত্তম জ্ঞান, অভ্রান্ত পরাবিদ্যা তাঁহারই নিকটে পাইবে। সে জ্ঞান কঠোর নহে, অতিশয় সুমিষ্ট। বাগীশ্বরী একটীও কর্কশ কথা বলেন না, বলিতে পারেন না। কোমল নারী কণ্ঠ হইতে কর্কশ রূঢ় কথা কিরূপে বাহির হইবে? চিত্তহারী চৈতন্যস্বরূপ হরির কথা পাঁচ মিনিট শ্রবণ করিলে প্রাণ মন বিমোহিত হয়। যখন হরির কথা শুনি, তখন মনে হয় ঠিক যেন হরি সপ্তস্বর সংযোগ করিয়া বীণা বাজাইতেছেন। হরির গলা এমনি মিষ্ট। যিনি ভাল তাঁহার সকলি মিষ্ট, কথাগুলি যেন মধুমাখা। যখন বিবেক এবং ভক্তিকর্ণে ব্রহ্মবাণী শুনি তখন বলি,—"হে ঈশ্বর, তুমি কি গান করিতেছ না বক্তৃতা করিতেছ?' বাস্তবিক সুরেশ্বরীর সকল কথা সঙ্গীতের ন্যায় সুস্বর ও সুমধুর, তাঁহার সমুদায় বেদ সামবেদ সুললিত ছন্দে বিরচিত, এবং সুমিষ্ট সুর তান, সুকোমল রাগ রাগিণীতে সংযুক্ত।"[সে,নি,২৪পৃ]

নবসংহিতা।

অধ্যাত্মো স্বাহ।

১। পরাত্মনা পতিঃ পত্নী সখ্যে পুণ্যতমে যদা।
আহূতঃ প্রেরিতো দিব্যে রাজ্যে পরিণয়ং পুনঃ॥
সাধিতুং তন্নিদেশানুগামী তৎক্ষণ মেব হি।
আয়োজনানি কুর্ব্বীত প্রহৃষ্টমনসা তদা॥

যখন স্বামী এবং পত্নী পবিত্রতা সখ্যনিবন্ধন জন্য পবিত্রাত্মা কর্তৃক প্রেরিত ও আহূত হয়, তাহারা সেই আত্মা-

নের অধীন হইবে এবং স্বর্গরাজ্যে উদ্বাহের জন্য তৎক্ষণাৎ আয়োজন করিবে।

২। যদোদ্বহতাং পূর্ব্বমসম্পূর্ণেন চাংশতঃ।
আসীত্তদ্বন্ধনং তস্মাৎ পূর্ণং ভবতু সম্প্রতি॥

কারণ যখন তাহারা প্রথমে বিবাহ করিয়াছিল, তাহারা অপূর্ণভাবে ও কেবল অংশতঃ বিবাহিত হইয়াছিল; এখন তাহাদিগের যোগ পূর্ণ হইবে।

৩। সখিত্বমেতয়োরাসীল্লোকেঽস্মিন্নধুনা পুনঃ।
ভবিতা তচ্চিরস্থায়ি দিব্যধাম্নি সুখালয়ে॥

এত দিন পর্য্যন্ত তাহারা এই সংসারে সখা ছিল, এখন তাহারা দিব্যধামে সখা হইবে।

৪। কিমর্থোঽয়ং বিবাহো বা ভোগাসক্তোঽস্য চোত্তরে।
ব্রতে সন্তানজননহেতোঃ সংবর্দ্ধনায় চ।
পার্থিবস্য সুখস্যাত্রলাভায় চ পরস্পরম্॥

বিবাহ কিসের জন্য? ইন্দ্রিয়াসক্ত লোকে বলে, সন্তানোৎপাদন এবং পার্থিব সুখ ও উপকার বর্দ্ধন জন্য।

৫। ন তথা সংহিতা দিব্যা ব্রতে পত্নীং পতিং পুনঃ।
স্বর্গরাজ্যার্থমেবাত্র বিনেতুং স বিধিঃ স্মৃতঃ॥

স্বর্গীয় সংহিতা বলেন, সে জন্য নহে কিন্তু বিবাহ ঈশ্বরের রাজ্যের নিমিত্ত পতি ও পত্নীকে শিক্ষা দিবার জন্য।

৬। বিবাহিতো পুনস্তস্মাৎ বিবহেতাং পরস্পরম্।
সখ্যং পার্থিবমেবং যদ্দৈব্যমাধ্যাত্মিকং ভবেৎ॥

এ জন্য যাহারা বিবাহিত তাহারা পুনরায় বিবাহ করুক যে তাহাদিগের পৃথিবীর সখ্যভাব স্বর্গে আধ্যাত্মিক যোগে পরিণত হয়।

৭। আধ্যাত্মিকবিবাহস্য যোগ্যঃ কালোঽত্র সম্মতঃ।
চত্বারিংশৎ সমারভ্য যাবৎ পঞ্চাশবৎসরম্॥

দ্বিতীয়বার বিবাহ অর্থাৎ দুই আত্মার পরিণয়ে চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যের বয়স উপযুক্ত।

৮। ঊঢ়্যস্ত ভারা জীবনস্যাপাদ্যন্ত চ তানি চ।
প্রধানানি চ কর্ত্তব্যান্যাবাসঃ শৃঙ্খলায়িতঃ॥
অনুভূয়ত সংসারস্যানন্দঃ শোক এব চ।
দাম্পত্যং পার্থিবকোপাভুজ্যতাতিপ্রমাণতঃ॥

জীবনের ভার বহন করা হইয়াছে, ইহার প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য সকল সম্পাদিত হইয়াছে, গৃহের শৃঙ্খলা করা হইয়াছে, সংসারের হর্ষ শোক অনুভূত হইয়াছে, এবং পার্থিব-দাম্পত্যজীবন অধিক পরিমাণে হইয়া গিয়াছে।

৯। অধিকারং চিন্তয়েতামাত্মনোরোপযামিকম্।
কর্ত্তব্যানি চ হর্ষাংশ্চ শাশ্বতানিহ সম্প্রতি॥

এক্ষণে তাহারা আত্মার বিবাহের অধিকার, কর্ত্তব্য এবং আনন্দ চিন্তা করুক।

১০। ধ্যানেঽধ্যয়নে চাত্মানুসন্ধানে সংযমেঽস্ত তৎ।
একত্র প্রার্থনে নীতং প্রাস্ততং দিবসত্রয়ম্॥

উপযুক্ত আয়োজনের জন্য তিন দিন আত্মানুসন্ধান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সংযম এবং একত্র প্রার্থনাতে নিয়োগ করিবে।

১১। চতুর্থে দিবসে চাভিষেকান্তে বসনন্তু তৌ।
বিভ্রাণং গৈরিকং নূত্নং কুর্য্যাতাং হ্যুপাসনাম্॥

চতুর্থ দিবসে অভিষেকের পর, পতি ও পত্নী নূতন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিবেক, এবং দেবালয়ে প্রাতঃকালের উপাসনায় যোগ দিবেক।

১২। উপাসনাগৃহে নিত্যোপাসনায়াঃ সমাপনে।
সম্মুখীনাবুপবিষ্টৌ নূতনাসনয়োস্তদা॥

নিয়মিত উপাসনার পর পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া তাহারা নূতন আসনে উপবেশন করিবে।

১৩। ১৪। পতিব্রূর্বীত পত্নীকাদ্যাবাং সম্মিলিতাবিহ।
পুরোধসঃ প্রভোরগ্রে দিব্যধাম্নি সমাপিতুম্॥
অমরাণাঞ্চ সাক্ষিত্বেনোদ্বাহং দিবামাবযোঃ।
প্রভুর্ধন্য ইতি সা চ ওঁ তথাস্ত্বিতি সাক্ষিমম॥

পতি পত্নীকে বলিবেন, অদ্য আমরা প্রধান পুরোহিত ঈশ্বরের সন্নিধানে দেবগণের সাক্ষিত্বে আমাদিগের স্বর্গীয় বিবাহ সমাপন করিবার জন্য স্বর্গে মিলিত হইয়াছি। ঈশ্বর ধন্য হউন।

পত্নী বলিবে, ওঁ, তথাস্তু। ঈশ্বর ধন্য হউন।

১৫। সংসারস্যাস্য বহুলাঃ পরীক্ষা বিপদঃ পুনঃ।
শোকঞ্চানন্দমাভীক্ষ্যং ভুক্তবন্তৌ পরিশ্রমম্॥
কৃতবন্তাবুভে দুঃখং সুখং জীবনবর্ত্মনি।
সদানুভূতবন্তৌ চ হৃদয়েন করেণ চ॥
প্রভুং সেবিতবন্তৌ চ দাসদাসীসমৌ পুনঃ।
অধুনা প্রভুরাবাং স সেবানন্দোচ্চসংস্থতৌ॥
সমাহ্বয়তি চোদ্বাহং পূর্ব্বং পূর্ণত্বমাপিতুম্।
সম্পাদ্য খলু বৈদেহাত্মনোঃ সম্মিলনং পুনঃ॥
গ্রহীতুং তদ্ব্রতং পুণ্যং দম্পত্যোরাত্মরূপিণোঃ।
ভবিতারৌ পুণ্যরাজ্যে তস্য দাসৌ চিরন্তনৌ॥
একস্মিন্ ত্রিতয়ং যত্র যোগেনোচ্চতমেন হি।
কিমস্মিন্ প্রস্তুতাসি ত্বং ব্রতে গুরুতরে প্রিয়ে॥

স্বামী—প্রিয়তমে, সংসারের হর্ষ ও বিপদ, পরীক্ষা ও প্রলোভন প্রচুর পরিমাণে আমরা অনুভব করিয়াছি। জীবনের বিচিত্র পথে আমরা একত্র কার্য্য করিয়াছি, ভোগ করিয়াছি এবং ক্লেশ বহন করিয়াছি। মিলিত দাস দাসীর মত আমরা আমাদিগের ঈশ্বরকে হস্ত ও হৃদয় দ্বারা সেবা করিয়াছি, এবং আমরা আমাদিগের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদিগের প্রভু ঈশ্বর এখন আমাদিগকে সেবা

ও আনন্দের উচ্চতর লোকে ডাকিতেছেন, এবং অদ্য দেহ-বিমুক্ত আত্মাদ্বয়ের যোগ ঘোষণা ও আত্মরূপী পতি ও আত্মরূপিণী পত্নীর পবিত্র ব্রত গ্রহণ করত পূর্ব্বকৃত বিবাহ পূর্ণ করিতে আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন। অতএব তাঁহার পবিত্র রাজ্যে কাল ও অনন্তকালের জন্য আমরা মিলিত দাসদাসী হইব এবং নিত্যকাল একেতে তিন ব্যক্তি গভীর যোগে বাস করিব। প্রিয়তমে, তুমি কি প্রস্তুত?

১৬। প্রস্তুতাস্মি প্রভোরাজ্ঞাং শীর্ষে ধারয়িতুং পুনঃ।
দুর্ব্বলাহং গুরুতরং ব্রতং সোঽস্তু সহায়কঃ॥

পত্নী—ঈশ্বরের আদেশপালনে প্রস্তুত। কিন্তু প্রিয়তম, ব্রত গুরুতর, আমি দুর্ব্বলা। অতএব ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন।

প্রেরিত।

ভূমিকম্প ও নববিধান।

এবার পুনঃ পুনঃ ভূমিকম্প হইতেছে। এই ভূমিকম্পের সঙ্গে আমরা নব বিধানের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ধরাধামে অনেক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয় যাহা দর্শন করিলে মন বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ভক্তবৎসল ভগবান্ এক দিকে যেমন জননীর ন্যায় স্নিগ্ধ ও কোমল স্বভাব, অন্য দিকে তেমনি তাঁহার রুদ্রভাবও প্রকাশ পায়। তাই মুনি ঋষিগণ তাঁহাকে রুদ্র নামে ডাকিয়া থাকেন। তাঁহার শক্তি সর্ব্বদাই আমাদিগকে জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কিছু দিন হইল গ্রীষ্ম ঋতুর অনাবৃষ্টির অবসানে নূতন মেঘের সুশীতল বারি বর্ষিত হইয়া এক অভিনব শান্তিসুখ অর্পণ করিল, নিরাশার সাগর হইতে উত্তমাশায় লইয়া গিয়া তাঁহার নিরুপম দয়ার জলে স্নান করাইল। আবার অল্প দিন পরেই ভয়ানক ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে প্রলয়ের অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিল। তাঁহার এমন মহীয়সী শক্তির কথা আগে মনেও করি নাই, স্বপ্নেও ভাবি নাই!! শুনিয়াছি পৃথিবীর গর্ভে কতকগুলি আগ্নেয় বস্তু সঞ্চিত আছে এই ভূমিকম্প তাহারই সাময়িক পরিচালনামাত্র। তাঁহার সঙ্কল্প অমোঘ, তদুৎপন্ন ফলও অতি মহৎ। লোকে বলে, এই ভূকম্পে অনেক অট্টালিকা ভগ্ন হইয়াছে, অনেক মানবজীবন ধ্বংস হইয়াছে, ধরা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারে না, বোধ হয় রসাতলে যাইবার উপক্রম করিতেছে। বিশ্বপতি ভগবানের যাহা ইচ্ছা তাহা হইবেই এবং সকল জগৎ বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাঁহার শান্তিনিকেতন বা স্বর্গরাজ্যের কখন বিনাশ হইবে না; তাহা চিরকালই অটল থাকিবে। তাঁহার অমর পুত্র কন্যাগণ চিরকালই স্বর্গীয় দেবমণ্ডপে তাঁহার ক্রোড়ে থাকিয়া সর্ব্বদা হাস্য মুখে খেলা করিতে থাকিবেন; খণ্ড প্রলয় কেন, মহাপ্রলয়েও তাঁহাদের কিছু করিতে পারিবে না; তাঁহার করুণামৃতপানে সকলেই মৃত্যুঞ্জয় হইয়া আছেন। এই ভূমিকম্প দ্বারাও যে একটি স্বর্গীয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে তাহা অনির্ব্বচনীয়। যেমন জড় জগতের ভূকম্পে নূতন পর্ব্বত কি নূতন দ্বীপ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার শক্তিতে মেদিনী প্রকম্পিতা হইয়া উঠে, যত ক্ষণ না সেই পর্ব্বত, কি দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের নিরুপম কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে স্থিরতর হয়, তত ক্ষণ ভূগর্ভস্থ অগ্নিকাণ্ডের উৎক্ষেপণক্রিয়া দ্বারা পৃথিবী উপর্য্যুপরি প্রকম্পিতা হইবেই; তেমনি ধর্ম্মজগতে নববিধানরূপ পূর্ণ ধর্ম্মের আগ্নেয়গিরির অভ্যুদয়েও এক বিশ্বব্যাপী প্রকম্পন (আন্দোলন) উপস্থিত হইয়াছে এবং অবিরামে কাঁপিতেছে।

এই বিধানের আগ্নেয়গিরি অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে মস্তক উত্তোলন করে নাই, তাই ধর্ম্মরাজ্যের মহা ভূমিকম্পেরও নিবৃত্ত হইতেছে না। বিধানগিরিরাজ পূর্ণাবয়বে উত্থিত হইলে ভূলোক স্বর্গলোকে পরিণত হইবে। সেই ত্রিকালজ্ঞ বিশ্বকর্ম্মা পার্থিব অগ্নি জ্বালিয়া যেরূপ সসাগরা ধরা কম্পিত করিতেছেন, তেমনি বিধানরূপ ধর্ম্মগিরির অভ্যুত্থানেও এক মহা অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সে অগ্নির গগনস্পর্শী শত সহস্র শিখা প্রজ্জ্বলিত হইয়া জগতের পাপ তাপ পুড়িয়া ছারখার করিয়া ফেলিতেছে, পাষণ্ডের পাপহৃদয় ভস্মাবশেষ হইতেছে। যুগে যুগে প্রতি নরনারীতে যে ধর্ম্ম ও প্রেমের ভূকম্প উপস্থিত হইয়াছে, এই নববিধানে তাহারই পূর্ণতা সংসাধিত হইল। শুনিয়াছি পার্থিব ভূকম্প ভিন্ন পর্ব্বত উৎপন্ন হয় না, তাই বোধ হয়, কোন কালে যেন কোন মহাভূকম্প হইতে হিমগিরির জন্ম হইয়াছিল, তাহার বিশাল চূড়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিবার জন্য মহাউর্দ্ধে ধাবিত হইয়াছে, অদ্যাপি যাহার শানুস্থিত তরুমূলে মুনিঋষিগণ সুখে বাস করিয়া ধ্যানযোগে নিমগ্ন হইয়া অতুল ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া আসিতেছেন। ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! এখন আর গিরিকন্দরে অচেতন পর্ব্বতের আশ্রয়ে থাকিয়া তপঃসাধন করিলে তাঁহার ভক্তহৃদয়ের সমুদায় অভাব পূরণ হইতে পারে না, তাই ভগবান্ স্বর্গীয় এক মহতী শক্তিতে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মরাজ্যে মহাভূকম্প উপস্থিত করিয়া জাগ্রত জীবন্ত বিধানপর্ব্বতের সৃষ্টি করিতেছেন, তাহারই মহাগম্ভীরপ্রদেশে ও সদ্ভাবতরুমূলে অগণ্য অসংখ্য যোগী ঋষিগণ সুখে উপবেশন করিয়া মধুপানমত্ত ভ্রমরের ন্যায় নিঃশব্দে ধ্যানযোগে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিবেন বিচিত্র কি? হিমালয়ে কত ভৌতিক দেহের স্বাস্থ্য উপকারজনক ঔষধের তরু আছে, বিধান পর্ব্বতেও তদপেক্ষা বহুমূল্যবান্ আধ্যাত্মিক

রোগের মৃতসঞ্জীবনী ঔষধের তরুসকল বিদ্যমান রহিয়াছে, ভক্তিযোগে আবিষ্কার করিতে পারিলেই অনায়াসে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারা যায়। সেই লীলাকারী ভগবান্ যে জ্বলন্ত অগ্নির সহিত বিধান গিরিরাজকে উত্তোলন করিতেছেন, তাহার স্বর্গীয় শিখা সকলের সীমা নিরূপণ করা ভার। এই সূত্রেই তিনি আবহমান কাল হইতে যুগে যুগে কত ভূকম্প দেখাইয়াছেন। ঈশা, মুষা, শাক্য, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতির আবির্ভাবেও ধর্ম্মরাজ্যে এইরূপ ভূকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহাদের পাদস্পর্শে এই পৃথিবী প্রেমের আবেগে কতই না কম্পিত হইয়াছিল. পার্থিব ভূকম্পের ন্যায় কত কৃত্রিম দেবগৃহ দেবমূর্ত্তি চূর্ণ হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ত্রিলোকপতি ঈশ্বরের কৃপাতে এখন বিধানশৈলের আবির্ভাবে ধর্ম্মরাজ্যে যে অভিনব ভূকম্প হইতেছে ইহাই কি বিধানরাজ্যের শেষ ভূমিকম্প? ইহার পর ধর্ম্মরাজ্যে আরও কত কল্যাণকর বিপ্লাবন আসিবে তাহা কে জানে? পার্থিব ভূকম্পের সহিত ধর্ম্মরাজ্যের ভূকম্পের অনেক সাদৃশ্য আছে। পার্থিব ভূকম্পে গুড়্ গুড়্ শব্দ হয়, কর্দ্দম উদ্গিরিত হয়, প্রস্তরখণ্ড সকল বহির্গত হয়, বিধানের ভূকম্পেও শুনা যাইতেছে, প্রতি নর নারীর হৃদয়ে কি আশ্চর্য্যরূপে বিবেক ও প্রত্যাদেশের গম্ভীর ধ্বনি মুহুর্মুহু হইতেছে; স্বর্গীয় তেজের প্রবাহে কুমতি কর্দ্দম সকল নির্গত হইতেছে, পাষণ্ডতা পাষাণখণ্ড সকল চিত্তক্ষেত্র হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া কত নীলকান্ত মণিরূপে সঞ্চিত হইতেছে, প্রত্যাদেশের অগ্নিশিখা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। পার্থিব ভূকম্পে স্থানে স্থানে উষ্ণ জলের ফোয়ারা উঠিতেছে, ধর্ম্মরাজ্যের সেই অতুলনীয় ভূকম্পেও প্রত্যাদেশরূপ স্বর্গীয় মন্দাকিনীর পবিত্র ও সুশীতল জলোৎসেচন উৎপন্ন হইয়া বিশ্ব সংসারকে ভাসাইয়া দিতেছে। হায়! অন্তে নববিধানরূপ গিরিরাজের যে আবির্ভাব হইতেছে তাহা জগতে অতুল্য শত ধবলশৃঙ্গ সুমেরুর স্বর্ণচূড়া আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। তাহার প্রত্যাদেশের ধ্বনিতে সমুদয় লোক চতুর্দ্দশ ভুবন স্বর্গীয় আনন্দে স্বর্গীয় প্রেমে থর্ থর্ কাঁপিতেছে। হিমগিরি হইতে এক গোমুখীতে পবিত্র জাহ্নবীর জল ঝরিতে দেখা যায়, কিন্তু বিধান গিরিরাজের লক্ষ স্বর্ণচূড়া হইতে অপরিমেয় পবিত্র শান্তিজল শত সহস্র সিংহমুখী দ্বারে অজস্র ধারে পড়িতেছে, সমুদয় ধর্ম্মরাজ্য শান্তিজলে ভাসাইয়া লইতেছে। পাণ্ডবদিগের ন্যায় নববিধান কিঙ্করেরা এই মহাশৈলের মহাশৃঙ্গ ধরিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিবেন বিচিত্র কি? জড় রাজ্যের ভূকম্পে স্থানে স্থানে কত অগ্নি শিখা বাহির হইতেছে, গ্রাম নগর দেশ দগ্ধ হইতেছে; নববিধানের ভূকম্পে যে সেই স্বর্গীয় অগ্নির জিহ্বা শুধু লক্ লক্ করিতেছে তাহা নয়, তাহাতে ভবের পাপ তাপ সকল ভস্মাবশেষ করিয়া সন্তাপে প্রেমিক আত্মাকে খাটি তপ্ত হেম করিয়া তুলিতেছে; চিরকাল জ্বলিবে, নির্ব্বাপিত হইবে না। জড় জগতের ভূকম্পে সাগরগর্ভে কত নূতন দ্বীপের সৃষ্টি হইতেছে, তাহাতে ঈশ্বরের করুণাভাজন সন্তানেরা ক্রমে আবাস বাটী নির্ম্মাণ করিয়া অচিরাৎ প্রেমরাজ্যের সীমা বিস্তার করিয়া তুলিবে। নব পর্ব্বতের আবির্ভাবজনিত ভূকম্পেও ভবসাগরে কত নূতন স্বর্ণদ্বীপ নূতন স্বর্ণপুরী উত্থিত হইতেছে, ধরাতলে তাহার উপমা নাই। হায়! জড় রাজ্যের ভূকম্পে অনিত্য উচ্চভূমি কত প্রোথিত হইতেছে, কত হ্রদ সরোবরের উৎপত্তি হইতেছে, হে বিশ্বপতে, তোমার ধর্ম্ম রাজ্যের ভূকম্পেও সেই উপধর্ম্ম সকলের কল্পিত উচ্চভূমি রসাতলে গিয়া পুণ্যসলিলে কত পবিত্র হ্রদ সরোবর সৃষ্টি হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? হে সর্ব্ব শক্তিমান্, তোমার ধর্ম্মরাজ্যে আরও ঘন ঘন ভূকম্প উপস্থিত করিয়া বিধানগিরিরাজের মস্তক উত্তোলন করুক। ধরাতলে সেই এক পর্ব্বতেই হিমালয়ের শান্তিময় সৌন্দর্য্যের ও আগ্নেয় গিরির জ্বলন্তভাবের একত্র শোভা প্রতি পাদন করুক। সমন্বয়ের আকর্ষণে উপধর্ম্মজগতের চন্দ্রসূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র সকল সেই জ্বলন্তানলে খসিয়া পড়ুক। স্বর্গীয় সমন্বয় উত্তর দক্ষিণে যাক্; পূর্ব্ব পশ্চিমে আসুক, অধঃ উর্দ্ধে, উর্দ্ধ অধোতে আসুক; দশ দিক্ পুরাতন ভাব পরিবর্ত্তন করুক, সমুদয় ধরা স্বর্গতুল্য হউক! প্রেমের সপ্ত সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক; ভাবের আট্লাণ্টিকসাগরের অতুলনীয় তরঙ্গে তোমার ভক্তমকর সন্তানেরা প্রেমানন্দে ভাসিয়া ফিরুক!!!

শ্রীরাধানাথ ঘোষ (রি কু)
টাঙ্গাইল।

সংবাদ।

আগামী ৮ ভাদ্র রবিবার প্রাতে ৭টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিন উপলক্ষে ভাদ্রোৎসব। ঐ দিবস যে সমস্ত সংগীত সংকীর্ত্তন ব্রহ্ম মন্দিরে গাওয়া হইবে তাহা ক্ষুদ্রপুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হইবে। উৎসবের প্রস্তুতির জন্য আগামী বৃহস্পতিবার হইতে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নবদেবালয়ে সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হইবেক। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণকে এই সকল দিনে উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

গত ২৪ শ্রাবণ হাবড়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী দাসের ৪র্থ কন্যার নামকরণ হইয়াছে। উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনান্তে

নবসংহিতার ব্যবস্থা মত নাম প্রদান করেন। কন্যাটীর নাম শ্রীমতী শান্তশীলা রাখা হইয়াছে।

বহু বাজারের রাজার চকে বারওয়ারির আটচালাতে গত মঙ্গলবার রাত্রিতে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন, খুব উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হয়। কলিকাতায় মধ্যে মধ্যে এরূপ হওয়া আকাঙ্ক্ষণীয়।

বস্ত্রের অভাবে প্রচারক পরিবারবর্গের বিশেষ কষ্ট হইতেছিল। যে যে স্থান হইতে সাহায্য পাইবার আশা ছিল, সে সে স্থান হইতে সাহায্য আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এদিকে স্ত্রীলোকেরা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতে লজ্জা পাইতে লাগিলেন। বালক বালিকাগণ বস্ত্র বিনা বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিল। এরূপ অবস্থা দেখিয়া দয়ার সাগর পিতা আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। আমরা আমাদের পাপ আলস্যে এই পৃথিবীতে অনেক কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু ভগবানের প্রেম আমাদিগের উপর চিরকালই সমান রহিয়াছে। তিনি কোন্ সূত্রে কি কার্য্য করিয়া তাঁহার আশ্রিত সন্তানগণকে সাহায্য করেন, তাহা কে বুঝিতে পারিবে? আমাদিগের প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস, তাঁহার জমিদারীর পুণ্যাহ উপলক্ষে অন্যান্য দান মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে ১০০ টাকা দান করিয়াছেন, সেই দানের অর্দ্ধেক ৫০ টাকা পরিবারদিগের বস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য দান করায় আমরা বালক বালিকা এবং স্ত্রীলোকদের জন্য নিম্ন লিখিত তালিকা মত বস্ত্র খরিদ করিয়া দিয়াছি। এই অভাবের সময় লক্ষ্মণ বাবুর এই দান আমাদিগকে মোহিত করিয়াছে। আমরা লক্ষ্মণ বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। তিনি স্ত্রীলোকদিগের লজ্জারক্ষা করিয়া বিশেষ পুণ্য লাভ করিলেন। পুরুষেরা বস্ত্র অভাবে ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহির হইতে পারেন, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের বস্ত্রই লজ্জারক্ষার একটি প্রধান উপায়। লজ্জানিবারণ হরি তাঁহার কন্যাগণের লজ্জারক্ষা করিলেন।

দুইটি বিধবার জন্য ১ থান নয়ানসুক।
বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের জন্য ১০ হাতি ১৩ জোড়া সাটী।
বালক বালিকাদিগের জন্য ১০ হাতি ৪ জোড়া ধুতি।
" ৯ হাতি ৬ জোড়া "
" ৮ হাতি ৮ জোড়া "
" ৭ হাতি ৬ জোড়া "
" ৬ হাতি ২ জোড়া "
" ৫ হাতি ১ জোড়া "

মোট ৪২ জো ১।

বিগত ২৭ শ্রাবণ মঙ্গলবার মঙ্গলগঞ্জ প্রচার আশ্রমে পুণ্যাহ উপলক্ষে উৎসব হইয়া গিয়াছে। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। প্রাতে উপাসনা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন দত্ত নিম্নলিখিত দানের তালিকা পাঠ করিলেন।

১। ১২৫ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে ১২৫ থান কাপড় ও ১২৫ টী টাকা।

২। খাঁটুরা ছাত্র শ্রেণীর ১০ টি ছাত্রের নিমিত্ত মাসিক ব্যয় ৫০ টাকা।

৩। খাঁটুরার অন্তঃপুরস্ত্রীশিক্ষার নিমিত্ত এক জন শিক্ষয়িত্রীর গমনাগমনাদির ব্যয়নির্ব্বাহার্থ মাসিক ১৬ টাকা।

৪। উপরি উক্ত কার্য্যের জন্য গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় ১০০০ টাকা।

৫। ছাত্রাশ্রমের গৃহের নিমিত্ত ১০০০ টাকা।

৬। কুশদহ সংবাদপত্র ও তাহার ছাপাখানার নিমিত্ত ২০০০ টাকা।

৭। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতগণের সাহায্যার্থ ১০০ টাকা।

৮। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যে ১০০ টাকা।

৯। দুঃখী কৃষকদিগের হাল ও গরু কিনিয়া দিবার জন্য এককালে ২৫০ টাকা।

১০। ৩০০ কাঙ্গালীকে আহার এবং প্রতিজনকে ৵০ দুই আনা করিয়া পয়সা।

পরে উপাচার্য্য মহাশয় ভগবদ্গীতা হইতে বিষয়ের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়ে অনাসক্ত নির্লিপ্ত থাকা সম্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক পাঠ করেন, ও ঐ অর্থেই একটি উপদেশ দেন। মধ্যাহ্ন কালে প্রায় ৪৫০০ লোককে ফলার খাওয়ান হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রাস্তার উপরে গিয়া উপস্থিত লোকদিগকে বাহিরের ফলার ও আধ্যাত্মিক ফলার সম্বন্ধে একটি উপদেশ দেওয়া হয়। সে দিনকার কার্য্য অতিসুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যাঁহারা ধনী তাঁহারা অর্থব্যয়সম্বন্ধে লক্ষ্মণ বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন আমরা এরূপ অনেক সময় ইচ্ছা করি।

গ্রাহকগণকে বর্ত্তমান বৎসরের মূল্য পাঠাইতে আবার অনুরোধ করিতেছি। এ বৎসরের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকি রহিয়াছে। পূজার বন্ধের পূর্ব্বে যাহাতে সকলের নিকট হইতে মূল্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, সকলে এরূপ মনযোগী হইবেন।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্যদ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২০ ভাগ।
১৬ সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র, সোমবার, ১৮০৭ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

দীনবন্ধো অনাথশরণ, আর কত দিন স্বর্গ আমা হইতে দূরে স্থিতি করিবে। স্বর্গ আসিতেছে, স্বর্গ আসিতেছে, এ কথা শ্রবণ করিয়া তো আর সুখ হয় না। প্রায় দুই সহস্র বৎসর হইতে এই কথা পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যদি উহা প্রতিধ্বনিমাত্রই থাকিল, তবে তুমি এ যুগে আবার নূতন বিধান প্রেরণ করিলে কেন? তোমার পুত্র ঈশা বলিলেন, স্বর্গ এখানে নহে ওখানে নহে হৃদয়ে, এ কথা কেবল তিনিই বলিলেন, কৈ তাঁহার শিষ্যগণ তো এ কথা বলিলেন না। শুভসময়ে নব বিধান এই কথা তাঁহার প্রত্যেক সাধকের মুখে বলাইবার জন্য আসিয়াছেন, যদি তাঁহারা স্বর্গ হৃদয়ে দেখিয়া এ কথা বলিতে না পারিলেন, তবে বল বিধানের জয় কোথায় হইল। দর্শনে কি হইবে, যদি হৃদয় স্বর্গ না হইল তবে তো নব বিধানের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল না। তোমাতে যোগী ঋষি সাধু মহাজনগণ দেবদেবী সকলে বৈকুণ্ঠধাম আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন, সে বৈকুণ্ঠ কোথায়! আমার হৃদয়ে, কেন না আমার হৃদয়ে তুমি। আমার হৃদয় তোমাতে ডুবিয়া গিয়াছে, এবং আমার হৃদয় স্বর্গ হইয়া গিয়াছে, ইহা যদি না হয়, প্রভো, তোমার বিধানের শরণাগত হইয়া নূতন কি লাভ হইল। নাথ, আমি কি স্বভাবের অতিরিক্ত কোন বস্তু চাহিতেছি? স্বর্গলাভ, যোগে স্বর্গের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়া যদি স্বভাববিরুদ্ধ হয়, তবে বল ধর্ম্মে স্বভাবসিদ্ধ কি? আমি কি অসময়ে এরূপ প্রার্থনা করিতেছি? বিধানের সময় যদি অসময় হয়, তবে বল সুসময় আর কোন্ সময়ে হইতে পারে? যে যোগ মহাযোগ, যাহা আজ পর্য্যন্ত বহু লোকের জীবনে সিদ্ধ হয় নাই, সে যোগে সিদ্ধি ভিক্ষা করি এই জন্য যে তুমি এই যোগের পক্ষে অনুকূল করিবার জন্য বিধানের পর বিধানসমূহ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া ইহাকে নব বিধানের রঙ্গভূমি করিলে, আমরা সেই রঙ্গভূমিতে এক এক জন অভিনেতা। অভিনেতৃগণের জীবনে যাহা সিদ্ধ হইল না, বল তাহার সম্ভবনীয়তা জগৎ বিশ্বাস করিবে কি প্রকারে? তোমার বিধানের মহিমার উপরে নির্ভর করিয়া আজ তব চরণে এই প্রার্থনা করিলাম। মাতঃ, তুমি দাসের প্রার্থনা পূর্ণ কর, পূর্ণ করিয়া কৃতার্থ কর, এই তব চরণে ভিক্ষা।

সপ্তদশ ভাদ্রোৎসব।

এবার ভাদ্রোৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে ঘোরতর জলবর্ষণ আরম্ভ হয়। উৎসবের দিবস প্রাতঃকাল সমুদায় সময় সে প্রবলতর বৃষ্টির নিবৃত্তি হয় না। পথে জলের স্রোতের মধ্য দিয়া আমাদিগকে মন্দিরে যাইতে হইয়াছিল। প্রাতঃকালে বাহিরের লোক দুচারি জন মাত্র উপস্থিত ছিলেন। আকাশের প্রতিকূলতায় মন্দির পূর্ণ হইল না, বিধানপতি আমাদিগের চিত্তের এ ক্ষোভ কেন থাকিতে দিবেন? তিনি স্বয়ং স্বর্গের দেবদেবীগণকে লইয়া আমাদিগের মধ্যে অবতরণ করিলেন, সমুদায় অভাব পূর্ণ হইল, সঙ্গীত ও উপাসনায় প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় কোথা দিয়া চলিয়া গেল আমরা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। বিধানমন্দিরে বিধান-মণ্ডলীর নরনারী বালক বৃদ্ধ সকলে উপস্থিত বাহিরের লোক অতি অল্প, সুতরাং এবারকার প্রাতঃকালের উপাসনা ও উপদেশ স্বভাবতঃ তাঁহাদিগেরই উপযোগী হইয়াছিল। শ্রীআচার্য্য-দেবের যে প্রার্থনাটী উপদেশের মূল ছিল, আমরা তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হে অনন্তপ্রেম, স্বর্গকামনা এখানেই, স্বর্গ প্রাপ্তিও এখানে। যে কামনা রাখে ইহকালের জন্য, সিদ্ধি রাখে পরকালের জন্য সে তোমাকে জানে না। হে পিতা, পিতৃভক্তদিগের মধ্যে সাংঘাতিক একটী অবস্থা আসিয়াছে, যদি পবিত্র আত্মা আসিয়া দুরবস্থা দূর করেন তবেই ভাল, নচেৎ দলশুদ্ধ বুঝি গেল। আমাদের বাল্যদল যুবা-দল দুটি ছিল ভাল, উচ্চতর স্থানে যাইতে হইলে আর যে লোক পাওয়া যায় না। বন্ধুবর্গ লইয়া কেবল এ পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন হয় না। এই সাংঘাতিক অবস্থাকে আমরা বলি অকালে মৃত্যু—যদি দিন কতক খুব কাজ কর্ম্ম দান ভজন ধ্যান করিয়া আর উঠিতে না পারে, তবে তার আর স্বর্গ নাই। আমরা তো আর আত্মপ্রবঞ্চিত লোক নই যে ভাবী কল্পনার স্বর্গ প্রস্তুত করিব। এখানে ছেলেবেলা হইতে যেমন সকলে মিলে সাধন ভজন করেছি, এখনও তেমনি বৃদ্ধ বয়সে যোগরাজ্যে যোগ করিব। কিন্তু সংসার হইল প্রতিকূল। আর আমাদের লোক উঠে না। ভাল-বাসা বাড়ে না। জীবনের সুগন্ধ ত বাড়ে না। চরিত্র ভাল হয় না। যিনি স্রষ্টা তিনিই প্রলয় কর্ত্তা। যার এক হস্তে অমৃতের পাত্র, কিন্তু অন্য হস্তে অসি আছে। ব্রাহ্মেরা আর উঠিতেছে না। কৈলাসপুরী যোগগ্রামের কত বাড়ী রহিল বাকী, দেখিল না। ভগবান, বৃক্ষ আর ফল না দিলে তার দশা স্পষ্টই দেখা যাচ্চে। এই আমরা কটি মানুষ আছি পৃথিবীতে, আর এক দল আসিয়া এই স্থান দখল করিবেই করিবে। এখন যে সাংঘাতিক রোগ প্রবিষ্ট হই-য়াছে, বুঝেছি কর্ম্ম কাজ আর বড় অধিক হইবে না। অন্য অন্য দল পৃথিবীতে আসিতেছে, তোমার ভক্তদের কাজ লইতেছে। হরির বৃন্দাবনে খুব যাত্রী আসিল, কিন্তু এখন নরম পড়িল। এই দলের অকাল মৃত্যু—তারই পূর্ব্বাভাস এখন দেখা যাচ্চে। কোথায় অনাবৃষ্টি হবে, না প্রেমবর্ষণের ধূম বেড়েছে। হে মাতঃ, পৃথিবী তোমার বৃন্দাবন দেখিবে দেখিবে ভাবিয়া আর দেখিতে পাইল না। আমরা উচ্চ-মণ্ডলী হইয়া স্বর্গ তো দেখিতে পাইলাম না। দেখা যাচ্চে, কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। আমি বল্‌ছি—বাণী শুনে বল্‌ছি; বানিয়ে বল্‌ছি না। রাশি রাশি কুবেরের ধন আছে দেখ্‌ছি। এখনও লক্ষ লক্ষ গ্রামের লোককে খাওইবার জোগাড় আছে। লোক কৈ? এই দুঃখ কি থাকবে? বৃন্দাবনপতি, সেই মহাভাব সেই ভক্তি ভাব সক-লই সেই, কেবল বিশ্বাস করে লোকে আস্‌ছে না। হে প্রেমসিন্ধু, এই বিশেষ নরক এয়েছে, তাই তোমার পা ধরে বলি, এক বার যদি এই ভয়ানক সাংঘাতিক ভ্রান্তিটাকে পবিত্রাত্মা এসে দূর করেন, তবেই আমরা এ অকাল মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া আরও কিছু দিন থাকিয়া তোমার স্বর্গ দর্শন করি। কত ডাকাডাকি, শরীর পাত হইল—তোমার ঘরে আসন পাতা—এততে যদি না আসে তবে কি হল? তোমার সূক্ষ্ম অটল আদেশ তার উল্টো কখনও হবে না। গরীব কয় জন লোক হাসিতে হাসিতে তোমার বৃন্দাবনে গেল, তার পর কোথায় গেল? এই সকল যোগের ঘরে তো কাহাকেও দেখ্‌ছি না। পৃথিবীতে এমন শুভক্ষণ আর কখন আস্‌বে? এ সময় আমাদের খুব মাতিয়ে দাও। আর কিছু দিন বাঁচিয়া খুব ভোগ করে নি। বাগ্‌ড়া দেয় কেন আপনার লোক? মা, তালে তালে নাচ্‌চে, এমন সময় বেরসিক একটা কে কথা বল্‌লে আর তাল কেটে দিলে যে, ঈশা মুষা এঁরা চটে উঠে গেলেন। গুটি ৫০ তেমন ভক্ত হয় এখন, তবে মনের সাধে টাকা সংগ্রহ করিত। ছাদ ফুঁড়ে মোহর পড়্‌ছে আর গৃহস্থ ঘুমুচ্ছে। বলে বলে আর পারিনে, মা। দয়াময়ী, এখন বুকে পা দিয়ে এ কয়টা স্বর্গ কোন রকমে দেখিয়ে দাও। নয় তো যে কয়টি লোক দেখিতে চায় তাদের দেখাও। পরে দেখিবে, এটা আমার ভাল লাগে না। হাতের কাছে রয়েছে কেন গরীব হয়ে থাক্‌ব? ঢের সুখ আছে কপালে ছাড়্‌ব কেন? মা,

মহালক্ষ্মী, এমন সুখের সময় লক্ষ্মীকে ঠেলে না দিয়ে মা লক্ষ্মীর হাত ধরে হাসিতে হাসিতে এই বাকী কয়টা স্বর্গ দেগে নিই, মা, অনুগ্রহ করে আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

উপদেশের মর্ম্ম সংক্ষেপে আমরা এইরূপে নিবদ্ধ করিতে পারি। আমাদিগের আচার্য্য বিধানপতি ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার মণ্ডলীর নিকটে কি চাহিতেছেন, যোগ চাহিতেছেন। পুরাতন যোগ না নূতন যোগ ? পূর্ব্বতন যোগী ঋষি মহর্ষিগণ সংসার ছাড়িয়া নির্জ্জন গহন কানন বা পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া অসঙ্গ উদাসীনভাবে যে যোগসাধন করিতেন, এ কি সেই যোগ ? মানিলাম সংসার মধ্যে বাস করিয়া নবধর্ম্মে যোগসাধন করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতেই কি ইহার নূতনত্ব। ঈশ্বরে স্বর্গলোক দর্শন, ইহা কি পুরাতন যোগে ছিল না ? আমরা শুনিতে পাই, যোগিগণ অসঙ্গ উদাসীন হইয়া যখন পরব্রহ্মে চিত্ত সমাধান করিতেন, তখন দেহমধ্যে অবস্থিতি করিয়াও জনলোক তপোলোক সত্যলোক প্রভৃতিতে বিচরণ করিতেন, সেখানে দেবদেবীগণের সঙ্গে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার হইত। যোগে যে এই প্রকার স্বর্গদর্শন হয় তাহা একান্ত সত্য, নবধর্ম্ম এ ব্যাপার সত্য বলিয়া আমাদিগের নিকটে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন লোক কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই, এক পরব্রহ্মেতে যে আমরা যোগী ঋষি, মহাজন, ভক্তগণকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবলোকন করি,তাহাই ভিন্ন ভিন্ন লোক। কিন্তু কেবল দর্শনে যোগের পূর্ণতা নহে। দর্শনে স্বাতন্ত্র্য থাকে,যোগে অভিন্নতা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর, সাধু ও সাধক এ তিনের একত্বে মিলন মহাযোগ। নব বিধান এই মহাযোগে যোগী হইবার জন্য আমাদিগের সকলকে অনুরোধ করিতেছেন। তিনে এক একে তিন এই মহাযোগ অতীব নূতন। স্বর্গে এই যোগের প্রাধান্য, ভূতলে ইহা বিধানসহযোগে অবতরণ করিয়াছে। ঈশা মুষা নানক চৈতন্য প্রভৃতি মহাজনগণ, যোগী ঋষি মহর্ষিসংঘ, সাবিত্রী, সীতা, মৈত্রেয়ী গার্গী প্রভৃতি নারীগণ সকলে এক মহাযোগে অভিন্নভাবে ঈশ্বরে মিলিত হইয়া রহিয়াছেন। পৃথিবীতে যাঁহারা এই মহাযোগের ভিখারী তাঁহারা ইহাঁদিগের সঙ্গে এক ও অভিন্ন হইয়া ঈশ্বর সহকারে যোগে নিবদ্ধ হন। ঈশ্বর, সাধু এবং সাধক এ তিনের যোগ অতি সুমধুর যোগ। এই যোগে যোগী হইয়া আচার্য্যদেব নিরন্তর স্বর্গভোগ করিয়াছেন এবং সেই স্বর্গ সকলকে প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই যোগ পৃথিবীস্থবিধানমণ্ডলীনিরপেক্ষ হইয়া সাধিত হইতে পারে না, এ জন্য তিনি বিধানের লোক সকলের মধ্যে দেবাবতরণ অবলোকন করিতেন, এবং তৎসহকারে চির কাল একযোগে নিবদ্ধ ছিলেন। তোমরা এবং আমি এক, এ জন্যই তিনি বলিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন যত গুলি বিধান আছে, সেই সেই বিধানমণ্ডলীর সহিত যোগ বর্ত্তমান বিধানমণ্ডলী সহকারে যোগ ভিন্ন নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। এই বিধান মধ্যে যিনি যে ভাবে গঠিত, যে কার্য্যে নিযুক্ত, তন্মধ্য দিয়া তাঁহার অন্য সকলের সঙ্গে অভিন্নযোগ। এই যোগ যত ঘনীভূত হয়, তত ঋষি মহর্ষি, ভক্ত মহাজনগণের সঙ্গে যোগ ঘনিষ্ঠ হয়। এক ঈশ্বর সকলের মধ্যে প্রবাহিত থাকিয়া যোগের সুদৃঢ় বন্ধন হইয়া অবস্থিতি করেন। বিধানমণ্ডলীনিরপেক্ষ হইয়া কেহ মহাযোগ সাধন করিবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। আপনি আপনার ঈশ্বরের পূজা অর্চ্চনা করা, তাঁহার সহিত যোগ নিবদ্ধ করা, এ এক কথা, আর বিধানের ঈশ্বরকে আপনার ঈশ্বর করিয়া তৎসহ যোগসাধন ইহা অন্য কথা। যোগী নির্জ্জন গহ্বরে বসিয়া ধ্যান করেন, যোগ করেন, সমাধিস্থ হন, ইহাতে বিধানসম্ভূত মহাযোগ সাধিত হয় না। বিধানের ঈশ্বরের সহিত যোগে যে সত্য প্রেম পুণ্যাদির সমাগম হয়,

তাহাতে সমুদায় স্বর্গরাজ্যের অন্তর্গত বিষয় সকল প্রকাশ পায়। একক যোগসাধনে তাহা হইবে কি প্রকারে? অন্যান্য বিধানে এই মহাযোগের সূত্রপাত হইয়াছে, কিন্তু তাহা পূর্ণাবয়ব ধারণ করে নাই। আমাদিগের বিধানের লক্ষণ সর্ব্বোচ্চতম যোগ। এই যোগ কেহ গ্রহণ করিল না বলিয়া, ইহার অবমাননা করিল বলিয়া আচার্য্যদেবের দেহভঙ্গ হইল। আমাদিগকে যদি সে অপরাধের নিষ্ক্রয় করিতে হয়, তবে এই যোগ দ্বারা তাহা সাধিত হইতে পারে অন্য কোন উপায়ে নহে। এখানে বাল বৃদ্ধ যুবা, নরনারী সকলেরই যথোপযুক্ত স্থান আছে। বালকের নির্দ্দোষ কণ্ঠ হরিনাম করিবে, যুবা মহোৎসাহে সদনুষ্ঠান করিবে, বৃদ্ধগণ শান্ত যোগনিরত হইবে, এই সকল এই মহাযোগের অঙ্গ। যাহার যাহা ঈশ্বরের প্রতি দেয়, তাহা লইয়া স্বর্গরাজ্য গঠিত। এই মহাযোগে স্বর্গরাজ্যের সহিত সমুদায় একীভূত, সুতরাং বালক বৃদ্ধ যুবা নবনারী সকলেরই সমান সমাদর। বিধানমণ্ডলী মধ্যে ঈশা মুষা প্রভৃতি মহাজন, যোগী ঋষি মহর্ষিগণ, সীতা সাবিত্রী মৈত্রেয়ী প্রভৃতি লুক্কায়িত হইয়া বাস করিতেছেন, যোগপ্রণালীতে সকলের অসার অংশ উড়াইয়া দিয়া যোগনেত্রে তন্মধ্যে তাঁহাদিগকে দর্শন কর, দর্শন করিতে করিতে এক হইয়া যাইবে। ব্রহ্মমধ্যে প্রবেশ করিয়া তৎকর্ত্তৃক উদ্ভাসিতনয়নে যাহা দেখিবে, তাহাই এই মহাযোগের অনুকূল হইবে, তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই।

বৃষ্টিনিবন্ধন সময় অতিক্রম করিয়া প্রাতঃকালের উপাসনা হয়। সুতরাং মধ্যাহ্নকালের উপাসনা যথাসময় হইতে পারে না। এবার ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উৎসবে আগমন করেন নাই এ জন্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মধ্যাহ্ন উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনান্তে পাঠ হয়। এ সময়ে বৃষ্টির অপগম হওয়াতে অনেকে মন্দিরে সমাগত হন। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু "নানকপ্রকাশ" নামক মহাত্মা নানকের জীবনবৃত্ত হইতে কিঞ্চিদংশ, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন "মওলানারোম" হইতে অনুবাদ করিয়া মহাজনগণের একত্ব ও সাম্প্রদায়িকতার দোষবিষয়ে প্রবন্ধ, ভাই কেদারনাথ দে "জীবনবেদ" হইতে পাপবোধ বিষয়টি পাঠ করেন। আমরা মহাজনগণের একত্ব বিষয়ক প্রবন্ধটি নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

যদি তুমি গৃহে দশটি দীপ প্রজ্বলিত কর, বাহিরে প্রত্যেক দীপের রূপ বিভিন্ন হয়, তথাপি যদি জ্যোতির প্রতি মনোযোগ বিধান কর, তুমি প্রত্যেকের জ্যোতির মধ্যে ভিন্নতা দেখিতে পাইবে না। তুমি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে প্রেরিত পুরুষদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ নাই। তুমি একশত সরস ফলকে পৃথক্ ভাবে গণনা করিতে পার, কিন্তু যখন তুমি নিষ্পেষিত করিবে, সেই একশত ফল রসে এক অভিন্ন হইয়া যাইবে। ভাবেতে বিচ্ছেদ ও বিভাগ নাই, পরস্পর যোগ ও একতা। সখায় সখায় সম্মিলন অতি মনোরম। বাহ্য আকৃতি সম্মিলনে বাধ্য হয় না, তুমি আকৃতি ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে গ্রহণ কর, অবাধ্য আকৃতিকে নিষ্পেষিত কর, তাহার অভ্যন্তরে একতারূপ রত্ন দেখিতে পাইবে। প্রভু পরমেশ্বর প্রত্যেকের অন্তরে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনি দীনাত্মা সাধুদিগের খের্কা শিলাই করিয়া থাকেন, * আমরা সকলে এক রত্নে † পরিণত ছিলাম, হস্তপদাদিশূন্য

* পুণ্যময় পরমেশ্বর সাধুগণের আত্মাতে প্রকাশিত হন, সাধুপুরুষদিগের চরিত্রে তিনি যে একমাত্র তাহার সাক্ষ্য দান করেন। এক সাধু অন্য সাধুর জীবনে তাঁহাকেই দর্শন করেন। তিনি একত্বে বিদ্যমান, যে স্থানে ভিন্নতা সে স্থানে তিনি নাই। খের্কা বৈরাগ্যবস্ত্রবিশেষ। সাধু পুরুষদিগের খের্কাপর্য্যন্ত শেলাই করেন, অর্থাৎ সাধুপুরুষদিগের সমুদায় কার্য্য তাঁহার, সেই কার্য্য তিনি করেন, প্রেরিত সাধুপুরুষেরা কার্য্যের প্রকাশভূমি মাত্র। সাধু দীনাত্মারা তাঁহাতে লয়প্রাপ্ত। অথবা খের্কা সাধুপুরুষদিগের হৃদয়, যাহা প্রেমাহত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়াছে, তাহা শেলাই করার অর্থ ঈশ্বরের জ্যোতি তাহাতে প্রকাশিত হইয়া তাহাকে জমাট করিয়া লওয়া।—বাহরুল অলুম।

† অর্থাৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে এক ছিলাম, আকৃতি লাভ করিয়া বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, সাধনাবলে আকৃতিকে উড়াইয়া দেও, একত্ব সম্ভটিত

ছিলাম, সূর্য্যের ন্যায় এক পদার্থ ছিলাম, যখন সেই নির্ম্মল জ্যোতি বাহ্যাকৃতির মধ্যে প্রকাশ পাইল, তখনই প্রাসাদোপরিস্থিত কঙ্গরা (গরাদে) সকলের ছায়ার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। প্রস্তরাঘাতে কঙ্গরা সকলকে চূর্ণ কর, এই ভিন্নতা চলিয়া যাইবে *।

পাঠান্তে সৎপ্রসঙ্গ হয়। প্রসঙ্গস্থলে ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রশ্নসমূহের যে উত্তর দান করেন, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

প্রশ্ন। পরলোকবাসী সমস্ত সাধুগণের সঙ্গে কি প্রকারে যোগ হয়?

উত্তর। পরলোকবাসী সমস্ত সাধুগণের সঙ্গে যোগ ইহা নববিধানের সত্য। তাঁহাদের সঙ্গে যোগ করিতে হইলে প্রথমে বিধান বিশ্বাসী হওয়া চাই এবং বিধানানুরূপ সাধন করা চাই। যথার্থ বলিতে গেলে সমস্ত সাধুগণও যাহা আমিও তাহা; আমার "নীচ আমির" নিম্নে এই "শ্রেষ্ঠ আমি" আছে। নীচ আমিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর শ্রেষ্ঠ আমি রহিয়া যাইবে। খাটি আমি, যথার্থ আমির মধ্যে শ্রীমুষা, শ্রীচৈতন্য, শ্রীঈশা, শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য, শ্রীনানক, শ্রীকবির প্রভৃতি সকলেই আছেন। আমি যখন নীচ আমিকে বিসর্জ্জন দিয়া ঈশ্বরকে রাজা বলিয়া সম্মান করি এবং তাঁহার বিধি সকল মাথায় গ্রহণ করিয়া সেইমত চলি তখন আমিই মুষা। আমি যখন নীচ আমিকে জলাঞ্জলি দিয়া শ্রীহরির প্রেমে পাগলের ন্যায় উন্মত্ত হই তখন আমিই চৈতন্য। আমি যখন নীচ আমিকে বলিদান করিয়া আমার ইচ্ছার পরাজয় এবং কেবল মাত্র পিতার ইচ্ছার জয়কে প্রতিষ্ঠিত করি, তখন আমিই ঈশা। নীচ আমি বিনাশ হইলে আমি সেই রূপ যাজ্ঞবল্ক্য, নানক, কবির প্রভৃতি সকল সাধুগণই হই। খাটি আমি ঈশা, মুষা, চৈতন্য প্রভৃতি সকলই। ঈশা, মুষা, চৈতন্য আমাতে স্বতন্ত্র নহে। আমিই ঈশা, আমিই মুষা, আমিই চৈতন্য। যে ঈশা, সেই মুষা, সেই চৈতন্য। অতএব যদি পরলোক বাসী সমস্ত সাধুগণের সঙ্গে যোগ করিতে হয় তবে সম্পূর্ণরূপে নীচ আমিকে বলিদান ও বিনাশ করিতে হইবে •।

প্রশ্ন। সাধু কি, সাধু কোথায়, সাধু স্বর্গের দ্বারস্বরূপ ইহার অর্থ কি?

উত্তর। সংসারে সচরাচর আমরা যাঁহাকে সাধু বলি তিনি আংশিক সাধু। ঈশ্বরের পুত্রই প্রকৃত সাধু। তিনি চিরকাল ঈশ্বরের বক্ষে বাস করিতেছেন। পিতার ইচ্ছার সম্পূর্ণ জয় ইহাই পুত্র। চিরদিন পিতার ইচ্ছার সম্পূর্ণ জয়, অতএব যতকাল পিতা ততকাল পুত্র। পুত্রই পিতার মান বুঝেন; এমন পুত্রকে পিতা কখন বক্ষ ছাড়া করিতে পারেন না। ঈশ্বরের বক্ষই স্বর্গ, তাহা কেবল পুত্রেরই অধিকার। আমার সে স্থানে বাস করিবার অধিকার নাই যদি আমি পুত্র না হই। আমি যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার জয়কে ঘোষণা এবং প্রতিষ্ঠিত করি তখনই আমি ঈশ্বরের বক্ষে স্থান প্রাপ্ত হই, সেই বক্ষে অর্থাৎ স্বর্গে আমি জ্ঞাতসারে অবস্থিতি করি, আমি তখন পৃথিবীতে বিচরণ করিলেও আমার যথার্থ নিবাসভূমি ঈশ্বরের বক্ষ। অতএব সাধারণতঃ আমরা যাঁহাদিগকে সাধু বলি তাঁহারা আংশিক সাধু মাত্র, যিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার জয়কে সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র, তিনিই প্রকৃত সাধু। প্রকৃত সাধু ঈশ্বরের বক্ষে থাকেন, এবং যে কেহ সেই স্থানে প্রবেশ করিবে তাহাকে ঈশ্বরের পুত্র অর্থাৎ প্রকৃত সাধু স্বরূপ হইতে হইবে। তন্নিমিত্ত সাধুই স্বর্গের দ্বার। ইহাতে যেন কেহ না মনে করেন, যখন পুত্র না হইলে ঈশ্বরের বক্ষে স্থান লাভ করা যায় না, তিনি স্বর্গের দ্বারস্বরূপ হইলেন, তখন তিনি ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। পুত্র কখনই মধ্যবর্ত্তী নহে। আমি যদি স্বর্গে গমন করিতে যাই তবে আমাকে ঈশ্বরের পুত্র হইতে হইবে, অর্থাৎ আমার ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিনাশ ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ জয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এ শুভ ইচ্ছা এ বললাভ ঈশ্বরের পূর্ণ সহায়তা ভিন্ন হইতে পারে না। এ ইচ্ছা এ বল লাভের জন্য আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট গমন করিব এবং কেবল মাত্র তাঁহারই নিকট তজ্জন্য ভিক্ষা করিব। তিনি আমার হইবে। সাধুর সঙ্গে অসাধুর প্রভেদ বাহ্যিক ভাবে, নিকৃষ্ট বাহ্যিক ভাব দূর হউক, প্রভেদ থাকিবে না।—বাহরুল আলম।

* মূলের সঙ্গে প্রতিনিধির প্রভেদ মনে করা অসঙ্গত, মূলে ও প্রতিনিধিতে ভিন্নতা নাই, তুমি বাহ্যদর্শী হইলে ভিন্ন দেখিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বাহ্যিক ভাব হইতে মুক্ত হইয়াছে তাহার নিকটে মূল ও প্রতিনিধি এক হইয়া গিয়াছে। যদি আকৃতির প্রতি দৃষ্টি কর তবে তদনুসারে চক্ষু দুই দেখিবে, তুমি জ্যোতির প্রতি লক্ষ্য কর এক দেখিবে। প্রকৃত পক্ষে একের প্রতি দৃষ্টিপাত হইলে এক ভিন্ন দুই নয়নগোচর হয় না। জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি করিলে উভয় চক্ষুর জ্যোতিতে প্রভেদ করা যাইতে পারে না। ঐ।

• নীচ আমিকে বলিদান করিবার উপায় প্রেম। যখন অন্যকে প্রেম করিতে শিখি, তখন আপনাকে বলিদান করিতে আরম্ভ করি। ঈশ্বরকে, সাধুগণকে, নরনারীকে যখন পূর্ণ প্রেম করি তখন নীচ আমির পূর্ণ বলিদান হয়।

প্রতি কৃপা করিয়া পুত্র কি চিনাইয়া দিবেন এবং আমাকে পুত্র হইতে সক্ষম করিবেন। পুত্র হওয়া, পুত্রকে চিনাইয়া দেওয়া সকলই ঈশ্বরের হস্তে। অতএব পুত্র কোনরূপেই মধ্যবর্ত্তী নহেন।

প্রশ্ন। ঈশ্বরকে বিশ্বাস নয়নে দেখা যায় আবার ইহাও বলা হয় জ্ঞানে প্রেমে পুণ্যে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা হয়। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে কি কেবল বিশ্বাস না এ সকলেরই প্রয়োজন?

উত্তর। শক্তি, প্রেম, পুণ্য এবং আনন্দযুক্ত ক্ষুদ্রচিৎ সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানে অর্থাৎ দেখে। শক্তি, প্রেম, পুণ্য, আনন্দযুক্ত ক্ষুদ্রচিৎ যত প্রস্ফুটিত অবস্থা লাভ করে তত ঈশ্বরকে উজ্জ্বলতর রূপে জানে, দেখে, ধারণ করে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস সুতরাং ক্ষুদ্রচিতের অবস্থা মাত্র নিঃশ্বাস এবং বিশ্বাস এই দুই শব্দ এক ধাতু হইতে উৎপন্ন; নিশ্বাস যেমন সহজ ব্যাপার, বিশ্বাস তেমনি সহজ ব্যাপার। ক্ষুদ্রচিৎ প্রকৃত অবস্থায় সহজে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, জানে, দর্শন করে। জ্ঞান একটি পদার্থ স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, প্রেম একটি পদার্থ স্বতন্ত্র ভাবে থাকে, পুণ্য এক একটি পদার্থ স্বতন্ত্র ভাবে থাকে তাহা নহে। আমরা কেবল চিন্তা দ্বারা এই স্বরূপ গুলিকে পৃথক রূপে ভাবি। বস্তুতঃ প্রেম সচ্চিদানন্দকে দেখে না, পুণ্য সচ্চিদানন্দকে দেখে না, আনন্দ সচ্চিদানন্দকে দেখে না। যখন তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই তখন তাহারা নিজে নিজে কিরূপে দেখিবে? ফলতঃ চিৎই দর্শন করে। ক্ষুদ্র শক্তি, প্রেম, পুণ্য এবং আনন্দযুক্ত ক্ষুদ্রচিৎ পূর্ণ শক্তি, প্রেম, পুণ্য এবং আনন্দের আধার পূর্ণ চিৎকে দর্শন করে। দর্শনটা চিতের কার্য্য। তবে সে প্রেম, পুণ্য, আনন্দযুক্ত না হইলে সচ্চিদানন্দের প্রেম, পুণ্য ও আনন্দের সংবাদ পাইত না। ক্ষুদ্রচিতের জ্ঞানের দিক্‌টাকে বিশ্বাস বলা যাইতে পারে।

সৎ প্রসঙ্গের পর ভাই কেদারনাথ দে ধ্যানের উদ্বোধন করিলে সকলে প্রশান্ত নিঃস্তব্ধ ভাবে ধ্যানে প্রবৃত্ত হন। ধ্যানান্তে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কান্তিমণি দত্ত প্রভৃতি প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে সঙ্গীত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন হয়। সঙ্কীর্ত্তনে বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে ভক্তি ও উৎসাহ সহকারে যোগ দান করেন। এ সময়ে প্রাতঃকালে কেহ আসিতে পারেন নাই, সে দুঃখ অপনীত হইল। মন্দির একেবারে জনপূর্ণ, অথচ সকল দিক্ নিস্তব্ধ। সঙ্কীর্ত্তনান্তে ভাই উমানাথ গুপ্ত সন্ধ্যাকালের উপাসনার প্রথম ভাগ নির্ব্বাহ করেন। উপসংহারে প্রাতঃকাল হইতে সমুদায় দিনের লব্ধসামগ্রী অবলম্বন করিয়া সায়ঙ্কালের উপদেশ হয়। উপদেশের সার মর্ম্ম এইরূপে সঙ্কলিত হইতে পারে।

প্রাতঃকালে আমরা মহাযোগের কথা শুনিলাম, তন্মধ্যে আমাদিগের ধর্ম্মের সার উচ্চতম অঙ্গ অবস্থিতি করিতেছে। ইহা দ্বারা সমুদায় ধর্ম্মবিজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিতেছে। মানুষ প্রথমতঃ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সাধন ভজন উপাসনা প্রার্থনাদি করিয়া থাকে। বৈদিক সময়ে যদিও জড়ের নিকট প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে আমরা বর্হির্দৃষ্টিতে অবলোকন করি, কিন্তু সেখানেও সৃষ্টি মধ্যে শক্তিরূপে বিদ্যমান ঈশ্বরকেই অবলম্বন করা হইয়াছে। ঈশ্বরের ধ্যান আরাধনা সাধন প্রার্থনাদিতে হৃদয় যত পবিত্র হইয়া আইসে, ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য যত বিদূরিত হইয়া যায়, মনপ্রশান্ত প্রবাহের অবস্থা ধারণ করে, আত্মাতে তত ঈশ্বরের প্রভাব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুভূত হইতে থাকে। এই আবির্ভাবপ্রভাবে সাধু মহাজন ঋষি মহর্ষিগণের গুণসাম্য আত্মপ্রাপ্ত হয়, এবং যতই গুণসাম্য উপস্থিত হয়, ততই তাঁহাদিগকে সাধক ঈশ্বরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন। কিন্তু এই উপলব্ধি মাত্রেতে সাধকের কৃতার্থতা নাই। যত ক্ষণ একত্ব না হইতেছে, তত ক্ষণ সাধকের যোগে প্রবেশ হইতেছে না, ধর্ম্মরাজ্যে নিরাপদ স্থান লাভ হইতেছে না। ঈশ্বর, সাধক, ও সাধুগণ এ তিন যত দিন পৃথক্ ভাবে অবস্থিত তত দিন যোগের কথা আসিতে পারে না, যখন যোগে তিন এক হয়, তখন মহাযোগ উপস্থিত। ঈশ্বরের ধ্যান আরাধনাদি করিতে করিতে সাধকের চিত্ত যখন পবিত্র হয়, তখন ঈশ্বর পবিত্রস্বরূপে সাধকের হৃদয় প্রকাশিত হন। এই পবিত্রাত্মা সাধুমহাত্মাদিগের সঙ্গে সাধকের গুণসাম্য উপস্থিত করেন। এই গুণসাম্যে সাধক

ও সাধুগণ নিকটতম হইতে হইতে দুই অভিন্ন ও একাকার ধারণ করেন। ঈশ্বরের প্রেম ও পুণ্যযোগে এই সম্মিলন উপস্থিত হয় বলিয়া এক ঈশ্বর যোগের দৃঢ়বন্ধন হইয়া অবস্থিতি করেন। সুতরাং ঈশ্বরেতে সাধু মহাজন ও সাধকগণ একীভূত হইয়া গিয়া তিনে এক একে তিন এইরূপ মহাযোগ নিষ্পন্ন হয়। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা এ তিন যত দিন কেবল মতে থাকে, যোগের ভূমিতে একত্ব লাভ করে না, তত দিন পৌত্তলিকতা, অযথাসংস্কার প্রভৃতির আশঙ্কা তিরোহিত হয় না। যখন যোগে একত্ব স্বতঃ নিষ্পন্ন হয়, তখন সাধকজীবন একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্মবিজ্ঞানের অভিনয় ভূমিরূপে প্রকাশ পায়। যাহাতে নববিধানের প্রত্যেক সাধক এই মহাবিজ্ঞানের বিকাশস্থান হন, তদ্রূপ প্রযত্ন একান্ত প্রয়োজন।

রাত্রি নয়টার পর উৎসব শেষ হয়, কিন্তু তৃপ্তির পরিসমাপ্তি হয় না। দেহমন অনুকূল সত্বেও নিয়মে বাধ্য হইয়া উৎসব শেষ করিয়া গৃহে সকলকে প্রত্যাগমন করিতে হয়। এবার উৎসবে যে তত্ত্ব ভগবানের কৃপায় প্রকাশ পাইল, ঈশ্বর করুন আমরা জীবনে তাহা সাধন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করি। উৎসবের সময় যে সকল সঙ্গীত হইয়াছিল, সে গুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। মন্দিরে সঙ্গীত বালক ও যুবকবৃন্দ কর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছিল। সঙ্গীতের মনোহারিত্ব উপাসকগণকে একান্ত পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

সিদ্ধির প্রতিবন্ধক।

মনুষ্যমন এমনি ভাবে গঠিত যে যাহা সর্ব্বদা ঘটিতেছে, তাহাতে উহা কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। একটা কিছু অসাধারণ বিষয় উপস্থিত না হইলে, আর কাহার মন সে দিকে আকৃষ্ট হয় না। সংসারে যে সকল ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে, লোকে তাহার কোন সংবাদ লয় না। যাই এমন কিছু ঘটিল, যাহা কখন ঘটে না বা কখন কদাচিৎ ঘটে, অমনি লোক সকল আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহা অলৌকিক দেবক্রিয়া বলিয়া গ্রহণ করিল। অসাধারণ ব্যাপারের সহিত এইরূপে দেবক্রিয়া নিবদ্ধ হইয়া পড়াতে ধর্ম্ম-সাধনে লোকের একটি মহান্ অন্তরায় উপস্থিত। যাহা সহজ স্বভাবসিদ্ধ, ধর্ম্মসাধকগণের তাহাতে মন উঠে না। কেন না তাঁহারা দেবক্রিয়া দর্শ-নের ভিখারী, সহজ স্বভাবসিদ্ধ বিষয়নিচয়ের মধ্যে দেবক্রিয়া তাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা সাধক হইলেন তো কি হইল, এ বিষয়ে সাধারণ লোকের অনুগামী। আমরা বলিতে চাই না যে তাঁহারা ধর্ম্মসাধন দ্বারা লোকাতীত হইতে চান এই তাঁহাদিগের অভি-মান, কিন্তু এইটুকু বলিতে প্রস্তুত যে তাঁহারা এ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে ধর্ম্মে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না, এবং যদি মনে করেন সিদ্ধ হইতেছি তবে উহা কল্পনাপ্রসূত।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে লোকে আমাদিগকে ধিক্কার দান করিবে। কেন না ধর্ম্মসাধনে যদি কিছু অদ্ভুত অলৌকিক না থাকিল, তবে সংসারের সুখ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন নাই এ কথা কে বলিবে? যাহা স্বাভাবিক সহজ তাহাতে মনুষ্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়, ইচ্ছা না থাকিলেও স্বভাব তাহাকে বলপূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত করে। ধর্ম্মসাধন যদি অস্বাভা-বিক ব্যাপার হইত, তাহা হইলেই ইহাতে লোকের প্রবৃত্তি নিয়তকাল থাকিবে আশা করা যাইতে পারিত না। যাহা কিছু আকস্মিক, তাহা কত ক্ষণ মনকে ধরিয়া রাখিতে পারে, মন আবার সেই আকস্মিক ব্যাপার হইতে শীঘ্র শীঘ্র অবতরণ করিয়া প্রবহমাণ স্বভাবের স্রোতে ভাস-মান হয়। যদি বল আকস্মিক কিছুই নাই, সকলই স্বাভাবিক; আমরা বলিব, আমার সম্বন্ধে উহা যত দিন স্বাভাবিক হয় নাই, তত দিন

উহা আকস্মিক থাকিবে। স্বভাব যখন ক্রমে আমাকে এমন অবস্থায় লইয়া গিয়া উপস্থিত করিবে, যাহাতে সে আকস্মিক আর আকস্মিক থাকিবে না, তখন উহা আমার জীবনে পরিণত হইবে।

কিন্তু যাহা কিছু দেখিতে আকস্মিক, অথচ স্বভাবের অন্তর্গত, আমরা উহাকে সিদ্ধির প্রতিবন্ধক বলি না, বরং উহা এক দিকে অনুকূল। ঈশ্বরের দয়াতে সাধক জীবনে যে সকল আকস্মিক ব্যাপার দর্শন করেন, তাহাতে তিনি ভবিষ্যতে কি হইবেন, তাহার নিদর্শন পাইয়া অতি উৎসাহের সহিত ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হন। মনে কর, আমি ধর্ম্মসাধন করিতে করিতে এমন ঘোর পরীক্ষায় নিপতিত হইলাম যে, আমার ধর্ম্মজীবন রক্ষা পায় কি না সংশয় উপস্থিত হইল, তজ্জন্য জীবনে মহা অশান্তি আসিল, যে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত ছিলাম, তাহাতে পর্য্যন্ত প্রবৃত্ত থাকিবার সামর্থ্য চলিয়া গেল, চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, মরিলাম মরিলাম বলিয়া চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, এমন সময়ে ঈশ্বরের আবির্ভাবে সকল দিক্ সুপ্রসন্ন হইল, মনের অভ্যন্তরে অভূতপূর্ব্ব দর্শনানন্দ উদ্ভূত হইল, জীবনে আমি এরূপ সুখ ও দৃশ্য কখন দেখি নাই, ইহা আমার সম্বন্ধে আকস্মিক, অর্থাৎ কোন প্রকার বিজ্ঞাত কারণে উপস্থিত নহে, কেবল ঈশ্বরের আমার প্রতি অসীম করুণায় উহার উদয়। এ স্থলে এই দর্শনানন্দ আমার জীবন দান করিল, আশা বর্দ্ধন করিল, আমার অকাল মৃত্যু বারণ করিল। ভবিষ্যতে আমার এ পথে লাভের সামগ্রী কি আছে, আমি জানিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উদ্যমের সহিত ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলাম, আমার মহান্ উপকার হইল। এ আকস্মিক ঘটনা কোন প্রকারে প্রতিকূল হইল না।

তবে আমরা কোন্ আকস্মিক, অসাধারণ বিষয়ের বিষয় অন্তরায় বলিয়া উল্লেখ করিতে চাই। সেই সকল যাহা স্বভাবের বিরোধী, মানবমনঃকল্পনাপ্রসূত। কোন্‌গুলিকে আমরা এরূপ শ্রেণীতে ভুক্ত করিতে চাই? যাহা স্বতঃ আসে না, কিন্তু মানুষ কল্পনাধিক্যবশতঃ সেই গুলির জন্য একান্ত আকাঙ্ক্ষান্বিত হয়। তাহাদিগের ঈদৃশ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে না, পূর্ণ না হইলেও তাহারা মনে করিতে পারে না, যে তাহাদিগের কিছু হইল। সুতরাং স্বভাবের পথ পরিহার করাতে তাহারা আপনাদিগের পদে আপনারাই কুঠারাঘাত করে। আমরা ঈশ্বর দর্শন লক্ষ্য করিয়া করুণাসম্ভূত আকস্মিক ব্যাপারকে দৃষ্টান্ত স্থলে আনয়ন করিয়াছি, এই দর্শনসম্বন্ধে স্বভাববিরোধী ভাব পোষণ করাতে যে ভয়ানক অনিষ্ট হয় তাহার উল্লেখ করিয়া অন্তরায়টি বিষদ করিতে যত্ন করিব।

যে বস্তু যেরূপ তাহাকে সেই ভাবে গ্রহণ করিতে যদি আমরা প্রস্তুত না থাকি, উহা উহার স্বরূপ অতিক্রম করিয়া অন্যরূপে আমাদিগের জ্ঞানের বিষয় হইবে যদি আমরা আকাঙ্ক্ষা করি, সে দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদিগের কখনও সিদ্ধ হইবে না। দুঃখের বিষয় এই, ঈশ্বর যাহা নন, সেইরূপে তাঁহাকে দেখিতে না পাইলে মানুষ মনে করিতে পারে না যে, তাহার ঈশ্বর দর্শন হইল। অনেকে ঈশ্বরকে নিরাকার চিৎস্বরূপ বলেন বটে, কিন্তু কার্য্যকালে ঈশ্বরসম্বন্ধে এ জ্ঞান জাগ্রৎ রাখিতে পারেন না। তাঁহারা ঈশ্বরকে জড় বলেন না, কিন্তু জড়ের মতন গায়ে না ঠেকিলে আর তাঁহাদিগের সন্তুষ্টি হয় না। স্বভাবে ইহা অসম্ভব। যাহা পরিমিত জড় সামগ্রীতুল্য নহে, তৎসম্বন্ধে এ প্রকার ভাব পোষণ করিয়া শত বর্ষ সাধন করিলে কি হইবে? আমি আত্মা। আত্মা জড়বৎ আমার গাত্র স্পর্শ করে, তবে কি বলি আমি আছি? যদি আত্মার সম্বন্ধে এইরূপ না হইল, তবে পরমাত্মার সম্বন্ধে এরূপ হইবে কেন? আত্মা যেমন সহজ উপলব্ধিযোগ্য, পরমাত্মাও তেমনি সহজ

উপলব্ধিযোগ্য। যদি বল "আনন্দরূপে" তিনি সাধকগণের নিকটে প্রকাশিত হন, আনন্দ না হইলে তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলাম কি প্রকারে বলিব? ঈশ্বর আনন্দ ইহা আমরা মানি, কিন্তু যে আনন্দ আমি অনুভব করি, তাহাই ঈশ্বর কি প্রকারে বলিব? মনুষ্য যাহাকে আনন্দ বলে, তাহা ঈশ্বর সংস্পর্শ ভিন্ন অন্য কারণেও উপস্থিত হইতে পারে। আনন্দ চিত্তবিকার এবং এই জন্যই নির্গুণ ব্রহ্মবাদিগণ চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্বীকার করেন, আনন্দময় স্বীকার করেন না। আমরা সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে চাই না, কিন্তু এই বলি, আমি যখন আমাকে উপলব্ধি করি, তখন তৎসঙ্গে হর্ষোদয় হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। যদি হর্ষোদয় না হইলে আত্মা বস্তু উপলব্ধি হইল না এ কথা বলিতে না পারি, তবে উৎকট * আনন্দ হইল না বলিয়া ঈশ্বরদর্শন হইল না, এ কথাও বলিতে পারি না। আবার আনন্দ হইল বলিয়াই ঈশ্বর দর্শন হইল ইহাও না হইতে পারে, কেন না ঈশ্বর চিন্তায় তাঁহার গুণস্মরণে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হয়, অথচ উহা তাঁহাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা নহে। দর্শন সহজ স্বাভাবিক। বাহ্য জগৎ যেমন দেখিতেছি, আমাকে আমি দেখিতেছি, আমার আমি ঈশ্বরকে তেমনি দেখিতেছি, ইহা যদি না হয়, তোমার ঈশ্বরদর্শন-লাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবে এরূপ আশা দুরাশা।

তুমি বলিবে, বহু সাধক ঈশ্বরদর্শনে সুখী হইয়াছেন, হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, অলৌকিক চেষ্টাশীল হইয়াছেন, যদি তাহা আমাদিগের না হইল, তবে আর কেন বলিব, ঈশ্বর দর্শন হইয়াছে। যদি উচ্চতম সাধকগণের দর্শনজনিত অপূর্ব্ব ফল আজ তোমার না হয়, তুমি ঈশ্বরদর্শন স্বীকার করিবে না, তাহা হইলে আমরা বলি তুমি অনধিকারের বিষয় আকাঙ্ক্ষা করিতেছ, সুতরাং এ আকাঙ্ক্ষা তোমার চরিতার্থ হইবে কি প্রকারে? তাঁহারা অনেক দিন পরে যে অবস্থায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তুমি আজ তাহা হস্তগত করিতে চাহিলে ঈশ্বর তাহা তোমায় অর্পণ করিবেন কেন? তুমি এক দিনে যদি লক্ষপতি হইতে চাও, সে আশা যেমন দুরাশা, বড় বড় সাধকের ঈশ্বরদর্শনজনিত সম্পত্তি এক দিনে হস্তগত করিবার জন্য তোমার দুরাকাঙ্ক্ষা তদপেক্ষা আরও স্বভাববিরোধী। আমি পথে চলিতেছি, আর কল্পনা করিতেছি, হঠাৎ যদি লক্ষ টাকা পথে পড়িয়া পাই, ইহা যেমন কল্পনা, এতদপেক্ষা বড় বড় সাধকের জীবন এক দিনে হস্তগত করার কল্পনা আরও সম্ভবাতীত। কেন না লক্ষ জনের মধ্যে এক জন টাকা পড়িয়া পাইলেও পাইতে পারে, ঈশ্বরদর্শনজনিত চিরন্তন সুখ হাস্য ক্রন্দনাদি এক দিনে হস্তগত হওয়া অসম্ভব। তবে আকস্মিক দর্শনের আনন্দের কথা আমরা বলিয়াছি, কিন্তু জানিও তাহা মুহূর্ত্তমাত্রের জন্য। স্বভাবের গতিতে ক্রমান্বয়ে দর্শন হইতে উজ্জ্বলতর দর্শনের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকিবে, বড় বড় সাধকের সম্পত্তি ক্রমে হস্তগত হইবে, এবং সে সম্পত্তি তোমার চিরসম্পত্তি হইবে। স্বভাবের পথে গতি সিদ্ধির হেতু অন্যথা সিদ্ধির অন্তরায়, ইহা বলিতে গিয়া আমরা এতগুলি কথা বলিলাম। প্রস্তাব সুদীর্ঘ হইল, ভরসা করি, যাহা বলা হইল, ইহা হইতেই আমাদিগের প্রতিপাদ্য বিষয় অনেকের চিত্তে প্রতিভাত হইবে।

* শুদ্ধ আনন্দ না বলিয়া "উৎকট আনন্দ" বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিবার মাত্র একটি প্রশস্ত অন্তঃশীতলকর ভাব উপস্থিত হয়। তাহাতে আনন্দাংশ স্পষ্ট প্রকাশ পায়।

নবসংহিতা।

আধ্যাত্মিকোদ্বাহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৭।১৮ শক্তিমান্ স প্রভুর্নিত্যমাবয়োরাত্মনোরিহ।
সহায়ো হস্ত বলং তেজ আলোকং বিদধাতু সোম্॥

"তোমরা কি কখনও কাচের টাকা ব্যবহার করিয়াছ? তোমরা এই পৃথিবীতে এত দিন আছ, কখন কি কাচের অন্ন খাইয়াছ? যদি কাচের টাকা দেখিতে, যদি কাচের অন্ন খাইতে, তাহা হইলে এই পৃথিবীতে ধনধান্যের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতে। এক প্রকার টাকা আছে যাহা স্বচ্ছ নহে, তাহাতে দেশের রাজা কিংবা রাণীর মুখ অঙ্কিত থাকে। আর এক প্রকার টাকা আছে যাহাতে বিশ্বমাতা ভুবনেশ্বরী যিনি, তাঁহার মুখলেখা আছে। পূর্ব্বোক্ত টাকা হস্তে স্পর্শ করিলে হস্ত বিষাক্ত হয়, মনে হয় যেন কি দুষ্কর্ম্ম করিলাম। আর শেষোক্ত টাকা হাতে করিলে শরীর মনে পুণ্যের সঞ্চার হয়। এক প্রকার অন্ন আছে, যাহা রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র জ্ঞানী মূর্খ সকলেই খায়, সেই অন্ন খাইলে শরীর সবল হয়, কিন্তু শরীরের বলের সঙ্গে সঙ্গে বিলাস ও সুখস্পৃহা বৃদ্ধি হয়। সংসারী ব্যক্তিরা কেবল উদর পূরণের জন্য ও ভোগস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই অন্ন আহার করে। আর এক প্রকার অন্ন আছে যাহা হাতে করিবামাত্র শরীর পবিত্র হয় এবং যাহার মধ্যে স্বয়ং লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভূত হয়। সেই অন্নে লক্ষ্মীর নাম অঙ্কিত থাকে এবং তাহার মধ্যে লক্ষ্মী শ্রী দেখা যায়। যখনই ভক্তির সহিত সেই অন্ন মুখে দেওয়া যায়, তখনই অং বলিয়া শরীর মন জুড়াই। সেই অন্ন আহার করিলে দেহ মধ্যে ব্রহ্মতেজ উৎপন্ন হয়, এবং এরূপ স্বর্গীয় উৎস হে মন উদ্দীপ্ত হয় যে বোধ হয় যেন স্বর্গের আগুন শরীর মনের মধ্যে জ্বলিতেছে। একটি চাল খাইলেই সমস্ত রক্ত পবিত্র হয় এবং সেই রক্ত এমনই উষ্ণ হইয়া উঠে যে ইচ্ছা হয় এখনই সৎকার্য্য করি, সমস্ত দিন প্রাণপণে পরিশ্রম করি এবং ব্রহ্মের আজ্ঞা পালন করি।"

[সে, নি, ঐ, ২৫। ২৬ পৃ]

৩। ধন, সম্পত্তি ও সংসার লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানভূমি; লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ঐ সকলে অনুভব না করাই অধোগতির কারণ। এই সকলেতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব উপলব্ধি করাইবার জন্য নববিধানের অভ্যুদয়।

"হে ব্রহ্মসাধকগণ, যদি তোমরা এইরূপ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ টাকা এবং কাচের ন্যায় স্বচ্ছ অন্ন ব্যবহার কর তাহা হইলে অতি সহজে তোমরা ব্রহ্মধামে যাইতে পারিবে। যদি অন্য প্রকার টাকা এবং অন্ন ব্যবহার কর তাহা হইলে তোমাদের অধোগতি হইবে। সংসারের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবার সময় নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবে উহা স্বচ্ছ কি না এবং উহার ভিতর লক্ষ্মী মূর্ত্তি দেখা যায় কি না? যদি দেখা যায় উহা ব্যবহার করিবে। যে বস্তুতে ঈশ্বরকে দেখা যায় না, তদ্ব্যবহারে মহা অনিষ্ট। কেহ কেহ মনে করেন টাকা স্পর্শ করা কিংবা স্ত্রীর মুখ দর্শন করা পাপ, সংসার নরক এবং শ্মশান বৈকুণ্ঠ। এই মতানুসারে যেখানে রাজার রাজভাণ্ডার, সেখানেই অসুরের বাসস্থান। অতএব জনসমাজ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গহন বনে গমন করিয়া ধর্ম্মসাধন করা, সমস্ত দিন উপবাস ও শরীরকে নির্য্যাতন করিয়া কঠোর তপস্যা করা আবশ্যক। যোগী ঋষি অথবা তপস্বী হইতে হইলে শরীরকে জীর্ণশীর্ণ করিতে হইবে। এই সংন্যাস ধর্ম্মে শরীরপতনই মন্ত্রের সাধন। এই ভ্রান্ত মত ছেদন করিবার জন্য বর্ত্তমান সময়ে নববিধানের অভ্যুদয়। নববিধান এইরূপ বিশ্বাস করেন যে ধন ধান্য এবং সংসারের সমুদায় বস্তুর মধ্যে ঈশ্বরের সিংহাসন বিরাজিত। সংসারশ্রীতে ইনি লক্ষ্মী শ্রী দেখেন।"

[সে, নি, ঐ, ২৬ পৃ]

৪। উপবাসাদি কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন ঈশ্বরের স্বরূপের বিরুদ্ধে অত্যাচার।

"ধন ধান্য স্বয়ং লক্ষ্মীর হস্তের দান। যেমন ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরাৎপর ব্রহ্মের পূজা করিতেছ, তেমনি সংসারে প্রবেশ করিয়া ধনধান্যদায়িনী সংসারের কর্ত্রী গৃহদেবী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর পূজা করিবে। যে দেবতা এই ব্রহ্মমন্দিরে তোমাদিগের পূজা গ্রহণ করেন, ইনিই তোমাদের প্রতিজনের গৃহে গৃহলক্ষ্মী হইয়া বাস করিতেছেন। যিনি আমাদিগকে আহার করাইবার জন্য পৃথিবীকে উর্ব্বরা এবং প্রচুর শস্যশালিনী করিলেন এবং নানাবিধ ঐশ্বর্য্যে সুসজ্জিত করিলেন, তিনি কি আমাদিগের জন্য উপবাসবিধি প্রচার করিতে পারেন? উপবাসের ধর্ম্ম বাস্তবিক উপহাসের ধর্ম্ম। যিনি অন্ন সৃজন করিলেন তাঁহার কি ইচ্ছা নহে যে আমরা সেই অন্ন আহার করি? যিনি অন্নদা অন্নপূর্ণা তিনি কি অন্নকে বিষনয়নে দেখিতে পারেন? তোমরা কি মনে কর যেখানে লোকালয় নাই, যেখানে শ্মশান, যেখানে ভীষণ মৃত্যু মনুষ্যের হাড় লইয়া ঘোর অন্ধকারের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, যেখানে কেবল শোক এবং ভয়, সেখানেই কেবল যোগেশ্বর মহাদেব বাস করেন? তিনি কি সংসারকে ঘৃণা করেন? মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব শ্মশানবাসী এবং শ্মশান মধ্যে সাধকদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেন ইহা সত্য; কিন্তু তিনি কেবল শ্মশানবাসী নহেন, তিনি আবার পরিবার মধ্যে গৃহদেবতা হইয়া সন্তান পালন ও সংসার নির্ব্বাহ করেন।" [সে, নি, ঐ, ২৬।২৭ পৃ]

৫। সংসারের সমুদায় ভার বিশ্বাসিগণ লক্ষ্মীর হস্তে অর্পণ করেন, কেবল অবিশ্বাসিগণ ঈশ্বরকে সংসার হইতে বিযুক্ত করিয়া রাখে।

"হে বিভ্রান্ত বিষয়ী মানব, তুমি মনে কর যদি ঈশ্বরকে সংসারের কোন ভার দেওয়া যায় নিশ্চয়ই তিনি বিপদ্ ঘটাইবেন। তোমার কল্পিত ঈশ্বর সংসার চালাইতে অক্ষম, তাঁহাকে যদি বাজারের ভার দাও তিনি হয়তো কাষ্ঠ আনিতে গিয়া লবণ আনিবেন না, অথবা তণ্ডুল ক্রয় করিতে গিয়া ঘৃত ও তৈল আনিতে ভুলিবেন। কিংবা হয়তো অল্প মূল্যের সামগ্রী অনেক মূল্যে ক্রয় করিয়া ঠকিয়া আসিবেন, অথবা বাজারের ভাল সামগ্রী বাছিয়া কিনিতে পারিবেন না। বাস্তবিক অল্পবিশ্বাসী মানুষ মনে করে ঈশ্বর জীবকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন, পরিত্রাণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি সংসারের বিষয় কিছুই বুঝেন না, সাংসারিক বিষয়ে মনুষ্যেরই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা অধিক। এইরূপ ভ্রমান্ধ হইয়া কত অবিশ্বাসী মানুষ আপন ভাণ্ডারের চাবি ও সংসারের ভার আপনার হস্তে রাখে। দেবহস্তে কেবল আত্মার ভার অর্পণ করে। তাহাদিগের মতে ঈশ্বর কেবল নিমতলার শ্মশানঘাটে কতকগুলি বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে থাকেন, আর কোন স্থানে তাঁহার গতি নাই। কল্পিত সন্ন্যাসী শ্মশানবাসী দেবতার উপাসকেরা এইরূপে ধর্ম্মকে উপহাসের বিষয় করে। কিন্তু ঈশ্বরের যথার্থ ধর্ম্ম নববিধানের ধর্ম্ম অন্য প্রকার। ধর্ম্ম কেবল শবসাধন ও ভস্মলেপন নহে, গৈরিক ও কমণ্ডলু ইহার সার নহে। ইহার সাধনক্ষেত্র শ্মশানে বদ্ধ নহে। কিন্তু সংসারের প্রত্যেক ব্যাপারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।" [সে, নি, ঐ, ২৮।২৯ পৃ]।

৬। সাধক বিশ্বাসচক্ষে সংসারের যাবতীয় বস্তুতে আত্মীয় স্বজনে সর্ব্বত্র লক্ষ্মীর আবির্ভাব দর্শন করেন, তাঁহার নিকটে লক্ষ্মীবিহীন কিছুই নাই।

"সংসারের প্রত্যেক পদার্থ মধ্যে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। বিশ্বাসচক্ষে দেখিলে সংসারের যাবতীয় বস্তু কাচের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া স্পষ্টরূপে লক্ষ্মীকে প্রকাশিত করে। যেমন কাচের আচ্ছাদনে সুন্দর মূর্ত্তি সকল ঢাকা থাকে সেইরূপ প্রত্যেক পদার্থরূপ স্বচ্ছ কাচের মধ্যে জগজ্জননী লক্ষ্মী বাস করিতেছেন। কি অন্নবস্ত্রে, কি শয্যাপর্য্যঙ্কে কি তৈজসাদিতে, সংসারের সকল দ্রব্যে মা লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন। শরীরের রক্তের মধ্যে, সুস্থতা বলের মধ্যে, সুখ সম্পদের মধ্যে লক্ষ্মী নৃত্য করিতেছেন। গৃহস্বামীর ধন মান বিভবের মধ্যে, গৃহকর্ত্রীর সৌন্দর্য্য অলঙ্কারের মধ্যে, দাস দাসী অশ্ব রথ মধ্যে স্বয়ং লক্ষ্মী আপনার শ্রী প্রকাশ করেন। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডপতি ঈশ্বর লক্ষ্মীরূপে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহে বাস করিতেছেন এবং দিবানিশি সংসারের ক্ষুদ্রতম কার্য্য পর্য্যন্ত স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিতেছেন এবং তাবৎ প্রয়োজনীয় বস্তু বিধান করিতেছেন। জগজ্জননী নিজে তাঁহার সন্তানের গৃহে পরিচারিকা হইয়া সেবা করিতেছেন। ভক্ত তাঁহার সংসারের যে কোন বস্তুর উপর দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করেন সেই বস্তুর মধ্যেই লক্ষ্মীর সিংহাসন দেখিতে পান, সুতরাং সকল বস্তুকেই পবিত্র মনে করেন।" [সে, নি, ঐ, ২৯ পৃ]।

৭। লক্ষ্মীর অধিষ্ঠিত সামগ্রী ব্যবহার করিয়া বিশ্বাসী ভক্ত ঈশ্বরের সন্নিহিত হন। এমন কি তাঁহার পক্ষে ঈশ্বরনির্ম্মিত গৃহ ভিন্ন অন্যত্র বাসও নিষিদ্ধ।

"লক্ষ্মীর গাড়ীতে চড়িলে নিশ্চয়ই লক্ষ্মীর বাড়ীতে যাইবে। কিন্তু যদি একখানি বিলাসের গাড়ী নিজে নির্ম্মাণ করিয়া সেই লক্ষ্মী ছাড়া নিরীশ্বর গাড়ীতে আরোহণ কর তাহা হইলে নিশ্চিত নরকের দিকে গতি হইবে। লক্ষ্মীদত্ত লক্ষ্মীনামাঙ্কিত হাজার টাকার শাল গায়ে দাও, তাহার প্রত্যেক পশমের ভিতর হইতে পবিত্রতা তোমার অঙ্গে প্রবেশ করিবে। আর যদি লক্ষ্মীবিহীন, ঈশ্বরবিহীন শাল ব্যবহার কর তাহাতে মন অহঙ্কৃত ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং অপবিত্র হইবে। কেহ শাল পরিয়া যমালয়ে যায়, কেহ রাজর্ষিদের ন্যায় ঐ গাত্রাবরণ পরিধান করিয়া উহার মধ্যে লক্ষ্মীর আবির্ভাব অনুভব করেন। হে সাধক, তোমার কি বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে? তুমি লক্ষ্মীর হাতে ভার দাও। পৃথিবীতে অনেক গৃহ নির্ম্মাতা আছেন; কিন্তু সাবধান তুমি কদাপি মানুষের নির্ম্মিত বাড়ীতে বাস করিবে না। তিনি * * কি বাটী নির্ম্মাণ করিতে জানেন? হাঁ আমি বলিতেছি জানেন, খুব ভাল জানেন, আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাল জানেন। * * তিনি উপযুক্তরূপে তোমার গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন, সাজাইয়া দিবেন, রক্ষা করিবেন ও উহাকে ধর্ম্মের আলয় করিয়া দিবেন।" [সে, নি, ঐ, ৩০ পৃ]।

৮। স্বয়ং লক্ষ্মী আমাদিগের সমুদায় যোগান, এবং তিনি যাহা কিছু করেন আমাদিগের মঙ্গলের জন্য।

"লক্ষ্মী আহার দেন, লক্ষ্মী বাড়ী দেন, লক্ষ্মী সকল অভাব মোচন করেন। লক্ষ্মী তোমার অন্নব্যঞ্জন রান্ধিয়া দেন, লক্ষ্মী তোমার ঘর পরিষ্কার করেন, লক্ষ্মী তোমার ভাণ্ডার রক্ষা করেন, লক্ষ্মী তোমার শস্যক্ষেত্রে শস্য, তোমার বাগানে ফুল ফল উৎপাদন করেন, লক্ষ্মী তোমার জমীদারীর সুব্যবস্থা করেন। লক্ষ্মী যে বিধি করেন তাহাই মঙ্গল বিধি। যাহা কিছু লক্ষ্মী দেন তাহাই তোমার কল্যাণের হেতু। * * কিসে আমার মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল, সংসারের কোন্ কর্ম্ম করিলে আমার ভাল হইবে, কোন্ কার্য্যে অনিষ্ট হইবে, ইহা আমি জানি না, তিনি জানেন। সুতরাং তাঁহাকে

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২০ ভাগ। ১৮ সংখ্যা। | ১৬ ই আশ্বিন, বৃহস্পবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিকঅগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে ভক্তবৎসল পরমেশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া কলিযুগের জীবগণকে সহজে উদ্ধার করিবার জন্য যোগ ভক্তি কর্ম্ম এ তিনের কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধন আর রাখিলে না। একই সময়ে এ তিন যেমন এক স্থানে মিলিত করিলে, তেমনি একেতেই তিনের সাধন নিষ্পন্ন করিলে। হে ভগবন্, তোমার এ কৃপার যদি আমরা সমুচিত ব্যবহার করিতে না পারি, তাহা হইলে আমরা ভাগ্যশালী হইয়াও মহাদুর্ভাগা হইলাম। তুমি সুনিপুণ কৌশলে মনুষ্যপ্রকৃতিতে তিনকে সাধন সহ এক করিলে, এখন এই তিনের এক সাধন আমাদিগের জীবনে যদি আমরা প্রতিফলিত করিতে না পারি, তাহা হইলে তোমার বিধানের লোক বলিয়া পরিচিত হওয়া কেবল বিফল তাহা নহে, তোমার বিধানের নামে কলঙ্ক আনিয়া আমরা যে মহাপরাধী হইব। আমরা তোমার দর্শনভিখারী, কিন্তু সে দর্শন লইয়া কি করিব, যদি তাহাতে মন মোহিত না হইয়া যায়, প্রেমের উচ্ছ্বাসে প্রাণ উচ্ছ্বসিত না হয়, দর্শনানন্দে উৎসাহান্বিত হইয়া জগতের দুঃখ ক্লেশ অপনয়নে উদ্যম না বাড়ে। দর্শনে তুমি নিকট হইলে, প্রেমে তুমি হৃদয়ে আবদ্ধ হইলে, উৎসাহে তুমি আমাদের দেহ মন প্রাণের বল হইয়া আমাদিগকে হাতের সাধনযন্ত্র করিলে। তুমি এবং আমরা এক হইব কি প্রকারে যদি সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শক্তিরূপে তুমি আমাদিগের মধ্যে নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিতে অবকাশ না পাইলে। এতো আর সে কালের যোগ নয় যে, তোমার কোন একটি স্বরূপের সঙ্গে এক হইলেই হইল। তোমার সকলস্বরূপের পূজা অর্চ্চনা ধ্যান ধারণা নববিধানে, আমরা তাহাই করিতে চাই। হে দীনজনগতি, এত বড় প্রকাণ্ড ব্যাপার আমরা যত্ন করিয়া করিতে কখনই সক্ষম হইব না। তোমার কৃপা যখন আমাদিগকে হস্তাবলম্বন দিয়াছে, তখন সেই সাহসে সাহসী হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, প্রভো, তুমি আসিয়া স্বয়ং প্রাণের ভিতরে আবির্ভূত হও যে, তোমার আবির্ভাবে, সমুদায় সহজ গতিতে আপনাপনি সাধিত হইয়া যায়। তুমি বুঝি, নাথ, এই জন্যই নবধর্ম্মে সাক্ষাদ্‌যোগ প্রথম হইতে নিবদ্ধ করিতে তোমার সাধকদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলে। প্রথম হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা তুমি আপনি তাহা পূর্ণ কর, আমরা আর কিছু চাই না। তোমার নিকটে অভিলাষ জানাইয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম, নাথ, তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার অভিপ্রায় আমাদিগের জীবনে সিদ্ধ হউক, এই তব চরণে বিনীত ভিক্ষা।

পাঁচে এক।

আমরা ভাবিতেছিলাম,নব বিধান আমিত্বের জঞ্জাল দূর করিয়া দিয়া জগতে একত্ব আনয়ন করিবেন, কিন্তু যেখানে অদ্বৈতবাদ স্থান পায় না, সেখানে এ একত্ব কি প্রকারে সহজে নিষ্পন্ন হইবে? দেশীয় প্রাচীন অদ্বৈতবাদে অহমের প্রাবল্য দেখিয়া যদিও এ কথা বলা যাইতে পারে না যে, অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলেই আমিত্ব ঘুচিয়া একত্ব হয়, তথাপি ইহা বলিতেই হইবে যে, একত্ব সাধন করিতে হইলে অদ্বৈতবাদ অনুসরণ না করিলে চলে না। ঈশ্বর এবং জীব এ দুয়ের পার্থক্য ঘুচাইয়া আমরা কোন প্রকারে অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু জীবসম্বন্ধে অদ্বৈতবাদ সম্ভব, ইহা আমরা অনেক দিন স্বীকার করিয়াছি। আমরা দেখিতেছি, ঈশ্বর ও আমি এ দুয়ের ইচ্ছাদিতে একত্ব হইলেও আমির তিরোধান হয় না, কেন না দাসাদি ভাব বর্ত্তমান থাকিয়া আমিকে তখনও জীবিত রাখে। দাসাদিভাবজনিত আমির অবস্থান কি প্রকারে তিরোহিত হইয়া গিয়া একেবারে আমরা আমিত্বশূন্য হইতে পারি আমরা আজ তাহাই দেখিতে চাই।

জীবেতে কতকগুলি নিত্যভাব আছে, যাহাতে সে অপর জীব সহকারে অভিন্ন এবং এক। এই ভাবনিচয় ঈশ্বরের বক্ষে অনাদিকাল হইতে বাস করিতেছে, এ জন্য যদি কাহারও জীব নিত্য মানিতে ইচ্ছা হয়, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি করিবার কিছু নাই। এই সকল ভাব তোমারও নহে আমারও নহে, উহারা ঈশ্বরের বক্ষ হইতে নিত্য প্রবাহিত। যদি আমি আমার বলিয়া, তুমি তোমার বলিয়া অভিমান কর, এ অভিমান অভিমান মাত্র, ফলে কিছুই নহে। জীবমাত্রে এই সকল ভাব অণুপরিমাণেও আছে, কিন্তু যে সকল জীবে উহারা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে প্রস্ফুটিত কুসুমাকারে প্রকাশিত হইয়া জগতে সদ্গন্ধ বিস্তার করিয়াছে, তাঁহারা ঐ সকল ভাবের নামে জগতে পরিচিত হইয়াছেন। কোন ভাবসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হয়, এটি কাহার ভাব? ইটি অমুকের ভাব, ওটি অমুকের ভাব। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি তাঁহারা এইরূপে পরিচিত হইলেন, তবে আমরা অসূয়াপরবশ হইব কেন? আমরা কেন বলিব, কেন আমার নাম না হইয়া অমুকের নাম হইল। বিন্ধ্যগিরি যদি গিরিত্বে সমান বলিয়া আপনি উচ্চত্বেও হিমালয় নামে পরিচিত হইতে চায়, তবে তাহাকে কে মানিবে? এদিকে আবার গিরিত্বের পরিচয় সকলে হিমালয় দ্বারাই দিবে বিন্ধ্য দ্বারা নহে।

পাঁচে এক করিয়া আমরা আমিত্ব বিনাশ করিতে চাই। যখন আমি দাস তখন আমি মুষা। ঈশ্বর ক্রমান্বয়ে আমার ভিতরে থাকিয়া বলিতেছেন, অমুক কাজ করিস্ না, অমুক কাজ করিস্ না, অমুক কাজ কর, অমুক কাজ কর, আমি কেবল তাই শুনিতেছি। যখন তখন প্রভুর নিকট গিয়া উপস্থিত, প্রভো, এ কার্য্য কিরূপে করিব, এ বিষয়ে প্রভুর আদেশ কি? হৃদয় সানেয়াগিরি হইয়া নিয়ত কাল আমাতে আছে। আমি যখন তখন তাহার শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া প্রভুর নিকট হইতে আদেশ আনিতেছি। কখনও কোন কার্য্য, এমন কি কাহাকেও কোন কথা বলিতে হইলেও, প্রভুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া করি না। আমার সমুদায় জীবনে আদেশের স্রোত কেবল বহিতেছে। আদেশই আমার জীবনের একমাত্র নিয়ামক।

আমি যখন কর্ম্মযোগী, তখন আমি ঈশা। আমার নিজের কোন ইচ্ছা নাই, প্রভুর ইচ্ছা আমাতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমান্বয়ে আমাকে জগতের হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়াছে। আমি যাহা করিতেছি, তাহা আমি করিতেছি না, ঈশ্বর আমার ভিতরে থাকিয়া আপনি করিতেছেন। আমাকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের জন্য দৌড়া-

ইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে হয় না, তিনি যে আমাতেই থাকিয়া সকলই স্বয়ং করিতেছেন। এই ইচ্ছাযোগে আমি যোগী যত টুকু, তত টুকু আমি ঈশা, আমার নিজের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই।

মুষা ঈশা হইবার পূর্ব্বে আমি শাক্য, অন্যথা আমি যে মুষা ঈশার সহিত এক ইহা বুঝিবারই আমার সামর্থ্য নাই। রাগ দ্বেষ হিংসা কামাদি নির্ব্বাণ না হইলে, ইহাদের অগ্নি নিরন্তর অন্তরে জ্বলিতে থাকিলে কোথায় ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ, কোথায় বা ঈশ্বরাবির্ভাবে তাঁহার ইচ্ছাযোগে যোগিত্ব। সর্ব্বাগ্রে শাক্যের সমাগম তৎপশ্চাৎ আর সকলের। শাক্য পথ পরিষ্কার করেন, সেই পথে সকলে প্রবেশ করেন। আমি নিবৃত্তি-যোগী, আমি শাক্য, তাই আমি মুষা ও ঈশা।

ঈশাসহ একত্বে ইচ্ছা বিশুদ্ধ হইল, পবিত্র হইল, ভক্ত চৈতন্য অতি প্রশস্ত নৃত্যভূমি আমাতে লাভ করিলেন। পুণ্যের সুগন্ধে সুবাসিত না হইলে নিমাইয়ের মন কিছুতে উঠে না। কুটিল কপটাত্মা নৃত্যভূমির পার্শ্বে লুকাইয়া থাকিলে তাঁহার নৃত্যের রসভঙ্গ হয়। তাই শাক্য মুষা ঈশা যখন একে একে আমাতে মিশাইয়া গেলেন, তখন ভক্ত চৈতন্যের পালা আসিল। আমাতে যতটুকু ঈশ্বরভক্তি, ঈশ্বর-প্রেম, উহা আমি নহি, চৈতন্য। আমার চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু ছিল না, আমার অঙ্গ কখন রোমাঞ্চিত হইত না, ভক্ত নিমাইয়ের প্রবেশে কি মহৎ পরিবর্ত্তন। আমি আর সে ব্যক্তি নই। আমি যোগী ভক্ত কর্ম্মী তিনই, তাই আমাতে আমার পূর্ব্বপুরুষ ত্রিবিধ ঋষিগণ এক হইয়া গিয়াছেন।

আমার যোগ ভক্তি কর্ম্ম এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেতে নিবিষ্ট। আমি যখন কর্ম্ম করি, তখন অমুক দেবতার সন্তুষ্টি জন্য অমুক কর্ম্ম, অমুক দেবতার সন্তুষ্টির জন্য অমুক কর্ম্ম, এরূপ ভিন্ন ভাবে ভিন্ন দেবতার সেবা করি না। আমার ভক্তি কেবল ঈশ্বরের পিতৃভাবে মাতৃভাবে বা সখ্যভাবে উদ্দীপ্ত হয়, কিন্তু যখন তিনি শাস্ত্রী হইয়া আগমন করেন, তখন আর তিনি আমার পিতা মাতা সখা নহেন, এরূপ নহে। যখন যে ভাবে কেন প্রকাশিত হউন না, সেই তিনি এক অদ্বিতীয় আমার ভক্তির পাত্র। আমি তাঁহারই সহিত নিরবচ্ছিন্ন যোগে অন্তরে বাহিরে সংযুক্ত। বাহিরে এক, ভিতরে এক, এরূপ আমাতে দ্বৈত ভাব নাই। এ স্থলে মোহম্মদ আমি, কেন না ঈশ্বরে অংশাংশী নিরূপণ আমাতে নাই।

এই যে পাঁচ জন, ইহাঁরা আমাতে পাঁচ জন না এক জন? এক জন না হইলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব হইল কোথায়, আমরা যে নব বিধানে পূর্ণ মনুষ্য হইতে চাই। তবে কি একেবারে পূর্ণ হইয়া গেলে? না পূর্ণতা যে আপেক্ষিক। পৃথিবীতে থাকিতে এখানকার অবস্থার উপযোগী যে কয়েক ভাবের একত্ব হইলে পূর্ণতা হয়, এ তাহারই কথা হইতেছে। কিন্তু এই সকল ভাবেরও আবার ক্রমিক ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধে উন্নতিতে উত্থান আছে, সুতরাং আমি সিদ্ধ হইয়া গিয়াছি, এ ভ্রম উপস্থিত হইবার আমাতে সম্ভাবনা নাই।

যখন বলা হইতেছে, আমি ঈশা, আমি মুষা, আমি শাক্য, আমি চৈতন্য, আমি মোহম্মদ, তখন আমিই তো প্রবল রহিল, ঈশা প্রভৃতিতে আমার আমিত্ব বিনষ্ট হইল কোথায়? বিনষ্ট হইয়াছে, যখন আমি অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতেছি, এই আমার বিরুদ্ধ ইচ্ছা, আর এই অনুগত ইচ্ছা। বিরুদ্ধ ইচ্ছা আমি, আর এই অনুগত ইচ্ছা ঈশা। আমার বিরুদ্ধ ইচ্ছা যত ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তত আমি জানিতেছি, ঈশা আমাতে জয় লাভ করিতেছেন। পরে ঈশাই থাকিবেন, আমি চলিয়া যাইব। আচ্ছা যদি তাই হইল তবে এ কথা বল না কেন, ঈশ্বরের ইচ্ছা, প্রেম, উদ্যমাদি আসিয়া তোমার আমিত্ব হরণ করিতেছে। এক দিকে ইহা সত্য, কেন না ঈশা প্রভৃতি এইরূপে ঈশ্বরে একত্ব লাভ করি-

তেছেন, কিন্তু যতই কেন একত্ব হউক না, ঈশ্বর ঈশ্বর থাকিবেন, জীব জীব থাকিবে, তাই জীবের দিক দিয়া আমি আমার আমিত্ব তিরোহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প।

নূতন সাধন।

নববিধানবাদিগণের জীবনে যুগপৎ সকল প্রকারের সাধন সমুপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক। যদি ইহা না হয়, তাহা হইলে প্রাচীন বিধানানুযায়ী সাধন হইল, নববিধানানুযায়ী সাধন উহা হইল না। যোগ ভক্তি কর্ম্ম, তিনের একত্র সাধন কি প্রকারে হইতে পারে? যোগের সময়ে যোগ, ভক্তির সময়ে ভক্তি, কর্ম্মের সময়ে কর্ম্ম ইহাই তো আবহমান কালপ্রচলিত। একটি বিষয়ের সাধনের সময় যদি আর দুইটি আসিয়া তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিক্ষেপ হয় না, ইহা কি কখন সম্ভবপর? তুমি যখন যোগ করিতেছ, পরব্রহ্মের সত্তায় মন নিমগ্ন করিয়াছ, তখন তোমার অবিকারী চিত্ত ভক্তির বিকার বহন করিবে কি প্রকারে? সে সময়ে যদি কর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যোগতো আর মুহূর্ত্তের জন্যও তিষ্ঠিতে পারে না। কর্ম্ম মহাবিক্ষেপসাধক, সেখানে যোগ থাকিবে ইহা কোন প্রকারে বুদ্ধিতে আইসে না।

প্রাচীন কালে যোগিগণ অবিকারচিত্ত হইবার জন্য ভক্তি ও কর্ম্ম উভয়কে দূরে পরিহার করিয়াছেন। ভক্তি সাধককে চপল করিয়া তুলে, সে চাপল্য যোগ কখন বহন করিতে পারে না। অথচ নববিধানে যোগ ভক্তি একই সময়ে সাধিত হয়। নববিধানসমাগমের পূর্ব্বে যোগ ও ভক্তি উভয়ে সত্যস্বরূপে মিলিত হইয়া পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, কোথায় উভয়ের মিলন হইবে কেহ তখন জানিতেন না। কিন্তু সময় আসিল, যখন নববিধানাচার্য্যের জীবনে যোগ ভক্তি একই সময়ে সাধনেও প্রস্ফুট হইয়া পড়িল। ইতঃপূর্ব্বে যোগসাধন কেহ একতন্ত্রী লইয়া করে নাই। একতন্ত্রী আদি সমুদায় ভক্তির উপকরণ। যে দিন হইতে যোগিহস্তে একতন্ত্রী উঠিল, সেই দিন হইতে একই সময়ে যোগ ভক্তি সাধন পৃথিবীতে প্রবর্ত্তিত হইল। ব্রহ্মেতে দৃষ্টি অবিচলিত রহিয়াছে, দর্শনানন্দে উল্লাসিত হইয়া রসনা অবিচ্ছেদে তানযোগে একতন্ত্রী সহকারে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে, এ দৃশ্য নবীন ও চমৎকার। সে আনন্দ উচ্ছ্বাস, সে প্রমত্ত গুণকীর্ত্তন, ক্রমে যুগপৎ হাস্য ক্রন্দনে পরিণত হইল, কিন্তু যোগীর চৈতন্য নিমেষের জন্য পরিত্যাগ করিল না, ব্রহ্ম ক্ষণকালের নিমিত্তও হৃদয়পট হইতে অন্তর্হিত হইলেন না। এ অবস্থা যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, যোগ ভক্তি উভয় কি প্রকারে একই সময়ে সাধিত হইতে পারে।

যোগ ভক্তি কর্ম্ম এ তিনের যুগপৎ সাধন অনেকের চক্ষে নিপতিত হয় নাই, ইহা আমরা শেষ সময়ে আচার্য্যজীবনে লক্ষ্য করিয়াছি, তাই তিনের একত্র সাধনসম্বন্ধে আমাদিগের সংশয় তিরোহিত হইয়াছে। তিনি যখন রোগশয্যায় শয়ান, অতি সত্বর সত্বর দেবালয়নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে, সে সময়ে যোগের হাস্য ক্রন্দন মধ্যে দেবালয়সম্বন্ধে কথাও ব্রহ্মসহ নিয়ত হইত। দর্শন, অনুরাগোচ্ছ্বাস ও কথোপকথন, এ তিন যখন একত্র চলে, তখন যোগ ভক্তি কর্ম্ম, তিন একই সময়ে সাধনে মিলিত হয়। ঈশ্বরকে দর্শন করিতেছি, তাঁহার সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হইতেছে, এবং তাঁহাকে কি করিব, কি হইতেছে, কি হইবে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ তিন যখন যুগপৎ চলিল, তখন যোগ, ভক্তি, কর্ম্ম তিন একত্র সাধিত হইতে লাগিল। দর্শনে আনন্দ, প্রমত্ততা ও উৎসাহ, এ তিনই যখন হয়, তখন তিনের একত্র সমাবেশ স্বাভাবিক। যেখানে এই স্বাভাবিক ক্রিয়া হয় না, বলিতে হইবে সেখানে

স্বভাব এখনও অপূর্ণাবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে যোগের সময়ে আর দুটির সমাবেশ উল্লিখিত হইল। যখন প্রধানরূপে ভক্তি অনুষ্ঠিত হইতেছে তখন যোগ তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে, ইহা বোধ হয় এখন কাহারও অবিদিত নাই। যখন প্রমত্তভাবে নৃত্য করিতেছি, তখন দৃষ্টি ঈশ্বরেতে স্থির রহিয়াছে, ইহা ভক্তি সহ যোগের সম্মিলন। এখানে কর্ম্ম কোথায়? নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি এখানে সমুদায়ই কর্ম্ম। ভক্তির অঙ্গীভূত বলিয়া উহা কর্ম্ম আখ্যা লাভ করে না, কিন্তু তাহা বলিয়া উহা কর্ম্ম নহে কে বলিবে? অঙ্গীভূত কর্ম্মাপেক্ষা উহার আরও স্পষ্ট সমাবেশ আছে। যখন ভক্তে আনন্দের উচ্ছ্বাস আর ধরে না, তখন সেই আনন্দ বিতরণে একান্ত ইচ্ছা সমুৎপন্ন হয়। ইচ্ছা ক্রিয়ার নিদান, যেখানে ইচ্ছা আছে সেখানে ক্রিয়া কারণে বিদ্যমান। এই ইচ্ছা প্রবল হইয়া পাপীর পদধারণ করিয়া ক্রন্দন আইসে, তাহাদিগের জন্য আর্ত্তি দিন দিন বাড়িতে থাকে, সুতরাং কে বলিবে ভক্তি সাধনের সঙ্গে যোগ ও কর্ম্ম সাধিত হয় না?

কর্ম্মসহকারে যোগ ও ভক্তি মিলিত থাকে কি না, ইহা কি এত দিন পরে আমরা জিজ্ঞাসা করিব? আমি ঈশ্বরের কর্ম্ম করিতেছি, অথচ ঈশ্বর সহ আমি একত্র বাস করিতেছি না, আমার হস্ত নিজের মতে নিজে কর্ম্ম করিতেছে, মন নিজের মতে চিন্তা করিতেছে, পা আপনার ইচ্ছামত চলিতেছে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় স্ব স্ব রুচির অনুবর্ত্তন করিতেছে, ইহা তো আর কর্ম্ম নহে, ইহা পৃথিবীর ঈশ্বরবিহীন ক্রিয়া মাত্র। কর্ম্মের সহিত যোগ অবিচ্ছেদে সংলগ্ন থাকে, তাই ইহার নাম কর্ম্মযোগ হইয়াছে। যিনি বলিলেন "আমি এ সকল করিতেছি না, ঈশ্বর আমার ভিতরে থাকিয়া এ সকল করিতেছেন" তিনি যথার্থ কর্ম্মযোগী। হস্তপদাদির ন্যায় তিনি আপনিও ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র হইয়া গিয়াছেন, যোগের আর অবশেষ রহিল কি, বরং যোগের এখানেই পরিপক্কাবস্থা। এখানে ভক্তিও নিয়ত অবস্থিত কেন না দাস্য সহকারে ভক্তির অনন্ত যোগ। প্রভুর কর্ম্ম করিতেছি, অথচ হৃদয়ে প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতেছি না, এরূপ সেবা কখন সেবা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে দেখা যাইতেছে, যোগ, ভক্তি ও কর্ম্ম এ তিনের একত্র সাধন স্বভাবনিহিত। যেখানেই একটি আছে, আর দুটি সেখানে আছেই আছে। যদি এরূপ হইল, তবে তিনের একত্র সাধন, নূতন সাধন বলিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে, পূর্ব্বে তিন লক্ষ্যস্থলে ছিল না, তাই কোন একটি আর দুইটিকে এমনই আচ্ছাদন করিয়া ফেলিত ও বাড়িতে দিত না যে, কার্য্যতঃ একটি থাকিয়া গিয়া আর দুইটি স্বাভাবিক হইলেও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইত, তাহাদের ক্রিয়া স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইত না। স্বভাবে যাহা আছে, তাহা আমরা প্রস্ফুট করিতে পারি, অথবা চাপিয়া দিতে পারি। সম্যক্ উচ্ছেদ যদিও অসম্ভব, তথাপি চাপিয়া দেওয়া এক প্রকার বিনাশ স্বীকার করিতেই হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে বোধ হয়, তিনের একত্র সাধন প্রস্ফুট হইল। কি প্রকারে তিনের একত্র সাধন হয়, তাহার প্রণালী কি তাহাও এক প্রকার বিবৃত হইল। আমরা কাহারও সাধনের জন্য স্থিরতর প্রণালী লিপিবদ্ধ করিতে চাই না, কেন না আত্মার অবস্থানুসারে ভিন্ন ২ ব্যক্তির ভিন্ন ২ প্রকারের প্রণালী হইতে পারে। প্রণালী সাধকেতে স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে, ইহা আমরা বিলক্ষণ জানি। তিনের একত্র সাধন হয়, এবং সম্ভব, এই মাত্র যদি আমরা প্রদর্শন করিয়া থাকি,

আমাদিগের কর্ত্তব্য করা হইয়াছে, এতদপেক্ষা আর আমরা অধিক করিতে চাই না।

নববিধানের সাধারণ ও অসাধরণ। লক্ষণ।

ঈশ্বর স্বরূপ।

সতী।

১। ব্রহ্ম পুণ্য, সতী প্রেম। প্রেম কখন পুণ্যের অনাদর সহ্য করিতে পারে না।

"সেই আদ্যা শক্তি সতী ব্রহ্মের প্রেমবিভাগ, অপরার্দ্ধ পুণ্য। এক স্বভাব যোগেশ্বর মহাদেবের স্বভাব, আর এক প্রকৃতি করুণাময় জননীর প্রকৃতি। সেই দেবী তাঁহার ভক্তদিগের নিকটে আপনার কোন অংশের অপমান অথবা লোপ দেখিয়া সহ্য করিতে পারেন না। এই জন্যই আখ্যাস্থিকায় কথিত আছে, যখন যজ্ঞস্থলে মহাদেবের অপমান হইল, তখনই সতী আপনাকে বিনাশ করিলেন। স্বামিনিন্দা সতীর নিকটে অসহ্য। দুর্গাচরিত্রে নারীর সতীত্ব প্রকাশিত। কোমল হৃদয় সতী কোন মতেই স্বামীর অপমান সহ্য করিতে পারেন না। ব্রহ্মের কোমল প্রেম যাহা চিরকাল নারীরূপ ধরে, কদাচ ব্রহ্মের অপরার্দ্ধ পবিত্রতার অপমান সহ্য করিতে পারে না।" [সে, নি, ১৫ সং, ১১৪ পৃ]।

২। ব্রহ্মপ্রেমই সতী, ইনিই দুর্গারূপে ভগবতীরূপে আরাধিত হইয়া থাকেন।

"সতী ভগবতী ব্রহ্মের প্রকৃতি। তেজোময় পুণ্যময় ব্রহ্মের কোমল প্রকৃতি মা নামে, নারী স্বভাব ধরিয়া হৃদয়ে প্রকাশিত হন। ব্রহ্ম আপনি আপনার কোমল প্রকৃতিকে বলিলেন,— "প্রকৃতিদেবী, তুমি জগতের মা হইয়া পৃথিবীতে যাও, আমি জগতের পিতা হইয়া অবতীর্ণ হইব। তুমি সুকোমল স্বভাবে জগৎকে বশীভূত কর।" মহাদেবীর অবতরণের অন্য অর্থ আর নাই। এই মা দুর্গা ব্রহ্মের প্রেমস্বরূপ, সৌন্দর্য্যস্বরূপ। যাহারা দুর্গা প্রতিমার মূলে ব্রহ্মের এই কোমল প্রকৃতি দেখে নাই, তাহারা অদ্যাপি প্রকৃত দেবীর পরিচয় পায় নাই।" [সে, নি, ঐ, ১১৫ পৃ]।

৩। দুর্গাপ্রতিমা উপমাঘটিত, উহাতে যথার্থ মার পূজা হয় না। প্রতিমা ভেদ করিয়া জীবনময়ী নিরাকারা ভগবতী উপাসনাই যথার্থ ভগবতীর পূজা। লক্ষ্মী ও সরস্বতী এক ইহাঁরই অভিন্ন স্বরূপ মাত্র।

"প্রাচীন কালে শাস্ত্রকারেরা আকারের মধ্যে ভগবতীকে বদ্ধ করিয়া এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে সমর্পণ করিয়াছেন। লোকগুলি এত কাল ভগবতীর বাহিরের আধার পূজা করিয়া আসিতেছে, এখন পর্য্যন্ত যথার্থ ভগবতীপূজা হয় নাই। যে মন্ত্রে মৃত্তিকা পূজা হয়, তাহাতে ভগবতী পূজা হয় না। যোগ সহকারে মৃত্তিকার আধার খোল, দেখিবে তাহার ভিতর জীবনময়ী সতী বাস করিতেছেন, এবং তাঁহার নিরাকার অঙ্গের মধ্যে লক্ষ্মী সরস্বতীও আত্মলাক্রপে প্রকাশ পাইতেছেন। এক মূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে কত মূর্ত্তি দেখিবে। বাস্তবিক ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ইহাঁরা যে তিন ব্যক্তি তাহা নহে; কিন্তু স্বয়ং ভগবতীর এক একটি স্বরূপ। ভগবতী নিজেই গৃহলক্ষ্মীরূপে তাঁহার সন্তানদিগকে ধনধান্য ও সুখশান্তি বিতরণ করিতেছেন এবং তিনিই সরস্বতীরূপে অর্থাৎ বিদ্যারূপে সকলকে জ্ঞানদান করিতেছেন। ভারতবর্ষে আর্য্য কবি ও ভাবুকেরা উৎকৃষ্ট রঙ্গ লইয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন, ইহা কেবল উপমা। আবার যখন সুনিপুণ চিত্রকারেরা এই উপমা লইয়া দেবদেবীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তি রচনা করে, তখন উপমা প্রতিমা হয়। প্রথমে মা, পরে উপমা, তাহার পর প্রতিমা। তিনেতেই মা, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। কিন্তু যত ক্ষণ পর্য্যন্ত যথার্থ ভক্ত এ সকল প্রতিমা ও উপমা ভেদ করিয়া আসল জীবিতেশ্বরী মাকে না দেখিতে পান, তত ক্ষণ কিছুতেই তিনি সুখী হইতে পারেন না।" [সে, নি, ঐ, ১১৫ পৃ]।

৪। যেখানে সতীর আবির্ভাব, সেখানেই লক্ষ্মী ও সরস্বতীর আবির্ভাব অনিবার্য্য।

"প্রকৃত মাকে দেখিলেই তাঁহার স্বরস্বতী এবং লক্ষ্মী প্রকৃতি আসিয়া তোমার অজ্ঞান ও দুর্গতি হরণ করিবে, করিবেই করিবে। মা তাঁহার দিব্য জ্ঞান, প্রত্যাদেশ ও শাস্ত্র সকল ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে অবতরণ করেন। জ্ঞান ব্রহ্মপ্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত, ব্রহ্ম হইতে জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করিতে পার না। যখন চিন্ময়ী জগজ্জননী আপনার প্রাণের ভিতর হইতে নিগূঢ় সত্য যোগ ভক্তি বিবিধ রহস্য প্রত্যাদেশ বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাতত্ত্ব ও নানাশাস্ত্র প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার আর এক ভাব জগতের কল্যাণের জন্য সেই জ্ঞানরাশি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে। * * * যখনই সত্য ভাবে ভক্তির সহিত মার পূজা করি, তখনই দেবীর উক্তি শুনিতে শুনিতে নূতন নূতন শুভ্র জ্ঞান লাভ করি। যেমন দুর্গা দর্শন অমনই সরস্বতীর রূপদর্শন, যেমন ব্রহ্মদর্শন তৎক্ষণাৎ জ্ঞানের সঞ্চার। (১১৭)। * * * "যে ভক্তের বাড়ীতে মার আবির্ভাব হয়, সেখানে মার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়। মা লক্ষ্মীরূপা শ্রীস্বরূপা। বিশ্রীদেবী লক্ষ্মীবিহীন

দেবী কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? ভুবনমোহিনী মা কি বিবর্ণা কদাকারা? যে নরনারীর হৃদয় মধ্যে মা ভগবতীর আবির্ভাব হয়, সেই নরনারীর লক্ষ্মীশ্রী অর্থাৎ সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়। নাস্তিক পাষণ্ডের সংসারকে কদাচ লক্ষ্মীর সংসার মনে করিও না। যে দস্যু হাজার মানুষ কাটিয়া ধনী হইল তাহার সংসারকে কি লক্ষ্মীর সংসার বলিবে? ভক্ত যদি দরিদ্র হন, তথাপি তাঁহার সংসার লক্ষ্মীর সংসার। ভক্তের গৃহে সম্পদ বিপদ সকলই ঈশ্বরপ্রেরিত। ভক্ত শাকান্ন আহার করিয়াও হাসিতেছেন। লক্ষ্মীর সংসার দেখিলেই বুঝা যায়। ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কেহই লক্ষ্মীছাড়া হইতে পারে না। পৃথিবীতে এমন একটি লোক জন্ম গ্রহণ করে নাই, যে ঈশ্বরের পূজা করিয়া লক্ষ্মীবিহীন হইয়াছে। লক্ষ্মীর আগমনে ভক্তের সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি ও অকল্যাণ দূর হয়। যাহার বাটীতে দুর্গতিনাশিনা অবতীর্ণ হয়েন, তাহার সংসারে আপনা আপনি লক্ষ্মীশ্রীর অভ্যুদয় হয়।" [সে, নি, ঐ, ১১৮ পৃ]

৫। দুর্গা, লক্ষ্মী, ও সরস্বতী একে তিন, তিনে এক। এ তিনের এক সময়ে অবির্ভাব, ইহাঁরা পরস্পর বিরোধী নহেন। তিনকে যুগপৎ গ্রহণ না করিলে অকল্যাণ।

"দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী তিন ছিল, মহেশের ভিতর হইতে তিন উত্থিত হইয়া তিন এক হইয়া গেল। যেমন এক তিন হইয়াছিল, তেমনি তিনে এক হইল। দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী এই ত্রিমূর্ত্তি এক হইয়া সাধকের হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। তিন মূর্ত্তিতে তিন ভাব প্রকাশিত হইল। * * তিনকে লও, নতুবা কাহাকেও লইও না। যদি সকলকে না লও অকল্যাণ আসিবে। পূর্ণ পূজা করিতে হইলে দুর্গাকে তাঁহার সঙ্গী দুই জন সহকারে বরণ করিতে হইবে। * * তুমি তিন ভাবকে স্বতন্ত্র রাখিয়া কি অকল্যাণের কার্য্য করিলে না? * * তুমি মনে করিলে বিদ্যা এবং বুদ্ধি মহেশ্বরের শক্তি, যে ঘরে ঈশ্বরের এই শক্তি বিরাজ করে সে ঘরে টাকা ধন ধান্য থাকিলে তাহারা চলিয়া যাইবে। যেখানে ঈশ্বরের ধনধান্যবিধায়িনী শক্তির পূজা হইল সেখানে মূর্খতা ডাকিয়া আনা হইল, বুদ্ধি স্থূল হইল পৃথিবীতে সকলের এই সংস্কার, ধনী হইলে সে কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না। তাই ধন উপার্জ্জন করিতে গিয়া পুণ্য যায়, ধনী হইয়া লোক ঈশ্বরকে ছাড়ে। আবার দেখ সরস্বতী ও লক্ষ্মী ইহাদিগের মধ্যে চির বিবাদ। বিদ্যা ক্রমে যত বাড়িতে থাকে, লক্ষ্মী তত সে স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যান। ঘরে ধন অনেক আন, দেখিবে সে গৃহের যুবকগণ মূর্খ হইবে। * * তিনকে তিন মানিলে এই প্রকার হইবে। যদি ব্রহ্ম হইয়া এই প্রকার পৌত্তলিকতার দোষে দোষী হও, তবে ঘোরতর অখ্যাতি হইবে। দেবীমূর্ত্তি তিন মূর্ত্তিতে প্রকাশিত। যদি এই তিন মূর্ত্তির ভাব খণ্ড খণ্ড করিয়া ত্রিমূর্ত্তি স্থাপন কর, সেই খণ্ড খণ্ড মূর্ত্তির একত্র সংযোগে এক মূর্ত্তি নিষ্পন্ন করিতে না পার, তাহা হইলে সচ্চিদানন্দময়ের পূরণ হইল না। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তিন এক, তিনের মধ্যে বিবাদ তোমার কল্পনা। * * এক ঈশ্বরে তিনের মিলন হইয়াছে, যিনি ঈশ্বর তিনিই লক্ষ্মী তিনিই সরস্বতী, ঈশ্বর কখন লক্ষ্মীছাড়া অলক্ষ্মী নহেন, জ্ঞানহীন বুদ্ধিহীন অবিদ্যা নহেন। দুর্গাকে স্থাপন করিতে হইলেই তাঁহার সখীদিগকেও স্থাপন করিতে হইবে। * * দুর্গাকে ডাকিলে দুর্গতি নাশ হয়, জ্ঞান হয়, ধন সম্পৎ হয়। বুদ্ধি যেখানে, সম্পৎ সেখানে। মনকে আলোকিত করিলে সমস্ত সংসার আলোকিত হয়। সরস্বতীর আগমনে লক্ষ্মীর আগমন, বুদ্ধি কখন লক্ষ্মীর বিরোধী নহে। ভক্তিশাস্ত্র যে বিদ্যা বুদ্ধির প্রতি চটেন, সে বিদ্যা অবিদ্যা, সে বুদ্ধি কুবুদ্ধি। * * * পৃথিবীর ভিতরে টাকার পথ দেখাইতে কেবল ঈশ্বরই পারেন। তিনি যে পথ দেখাইবেন তাহাতে নিশ্চয় লক্ষ্মীর সমাগম হইবে। তোমার ঘর লক্ষ্মীর ঘর হইবে, লক্ষ্মীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী অধিষ্ঠিতা হইবেন। * * লক্ষ্মী আর সরস্বতী পরস্পর মিলিত হইয়া একত্র পরম মহেশ্বরের সঙ্গে প্রকাশিত হন।" [সে, নি, ৬০ সং, ৪৪৬—৪৭৯ পৃ]।

নবসংহিতা।

কৌমার ব্রত।

১। ব্রতার্থী প্রার্থয়ন্নেবং প্রতিজ্ঞানীত সম্ভ্রমাৎ।

ব্রতার্থী প্রার্থনা করিবে এবং নিম্ন লিখিত মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে।

২। শক্তিমন্নীশ্বরেহা হস্মি ত্বদাহ্বানেন চাগতঃ।
ত্বৎসন্নিধৌ গ্রহীতুং তদ্‌ব্রতং কৌমারকং প্রভো॥
তবেচ্ছানুগ্রহশ্চেন্ন দীক্ষিতো দারকর্ম্মণি।
ভবেয়ং খলু রক্ষেয়ং দূরে মাং নিত্যমেব হি॥
উদ্বেগতঃ পরীক্ষাতঃ ভোগ দস্যপ্রলোভনাৎ।
সংসারস্য জীবনং মে সমগ্রং তব কর্ম্মণি॥
অর্পয়ামীতি সঙ্গা মে দৈহিকীবাসনাস্তথা।
সাংসারিকীঃ প্রবৃত্তীশ্চ বলিং কৃত্বা তবান্তিকে॥
তবাজ্ঞামনুগচ্ছামি সমগ্রেণ হৃদা বিভো।
অমুকে দিবসে মাসি বর্ষেঽদ্য তব সন্নিধৌ॥
পবিত্রে পরিগৃহ্ণামি সাক্ষিত্বেন ব্রতন্ত্বিদম্।
সত্যস্য নম্রু কৌমারং প্রতিজ্ঞানীয় রক্ষিতুম্॥
ভাবেনাতিগভীরেণ নিয়মানস্য নিত্যদা।
যাবজ্জীবংহি সংযস্যাব্যভিচারানলে পুনঃ॥

পুণ্যেঽহদ্য দৈহিকান্ সাংসারিকানৈন্দ্রিয়কানিহ।
সর্ব্বান্ দহামি ভাবাংশ্চাত্মানং শুদ্ধং সমর্পয়ে॥
হিতৈষণায়ৈ দেশস্য দানায়োপাসনায় চ।
অনুগ্রহো মুক্তিদস্তে মাং রক্ষতু সদা প্রভো॥
বর্ত্মন্যব্যভিচারস্য ঋজৌ ত্রায়স্ব মাং সদা।
হাবকুহকজালেভ্যঃ স্ত্রীসংস্থতোঽরহং যতঃ॥
সংঘস্য মম পুণ্যস্য পতাকাং প্রতি চাপ্যহম্।
রাজভক্তিং বহাম্যন্যে বিবহন্তু বিবাহিতাঃ॥
ভবন্তু খলু রক্ষাণি বিশেষস্তে নিদেশনম্।
শাশ্বতং গৌরবং চাস্তু তব নাম্নো মহত্তমম্॥

হে সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তোমার আহ্বানের আনুগত্যে আমি কৌমার ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। যদি তোমার ইচ্ছা ও অনুগ্রহ হয় যে আমি বিবাহের অবস্থায় প্রবেশ করিব না, কিন্তু ইহার বিপৎ পরীক্ষা, ইহার আমোদ ও প্রলোভন হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিব, এবং আমার সমুদায় জীবন তোমার সেবায় সমর্পণ করিব, তাহা হইলে আমার সমুদায় ভোগাভিলাষ সাংসারিক প্রবৃত্তি বলিদান করিব, এবং সমগ্র হৃদয়ে তোমার আদেশ অনুবর্ত্তন করিব। অদ্য অমুক দিন অমুক মাসে অমুক বৎসরে তোমার পবিত্র সন্নিধানে সত্যকে সাক্ষী করিয়া, আমি পবিত্র কৌমার ব্রত গ্রহণ করিতেছি, এবং যত কাল এই পৃথিবীতে বাস করি, এই শ্রেণীর নিয়ম প্রতিপালন করিতে অতীব গম্ভীর ভাবে অঙ্গীকার করিতেছি। অদ্য যাহা কিছু শারীরিক ঐন্দ্রিয়ক, এবং সংসারিক সে সমুদায় অব্যভিচারাগ্নিশিখায় দগ্ধ করিতেছি, এবং আমার পবিত্রীকৃত আত্মা হিতৈষণা, দয়াব্রত ও উপাসনায় অর্পণ করিতেছি। তোমার পরিত্রাণপ্রদ অনুগ্রহে আমায় সর্ব্বদা রক্ষা কর যে, আমি কখন অব্যভিচারের সরল পথ হইতে স্খলিত না হই। স্ত্রীলোকের হাবভাব হইতে আমায় সর্ব্বদা রক্ষা কর, পৃথিবীর মায়াজাল হইতে আমায় বিমুক্ত রাখ যে, আমি আমার পবিত্র শ্রেণীর পতাকার প্রতি চিরকাল রাজভক্ত থাকিতে পারি। অপরে বিবাহ করুক, বিবাহিত হউক। তোমা হইতে আমার নিকটে যে বিশেষ আদেশ আসিয়াছে, আমি যেন তাহা পালন করিতে পারি, এবং অনবসেয় সময়ের জন্য তোমার নামে গৌরব হউক।

বৈধব্য ব্রত।

৩। অসহায়া পরিত্যক্তা সান্ত্বনাসুখবর্জ্জিতা।
বিধবা দুঃখিনীয়ং তে চরণে পতিতা পিতঃ॥
করুণাময় শান্তিঞ্চ শুদ্ধিমন্বিষ্যতীহ তে।
অনুগ্রহাৎ পতির্যাতো লোকে শ্রেষ্ঠতমে মম॥
সম্যক্ সহায়হীনাহং শরণং যামি তে প্রভো।
আশানিবদ্ধহৃদয়া ত্বয়ি দীনদশাং গতা॥
বিধবায়াঃ সুহৃৎ তস্যাঃ পতিস্ত্বং সন্নিধাবহম্।
গ্রহীতুং ব্রতমায়ামি নির্দ্দিষ্টং মে ত্বয়া চ যৎ॥
পতির্মম গতো নাথ লোকাদস্মাৎ সুখং স তু।
লোকে শ্রেষ্ঠতমে ভূতিং প্রাপ্নোত্বানন্দমক্ষয়ম্॥
ত্বয়ি নিত্যঞ্চ পত্নী চ তস্যাহং বাহ্যতো যদি।
বিচ্ছিন্নাত্মনি সংযুক্তা বসানি শাশ্বতীঃ সমাঃ॥
কৃপাং কুরু প্রভো যত্ত্বাং পতিং সত্যং বিজানতী।
বিশ্বস্ততাঞ্চ প্রেমাণং তুভ্যং সর্ব্বং সমর্পয়ে॥
কুরু মাং তব নিত্যায় কালায় পরম প্রভো।
অমুকে দিবসে মাসে বর্ষেঽদ্য তব সন্নিধৌ॥
পবিত্রে পরিগচ্ছামি ব্রতং বৈধব্যসম্মতম্।
নাহং পুনর্বিবহামি দ্বিতীয়ং জাতু মে পতিম্॥
স্বীকরোমি মঙ্গলেদং জীবনং মম সম্প্রতি।
বিধবায়া ভবত্বেব চিরং ভোগাদিবর্জ্জিতম্॥
আত্মত্যাগি দৈহিকাভিলাষহীনং ক্ষমান্বিতম্।
প্রণতং ধ্যানশীলঞ্চ বিনীতং নিতরাং পুনঃ॥
উপাসনাপ্রধানঞ্চ প্রভো ত্বৎসেবনে ব্রতম্।
এবং মে জীবনং ভূয়াত্তবানুকম্পয়া শুভম্॥
আশিষে মম চান্যেষাং গৌরবং মহদস্তু ভো।
অস্যা মণ্ডল্যা নৃত্নায়াঃ পরেশায় প্রিয়ায় তে॥

হে করুণাময় পিতঃ, এই দীনা, অসহায়া, পরিত্যক্তা, সান্ত্বনাবিহীন বিধবা তোমার পদতলে পড়িতেছে, এবং তোমার অনুগ্রহজনিত শান্তি ও পবিত্রতা অন্বেষণ করিতেছে। আমার স্বামী উৎকৃষ্টলোকে গমন করিয়াছেন, এবং তাঁহাতে আমি সমুদয়ই হারাইয়াছি, সম্পূর্ণ অসহায়তায় আমি তোমাকেই আমার একমাত্র আশা ও আশ্রয় দেখিতেছি।

হে বিধবার বন্ধু, পতিহীনার পতি, তুমি যে ব্রত আমার জন্য বিধান করিয়াছ, আমি তাহা গ্রহণ করিবার জন্য তোমার নিকটে আসিয়াছি। আমার স্বামী ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি যেন উৎকৃষ্ট লোকে উৎকৃষ্টাবস্থা লাভ করেন, এবং তোমার নিত্য আনন্দ প্রাপ্ত হন, এবং আমি তাঁহার দীনা বিধবা যদিও বাহ্যে বিচ্ছিন্ন হইয়াছি, আত্মাতে যেন চির দিনের জন্য মিলিত থাকি। কিন্তু, হে প্রভো, অনুগ্রহ কর যে, আমি এই হইতে তোমাকে আমার যথার্থ পতি বলিয়া মনে করি, এবং আমার সমগ্র প্রেম ও বিশ্বস্ততা তোমায় অর্পণ করি। আমাকে চিরদিনের জন্য তোমারই কর। অদ্য অমুক দিনে অমুক মাসে অমুক বর্ষে, তোমার পবিত্র সন্নিধানে আমি বৈধব্যের ব্রত গ্রহণ করিতেছি। আমি পুনরায় বিবাহ করিব না, দ্বিতীয় পতি আমি কখন গ্রহণ করিব না। মঙ্গলময়

ঈশ্বর, অনুগ্রহ কর যে, আমার জীবন বিধবার উপযোগী সামান্য, আত্মত্যাগী, ভোগশূন্য, বিনীত, ক্ষমাশীল, দানশীল, সহিষ্ণু, উপাসনাশীল, ধ্যানশীল, সাধন ও প্রার্থনায় অর্পিত হইতে পারে এবং নিয়ত প্রভুর সেবায় নিরত থাকে। এইরূপে আমার বিনীত জীবন তোমার অনুগ্রহে আমার এবং অপরের কল্যাণের জন্য হউক। আমাদিগের প্রিয় নবীনমণ্ডলীর ঈশ্বর, গৌরব তোমারই।

সাধকব্রত।

৫। সাংসারিকত্বরোধায় প্রতি ত্বাং হৃদয়স্য চ।
অভিমুখ্যায় মেহনল্পকরুণাবশতঃ প্রভো॥
আনীতবান্ পাপিনং মাং পবিত্রবেদিসন্নিধৌ।
যতোহহং পরিগৃহ্ণীয়াং ব্রতমিদমুপস্থিতম্॥
এষা তবেচ্ছা যন্নাহং সংসারিজনবৎ প্রভো।
যাপয়ামি দিনান্যত্র সেবিষ্যে ত্বাঞ্চ কেবলম্॥
প্রীণয়ামি চ তেষু স্যাং জনা যে তব নিত্যদা।
অমুকে দিবসে মাসি বর্ষেহদ্য তব সন্নিধৌ॥
পবিত্রং প্রতিগৃহ্ণামি সাধকানাং ব্রতমিদম্।
অনেন মাং নিবধ্নামি ভক্ত্যভ্যাসে চ সংযমে॥
সেবায় পুণ্যমণ্ডল্যা নবীনস্য বিধেঃ পুনঃ।
যথাশক্তি সহায়ো মে ভব ত্রাতা পিতা মম॥

হে ঈশ্বর, সাংসারিকতা অবরুদ্ধ এবং আমার হৃদয় তোমার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত করিবার জন্য তুমি তোমার করুণার আধিক্য বশতঃ তোমার পবিত্র বেদীর সন্নিধানে এই পাপীকে আনয়ন করিয়াছ যে, উপস্থিত ব্রত আমি গ্রহণ করি। পিতঃ, ইহা তোমার ইচ্ছা যে, সংসারাসক্তদিগের ন্যায় আমি আর দিন যাপন না করি, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে বাস করি, যাঁহারা তোমায় ভালবাসেন এবং তোমার সেবা করা যাঁহাদিগের জীবনের প্রধান কার্য্য করিয়াছেন। অদ্য অমুক দিন অমুক মাসে অমুক বর্ষে তোমার পবিত্র সাধকশ্রেণীর ব্রত গম্ভীরভাবে গ্রহণ করিতেছি এবং যথাশক্তি পবিত্র নববিধানমণ্ডলীকে সেবা করিবার জন্য এবং সাধন, উপাসনা অভ্যাস করিবার জন্য আমি আমাকে অঙ্গীকারে বদ্ধ করিতেছি। আমার পিতা এবং পরিত্রাতা, আমার সহায়ও হও।

ময়মনসিংহ।

আলোচনা।

সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত।

উপাসনা করিবার দুটি লক্ষ্য। একটি উপাসনা না করিলে নয় তাই বলে, দ্বিতীয়টি ধর্ম্মকে না পাইলে নয় তজ্জন্য। আমি যে ধর্ম্ম ব্যতীত বাঁচিতে পারি না। যে উপায়ের দ্বারাই হউক ধর্ম্মকে লাভ করিতেই হইবে, তাহাই মুক্তির সোপান। মুক্তির প্রকৃত অর্থ আত্মার বিশেষ অবস্থা।

ঈশ্বরের সম্বন্ধে। উপাসনার সময় বহির্জ্জগতের জড় বস্তুর ন্যায় স্পষ্টভাবে যথার্থরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বরকে লাভ করিতে চান, তিনি সমুদয় সময় সমুদয় অবস্থায় এই ভাবে দেখিবেন।

আত্মার সম্বন্ধে। ভ্রমশূন্য কল্পনাশূন্য হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম ঈশ্বরের দয়াতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাতেই ওতপ্রোতভাবে বাস করিতেছি, বাহিরের বস্তু যেমন নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র দেখা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরকে আত্মাতে দেখিবে, ইহাই ধর্ম্মজীবনের সার। যখন যিনি উপাসনা করিবেন, তখনই তাঁর মনে এই ভাবটি হইবে। চিন্তা করিয়া উপাসনা করিলে চলিবে না। নিশ্চয়রূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া উপাসনাতে বসিবে। কোন প্রকার সংসারের ভাব নিয়া উপাসনা করিলে হইবে না। আমি বাস্তবিক দেখিতেছি, আমার ঈশ্বর আমার সম্মুখে। বাহিরের বস্তুর অস্তিত্ব যেমন কোন কারণ দিয়া বিশ্বাস করি না, সেই প্রকার বিনা কারণে ঈশ্বরসম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে হইবে। যে আপনাকে জানে, সে ঈশ্বরকে জানে। আপনাকে দেখিতে গেলেই, সেই মহান্ পুরুষকে দেখা যায়, তাহাতে কোন প্রকার কল্পনা আসিতে পারে না। আমি আছি, এই কথা যেমন কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে, ঈশ্বরসম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ হইতে হইবে। 'অতএব' দ্বারা ঈশ্বরকে ভাবিলে হইবে না। দৃঢ়রূপে বিশ্বাসপূর্ণহৃদয়ে তিনি আমার সম্মুখে জানিয়া উপাসনা প্রার্থনা করিতে হইবে। কেবল উপাসনার সময় এক বার ঈশ্বরকে ভাবিলাম, সংসারে আসিলাম আর সব ভুলিয়া গেলাম, এইরূপ হইলে হইবে না। সমুদয় সময় ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখিতে হইবে। তিনি কোন সময়েই আমা হইতে দূরে নহেন। আমাকে যেমন আমি অবিশ্বাস করিতে পারি না, সেইরূপ দৃঢ়রূপে ঈশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাস করিতে হইবে। তৎপর আমি উপাসনা করিবার উপযুক্ত নহি, এই ভাবটি হৃদয়ে চাই।

উপাসনাতে বসিয়া এই ভাবটি আবশ্যক।

(১) আমি যেমন আছি, নিঃসংশয়ে বুঝিতেছি, তেমনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব জীবন্ত ভাবে প্রত্যক্ষ দেখিতে হইবে।

(২) ঈশ্বরসম্বন্ধে—একটি আত্মা সমস্ত জগদ্ব্যাপিরূপে আছেন, এই ভাবটি।

(৩) উপাস্য উপাসক ঠিক সাক্ষাৎ দেখিতে হইবে। এইরূপ হইলেই উপাসনা করিবার অধিকার হইবে, তখনই আরাধনার ভাব হইবে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং বলা যাইতে পারিবে, সংসার অসত্য বলিয়া হৃদয়ে অনুভব হইবে।

আমি অসত্য, আছি সেই সত্যস্বরূপের শরণাপন্ন হইয়া। তিনিই সত্য, তিনিই আমার প্রাণ, তিনি ভিন্ন সংসারে যত কিছু সকলই মিথ্যা, এইরূপ হইলে ভক্তির ভাব হইবে। এই ভাবটি যখন যে সাধকের হয় তখনই তার মনে আশা হয়। তখন আর তার মনে অহঙ্কার থাকিতে পারে না। সেই সত্যস্বরূপকে অনুভব করিলেই হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়। তখন সংসারের সুখ তার অন্তর হইতে দূর হইয়া তার মন ঈশ্বরের চরণে পতিত হয়। সে আর ঈশ্বর হইতে দূরে থাকিতে পারে না। তখন ঈশ্বরের দয়া বুঝা যায়, দয়া বুঝিতে পারিলেই ঈশ্বরেতে আসক্তি জন্মে; আর তাঁহা হইতে দূরে থাকা যায় না।

প্রেমের আদর্শ একটিতে থাকিবে, তখন সে কেবল একমাত্র ঈশ্বরের চরণ ভিন্ন আর কিছুই চাহিবে না। পুণ্য কি? প্রেম ভক্তি পবিত্রতা জ্ঞান ইচ্ছা, সকলই এক, তাহাই পবিত্রতা। প্রেম ভক্তি পবিত্রতা পৃথক্ পৃথক থাকিলেই অপবিত্রতা।

সমালোচনা।

"মুক্তি এবং তাহার সাধন সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ" সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ঘোষাল "হিন্দুশাস্ত্র, জ্ঞান কাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড" নামে দ্বিতীয় একখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। আমরা প্রথমবারের গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যেরূপ আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, দ্বিতীয় বারের গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া তদপেক্ষা অল্প আহ্লাদিত হই নাই। বরং এই গ্রন্থখানিতে তাঁহার জীবনের পরীক্ষিত সত্য প্রকাশিত হওয়াতে আমরা সমধিক সুখী হইয়াছি। অভ্যাস ও সংস্কার বশতঃ ঈশ্বরকে যথাযথ ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিয়া কেহ সাবয়ব ভাবে গ্রহণ করিলেও সরলচিত্ত সাধক হইলে যে শীঘ্র শীঘ্রই সে দোষ পরিহার হইতে পারে, গ্রন্থকর্ত্তা স্বীয় জীবনের পরীক্ষা দ্বারা ইহা সাধারণকে বিলক্ষণ বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "আমি মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে নিরাকার পরব্রহ্মের পূজা ও ব্রহ্মোপাসনার যার পর নাই প্রশংসা পাঠ করিয়া যৎকালে সর্ব্বপ্রথম নিরাকার পূজায় প্রবৃত্ত হইতে চেষ্টা করি; তখন ঈশ্বরের চিন্তা করিতে হইলেই স্বর্গোপরিস্থ এক জন পবিত্রমূর্ত্তি পক্ককেশ বৃদ্ধকে মানসচক্ষে বা কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইতাম। তাঁহাকেই ঈশ্বরবোধে আমি সে সময় ভক্তিভরে মনে মনে প্রণাম করিতাম। এইরূপ অবস্থাতেই আমার কিছু দিন অতিবাহিত হইয়া যায়। পরে এক সময় একখানি সদ্গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারিলাম যে, আমি এখনও নিরাকার উপাসনায় পৌঁছিতে পারি নাই, এখনও স্থূলভাবের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছি, এখনও নিরাকার সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে দূর স্বর্গোপরে স্থূলভাবে রাখিয়া দিয়াছি, তাঁহাকে নিকটে বা প্রাণে আনিতে পারি নাই এবং তাঁহার প্রকৃত উপাসনার ভারও প্রাপ্ত হই নাই। যাহা হউক অল্পদিনের পরেই পরমেশ্বরের কৃপায় আমি নিরাকার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলাম। ক্রমে তাঁহার কৃপায় নিরাকার উপাসনা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ হইয়া গেল। জীবন ধন্য বোধ করিলাম, কৃতার্থ হইলাম।" এ সম্বন্ধে সকলের অনুভূতি সমান নয়। আমরা বাল্যকালে যখন সাকার উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, তখন মূর্ত্তিকল্পনা আমাদিগের নিকট কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল, দৃশ্য কোন বস্তু অপেক্ষা সুন্দর নয় বলিয়া আমাদিগের তৎপ্রতি বিরাগ উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের অনুভূতি এই, "হে অসুরবালকগণ, সেই হরির উপাসনায় আবার প্রয়াস কি? তিনি যে হৃদয়ে আকাশের ন্যায় স্থিতি করিতেছেন, তিনি যে নিজের আত্মা এবং অশেষ দেহীর সখা।" গ্রন্থকার সাকার হইতে নিরাকারে সমাগত হইয়া 'প্রভূত আনন্দ', 'তৃপ্তি' এবং 'কৃতার্থতা' লাভ করিয়াছেন, ইহাই স্বাভাবিক। আমাদিগের বাল্যসখা একজন চৌপাঠীর অধ্যাপক সাকার হইতে কোন প্রকারে নিরাকারে আসিতে পারিলেন না দেখিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলাম, কিন্তু জানিতাম তাঁহার সেরূপ অকৃতার্থ হইবার কারণ কেবল চরিত্র। ফলতঃ আমরাও মনে করি এমন কেহ নাই, যাঁহার 'প্রকৃত ভক্তি' 'প্রাণগত পিপাসা ও অনুরাগ' আছে, তিনি চিরকালের জন্য কল্পিত অনত্য সাকারোপাসনায় বদ্ধ থাকিতে পারেন। গ্রন্থকার যে সকল অধ্যায় লিখিয়াছেন, এবং তত্তৎসম্বন্ধে বচনাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে গুলি পাঠ করিয়া আমরা নিঃসংশয় বলিতে পারি, তিনি শাস্ত্রের যে অংশ সাধারণের নিকটে জ্ঞাপন করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা নিপুণতা সহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি স্বকপোলকল্পিত অর্থ দ্বারা নিজের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়াছেন ইহাতো আমরা দেখিতে পাইলাম না। আমরা শুনিলাম, এক জন সংযোগী বর্ণ-বিভেদ অধ্যায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, গ্রন্থকার কল্পিত অর্থ-যোগে নিজ কল্পিত ভাবের পরিপোষণ করিয়াছেন, আমাদের ইচ্ছা যে তিনি দেখাইয়া দেন, গ্রন্থকার সে দোষে যথার্থই দোষী।

কমলাকান্তপদাবলি—৫৮ নং পটলডাঙ্গা পটুয়াটোলা লেনবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীকান্ত মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত। মহাত্মা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য বর্দ্ধমানাধিপ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের গুরু। তিনি মহারাজার সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত হইয়া ইষ্টনিষ্ঠা জন্য তাঁহার গুরুপদে বৃত হন। ভক্ত শ্রীরামপ্রসাদ সেনের ন্যায় ইনিও এক জন প্রসিদ্ধ ভক্ত। ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের পত্নীর মৃত্যুর পর শ্মশানে মৃতদেহ প্রজ্বলিত হইলে যে সঙ্গীত করিয়াছিলেন, তাহাতেই সকলে তাঁহার ইষ্ট-নিষ্ঠা বুঝিতে পারিবেন।

রামপ্রসাদি সুর।—তাল একতালা।

"কালি, সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন রাখ্‌বি কি না রাখ্‌বি সেটা।
তোমার যারে কৃপা হয় তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা।
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা।
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, কর্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ্‌দিয়ে পরেছি আর পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা।
জগৎ জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা।"

"এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা" এই কথার মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উচ্চ সাধকত্ব নিহিত আছে। এই দুঃখের সময়ে তিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে ইষ্টদেবতা হইতে প্রভুত সান্ত্বনা লাভ করিয়া একথা বলিয়াছিলেন, যে কেহ এখন ইহা বুঝিতে পারে। প্রকৃত সাধকত্বের পরীক্ষাই এই। আমরা ভরসা করি, সাধকগণকে যাঁহারা হৃদয়ের সহিত ভক্তি করেন তাঁহারা "কমলাকান্ত পদাবলী" খানি গ্রহণ করিবেন। পুস্তকের শোধন মুদ্রাঙ্কনাদি প্রশংসনীয় হইয়াছে।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ মহাশয়,

কতিপয় নববিধানবাদীর সংস্কার যে, এইক্ষণ কলিকাতার নববিধানসমাজ দুই দলে বিভক্ত, অতএব তাঁহারা কোন দলে না থাকিয়া স্বতন্ত্র (নিউট্রাল) থাকিবেন। আমি সেই স্বাতন্ত্র্য মতাবলম্বী দলবিরোধী ভ্রাতাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা নব বিধানসংস্থাপকের মূলমণ্ডলীতে স্থিতি করিতেছেন, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ তৎসংস্থাপিত দরবারকে মান্য করিয়া তাহার বিধি ব্যবস্থানুসারে চলিতেছেন, সেই বিধানপ্রবর্ত্তকের প্রতিষ্ঠিত বিধানমন্দির ও নব দেবালয় ও অন্য অন্য সমুদায় ইন্‌ষ্টিটিউশনে সর্ব্বান্তঃকরণে যোগ দিতেছেন ও সে সকল রক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা কি প্রকারে স্বতন্ত্র দল করিলেন? যে সকল প্রেরিত দরবারে আপনারা উপস্থিত থাকিয়া আচার্য্য দেবের সঙ্গে চিরসম্বন্ধ রক্ষা করার বিধি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, পরে যদি তাঁহাদের কেহ কেহ সেই পবিত্র বিধিকে অগ্রাহ্য করিয়া দেবালয় ও মন্দির ইত্যাদি ছাড়িয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ান এবং দরবার ও মূলমণ্ডলীর সঙ্গে যে পূর্ব্ব সম্পর্ক ছিল, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া স্বতন্ত্র স্বাধীন নববিধানমণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন তাঁহারা দল করেন, না, যাঁহারা মূল বিধানমণ্ডলীতে আছেন ও তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্রাণপণে রক্ষা করিতে যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা দল করেন? আমার এই প্রশ্ন। আচার্য্যের দেহাবস্থানে তাঁহার অনুগত কোন প্রচারক ও বহু সংখ্যক উপাসক প্রত্যাদেশের প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান ও একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন, তাহাতে কি আচার্য্যদেব দল করিয়াছিলেন মানিতে হইবে, না, যাঁহারা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা দল করিয়াছেন? যাঁহারা নিউট্রাল, তাঁহারা মুখে মহাত্মা রাজা রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ভাবে নব বিধানের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা কেশবচন্দ্রের নাম গ্রহণ বা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেও আচার্য্যের মূলমণ্ডলীর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে যোগ রক্ষা না করিয়া ও তাঁহার চর্চ্চের ক্ষতি করিয়া বরং কেহ কেহ আপনাকে লিডার বলিয়া পরিচয় দানপূর্ব্বক স্বতন্ত্র স্বাধীন মণ্ডলী স্থাপন করিয়া তাঁহারা মূল নববিধানমণ্ডলীর বিরুদ্ধে দল করিতেছেন কি না, ইহা আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ ও নববিধানের বিরুদ্ধ কি না, তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। ১৬ই ভাদ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাপ্ত স্তম্ভে যে লিখিত হইয়াছে; "বিধানপ্রবর্ত্তকের প্রতিষ্ঠিত নব বিধানের মূলমণ্ডলী ও তাঁহার প্রচারক বন্ধুগণকে উপেক্ষা ও অনাদর করিয়া যাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়া নব বিধান প্রচার করিতে যান, তাঁহাদের সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রধান নব বিধান কেশবচন্দ্রের নব বিধান নহে ও তাঁহাদের পবিত্রাত্মা নব বিধানের পবিত্রাত্মা নহে," ইহা আমার নিকটে সঙ্গত বোধ হইতেছে।

এক জন মূলবিধানমণ্ডলীভুক্ত।

সংবাদ।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, হার্ম্মিগঞ্জ হইয়া নওয়াখালী পৌঁছিয়াছেন। সকল স্থান হইতে তিনি যথেষ্ট সমাদর পাইতেছেন, বন্ধুগণ তাঁহার মুখে নববিধানবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সুখী হইতেছেন।

ভাই কালীশঙ্কর দাস ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন। তথাকার উৎসব শেষ করিয়া তিনি রংপুর ও দিনাজপুরের কয়েকটি পল্লিগ্রামে নব বিধান প্রচার করিয়া বেড়াইবেন ইচ্ছা করিয়াছেন। এই বন্ধের সময় পল্লিগ্রামে বিদেশ হইতে অনেকেই বাটী আসিয়া থাকেন, এই সময়েই পল্লিগ্রামে প্রচারের উৎকৃষ্ট সময়।

ভাই অমৃতলাল বসু প্রায় এক মাস কাল কাঁথিতে ছিলেন। সেখানকার জলবায়ু তাঁহার শরীরের দুর্ব্বলতা কমাইতে পারে নাই, তিনি আরও কাহিল হইয়া কলিকাতায়

ফিরিয়া আসিয়াছেন। শারীরিক দুর্ব্বলতাই এক্ষণের বিশেষ পীড়া। পশ্চিম প্রদেশের কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া দিন কতক থাকিতে পারিলে বোধ করি তাঁহার শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

দিন দিন কলিকাতায় চাউল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হইতেছে। এতগুলি প্রচারক পরিবার প্রতি দিন কি আহার করেন, কেমন করিয়া থাকেন, এই সকল ভাবনা যাঁহারা ভাবিয়া থাকেন এবং যাঁহারা তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য কিয়ৎপরিমাণে আপনাদিগকে দায়ী মনে করেন, তাঁহাদিগকেই পরিবারগণের সংবাদ লইতে আমরা অনুরোধ করিতেছি।

নবীন আকারে প্রকাশিত 'ইয়ংম্যান'' আমরা ক্রমে দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে যুবকগণের চরিত্র উন্নত ও শোধন, তাহাদের চিন্তাশীলতা বর্দ্ধন, এবং তাহাদিগের মনকে সংস্কৃত পথে লইয়া যাইবার উপযোগী যে সকল প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। আমরা ইহার স্থায়িত্ব ও দিন দিন সমধিক কার্য্যকারিত্ব হৃদয়ের সহিত আকাঙ্ক্ষা করি।

আমরা সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের প্রতিপালক নিয়মিত মাসিক চাঁদা প্রদাতা দাতাদিগকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। সেই সকল দাতাদিগের নাম ও দানের সংখ্যা আমরা বৎসরের শেষে সকলের নিকটে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। শুভ কর্ম্মে এবং এককালীন হিসাবে যে সকল দয়ালু বন্ধু আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে নমস্কার করিয়া তাঁহাদিগের দান স্বীকার করিতেছি।

শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণ চন্দ্র সিংহ,	কলিকাতা	২৲
" " নগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য,	শান্তিপুর	৭৲
" " চাঁন্দা সিং		৮৲
" " যাদব চন্দ্র রায়,	কলিকাতা	৬৲
" " ভুবন মোহন রায়,	লক্ষ্ণৌ	৮৲
" ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন,	ঢাকা	
" ভাই চুনি সিং,	কলিকাতা	
একটী দানশীলা মহিলা	ঐ	২।০
শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ সেনের পরিবার,	কলিকাতা	১৲
" " শরৎ কুমার ঘোষ,	ঐ	২৲
" ,, শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়.	হলদিবাড়ি	১৲
,, ,, তিনকড়ি সেন.	(মোড়পুকুর)	১৲

বরিষাল হইতে আমাদিগের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু লিখিয়াছেন, "এখানে নববিধানের সমাজ একরূপ চলিতেছে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যার পর উপাসনা হয় তাহাতে ৩০ জনের অধিক লোক উপস্থিত থাকেন। প্রাতে বাসায় বাসায় টল দেওয়া হয়, তাহাতে প্রায়ই সকল লোকের মন আকৃষ্ট হইতেছে, এবং বাসায় বাসায় উপাসনাদি করিবার জন্য নিমন্ত্রণ হইতেছে। একটি সঙ্গত সভা হইয়াছে তাহাতে অন্য সমাজের কেহ কেহ আসিয়া থাকেন। দৈনিক উপাসনাতেও ভিন্ন সমাজের ২।৩ জন লোক আসিয়া থাকেন। একটি লোক বলিলেন, আমি নববিধানের নিতান্ত বিরোধী ছিলাম, এক্ষণে আমি নববিধানী হইতে চলিলাম।'' দয়াময় ঈশ্বর সমস্ত নগর সমস্ত পল্লি, সমস্ত গৃহে নববিধানের মুক্তি ও শান্তিপ্রদ সত্যসকল আপনিই ছড়াইয়া বেড়াইতেছেন। বিশ্বাসীরা ধন্য কারণ তাঁহারা এই সমস্ত কার্য্যের মধ্যে নিরাকার হরিকে দর্শন করিয়া সুখী হইতেছেন।

ভাই বলদেব নারায়ণ কৃষ্ণনগরে নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতেছেন। তত্রত্য ব্রাহ্মভ্রাতৃগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিদেশী হইয়াও বঙ্গ ভাষায় উপাসনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য্য হইতেছেন। ঈশ্বরের কৃপার রাজ্যে এইরূপই হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যকর্ম্মা একমাত্র ঈশ্বরই।

রায় রামশঙ্কর সেন বাহাদুর বিগত ৩০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবারে প্রেরিতগণ, সাধকমণ্ডলী, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, বৈকুণ্ঠনাথ সেন এবং করুণাচন্দ্র সেনকে আপন বাসভবনে আলাপার্থে নিমন্ত্রণ করেন। চা, সন্দেশ, সোডাওয়াটার, বরফের জল ও পানাদি সেবনের পর ভাই প্রতাপচন্দ্র ব্রহ্মমন্দিরের ট্রষ্টী নিয়োগের কথা উত্থাপন করিলেন। শ্রীদরবারের ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, অমৃতলাল বসু এবং কৃষ্ণবিহারী সেনকে ট্রষ্টী রূপে স্থির করা হয়! দেবালয়ে উপাসনার পর ভাই প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতি শ্রীদরবারের সকল সভ্য একবাক্যে ইহা স্থির করেন। দুঃখের বিষয়, ভাই প্রতাপচন্দ্র এক্ষণে উক্ত তিন জন ট্রষ্টীতে সন্তুষ্ট হইতে চাহেন না। তিনি চাহেন আর দুই জন ট্রষ্টী সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। যাহা ঈশ্বরের সম্মুখে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সদ্ভাবে স্থির করা হইয়াছে তাহা এক্ষণে খণ্ডন করিতে তিনি কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। তিনি প্রচারকগণের মধ্যে এক হইয়া দেবালয়ে উপাসনান্তে যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাতে তিনি এক্ষণে অসম্মত, ইহা দেখিয়া যাহার পর নাই আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি কি মনে করিতেছেন না যাহা ওরূপ ভাবে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাদেশে স্থির করিয়াছেন। আমরা আশা করি ভাই প্রতাপচন্দ্র ভাল রূপে এবিষয়ে মনে মনে আন্দোলন করিবেন। বেদীর সম্বন্ধে তিনি প্রত্যাদেশকে খণ্ডন করিয়াছেন, আবার আর একটি প্রত্যাদেশকে কি খণ্ডন করিবেন? আমরা বিনীত ভাবে তাঁহাকে এপ্রকার ভাব প্রদর্শনে ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করি।

এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২০ ভাগ। ১৯ সংখ্যা। | ১ লা কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২। মফঃস্বল ঐ ৩১

প্রার্থনা।

হে পুণ্যময় প্রভো, তুমি নিরন্তর আপনার পুণ্যে আপনি বিদ্যমান। তোমার পুণ্যের ছটা সমুদায় বিশ্বকে আলোক ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে। তোমার পুণ্যের তেজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কাহার সাধ্য। কিন্তু, হে করুণাময় পিতঃ, তোমার পুণ্যের চতুর্দ্দিকে প্রেমচন্দ্র মণ্ডল রচনা করিয়া অবস্থিত, তোমার পুণ্যের তেজ তদুপরি নিপতিত হইয়া সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাকারে আমাদিগের নিকট আসিতেছে। এত বড় তেজ প্রেমের সঙ্গে মিশিয়া এমন সুশীতল হইয়াছে যে, যে কেহ তোমার প্রেমপুণ্য যুগপৎ সম্ভোগ করিতে পারে। তোমার প্রেম প্রতিজনের নিকট তোমার পুণ্যের আলোক এমনই মধুর মনোহর করিয়া উপস্থিত করিতেছে যে, তাহা দেখিয়া কেহ আর মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। কোথায় পাপী ভয়ে পলায়ন করিবে, না সে সৌন্দর্য্যে তাহার প্রাণ ভুলিয়া গেল, একেবারে এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল, প্রেমময়ী জননীর এমন সৌন্দর্য্য এমন গুণ, ইহাঁরই বিরোধে কি না আমি এত দিন সংগ্রাম করিয়াছি, ইহাঁরই কথা শুনি নাই, অবহেলা করিয়াছি। হে প্রেমপুণ্যময়ি, এক বার তোমার প্রেমপুণ্যমাখা সৌন্দর্য্যে আমাদিগের মন মুগ্ধ কর যে, আমরা তোমার ঐ রূপমাধুরী দর্শন করিয়া পাপের পথ ছাড়ি, পুণ্যপ্রেমে আমাদিগের হৃদয় অনুরঞ্জিত করি। হে দীপ্যমান্ ঈশ্বর, তোমার স্বভাব আমাদিগকে অধিকার করুক, এবং আমরা পুণ্যে অগ্নিময় হইয়া প্রেমে চতুর্দ্দিকে শীতলতা বর্ষণ করি। আমাদিগের প্রাণ দুই বিপরীত ভাব এক সময়ে কখন প্রকাশ করিতে পারে না, তুমি আপনি যদি আমাদিগের হৃদয়ে আবির্ভূত না হও। আমরা পুণ্যাত্মা হইব, এবং পাপী দুঃখীর প্রতি আমাদিগের স্নেহব্যবহার হইবে, এ দুই একত্র হইবে কি প্রকারে? পুণ্যে পাপের প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন হইবে, যেখানে পাপ আছে সেখানে সেই ঘৃণা উপস্থিত হইবেই। যদি অপরে পাপ করে, সে আমাদের ঘৃণার পাত্র হইবে না কেন? তোমার প্রেমপুণ্যের শিক্ষা স্বতন্ত্র। পাপ ঘৃণা অতীব ঘৃণ্য, কিন্তু তাহা হইলেও যে পাপ করে সে যে প্রেমের পাত্র দয়ার পাত্র। প্রভো, শিখিয়াছি এ কথা তোমার নবধর্ম্ম আগমনের প্রারম্ভে, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও আমাদিগের জীবন ইহার প্রমাণ দেখাইতে পারিল না। বুঝিয়াছি, তোমার প্রেমপুণ্য এক সময়ে আমাদিগের হৃদয় অধিকার না করিলে এ মহৎ বিপরিবর্ত্তন আমা-

দিগেতে অসম্ভব। তাই তোমার পাদপদ্মে পড়িয়া এই প্রার্থনা করি, হে প্রেমপুণ্য, তুমি আমাদিগের হৃদয়ে উদিত হও, উদিত হইয়া আমাদিগকে তোমার স্বভাবাপন্ন কর, এই তব শ্রীচরণে বিনীত ভিক্ষা।

ঈশরের প্রেম ও পুণ্য।

ঈশ্বর কেবল প্রেম নহেন কিংবা কেবল পুণ্য নহেন। পুণ্য প্রেম দুই অভিন্ন ভাবে তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে। তাঁহাতে পুণ্যও যাহা প্রেমও তাহা। আমরা আমাদের বোধসৌকর্য্যার্থ উভয়ের ভিন্ন ক্রিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। আজ আমরা জীবের সঙ্গে তাঁহার প্রেমপুণ্যের সম্বন্ধ বিচার করিতে চাই। সুতরাং আমরা দুইটি স্বরূপ স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইলাম।

ঈশ্বর কি? পুণ্য। পুণ্য তাঁহার সত্তা, তিনি পুণ্য ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তিনি যখন আপনাতে আপনি স্থিতি করেন, তখন পুণ্যেতে স্থিতি করেন। যদি তাঁহাকে আলোক বলিতে চাও, জ্যোতি বলিতে চাও, সে আলোক সে জ্যোতি আর কিছু নহে পুণ্য। তিনি চিৎ, তিনি জ্ঞান, কিন্তু এ চিৎ এ জ্ঞানও পুণ্য। সে জ্ঞানে সে চিতে অপুণ্য কিছু নাই, অপুণ্য কিছু থাকিতে পারে না। এই পুণ্যে আনন্দ চির বিরাজমান, কেন না যেখানে পুণ্য সেখানে দুঃখ নাই শোক নাই, নিরানন্দ নাই, নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও আমোদ। এই আনন্দ যখন উচ্ছ্বসিত হইয়া আপনাতে আপনি থাকিতে পারে না, অপরকে সুখী করিবার জন্য পাত্র অন্বেষণ করে, তখন সৃষ্টির আরম্ভ এবং সৃষ্টিতেই পুণ্যমধ্যে লুক্কায়িত প্রেম বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাই আমরা বলি, প্রেম পুণ্যেরই ক্রিয়াপ্রকাশ। পুণ্যে সুখ, সুখে অন্যকে সুখী করিবার ইচ্ছা, এই ইচ্ছা হইতে জগতের সৃষ্টি, এই ইচ্ছাই ক্রিয়াশক্তি, ইহাই জগতে প্রেমের আকারে প্রকাশিত। ঈশ্বরের ইচ্ছা পুণ্যময়, কে উহাকে পুণ্যের সহিত প্রভেদ করিয়া দর্শন করিবে? এই ইচ্ছা কল্যাণময়ী প্রেমময়ী হইয়া নিরন্তর আমাদিগের শুভ বিধান করিতেছে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য, কেননা ঈশ্বরের স্বরূপ সকলের মধ্যে বিরোধ নাই, বিবাদ নাই, সমগ্র এক অভিন্ন পদার্থ। কিন্তু যখন আমাদিগের সহিত ঐ সকলের সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করি, তখন উহারা স্বতন্ত্রাকারে প্রতিভাত হয়। আমরা আমাদিগের সঙ্গে প্রেম পুণ্যের সম্বন্ধ এখন বিচার করি।

প্রেমের সঙ্গে দয়া, পুণ্যের সঙ্গে ন্যায় আমাদের মনে সর্ব্বদা প্রতিভাত হয়। যে কারণেই হউক, একটি সুকোমল, একটি কঠোর বলিয়া আমাদিগের প্রতীতি। ন্যায় বলিতে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্," দয়া বলিতে পাপীর প্রতি আর্দ্রহৃদয় হইয়া তৎপ্রতি স্নেহবর্ষণ মনে হয়। দুইটি সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপরীত ঈশ্বরেতে, না আমাদিগের কল্পনাতে? আমাদিগের কল্পনাতে। যদি আমাদিগের কল্পনাতে হয়, তবে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্" কেন বলা হইল? উদ্যত বজ্র বলা হইয়াছে, কিন্তু পতিক্ষিপ্ত বজ্র বলা হয় নাই। এই জন্য বলা হয় নাই যে ঈশ্বর কাহার উপরে বজ্রাঘাত করেন না, কিন্তু পাপী পাপ করিয়া উদ্যত বজ্ররূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকে মাত্র।

অনেকে বলিবেন, এ অতি সুবিধার ব্যাখ্যা হইল। পাপিগণ এ ব্যাখ্যার বিলক্ষণ প্রশ্রয় লইতে পারে। তোমার মতে ঈশ্বর কোমল, অতি সুকোমল, কোন সময়ে কঠোর হইতে জানেন না, আঘাত করিতে পারেন না। তবে পাপ করাতে ক্ষতি কি আছে? আমি পাপ করিয়া আশু কিছু সুখ পাইলাম, ও দিকে ঈশ্বরও কঠোর হইতে পারিলেন না, ইহাতে পুণ্যাত্মা সাধু অপেক্ষা আমারই জিত হইল। জিত হইল তুমি

মুখে বলিলে, কিন্তু তোমার প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা কর, সে তোমার সঙ্গে সায় দেয় কি না, ক্লেশ যন্ত্রণায় অনুতাপে সে মুহ্যমান কি না? তুমি যদি বল আমার প্রকৃতি তো ঈশ্বরহস্তনির্ম্মিত, সে যদি ক্লেশ অনুভব করে, তবে তাহা ঈশ্বরদত্ত ক্লেশ বলিব না কেন? যদি তিনিই ক্লেশ দিলেন, তবে তিনি কঠোর হইলেন না কিরূপে? এই কঠোরতার জন্যই বলিতেছি দয়া ন্যায়ে মিল নাই, প্রেম পুণ্য পরস্পর বিরোধী।

আমরা কেন বলি বিরোধী নয় তাহা বিবৃত করি, পাঠকগণ স্বাধীন ভাবে আমাদিগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন, ন্যায্যান্যায্য বিচার করুন। আমরা বলি, পুণ্য ঈশ্বরের স্বভাব, তাঁহার সত্তা, তাঁহার স্থিতি (Being)। প্রেম ইচ্ছা, ক্রিয়া ও গতি (Doing)। তিনি আমাদিগের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা করেন, আমাদিগের সম্বন্ধে যাহা করেন, যাহাতে প্রবৃত্ত হন, সে সমুদয় প্রেম হইতে। তুমি বলিবে যে, তিনি ইচ্ছা করেন যে, আমরা পুণ্যাত্মা হই, সুতরাং তজ্জন্য তিনি যদি ক্লেশ দেন, দয়া প্রকাশ না করেন তাহাতে যে তাঁহাতে কোন অযুক্ত ক্রিয়া হইল তাহা নহে। আমরা বলি, আমরা পুণ্যাত্মা হই, এ ইচ্ছা তাঁহার প্রেমের ইচ্ছা, প্রেম নিয়ত প্রিয় পাত্রকে আত্মসদৃশ করিতে চায়, এবং প্রেম তাহা অচিরে স্বীয় আকর্ষণে সাধন করিয়া লয়, এ স্থলে প্রেমকে কেহ অতিক্রম করিতে সক্ষম নয়। তবে তোমার সঙ্গে আমাদিগের মতে প্রভেদ এই হইল যে, প্রেম ক্লেশ দিল না, আত্মস্বরূপদানে সুখী করিতে চাহিল, ক্লেশ পাইলাম আমরা আত্মদোষে।

আত্মদোষে ক্লেশ পাইলাম ইহার অর্থ কি? ক্লেশ কি ঈশ্বর নিয়োজিত দণ্ড নয়? কি ভাবে ক্লেশ আত্মদোষজনিত আমরা বলিতেছি শ্রবণ কর। ঈশ্বরকে চির কাল আমরা নির্ব্বিকার বিশ্বাস করি, তিনি অবস্থাভেদে আমাদিগের প্রতি ব্যবহারের ভিন্নতা করেন ইহা আমরা তিলার্দ্ধের জন্য মানিতে পারি না। তিনি যদি সুকোমল চির সুকোমল, যদি কঠোর চির কঠোর। এক বার ইহা এক বার উহা আমরা তাঁহাতে আরোপ করিয়া তাঁহাকে আমাদের মত বিকারগ্রস্ত করিতে পারি না। তবে যে পাপে ক্লেশ পাই, তাহার কারণ ভগবানের কঠোর ব্যবহার নয়, তাহার কারণ আমরা নিজে।

মনে কর, অদ্য আমি আমার প্রতিবাসীর স্বর্ণমুদ্রা অপহরণ করিব স্থির করিয়াছি। ইহা পুণ্যময় ঈশ্বরের বিরোধে পাপাচরণ, তাঁহার ন্যায় এ কার্য্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সেই কার্য্য করিব স্থির করিলাম, পাঁচ দিন সাত দিন দশ দিন তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত রহিলাম, হয়তো বৎসরাবধি সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, এ সময়ের মধ্যে আমার প্রতি ঈশ্বরের পূর্ব্ব ব্যবহার একটুও পরিবর্ত্তিত হইল না। হয়তো আমি প্রথম প্রথম নিষেধ বাণী শ্রবণ করিলাম, মন ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ধনলোভে সে বাণীকে কার্য্যকর হইতে দিল না। তাঁহার কথা শুনিলাম না, এ আবার দ্বিতীয় অপরাধ হইল। অথচ ঈশ্বরের আমার প্রতি ব্যবহার পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি রহিল। শেষে এক দিন সুযোগ পাইয়া মুদ্রাগুলি হস্তগত করিলাম, লোভের আধিক্যতাতে প্রতিবাসীটিকে আর কোন সহজ উপায় না পাইয়া গোপনে গরদানে বিসূচিকা উৎপাদন করিয়া প্রাণ বিনষ্ট করিলাম। এইরূপে দণ্ডবিধির হস্ত হইতে মুক্ত থাকিলাম, অধিকন্তু ধার্ম্মিকতার ভাণে লোকের চক্ষে ধূলি দিলাম। এ পর্য্যন্ত ঈশ্বর কি করিতেছেন তোমরা সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। আমি যে হস্তে গরদান পরস্ব অপহরণ করিয়াছি তাহা আজও খসিয়া পড়ে নাই, যে পদ দ্বারা তৎকার্য্যে গতি নিষ্পন্ন করিয়াছি, সে পদ আজও সেই কার্য্য করিতেছে, যে মন বৎসরাবধি বহু চিন্তা দ্বারা অপকর্ম্মের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে, আজও সে তাহাই

করিতেছে, পাপোপার্জ্জিত অর্থ কি প্রকারে ভোগসুখার্জ্জনে নিয়োগ করিব, আজ তাহার বিবিধ উপায় করিতেছে। কৈ ঈশ্বরতো কিছু করিলেন না। সেই অন্নপান, সেই সুখস্বচ্ছন্দতা ও সেই বায়ু অগ্নি প্রভৃতি দাসবৎ সেবা করিতেছে, সকলই পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। সাধু অসাধু, পাপী পুণ্যাত্মার বিচার করিলেন না, কি ঘোর অন্যায়!! তুমি অন্যায় বলিলে বলিয়া ঈশ্বর তাঁহার ক্রিয়ার গতি স্থগিত করিবেন না, তিনি যাহা করিতেছেন তাহা চিরকালই করিবেন।

তুমি বলিবে, তাঁহার পুণ্যস্বরূপের চরিতার্থতা হইল কৈ? তুমি পাপোপার্জ্জিত অর্থে অতুল সম্পত্তিমান্ হইলে, অনুপম অশ্বযানাদিতে তোমার সুখের সীমা রহিল না, তোমার অন্নোপাজীবীরা শতমুখে তোমায় স্তব করিতে লাগিল, যাঁহারা ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া পরিচিত তাঁহারাও তোমার ধনে বশীভূত হইয়া তোমাকে সাধু নির্দ্দোষ পুরুষ বলিয়া সপ্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত, দণ্ডতো তোমার দেখিতেছি কিছুই হইল না। তবে পুণ্য কি একটি ঈশ্বরের স্বরূপ নয়? তিনি কি কেবলই প্রেম। আমরা বলিয়াছি, পুণ্য তিনি, প্রেম তাঁহার ক্রিয়া। যদি প্রেম তাঁহার ক্রিয়া হইল, তবে তাহা আমাকে পুণ্যবান্ করিবার জন্য পাপের প্রারম্ভেই আঘাত করিল না কেন, নিবৃত্ত করিল না কেন? আমরা বলিয়াছি, ঈশ্বরের ক্রিয়ার গতির স্থগিত নাই, সুতরাং সুখ দিতে দিতে বিপরীত গতিতে দুঃখ দিবেন ক্লেশ দিবেন, ইহা হইতে পারে না *। তবে কি আমার পুণ্যের দিকে গতি হইবে না? প্রেম যে ব্যবহার আমার সঙ্গে ধরিয়াছেন ইহাতেই আমার পুণ্যের দিকে গতি হইবে। প্রেম ক্রমান্বয়ে সদ্ব্যবহার করিতে করিতে আমার চিত্তকে গূঢ় ভাবে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছেন, আমি সে আকর্ষণের হাত কোন প্রকারে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। যাই সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার মুখপানে তাকাইলাম, অমনি তাঁহার পুণ্যের সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে প্রতিভাত হইল। এমন প্রেমময় দয়ারসাগর ঈশ্বরের পুণ্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমি ঈদৃশ পিশাচবৎ আচরণ করিয়াছি, যখন হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন অনুতাপানলে আমার প্রাণ দগ্ধ হইতে লাগিল। দেখ প্রেম কি প্রকারে জয়লাভ করিয়া আমাকে পুণ্যের নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তিনি আঘাত করিলেন না, অথচ আমি আপনার পাপে আপনিই আহত হইলাম, বিদ্ধ হইলাম। কেন হইলাম তাহার মধ্যে আরও একটি গূঢ় কারণ আছে। আমার প্রকৃতি পুণ্য চায়, আমি সেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে এত দিন সংগ্রাম করিয়াছি, তাই আমার এত ক্লেশ। প্রকৃতি আমায় ক্লেশ দিল না, কেন না সে কেবল পুণ্য চাহিল। আমিই আমার ক্লেশ দুঃখ যন্ত্রণার কারণ হইলাম।

আমরা নববিধানবাদী সকল বিষয়ে ঈশ্বরের অনুসরণ করি। ঈশ্বরের প্রেমপুণ্যের জীব সহ যে প্রকার সম্বন্ধ আমাদিগের অপরের সঙ্গে প্রেম পুণ্য লইয়া সেই সম্বন্ধ। ঈশ্বর আমাদিগকে কেবলই প্রেম করিতে আদেশ করিয়াছেন, আঘাত করিতে নহে। কিন্তু আঘাত না করিয়াও আমাদিগের চরিত্র যদি পবিত্র হয়, সে চরিত্র আপনার সৌন্দর্য্যেই অপরকে মুগ্ধ করিয়া অনুতাপে প্রত্যানীত করিবে।

* রোগ শোক বিপৎ মৃত্যু প্রভৃতি যে পাপের দণ্ডস্বরূপে সমাগত হয় অন্যকারণে নহে, ইহা আমরা বলিতে পারি না। এ সকল সাধু অসাধুর বিচার না করিয়া স্বভাবের কল্যাণ নিয়মে উপস্থিত হইয়া থাকে। পাপের দণ্ড শরীরগত এমত বিচারসহ নহে।

সাধন ও সিদ্ধি।

সাধন ও সিদ্ধি এ সম্বন্ধে আমরা আর কিছু বলিতে চাই না, আমাদিগের অনুভূতি আমরা

নিবদ্ধ করিতে চাই। ধর্ম্মপথে যাঁহারা অগ্রসর হইবেন,তাঁহাদের সর্ব্বাগ্রে তাহার সাধন অবলম্বন করা একান্ত বিধেয়। সাধননিরপেক্ষ হইয়া কেহ সিদ্ধি লাভ করিবেন, ঈশ্বরের রাজ্যে এ প্রকার নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সিদ্ধির উপায় অবলম্বন করিলেই যে সিদ্ধি হইবে, ইহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। কেন না আমরা জানি না সেই সকল উপায় যে ভাবে যে রূপে নিয়োগ করা উচিত ছিল,আমরা সে রূপে সে ভাবে নিয়োগ করিয়াছি কি না? কোন্ সময়ে কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আশু ফললাভ হয় তাহাও আমরা জানি না। আমার ভাব, চরিত্র ও আত্মার বর্ত্তমান অবস্থাতে কোন্ উপায় আশ্রয় করিলে আমি কৃতকৃত্য হইব, অনেক সময়ে তাহাও আমার বুদ্ধির অগোচর থাকে। সুতরাং সাধন বিনা সিদ্ধি হয় না এ কথা সত্য হইলেও কাল দেশ পাত্র অনুসারে তাহা গৃহীত না হইলে শীঘ্র ফলকারী হয় না। তবে ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কার্য্য কখন বিফল হয় না বলিয়া কালে অবশ্য ফল প্রসব করে।

সাধন অবলম্বনসম্বন্ধে আমরা যে সংশয়ের অবস্থা প্রদর্শন করিলাম, তাহা অতিক্রম করিবার জন্য নববিধান প্রথম হইতে সকল বিষয়ে ঈশ্বর-পরিচালনা স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি সাধন করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইল, সে ঈশ্বরের নিকটে গেলেই তিনি তাহাকে তাহার উপযোগী সাধন বলিয়া দিবেন। যাঁহারা প্রথম হইতে এই প্রকার ঈশ্বরের সাক্ষাৎপথপ্রদর্শনে বিশ্বাস করিতে পারেন না তাঁহাদিগকে অন্ধকারে চলিতে হয়। অনেক সময়ে সাধনের কোন ফল না দেখিয়া নিরাশ্বাস হইতে হয়। এই সকল ব্যক্তিসম্বন্ধে আমাদের প্রবন্ধ যদি কিঞ্চিৎ সাহায্য দান করিতে পারে, আমরা আমাদিগের সাধনক্ষেত্রে কৃত পরিশ্রম সফল মনে করিব।

যাঁহারা ঈশ্বরের স্পষ্ট নির্দ্দেশ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদিগকে প্রথম উপদেশ এই, তাঁহারা কোন সাধন যেন আত্মাকে অতিক্রম করিয়া করেন না। আত্মাকে অতিক্রম না করার অর্থ কি? আমার যখন যাহা অভাব অনুভব হয়, আমার মনের যে দিকে গতি, আমার হৃদয়ের যে প্রকার অবস্থা তাহা অতিক্রম করিয়া উচ্চতম সাধকগণের অনুকরণে প্রবৃত্ত না হওয়া। সময়ে সময়ে নিজের নিম্ন ভূমিতে স্থিতি দেখিয়া ধিক্কার উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া তুমি যাহা নও তাহা হইও না, ইহাতে কেবল কপটতা ও অসত্য হইবে তাহা নহে, তুমি যে উদ্দেশ্যে সাধনে প্রবৃত্ত তাহাতে তুমি সফলমনোরথ হইবে না। অনুকরণ দ্বারা কেহ কোন দিন যথার্থ বস্তু হস্তগত করিতে পারে নাই, যাহা তুমি পাইবে তাহা যথার্থ বস্তুর অনুকরণ মাত্র হইবে, যথার্থ বস্তু নহে। ধর্ম্মরাজ্যে যে কল্পিত সামগ্রী লাভ করিয়া লোকে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে, তাহা এই অনুকরণের ফল। বরং তুমি নিম্নতম শ্রেণীর সাধক বলিয়া লোকের নিকটে অপদস্থ হও তাহাও ভাল, তবু যাহা নও তাহা কখন অনুসরণ করিও না।

এইরূপ নিম্ন ভূমিতে সাধন আরম্ভ করিলে ক্রমে উর্দ্ধ ভূমিতে আরোহণ অনিবার্য্য। কেন না ইহাই সাধনের স্বাভাবিক প্রক্রম। এখন যাঁহাদিগকে উচ্চ ভূমিতে দর্শন করিতেছ, তাঁহারাও এক সময়ে এই ভূমিতে ছিলেন। সাধকের সঙ্গে ঈশ্বরের প্রথমতঃ গুপ্ত, পরিশেষে প্রকাশ্য ব্যবহার। "তোমার দক্ষিণ হস্ত যাহা দান করে, বাম হস্ত যেন তাহা জানে না," এ নিয়ম মনুষ্যসম্বন্ধে হইল কোথা হইতে? ঈশ্বরের ব্যবহার দর্শনে। ঈশ্বর সাধকের সঙ্গে প্রথম হইতে আছেন। সাধক যে প্রথমে তাঁহার নিজ অভাব দেখিতে পান, মনের গতি ধরিতে পারেন, আপনার হৃদয়ের যথাযথ অবস্থা বুঝিতে সক্ষম হন, তন্মধ্যে ঈশ্বরের গুপ্ত ক্রিয়া স্থিতি করিতেছে। হে সাধক,

তোমার চতুর্দ্দিকে শত শত লোক বাস করিতেছে, তাহারা আত্মার অভাব জানে না বোঝে না, তাহারা যাহা নয় আপনাদিগকে তাহাই মনে করে, কেহ তাহাদিগের হৃদয়ের দুরবস্থা দেখাইয়া দিতে গেলে তাহারা খড়্গহস্ত হয়, কেন না তাহারা তাহাদিগের হৃদয়ের অবস্থা তেমন মন্দ মনে করে না। তাই তাহারা আপনাদিগকে অপমানিত মনে করে। তুমি যদি সাধারণ লোকের এই দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া থাক, জানিও তুমি ঈশ্বরের গুপ্ত করুণা সম্ভোগ করিতেছ।

সাধন ও সিদ্ধি এ দুয়ের সংযোগভূমি করুণা। এই সংযোগভূমি গুপ্ত ও লুক্কায়িত, এজন্য অধিকাংশ সময়ে লক্ষ্য করা সুকঠিন হইয়া পড়ে, কিন্তু সাধনে যত অগ্রসর হওয়া যায়, তত এই সংযোগ স্পষ্ট হইতে স্পষ্ট লক্ষিত হইতে থাকে। অভাব ও অবস্থাদির অনুসরণ যে করুণাজনিত ইহা যদিও আমরা প্রথমতঃ বুঝিতে পারি না, কিন্তু যখন দেখি সিদ্ধি সাধনকে অতিক্রম করিয়া উপস্থিত, তখন করুণা আর গুপ্ত থাকিতে পারে না। সাধন করিলাম, সংগ্রাম করিলাম, জয় করিয়াছি মনে হইল, আবার দেখি এখনও জয় বহু দূরে। এইরূপে সময় গেল। এক দিন ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আমার আত্মার মূল পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে যে সকল ভাবযোগনিবন্ধন সে পাপের অসম্ভাবনা অসম্ভব ছিল, একেবারে সে ভাবযোগ বিপরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া নূতন ভাবযোগ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। সেই ভাবযোগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রলোভনের সামগ্রীর মূর্ত্তি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন আর সে সামগ্রী সে পূর্ব্ব ভাব উদ্দীপন করে না, এক নবীন ভাব অপূর্ব্ব ভাব হৃদয়ে আনিয়া উপস্থিত করে। আমি আশ্চর্য্যরসে আপ্লুত হইলাম। তখনই সেই হাত ধরিয়া ফেলিলাম, যে হস্ত গোপনে আমার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া এই অপূর্ব্ব বিপরিবর্ত্তনের কার্য্য সাধন করিয়াছে।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি বিশদ হইতে পারে। মনে কর, আমার ক্রোধ রিপু অত্যন্ত প্রবল। আমি কোনরূপ বিরোধী কথা সহ্য করিতে পারি না। এই ক্রোধরিপুকে পরাজয় করিবার জন্য আমি বহু দিন সাধন করিতেছি, কখন কখন আমার মনে হইত এই বার আমি ক্রোধকে পরাজয় করিয়াছি, আর উত্তেজিত হইলে ক্রোধ করিব না। এক দিন এক জন প্রতিবাসী এমনই কার্য্য করিল যে, হঠাৎ নিদ্রিত ক্রোধ জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। আমি তাহার প্রথম আবেগে বিচলিত হইলাম, মুখ দিয়া এমন দুচারিটী কথা বাহির হইল, যাহাতে অপরের নিকটেও তাহার অস্তিত্ব ব্যক্ত হইল। আমি পশ্চাতে স্বস্থ হইয়া নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলাম, মনে হইল আমার অস্থিমধ্যে ক্রোধ বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। পিতৃপিতামহ হইতে যে রিপু উত্তরাধিকারিত্বে আমাতে আসিয়া উপস্থিত, শোণিতের সঙ্গে যাহার অচ্ছেদ্য যোগ, তাহাকে পরাজয় করিব, ইহা কি কখন সম্ভব ?

"বৃথৈব ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি।"

যোগাচার্য্যের এই বাণী যেন আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য এক দিন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে যাইব, আর প্রাণের ভিতর গিয়া দেখি আমি আর সে মানুষ নাই। আমার পূর্ব্বকার ভাবযোগ সমুদায় বিপরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এক জন মিথ্যা অপমান করিবে, অত্যাচার করিবে, অনিষ্ট করিবে, এ কথা মনে করিতেও অন্যায়বোধে মন উত্ত হইয়া উঠিত, আজ দেখি পাড়ার অমুক ব্যক্তি, যে বৃথা অপবাদ ঘোষণা করিয়াছে, সভাস্থলে ঘোরতর অপমানজনক কথা বলিয়াছে, পরীবারের যাহাতে জীবিকাচ্ছেদ হয় তাহার পর্য্যন্ত উপায় অন্বেষণ করিতেছে, স্বতঃ-

পরন্তঃ যাহাতে আমার ও আমার স্বজন আত্মীয়ের অনিষ্ট হয় তাহার চেষ্টায় ফিরিতেছে, তাহার প্রতি মন আমার পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আমি তাহার সেই সকল চেষ্টা ও কার্য্য মনে করিয়া কোথায় উষ্ণশোণিত হইব, না তাহার শোচনীয় অবস্থা মনে পড়িয়া শোকে দুঃখে আমার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাহার পাপের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমার চক্ষু হইতে অবিরলধারে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল। কোথায় তাহার মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া আমার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইবে, না তাহার সে মূর্ত্তি কেবলই আমার করুণা উদ্দীপন করে। পূর্ব্বে তাহাকে যে ভাবে দেখিতাম, এখন আর তাহাকে মূলেই সে ভাবে দেখিতে পারি না। আমার আত্মার মূল পর্য্যন্ত বিপরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আমি আর পূর্ব্বের মত ভাবিব চিন্তা করিব কি প্রকারে? আমি আর সে আমি নাই, এখন আমি ক্রোধশূন্য প্রেমিক আমি। ক্রোধজয়সম্বন্ধে সিদ্ধি হইল কিন্তু আকাশফলপাতবৎ, অর্থাৎ ঈশ্বরের করুণা এক দিন আমার হস্তে এই অপূর্ব্ব ফল অর্পণ করিলেন।

নব সংহিতা।

গৃহস্থসন্ন্যাসীর ব্রত।

১। উপাসনান্তে কুর্ব্বীত প্রতিজ্ঞানঞ্চ প্রার্থনম্।

নিয়মিত উপাসনার পর ব্রতার্থী প্রার্থনা করিবে, এবং পশ্চ দ্বর্ত্তী প্রতিজ্ঞাতে আবদ্ধ হইবে।

২। যত্র সংঘে সমাহূতো গুরুণ্যাত্মাসবত্তি চ।
কর্ত্তব্যানি প্রভো দৃষ্ট্যা তবৈতৎ ব্রতমুত্তমম্॥
অতো গৃহ্লামি তম্মূর্দ্ধা তন্নিদেশং বহামি চ।
পরাত্মনস্তে শক্তৌ চ নির্ভরং স্থাপয়াম্যহম্॥
বৈরাগ্যস্য গৃহস্থস্য কৃত্যস্যৈক্যসমাপনম্।
নাহং জানে দুর্ব্বলং মে চিত্তং ভীতং হি চিন্তয়া॥
আত্মত্যাগং বলং দৈন্যং বিনয়ঞ্চ প্রভো স্বয়ম্।
বিতর ত্বং যথাহং স্যাং সংসার্য্যপি বিরাগিবৎ॥
দিনানি যাপিতুং নাথ ত্বৎকৃপালেশতঃ পুনঃ।
অমুকে দিবসে মাসি বর্ষেঽস্য ব্রতমুত্তমম্॥
গৃহস্থন্যাসিনাং পুণ্যং গৃহ্লামি তব সন্নিধৌ।
প্রতিজানামি নিয়মানাদেশানস্য রক্ষিতুম্॥
উপার্জ্জিতানি সর্ব্বাণি ধনান্যত্র বিবেবিতঃ।
মণ্ডল্যাং হি নবীনস্য সর্ব্বথা নিক্ষিপাম্যহম্॥
তন্নিদেশাৎ সমাজস্য পরীবারস্য চ প্রভো।
ব্যেমি তানি মঙ্গলায়াস্মদীয়াং হি রুচিস্তথা॥
অভিলাষং পরিত্যজ্য নর্ণং জাতু করোম্যহম্।
ক্ষমতাং সমতিক্রম্য নিষ্কৃতেরস্য জাতুচিৎ॥
ত্বদ্দানানি সমস্তানি গৃহ্লাম্যত্র কৃতজ্ঞহৃৎ।
সম্ভ্রমেম্বষস্য মোদেষু সংসারস্য বলেন তে॥
সম্পাদয়ামি দৈন্যস্য ব্রতং নিত্যং সমাহিতঃ।
অতস্ত্বং মে সহায়ঃ স্যা আশিষা যোজয় প্রভো॥

প্রভো, তুমি যে পবিত্র শ্রেণীতে আমায় ডাকিয়াছ, উহার কর্ত্তব্য সকল মহৎ ও যত্নসাধ্য। যখন তোমার দৃষ্টিতে ভাল তখন আমি এই ব্রত গ্রহণ করিব, আমি তোমার বাধ্য হইব, এবং তোমার পবিত্রাত্মার বলের উপরে নির্ভর করিব। সংসারের কর্ত্তব্য এবং বৈরাগ্য, এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কেমন করিয়া করিতে হয় আমি জানি না, এবং আমার দুর্ব্বল হৃদয় ভাবিতেও কম্পিত হয়। আমাকে বল দাও, দীনতা দাও, বিনয় ও আত্মত্যাগ দাও যে, আমি সংসারী গৃহস্থ হইয়াও সংন্যাসীর ভাবে দিন যাপন করিতে পারি। অদ্য অমুক মাসে অমুক দিনে অমুক বর্ষে আমি সন্ন্যাসী গৃহস্থের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিতেছি, এবং উহার নিয়ম ও আদেশ সকল প্রতিপালনে গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি। আমার যাহা কিছু উপার্জ্জন আমি বিনাপত্তিতে পবিত্র নব বিধানমণ্ডলীর হস্তে অর্পণ করিতেছি, এবং ঐ পবিত্র মণ্ডলী যেরূপ আদেশ করিবেন তদনুসারে আমি উহা আমার পরীবারের উপকারে এবং সাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিব, ইহাতে আমার নিজের কোন প্রবৃত্তি বা অভিলাষ রাখিব না। যে ঋণ আমি পরিশোধ করিতে না পারি, এরূপ ঋণ আমি কখন করিব না। আমি তোমার সমুদয় দান কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করিব, এবং পৃথিবীর আমোদ ও সম্ভ্রমের মধ্যে আমি তোমার বলে দারিদ্র্যব্রত সম্পাদন করিব। আমার ঈশ্বর আমায় সাহায্য করুন এবং আশীর্ব্বাদ করুন।

প্রচারক ব্রত।

৩। বর্ষেঽতীতে পরীক্ষার্থং শিক্ষার্থং বিনিযোজিতে।
আচার্য্যসন্নিধৌ তাবদ্দানয়েৎ তং ব্রতার্থিনম্॥
একস্তৎসংঘসম্পর্কী ব্রুবন্নেবং সসম্ভ্রমম্॥

পরীক্ষা, শিক্ষা এবং সংযম জন্য নির্দ্দিষ্ট এক বৎসর অতীত হইলে এক জন উক্ত শ্রেণীর ব্যক্তি পশ্চান্নিখিত মতে

আচার্য্যের নিকটে ব্রতার্থীকে উপনীত করিবে।

৪। অয়ং ব্রবীতি সংঘেহস্মিন্ প্রচারকগণস্য তু।
প্রবেষ্টুং প্রেরিতঃ পুণ্যময়েন পরমাত্মনা॥
উপনয়ামি মণ্ডল্যাস্তস্মাৎ তব চ সন্নিধৌ।
আর্য্য ত্বং ব্রতমস্মৈ চ পুণ্যং যচ্ছেতি প্রার্থয়ে॥

এই ব্যক্তি বলে যে পবিত্রাত্মা ইহাকে পবিত্র প্রচারক শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে প্রেরণ করিয়াছেন এবং ইহাকে ব্রত গ্রহণে আহ্বান করিয়াছেন। মাননীয় আর্য্য, আমি ইহাকে আপনার নিকটে এবং মণ্ডলী সন্নিধানে উপনীত করিলাম এবং প্রার্থনা করি যে ইহাকে পবিত্র ব্রত অর্পণ করা হয়।

৫। পৃচ্ছত্যাচার্য্য এবং তদুত্তরং স প্রযচ্ছতি।
মনোনীতঃ স্বয়ং সংঘঃ কিময়ং বাহূতো ভবান্॥

আচার্য্য—এ শ্রেণী কি তুমি আপনি মনোনীত করিয়াছ অথবা ইহাতে তুমি আহূত হইয়াছ?

৬।৭। আহূতঃ, কেন? পুণ্যাত্মর্যামিনা পরমাত্মনা।

ব্রতার্থী—আহূত।

আচার্য্য—কাহার কর্ত্তৃক।

ব্রতার্থী—পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক।

৮।৯। কথং জানাসি? চিত্তস্য প্রেরণা মম চোত্তমা।
উচ্ছ্বাসশ্চ গতিং ধত্তে তদ্দিশা ভাবমপ্যুত॥
রুচিঃ সামর্থ্যমেতানি হ্যস্মৈ যোগ্যানি জীবনম্।
নিখিলং বর্দ্ধিতং তস্মিন্ প্রকৃত্যেতি সমুত্তরম্॥

আচার্য্য—তুমি ইহা কেমন করিয়া জানিলে?

ব্রতার্থী—আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অন্তঃকরণপ্রবৃত্তি, উচ্ছ্বাস ঐ দিকে ধাবিত, আমার ভাব, রুচি ও সামর্থ্য উহারই উপযোগী, আমার সমুদায় জীবন স্বভাবতঃ উহাতেই বর্দ্ধিত হইয়াছে।

১০।১১। মাতৃগর্ভে নিযুক্তোহসি হ্যস্মিংস্ত্বং প্রভুণা স্বয়ম্।
বিশ্বসিসি কিমেবং ত্বমাগতঃ প্রকৃতেঃ পুনঃ॥
নিয়োগং তং দ্রঢ়য়িতুং? বিশ্বসিম্যার্য্য, ওমিতম্॥

আচার্য্য—তুমি কি বিশ্বাস কর যে ঈশ্বর তোমায় মাতৃগর্ভে নিয়োগ করিয়াছেন, এবং তুমি কেবল প্রকৃতির নিয়োগ দৃঢ় করিবার জন্য আসিয়াছ?

ব্রতার্থী—হাঁ মাননীয় আর্য্য, আমি এইরূপ বিশ্বাস করি।

১৩। নির্দ্দেশানস্য সংঘস্য কিমু বিশ্বাসবত্তয়া।
নিষ্পাদয়িষ্যসে ত্বন্তু যাবজ্জীবনমাবহন্॥
প্রমাণকাস্য বাক্যস্য বিশ্বস্তত্বেন সর্ব্বথা।
প্রচারকো হি নিত্যং স যঃ প্রচারক একদা॥

আচার্য্য—এই পবিত্র শ্রেণীর সমুদায় নির্দ্দেশ কি তুমি সমগ্র জীবন বিশ্বস্ততা সহকারে নিষ্পাদন করিবে এবং চির জীবনের বিশ্বস্ততাযোগে এই বাক্য সপ্রমাণ করিবে যে, যে ব্যক্তি এক বার প্রচারক সে চির কালের জন্য প্রচারক।

১৪। ওঁ স সহায়ো ভগবান্ ভবতু প্রভুরত্র মে।

ব্রতার্থী—হাঁ, ঈশ্বর আমার সহায় হউন।

১৫। প্রভোর্মণ্ডলীতল্লোকৈঃ সম্বন্ধস্তব কো ভবেৎ॥

আচার্য্য—ঈশ্বরের মণ্ডলী এবং তাহার লোকসকলের সঙ্গে তুমি কি সম্বন্ধে স্থিতি করিবে?

১৬। ন প্রভোর্ন নিয়ন্তর্ব্বা সেবকস্য তু শক্তিতঃ।
অনুরক্তস্য বিশ্বস্তস্য চ সেবাং প্রকুর্ব্বতঃ॥

ব্রতার্থী—প্রভু বা শাস্তার সম্বন্ধে নহে, কিন্তু যথাশক্তি সেবা করতঃ অনুরক্ত বিশ্বস্ত ভৃত্যের সম্বন্ধে।

১৭। কেনোপায়েন চাত্মানমাত্মীয়াংশ্চ ভরিষ্যসি।

আচার্য্য—কি উপায়ে তুমি আপনার এবং পরিজনবর্গের ভরণ পোষণ করিবে?

১৮। আত্মানং সর্ব্বথা চাহং পরীবারেণ চার্পয়ে।
মণ্ডল্যৈ খস্তনাহারপরিচ্ছদকৃতে পুনঃ॥
চিন্তাং জহামি বিশ্বাসেনাহং হি করুণানিধেঃ।
বিধাতৃত্বে পিতুস্তস্য মাং নিক্ষিপামি সর্ব্বথা॥

ব্রতার্থী—আমি আমার এবং আমার পরিজনবর্গকে মণ্ডলীহস্তে অর্পণ করিতেছি, আমি কি খাইব কি পরিব তদ্বিষয়ে কল্যকার জন্য চিন্তা করিব না, কিন্তু বিশ্বাস সহকারে করুণাময় পিতার বিধাতৃত্বে আমায় নিক্ষেপ করিব।

১৯। প্রতিজ্ঞামস্য সংঘস্য প্রকাশ্যেন গৃহাণ তৎ।

আচার্য্য—তবে প্রকাশ্য ভাবে এই পবিত্র শ্রেণীর ব্রতগ্রহণ স্বীকার কর।

২০। অমুকে দিবসে মাসি বর্ষেহদ্য বিনয়েন চ॥
গাম্ভীর্য্যেণ চ গৃহ্নামি প্রচারকব্রতাত্ত্বিদম্॥
কার্য্যং সর্ব্ববিধং সাংসারিকং ত্যক্ত্বা সমর্পয়ে।
আত্মানং মম সর্ব্বঞ্চ জীবনং নবীনস্য চ॥
বিধানস্য প্রচারায় সেবায় জনসংহতেঃ।
রাজ্যসংস্থাপনার্থায় পৃথিব্যাং পরমেশিতুঃ॥
পবিত্রমর্ত্তাবশ্বাসং পুণ্যাবয়বমেব হি।
প্রচরামি ন চাস্যাংশচ্ছেদং কুর্ম্মি কদাচন॥
লোকানুরঞ্জনায়াহং সত্যং প্রেম পবিত্রতাম্।
উপাসনাঞ্চ ভক্তিঞ্চ তথৈক্যং পরমাত্মনি॥
ঘোষয়ামি প্রচারেষু বর্দ্ধয়ামি চ গৌরবম্।
বিধানস্য নবীনস্য নাহং স্বর্ণাদিকং পুনঃ॥
অন্বিষ্যামি ন চিন্তাঞ্চ খস্তনীং কলয়াম্যহম্।
জীবোপার্জ্জনং কর্ম্ম বাণিজ্যং পরমেশিতুঃ॥
সন্নিধৌ তাহ্বনান্যং ন করোমি জাতুচিৎ পুনঃ।
ব্যবসায়ানভাবাংশ্চ মদীয়ান্ পরিরক্ষিতুম্॥

পূরয়িতুং স্বজাত্যোতান্ সর্ব্বথা মণ্ডলীকরে।
তথা পরিশ্রমং কুর্ম্মি শক্তিতঃ কর্ম্ম সন্ততম্॥
যথা মন্তরণে তস্যা ন ক্ষতিশ্চার্থিকী ভবেৎ।
বিরাগিণো দরিদ্রস্য জীবনং নির্ব্বহাম্যহম্॥
বিনয়াবনতস্যাত্র সর্ব্বথা চার্পিতাত্মনঃ।
ঈশ্বরো মে সহায়োঽস্মিন্ নিয়তং ভবতু প্রভুঃ॥
রাজন্ মহন্নর্পয় ত্বং যতো ভারমহং লভে।
পুণ্যং প্রতিজ্ঞাবদ্ধস্য প্রচারকস্য মাং প্রভো॥
বিশ্বাসঞ্চ বলং পুণ্যং বিশুদ্ধিং যৎ ক্ষমোঽহম্।
প্রমাণয়িতুমস্য স্যাং যোগ্যস্তে বর্দ্ধয়ামি চ॥
পৃথিব্যাং গৌরবং নিত্যং প্রভোস্তে মহদীশ্বর॥

ব্রতার্থী—অদ্য অমুক মাসের অমুক দিনে অমুক বর্ষে আমি বিনীত গম্ভীর ভাবে প্রচারক শ্রেণীর ব্রত গ্রহণ করিতেছি। আমি সমুদায় সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম এবং আমাকে এবং আমার সমুদায় জীবন নববিধান প্রচার, মানবজাতির সেবা এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের জন্য অর্পণ করিলাম। মানুষের জন্য কখন খণ্ডিত না করিয়া আমি পূর্ণমাত্রায় পবিত্র মত বিশ্বাস প্রচার করিব। আমি সত্য, প্রেম, পবিত্রতা উপাসনা এবং ঈশ্বরেতে সকলের সম্মিলন প্রচার করিব। অপিচ আমার সকল প্রচারে নববিধানকে মহিমান্বিত করিব। আমি স্বর্ণ রৌপ্য অন্বেষণ করিব না, এবং কল্যকার জন্য চিন্তা করিব না। ঈশ্বরের নিকটে জীব আনয়ন ভিন্ন আমি অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিব না। আমার বিষয় কার্য্য মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে রাখিব এবং আমার সমুদায় অভাব মণ্ডলী দ্বারা পূর্ণ হইতে দিব। অথচ যথাশক্তি আমি এরূপ কার্য্য করিব ও পরিশ্রম করিব যে মণ্ডলী আমার জন্য আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিবেন না। দারিদ্র্য, বিনয় ও আত্মসমর্পণে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিব। ঈশ্বর আমার সহায় হউন।

হে মহান্ রাজা, অদ্য তোমা হইতে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ প্রচারকের পবিত্র ভাব প্রাপ্ত হইলাম, বল দাও, বিশ্বাস দাও, পবিত্রতা দাও যে আমি এই কর্ম্মের উপযুক্ত হইতে পারি, এবং তোমার নাম পৃথিবীতে গৌরবান্বিত করিতে পারি।

২১। প্রভুর্নববিধানস্য ত্বামাশাস্ত সহায়কঃ।

আচার্য্য—নববিধানের ঈশ্বর তোমায় আশীর্ব্বাদ করুন, এবং সহায় হউন।

২২। সর্ব্বে প্রচারকাস্তত্র স্বজেরন্ যে হ্যুপস্থিতাঃ।
কমণ্ডলুঞ্চৈকতন্ত্রীমুপায়েরন্ মুদা পুনঃ॥

এই অনুষ্ঠান কালে যে সকল প্রচারক ভ্রাতা উপস্থিত থাকে তাহারা অগ্রসর হইয়া আসিবে এবং স্বশ্রেণীর নূতন সভ্যকে আলিঙ্গন করিবে এবং তাহারা তাহাকে কমণ্ডলু ও একতারা উপহার দান করিবে।

২৩। সঙ্গীতানন্তরং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিরিতীহ তে।
ব্রুবাণাস্তদনুষ্ঠানং সমাপ্তিং সর্ব্ব আনয়েৎ॥

সঙ্গীতের পর সমুদায় উপাসক শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া অনুষ্ঠান সমাপন করিবে।

প্রাপ্ত।

ঢাকার ভাদ্রোৎসব।

২৮ শে আশ্বিন ঢাকায় শাখা ভারতবর্ষীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কয়েক বৎসর হইতে প্রতি বৎসর কতিপয় দিন ব্যাপিয়া উৎসব হইয়া থাকে, গতবৎসর হইতে এই শাখা ভারতবর্ষীয় সমাজ, পূর্ব্ব বাঙ্গলাস্থ স্বাধীন নববিধান সমাজ রূপে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু উৎসব পূর্ব্বপ্রণালী অনুসারে সেই সময়ে এ বৎসরও হইয়া গিয়াছে। বিগত ১৪ ই ভাদ্র শনিবার উৎসবের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিবার জন্য এখানকার নববিধানসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস রায় ইহাঁর আফিসে উপাসকমণ্ডলীর এক সভা আহ্বান করেন। উক্ত সভাতে সমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র রায় বলেন নূতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন ও প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য সমুদায় আমি করিয়াছি, এই ক্ষণ মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা কার্য্য আমি করিতে পারিতেছি না, আচার্য্যদেবের সহচর প্রেরিতগণ সমবেত ভাবে কলিকাতা হইতে আসিয়া এ কার্য্য সম্পাদন করেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে পত্র লিখা হয়। এই প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতি ক্রমে স্থিরীকৃত হইলে, ১৭ ই মঙ্গলবার হইতে উৎসবের কার্য্য আরম্ভ হইবে সভ্যগণ নির্দ্ধারণ করেন এবং প্রথম কয়েক দিনের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া সভা ভঙ্গ করেন। ইতিপূর্ব্বে আচার্য্য দেবের সহচর প্রেরিত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পূর্ব্ববঙ্গে নববিধান প্রচার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আসিয়াছিলেন, এবং সেই সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন, উৎসবের প্রথম হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত তিনি ঢাকায় অবস্থিতি করেন। পর দিন রবিবারে সামাজিক উপাসনান্তে উপাচার্য্য মহাশয় উপদেশে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও প্রধান আচার্য্য ও আচার্য্য মহাশয়ের গুণকীর্ত্তন ও তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা দান করেন। উৎসবের কার্য্য আরম্ভের দিন ১৭ ই মঙ্গলবার নির্দ্ধারিত থাকিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার পূর্ব্ব রবিবারই এইরূপে আরম্ভ হয়।

১৭ ই মঙ্গলবার। অদ্য আচার্য্য চরিত্র বর্ণন ও জীবনবেদ পাঠ এবং পূর্ব্ব বাঙ্গলায় নববিধানের ব্যাপার আলোচনা করার দিন। গিরিশ বাবু আচার্য্য চরিত্র বর্ণনবিষয়ে বঙ্গ বাবুর অংশী হইবেন কার্য্যনির্দ্ধারণসভায় এরূপ প্রস্তাব

হইয়াছিল, সে দিন কার্য্যতঃ বঙ্গ বাবুই সমুদায় কাজ করেন। জীবনবেদ পাঠ হয় না। প্রথমতঃ উপাচার্য্য মহাশয় রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের জীবনের কথা বলিয়া পরে বিধানপ্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্রের বিষয়ে সামান্য রূপ কিছু বলেন। অবশেষে পূর্ব্ববাঙ্গলায় ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানের ব্যাপার সংক্ষেপে বলিয়া বক্তৃতার উপসংহার করেন। ৫০।৬০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

১৮ ই বুধবার। অদ্য রাত্রিতে উপাসকমণ্ডলীসভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। তাহাতে ভাই ঈশানচন্দ্র সেন রিপোর্ট এবং সাপ্তাহিক ধর্ম্মালোচনাসভার সংবৎসরের কতকগুলি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পাঠ করেন, কার্য্য শেষ হইলে সভার সংক্ষেপে কিছু বলেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে এরূপ অনুরোধ করা হইয়াছিল। তদনুসারে তিনি মুসলমানদিগের উপাসনাপ্রণালী বিষয় কিঞ্চিৎ বিবৃত করেন। এই দিন অত্যল্প সঙ্খ্যক উপাসক মাত্র ছিলেন, শেষ ভাগে ২।১ জন মুসলমান ব্যতীত বাহিরের লোক প্রায় ছিল না।

১৯ শে বৃহস্পতিবার। অদ্য রাত্রিতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়। অনুরুদ্ধ হইয়া ভাই গিরিশচন্দ্র সেন সেই দিন উপাসনার কার্য্য করেন। সেই উপাসনায় ডাক্তার বাবুর কতিপয় ঘনিষ্ঠ নববিধানবাদী বন্ধু মাত্র উপস্থিত ছিলেন। এটী পারিবারিক উপাসনা সদৃশ।

২০ শে শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের প্রোসেশন বাহির হওয়ার কথা ছিল বলিয়া সে দিন উৎসবের কোন কার্য্য হয় নাই।

২১ শে শনিবার। অদ্য যুবক ও বালকগণ কর্ত্তৃক নগরকীর্ত্তন বাহির হয়। এখানকার কয়েক জন প্রচারক ও কতিপয় ব্রাহ্ম সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দিয়া তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করেন। নগর সঙ্কীর্ত্তন করিয়া মন্দিরে তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে, উপাচার্য্য বঙ্গ বাবু উপাসনান্তে তাঁহাদিগকে উপদেশ দান করেন। ওজস্বী উপদেশে তাঁহাদের অন্তর বিদ্ধ হইয়াছিল। ধর্ম্মশিক্ষা নাম্নী একটী সাপ্তাহিক সভা আছে, কয়েকটি বালক ও যুবক তাহার সভ্য, তাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ হইয়া থাকে। সেই দিন বালকদিগের অবস্থার উপযোগী একটি মধুর সঙ্কীর্ত্তন রচিত হইয়াছিল।

২২ শে রবিবার। অদ্য প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়, এখানকার উপাচার্য্য বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ই উপাসনা করেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে রাত্রিতে নিয়মিত উপাসনা করিতে বলা হইয়াছিল তদনুসারে তিনি উক্ত উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করেন।

২৩ শে সোমবার কোন কারণে বিশেষ কোন কার্য্য হয় না।

২৪ শে মঙ্গলবার। রাত্রিতে দাসমণ্ডলী সভার বিশেষ অধিবেশন হয়। অত্রত্য কয়েক জন প্রচারক আপনাদিগকে দাস নামে আখ্যাত করিয়াছেন। প্রতিসপ্তাহে তাঁহারা সভা করিয়া আধ্যাত্মিক নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনা করেন। অদ্য সংবৎসরের আলোচিত লিপিবদ্ধ অনেক গুলি আধ্যাত্মিক গূঢ় তত্ত্ব পঠিত হয়। তত্ত্বপাঠের পূর্ব্বে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনার উদ্বোধন করেন, ভাই বৈকুণ্ঠ, ঈশান, দুর্গানাথ, মহিমচন্দ্র এই চারিজন প্রচারক সত্যং জ্ঞানমনন্তং আদি কয়েকটি স্বরূপ ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যা করিলে পর, রায় মহাশয় উপাসনার উপসংহার করেন। কার্য্যান্তে দাসমণ্ডলী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া আদরপূর্ব্বক বন্ধুবর্গকে ভোজন করাইয়াছিলেন।

২৫ শে বুধবার। অদ্য রাত্রিতে ডাক্তার দুর্গাদাস রায় মহাশয়ের ভবনে বিশেষ উপাসনা হয়। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। অদ্য বাহিরের অনেক বন্ধু বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন।

২৬ শে বৃহস্পতিবার। অদ্য রাত্রিতে ডাক্তার দুর্গাদাস রায় মহাশয় ইংরেজিতে বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করেন। রিপোর্ট খুব ভাল হইয়াছিল, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার কথা আছে। রিপোর্ট পাঠের পূর্ব্বে ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় সংক্ষেপে উপাসনা করেন। ৫০।৬০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।

২৭ শে শুক্রবার। অদ্য রাত্রিতে বাঙ্গালা বাজারস্থ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হয়, ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনা করেন। বহুসঙ্খ্যক লোক নিমন্ত্রিত হইয়া উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন।

২৮ শে শনিবার। অদ্য অপরাহ্নে নবমন্দির হইতে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হয়। এস্লামপুর পটুওয়াটুলি হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সদর ঘাটে যাইয়া প্রথমতঃ বক্তৃতা পরে নর্থব্রুকহলে বক্তৃতা হওয়ার বিজ্ঞাপন ছিল। পটুওয়াটুলিস্থ পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রাহ্মসমাজের দ্বারে উপস্থিত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সঙ্কীর্ত্তনের দলকে তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে যাইতে ডাকিয়া পাঠান। সকলে তথায় সমবেত হইলে গোস্বামী মহাশয় কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে মুদ্রিত নয়নে কীর্ত্তনের দলের মধ্যে দণ্ডায়মান থাকেন। নবরচিত নগর সংকীর্ত্তনটি গীত হইলে পর ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় একটী প্রার্থনা করেন। পরে তথা হইতে সদর ঘাট হইয়া নর্থব্রুকহলে সঙ্কীর্ত্তনের দল প্রবিষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনানুসারে সদর ঘাটে আর প্রান্তরগত বক্তৃতা হয় না। ৭ টার সময় নর্থব্রুক হলে বক্তৃতা হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার পূর্ব্বেই বক্তৃতা আরম্ভ হয়। সে দিন ৭ টার সময়

পূর্ব্ব বাঙ্গালার বক্তৃপ্রবর কালীপ্রসন্ন বাবু বৌদ্ধধর্ম্মের উদয় ও লয় বিষয়ে ঢাকার নাট্যশালায় বক্তৃতা করিবেন পথে পথে এরূপ বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। অনেকেই বলেন যে নর্থব্রুকহলে বঙ্গ বাবুর বক্তৃতা হইবে পূর্ব্বে এই সংবাদ পাইয়া সেখানে লোক না যুটে এই উদ্দেশ্যে ঠিক সেই সময়ে কালীপ্রসন্ন বাবু বক্তৃতাদানে উদ্যত হন। সেই কারণেই হয়তো বঙ্গ বাবু প্রান্তরগত বক্তৃতা বন্ধ করিয়া নর্থব্রুকহলে একটু তাড়াতাড়ি আপনার কাজ সারিয়া লন। হলে এক শতের অধিক লোক উপস্থিত ছিল! বক্তা বিশেষ ওজস্বিতা সহকারে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল বলিয়াছিলেন। নববিধানের উদ্দেশ্য ও পাপীর পরিত্রাণের উপায় বক্তৃতার বিষয় ছিল। বক্তৃতান্তে তথা হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাওয়া হয়।

২৯ শে রবিবার। অদ্য মন্দিরে সমস্ত দিন উৎসব হয়। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে দুইবেলা উপাসনা ও উপদেশ দান ইত্যাদি কার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় সম্পাদন করেন। পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান গ্রহণ করিবে পবিত্রাত্মার এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনা গিয়াছে, প্রাতঃকালে এই বিষয়ে উপদেশ হয়, রাত্রিতে ভাবের ধর্ম্ম ছাড়িয়া নববিধানের জীবন লাভ করিতে হইবে, এই মর্ম্মে উপদেশ হইয়াছিল। ২ টার পর হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত মাধ্যাহ্নিক উপাসনা, জীবনবেদ পাঠ, ধ্যান ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক জীবনবেদের দুই অধ্যায় পঠিত হইয়াছিল, ধ্যানের উদ্বোধন শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় করেন। উৎসবের উপাসনা ও সঙ্গীতাদিতে অনেকের বেশ ভক্তি প্রেমের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। মুন্সিগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ এবং কিশোরগঞ্জ কালীগঞ্জ মঙ্গলবাড়ী ময়মনসিংহ হইতে ২।১ টি করিয়া ব্রাহ্ম আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে আচার্য্য দেবের সহচর প্রেরিতগণের আগমন হয় নাই, শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াও তাহার কোন উত্তর দান করেন নাই। দরবারাধীন তিন জন প্রেরিত সমবেতভাবে আসিতে উদ্যত হন এবং দরবার এ বিষয় লিখিয়া জানান। প্রতাপ বাবুর সহকারিতা ভিন্ন তাঁহাদের এখানে আসা এখানকার অভিপ্রায় না হওয়াতে তাঁহারা আগমনে বিরত থাকেন।

৩০ শে সোমবার। অদ্য ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব। আরমানী টোলায় নূতন মন্দিরের পার্শ্বস্থ ব্রাহ্মপল্লী বিধানপল্লী নামে আখ্যাত হইয়াছে। প্রাতঃকালে ব্রাহ্মিকাগণ বিধানপল্লীর গৃহসকলের দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান। ২।১ জন প্রচারকও তাঁহাদের সঙ্গে নিশান ধরিয়া করতাল বাজাইয়া বেড়াইয়াছিলেন। উপাসনা উপদেশাদি ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় সম্পাদন করেন। বিকালে মন্দিরে যবনিকার অন্তরালে থাকিয়া ব্রাহ্মিকারা সঙ্কীর্ত্তন করেন, বাহিরে ব্রাহ্মগণও তাঁহাদের সঙ্কীর্ত্তনে যোগ দেন। তখন ভাই ঈশানচন্দ্র সেন সীতাচরিত্রের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। উৎসবের দিনেও ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসবে সমাগত বন্ধু বান্ধবদিগকে আদর পূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল।

৩১ শে মঙ্গলবার। অদ্য বিকালে নৌকা যাত্রা হয়। একখানি বজ্রা করিয়া সকলে আমনি গোলা নামক স্থানে শ্রীযুক্ত অভয়চন্দ্র দাসের বাড়ীর অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা কীর্ত্তন ও ভোজন হয়। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উপাসনাদি করেন। উক্ত নৌকা যোগে তথায় অনেক ব্রাহ্মিকাও গিয়াছিলেন। রাত্রিতে সকলে নৌকায় স্থিতি করেন। পর দিন চলিয়া আসেন, এইরূপে উৎসবের কার্য্য সমাপ্ত হয়।

শ্রদ্ধাস্পদ ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের অটল উৎসাহ ও দৃঢ়তা এবং একাগ্রতা ও স্বর্গীয় তেজ দেখিয়া সকলেই আহ্লাদিত হইতেছেন। তিনি আপনাকে পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত পূর্ব্ববঙ্গের প্রতিনিধি ও অত্রত্য নববিধানের নেতা বলিয়া পরিচিত করেন। আচার্য্যদেব নেতা হইয়া যাহা করিতে পারেন নাই *, ইনি তাহা করিয়াছেন অর্থাৎ আপন অধীনস্থ প্রচারকদিগকে খুব অনুগত রাখিয়াছেন। ইহা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য বলিতে হইবে।

১ লা আশ্বিন বুধবার। অদ্য নবমন্দিরে রীতিমত সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা এবং নূতন উপাসকমণ্ডলী সঙ্গঠনের জন্য উপাসকদিগকে বিজ্ঞাপন দিয়া উপাসনা ও উপদেশ হয়। উপদেশে উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় বঙ্গচন্দ্র রায় এই ক্ষণ হইতে এই মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা হইবে, এইরূপ বিজ্ঞাপন করেন। কলিকাতা হইতে শ্রীআচার্য্যদেবের সহচর প্রেরিতবর্গ সমাগত হইয়া নব মন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত না করিলে অত্রত্য উপাচার্য্য তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না, সভায় এই কথা স্থির হইয়াছিল, এইক্ষণ তাহার বিপরীত কার্য্য হওয়াতে কোন কোন উপাসক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। প্রতাপ বাবু ও অন্য অন্য প্রেরিত সম্মিলিত ভাবে আগমন না করিলে মন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে না ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে এক সময় বরং তাঁহাদের সেই ভাবে আগমনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। এইক্ষণ তাহার প্রতীক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি উপাসনা প্রতিষ্ঠা করাতে প্রেরিতবর্গের ঢাকায় পদার্পণের পথ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। আচার্য্যদেবের সহচর ভক্তগণ ঢাকায় আসিয়া কার্য্য করেন, ঢাকা তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করেন ঢাকার এ প্রকার অভিপ্রেত নয় বুঝা যাইতেছে। তাহাদের জীবনে ঢাকার জানিবার শুনিবার ও শিক্ষা করিবার যেন কিছুই নাই। তবে

* এরূপ করা তাঁহার নেতৃত্বকার্য্যের বিরুদ্ধ বিশ্বাস করিতেন। সং।

আচার্য্যদেব আপন অনুগামী সহচর দুই জন প্রেরিতকে পূর্ববঙ্গে প্রচারের জন্য বিশেষরূপে ব্রতী করিয়াছেন, সাংবৎসরের সময় মন্দির হইতে তাহা ঘোষণা করিয়াছেন, এবং দরবারের পুস্তকে স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কি ভুল হইয়াছিল? দরবারের [illegible] প্রেরিত নিমন্ত্রণ পাইয়া সম্মিলিত ভাবে আসিতে চাহিলেন; এক জন আসিবেন না বলিয়া তাঁহাদিগকে বিমুখ করা [illegible] কি নীতিসঙ্গত কার্য্য হইয়াছে? সকলকে আদর নিমন্ত্রণ করা হইল, কাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইল না, এমতাবস্থায় যাঁহারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আগমন করিতে চাহেন তাহাতেই কৃতার্থ বোধ করা উচিত। এরূপ সমবেত ভাবে কোথায় যাওয়া যাঁহার অভিপ্রেত নয়, আচার্য্যদেব মহাপ্রচার যাত্রায় যাঁহাকে এক দিনের জন্যও সঙ্গে লইতে পারেন নাই, তাঁহাকে লইয়া বৃথা পীড়াপীড়ি ও টানাটানি কেন? যিনি এই ভাবে আসিবেন না ও নিমন্ত্রণ পাইয়া উত্তর পর্য্যন্ত দিলেন না, তাঁহার জন্য যাঁহারা সম্মিলিত ভাবে আসিতে চাহিলেন তাঁহাদের আসিতে বাধা দেওয়া কেন? সকল প্রেরিতকে গ্রহণ করা যদি প্রিন্সপল হয়, এই ভাবে নিমন্ত্রণ করাতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কেহ কোন কারণ বশতঃ সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিলে না করিতে পারেন, তাঁহার স্বাধীনতা আছে। তাহাতে তাঁহাকে গ্রহণ করা হইল না বলা যাইতে পারে না। পরন্তু এই উপাসনা প্রতিষ্ঠার কার্য্যটি বড় ছেলেখেলার মত হইয়াছে। একজনকে বাদ দিয়া অপর সকল উপাসককে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল। মন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠা ও নূতন উপাসক মণ্ডলী সঙ্গঠন এই গুরুতর কার্য্যে তাঁহার উপস্থিত থাকা কি সঙ্গত হয় নাই? তিনি এক জন উপাসকমণ্ডলীর সভ্য ছিলেন, কি দোষে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করা হইল? এ জন্য তিনি বিশেষ ক্ষুব্ধ আছেন। যে দিন রাত্রিতে এই সভা হয় সেই দিন প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তিনি বিধানপল্লীতেই ছিলেন। অনেক কর্ম্মকর্ত্তার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, কেহ ঘুণাক্ষরে তাঁহাকে এ বিষয় জ্ঞাপন করেন না। তিনি বিজ্ঞাপন অনুসন্ধান করিয়া আপন নাম প্রাপ্ত হন নাই। এই কারণে এবং এই ভাবে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে অন্য কোন কোন সভ্যও মর্ম্মাহত হইয়াছেন। বিশেষতঃ নবমন্দিরে উপাচার্য্য মহাশয় উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিবেন না সভায় প্রকাশ্যরূপে বলিয়া এবং উৎসবের দিন প্রেরিত বর্গকে সম্মিলিত ভাবে ঢাকায় আনয়ন করিবার জন্য বেদীর সম্মুখভাগ হইতে গিরিশ বাবুকে অনুরোধ করিয়া দুই দিন পরেই ঠিক তাহার অন্যথাচরণ করা বিশেষ ক্ষোভের কারণ বলিতে হইবে। এই ভাবে উপাসনা প্রতিষ্ঠা না করিলে কালে, প্রতাপ বাবু সহ প্রেরিতগণের ঢাকায় আগমনে একান্ত আশা ছিল, সেই আশার পথ বন্ধ হইয়াছে। প্রেরিতবর্গকে জ্যেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে, কতিপয় জ্যেষ্ঠ যদি নিমন্ত্রিত বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কনিষ্ঠের বাড়ীতে আসিতে চাহেন, কনিষ্ঠের কি তাঁহাদের প্রতি অনাদর ও উপেক্ষা প্রদর্শন শোভা পায়? প্রেরিতবর্গের মধ্যে বিবাদ বিচ্ছেদ চলিয়াছে সত্য, সে বিবাদ কি জন্য? কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করা বা না করা তজ্জন্য। অধিকাংশ প্রেরিত কেশবচন্দ্রকে গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহার প্রবর্ত্তিত অনুতাপবিধি, নববর্ষের বিধি ও বৈরাগ্যবিধি পালন করিতে চাহেন ও তাঁহার চর্চ্চ দেবালয় ও মন্দির এবং অন্য অন্য কীর্ত্তি রক্ষা করিতে চাহেন, পরস্পর যোগ ও সম্মিলন চাহেন, আর কেহ কেহ তদ্বিপরীত আচরণে প্রবৃত্ত এবং আচার্য্যকর্ত্তৃক স্থাপিত ও সম্মানিত শ্রীদরবারের বিধি অমান্য করিয়া স্বেচ্ছানুসারে চলিতে কৃতসঙ্কল্প। এই দুইয়ের কি তুল্যাবস্থা?

সংবাদ।

ভাই কালীশঙ্কর দাস ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব অতি উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিয়া সদ্যঃপুষ্করণী ও রংপুর গমন করিয়াছেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন নওয়াখালীতে সামাজিক ও পারিবারিক উপাসনা বক্তৃতাদি করিয়া তথা হইতে মুরাদনগর গমন করেন। তথায় ৪। ৫ দিন কার্য্য করিয়া, কুমিল্লায় গমন করিয়াছেন।

আমাদের মুরাদনগরস্থ ব্রাহ্ম ভ্রাতা শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক খানি "নবসংগীতমালা" নামক পুস্তক আমাদিগকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার রচিত, ভক্তিরসপূর্ণ ৬৫ টি ব্রহ্মসংগীত আছে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত উহা আদরে গ্রহণ করিলাম।

ব্রহ্মমন্দিরে আজকাল সন্ধ্যা ৬ টার সময় উপাসনাকার্য্য আরম্ভ হইতেছে। লোকসমাগম এখন বেশ হইয়া থাকে। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতেছেন। বালকগণ খুব উৎসাহের সহিত সুললিত স্বরে বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান করিয়া উপাসকদিগের মনকে আকৃষ্ট করিতেছেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নেবালরায় সখারাম ব্রহ্মমন্দির ও প্রচারকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য এক কালীন ৫০৲ টাকা দান করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উপকৃত করিয়াছেন। সময়ে দান দ্বিগুণ হয়।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ।

২০ ভাগ । ২০ সংখ্যা ।

১৬ই কার্ত্তিক, শনিবার, ১৮০৭ শক ।

বাৎসরিকঅগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বল ঐ . ৩৲

প্রার্থনা ।

হে বিশ্বাসীর বন্ধু, ইচ্ছা হয়, তোমার প্রতি বিশ্বাস কত দূর এক বার পরীক্ষা দি। প্রভো, পরীক্ষার দিনে যদি দাঁড়াইতে না পারিলাম, তবে তুমি যে এত দিন খাওয়াইলে পরাইলে, কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দিব্যধামের সামগ্রী দিলে, সে সকল কেন করিলে ? আজ পরীক্ষায় পড়িয়া যদি চিরপরীক্ষিত বন্ধু তোমায় ভয়ে ছাড়িয়া দিলাম, তবে এত কাল তোমার রক্ষাণাধীনে থাকিয়া কি হইল ? লোকে বলিতেছে, পৃথিবীর মুখ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছে, কোন দিক্ হইতে একটু আশার আলোক আসিতেছে না, যে দিকে তাকান যায়, সেই দিক্ হইতেই প্রাণসংশয়কর সংবাদ আসিয়া পঁহুছে, এ সময়ে কি দাঁড়ান যায়, আশা করা যায়, বল উদ্যম প্রকাশ করা যায়, উৎসাহে পৃথিবী কম্পিত করা যায় ? লোকে জানে না যে, তোমার বিশ্বাসিগণের এই শুভ সময়। যখন পরীক্ষায় অস্থি চূর্ণ হইয়া যাইতেছে সকল দিকে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে, এই গেল এই গেল বলিয়া মহাগোল পড়িয়াছে, তোমার বিশ্বাসী বলিতেছেন, আহা এই তো আমার সমরক্ষেত্রে অবতরণ করিবার সুযোগ সমুপস্থিত। হে প্রভো, যদি যথার্থই তাদৃশ সময় সমুপস্থিত হইয়া থাকে, তবে এক বার তোমায় বিশ্বাসী সন্তানগণকে সবলে দণ্ডায়মান হইতে দাও, একবার পৃথিবীকে কাঁপান যাউক। দীনজনগতি, তুমি জাগ্রৎ, তোমার নববিধান জাগ্রৎ, তোমার শ্রীদরবার জাগ্রৎ, আমাদের ভয় কি ? আমরা এবার লজ্জার আবরণ উন্মোচন করিয়া পৃথিবীর নিকট দাঁড়াইলাম, আসুক নিন্দা, আসুক ঘৃণা, আসুক অপমান, আসুক অনাহার, আর কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইব না। তোমার পবিত্র সিংহাসন স্পর্শ করিয়া যখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, তখন আর তো পশ্চাৎপদ হইতে পারি না। হে বিশ্বাসীর বল, হে মহাবিক্রমপূর্ণ ভগবান্, এক বার সিংহগর্জ্জনে আমাদিগের প্রাণের ভিতর হইতে হুঙ্কার কর, দেখাই তোমার নববিধানের বিক্রম কত ? আমাদের বিধানের মৃত্যু হয় নাই। বিধান ক্রমান্বয়ে চলিবে, ইহার প্রমাণ না দেখাইলে পৃথিবীতো কিছুতেই বিশ্বাস করিতেছে না যে, তুমি প্রত্যাদেশের দ্বার কোন কালে আর বন্ধ করিবে না। আইস, বিভো, আমাদিগের ভিতরে অবতরণ করিয়া তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমরা কৃতার্থ হইয়া যাই সুখী হই। হে মহাবিক্রমশালী প্রভো, বিক্রম দাও, বীর্য্য দাও, উৎসাহ দাও যে তোমার নামে

ধরা কম্পিত করি এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

আমরা বিভক্ত না অবিভক্ত।

বিভক্ত বা অবিভক্ত খণ্ডিত বা অখণ্ডিত আমাদিগের অবস্থা, ইহা বর্ত্তমানে একান্ত বিচারের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। আমরা জানি, যাঁহারা বিপরীত বিশ্বাস করেন, আমাদিগের কথায় তাঁহাদিগের বিশ্বাস উৎপন্ন হইবার নহে। কেন না মনুষ্যের মন যখন কোন প্রকারের সংস্কারের অধীন হয়, তখন বাহিরের কোন যুক্তি দ্বারা সে সংস্কার অপনীত হয় না। ভিতর হইতে তৎপরিবর্ত্তন হইল ত হইল, না হইলে তাঁহাদিগকে তদবস্থায় অনেক দিন অতিবাহিত করিতে হয়। তবে কি না আমরা বর্ত্তমানের উপরে কোন সময়ে আমাদিগের আশা ভরসা রাখি না, সমুদায় বিচারের ভার ভবিষ্যতের হস্তে, তাই আমরা যাহা লিখি, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে। এমন কি আমরা ভিতরকার কোন কথা গোপন রাখি না, সকলি প্রকাশ্যে আনয়ন করি। উদ্দেশ্য এই, এতদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা সহজে বিচার করিতে পারিবেন, আমরা কি। মূল কথা এই, কেহ আপনাকে অতিক্রম করিয়া কিছু লিখিতে পারে না, লিখিতে গেলেও লেখার ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে এমন সকল কথা বাহির হইয়া পড়ে, যদ্দ্বারা ভবিষ্যতের বিচারের পথ আপনাপনি পরিষ্কৃত হয়।

আমরা বিভক্ত হইয়াছি এ কথা প্রাণ গেলেও কখন স্বীকার করিব না, কেন না বিভক্ত হইলেই সেই দিনই আমাদিগের জীবন শেষ হইল। আমরা যত দিন জীবিত আছি অবিভক্ত দৃষ্টিতে সমুদয় দর্শন করিব। আমাদিগের মূল ধর্ম্মমত এই, আমাদিগের বিধান অখণ্ড অবিভক্ত ভাবে অনন্ত কাল হইতে ভগবানের বক্ষে শক্তিরূপে নিহিত ছিল। যখন সেই বিধান পৃথিবীতে যথাসময় আবির্ভূত হইল, তখন ভগবান্ যে সকল লোককে তাঁহার আবির্ভাব স্থল করিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন করিলেন, তাঁহারা পরস্পর অনন্তকালের জন্য অবিভক্ত ভাবে একত্র সংযুক্ত। যে কেহ তাঁহাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় সে আপনার মৃত্যু আপনি আনয়ন করে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, মৃত্যুও সে সম্বন্ধ বিনষ্ট করিতে পারে না। মৃত্যুর এ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিনাশে কোন ক্ষমতা নাই। তবে যে ব্যক্তিতে কুবুদ্ধিরূপ মৃত্যু উপস্থিত হইয়া দৃশ্যতঃ সম্বন্ধচ্ছেদ সংঘটন করে, সে ব্যক্তি কিছু দিনের জন্য আপনাকে সেই নিত্যকালস্থায়ী দল হইতে পরিভ্রষ্ট মনে করে, বাহিরের লোকের দৃষ্টিতেও স্বর্গ হইতে সমাগত সেই অবিভক্ত দল বিভক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। মতিভ্রষ্ট এবং মিথ্যা দৃষ্টির অধীন লোক সকল অল্পবিশ্বাস্। তবে বাহিরের লোকের অনুকূলে এই কথা বলা যায় যে, তাঁহারা এরূপ প্রমাণ অপেক্ষা করিতে পারেন, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগের বিশ্বাস উৎপন্ন হইতে পারে যে, যথার্থতঃ কোথায় সেই দল অবিভক্তরূপে অবস্থিতি করিতেছে।

আমরা শ্রীদরবারের অনুগত প্রেরিতবর্গ যে বিভক্ত হই নাই, ইহা সাধারণ ভ্রাতৃমণ্ডলী বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। শ্রীদরবার যে চিরকাল অখণ্ড অবিভক্ত, স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব স্থল, এ মূল সত্যে যাঁহাদিগের বিশ্বাস নাই, তাঁহাদিগের সহিত আমরা কোনকালে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। তবে যাঁহারা শ্রীদরবারে ভগবানের আবির্ভাব স্বীকার করেন অথচ তাহার অঙ্গীভূত প্রেরিতগণের চরিত্র এবং তাঁহাদিগের দৃশ্যমান বিভক্তাবস্থা দর্শনে সংশয়াপন্ন তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের কিছু বলিবার আছে। ধর্ম্মরাজ্যের ভিত্তিভূমি বিশ্বাস। বিশ্বাস এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা। যাহারা ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগের জীবন সেই বিশ্বাস দ্বারা সংগঠিত।

শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক সেই বিশ্বাসের ফল তাঁহাদিগের জীবনে লক্ষিত হইবেই হইবে। শ্রীদরবারের অঙ্গীভূত প্রেরিতগণের বিশ্বাস কি? তাঁহারা কি মনে করেন যে, এক জন অপর এক জনের নিরপেক্ষ হইয়া আপনি বিধানের সমুদয় কার্য্য ও ভাব সুসম্পন্ন করিতে পারেন? দল ছাড়া তিনি একাকী সাধনের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম? তাঁহার চরিত্র সংগঠন অপর ভ্রাতৃবর্গের চরিত্রের সাহায্য বিনা হইতে পারে? তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত সে কার্য্যও তিনি নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং সাধন করিতে পারেন? যদি তিনি এইরূপে বিচ্ছিন্ন ভাবে চিরজীবন পৃথিবীতে বাস করেন, তথাপি তাঁহার চরিত্রে কোন প্রকার দোষ ভ্রম বা কুসংস্কার-সংস্পর্শ হইতে পারিবে না? তিনি একাকী কিছুতেই বিপৎসংকুল নহেন? দলের এক জনকেও ছাড়িয়া তাঁহার চলে? শ্রীদরবারস্থ প্রেরিতবর্গের যদি এরূপ বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে আমরা বলি তাঁহারা সদোষ হইলেও বিভক্ত নহেন এবং দৃশ্যতঃ অল্প কয়েক জনের বিচ্ছেদেও শ্রীদরবার খণ্ডিত-বিগ্রহ হয়েন নাই বরং ভগবানের পূর্ণ আবির্ভাব স্থল হইয়া স্থিতি করিতেছেন। ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছেন, যেখানে পাঁচ জন বিশ্বাসী তাঁহার নামে একত্রিত হইবে, সেখানে তিনি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া বিশ্বাসিগণের পথ-প্রদর্শন করিবেন। কেন করিবেন তাহা এ প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয় নহে।

বিচ্ছেদসত্ত্বেও অবিচ্ছেদ ইহা কি প্রকারে মানিতে পারা যায়? বুদ্ধিযোগে নহে, বিশ্বাস-যোগে। যদি শ্রীদরবারস্থ প্রেরিতবর্গ সত্যকে সাক্ষী করিয়া এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলেন, আমরা কাহাকেও পরিত্যাগ করি নাই, পরিত্যাগ করিতে পারি না, কেহ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না, সকলেই আমাদিগের মধ্যে আছেন, আমরা শ্রীদরবারে চিরকালের জন্য একত্র সংযুক্ত, আমাদিগের কোন কার্য্য এই সংযোগ ভিন্ন কোন কালে নিষ্পন্ন হয় না, আমাদিগের কয় জন বিশ্বাসী যেখানে সেখানে আমরা সকলে, এমন কি ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত এক জন বিশ্বাসী ভ্রাতা দূরস্থ থাকিয়া যে কার্য্য করেন, তাহা আমাদিগের কার্য্য, তাহা হইলে যাঁহারা শ্রীদরবারকে বিভক্ত মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা অল্পবিশ্বাসী ভিন্ন আর কোন আখ্যা অর্পণ করিতে পারি না। ঈদৃশ অল্পবিশ্বাস বিশ্বাসরাজ্যে অতীব হেয়, এবং মারাত্মক।

যাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা বলিবেন, কি আমরা অল্পবিশ্বাসী? কৈ তোমাদিগের মধ্যে স্বাধীনতা নাই, তোমাদিগের মধ্যে পুরুষকার নাই, তোমাদিগের মধ্যে উৎসাহ নাই, তবে তোমরা পূর্ণ হইলে কিরূপে? স্বাধীনতা, পুরুষকার, উৎসাহের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে, ইহা কি কেহ সপ্রমাণ করিতে পারেন? যদি স্বাধীনতা, পুরুষকার, উৎসাহের অভাব হইয়া থাকে, তবে সকলের যোগনিবন্ধনস্থল যে মহাপ্রেম আচার্য্যদেবে ছিল তাহারও অভাব হইয়াছে, তিনি আর নাই, নব বিধানও এখন ভূতকালের ব্যাপার। তবে এখন আমাদিগের সকলেরই পাত্তাড়ী গুটাইয়া নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা একান্ত প্রয়োজন! তত্তদ্ভাব যে যে শরীরে প্রকাশমান তাঁহাই যদি সর্ব্বস্ব হয়, তবে সকল প্রেরিত যখন তিরোহিত হইবেন, তখন শ্রীদরবার বা নব বিধান পৃথিবীতে থাকিবে না, বিধান কেবল এক জন লোকের কল্পনাসম্ভূত, অথবা লোকের নিকট নিজ গৌরব সংস্থাপন জন্য, সকলই মিথ্যা, সকলই মায়া *। আমরা বুঝিতে পারি না লোকের মনে এ অল্প বিশ্বাস প্রবেশ করিল কি প্রকারে? এ অল্প

* ভবিষ্যতের ছবির আভাস প্রদর্শন জন্য "নববিধান পত্রিকা" হইতে শ্রীআচার্য্যদেবের একটী প্রার্থনা যথাস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

বিশ্বাস যে এক দিন সর্ব্বসংশয়বাদে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিবে, ইহা কি এক বারও মনে করিয়া দেখা হয় না ?

প্রতিবাদী বলিবেন, সকলকে একত্র রাখিবার মহাপ্রেমের বাস্তবিকই অত্যন্তাভাব হইয়াছে, কেন না তদভাবে কাহারও কাহারও শরীরগত বিচ্ছেদ আমরা দেখিতে পাইতেছি। যদি এ যুক্তি আনয়ন করিয়া আমাদিগের মধ্য হইতে আচার্য্যদেবকে উড়াইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে তৎসঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকেও উড়াইয়া দিতে হইবে ? যখন বন্ধন শিথিল হইয়াছে, তখন বিধানপতি আর বিধানের প্রবর্ত্তক নাই, তিনি আমাদিগের চরিত্র দেখিয়া বিরক্ত হইয়া কাজ গুটাইয়া লইয়াছেন। বলিলেন, কলিকাতার কয়েকটা পাষণ্ড একত্র হইয়াছে, তাহারা আমা অপেক্ষাও বলবান্। খ্রীষ্টানেরা সকলেই জানে আমি সয়তানের কাছে পরাস্ত, এবার আমার অক্ষমতা দেখিয়া নব বিধানবাদীরাও বিশ্বাস করিবে পাষণ্ডগণের নিকটে আমি চিরকালই হার মানি। আমার প্রেম অনন্ত প্রেম বটে, কিন্তু আমার অনন্ত প্রেমও পাষণ্ডতা দর্শনে পলায়নপরায়ণ।

আমরা দেখিতেছি, ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্য হইতে বিশ্বাস অন্তর্হিত হইতেছে। এ সময়ে আমরা আর কি করিতে পারি, কেবল সাবধান হইবার জন্য চীৎকার সমুত্থান করিতে পারি। শ্রীদরবারকে যাঁহারা বিভক্ত খণ্ডিতবিগ্রহ মনে করিতেছেন, আমরা প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাদিগকে অল্পবিশ্বাসী বলিতেছি। শ্রীদরবারে পূর্ণবিশ্বাসবান্ পাঁচ জন লোক যেখানে ঈশ্বরের নামে একত্রিত, সেখানে আমরা পূর্ণ শ্রীদরবার বলিয়া মস্তক অবনত করিব, এই আমাদিগের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের জন্য আমরা উপহসিত হইব, নিন্দিত হইব, ঘৃণিত হইব, দেশের লোকসকল আমাদিগকে পাগল বলিবে, এমন কি নিকটস্থ বন্ধুগণ আমাদিগের হৃদয়ে অবিশ্বাসের শেল বিদ্ধ করিবে, কিন্তু আমাদিগের উপহাস নিন্দাদি মস্তকের ভূষণ। যাঁহারা আমাদিগের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখিবেন, আমরা কি ধাতুর লোক তাঁহাদিগের অবগত থাকা প্রয়োজন। তাঁহারা যখনই আমাদিগের সঙ্গে মিশিবেন, এই প্রকার পাগল জানিয়া আমাদিগের সঙ্গে মিশেন, এই আমাদিগের অনুরোধ।

পরিশেষে একটি হৃদয় বন্ধুর একটি অযুক্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগের প্রবন্ধ শেষ করিতে হইতেছে। আমাদিগের বন্ধু আমাদিগকে গোপনে বলিয়াছিলেন, তিনি *** স্থানের পরিচালক, আর আমরা অর্থাৎ ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদক এ স্থানের পরিচালক। তিনি যাহাই হউন, কিন্তু আমরা এরূপ বিশ্বাস তিলার্দ্ধের জন্য হৃদয়ে স্থান দি নাই, দিতে পারি না, দেওয়াকে ধর্ম্মভ্রষ্টতা বিশ্বাস করি। শ্রীদরবার ভিন্ন আমাদিগের পরিচালক কেহ নাই, আমরা শ্রীদরবারের চির অনুগত দাস, তিনি আজ্ঞা করিলে আমরা অগ্নিতে ঝম্পদানে প্রস্তুত, ইহাই সত্য কথা।

প্রস্তাবিত শান্তিসভা।

দৃশ্যমান বর্ত্তমান বিচ্ছেদ নিবারণ জন্য ব্রাহ্মমণ্ডলী শান্তিসভা সংস্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা বলিয়াছি, শ্রীআচার্য্যদেবের সময়ে শান্তিসভা ছিল, তাহাই পুনরুদ্দীপিত করা হউক। কিন্তু এ প্রকার বলিয়াও আমরা দৃশ্যতঃ একটি বিষয়ে শ্রীআচার্য্যদেবকে অতিক্রম করিয়া কেন কথা বলিয়াছি প্রকাশ্যভাবে সকলকে তাহার কারণ অবগত করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁহার সময়ে শান্তিসভাসম্বন্ধে যে নির্দ্ধারণ হইয়াছিল, আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১৭৯৬। ২৯ আষাঢ়। " ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ নিবারণ এবং শান্তি সংস্থাপন উদ্দেশে " শান্তি সভা "

নামে একটী সভা সংস্থাপিত হয় এবং নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণ তাহার সভ্য হন।

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন
" জয়গোপাল সেন *
" কানাইলাল পাইন
" ঠাকুর দাস সেন
ইত্যাদি ১১ জন

আমরা আচার্য্যকে দৃশ্যতঃ অতিক্রম করিয়াছি কোথায় পশ্চাল্লিখিত সেই দিনের নির্দ্ধারণ দেখাইয়া দিবে।

"প্রচারকগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে প্রচারক সভায় যথা সময়ে তাহার বিচার ও মীমাংসা হয়।"

এতদ্দারা দেখা যাইতেছে, প্রচারক বা প্রেরিতগণ প্রচারকসভা বা শ্রীদরবার ভিন্ন অন্যত্র বিচারিত হইবেন, ইহা শ্রীআচার্য্যদেবের অভিপ্রায় ছিল না। কেন ছিল না, সকলে স্পষ্টই বুঝিতে পারেন। যাঁহারা প্রচারক বা প্রেরিতবর্গের বিবাদ বিসংবাদ অপনয়ন করিবার জন্য শান্তিসভা সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহারা এ অভিপ্রায় অতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইলেও আমরা কেন তাহার সঙ্গে সায় দিতেছি, এবং দৃশ্যতঃ অতিক্রম করিতেছি, এখন আমরা তাহার কারণ বলি।

সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর সহিত প্রচারক বা প্রেরিতবর্গের একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে। প্রচারকবর্গ ঈশ্বরের হস্তে দেহ মন প্রতিপালনের ভার অর্পণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী দেহরক্ষাসম্বন্ধে প্রতিনিধি হইয়া তাহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী তাঁহাদিগের দেহরক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রেরিতবর্গ চিরকাল তাঁহাদিগের প্রতি কৃতজ্ঞ কিন্তু তজ্জন্য কখন ক্রীত দাস নহেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের মস্তক একমাত্র শ্রীদরবারের পদতলে বিক্রীত করিয়াছেন। ইহাঁর তাঁহাদিগের উপরে সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা। যখন প্রথম আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ শ্রীদরবারকে অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত দেখিয়া ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র তৎসমাজান্তর্গত প্রচারবিভাগের কার্য্য পরিত্যাগ করেন, শ্রীদরবার তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন। এখন সময় আসিয়াছে, যে সময়ে দেখা উচিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মাত্র শ্রীদরবারকে অতিক্রম করিতে প্রস্তুত, কি জন কয়েক মাত্র এই কার্য্যে অগ্রসর। বর্ত্তমান শান্তিসভা পরিপক্কাবস্থা লাভ করিলে এমন একটি পথ অবলম্বন করিবেন, যাহাতে সাধারণের শ্রীদরবারকে গ্রহণ করা বা অগ্রাহ্য করা উভয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িবে। ইটি এ সময়ে প্রকাশ হওয়া আমরা নিতান্ত প্রয়োজন মনে করি।

আমরা জানি, প্রেরিতবর্গ মধ্যে যে সকল বিসংবাদ উপস্থিত হয়, তাহার মূলে আপাতবিবদমান কতকগুলি মূলতত্ত্ব থাকে। তাঁহারা যত কেন মন্দ হউন না, কোন সময়ে এমন একটি বিবাদ হয় নাই, যাহার মূলে কোন না কোন একটি তাদৃশ মূলতত্ত্ব ছিল না। এই মূলতত্ত্ব লইয়া বিচার সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী করিবেন, অথবা শ্রীদরবার করিবেন? এ সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীর হস্তে নাই, সুতরাং তাঁহারা এতৎসম্বন্ধে কিছু করিতে পারেন না, তবে কেন আমরা শান্তিসভা সংস্থাপন করিতে বলি। এই জন্য বলি যে, সমুদায় প্রেরিতবর্গ সম্মিলন সম্ভব বলিয়াছেন, এই সম্মিলনের সম্ভাবনাকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী অনুকূল হউন। শ্রীদরবারকে অতিক্রম করিয়া নহে, কিন্তু তাঁহার নির্দ্ধারণ অখণ্ডিত রাখিয়া যাহাতে সম্মিলনের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সকলেই আপনাদের চিন্তা প্রার্থনা নিয়োগ করুন, সম্মিলনের পথের কণ্টক সকল অপ-

---

* শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ নাথ সেন শান্তিসভার এক জন সভ্য বলা আমাদিগের ভ্রম হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সভ্য হইলেন বলিয়া অতিরিক্ত জ্ঞানে তাঁহার নাম গৃহীত হয় নাই, এরূপ আমাদিগের মনে পড়িতেছে।

নিয়ন করুন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য করা হইল, অথচ অনুচিত ক্ষমতা গ্রহণ করা হইল না। বিচার ও মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইলে তাঁহারা আমাদিগের স্থিরতর সংব্যবস্থাপন (Constitution) অতিক্রম করিবেন অন্যথা সংব্যবস্থাপন অতিক্রম করা হইবে না। যেখানে সংব্যবস্থাপন অতিক্রম হইবে না সেখানে তাঁহাদিগের অনুমোদন, যেখানে অতিক্রান্ত হইবে, সেখানে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ।

সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী প্রেরিতবর্গের উপরে চাপ দিবেন, ইহা আমরা কেন অনুমোদন করি, তাহার কারণ বলা আবশ্যক। প্রেরিতবর্গের সেবা গ্রহণ বা অগ্রহণ এতৎসম্বন্ধে সাধারণের অধিকার আছে। এই অধিকারের অনুসরণ করিয়া বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের প্রতি সাধারণ বৌদ্ধগণ যে প্রকার ব্যবহার করিয়াছিলেন, সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী ইচ্ছা করিলে সে প্রকার ব্যবহার করিতে পারেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ যখন সংঘের একতা ভঙ্গ করেন, এবং বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত হন, তখন সাধারণ বৌদ্ধগণ তাঁহাদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা ভিক্ষাদান প্রভৃতি বন্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছেন, আমরা যদি তাঁহাদিগের ন্যায় শ্রীদরবারভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইয়া থাকি, তবে আমরা কেন সে প্রকারে অপমানিত হইব না? ভিক্ষুগণ অন্যথা অপমান নিন্দা ঘৃণা ভিক্ষাবন্ধ প্রভৃতিতে ভয় পাইয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন আমরা এরূপ নীচ তাঁহাদিগকে মনে করি না, বুদ্ধদেবকে অবমাননা করিয়া বিসংবাদের পথে ধাবিত হইয়াছিলেন তাই তাঁহাদিগের অনুতাপ হইয়াছিল। আমরা দেখিতে চাই, আমাদিগের প্রতি তাদৃশ দোষারোপ হয়, এবং সেই সকল দোষ স্পষ্টরূপে গ্রথিত হয়। যদি আমরা দেখিতে পাই, আমরা ন্যায় নীতি ও সত্যানুসারে আন্দোলন মধ্যে কোথাও পদচালন করি নাই, আমাদিগের স্খলন হইয়াছে, আমরা অনুতপ্ত হইতে কেন কুণ্ঠিত হইব? তবে আপাততঃ দেখিতে এখানে সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলী আমাদিগের উপরে বিচারক হইয়া বসিলেন সুতরাং ইহা স্থিরতর সংব্যবস্থাপনের বিরোধী। দৃশ্যাবস্থা ধরিয়া আমরা প্রতিবাদ করিতে পারিলেও প্রতিবাদ করিব না, কেন না যদি যথার্থই তাঁহাদিগের মনে এ প্রকার সংস্কার জন্মিয়া থাকে, তবে প্রতীকারের জন্যও তাহা প্রকাশ করিতে দেওয়া ভাল। কারণ আমরা জানি, আমরা সপ্রমাণ করিতে পারিব, তাঁহারা যাহা স্খলন মনে করিতেছেন তাহা বাস্তবিক স্খলন নহে। আমরা তাঁহাদিগেরই মঙ্গলের জন্য শান্তিসভাযোগে তাঁহাদিগের মনের গুপ্ত ভাব জানিতে অভিলাষী। অস্খলিতপদ থাকিয়া কেবল নিন্দা ঘৃণা ভিক্ষাবন্ধের ভয়ে আমরা কখন প্রণত হইতে পারি কি না, এক বার এ পরীক্ষা হওয়াও সমুচিত।

নববিধানের সাধারণ ও অসাধারণ লক্ষণ।

ঈশ্বর।

আকাশস্বরূপ।

১। অনন্ত নিরাকার পরব্রহ্মের ধারণাপক্ষে আকাশস্বরূপ তাঁহার একটি রূপ এবং এতদ্দ্বারাই তিনি সাধক কর্তৃক যথাযথ বিবৃত হন।

"তুমি মুখে নিরাকার মানিতেছ, কিন্তু তুমি যে সত্য সত্যই প্রতিদিন নিরাকার পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা কর তাহার প্রমাণ কি? অতএব আপনাকে কঠোর পরীক্ষার পরীক্ষিত কর। ধ্যানের সময় ঠিক নিরাকার দেখিতে পাও কি না পরীক্ষা করিয়া দেখ। উদ্বোধনের সময় হইতে উপাসনার শেষ পর্য্যন্ত যথার্থ নিরাকার ব্রহ্মকে কি অমিশ্রিত ভাবে ধারণ করিয়া থাকিতে পার? বিশেষ বিশেষ গুণ যথা লক্ষ্মী সরস্বতী অথবা উদাসীন মহাদেব ভাবিতে ভাবিতে কি কোন সাকার মূর্ত্তি মনে উদিত হয় না, কেবল ব্রহ্মের অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত বৈরাগ্য অনুভব কর? কালী ভাবিতে ভাবিতে কি একপ্রকার কালপাথর

ভাব না. ঈশ্বরের ঘনীভূত অনন্ত শক্তি দেখিতে পাও? অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মের কোন রূপ কোন গুণ অন্তবিশিষ্ট হইতে পারে না। তিনি অনন্ত লক্ষ্মী, অনন্ত সরস্বতী, অনন্ত কালী। বুদ্ধিতে অনন্ত স্বীকার করিতে পার বটে, কিন্তু উপাসনা ধ্যান প্রার্থনার সময় অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পার কি না? অনন্ত লক্ষ্মীকে কিরূপে তুমি পরিমিত ও ক্ষুদ্র ভাবিবে? ব্রহ্মের প্রত্যেক স্বরূপের সঙ্গে অনন্তের সংযোগ। যদি অনন্তকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের লক্ষ্মী কিংবা অন্য রূপ ভাব. তাহা হইলে তোমার মন পৌত্তলিক হইবে। লক্ষ্মী দেবীকে যদি পরিমিত অথচ অতি উৎকৃষ্ট কল্পনা কর, তাহা হইলে নারীর মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নারী এই পর্য্যন্ত সিদ্ধান্ত হইবে, কিন্তু অনন্ত সংযোগ না করিলে ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্পন্ন হইবে না। অতএব ঈশ্বরের কোন স্বরূপকে অন্তবিশিষ্ট মনে করিও না। ব্রহ্ম যিনি তিনি অনন্ত আকাশস্বরূপ। প্রাচীন উপনিষদে উক্ত হইয়াছে. ঈশ্বর আকাশস্বরূপ। এই কথাটী সেবকের মনে অনেক দিন হইতে লাগিয়াছে। ঈশ্বরের কোটি কোটি রূপের মধ্যে আকাশ একটি প্রধান রূপ। তাঁহার লক্ষ্মী সরস্বতী কালী প্রভৃতি যত রূপ দেখ না কেন প্রত্যেকটি আকাশস্বরূপ। যখন তাঁহাকে লক্ষ্মী ভাবিবে তাঁহাকে আকাশলক্ষ্মী ভাবিও, সাকার লক্ষ্মী ভাবিও না। ঈশ্বরকে আকাশস্বরূপ ভাবিলেই তাঁহার কোন আকার অথবা হস্তপদ চিন্তা করা অসম্ভব।" [সে, নি, ৭ সং, ৫১ পৃ।]

২। আকাশস্বরূপ ধারণ না করিলে সাকারে নিপতিত হওয়া অনিবার্য্য।

"যদি ব্রহ্মের এই আকাশস্বরূপ দৃঢ়রূপে ধারণ না কর তবে যোগধ্যানের সময় যতই কেন কাল্পত মূর্ত্তি বিদায় করিবার চেষ্টা কর না, বারংবার সেই সকল কল্পিত মূর্ত্তি আসিয়া তোমার দুর্ব্বল মনকে আক্রমণ করিবে। তুমি অত্যন্ত সতর্ক হইয়া নিরাকার ব্রহ্মপূজা আরম্ভ করিলে, কিন্তু অর্দ্ধেক পথে যাইতে না যাইতে দেখিবে তোমার নিরাকার দেবতা যেন সাকার হইয়া যাইতেছেন, তিনি যেন কখন ভীষণ প্রকাণ্ড চক্ষু, কখন মনোহর সহাস্য বদন দেখাইতেছেন, কখন মঙ্গল হস্ত বিস্তার করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, কখন রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পাপাত্মাদিগকে প্রহার করিতেছেন। সাধক, তুমি অনেক সাবধানতার সহিত ব্রহ্মের নিরাকারত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলে, কিন্তু তোমার পুরাতন অভ্যাসবশতঃ তোমার মন গোপনে নানাবিধ পরিমিত দেবদেবী গঠন করে। তুমি নিজের বুদ্ধিবলে তোমার মনের জঞ্জাল দূর করিতে যত চেষ্টা কর না কেন, তোমার ভিতরের পৌত্তলিকতানির্ম্মাণের কল সহজে বন্ধ হইবে না।" [সে, নি, ৫২ পৃ।]

৩। ব্রহ্মপূজা। ব্রহ্ম আরাধনায় অনন্ত সর্ব্বদা চক্ষুর সন্নিধানে রাখিলে পরিমিত মূর্ত্তিতে নিপতিত হইবার সম্ভাবনা অবরুদ্ধ হয়।

"যে সকল ব্রাহ্ম আপনাদিগকে পরীক্ষিত ও সিদ্ধ মনে করেন তাঁহাদেরও মনের ভিতরে দুই একটি কল্পনার পুতুল দেখা দেয়। এই জন্য মানুষ সর্ব্বদা আপনাকে ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের টানের মধ্যে ছাড়িয়া দিবে। ঈশ্বর চিন্তা করিলেই মন স্বভাবতঃ অনন্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। এক অনন্ত মহাপুরুষ ক্ষুদ্র মানুষকে উর্দ্ধে আকাশের দিকে টানিতেছেন। যে ভূমা পূজা করে নিশ্চয়ই তাহার উর্দ্ধে গতি। যে অনন্ত ভূমার আকর্ষণে আপনাকে না ফেলিয়া নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে বাল্যসংস্কারবশতঃ নীচ ভূমিতে নিপতিত হয়। ব্রহ্মপুরাণ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, মহাদেব প্রভৃতি ব্রহ্মের বিবিধরূপ প্রকাশ করিল. এখন, হে ব্রহ্মসাধক, তুমি ব্রহ্মোপনিষদের সাহায্যে এই লক্ষ্মী, সরস্বতী, মহাদেব, কালীরূপ চারি মুক্তা মুখে লইয়া অনন্ত আকাশের দিকে উড়িয়া যাও। জ্ঞান শ্রী বৈরাগ্য শক্তিরূপ চারি মুক্তা চারি দিকে ছড়াইয়া দাও. দেখিবে অনন্ত আকাশে অনন্ত মুক্তামালা। অনন্ত আকাশ ব্রহ্মের বিচিত্র স্বরূপের অনন্ত মুক্তামালা। মানসপক্ষী যখন উপনিষদ্রূপ পক্ষ সহকারে উর্দ্ধে উড়িতে থাকে তখন সে অনন্ত আকাশে ব্রহ্মের বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হয়। সেই আশ্চর্য্য অনন্ত ভূমা বিরাট মূর্ত্তি দেখিলে আর পুতুলের ধর্ম্ম সেই পক্ষীকে টানিতে পারে না। উপনিষদের পাখী অনন্তের ক্রোড়ে আশ্রিত, আকাশ তাহার আবাস। ব্রহ্মের আকাশরূপ ভাবিলে মনের মধ্যে সাকার হাত পা আসিতে পারে না।" [সে, নি, ৫৩ পৃ।]

৪। আকাশস্বরূপ ভাবিলে হস্ত পদ চক্ষু আদি উপমারূপে থাকিয়া যায় কখন সাকারে পরিণত হয় না।

চেষ্টা করিয়া দেখ, আকাশ চিন্তায় কখন পরিমিত রূপ কল্পনা করিতে পারিবে না। যত দেহ বা আকার ভাবিবে, বড়ই হউক আর ছোটই হউক প্রকাণ্ড আকাশ তাহা গ্রাস করিবে। অনন্ত আকাশ ভাবিলে চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ কিছুই ভাবা যায় না। যদি আকাশরূপ ব্রহ্মের চক্ষু ভাব, সেই চক্ষুই বিস্তীর্ণ অনন্ত আকাশ হইয়া যাইবে। নিরাকার চক্ষু অনন্ত অনাদি চক্ষু। আকাশ চক্ষু আকাশ হাত ভাবিলে সাকার লক্ষণ অবলম্বনের কোন দোষ স্পর্শে না, কেবল উপমা বুঝায়। অসীম আকাশস্বরূপ একথা বলিলে মূর্ত্তি পূজার দোষ পড়ে না।" [সে, নি, ৫৩ পৃ।]

৫। নিরাকার পরিগ্রহ জন্য আকাশগ্রহণ

অন্যথা আকাশের শূন্যত্ব তাঁহাতে নাই, তিনি পরম বস্তু।

"আকাশ নিরাকার। আকাশের রূপ রস শব্দ গন্ধ নাই। আকাশ অচল অটল অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন। এই জন্য বেদান্তে ভগবানের এক নাম আকাশ অর্থাৎ তিনি কোন আকার বস্তু নহেন। তিনি নেতি নেতি। যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি ইহার কিছুই তিনি নহেন, তিনি শূন্য আকাশ। আকাশরূপ ভূমা প্রকাণ্ড বিরাট মূর্ত্তি মহাদেব আমাদের উপাস্য দেবতা। যদি তাঁহার এই মূর্ত্তি চিন্তা কর মনে কোন প্রকার দ্বিধা অথবা চিত্তবিভ্রম জন্মিবে না। বাস্তবিক ঈশ্বর যে ঠিক আকাশের ন্যায় শূন্য তাহা নহে। তিনি পরম বস্তু পরম সত্য। নিরুপম তিনি, তাঁহার তুলনা কোথায়? কোন বস্তুর সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না আকাশের সঙ্গেও তাঁহার সাদৃশ্য নাই। পরন্তু সেই উপাধিহীন আকারবিহীন বস্তুর যদি কোন উদাহরণ আবশ্যক হয়, তবে ব্রহ্মকে আকাশস্বরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি বস্তুতঃ আকাশ নহেন। সাধনার সময় ব্রহ্মকে আকাশস্বরূপ ভাবিলে সাকার মূর্ত্তি কল্পনা অসম্ভব হয়।" [ঐ]।

৬। আকাশস্বরূপের আরাধনায় চিদাকাশের গুরুত্ব সাধক অনুভব করেন, এবং সমুদায় ক্ষুদ্রত্ব অপনীত হয়। সাধন ভজন উপাসনা অনুভূতি প্রভৃতি সমুদায় গভীর হইতে গভীরতম হইতে থাকে।

"আমরা ঈশ্বরের কোমল প্রেমের জন্য তাঁহাকে মা বলি বটে; কিন্তু যাঁহাকে আমরা মা বলিতেছি, তিনি অসীম আকাশে পরিব্যাপ্ত। আমাদের মা কি ক্ষুদ্র মা? মাকে আমার পর্ণকুটীরে সংসারে কার্য্য করিতে স্বচক্ষে দেখিলাম; কিন্তু তিনি কি কেবল আমার পর্ণকুটীরে বদ্ধ? পুরাণে লক্ষ্মী সরস্বতী মহাদেব কালী পাইলাম বলিয়া কি ঈশ্বর পরিমিত? ইহারাইতো বেদান্তশাস্ত্রে চিদাকাশ ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। * * * এই অনন্ত চিদাকাশে, হে ব্রাহ্ম, তুমি সাঁতার দাও, ডুব সাঁতার দাও, চিত সাঁতার দাও, ইহার মধ্যে অবিশ্রান্ত বিচরণ কর, খেলা কর। এই আকাশ মূর্ত্তি, এই বিরাট মূর্ত্তি ধ্যান কর, চিন্তা কর, পূজা কর। দেখ প্রকাণ্ড আকাশরূপ ব্রহ্ম মস্তকের উপরে। যত ক্ষণ না ঐ চিদাকাশের গুরুত্ব অনুভব করিবে, তত ক্ষণ হৃদয়ের লঘুতা ক্ষুদ্রতা অসারতা ও নীচতা যাইবে না, এবং হৃদয় লঘু থাকিলেই জানিবে ব্রহ্মপূজা পূর্ণ হয় নাই। * * * তুমি যখনই বলিবে, 'আছ ঈশ্বর' তৎক্ষণাৎ এক আকাশব্যাপী অনন্ত সত্তার গুরু ভারে তোমার বুক আক্রান্ত হইবে, এবং সমুদায় মনের উপর ভার পড়িবে। ভারের অর্থ কি? ব্রহ্মের বিরাট্ মূর্ত্তির গুরুত্ব। * * * নিরাকার ভার অতি ভয়ানক ভার, উহার ভারে সমস্ত জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। উপাসনা সাধন ভজন গভীর হয়, শরীর লোমাঞ্চিত হয়, হৃদয় প্রেমাচ্ছন্ন হয়, বৈরাগ্য ও বিবেক ঘনতর ও দৃঢ়তর হয় এবং ধর্ম্মোৎসাহ ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রবলতর হয় এবং সমস্ত ধর্ম্মজীবন ঘনীভূত হয়। গুরুভারাক্রান্ত সাধক আনন্দের সহিত তখন বলিয়া উঠেন, হরি হে, এত দিনে বুঝিলাম তোমার প্রেম পুণ্যের তোমার জ্ঞান শক্তির কি ভার। বাস্তবিক ঈশ্বর আকাশের ন্যায় শূন্য অথচ অনন্ত গুরুত্বে পূর্ণ। * * * তুমি দিনে নিশীথে, প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাতে চক্ষু খুলিয়া আকাশস্বরূপ ব্রহ্মের পূজা কর, যতই আকাশের দিকে তোমার চক্ষু তাকাইবে ততই তুমি সংসারের নীচ কামনা ছাড়িয়া মহৎ হইবে এবং ক্ষুদ্র বস্তু ছাড়িয়া ভূমাতে আবদ্ধ হইবে।" [সে, নি, ৫৩—৫৫ পৃ]

মহাসমন্বয়োপনিষৎ।

বেদঃ।

কোঽসৌ বেদঃ, কস্মিন্ বাসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ, কস্মাদ্বামুষ্যাগমঃ, কেন বামুষ্যাপ্যুন্মোদনং গ্রহণং বেতি চতুর্ষু প্রশ্নেষু প্রথমস্তাবৎ, স এবৈষ যথা এক এব রসো বৃক্ষঃ বৃক্ষমধু বিবিধত্বং ভজতে তথৈব জড়েষ্বাত্মসু চ পরাত্মনশ্চিদ্বিলাসঃ। ১। একোঽপি ন তন্নিখিলভেদো মধুরসমপর্য্যায়স্তথাস্য পরোক্ষত্বেনাপরোক্ষত্বেনাপরা পরা বিদ্যেত্যভিধ্যা। ২। জড়েষ্বাত্মসু চ বিদ্যোতমানা চিত্তেষাং স্থিত্যাদিহেতুভূতাং নিখিলনিয়মরাজিকাঙ্ক্রিয়াপ্রকাশাপরপর্য্যায়াং ব্যাকাশয়ৎ। তদনুসরণক্রমেণ বিহিতা সংহিতা বিবিধাসু শাখাসু প্রভিন্না পরোক্ষপ্রিয়ত্বেনাপরেতি সংজ্ঞাং লভতে। সেহ সা চিৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধেনাধিক্রিয়তে কিন্তুর্হি তদ্বাহ্যবিলাসসমাশ্রয়ণেনৈব। ৩। পরাস্তু ভেদশ্চিদেকরসঃ সর্ব্বত্র ত্যমেবাধিকুর্ব্বতী মন্ত্রব্রাহ্মণাদিষু যদ্যৎ পরোক্ষং তৎপরিহায় সর্ব্বাগমজাতসিদ্ধান্তানক্কে নিধায়ানন্তাং তানন্তত্বেনাবিষ্কুর্ব্বতী দেবমনুষ্যাদিষু তত্তদ্গ্রহণসামর্থ্যানুবিধায়িত্বেন প্রাকট্যং ভজতে। ৪। স এবৈষা বাণী চিন্ময়ী শাশ্বতী নিত্যপ্রবহমাণা যদিচ্ছেদেন বিপরিবর্ত্তিতা কালেন চ বিলুপ্তেত্যাহ যোগাচার্য্যঃ স্বশিষ্যায় প্রিয়ায়োদ্ধবায়। কুত্র কুত্রচিচ্ছ্রোত্রাণাং প্রত্যক্ষবেদত্বে ভিন্নত্বেঽপি লুপ্তবেদশাখাগতবিষয়সাম্যত্বেনাবিরুদ্ধত্বমেষামিতি জৈমিনিঃ। পূর্ব্বপূর্ব্বৈরনভিহিতানাং পরপরৈরভিপূরণমিতি পৌরাণিকাঃ। এবং ব্যক্তাব্যক্তভেদেনাস্যানন্তত্বমেব তেষামভিপ্রায়ঃ। ৫। প্রেরণাত্মিকেতি মন্ত্রদ্রষ্টারঃ; বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময় ইতি রহস্যবিদঃ, শক্তিনিত্যানাদিনিধনা বাগিতি পৌরাণিকাঃ, বেদ্যঃ সত্যমেব সইতি

তেষু তত্ত্ববিদঃ, বর্ণাত্মক স্যোৎপত্তিধ্বংসশীলত্বেহ প্যর্থময়স্য নিত্যস্য শব্দস্য বিধিনিষেধপরস্য বন্ধমুক্তিহেতুভূতস্য কর্ম্মোপদেশকস্য তু কর্তৃসাধনাদ্যভাবেনাফলস্যাপি বেদত্বমিতি দার্শনিকাঃ, ইচ্ছাময়স্যেচ্ছাজ্ঞা চেতি নৈগমিকাঃ, সৃষ্টিকারণভূতা পরব্রহ্মবিলাসিনী বাগিত্যৈশাসাঃ, স্বয়ম্ভুবা সন্দেশহারিণা পবিত্রাত্মনা বা প্রেরিতপুরুষং প্রত্যাবিষ্কৃতো বিধিনিষেধএব সইত্যর্চ্চাবিধ্বংসনপ্রতিজ্ঞা নিরংশিবাদিনঃ, অনাদিপরম্পরয়া বুদ্ধবোধিতা বোধিসত্ত্বদেশনা বা সংসারসাগরোত্তারোপায়ভূতা সইতি দৃশ্যবেদবিরোধিনঃ সুগতাঃ। ৬। অথ কিমেতেষাং মতভেদেন বেদস্যাপি ভিন্নতা? ভিন্নদর্শিনাং দৃশৌ ভিন্নত্বেন লক্ষিতস্যাপি তস্য ন বস্তুতো ভেদঃ। সর্ব্বেষাং বাদিনাং যল্লক্ষ্য একত্বমস্তি সংজ্ঞাব্যতিরেকশ্চ। ৭। কথং চিদেব বাণী প্রাণো মনঃ সত্যমিচ্ছেত্যাদ্যা সৃষ্টিনিদানভূত বা? সৃষ্টেঃ প্রাক্ নিদ্রিতা ব্রহ্মশক্তির্ব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতা। যদা হি তস্য সৃষ্টেরভিপ্রায়স্তদৈবাত্মাঃ প্রকাশো বাঙ্মনঃপ্রাণাদিরূপেণ। ন হ্যেষা চিন্ময়াৎ পরাত্মনো ভিন্না তস্মিন্নেব চিদ্রূপেণ নিত্যপ্রতিষ্ঠিতা জীবাদিষু প্রাণস্য প্রাণো মনসো মন ইত্যাদি গ্রহণভেদেন ভিন্নাকারেণাবির্ভূতা তত্তদভিখ্যাঃ লভতে। সত্যা চিন্ময়ীচ্ছা প্রথমতো মনসি প্রাদুর্ভূতা চিন্তারূপেণ তদেকত্বমাপন্না প্রাণশক্ত্যা বহির্বাগ্রূপেণাবিষ্কৃতস্বরূপা বেদং ব্যতনোদতস্তৈস্তৈস্বরভেদোপচারাদ্ ভিন্নভিন্নেষাগমেষু ভিন্নভিন্নশব্দৈঃ শব্দিতা। ৮ ন খলু বাগযন্ত্রেণ বিনা নাস্তি বাক্স্ফূর্ত্তিরিত্যায়াতং ব্রহ্মণঃ শরীরিত্বমিতি মন্তব্যম্। "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণ" ইত্যাদি ন্যায়েন তস্যেন্দ্রিয়ং বিনাপি তস্য তৎকর্ত্তৃত্বম্। ৯। নায়মচিন্ত্যত্বেনোপেক্ষ্যঃ। শক্তিরেব সর্ব্বত্র তত্তন্নামভিরভিহিতা যন্ত্রাণি তু কেবলং ভূমিকাশভূময়এব। সৈব বাগিতি তদ্বিষয়কো জটিলতমঃ স্ফোটবাদোহপ্যতএব সাধুঃ। সারভূততত্ত্বমুচ্যতে শ্রীমন্মহাসমন্বয়াচার্য্যবাক্যেন "কাসৌ ব্রহ্মবাণী? নেয়ং প্রাকৃতঃ শব্দঃ কিন্তাহ ব্রহ্মশক্তির্ব্রহ্মজ্ঞানং ব্রহ্মপ্রেমা ব্রহ্মেচ্ছেতি।"

ইতি শ্রীমহাসমন্বয়োপনিষদি বেদনিরূপণে প্রথমাধ্যায়ে প্রশ্নাবতারণব্যাখ্যাখ্যা প্রথমা বল্লী।

বেদ কি, বেদ কোথায় প্রতিষ্ঠিত, কোথা হইতে ইহার সমাগম, কেই বা ইহার অনুমোদন ও গ্রহণ করে, এই চারি প্রশ্ন মধ্যে প্রথমতঃ প্রথম প্রশ্ন [বিবৃত হইতেছে]। যেমন একই রস ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া বিবিধ প্রকারের রসে পরিণত হয়, তেমনি পরমাত্মার একই জ্ঞান * জড় ও আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্নাকারে প্রকাশ পায়। রস এক হইলেও যেমন তাহার বিবিধাকারে প্রকাশকে একমাত্র মধুর বলা যায় না, তেমনি জ্ঞানরূপে এক সেই বেদ পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ ভেদে পরা এবং অপরা বিদ্যা বলিয়া অভিহিত হয়। জড় ও আত্মাতে প্রকাশমান ঈশ্বরের জ্ঞান সেই সকলের স্থিতি আদির কারণ আত্মক্রিয়ার প্রণালীভূত নিখিল নিয়মরাজি প্রকাশ করিয়াছে। এই নিয়মনিচয়ের অনুসরণ ক্রমে যে সকল সংহিতা লিখিত হয়, তাহারা [মনোবিজ্ঞানাদি] ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত। [সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঈশ্বরকে লক্ষ্য না করাতে] পরোক্ষপ্রিয়তা প্রকাশ পায়, এজন্য ইহা অপরা এই সংজ্ঞা লাভ করে। এখানে ঈশ্বরের জ্ঞান সাক্ষাৎসম্বন্ধে অধিকৃত হয় না কিন্তু বাহিরে তাহার যে সকল ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহাই অবলম্বিত হইয়া থাকে। পরানামক বেদবিভাগ ঈশ্বরজ্ঞান ভিন্ন আর কিছু জানে না। সর্ব্বত্র সেই জ্ঞান অধিকার করিয়া মন্ত্রব্রাহ্মণাদিতে যাহা যাহা পরোক্ষ তাহা পরিহার পূর্ব্বক সমুদায় শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ক্রোড়ে গ্রহণ করে, এবং সেই অনন্ত জ্ঞানকে অনন্তরূপে প্রকাশ করত দেবমনুষ্যাদির গ্রহণ সামর্থ্যানুসারে আপনি প্রকাশ পায়। বেদ চিন্ময়ী বাণী। ইনি নিত্যকাল আছেন, নিত্যকাল ইনি প্রবহমাণ রহিয়াছেন বুদ্ধি ভেদে ইনি বিপরিবর্ত্তিত এবং কালে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, এই রূপ যোগাচার্য্য স্বীয় প্রিয়শিষ্য উদ্ধবকে বলিয়াছেন †। জৈমিনি বলেন, যে সকল বেদ আছে, তৎসহকারে কোন কোন শাস্ত্রের মতভেদ দৃষ্ট হইলেও সে সকল বিলুপ্ত বেদশাখানুসারে নিবদ্ধ, সুতরাং অবিরুদ্ধ। বেদে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা স্মৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, স্মৃতিতে যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, পুরাণে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্বের অনভিহিত বিষয় পর পর দ্বারা পরিপূরণ হয় পৌরাণিকেরা বলেন। ইহাঁদিগের এরূপ বলিবার অভিপ্রায় কেবল ব্যক্তাব্যক্ত ভেদে বেদের আনন্ত্য প্রদর্শন মাত্র। বেদকে মন্ত্রদ্রষ্টা বৈদিক ঋষিগণ প্রেরণা, উপনিষৎকারগণ বাক্য মন ও প্রাণ, পৌরাণিকগণ সৃষ্টির কারণভূত আদি ও অন্তবিহীনা বাক্, পৌরাণিকগণ মধ্যে যাঁহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহারা সত্য বলেন। দার্শনিকেরা বলেন, বর্ণাতিরিক্ত অর্থরূপ বিধিনিষেধজ্ঞাপক বন্ধনমুক্তির হেতু নিত্য শব্দ বেদ। উপযুক্ত অনুষ্ঠাতা প্রভৃতি না থাকাতে যদিও ফল দৃষ্ট হয় না, তথাপি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক নিত্য শব্দও তাঁহাদিগের মতে বেদ। নিগমানুযায়িগণ ইহাকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আজ্ঞা

* সভিদ্যতে বেদময়ঃ স বেদং
করোতি ভেদৈর্বহুভিঃ সশাখম্।
শাখাপ্রণেতা স সমস্তশাখা
জ্ঞানস্বরূপো ভগবাননন্তঃ॥
বিষ্ণু পু, ৩ অং, ৩ অ, ৩০ শ্লো।

† দৃশ্য বেদে ভক্তির উল্লেখ নাই, তবে ভক্তি কি বেদবিরুদ্ধ? না বেদবিরুদ্ধ নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য উহাকে লুপ্ত বেদের অন্তর্গত করা হইয়াছে।

খ্রীষ্টানগণ ইহাকে সৃষ্টির কারণভূতা ঈশ্বরহৃদয়বিহারিণী বাক্, পৌত্তলিকতাবিনাশে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নিরংশিবাদী য়িহুদী ও মুসলমানগণ প্রেরিত পুরুষের প্রতি যিহোবা বা দূতরূপী পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত বিধিনিষেধ এবং দৃশ্যবেদবিরোধী বৌদ্ধগণ ইহাকে অনাদিপরম্পরা বুদ্ধ প্রকাশিত জ্ঞান বা উপদেশ বলিয়া থাকেন।

এই সকল মতভেদ বশতঃ বেদেরও কি ভিন্নতা মানিতে হইবে? ভিন্ন দার্শিগণের দৃষ্টিতে ভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই। কারণ সকল বাদীরই লক্ষ্যে একত্ব আছে, এবং পরস্পর পরস্পরের সংজ্ঞা স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বর জ্ঞান কি প্রকারে বাণী প্রাণ, মন, সত্য ও ইচ্ছাদি হইল, এবং উহা সৃষ্টির আদি কারণই বা কিরূপে? সৃষ্টির পূর্ব্বে নিদ্রিতা ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মেতেই অবস্থিত ছিলেন। যখন তাঁহার সৃষ্টির অভিপ্রায় হইল, তখন সেই শক্তি বাক্য মন প্রাণাদিরূপে প্রকাশ পাইলেন। শক্তি চিন্ময় পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহেন, তাঁহাতেই ইনি নিত্য প্রতিষ্ঠিত, তবে জীবাদিতে প্রাণের প্রাণ মনের মন ইত্যাদি গ্রহণ ভেদে ভিন্নাকারে আবির্ভূত হইয়া তত্তান্নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। চিন্ময়ী সত্য ইচ্ছা প্রথম মনে আবির্ভূত হইলেন, চিন্তারূপে তিনি মনের সঙ্গে এক হইয়া গেলেন, তখন প্রাণ শক্তি দ্বারা তিনি বাক্যরূপে আপনার স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। এইরূপে ইনিই বেদ বিস্তার করিলেন। এই কারণেই জ্ঞান সত্য ইচ্ছা বাক্য মন প্রাণাদির সঙ্গে অভিন্নভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন শব্দে ইনি লক্ষিত হইয়াছেন।

বাগযন্ত্র বিনা কখন বাক্যের স্ফূর্ত্তি হয় না, অতএব বাক্য বলিতে গেলে ব্রহ্মের শরীরী হইতে হইল ইহা কখন মনে করিও না। "তাঁহার পদ নাই, অথচ তিনি দ্রুতগামী, তাঁহার হস্ত নাই, অথচ তিনি ধরেন, তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ তিনি দেখেন, তাঁহার কর্ণ নাই, অথচ তিনি শ্রবণ করেন" ইত্যাদি যুক্তি অনুসারে সেই সেই ইন্দ্রিয় বিনা ঈশ্বর সেই সেই কার্য্য করিতে পারেন, স্থির হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য কিরূপে হয়, ইহা আমরা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারি না বলিয়া এ যুক্তি উপেক্ষার বিষয় নহে। ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্যভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে বটে, কিন্তু উহারা বস্তুতঃ শক্তিমাত্র, যন্ত্র সকল কেবল সেই শক্তির বিকাশভূমিমাত্র। সেই শক্তিই আবার বাক্য। অত্যন্ত জটিল হইলেও শব্দবিষয়ক স্ফোটবাদ এই জন্যই ঠিক। শ্রীমৎপরমহংসদেবের বাক্যে সারভূত তত্ত্ব বলা যাইতেছে, "এই ব্রহ্ম কথা কি? ইহা কোন প্রকার প্রাকৃত শব্দ নহে। ইহা ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মের ইচ্ছা।"

হিন্দুজাতির উদারতা।

নববিধান অন্যত্র সমুদিত না হইয়া ভারতবর্ষে কেন সমুদিত হইল, ইহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। ভারতার্য্যগণের ন্যায় অন্যত্র ঈদৃশ উদারতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মসম্বন্ধে মতসম্বন্ধে ইহাঁরা চিরকাল যে প্রকার উদার ভাব পোষণ করিয়া আসিয়াছেন দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। সময়ে অস্পষ্টভাষী বলিয়া যাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিতেন, এবং যজ্ঞাদিতে তাদৃশ ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার যাঁহাদিগের নিকট অনভ্যুদয়ের কারণ বলিয়া প্রতীত হইত, তাঁহাদিগেরই ঈশ্বরকে আবার ইহাঁরা বৈদিক সূক্তের বিষয় করিয়াছেন। যবনগণের উপাস্য অল্লা (আল্লা)কে ইহাঁরা ক্ষুদ্র পদ দান করেন নাই। অল্লা ইল্লা এবং মিত্রাবরুণ সমুদায় সৃষ্টি করেন। ইল্লা গূঢ় ছিলেন, বরুণ তাঁহাকে জনসন্নিধানে প্রকাশ করিয়াছেন। তেজস্কাম হইয়া দেবতাবর্গ ইহাঁদিগকে আহ্বান করিয়া থাকেন। অল্লাই পৃথিবী অন্তরীক্ষ চন্দ্র সূর্য্যাদি সকলই। এই অল্লা যে মুসলমানগণের আল্লা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না "ইল্লাকবর ইল্লল্লা" বলাতে তদ্ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। "অল্লো রসূলমহমদরকং বরস্য" এ স্থলে "রসূর" শব্দ "রসূলে" "মহমদ" শব্দ "মহম্মদে" পরিণত করিলে একেবারে মুসলমানগণের উপাস্য একেশ্বর আল্লা না হইয়া আর কিছুই বুঝায় না। আমরা আথর্ব্বণ সূক্তটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ওঁ ইল্লল্লা ইল্লে মিত্রাবরুণো দিব্যানি ধত্তে।
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ।
হয়ামি মিত্রো ইল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লালাং বরুণো
মিত্রঃ তেজস্কামাঃ।
হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্রো মহাসুরিন্দ্রাঃ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রাহ্মণমল্লাং অল্লো
রসূরমহমদরকংবরস্য অল্লো অল্লাং আদল্লাবুকমেককম্।
অল্লাং বুকং নিখাতকম্।
অল্লো যজ্ঞেন হুতহুত্বা অল্লা সূর্য্যচন্দ্রসর্ব্বনক্ষত্রাঃ
অল্লো ঋষীণাং সর্ব্বদিব্যা ইন্দ্রায় পূর্ব্বং মায়া পরমন্ত
অন্তরীক্ষাঃ।
অল্লো পৃথিব্যা অন্তরীক্ষং বিশ্বরূপং দিব্যানি ধত্তে
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পুনর্দ্দদুঃ।
ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লল্লা
অনাদিস্বরূপা অথর্ব্বণী শাখাং
হুঁ হ্রীঁ জনান্ পশূন্ সিদ্ধান্ জলচরান্ অদৃষ্টং কুরু
কুরু ফট্।
অসুরসংহারিণীং হুঁ অল্লোরসূলমহমদরকংবরস্য
অল্লো অল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লঃ।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাপ্ত স্তম্ভে ঢাকাস্থ নববিধানমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া ক্রমে যে কয়েক খণ্ড পত্র প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে "ঢাকার ভাদ্রোৎসব" শীর্ষক প্রস্তাবে যে সকল অভিযোগ প্রচারিত হইয়াছে কর্ত্তব্যানুরোধে তাহা খণ্ডন করিতে বাধ্য হইলাম। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী ধর্ম্মতত্ত্বে এই পত্র প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

১। অত্রত্য সমাজ ভারতবর্ষীয়শাখাসমাজ নামে পরিচিত থাকার সময়েও যেরূপ স্বাধীন ছিল, "পূর্ব্ববঙ্গ নববিধান সমাজ' নামে আখ্যাত হইয়াও তদ্রূপই আছে। নাম পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ইহার স্বাধীনতার হ্রাস বৃদ্ধি হয় নাই।

২। "নূতন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন ও প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য আমি করিয়াছি, এইক্ষণ মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা আমি করিতে পারিতেছি না," ইত্যাদি কথা বলিয়া প্রেরিত দলকে নিমন্ত্রণ করিতে প্রস্তাব করি নাই। বস্তুতঃ ভিত্তি স্থাপন ও প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যও আমাদ্বারা সম্পন্ন হয় নাই। প্রতিষ্ঠা কার্য্য ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার কথা গত বৎসর ধর্ম্মতত্ত্বেও প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার প্রস্তাব এই ছিল যে, প্রেরিত দল সমবেত ভাবে এখানে আসিয়া রীতিমত নূতন মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠার কার্য্য সম্পন্ন করেন, এই নির্দ্দেশ আমি অনেক দিন হইল পাইয়াছি। অতএব এই কার্য্য রীতিমত সম্পন্ন করিবার জন্য প্রেরিতদিগকে সমবেত ভাবে এখানে এ সময়ে শুভাগমন করিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করা হউক। তাহা না হইলে আমাদ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবেক না। মণ্ডলী কর্ত্তব্য বোধ করিলে অবশ্যই করিতে পারিবেন। মণ্ডলী আমার প্রস্তাব গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেরিত দলকে সমবেত ভাবে শুভাগমন করিতে নিমন্ত্রণ করেন।

৩। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ১৭ই ভাদ্র মঙ্গলবারের সভায় কিছু বলিতে ইচ্ছা করিলে বলিতে পারেন এরূপ অনুরোধ আমিই করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি সোমবারেই প্রচারে বাহির হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে মণ্ডলী তাঁহাকে অন্ততঃ সপ্তাহকালঢাকায় থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। আমার অনুরোধসম্বন্ধে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই। সভায় জীবনবেদপাঠের কথা ছিল না। সে দিবস অন্য সময়ে তাহা পঠিত হওয়ার কথা ছিল। সে দিনকার বক্তৃতাতে আচার্য্য মহাশয়ের বিষয় সংক্ষেপে বলা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার জীবনেই যে বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধ পুরাণ এবং তন্ত্র প্রকাশিত হইয়া নববিধানের মহাব্যাপার সংঘটন করিয়াছে তাহা যথাযথরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনে বিশেষ ভাবে বিশুদ্ধবেদ ও বেদান্ত প্রকাশের কথা সমধিক বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছিল।

৪। আমি পূর্ব্ববাঙ্গালাস্থ নববিধানের নেতা বলিয়া আমাকে কখনও পরিচিত করি নাই। অত্রস্থ নববিধানমণ্ডলীও আমাকে নেতা বলিয়া মনে করেন না। আমি প্রচারক ভাইদিগকে আমার অধীনস্থ করিয়া অনুগত করিয়াছি এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। "ইহা বিশেষ ক্ষমতার কার্য্য" বলিয়া লেখক যে আমাকে গৌরব দিয়াছেন তাহাতে আমার বক্ষে শেল বিদ্ধ হইয়াছে। আমার যে কোনও ক্ষমতা নাই তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই জানেন। স্বর্গীয় আচার্য্যদেবের স্বকীয় ক্ষমতাতে নববিধানের কোনও কার্য্য হইয়াছে তাহাও আমি মানি না। তিনি সতী নারীর ন্যায় বিভুচরণে সমুদায় সমর্পণ করাতেই নববিধান প্রকটিত হইয়াছে। ভগবানেরই সমুদয় গৌরব, ভক্ত তাঁহার ছায়ামাত্র। পবিত্রাত্মা ভগবান ব্যতীত অন্য কেহ নেতা হইতে পারে ইহা আমার বিশ্বাস নহে।

৫। ১লা আশ্বিন নবমন্দিরে রীতিমত সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই। উৎসবান্তে উপাসনার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে বাহিরের লোকদের সুবিধার জন্য আমার অনুরোধমতে এক নূতন উপাসকমণ্ডলী গঠনের কথা হইয়াছিল। বস্তুতঃ মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনাপ্রতিষ্ঠাকার্য্য রীতিমত সম্পন্ন হয় নাই। সাপ্তাহিক উপাসনা মন্দিরে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া তথায় উপাসনা চলিতেছে। যাঁহারা নববিধান মণ্ডলী ভুক্ত নন, বিশেষ ভাবে তাঁহাদের সুবিধার জন্যই নূতন উপাসকমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। এই উপাসক মণ্ডলী সভাতে উপাসনাদি বিষয়ে আলোচনা হইয়া থাকে। কয়েটি যুবকও ইহার শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। নববিধানমণ্ডলী ভুক্ত কোন এক উপাসক না বুঝিয়াই যে ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন তাহা আমি পরে জানিতে পারিয়াছি।

৬। স্বর্গীয় আচার্য্যদেব কলিকাতাস্থ দুইজন প্রেরিতকে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচারকার্য্যের* সাহায্যের জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী করিয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু পত্র প্রেরক যে ভাবে সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। দরবারের তিন জন প্রচারক সমবেত ভাবে আসিতে চাহিলে কি হইবে? সমুদায় প্রেরিতদিগকে সমবেত ভাবে শুভাগমন করার জন্য যখন স্পষ্টাক্ষরে পত্র এবং টেলিগ্রাম দ্বারা নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল, তখন তিনজনকে সমবেত ভাবে সম্মতি দেওয়ার ত কথাই ছিল না†। নবমন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা কার্য্য যে রীতিমত সম্পন্ন

* এতৎসম্বন্ধে শ্রীদরবারের নির্দ্ধারণ এই—"পূর্ব্ববাঙ্গলা—ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী এবং ৬ জন সহকারী।" সং।

† অবিনয় প্রদর্শিত হইলেও শ্রীদরবার স্নেহ প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাই আত্মক্রোড়স্থের কল্যাণার্থ তিন জন প্রেরিতকে প্রতিনিধিরূপে যাইতে অনুমতি করেন।

হইতে পারে নাই এবং তথাপি যে তথায় সাপ্তাহিক উপাসনা চলিতেছে, তজ্জন্য কে কত দূর দায়ী অন্তর্য্যামী ভগবান ব্যতীত আর কেহ তাহা জানিতে সক্ষম নহে। ইহার বিচারকর্ত্তা তিনি ভিন্ন আর কে আছে? এক জন উপাসককে ইচ্ছা পূর্ব্বক বাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহা কখনও হইতে পারে না। ভুলক্রমে বিজ্ঞাপনে তাঁহার নাম না লিখাতে যে ক্রটী হইয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

৭। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়কে এই বলিয়া অনুরোধ করা হইয়াছিল যে যাহাতে কলিকাতা হইতে প্রেরিতদল সমবেতভাবে আসিয়া এখনও মন্দিরে রীতিমত সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে তিনি সাহায্য করিবেন, প্রেরিতদল সমবেত ভাবে আসিলে বিশেষ উৎসব সম্পন্ন করিয়া রীতিমত সাপ্তাহিক উপাসনাপ্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হইবে ইহাও বলা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা হইতে পারিবে না, এমন কথা কখনও হয় নাই। প্রেরিতবর্গকে জ্যেষ্ঠ বলা হয় বলিয়া কনিষ্ঠের যাহাতে জীবনের কার্য্যে গোল বাধে এমন ভাবে কতিপয় জ্যেষ্ঠ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কনিষ্ঠের বাড়ীতে আসিতে চাহিলে, কনিষ্ঠ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিতে অক্ষম হইলে যে অনাদর ও উপেক্ষা প্রদর্শিত হয় তজ্জন্য কনিষ্ঠ বাস্তব অপরাধী কি না লিখক তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। লিখকের অনেক কথাতে এই প্রতীতি হয় যে তিনি এক জন ভিতরের লোক। অতএব তাঁহার চরণে আমার এই বিনীত নিবেদন যে নববিধান সমাজে প্রজ্বলিত বিবাদানলে দোষারোপরূপ ঘৃতাহুতি না দিয়া তিনি একবার শান্তি সংস্থাপনের জন্য ব্যস্ত হউন। কিমধিক মিতি।

নিবেদন
শ্রীবঙ্কচন্দ্র রায়।

PRAYER FOR OUR CHILDRN.

The present generation Thou hast placed under Thy safe-keeping, O God, and unto its varied wants and necessities Thou art ministering like a kind father and a tender mother. Thy richest mercies Thou art showering unsparingly upon us. Many are Thy testimonies which Thou hast vouchsafed unto us, and we feel exceedingly thankful and joyful. Sometimes it has seemed to us that Thy loving kindness unto us exceeds beyond measure the ordinery outpourings of Thy general Providence. We live under Thy special providential care and leading, and we have tasted Thy mercies as few else have. Thou hast purchased our hearts with the price of thy special grace. Good Father, Thou hast been very good and kind to us. Wilt Thou not be kind to our children and our children's children? The next generation is in need of Thy paternal care and maternal solicitude. What will be the lot of our children? Will they not share with us the heavenly joys and blessings Thou hast so freely given unto us? Wilt thou not plunge them into that deep sea of rapturous communion into which we have been thrown? Will not that fire of inspiration and enthusiasm kindle their souls which has quickened us so marvellously? Or will the sea gradually ebb away and the fire cool down before their time comes? Will the age of apostolical enthusiasm be over and be succeeded in their time by a cold, calculating system of rationalism, destitute of faith and fervor? Will the children and grand children of Theists be miserable deists? Shall we in our old age rejoice to see around us our beloved children join their parents in celebrating the festivities of the Lord and extending His holy kingdom; or shall we be distressed to see them sink into lethargy, worldliness, scepticism and indifferentism? Will they be the burden of our hearts or the joy of our souls? Father, we are anxious, most intensely anxious, that our children may be partakers of the beatitude of the New Dispensation, and that they may worthily carry on the good work the present generation has commenced under Thy guidance and inspiration. Grant, merciful and Beloved Father, that this our cherished desire may be gratified. Lord make our children worthy of Thy Dispensation.—*The New Dispensation*, August 26, 1881.

সংবাদ।

বিগত ৭ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীদরবারের প্রেরিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া সদলে যোড়াসাঁকো নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র গুপ্তের বাটীতে সন্ধ্যার পর হরি সংকীর্ত্তন করিতে গমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রাতপ ও গ্যাসের আলোয় প্রাঙ্গণ সজ্জিত করা হইয়াছিল। অনেক গুলি ভদ্রলোক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। উপরতলে চিকের মধ্যে মহিলারা উপবেশন করিয়াছিলেন। হারমোণিয়ম, এসরাজ, বেহালা, খোল এবং করতাল সহ কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। প্রেরিতগণের পুত্রেরা এই সকল অধিকাংশ বাদ্য করেন। মধ্যে সত্যং জ্ঞানমনন্তং উচ্চারণ এবং প্রার্থনা হয়। বালকেরা সুমিষ্ট স্বরে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত করিয়া সকলকে মোহিত করিয়াছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত ব্রহ্মসংগীত সঙ্কীর্ত্তন হয়। সকলেই উৎসাহিত ও বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। গৃহস্থ বাড়ীকে পবিত্র জ্ঞান করিলেন। ফলতঃ যাঁহারা হরিগুণ কীর্ত্তন করেন, যাঁহারা তাহা শ্রবণ করেন এবং যেখানে তাহা হয় সকলই পবিত্র হইয়া যায়। গৃহস্থেরা উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় ভোজন দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। প্রেরিতগণ এবং তাঁহাদের দলের প্রতি তাঁহারা বিশেষ যত্ন ও আদর প্রদর্শন করেন। শ্রীহরি তাঁহাদিগকে বিশেষ আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই বলদেব নারায়ণ কৃষ্ণনগর হইতে কুমারখালী, কুমারখালী হইতে গোয়ালন্দ, গোয়ালন্দ হইতে মাণিক দহ গমন করিয়াছেন। কুমারখালীতে তিনি ছয় দিন আমাদিগের প্রাচীন বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিনাথ মজুমদার মহাশয়ের আতিথ্যে ছিলেন। কুমারখালীতে "এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক মণ্ডলী" গোয়ালন্দরে "এক ঈশ্বরের সাধন ভজনে ভারতের পরিত্রাণ" তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল।

তিনি স্নেহ করিতে কোন কালে বিরত থাকিবেন না, গ্রহণ করা না করা গ্রহীতার ইচ্ছাধীন। সং।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ২১ সংখ্যা। } ১লা অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৮০৭ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু অনাথশরণ, তোমার যত বড় বড় সন্তান দাস্যে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, আমাদের মাথা কেন উচ্চ হইল, আমরা দাসানুদাস হইয়া প্রণত হইতে চাই না কেন? আমরা তোমার সেই সকল দাসের দাস, সুতরাং সমুদায় মনুষ্যসম্বন্ধে আমরা দাসানুদাস হইব না কেন? হে প্রভো, প্রভু হইবার বাসনা দুর্ব্বল হৃদয়ে এত প্রবল কেন? প্রশংসা গৌরব পাইবার এত অভিলাষ কেন? সকলের মাথার উপরে স্থান না পাইলে মন উল্লসিত হয় না কেন? অপমানে মন নরম হইয়া যদি আরো প্রণত না হয়, তবে সাধনক্ষেত্রে এত কাল পরিশ্রম করিয়া কি লাভ হইল? দীনজনপতি, বিদলিত হইয়া কি প্রকারে সেবা করিতে হয়, ভাল করিয়া শিক্ষা দাও। সময় আসিয়াছে, যে সময়ে দাসগণ লোকের নিকট ঘৃণিত ও অবমানিত হইবে, লোকে বলিবে ইহারা ধর্ম্ম নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, কেন আর ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করিব, ইহাদিগের ভরণপোষণের জন্য আত্মউপার্জ্জিত ধনের অংশ দান করিব? হে প্রভো, যদি এই সময়ে আমরা সেবার ধর্ম্ম ভাল করিয়া অর্জ্জন না করি, তাহা হইলে তো আর তোমার রাজ্যে দাঁড়াইতে পারিব না। তুমি যে আমাদিগকে তোমার কৃপাযোগে ক্রীত দাস করিয়াছ। ক্রীত দাসগণের তো স্বাধীনতা নাই যে বলিবে বেতন পাইলে তবে সেবা করিব; যাহারা অপমান করিবে আমরা তাহাদিগের সেবা করিব না। শত অত্যাচারেও ক্রীত দাসের আপনাকে সেবা হইতে বিমুক্ত করিতে অধিকার নাই। তোমার সন্তানগণের সেবা করিবার জন্য যখন আমাদিগকে ক্রয় করিয়া লইয়াছ, তখন সমুদায় স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দিয়া একবার দাসানুদাসের মহত্তম ব্রতের মহিমা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করি। ঘৃণা নিন্দা অপমান তোমার দাসগণ আনন্দের সহিত চিরকাল আলিঙ্গন করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সকলের দাস, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আরো সমধিক নিন্দা ঘৃণা অপমান কেন আমরা বহন করিব না? এখন যাহা লোকে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহার আরো শত গুণ বর্দ্ধিত না হইলে তো দাস্যব্রত প্রতিপালন হইল না? পৃথিবীর নিকটে চির দিন যাহাদিগের যাহা প্রাপ্য তাহা না পাইয়া তাহারা এ পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে কি প্রকারে? ইহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট, বিশুদ্ধ ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিতেছে, শীঘ্র শীঘ্র পৃথিবী হইতে ইহাদের বিদায় হওয়া জগতের পক্ষে কল্যাণ,

এই কথা সকলের মুখে পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইবে, তাহা হইলে বুঝিলাম পৃথিবী আমাদিগকে বধ করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছে, কালের পরিবর্ত্তনে তাহারা বাহিরের অস্ত্র দ্বারা মস্তক ছেদন করিল না বটে, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ বাক্য অসি চালনা করিতে করিতে "শীঘ্র শীঘ্র বিদায় হও" এই কথা বলিয়া বধের কার্য্য সমাধা করিতেছে। যদি দাসগণের এমন সৌভাগ্যের দিনই আসিয়া থাকে যে এইরূপে নিরন্তর বধ্যভূমিতে স্থিতি করিবে, তবে সামর্থ্য দাও যে, বধ্যভূমিতে নীচ দাসগণ কি প্রকার প্রভুদিগের প্রতি তখনও অনুরাগ আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারে, একবার তাহার নিদর্শন ইহারা দেখাইতে পারে। দাসগণের প্রভো, তোমার নিকটে আমরা অদ্য এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি আশীর্ব্বাদ দানে ভৃত্যদিগকে কৃতার্থ কর।

প্রেরিতবর্গ সহ সম্বন্ধ।

এ সময়ে প্রেরিতগণ পরস্পরকে, অপরে প্রেরিতগণকে কি ভাবে অবলোকন করিবেন, ইহা লইয়া বিশ্বাসিগণ মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত। আমরা এতৎসম্বন্ধে কি জানি সকলকে অবগত করা একান্ত প্রয়োজন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা প্রেরিত হইয়া পরস্পরের সম্বন্ধ বিষয়ে যেমন বলিতে পারি, অপরের আমাদিগের সম্বন্ধে কিরূপ দৃষ্টি রাখা সমুচিত আমরা তেমন বলিতে পারি না। সে বিষয়ে যাঁহারা সংশ্লিষ্ট তাঁহারাই ভাল বলিতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে ইহা যুক্তযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু এক জন প্রেরিত যখন প্রেরিতমণ্ডলী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়া অপর সকলকে ভক্তির চক্ষুতে অবলোকন করেন, তখন তিনি সাধারণ বিশ্বাসিগণের শ্রেণীতে গিয়া দণ্ডায়মান হন। সুতরাং তাঁহাদিগের সহিত ইহাঁর অনুভূতির একতা থাকিবে ইহা একান্ত স্বাভাবিক। তাই বলি আমাদিগের এ সম্বন্ধে কথা বলিবার অধিকার আছে।

আমরা প্রেরিত হইয়াও প্রেরিতগণের সেবক, কেন না ব্রতধারণকালে এই ব্রতে আমরা দীক্ষিত হইয়াছি। আমাদিগের প্রতি অনুশাসন এই,—

"হে ধর্ম্মার্থিগণ, আগে ছোট তার পর বড়, ছোটতে যে কৃতার্থ হয় বড়তে সে কৃতার্থ হয়। যদি জগতের ভিতরে পরসেবা করিয়া জীবনকে পবিত্র করিবে মনে থাকে, তবে ছোট দল যে তোমরা তোমাদের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া দেখ। যে গুণ তোমাদের এই কয় জনের ভিতরে আয়ত্ত হইবে, সেই গুণ জগৎকে প্রদর্শন করিতে পারিবে। এই অবস্থা ঈশ্বর তোমাদের কল্যাণের জন্য দিয়াছেন। এই অবস্থা অনুসারে স্বীয় উন্নতি করিতে পারিলে জগতের সেবাতে নিরাশ হইবে না। আগে নির্লোভী হইয়া এই কয় জনকে সেবা কর। এই কয় জনকে পরিত্রাণ পথের সঙ্গী এবং ঈশ্বরের সেবক জানিয়া পরস্পরের সেবা শিক্ষা কর। অনেকে একেবারে প্রকাণ্ড জগতের সেবা করিতে গিয়া কার্য্যে কিছুই করিতে পারে না, কারণ অত বড় সমুদ্রে কি কেহ হাল ধরিতে পারে? এই জন্য ঈশ্বর দয়া করিয়া তোমাদের অল্প কয়েক জনকে একত্র করিয়াছেন। এই দলের মধ্যে যাহা কিছু অন্যায় ভাব আছে, তাহা দূর কর। সাধুসঙ্গ এবং সৎপ্রসঙ্গ অভ্যাস কর। তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা বিদ্বেষ থাকিবে না। এই কয় জনকে পর ভাবিতে পারিবে না। অহঙ্কারী বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিতে পারিবে না। এই কয় জনকে সামান্য মনে করিতে পারিবে না। কখনও ক্ষমাবিহীন এবং অপ্রেমিক হইবে না। আলস্যপরায়ণ হইয়া জীবনকে নষ্ট করিও না। আগে একটি সর্ষপকণার ন্যায় স্বর্গ নির্ম্মাণ কর। একত্র অধ্যয়ন, একত্র শিক্ষা লাভ করিবে। সহাধ্যায়ী কয় জন, তোমাদের মধ্যে যত গুলি সাধুভাব আছে, এই কয় জনসম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত কর, জীবন সংগঠিত হইবে। ব্রতীর ভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের সেবা কর, পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন কর।"

আমরা এই ক্ষুদ্রপ্রেরিতদলের সেবায় নিযুক্ত। ইহাঁদের সেবা দ্বারা আমরা জগৎকে সেবা করিতে শিক্ষা করিব। ইহাঁদের সেবাতে আমাদিগের চরিত্র গঠিত হইবে। অবশ্য এই দল মধ্যে যে সকল অন্যায় ভাব আছে, আমরা

তাহার অনুমোদন করিব না, * অনুসরণ করিব না, সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে যত্ন করিব, কিন্তু তাহা বলিয়া এই দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ বীতরাগ হইবার অধিকার নাই। এই দলের কাহাকেও আমরা সামান্য মনে করিতে পারি না। অহঙ্কারী বলিয়া বা অন্য দোষে দোষী বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি না, অবজ্ঞা করিতে পারি না। ইহাঁদিগের সঙ্গী হইয়া আমাদিগকে ক্ষুদ্র স্বর্গরাজ্য গঠন করিতে হইবে, যাহা পরে সমুদায় পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হইবে। এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে যদি আমাদিগের সমুদায় জীবন অতিবাহিত হয়, পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইতে হয়, তথাপি আমাদিগের পরিশ্রমকে আমরা ব্যর্থ মনে করিব না, কোন কারণে এ পরিশ্রম হইতে আমরা বিমুখ হইব না। সর্ব্বতোভাবে একচিত্ত হইয়া সমুদায় জীবন এই কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া আমরা আমাদিগকে ধন্য এবং কৃতার্থ মনে করিব। অন্যে যদি আমাদিগের বৃথা পরিশ্রম দর্শন করিয়া আমাদিগের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে দর্শন করেন, এবং প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ফলপ্রদ ভূমিতে পরিশ্রম করিতে অনুরোধ করেন, আমরা তাঁহাদিগের দয়ার জন্য কৃতজ্ঞ হইব, তাঁহারা যাহা সৎপরামর্শ মনে করেন তাহা অর্পণ করাতে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিব, অথচ আমরা প্রথম হইতে যে বিষয়ে ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইব না। কেন না ঊষর ভূমি কি উর্ব্বর ভূমি আমরা জানি না, ঈশ্বর আমাদিগকে যেখানে কৃষিকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন আমরা সেখানে পরিশ্রম করিব। আমরা দলের প্রতি বিশ্বস্ত চিরবিশ্বস্ত থাকিব। এই দল মধ্যে থাকিলে আমাদিগের পরিত্রাণ। এই দলস্থ লোকদিগকে আমরা কোন দিন সামান্য মনে করি নাই, কোন দিন সামান্য মনে করিব না। ইহাঁরা মানুষ আমরা জানি, এবং মানুষ হইলে যে সকল দোষ থাকিবার সম্ভাবনা তাহা ইহাঁদিগেতে নাই, ইহাও আমরা বলি না। তথাপি আমরা জানি, ইহাঁদিগের মধ্যে এমন কিছু অসাধারণত্ব আছে যাহার জন্য ইহাঁদিগের নিকটে আমাদিগকে চিরকাল প্রণত থাকিতে হইবে। এ অসাধারণত্ব আদর্শমাত্র নহে, কিন্তু বাস্তবিক। ইহাঁরা যে দিক্ দিয়া কেন যাউন না, সে অসাধারণত্ব প্রস্ফুট হইবেই হইবে। কখন জ্ঞাতসারে কখন অজ্ঞাতসারে সেই সেই অসাধারণত্ব ইহাঁদিগের ভিতরে কার্য্য করে, কিন্তু যাহার দৃষ্টি আছে, সে সেই অসাধারণত্ব অনায়াসে ধরিয়া ফেলে। এই অসাধারণত্ব ইহাঁদিগের প্রকৃতির সঙ্গে এমনই মিশিয়া রহিয়াছে যে যখন বলপূর্ব্বক তাহার বিরোধে কিছু করিতে যান, কিছু করিয়া উঠিতে পারেন না, উহাই ইহাঁদিগকে পরাজয় করিয়া ফেলে। এই অসাধারণতা ইহাঁদিগকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে। সমূহ দুর্ব্বলতার মধ্যেও ইহা ইহাঁদিগকে দুর্ব্বল করিয়া আত্মবশে আনয়ন করে। এই অসাধারণত্বই ইহাঁদিগের প্রেরিতত্বের সার এবং ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রীআচার্য্যদেব বলিয়াছেন,

"আমার দলের সমস্ত লোক এবং প্রত্যেক লোকের আমি যেমন দেবত্বের অংশ ও ব্রহ্মাবতরণ দর্শন করি, সেইরূপ দর্শন করিতে হইবে। দল ছাড়া আমি এক জন আছি ইহা ভ্রান্তি, সুতরাং দল ছাড়িয়া আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিরূপে সম্ভব হইবে? দল ও আমি এক জন সমুদায় লইয়া নববিধান। একটি লোকের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা আমাকে অস্বীকার। প্রত্যেকের পদধূলি ভক্ষণ ও প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরিতকে দর্শন, ইহা ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছি না। রিপু গুলি ছাড়িয়া পরস্পরের হইয়া আমাকে লইতে হইবে। কে প্রস্তুত? দলছাড়া দলপতির নিকট আসিবার পথ নাই। অন্য পথ চোরের পথ। আমরা এক জন আমি এই বিশ্বাস করি।"

* হিন্দুধর্ম্মে গুরুর প্রতি এত প্রগাঢ় ভক্তি, অথচ সেখানেও এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়। "অন্যায়াদ্বক্তি যো মোহাদন্যায়াচ্চ শৃণোতি চ। তাবুভৌ নরকে যাতো যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥" "মোহবশতঃ অন্যায় পূর্ব্বক যে বলে, মোহবশতঃ অন্যায় পূর্ব্বক যে শোনে, সে দুজনই যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকে নরকস্থ হয়।"

সমগ্রদলেতে এবং দলের প্রত্যেকেতে তিনি দেবত্বের অংশ এবং ব্রহ্মাবতরণ অবলোকন করিতেন। এই দেবত্বের অংশ ও ব্রহ্মাবতরণেই প্রেরিতত্ব অন্যথা প্রেরিতত্বের কোন অর্থ নাই। দেবত্বের অংশ সেই অসাধারণতাতে প্রকাশ পায়, কেন না তাহা মনুষ্যের নহে দেবতার। আচার্য্যদেব ইহা দেখিতেন সম্ভোগ করিতেন, আদর্শ বলিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। যদি প্রত্যক্ষ না করিতেন, পদধূলিভক্ষণাদির অনুরূপ ব্যবহার তিনি প্রেরিতগণসম্পর্কে আপনি করিতে পারিতেন না। তবে কি তিনি ইহাঁদের দোষের প্রতি অন্ধ ছিলেন, কখনই নয়। এই লেখার কয়েক দিন পূর্ব্বেই তিনি লিখিয়াছেন,

"মনে হইল যেন আমার দল বিষ্ঠা ভিক্ষা করিতেছে। ছি ছি ছি ছি! বলে কাপড় দেও, টাকা দেও, মান দেও, উচ্চপদ দেও, বাহবা দেও, বাহাদুর উপাধি দেও, অর্থাৎ বিষ্ঠা দাও। আমি দিতে পারিব না দিব না। এই জন্য আমায় কলিকাতায় যাইতে বল? কোটি টাকার সোণার স্বর্গ দিয়াছি, এখন ময়লা দিব! কি লজ্জার কথা।"

সমষ্টি এবং ব্যষ্টিতে দেবাবতরণ দেবাংশ অবলোকন এবং তাহার সঙ্গে কলুষিত ভাব গুলির প্রতি প্রতিবাদ, একাধারে এ দুই থাকা সাধারণ লোকেতে অসম্ভব হইয়াছে বলিয়াই, হয় ভক্তিতে অন্ধতা, না হয় অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা, এ দুয়ের অন্যতর পথ ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত কেহ দুটি একত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ সদোষ হইলেও হিন্দুগণ তাঁহার দোষ গণনায় আনয়ন না করিয়া ব্রাহ্মণ দৃষ্টিতে যে প্রকার সম্মান অর্পণ করেন, সেইরূপ যদি আমরা সকল লোককে ব্রহ্মের তনয় জানিয়া সম্মান অর্পণ করিতে পারিতাম, অথচ কাহারও দোষের প্রতি অন্ধ না হইতাম, তাহা হইলে এই নববিধ শিক্ষা আমাদিগের মধ্যে কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হইত। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণকালে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি, পাপীকে ঘৃণা করিও না, কিন্তু পাপকে ঘৃণা কর, যদি এটিও আমরা জীবনে আয়ত্ত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে নববিধানের উচ্চতম ভাব আমরা হৃদয়ে স্থান দিতে পারিতাম। এতৎসম্বন্ধে কোন সাধন হয় নাই, এখন এ উচ্চভাবের মধ্যে সাধারণে প্রবিষ্ট হইবেন কি প্রকারে?

যাউক আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। আমরা প্রেরিত সকলকে সম্মান করি, ভক্তি করি, পরিত্রাণপথের সহায় বলিয়া গ্রহণ করি, ইহাঁদিগকে সেবা করিতে পারিলে আমরা জীবন কৃতার্থ মনে করি। ইহাঁদের দোষের অনুমোদন বা অনুসরণ করি না সত্য, কিন্তু তজ্জন্য ইহাঁদের অসাধারণত্ব ভুলিয়া যাই না, সে গুলি চক্ষুর নিকট হইতে বিদায় করিয়া দি না, প্রত্যেকেতে সে অসাধারণতা প্রত্যক্ষ করা সুকঠিন বলিয়া সমষ্টির মধ্যে এক এক জনকে ডুবাইয়াও ফেলি না, কেন না এরূপ হইলে সাধন হইবে না, একটি অব্যক্ত অস্ফুট সামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হওয়াতে সমুদায় ধূমরাশিতে পরিণত হইয়া যাইবে। এই অসাধারণতা ধারণের উপায় প্রস্ফুটরূপে বিন্যস্ত হয় নাই, ইহা কেহ বলিতে পারেন না, সুতরাং বুঝি না বলিয়া সাধনবিমুখতা এখন আর শোভা পায় না। যদি বলা হয়, এ অসাধারণতা আজও এমন উজ্জ্বল হয় নাই যে চক্ষু ঝল্‌সিয়া যায়, না দেখিয়া থাকিতে পারি না, যখন তেমন হইবে, তখন গ্রহণ করিব। আমরা বলি, তোমার সে সময় আসিবে কি না সন্দেহ, কেন না যে বীজের অনাদর করিয়া উহা দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার সে বীজোৎপন্ন বৃক্ষ ফল ফুল সম্ভোগ কি প্রকারে সম্ভবপর?

আমরা জানি প্রেরিতগণের জীবনে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা প্রেরিতত্ববোধক নহে, অথচ তাঁহাদিগের কার্য্য পরিচালনের জন্য সে গুলি বিশেষ গুণরূপে প্রদত্ত। সাধারণ লোকের চিত্ত এই গুলিতে আকৃষ্ট হয়, এবং যাঁহাদিগেতে সেই গুণগুলি সমধিক উজ্জ্বলভাবে আছে, আর সকলকে ছাড়িয়া তাঁহাদিগের প্রতি

লোকের মন অনুরক্ত হইয়া পড়ে। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণের এরূপ হইবেই, কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, কিন্তু যাঁহারা বিধান-বাদী তাঁহারা চরিত্রের মূলীভূত অসাধারণতা গুলি ধরিবেন, কথন সে গুলি নহে। অমুকের বক্তৃতাশক্তি আছে, ভাষার উপরে কর্ত্তৃত্ব আছে বা ঈদৃশ অন্য গুণ আছে, এ গুলি কখন অপরের চরিত্রগঠনের হেতু নহে, সুতরাং শিক্ষা গ্রহণের উপায়স্বরূপে সে গুলির সমাদর করিতে পারি, কিন্তু বৈরাগ্যাদি সহকারে সমতৌলে তাহা-দিগকে তুলিতে পারি না। বাহিরের গুণ বাহিরে পড়িয়া থাকিবে, একের গুণ অপরের হইবে না, কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবনিচয় আমারও নিত্যকালের সঙ্গী তোমারও নিত্যকালের সঙ্গী। সাধনে এই গুলি গ্রহণীয়, এই গুলি সম্মানের বিষয়, এবং এই গুলির মধ্যে প্রেরিতত্ব অব-লোকন। যদি না দেখ কিছু হইল না হইবে না। আমরা বলিতে গিয়া অনেক বলিয়া ফেলিলাম, এখনও বলিবার অনেক রহিল, কিন্তু এ সময়ের জন্য এত দূর পর্য্যন্তই ভাল। আমরা যে দৃষ্টিতে প্রেরিতগণকে দর্শন করি, তাহা লইয়া এ সকল কথা বলিলাম, অন্যথা প্রেরিত হইয়া প্রেরিতগণকে সম্মান করিবার কথা বলা অতীব ধৃষ্টতা।

দাস্যমুক্তি।

ধর্ম্মরাজ্যে দাসের ব্রত সর্ব্বোচ্চ ব্রত। দাসগণের ধর্ম্ম স্বর্গরাজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। যদি একাকী গহন বনে প্রবেশ করিয়া যোগধ্যান করা যায়, কোন মনুষ্যের সংশ্রব রাখা না হয়, তাহা হইলে সেই ধ্যানশীল ব্যক্তি ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজা হইলেন না, রাজ্য হইতে পলা-য়িত হইলেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে দাসধর্ম্ম কাটিয়া গেল, তিনি আর কাহার সেবা করিবেন? যোগিগণ অসঙ্গ উদাসীনের ধর্ম্ম শিক্ষা করিতেন, কিন্তু এ ধর্ম্ম দাসধর্ম্ম বিনা একান্ত অসম্পূর্ণ। ঈশ্বর অসঙ্গ উদাসীন, অথচ কেমন নিরন্তর সেবায় প্রমত্ত। আত্মসম্বন্ধে অসঙ্গ উদাসীন না হইলে কেহ পরসেবায় নিযুক্ত হইতে পারে না। যে আপনার সুখ চায়, মান চায়, ধন চায়, গৌরব চায়, সে সেবায় অপমানাদি আহ্লাদের সহিত আলিঙ্গন করিবে কি প্রকারে? যোগী না হইয়া সংযতেন্দ্রিয় সংযতমনা না হইয়া কেহ দাস হইতে পারে না। সংসারে দাসগণ কত অপমান, কত ভৎর্সনা, কত অত্যা-চার সহ্য করে, কিন্তু জীবনোপায়ের প্রতি তাহা-দিগের অত্যাসক্তিনিবন্ধন সে সকল বহন ক্রমে অনায়াসসাধ্য হয়। স্বর্গরাজ্যে যাঁহারা দাস, তাঁহারা ঈশ্বরের প্রসাদ ভিন্ন কিছু চাহেন না, সেই প্রসাদের প্রতি অত্যাসক্তি বশতঃ তাঁহারা শত অপমান অত্যাচারাদি আহ্লাদের সহিত বহন করেন। ধনের জন্য যেমন সংসারের দাসগণ ক্লেশে, ঈশ্বরের প্রসন্নতারূপ ঐশ্বর্য্যের জন্য স্বর্গরাজ্যের দাসগণ তেমনি সুখে মানাপমানাদি সমান করিয়া প্রভুগণের সেবায় বিশ্বস্ততা সহকারে নিরন্তর নিযুক্ত।

আমরা বলিয়াছি, আত্মসম্বন্ধে অসঙ্গ উদা-সীন এবং যোগী না হইলে কাহারও দাসত্বে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। কেন, ইহার কারণ কি? অতি সুস্পষ্ট। যত দিন তোমার চিত্ত ভোগেতে আসক্ত,দুর্ব্বার ইন্দ্রিয়গণের বশী-ভূত, তুমি সে সকলের নিরঙ্কুশ পরিচালনার প্রতিবন্ধক কখন সহ্য করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ আসক্তি ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের বিষয়ের সঙ্গে তোমার অহঙ্কার আপনাকে এমনই জড়িত করিয়া রাখিবে যে,সে সকল সম্বন্ধে একটু প্রতি-রোধও মহা অন্যায় বলিয়া প্রতিশোধযোগ্য করিয়া তুলিবে। তুমি তোমার আসক্তির বস্তুর প্রতি অনুরাগবশতঃ এত দূর নীচ হইয়া যাইতে পার যে তদুপার্জ্জনে তোমার মানাপমানজ্ঞান পর্য্যন্ত না থাকিতে পারে, কিন্তু যেখানে সেই

বস্তুর প্রতি আঘাত পড়িতেছে, সেখানে কি তুমি বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত বহন করিতে সক্ষম? এক আসক্তির বস্তু তোমার মনকে এমন করিয়া অধিকার করিয়া থাকিবে যে, তজ্জন্য তোমার অন্য দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ থাকিবে না। যোগ কেবল এই আসক্তির বস্তুকে স্থানান্তর করিয়া তাহার স্থলে অন্য একটি আসক্তির বস্তু স্থাপন করিবার জন্য। ভক্তি আসক্তির উপরে সংস্থাপিত। কিন্তু যোগ দ্বারা পূর্ব্ব আসক্তির বিষয় অপসারণ করিয়া না দিলে, ভক্তি সেখানে অগ্রসর হইতে পারেন না। যোগ ভক্তিকে আনয়ন করিবার পথ পরিষ্কৃত করেন। এই পরিষ্করণক্রিয়াতে বহুক্লেশসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সমুদায় ইন্দ্রিয় যে বিষয়েতে আসক্তিনিবন্ধন প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া আনয়ন করিতে নিতান্ত বলের প্রয়োজন। এই জন্য যত্ন, পুরুষকার, অভ্যাস যোগপথে প্রধান সহায়। যোগ একটি আসক্তির বিষয়ে পুনঃপুনঃ দোষ-দর্শনপূর্ব্বক অপর একটি আসক্তির বস্তুতে চিত্তের অভিনিবেশ সাধন করে, যখন যোগ-প্রভাবে পূর্ব্বটি গিয়া পরটি হৃদয়কে সম্যক্ অধিকার করে, তখন ভক্তি আসিয়া সাধককে কৃত-কৃত্য করিয়া থাকে।

ভক্তি আসিলেই দাস্য আসেন। সেবা ভক্তির প্রাণ। যাঁহাকে ভালবাসি তাঁহার প্রসন্নতা তখন জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া পড়ে। সেই প্রসন্নতা সেবাব্রত অবলম্বন না করিয়া হয় না। যাঁহার প্রসাদ চাই, তিনি আপনি সকলের সেবা করেন, তাঁহার প্রতি যাহারা অনুরক্ত তাহারাও তাহাদের সেবায় আনন্দ লাভ করুক, এই তাঁহার ইচ্ছা। সেবা পাইয়া কে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল, কৃতজ্ঞ হইল, ধন্যবাদ দিল, ইহা যেমন তিনি দেখেন না, তেমনি তাঁহার ভক্ত সমুদায় বিষয় নিরপেক্ষ হইয়া সেবা করিবে, ইহাই তিনি চান। প্রভুর প্রতি আসক্তি প্রগাঢ় হইলে, তাঁহাকে সুপ্রসন্ন রাখিবার জন্য অনুরাগী সাধক সকল প্রকার ক্লেশই আহ্লাদের সহিত বহন করিতে পারেন, অপমান নিন্দা ঘৃণা ভৎ‍র্সনা উৎপীড়ন কিছুতেই তিনি পশ্চাৎপদ হন না। সহস্র পদাঘাত তিনি গণ্য করেন না যদি সে পদাঘাত বহন করিলে প্রিয়তম পরমেশ্বরের পার্শ্ববর্ত্তী হইতে পারেন। যোগে তিনি তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছেন, ভক্তিতে অনুরাগেতে তাঁহাতে ডুবিয়া গিয়াছেন, প্রাণ গেলেও তিনি এমন কিছু করিতে পারেন না, যাঁহাতে সেই যোগ কাটিয়া যায়, সেই প্রেমের নিমগ্নভাব ছুটিয়া যায়। প্রমত্ত সাধক নীতি ধর্ম্ম সেবা সকলই প্রবল অনুরাগের টানে পড়িয়া অনুসরণ করেন, তাঁহার আর সে সকল প্রয়াসসাধ্য থাকে না। তিনি জনসমাজের নিকট মস্তক বিক্রয় করিয়াছেন, কেবল প্রভুর অনুরাগশৃঙ্খলে কারারুদ্ধ হইয়া। তাঁহার স্বাধীনতা নাই যে তিনি আর মাথা তুলিবেন, কে কি বলিল, না বলিল শুনিবেন, কাহার নিকটে কি পাইলেন, না পাইলেন ভাবিবেন। যে যাহাতে প্রমত্ত তাহার জন্য তাহাকে লাঞ্ছনা ভোগ অবশ্যই করিতে হয়, ঈশ্বরানুরাগে প্রমত্ত হইয়াছেন বলিয়া যে তিনি লাঞ্ছিত হইবেন না, সম্মানিত হইবেন, ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে না।

সাধু ও ঈশ্বরভক্তের প্রতি ভক্তি জনসাধারণে সাধারণ। কিন্তু ইহা কতক দূর অগ্রসর হয়, আর অগ্রসর হইতে পারে না। ত্যাগ, কৃচ্ছ্র সাধন, যোগ ধ্যান তপস্যা, এ সকল সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহার অতীত সামগ্রী আর বুদ্ধিতে ধারণা হয়না। বৌদ্ধদেবকে শিষ্যত্বপ্রাপ্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণ তত দিন ভক্তি শ্রদ্ধা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে থাকিলেন, যত দিন তিনি তাহাদিগের মনের মত কঠোর ব্রত হইতে কঠোরতর ব্রতে প্রবিষ্ট হইতে লাগিলেন। কিন্তু যাই তিনি আন্তরিক প্রেরণায় তাহাদিগের বুদ্ধির অতীত পথ ধরিলেন, অমনি তাহারা

তাঁহাকে পতিত মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যোগের পথ স্থলপথ, ইহার পথ সকল সকলেই যত্ন করিলে বুঝিতে পারে, কিন্তু অনুরাগের পথ সেরূপ নহে। ইহা জলপথ, যাহা কিছু চলিয়া যায় অন্যের বুঝিবার পক্ষে কোন চিহ্ন রাখিয়া যায় না। ভক্তিনদী কুটিলা গতিতে প্রবাহিত, ঈশ্বরের ইচ্ছার আঘাতে নিরন্তর কূল ভগ্ন হইয়া ক্রমান্বয়ে নূতন দিকে উহার গতি হইতেছে. পুরাতন গতির স্থানের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এ পথে কে আর সাধককে অনুসরণ করিবে? যাহারা প্রথমে অনুসরণ করিতেছিল, তাহারা ভ্রষ্ট বলিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল, কিন্তু বুদ্ধ যেমন ছাড়িয়া গেল বলিয়া ভদ্রপঞ্চকের অনুসরণ ছাড়িলেন না, সর্ব্বপ্রথমে তাহাদিগেরই সেবায় আপনাকে উপস্থিত করিলেন, তেমনি ভক্ত সাধক কেহ ছাড়িল বলিয়া ছাড়িতে পারেন না। বরং তাহাদিগের সেবায় আত্মবিক্রয় করেন। বুদ্ধ যে বস্তু লাভ করিলেন তাহা সেই পঞ্চজনকে সর্ব্বাগ্রে দিতে যেমন ব্যস্ত হইলেন, তেমনি ভক্ত ও প্রাণের উচ্ছ্বসিত সুখের সমাংশী করিবার জন্য অত্যাচারির্গণের পদধারণে প্রবৃত্ত হন। চিরকাল এইরূপ হইবে। তাই বলি ভক্তিতে দাস্য অপরিহার্য্য, এবং ইহারই সঙ্গে প্রতি সাধকের পরিত্রাণ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

কে বলিল ভারতবর্ষ ভ্রাতার প্রতি উদাসীন, ভগিনীর প্রতি উদাসীন। এ দেশের যোগী ঋষি মহর্ষিগণের অসঙ্গ উদাসীন ভাব সকল স্থানে সকল দেশে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি অন্য জাতীয় লোকেরা তাহার অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু এই অসঙ্গ উদাসীন ভাবের পার্শ্বে পার্শ্বে পবিত্র পারিবারিক ভাব প্রবলরূপে প্রবাহিত ছিল না, কে শান্তদৃষ্টিতে ইহা নির্ণয় করিবে? এমন যে অসঙ্গ উদাসীন ব্যাসপুত্র শুক, তাঁহাকে যখন আমরা শুদ্ধ সংসারধর্ম্মে নিরত নয়, আত্মকন্যাকে নৃপতিকরে অর্পণ করিতে দেখিতে পাই, তখন এ দেশে যোগাঙ্গে সংসারধর্ম্মের সমাদর যোগিগণ করেন নাই, ইহা আমরা বলিতে পারি না। অনেকে বলিবেন, ভারতার্য্যগণ ঈশ্বরকে লইয়া যে প্রকার বাড়াবাড়ী করিয়াছেন, কৈ ভাই ভগিনীগণ লইয়া তো সেরূপ বাড়াবাড়ী করেন নাই, মনুষ্য লইয়া বাড়াবাড়ী এ পাশ্চাত্য ভাব। বৎসরের সমুদায় দিন গুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ দেখিবে, ভারতার্য্যগণের যত উৎসব কেবল ঈশ্বরকে লইয়া, মানুষকে লইয়া একটিও নহে। মানুষকে লইয়া একটিও নহে, এই কথায় সায়দিতে যাইবামাত্র বঙ্গদেশ তাহার প্রতিবাদ করিল। বলিল "কেন আমি কি ভারতার্য্যগণের বসতিস্থান নহি, আমাতে যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বলিয়া একটি উৎসব আছে, যে উৎসবে আচণ্ডাল প্রভৃতি সকলেই উৎসাহী. যাহাতে ভগিনী ভাইয়ের প্রতি স্নেহ আদর প্রণয় প্রদর্শন করেন, ভাই ভগিনীর স্নেহ অনুরাগ ভালবাসার সহিত গ্রহণ করেন, এ উৎসবের মধ্যে কি ভ্রাতৃভাব ভগিনীভাব হৃদয়গ্রাহিরূপে মুদ্রিত নাই? আমি এই উৎসব এত কাল সেই সময়ের অপেক্ষায় পোষণ করিয়া রাখিয়াছি, যে সময় নববিধান আমার বক্ষে সমুদিত হইয়া এই উৎসবকে সমুদায় পৃথিবীর উৎসব করিবে, সহোদর সহোদরা ব্যতিরিক্তও সমুদায় নরনারী পরস্পরে জগজ্জননীর সম্বন্ধে ভাই ভগিনী বলিয়া প্রণয়ের ফোটা তাঁহার সম্মুখে সকলের কপালে দিবে।" বঙ্গমাতার এ প্রতিবাদ যথাসময় সমাগত হইল, এবং প্রতিবাদিগণ নিস্তব্ধ হইলেন। সময় আসিয়াছে, যে সময়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া সমস্ত পৃথিবীর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া হইবে, এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব প্রতিঘরে নিত্য উৎসব হইবে। নববিধান যাহা স্পর্শ করেন তাহাই অনিত্য ভাব ছাড়িয়া নিত্য ভাব ধারণ করে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার উৎসব কেন সে ভাব ধারণ করিবে না? আমরা আশা করি, নববিধানবাদীর ঘরে ঘরে এই উৎসব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং এই উৎসবে তাঁহারা নরনারীমাত্রকে জগজ্জননীসম্বন্ধে ভাই ভগ্নী বলিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন, কাহার বিরুদ্ধে অণুমাত্র বিদ্বেষ বা অপ্রণয় হৃদয়ে রাখেন নাই। এই লক্ষণেই নববিধানবাদিত্বের পরিচয়।

নববিধান যদি বাহিরে কোন একটি বিষয় নিদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন কোন বিধানে যাহা প্রচলিত আছে, অথচ কুসংস্কারাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহারই তিনি নবীন সংস্কার করেন, তাহারই মৃত ভাব মধ্যে জীবন দান করেন, নূতন প্রতিষ্ঠাকালে তৎসম্পর্কীয় কুসংস্কারকে চির দিনের জন্য বিদায় করিয়া দেন। তত্ত্বজিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করিলেন, বেদী শূন্য রাখার মধ্যে কৈ তাহাতো দেখিতে পাওয়া যাইতেছে

না? কে বলিল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এখানেও প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্মের নবীন সংস্কার। বৈষ্ণবগণ মহাত্মা চৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতের জন্মতিথিতে এবং অপর মহোৎসবে, এমন কি অন্যান্য উপলক্ষেও বিগ্রহের অভাব স্থলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের আসন দক্ষিণ দিক্ হইতে পর পর বাম দিকে শূন্য রাখিয়া স্থাপিত করেন। কেবল মাত্র চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈতকে উপলক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিলে স্বরূপবিগ্রহের অভাবস্থলে দক্ষিণে নিত্যানন্দ, মধ্যে চৈতন্য এবং বামে অদ্বৈতের আসন শূন্য রাখা হয়। গদাধর শ্রীবাসাদি সমুদায় ভক্তবৃন্দকে লইয়া বৃহৎ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইলে, শ্রীরাধার অবতার জ্ঞানে গদাধরের আসন শ্রীচৈতন্যের বামে রক্ষিত হয়, তৎপর অদ্বৈত প্রভৃতির আসন পর পর বামে দেওয়া হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ ইঁহাদিগের সকলকে অবতার জ্ঞান করিয়া থাকেন, ইঁহাদিগের আবির্ভাব বিনা তাঁহারা কোন অনুষ্ঠান করিতে পারেন না। হয় বিগ্রহে আবির্ভাব, নয় আসনে আবির্ভাব, দুইয়ের এক তাঁহাদের না হইলেই হয় না। বেদী বা আসন শূন্য রাখা স্থলে আচার্য্যত্বসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া নববিধান অবতারবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং বিধানস্থ সকলের সম্বন্ধ নিত্য এবং নিত্যকাল তাঁহারা ঈশ্বরে একই স্থানে স্থিত, দেহঘটিত বিচ্ছেদেও কোন কালে বিচ্ছেদ হয় না, ইহা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাময়িক আবির্ভাব খণ্ডিত করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ শরীরগত ভোজনোপলক্ষে আসন শূন্য রাখেন, নববিধান সে স্থলে আত্মার অন্নপান সমাগমের স্থলে আসন শূন্য রাখিতে ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্য বটে যখন প্রেরিতবর্গ আদেশ প্রাপ্ত হন, তখন প্রাচীন বিধানের সহিত এ ব্যাপারের ঈদৃক্ সম্বন্ধ ঈশ্বরের নিকট শ্রবণ করেন নাই, কিন্তু তাহাতে এ আদেশ মধ্যে যে মহাসংস্করণের ব্যাপার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। ঈশ্বর যুক্তি দিয়া কারণ দেখাইয়া আদেশ করেন না, আদেশ আদেশাকারে সমাগত হয়, পরিশেষে তাঁহারই প্রদত্ত ক্রমিক আলোকে সেই আদেশের প্রাচীন ও নবীন বিধানের সহিত গূঢ়সম্বন্ধ সকল প্রকাশ হইয়া পড়ে।

আমরা শান্তিসভাসম্বন্ধে গত বার যাহা লিখিয়াছি তাহাতে অনেক ভ্রাতার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, আমরা এ সভার অনুকূল নই, অথবা আমাদের মনে বৃথা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, শান্তিসভা এখন না হয় কালে আমাদিগের উপরে নিজকর্তৃত্ব স্থাপন করিতে যত্ন করিবে। প্রথম আশঙ্কাটী মূলশূন্য, দ্বিতীয়টীর অর্থান্তরে মূল আছে। আমরা বলিয়াছি, শান্তিসভা পরিপকাবস্থা লাভ করিলে দরবারস্বীকার বা অস্বীকার প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এ কথার অর্থ ইহা নহে যে, যাঁহারা শান্তিসভার প্রধান উদ্‌যোগী তাহাদিগের মধ্যে এতৎসম্বন্ধে গোল আছে, কিন্তু আমরা সাহসের সহিত বলিতে পারি না যে, যাঁহারাই ইহাতে যোগ দিবেন, তাঁহারাই উদ্‌যোগিগণের সমবিশ্বাসী হইবেন। ইহার যে প্রকার বিস্তীর্ণ ভূমি, সভ্যসংগ্রহের নিয়ম যে প্রকার উদার, এমন অনেকে ইহাতে যোগ দিবেন, যাঁহারা সময়ে আমাদিগের আশঙ্কা কোন না কোন আকারে সমূলক করিয়া তুলিতে পারেন। এরূপ আশঙ্কাপ্রদর্শন প্রতিকূলতাসমুত্থিত নহে, ভাবী পরিণতিবিষয়ে দৃষ্টি সুপরিক্ষুত করিবার জন্য। ইহারই মধ্যে কেহ কেহ শান্তিসভা উপলক্ষ্য করিয়া এমন কথা প্রকাশ্যে লিখিয়াছেন, যাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের আশঙ্কা যে একেবারে কল্পনাসম্ভূত তাহা কেহ বলিতে পারেন না। তবে কি আমরা কাহার কাহার কর্তৃক অস্বীকার ভয় করি? ভয় করিব কেন? যদি ভয়ই থাকিবে, তবে এই প্রবন্ধ অবলম্বন করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মমণ্ডলীকে অকুণ্ঠিত ভাবে মনের কথা প্রকাশ্যে বলিতে আমরা অনুরোধ করিয়াছি কেন? যাঁহারা শান্তিসভার উদ্‌যোগী আমরা তাঁহাদিগকে এই কথা বলিতে চাই, আমরা সাধারণ ব্রাহ্মগণকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা যেন তাঁহারা বা তাঁহাদের সমবিশ্বাসিগণ আপনাদিগের প্রতি নিয়োগ না করেন। যেখানে বহুমত বহুবিশ্বাসের লোকের সমাগম, সেখানে কেহ কাহারও মত বা বিশ্বাসের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় রাখিয়া কিছু বলিতে পারেন না। সভাসংস্থাপকগণ যখন তাঁহাদিগকে বরণ করিয়াছেন, তখন সমুচিত সম্মাননা সহকারে তাঁহাদিগের মতামত শ্রবণ করিবেনই। তবে সভার সহব্যবস্থাপনের সহিত সে সকল মতামতের যোগ নাই বলিয়া তাঁহাদের উপরে কোন কালে দোষ স্পর্শিবে না ইহাই যথেষ্ট। তবে এমন হইতে পারে, যাঁহারা ইহার সহব্যবস্থাপনে অসন্তুষ্ট হইবেন, তাঁহারা স্বতন্ত্র সভাও গঠিত করিতে পারেন। যেখানে বহুমতের লোকের সমষ্টিতে সভা আছে, সেখানে মতভেদ আছে, যেখানে মতভেদ আছে, সেখানে স্বতন্ত্র হইবারও আশঙ্কা আছে। এই সকল অবশ্যসম্ভাব্য বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতে মূল সভার কোন ক্ষতি হইবে না আমাদিগের বিশ্বাস।

মহাসমন্বয়োপনিষৎ।

বেদঃ।

কস্মিন্ বাসৌ প্রতিষ্ঠিত ইতি দ্বিতীয়ঃ। স এষ সৃষ্টেঃ প্রাক্ ব্রহ্মণ্যেব চিচ্ছক্তিরূপেণাবস্থিতঃ, তেনৈব জীবহৃদয়ে প্রবিষ্টঃ, বাগ্যোগেনাবিষ্কৃতস্বরূপ ইতি ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠো জীব-

প্রতিষ্ঠঞ্চ। ১। ন হি চিচ্ছক্তেরনন্তায়াঃ সামগ্র্যেণ জীবহৃদয়ং বিকাশস্থানং ভবিতুমর্হত্যতোঽস্যা ব্যক্তাব্যক্তভেদেন দ্বিবিধত্বং সর্ব্বেষাং বাদিনামভিমতম্। ২। ব্যক্তাদব্যক্তস্যাবাহুল্যমিতি ব্রহ্মলোকগতানামতিবিস্তীর্ণানামিহ কেষাঞ্চিৎ সংক্ষেপসমাবেশ ইতি পৌরাণিকাঃ। ৩। অব্যক্তানন্তা পরহৃদয়বিলীনা প্রকটলীলাসময়মপেক্ষ্যাভিব্যক্তাংশা, ন জাতু তদ্ধৃদয়মপজহাতীতি স এবাস্যাঃ প্রধানা প্রতিষ্ঠা; জীবহৃদয়ন্ত্বনুগৃহ্নাতি তৎস্থৈবেতি ন স্বরূপহানিঃ। ৪। জীব এব তদভিব্যক্তিস্থানমিতি যোগাচার্য্যাঃ; ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণ্যস্যা প্রাকট্যমিতি মন্ত্রদ্রষ্টারঃ; বাচৈব সৃষ্টিস্তস্যা এবাত্মরূপেণাভিব্যক্তির্বেদ এব জাতমাত্রস্য শিশো গুহ্যংনামেতি ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত্বং জীবপ্রতিষ্ঠত্বঞ্চাস্য রহস্যবিদাম্। হৃদয়ে সত্যমিতি তেষু তত্ত্বদর্শিনাম্। ব্যাসহৃদয়াকাশাবস্থিত ইতি পৌরাণিকানাম্। অপৃথক্ত্বমীশাস্যাস্য তদবতরণেনেহাভিব্যক্তস্বরূপত্বেনৈবান্যেষু চ জীবেষু পশ্চাৎ সংপ্রবিষ্টত্বদাগমনাৎ প্রাক্ তেনৈবানুগৃহীতেষল্পাধিকাশইত্যেশাস্যাঃ। প্রাগবর্ষাগভিব্যক্তেব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতিরিতি তেষাং সর্ব্বেষাং সুগতানান্ত বুদ্ধইতি বিশেষঃ। আহ চ শ্রীমন্মহাসমন্বয়াচার্য্যো যোগেনৈকত্বমাপন্নঃ "বিদ্যয়া তয়া বিদ্যাসম্পন্নো বেদোঽহং শ্রুতিরহং শাস্ত্রমহং দেশ্যং দেশান্তরীয়ং বা। নাহং লৌকিকো বেদঃ শ্রুতিঃ শাস্ত্রং বা তন্মুখবিনিঃসৃত নিত্যকালপ্রবহমাণো বেদোঽহং শ্রুতিরহং শাস্ত্রঞ্চাহম্।" ভবতি তত্রায়ং শ্লোকঃ।

"জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানমসৌ বিবেকঃ
প্রজ্ঞা সুচিন্তা চ সুবুদ্ধিরেষা।
সদ্‌যুক্তিরীশস্য ন মে তদৈক্যা-
চ্চিন্তাব এবোঽহস্য মম শ্রুতত্বম্।"

।৬। এবং মুখ্যত্বেনাস্য পরব্রহ্মণি গৌণত্বেন তু জীব ইতি তৎপ্রতিষ্ঠারহস্যম্। ৭। ব্রহ্মৈব চিৎ, কথমস্যাস্ততো বিভেদমঙ্গীকৃত্য তস্মিন্ প্রতিষ্ঠোদাহরণমিতি। অভেদেঽপি ভেদস্বীকারঃ পরিগ্রহসৌকর্য্যার্থং ন তু বস্তুগতভেদস্বীকারার্থং শক্তিশক্তিমতোরভেদেঽপি যথা। ৮। প্রাকট্যমাপ্তস্য বেদস্যাস্তবিশ্লিষ্টত্বেনানন্তাদনভিব্যক্তাচ্ছেদপ্রদর্শনায় তৎপ্রতিষ্ঠানির্ণয়ো ব্যক্তাব্যক্তশক্তিবিবরণমিবাবশ্যকর্ত্তব্য ইতি পৃথক্ প্রশ্নোপন্যাসঃ। ৯। অভিব্যক্তিস্থানগুণতো গঙ্গাস্রোতইবাস্য তদঙ্গনত্বেতি কুত্রাস্য বিশুদ্ধত্বেনাবস্থিতিঃ কুত্র বা মিশ্রণেনেতি ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠত্বং জীবপ্রতিষ্ঠত্বঞ্চোভয়মেবাবগন্তব্য মিতি।

ইতি শ্রীমহাসমন্বয়োপনিষদি বেদনিরূপণে প্রথমাধ্যায়ে
দ্বিতীয়প্রশ্নব্যাখ্যাখ্যা দ্বিতীয়া বল্লী।

বেদ কাহাতে প্রতিষ্ঠিত এইটি দ্বিতীয় প্রশ্ন। সৃষ্টির পূর্ব্বে বেদ চিচ্ছক্তিরূপে ব্রহ্মতেই অবস্থিত ছিল, ব্রহ্ম সহকারে উহা জীবহৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বাক্যযোগে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, সুতরাং উহা ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠও বটে জীবপ্রতিষ্ঠও বটে। চিচ্ছক্তি অনন্ত, এজন্য জীবহৃদয় সমগ্রভাবে উহার প্রকাশ স্থান হইতে পারে না, অতএবই ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দ্বিবিধ ভেদ সকল বাদীরই অভিমত। যাহা এ যাবৎ ব্যক্ত হইয়াছে তাহা অতি সামান্য, যাহা অব্যক্ত রহিয়াছে তাহা অতি বিস্তীর্ণ, এই জন্য পৌরাণিকেরা বলেন, ব্রহ্মলোকে যে বিস্তীর্ণ পুরাণ অর্থাৎ বিধানবার্ত্তা আছে, এখানে কেবল তাহারই কতক গুলি সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইয়াছে *। চিচ্ছক্তির এই অব্যক্তাংশ নিরতকাল ঈশ্বরের হৃদয়ে বিলীনভাবে অবস্থিত, যখন প্রকট লীলার সময় অর্থাৎ এক এক বিধানের সমাগম হয়, সেই সময়ে ইহাঁর কিছু অংশ প্রকাশ পায়। ইনি কখনও ঈশ্বরের হৃদয় পরিহার করেন না, এজন্য তিনিই ইহাঁর প্রধান অধিবাস স্থান। তবে যে জীবহৃদয়ে ইনি অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হন তাহা তাঁহাতে অবস্থিতি করিয়াই, সুতরাং ইহাঁর স্বরূপ হানি হয় না। জীবকেই যোগাচার্য্য বেদাভিব্যক্তির স্থান বলেন। বেদবক্তা ঋষিগণ বলেন, ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ব্রহ্মচারীতে ইহার প্রকাশ হয়। ঈশ্বর বাক্যযোগে সৃষ্টি করেন, আর সেই বাক্যই জীবরূপে প্রকাশ পায়, যে শিশু এই মাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার গুপ্ত নাম বেদ। অতএব উৎপনিষৎকারগণের মতে বেদ জীবপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ উভয়ই। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা তত্ত্বদর্শী তাঁহারা হৃদয়ে সত্যের স্থিতি বলিয়া হৃদয়কেই তাহার অভিব্যক্তিস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণরূপ পঞ্চম বেদ ব্যাসের হৃদয়াকাশে অবস্থিত, ইহাই পৌরাণিকগণের মত। খ্রীষ্টবাদিগণ বলেন, বাক্যরূপ বেদ ঈশা সহকারে এক, তিনি যখন অবতরণ করিলেন, তাঁহাতেই উহার প্রকট প্রকাশ হইল, পরে তাঁহাকে লইয়াই অন্যান্য জীবে উহা প্রবিষ্ট হয়। তবে তাঁহার অবতরণের পূর্ব্বে অন্যান্য লোকেতেও যে কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা কেবল সেই সকল লোকেতে তাঁহার গূঢ় আবির্ভাববশতঃ। প্রকাশের পূর্ব্বে এবং পরে ব্রহ্মেতেই উহার স্থিতি সকল বাদীরই অভিমত। বৌদ্ধেরা বুদ্ধেতে উহার স্থিতি স্বীকার করেন এই বিশেষ। যোগে এক হইয়া শ্রীমন্মহাসমন্বয়াচার্য্যও বলিয়াছেন, "সেই বিদ্যা দ্বারা বিদ্যা সম্পন্ন হইয়া আমি বেদ, আমি শ্রুতি, আমি দেশীয় ও বিদেশীয় শাস্ত্র। আমি লৌকিক বেদ শ্রুতি বা শাস্ত্র নহি। সরস্বতীমুখবিনিঃসৃত নিত্যকালপ্রবহমাণ বেদ আমি, শ্রুতি আমি, শাস্ত্র আমি। জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক

*"ব্রহ্মলোকে শতকোটী পুরাণ আছে," "ব্যাসের হৃদয়াকাশ হইতে প্রকাশিত কতকগুলি লোকে ব্যবহার করে," এরূপ বলাতে অব্যক্ত সমগ্র পুরাণের বিষয় ইহলোকে বর্ত্তমান বুঝায় না, অল্লাংশ মাত্র।

প্রজ্ঞা সুচিন্তা সুবুদ্ধি সদ্যুক্তি ঈশ্বরের, আমার নহে। তাঁহার সঙ্গে একতা বশতঃ আমার এই চিন্তা আমার এই শাস্ত্র।" এইরূপে [দেখা যাইতেছে], পরব্রহ্মই বেদের মুখ্য অবস্থিতিস্থান, জীব গৌণ। ব্রহ্ম এবং চিৎ এক অভিন্ন, তবে ব্রহ্ম সহকারে তাহার ভেদ স্বীকার করিয়া তাঁহাতে তাহার অবস্থিতি বলা হইতেছে কেন? অভেদেও ভেদস্বীকার সহজে পরিগ্রহ করিবার জন্য, বস্তুগত ভেদ স্বীকারের জন্য নহে, যেমন শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন হইলেও সহজ পরিগ্রহ জন্য ভেদভাবে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। যে বেদ প্রকাশ পায় তাহা অন্তবিশিষ্ট, যাহা আজও প্রকাশ পায় নাই তাহা অনন্ত, এই জন্য ব্যক্ত এবং অব্যক্ত ভেদ প্রদর্শন জন্য কোথায় তাহার স্থিতি নির্ণয় করিবার প্রশ্ন করিতে হইয়াছে। ঈশ্বরের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত শক্তিসম্বন্ধে [বিজ্ঞান শাস্ত্রে] এই রূপই বিবৃত হইয়া থাকে। যেমন গঙ্গাস্রোত অভিব্যক্তিস্থানগুণে কোথাও আবিল কোথাও নির্ম্মল হয়, তেমনি বেদও অভিব্যক্তিস্থানগুণে কোথাও বিশুদ্ধভাবে স্থিতি করে, কোথাও মিশ্রিত ভাবে, এ জন্য ইহার ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা জীবপ্রতিষ্ঠা উভয়ই নির্ণীত হওয়া সমুচিত।

প্রাপ্ত।

বিগত ১৬ ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে "ঢাকার ভাদ্রোৎসব" শীর্ষক প্রাপ্ত প্রস্তাবের সমালোচিত কতগুলি কথার প্রতিবাদসূচক শ্রদ্ধের বঙ্গচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্বাক্ষরিত পত্র পাঠ করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলাম। একখানা নিঃস্বাক্ষর প্রাপ্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অন্য কোন লোক লিখিলে কতক শোভা পাইত। সেই প্রস্তাবে যে সকল কথা নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল তাঁহার মত লোক আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া সেই সমস্ত কথা স্পষ্ট করিয়া লোকের চক্ষে ধারণ করাতে গৌরবের না হইয়া বরং তাঁহার পক্ষে বিশেষ অগৌরবের কারণ হইয়াছে। সত্যের অনুরোধে এবং তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিবার জন্য আমি একটি একটি করিয়া তাঁহার উক্তি গুলি খণ্ডন করিতে বাধ্য হইলাম। তিনি যেমন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, আমিও সত্যের পক্ষ সমর্থন করিতেছি, আশা করি ধর্ম্মতত্ত্বে কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হইব। পাঠকগণ তাঁহার পত্রের এক এক পেরার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক সাত পেরাগ্রাফের উত্তর মিলাইয়া বিচার করিবেন।

১। "শাখা ভারতবর্ষীয় সমাজ" এই নামেই এই সমাজ মূল ভারতবর্ষীয় সমাজের অন্তর্গত ও অধীন ছিল, এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষতঃ যখন শাখা ভারতবর্ষীয় সমাজ নামকরণ করা হয়, তখন দরবারের সভাপতি শ্রীআচার্য্যদেবের অনুমতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, রীতিমত অনুমতি প্রার্থনায় তাঁহাকে পত্র লেখা গিয়াছিল। অনুমতি পাওয়াতে অত্রত্য প্রচারকগণ আপনাদিগকে কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছিলেন। শাখা ভারতবর্ষীয় সমাজকে পূর্ব্ব বঙ্গ নববিধান সমাজে পরিবর্ত্তিত করিবার সময় শ্রীদরবারকে ঘুণাক্ষরেও জ্ঞাপন করা হয় নাই, যে দিবস সভাতে এই নাম প্রদত্ত হয় তাহার এক দিন কি দুই দিন পরে একজন প্রধান সভ্য উপাচার্য্য মহাশয়কে বলিয়াছিলেন যে শাখা ভারতবর্ষীয় সমাজ নাম গ্রহণ করার সময় অনুমতি লওয়া হইয়াছিল, নববিধান সমাজ নাম গ্রহণের সময় কলিকাতায় কিছু লেখা হইল না কেন? তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শিত হইল। পরন্তু শাখা ভারতবর্ষীয় সমাজ থাকা কালীন রিপোর্ট ইত্যাদি দ্বারা সেখানকার সঙ্গে যেরূপ যোগ রক্ষা করা হইত এইক্ষণ আর তাহা করা হয় না। অপিচ দরবার কর্ত্তৃক নিয়োজিত প্রচারকমণ্ডলীর অভিভাবক মহাশয়ের নিকটে অভাব জানাইয়া একপরিবারভুক্তের ন্যায় পূর্ব্বে উপজীবিকার জন্য অর্থ সাহায্য লওয়া হইত এই ক্ষণ আর সেরূপ হয় না। তবে এমন অবস্থায় কেমন করিয়া ভূতপূর্ব্ব শাখা ভারতবর্ষীয় সমাজ ও বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ নববিধান সমাজের স্বাধীনতা বিষয়ে কোন ইতর বিশেষ নাই বলা যাইতে পারে। আবার উক্ত নববিধান সমাজ নিউট্রাল হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার স্বাধীনতা যে অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবেন। শ্রীদরবার হইতে যাঁহারা "অনুসরণ" ধর্ম্মে চিহ্নিত হইয়াছেন ও তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা কিরূপে এইক্ষণ দরবার হইতে এই প্রকার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইতে পারেন ও দরবারাধীন প্রেরিতবর্গকে সময়ে সময়ে অনুচিত অনুযোগ ও উপদেশ দান করিতে সক্ষম?

২। "নূতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন ও প্রতিষ্ঠাদি কার্য্য আমি করিয়াছি" এরূপ কথা স্বকর্ণে আমি শুনিয়াছি। আমার ভুল না তাঁহার ভুল সভায় যে সকল সভ্য উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা বিচার করিবেন। মানিলাম আমারই যেন শুনিবার ভুল হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকার্য্য যেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন করিয়াছেন বলিয়া লেখা হইল, ভাল ভিত্তিস্থাপন কে করিয়াছেন তাহার তো কোন উল্লেখ করা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করি ভিত্তিস্থাপন কে করিয়াছেন? তাহার প্রবর্ত্তক কে ছিলেন? সত্য কথা এই প্রতিষ্ঠাকার্য্যও ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় করিয়াছেন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন করেন নাই, তিনি উপাসনা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদক সবিশেষ না জানিয়া প্রথমতঃ ভুল লেখেন, পরে উৎসবের বিশেষ বৃত্তান্ত ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হয়, তাহাতে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন লিখা আছে। শ্রদ্ধের বঙ্গবাবু ভুলিয়া গিয়াছেন, বঙ্গবন্ধুতে সেই উৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহা পাঠ করিলেই তিনি

জানিতে পারিবেন কে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তিনি লিখেন "প্রেরিতদল সমবেত ভাবে এখানে আসিয়া রীতিমত সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন এই নির্দ্দেশ আমি অনেক দিন হইল পাইয়াছি।" এইরূপ ঈশ্বরের নির্দ্দেশ পাইয়া থাকিলে তিনি নিজে কি প্রকারে উৎসবান্ত হওয়ার পর দিনই সাপ্তাহিক উপাসনা নূতন মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিলেন, বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি বলেন রীতিমত প্রতিষ্ঠা হয় নাই, তবে রীতিমত প্রতিষ্ঠা কাহাকে বলে? উপাসকমণ্ডলীকে বিজ্ঞাপন দিয়া মন্দিরে আহ্বান করা হয়, প্রকাশ্যভাবে উপাসনান্তে উপদেশে এখন হইতে এই মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়া উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা হয়, তজ্জন্য নূতন উপাসকমণ্ডলী সঙ্গঠিত করা হয়, মন্দিরে বেদী ইত্যাদি স্থাপিত হয়, তদবধি রীতিমত তথায় সাপ্তাহিক উপাসনা হইতেছে, পূর্ব্বতন উপাসনাস্থানে আর উপাসনা হয় না। ইহার উপর রীতিমত উপাসনা প্রতিষ্ঠা আবার কিরূপে হইবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। "আমাদ্বারা এ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না" তিনি সভায় বলিয়াছেন নিজেই এইরূপ লিখিতেছেন, তখন নিজে উপাসনাপ্রতিষ্ঠা না করিয়া সত্য রক্ষার জন্য অন্ততঃ অন্য এক জন প্রচারক দ্বারা এ কার্য্য সম্পাদন করা শ্রেয়ঃ ছিল। বিশেষতঃ সভার সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছিল সেই প্রস্তাবসম্বন্ধে কোন রূপ অন্যথাচরণ করিতে সভা আহ্বান করিয়া সভার মত গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ছিল। সকল সভ্যকে উপেক্ষা করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে কার্য্য করা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে তিনিই জানেন। আচার্য্যদেব ব্যক্তিত্বের বড় বিরোধী ছিলেন, ইদানীং তিনি কোন সামান্য কার্য্য করিতে হইলেও দরবারের সম্মতি গ্রহণ না করিয়া করিতেন না। প্রেরিত দলকে আসিতে নিবারণ, মন্দিরের উপাসনা স্থাপনাদি সাধারণ কার্য্য উপাসক সভার মত গ্রহণ করিয়া করিলে কোন রূপ গোলযোগ হইত না।

৩। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের প্রস্তাবে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অমত প্রকাশ করেন নাই, মৌন ছিলেন "মৌনংসম্মতিলক্ষণং" প্রসিদ্ধ বাক্য। মণ্ডলীর কথাও তিনি অগ্রাহ্য করেন নাই। প্রথমতঃ সোম মঙ্গল বারেই প্রচারে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পরে মণ্ডলীর অনুরোধমতে মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন, তাহা কার্য্যেও পরিণত করিয়াছেন। পরন্তু প্রতিবাদস্থলে লিখিত হইয়াছে যে "সভায় জীবনবেদ পাঠের কথা ছিল না, সে দিবস অন্য সময় তাহা পঠিত হওয়ার কথা ছিল।" তখন মঙ্গলবারে যে সভা হইবে তাহার কার্য্যই নির্দ্ধারিত হয়, সেই দিবস অন্য সময়ের কোন কার্য্য নির্দ্ধারণ হওয়ার কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। কোন প্রকার প্রাইবেট কার্য্য সভায় মণ্ডলী কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইবেই বা কেন? যাহা-হউক সে দিবস অন্য সময় কি জীবনবেদ পাঠ হইয়াছিল? তাহা যে হইয়াছে লিখা দ্বারা তো কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনুসন্ধানে জানা গেল, পাঠ হয় নাই।

৪। রিপোর্ট পাঠের সভাতে পূর্ব্ববঙ্গ নববিধান সমাজের সম্পাদক ডাক্তার দুর্গাদাস রায় মহাশয় বাৎসরিক রিপোর্টে পাঠ করিয়াছেন "লিডার অব্ দি নিউডিস্পেন্সশন হিয়ার" (অত্রত্য নববিধানের নেতা) তখন শ্রদ্ধেয় বঙ্গ বাবু ও সমুদায় উপাসকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন, একথায় কেহ অননুমোদনের ভাব প্রকাশ করেন নাই। "আমাকে আশ্রয় না করিলে পূর্ব্ব বাঙ্গলার পরিত্রাণ নাই," শুনিয়াছি তিনি প্রার্থনাদিতে নাকি এরূপ কথা বলিয়া থাকেন, ইহা নেতৃত্ব অপেক্ষা গুরুতর। আচার্য্য দেব অন্যের স্বাধীনতাকে অত্যন্ত আদর করিলেও আপনাকে মণ্ডলীর নেতা বা লিডার বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার অনেক লেখাতে ইহার প্রমাণ আছে।

৫। "১লা আশ্বিন রীতিমত সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠার জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই" ইত্যাদি। ইহার উত্তর ২য় উত্তরে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ইচ্ছা করিয়া না ভুল ক্রমে এক জন উপাসককে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। এইক্ষণ জানা গেল ভুল হইয়াছে, ইহা তাঁহাকে জানাইয়া ত্রুটি স্বীকার করিলেই ভাল ছিল। তিনি উক্ত সভার পর দিনই মণ্ডলীর সম্পাদক মহাশয়কে জানাইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদনন্তর কেহ তাঁহাকে কিছুই বলেন নাই। এই ব্যাপার নূতন নয়, গত বৎসরও উৎসবের সময় উপাসকমণ্ডলীর এক প্রকাশ্য সভাতে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। তিনি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর পাইলেন যে, কোন গূঢ় কারণে আপনাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই।

৬। পত্র প্রেরকের লেখা সত্য কিনা গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত আচার্য্যবিদ্যমানে দরবারের নির্দ্ধারণ তাহার প্রমাণ। সেই নির্দ্ধারণের কি অর্থ? তাহাতে আচার্য্যের কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায়? ইহাতে কি পূর্ব্ববাঙ্গলায় কোন প্রচারকের প্রচারকার্য্যের সাহায্যের জন্য শেষোক্ত দুই জনকে আচার্য্যদেব দায়ী করিয়াছেন বুঝায়? না তাঁহারাও পূর্ব্ববঙ্গের জন্য বিশেষরূপে প্রচারক নিযুক্ত? আচার্য্যের সহচর প্রেরিতদিগের নিমন্ত্রণসম্বন্ধে মূল কথা এই, প্রথমতঃ নিমন্ত্রণ পত্রে ২।৪ জন নামিক্ত প্রেরিতের নাম মাত্র লেখা হয়, পত্রের বাহিরে বা ভিতরে অন্য সকলের নাম লিখিত হয় না, প্রভৃতি দ্বারা কাজ শেষ করা হয়। সেই পত্রখানা প্রথমে শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু প্রাপ্ত হন, তিনি উহা রাখিয়া দেন, দরবারাধীন অন্য প্রেরিতগণকে প্রদান করেন না। এই সংবাদ এখানে পহুঁছিলে কেহ শ্রদ্ধেয় বঙ্গবাবু ও দুর্গাদাস বাবুকে ইহা জানাইয়া পুনর্ব্বার সকলের নামে তুল্য ভাবে নিমন্ত্রণ পত্র পাঠানের আবশ্যকতা জ্ঞাপন করেন, কাহাকে উপেক্ষা বা গুরু লঘু ভেদ করিয়া অসঙ্গত নিমন্ত্রণ করা না হয় এরূপ বলেন। তদনুসারে সময় সঙ্কীর্ণ বলিয়া দরবারে টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল, তাহাতেই প্রতিনিধিরূপে দরবার হইতে তিন জন প্রেরিত আসিতে প্রস্তুত, দরবারের সম্পাদক মহাশয় টেলিগ্রাফে এরূপ উত্তর প্রেরণ করেন। কলিকাতা ছাড়িয়া সমুদায় প্রেরিত ঢাকায় আগমন করিবেন কেহ কি কখন সম্ভব মনে করিয়াছিলেন। সমুদায় প্রেরিত আগমন করেন এখানকার যে অভিপ্রায় ছিল এরূপ কখন বুঝা যায় নাই।

প্রতাপ বাবু ও অন্য দুই এক জন প্রেরিত আগমন করেন এই প্রকার স্পষ্ট অভিপ্রায় বুঝা গিয়াছে। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু আগমনের কোন ইচ্ছা প্রকাশ না করাতেই উক্ত তিন জনকে বিমুখ করা হইয়াছে, দরবারের টেলিগ্রাফের উত্তরে তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি আসিতে চাহিলে তাহা হইত না। বিশ্বস্তরূপে অবগত হওয়া গেল যে টেলিগ্রাফে নিমন্ত্রণ পাইয়া দরবারাধীন কোন প্রেরিত শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবুও ত্রৈলোক্য বাবুকে ঢাকা যাওয়ার বিষয় তাঁহাদের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করেন, প্রতাপ বাবু পত্রের উত্তর আমি লিখিব বলেন, ত্রৈলোক্য বাবু সাধারণ ভাবে নিমন্ত্রণ হইয়াছে তাহাতে আমি যাইতে পারি না এরূপ ভাব ব্যক্ত করেন। দরবার হইতে এ বিষয়ে কোন রূপ উপেক্ষা প্রদর্শিত হয় নাই।

৭। ঢাকার নববিধান মণ্ডলীর নাম করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বের প্রাপ্তস্বস্তে কখন কিছু লেখা হয় নাই, লক্ষ্যস্থানে গূঢ়ভাবে থাকিবে। দরবারের বিরোধী বিধির প্রতিবাদকারী আচার্য্যের চর্চ্চের বিরোধী অন্য অনেকে লক্ষ্য স্থানে আছেন। তাঁহারা কেহ তো চটিয়া কখন কিছু লেখেন নাই। শান্তিস্থাপন মিলন ও বিবাদনিষ্পত্তির উপদেশ দান অপেক্ষা দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ভাল। প্রথম হইতে কে লিখিয়া আসিয়াছেন? নিউলাইটে কলিকাতাস্থ প্রেরিতবর্গের সম্বন্ধে ক্রমাগত যে সকল উপদেশ বাহির হইয়াছে সে সকল এবং লিভরলে শ্রদ্ধেয় বঙ্গ বাবুর লিখিত প্রেরিত পত্রের কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কে মিলিতে চাহেন না, বিচ্ছিন্ন থাকিতে ভাল বাসেন, এবং আপনার অনুগত লোকদিগকে মিলিতে দেন না, এক বার ভাবিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিক দোষ ত্রুটি হইলে তাহা কেহ শুভ উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করিলে স্বীকার করা মহত্ত্বের লক্ষণ। দোষ না থাকিলে কাহার কথায় কি আইসে যায়, হাসিয়া উড়াইয়া দিলেই হয়। উৎসবের সমালোচক কোন রূপ অন্যায় সমালোচনা করেন নাই। উপাসনা প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আচার্য্যের সহচর প্রেরিতদিগের ঢাকায় শুভাগমন হইবে তিনি একান্ত আশার সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, উক্ত প্রতিষ্ঠাকার্য্যটী গোলযোগে সভার অমতে তাড়াতাড়ি সম্পাদিত হইয়া যাওয়াতে এবং প্রেরিতগণ নিমন্ত্রিত হইয়া এক প্রকার অপমানিত হওয়াতে সেই আশার মূল একেবারে ছিন্ন হওয়ায় তিনি অন্তরে বড় বেদনা পাইয়াছেন, তজ্জন্য এই কথাই একটু বিশেষরূপে সমালোচনা করিয়া মনোদুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। সভায় যে সকল কথা স্থির বা নির্দ্ধারণ হয় এবং যে সমস্ত বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, কার্য্যতঃ তাহার অন্যথাচরণ হওয়াও দুঃখের বিষয়। সে বিষয়ে কর্ম্মকর্ত্তাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সাবধান করার জন্য তাহার কয়েকটী উল্লেখ মাত্র করা গিয়াছিল, কোন মন্দ অভিপ্রায়ে নহে। এ জন্য এতদূর গড়াইবে মনেও করা যায় নাই। এক জন ব্যথিত হৃদয় দোষপ্রদর্শক কি ক্ষমার যোগ্য নহে?

উপসংহার কালে বক্তব্য যে শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্গবাবু জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক প্রাপ্ত সমালোচনার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া যে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন আমি একথা বলি না। সম্ভবতঃ তিনি সমালোচনা পাঠে উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন, উত্তেজিত অবস্থায় পত্রখানা তাড়াতাড়ি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতেই এতগুলি ভুল প্রকাশ পাইয়াছে। পত্র উঠাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করা গিয়াছিল, সেই অনুরোধ রক্ষা না হওয়াতে দুঃখের সহিত সত্য সমর্থন করিতে বাধ্য হওয়া গেল।

সংবাদ।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু লক্ষ্ণৌ, কাণপুর, টুণ্ডলা, আলিগড়, কর্ত্তাপুর হইয়া অবশেষে লাহোরে যাইয়া পৌঁছিয়াছেন।

ভাই অমৃতলাল বসু হাজারিবাগে যাইয়া অপেক্ষাকৃত অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছেন। বোধ করি আরও কিছু দিন তথায় থাকিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় অনেক নগর এবং পল্লী পরিভ্রমণ করিয়া গত সপ্তাহে কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি মহম্মদের জীবন শীঘ্রই ছাপাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর দাস, কাঁকিনা হইতে কুড়িগ্রাম এবং ধুবড়ি গিয়াছিলেন। উভয় স্থানেই প্রকাশ্য বক্তৃতা উপাসনা প্রভৃতি দ্বারায় লোক সকলের যথেষ্ট সেবা করিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে রংপুরে আছেন।

উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় এক্ষণে আরোগ্য লাভ করিয়া নিয়মিতরূপে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসনা কার্য্য করিতেছেন। যে সকল বন্ধু বিদেশ হইতে তাঁহার আরোগ্য সংবাদ জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া এই সংবাদ জানাইতেছি।

ভাই বলদেব নারায়ণ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত মাণিকদহ গ্রামে যাইয়া তথাকার সুবিখ্যাত ব্রাহ্ম জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আদৃত হইয়া তথায় নববিধানের সত্য সকল অপর সাধারণ সকলের নিকট খুব উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছেন। একান্তঃকরণে যে ব্যক্তি হরির চরণে নির্ভর রাখিয়া তাঁহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, দয়াময় সেই দাসের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া তাহার দ্বারা অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করাইয়া লন, আমরা আমাদের ভাই বলদেব নারায়ণের জীবনে তাহাই দেখিতে পাইতেছি।

আমরা অতিশয় দুঃখের সহিত বিদিত করিতেছি, আমাদিগের মণ্ডলীস্থ ভ্রাতা ডাক্তার বাবু নকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্বর্ণলতা দেবী ওলাউঠা রোগে ৩৬ বৎসর বয়সে বিগত ৬ কার্ত্তিক বুধবার পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকা ১৫ মিনিটের সময় ৬টী পুত্র ও ২টী কন্যা রাখিয়া পরলোকবাসিনী হইয়াছেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তানের বয়স ২ বৎসর মাত্র। তিনি মৃত্যুশয্যায় ঈশ্বরে সুদৃঢ় বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ কথাগুলি তাঁহার স্বামী, সন্তানগণ ও বন্ধুগণের মনকে বিশেষ আকৃষ্ট ও দ্রবীভূত করিয়াছিল। তিনি বলিলেন—"আমি মা জননীর নিকট চলিলাম।" তিনি মৃত্যুকালে চক্ষু হইতে এক ফোঁটা অশ্রু বিনির্গত করেন নাই এবং শান্ত ভাবে ও ঈশ্বরে নির্ভর প্রকাশ পূর্ব্বক পরলোকে গমন করিয়াছেন।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

// ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তিতে॥

২০ ভাগ। ২২ সংখ্যা। | ১৬ ই অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু হরি, এক বার বন্ধুগণের মধ্যে তোমার মুখ দর্শন করিতে দাও। আকাশে চন্দ্রে সূর্য্যে হৃদয়ে কেবল তোমায় দেখিয়া কি হইবে, যদি পার্শ্বস্থ বন্ধুদিগের মুখে তোমায় দেখিতে না পাইলাম। বেদ আসিল, বেদান্ত আসিল, পুরাণ কেন এখনও আসিতেছে না। হরি, তোমায় জলে স্থলে অন্তরিক্ষে হৃদয়ে দেখিলেতো পূর্ণ কৃতার্থতা হয় না। যখন নরেতে নরহরিরূপে আত্মপ্রকাশ কর, তখন প্রাণ যে ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া যায়। তোমার নরহরি রূপ দর্শন করিয়া বন্ধুগণের পায়ে পড়িয়া লুটাইব, তবে তো প্রাণ শীতল হইবে। এক জন বন্ধু আসিতেছেন, দূর হইতে দেখিয়া যদি নরহরিদর্শনে প্রাণ আনন্দে নাচিয়া না উঠিল, তাহা হইলে সাধন ভজনের বৃথা আয়োজনে প্রয়োজন কি? বন্ধু নিকটে বসিলে নরহরির গাত্রবায়ুসংস্পর্শে আপনাকে যদি পবিত্র বলিয়া মনে না হইল, তবে মিথ্যা ভক্তির নৃত্যগীতে ফল কি? আজও নরহরি দর্শন হয় নাই, তাই আমাদিগের মধ্যে নববিধান প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছেন না। প্রভো, যদি দীনগণকে প্রতিজনেতে সেরূপ দর্শনে এখন অনুপযুক্ত মনে কর, তবে শ্রীদরবারে ও দলে সেইরূপ দেখাও, পরিশেষে প্রত্যেকেতে তাহা দর্শন করিয়া বিশ্বাস করিয়া সুখী ও কৃতার্থ হইব। মা, বুঝিতে পারি না, প্রত্যেকেতে কেন আজ হইতেই এরূপ দেখিতে পাইব না। তুমি বিশ্বাসনয়ন ভক্তিবারিতে পরিষ্কৃত করিয়া দাও, আজই অসম্ভব সম্ভব হইবে। পৃথিবী প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে যে, এই আশ্চর্য্য পৌরাণিক লীলা আমাদিগের মধ্যে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবে। পৃথিবীর অনুরোধেও, মা, আমাদিগকে উপযুক্ত করিয়া দাও। তোমার বিধান যে ইহা না হইলে কখনই পূর্ণ হইবে না, তোমার স্বর্গরাজ্য পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। তুমি আপনার বিধান আপনি পূর্ণ করিবার জন্য এ যুগে এই আশ্চর্য্য লীলা প্রকট কর, আমরা সুখী ও কৃতার্থ হই, পৃথিবীও পরিত্রাণের বায়ু সম্ভোগ করিয়া চির দুঃখ ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হউক। তুমি নিজ কৃপাগুণে আমাদিগের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবে আশা করিয়া আমরা বিনীত ভাবে তব পাদপদ্মে প্রণাম করি।

শ্রীদরবার অনিত্য না নিত্য।

যাহার আরম্ভ আছে শেষ আছে, যাহার উৎপত্তি আছে ধ্বংস আছে, তাহা অনিত্য পদার্থ,

আর যাহার আদি নাই অন্ত নাই, উৎপত্তি নাই ধ্বংস নাই তাহা নিত্য পদার্থ। শ্রীদরবার এই দুটির কোন্‌টির অন্তর্গত, অদ্য তাহাই বিচার্য্য বিষয়। আমরা গত বর্ষে শ্রীদরবার-সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তাহাতে যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে সে সকলের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। "সর্ব্বসম্মতি" শীর্ষক প্রস্তাবে (১৬ কার্ত্তিক, ১৮০৬) আমরা দেখাইয়া দিয়াছি, ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে বিবেক আত্মরাজ্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। প্রতিব্যক্তির বিবেক ও দলের বিবেক এই লইয়া সমুদায় ধর্ম্মরাজ্য সংগঠিত। শ্রীদরবার শেষোক্ত বিবেকের আবির্ভাবস্থল এবং উহা তৎসহ অভিন্ন *। এই প্রদর্শিত সত্য যদি অভ্রান্ত হয়, তবে শ্রীদরবারের অনিত্যত্ব আরম্ভেই আকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে. এ সম্বন্ধে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যাইতেছে অনেকের এ সম্বন্ধে এখনও জ্ঞান পরিষ্কার হয় নাই, সুতরাং বিশ্বাসের সমাগম দূরে প্রতিরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

যিনি বলিবেন, বিবেকতো আর ঈশ্বর নয়, উহা একটি মনের বৃত্তি মাত্র, তাঁহার সহিত আমাদিগের বিচারে প্রবৃত্তি নাই। "সাবধান, স্বয়ং দেবতা যিনি তাঁহাকে মনুষ্যের অংশ মনে করিও না। দেবতার কথাকে, বিবেকের কথাকে মানসিক বৃত্তির মীমাংসা বলিলে কেবল কুযুক্তি এবং ভ্রম হয় তাহা নহে, পাপ হয়। যেমন ঈশ্বরকে মানুষ বলিলে পাপ হয়। * * আর সকল আমি, কেবল বিবেক ঈশ্বর। * * বিবেক স্বয়ং স্বর্গের ঈশ্বর।" † ইত্যাদি বাক্যে আমাদিগের হৃদয় বহু দিন হইতে সায় দিয়া আসিয়াছে, আজ আমরা তৎসম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, ইহা একান্ত অসম্ভব। যাঁহারা বিবেক এবং ঈশ্বরকে এক বলেন, আজ তাঁহাদিগকে লইয়া আমাদিগের কথা। ব্যক্তিগত বিবেককে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া তৎসন্নিধানে প্রণত হন, দলগত বিবেকের নিকটে তাঁহাদিগের মস্তক প্রণত হউক, আমরা এইমাত্র বলিতেছি। যখন তাঁহারা দলগত বিবেককে ঈশ্বর বলিয়া জানিবেন, তখন তাঁহাদিগের নিকট "শ্রীদরবার অনিত্য না নিত্য" এ প্রশ্ন দাঁড়াইতে পারিবে না।

প্রতিবাদী বলিবেন, 'বিবেক' আর 'শ্রীদরবার' এই দুই শব্দের পার্থক্যই দেখাইতেছে, এ দুই বস্তু এক নয়। একটি নিত্য আর একটি মনুষ্য প্রতিষ্ঠিত। আর এক দিন নব বিধানের আচার্য্য শ্রীদরবার বলিয়া একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সহিত বিবেকের আবার সাদৃশ্য কি? প্রতিবাদীর এ কথায় আমরা অবাক্। মনুষ্য নাম দিল বলিয়া যদি বস্তু উড়িয়া যায়, তবে 'বিবেক' এ নামও মনুষ্যপ্রদত্ত। এমন কি আমরা ইহাকে যে অর্থে এখন ব্যবহার করিয়া থাকি, সংস্কৃতে উহা কদাচিৎ সে অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে 'বিবেক' এ শব্দ ঈশ্বর বুঝাইবে কি প্রকারে? শব্দের বুৎপত্তি কর, দেখিবে তাহাতে ঈশ্বরবাচকত্ব অল্পই আছে। মানিলাম, আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তিনি কি ঈশ্বরকে আমাদিগের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই? আবিষ্কর্ত্তা আবিষ্কার করিয়া একটি নাম দেন বলিয়া কি সে বস্তুর নামাতিরিক্ত অস্তিত্ব নাই। ফলে তিনি যদি শ্রীদরবারকে "সামাজিক বিবেক" বলিয়া থাকেন, তবে প্রতিষ্ঠাতাকে অতিক্রম করিয়া তোমার আমার উহাকে অন্য ভাবে দর্শন বা গ্রহণ করিবার কি অধিকার আছে? তুমি বলিবে বিবেককে তিনি ঈশ্বর বলিয়াছেন, শ্রীদরবারকে তিনি ঈশ্বর বলিয়াছেন কোথায়? তোমার এ যুক্তি বালকোচিত। ব্যক্তিগত বিবেককে যদি তিনি ঈশ্বর বলিয়া থাকেন, তবে বিবেকের

* এতৎসম্বন্ধে ১৭৯৭ শকের ৪ শ্রাবণ যে নির্দ্ধারণ হয়, তাহা ১৮০৫ শকের ১৬ মাঘ ১ ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত রহিয়াছে।

† সেবার্থীর প্রতি উপদেশ। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৮০৬ শক, ১৬ আশ্বিন।

প্রশস্ত বিকাশস্থল "সামাজিক বিবেককে" তিনি ঈশ্বর বলেন নাই, ইহা কোন্ যুক্তিতে আইসে? স্পষ্ট বাক্য চাও, তাঁহার প্রার্থনা পাঠ কর *। "দরবার, তুমি দেবতা, তুমি ঈশ্বর। * * তোমার ভিতর দেবতা কথা কন।" ইত্যাদি।

প্রতিবাদী বলিবেন, আচার্য্য যখন স্বয়ং দরবারে সশরীর সভাপতি হইয়া আসন পরিগ্রহ করিতেন তখন এই কথা সত্য ছিল, এখন আর সে কথা সত্য নহে। যেখানে অপ্রেম অক্ষমা প্রভৃতি দোষ বিদ্যমান, সেখানে কি আর সে দরবার আছে? প্রতিবাদী তুমি যদি আচার্য্যের কথায় বিশ্বাস কর, তবে তোমার এখানেও মস্তক অবনত করিতে হইতেছে। তিনি সেই প্রার্থনাতেই বলিয়াছেন, "আমাদের সম্মুখে এই যে দল, ইহা অতি খারাপ দল। ইহা অপ্রেমের দল, তত বিশ্বাস ক্ষমা করিতে পারে না। এই দল মলিন অসুখী দল। একা একা ইহারা থাকে ভাল, কিন্তু দলের মধ্যে অপ্রেম।" এই দল সম্বন্ধেই পুনরায় সেই একই নিঃশ্বাসে বলিয়াছেন "অথচ হরি, এই দলের মধ্যে বিচার হয় ভাল। এখানে একটি অন্যায় করিয়া কেহ নিষ্কৃতি পায় না। সে বুঝিতে পারে একটী শাসনের দড়ী গলায় রয়েছে।" "এই দলে বিচারিত হয়ে যে স্বর্গে উঠিবে, ঈশাও তাতে একটি পাপ দেখিতে পাইবেন না। কলিকাতায় থাকা আগুনের ভিতর থাকা। এই দলের কাছে যে সাধু বলে প্রতিপন্ন হবে, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, ঈশা মুষাও তাকে সাধু বলিবেন।" তুমি বলিবে, এ সকল কথা তিনি দলে ছিলেন বলিয়া। তোমার এ কথা ভ্রান্তিসমুত্থিত, তিনি এই দলের ভিতর এক জন বলিয়া আপনাকেও নিশ্চিন্ত মনে করিতেন। "মা, এ দলে যখন আছি, তখন বিলাসী কখন হতে পারিব না।" "কোটি কোটি বার নমস্কার এই বন্ধুদের চরণে। কেন না দেবতা বিচার করেন ইহাঁদের ভিতরে থাকিয়া।" "আমি বেঁচেছি তোষামোদে দলের হাত থেকে।" এই শেষোক্ত কথায় তিনি প্রগাঢ় বিশ্বাস করিতেন বলিয়া, দলের কেহ তাঁহাকে কখন প্রশংসা করিলে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিতেন।

আচার্য্যদেব দল ও দরবারকে এক জানিতেন, এ জন্য দলের এক জনও যদি শাসন বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহাও দেববাক্য বলিয়া শিরোধারণ করিয়া লইতেন। "দেখি তুমি স্বয়ং এঁদের ভিতরে থেকে বিচার কর, নতুবা যে আপনাকে বিচার করিতে পারে না, তার সাধ্য কি যে পরকে বিচার করে? এক জন কেবল শাসন করিতে পারেন, গালাগালি দিতে পারেন, যিনি রাজাধিরাজ শাসনকর্ত্তা। এ জন্য তুমি দলটিকে এমনি কৌশল করে সাজিয়েছ যে, তার ভিতর দু জন এক জন গালাগালি দিবেই। গালাগালি আর কে দিতে পারে তুমি বিনা?" সকলের ঈদৃশ বিশ্বাস নাই, তাই তাঁহারা দল মধ্যে কাহারও শাসনবাক্য শ্রবণ করিলে বিরক্ত হন, এবং মনে করেন এ দল পূর্ব্বাপেক্ষা একেবারে বিকারগ্রস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে দলস্থ অপরকে কঠোর ভাবে আক্রমণ করেন কেন? এই সকল শাসনবাক্য মধ্যে আমরা বিবেকের তীব্র বাক্য দর্শন করি বলিয়া, অনেক সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বে তাদৃশ বাক্য বাহির হইতে দি। ইহাতে অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন, পরাঙ্মুখ হইতে পারেন, কিন্তু বিরক্তি পরাঙ্মুখতার ভয় অপেক্ষা পবিত্রতাসাধন সমধিক আদরের সামগ্রী।

এখন জিজ্ঞাসা এই, প্রতিবাদী পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকল পাইয়া আচার্য্যদেবকে দরবারের প্রতিষ্ঠাতা সুতরাং দরবার হইতে শ্রেষ্ঠ বলিবেন, না তিনি যেমন ঈশ্বরের অধীন ছিলেন তেমনি দরবারের অনুগত ছিলেন বিশ্বাস করিবেন? প্রতিবাদী বলিবেন, তিনি ও সকল কথা বলিয়া বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন, বাস্তবিক কি আর ঐ

* ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ কার্ত্তিক, ১৮০৬ শক।

রূপই। যিনি এ কথা বলিবেন, তিনি আচার্য্য দেবকে মিথ্যাবাদী বলিতেছেন বলিয়া আমরা তাঁহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইব? তিনি কোন কালে কপট বিনয়ী ছিলেন না, সত্য ভিন্ন আর কিছু বলিতে জানিতেন না, তাঁহার নিজ কথায় তাহা বিশ্বাস করিয়া লও। তিনি যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়াছেন, তদপেক্ষা তিনি আপনাকে শ্রেষ্ঠ জানিতেন, বা অপরে শ্রেষ্ঠ মনে করুক এরূপ অভিলাষ করিতেন, ইহা যে বিশ্বাস করিতে পারে, সে তাঁহার গলদেশে ছুরিকা অর্পণ করিয়া তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়াছে।

আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি, আচার্য্যের এই বিশ্বাস তাঁহার পত্নীতে কেমন অদ্ভুত প্রণালীতে সংক্রামিত হইয়াছে। ইনি একটি প্রার্থনা* এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন "মা, আমি মূর্খ, আমি যেন তোমার নববিধান দরবারকে বিশ্বাস করিতে পারি। তোমার এই দরবারে তোমার বিধানকুমার চিরদিন বাস করিবেন। যে দরবার আবার স্বর্গে যাবে, আমি বিন্দু হয়ে তাহাতে থাকিব। আমি বিশ্বাস করি, যে সকল বিশ্বাসী আত্মা তোমার পুত্রের আত্মাকে স্পর্শ করিতেছেন, তাঁহারা তোমাতে তোমার পুত্রের কথা শুনিতে পান; তাঁহারই কার্য্যে তাঁদের দ্বারা তুমি সিদ্ধ করাইয়া লও। মা, আশীর্ব্বাদ কর যেন আমরা সপরিবারে তোমার শ্রীদরবারকে মান্য, যত্ন ও আদর করিতে পারি। হে দলপতি দলের ঈশ্বর, তোমার দলকে তুমি মহীয়ান্ কর, এই তোমার চরণে ভিক্ষা।" এখানে নর ও দেবের যোগঘটিত মত সংস্পর্শ করিয়াছে সত্য, কিন্তু মূলে আচার্য্যের আত্মার সহিত কেমন আশ্চর্য্য একতা।

* ১৬ পৌষ, ১৮০৬ শকের ধর্ম্মতত্ত্ব দেখ।

আমাদের দোষ।

আমরা যখনই দলসম্বন্ধে কিছু বলিয়াছি, তখনই সাধারণ ভাবে দলের দোষের কথা বলিয়াছি, আমাদিগের ইচ্ছা আজ আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বিশেষ আলোচনা করি। বাহিরের লোক মনে করিতে পারেন, যাঁহারা এত কাল সাধন ভজন করিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যদি দোষ থাকে, তবে সে গুলি অতি সামান্য। যাহা অন্যে কিছুই মনে করে না, তাহাই ইহাঁরা গুরুতর বলিয়া মনে করেন। সৌভাগ্য ক্রমে এ ভ্রম অনেকের মন হইতে তিরোহিত হইয়াছে, এখন প্রমুগ্ধ আত্মীয় বন্ধুগণও দোষ দেখিতেছেন, প্রকাশ্যে তাহা বলিতেছেন, আমরা এ সময়ে যদি দোষদর্শনে তাঁহাদের কিছু সাহায্য করিতে পারি, তাহা হইলে অবশ্য বিশেষ ফল দর্শিবে।

নববিধান কি করিতে আসিয়াছেন? সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা, অপ্রেম, অক্ষমা, স্বপ্নদর্শন, অবৈজ্ঞানিকতা প্রভৃতি পৃথিবী হইতে তিরোহিত করিবেন এই জন্য। এ সকল তিনি অগ্রে বিনাশ করিবেন কোথায়? আত্মদল মধ্যে। সে দল ঘনীভূতরূপে অবস্থিত কোথায়? প্রেরিতগণ মধ্যে। তবে প্রেরিতগণরূপ পাপপ্রপীড়িতদিগকে অগ্রে উদ্ধার করিয়া পৃথিবীর সকল সামান্য পাপীকে উদ্ধার করিবেন এই কি তাঁহার কার্য্য? তাহা ভিন্ন আর কি? তবে তাঁহাদিগকে যে এত দিন নিষ্পাপ সাধু মনে করিয়াছিলাম, তাহা ভুল? ভুল বৈ কি? ক্রুশোপরে * আপনাদের পাপসহ আত্মবিসর্জ্জন না করিলে তাঁহাদিগেরও পরিত্রাণ নাই, জগতেরও পরিত্রাণ নাই।

সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, অপ্রেম, অক্ষমা।—এই কয়েকটি পাপ প্রেরিতগণের মধ্যে নিরন্তর প্রকাশ পায়। তাঁহারা আপনারা যাহা বোঝেন, যাহা ভাবেন, যাহা করেন, তৎপ্রতি তাঁহাদিগের এত দূর প্রগাঢ় আস্থা আছে যে, তদ্বিপরীত যাঁহারা

* ক্রুশ ধাতুর অর্থ চিৎকার ও রোদন বুঝায়। ইহাতে লোক সকল রোদন বা চিৎকার করে, এই অর্থে ঘঞর্থে ক্, প্রত্যয় করিয়া ইহা সিদ্ধ।

বোঝেন, ভাবেন বা করেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, অক্রিয়াকারী বলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে অবলোকন করেন। এইরূপ দৃষ্টিতে কেবল জ্ঞান আচ্ছন্ন হয় তাহা নহে, হৃদয় পর্য্যন্ত কঠোর হয়। এই কঠোরতা হইতে নিরন্তর অপ্রেম অক্ষমা উদ্গীরিত হইতে থাকে। এ কথা সত্য, যদি এক জন আপনার জ্ঞান, ভাব ও ক্রিয়াতে আস্থা রাখিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সে সকল অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে অনুসরণ কখন হইতে পারে না। তবে যখন তিনি সেই সকলেতেই আবদ্ধ থাকেন, তদ্বিপরীত জ্ঞান, ভাব, ও ক্রিয়ার প্রতি একেবারে খড়্গ হস্ত হন, আত্মজ্ঞানাদি সহকারে সে সকলের সামঞ্জস্য কোথায় বাহির করিয়া তৎপ্রতি সশ্রদ্ধ হইতে না পারেন, তখন তিনি নববিধানের সর্ব্বসামঞ্জস্যবিধানের ভাব অতিক্রম করিলেন, এবং আপনাকে সঙ্কীর্ণতাদি দোষে দোষী করিলেন। ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না, প্রেরিতগণ মধ্যে এমন কেহ নাই যিনি এই দোষসংস্পর্শবর্জ্জিত। যে পরিমাণে আত্মজ্ঞানাদিতে প্রগাঢ় আস্থা আছে, সেই পরিমাণে বিপরীত জ্ঞানাদির প্রতি তীব্র দৃষ্টিও আছে। সুতরাং সাধারণ হইতে ইহাঁরা দোষের দিকেও বিশেষ। এ সকল দোষ ইহাঁরা চাপিয়া থাকিতে পারেন না, যদি পারিতেন, প্রতীত হইত সেই পরিমাণে প্রগাঢ় আস্থা নাই। সামঞ্জস্যবিধানের ভাব প্রবলতর না হইলে প্রেরিতগণের এ দোষ যাইবার নহে। আচার্য্যদেব এই ভাবের অভাব দর্শন করিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ভাবের সমাগমে প্রেরিতগণ মধ্যে নববিধানের প্রতিষ্ঠা, তাই আমরা উহার অভাব প্রথমে উল্লেখ করিলাম।

স্বপ্নদর্শিত্ব, অবৈজ্ঞানিকতা।—উনবিংশ শতাব্দীতে কেহ অবৈজ্ঞানিক হইবেন, স্বপ্নদর্শী হইবেন ইহা এক প্রকার অসম্ভব। প্রেরিতগণ উনবিংশ শতাব্দীর লোক, বলিতে কি অগ্রগামী লোক, তাঁহাদিগের ভিতরে এ দোষ আসিল কি প্রকারে? আসিল প্রকৃত নব বিধানোক্ত যোগের অভাবে। যোগ যদি প্রকৃত না হয়, তবে উহা লোককে স্বপ্নদর্শী ও বিজ্ঞানবিরোধী করিয়া তুলে। ঈশ্বরের সহিত যোগসাধন করিতে গিয়া লোকে এমন পথে যায়, যাহাতে যথার্থ যোগ না হইয়া যোগাভাসকে যোগ বলিয়া গ্রহণ করে। যোগাঙ্গ সকল সাধন করিতে করিতে লোকের মনে এই একটি অভিমান উপস্থিত হয়, এ সংসারে অল্প লোকেই এ সকলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আমি যখন এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এ গুলির অনুষ্ঠান করিতেছি, তখন আমি অপর সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই ভাবিতে ভাবিতে সে আপনি যাহা ভাবে, করে, তাহা অপর লোকের ভাবা করা হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর বলিয়া বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস এখানে দাঁড়াইয়া থাকে না, সে গুলি ঈশ্বরের ভাবা করা হইয়া যায়। এই স্বপ্নদর্শন ও অবৈজ্ঞানিকতার আরম্ভ। প্রেরিতগণের মধ্যে এ দোষ নানা সময়ে নানা আকারে প্রকাশ পায়। তাই আচার্য্যদেব তাঁহাদিগের মধ্যে যোগের অভাব লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এখন দ্রষ্টব্য এই, এই যোগাভাসকে যোগ বলিয়া গ্রহণ করিবার প্রতারণা হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় কি? উপায় আচার্য্যদেবই দেখাইয়া গিয়াছেন। ঈশ্বর সহ চরিত্রে যোগ। তাঁহার জ্ঞানের সহিত জ্ঞান, তাঁহার প্রেমের সহিত প্রেম, তাঁহার পুণ্যের সহিত পুণ্যের এবং সমুদায় লইয়া ইচ্ছায় ইচ্ছায় যোগ হইলে যথার্থ যোগ হয়। আমি ক্রোধাদির অধীন, তজ্জন্য চিত্ত নিরন্তর কষায়িত, আমার জ্ঞান সর্ব্বসামঞ্জস্যকর নহে, অথচ আমার যোগ হইয়াছে, আমি যাহা করি ভাবি তাহা ঈশ্বরের, প্রেরিতগণের মধ্যে এ ভ্রম যত দিন আছে, তত দিন প্রকৃত যোগও হইবে না, স্বপ্নদর্শিত্ব অবৈজ্ঞানিকত্বও ঘুচিবে না। প্রকৃত যোগ উপস্থিত হইলে, "স্বানুভুতেঃ সুশাস্ত্রস্য

গুরোশ্চৈবৈকবাক্যতা” এ মহাবাক্যের সঙ্গে সাধকের বিরোধ থাকে না, স্বপ্নদর্শিত্ব অবৈজ্ঞানিকত্ব তিরোহিত হইয়া যায়।

স্বার্থপরতা ও সংসারাসক্তি।—“বৈরাগ্য আমাদিগের মধ্যে দৃঢ়মূল হয় নাই,” “দেবশ্বসিত লাভ এবং প্রেরিতত্বের ভাব হ্রাস হইয়াছে” “গর্ব্বিত স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের পরিবৃদ্ধি হইয়াছে” এ সকল পাপ কোথা হইতে আসিল? স্বার্থপরতা ও সংসারাসক্তি হইতে। যে কল্যকার জন্য চিন্তায় ব্যস্ত হইল, তাহার বৈরাগ্য কোথায়, প্রেরিতত্ব কোথায়? যে আপনাকে আপনি ত্যাগ করিয়া অহংশূন্য হইল না, সর্ব্বদা স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত, সে কেন দেবশ্বসিত লাভ করিবে? যে নিজের মান মর্য্যাদা গৌরবের একটু ত্রুটি হইলে মৃত্যু যন্ত্রণা অনুভব করে, অন্যের সে সকল হরণে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে, আপনার প্রতি যাহার দৃষ্টি সর্ব্বদা সস্নেহ, কিন্তু অপরের প্রতি কঠোর, আপনার সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হইলে যে সুখী, পরের সুখ স্বচ্ছন্দতার বিষয়ে যাহার চিন্তা নাই, আপনি বাঁচিয়া গেলেই যে বাঁচে, অপরে বাঁচিল কি না বাঁচিল তৎপ্রতি উদাসীন, তাহার আর বৈরাগ্যাদি কোথায়? উপরিউক্ত কোন না কোন একটি স্বার্থপর সংসারাসক্তির নিদর্শন অল্প বিস্তর পরিমাণে আমাদিগের যখন আছেই আছে, তখন আমরা যে উপরোদিত অভাবগুলির যথার্থ লক্ষ্যস্থল তাহাতে আর সন্দেহ কি? এ সকল গিয়া এখন আমরা প্রযুক্ত হই কিসে তাহাই আমাদিগের চিন্তা করা সমুচিত। ব্রাহ্মসাধারণ মধ্যে যদি অহঙ্কার প্রবল, তবে তাহা আমাদিগের মধ্যে আরও প্রবল। অহঙ্কার সমুদায় পাপের মূলে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া আছে, তাই আর আমরা তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখ করিলাম না।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভয়ানক দোষ নয় কিন্তু ঈদৃশ ভীষণ পাপ সকল থাকিতে প্রেরিতগণ এখনও প্রেরিত বলিয়া কেন আহূত হন, এবং দল বান্ধিয়া থাকিবারই বা কেন যত্ন করেন, নিজ নিজ পন্থা দেখিলেই তো হয়? না দলের মাহাত্ম্য আছে, তাই আজও ইহাঁরা প্রেরিত, আজও ইহাঁদিগের উপরে সম্পূর্ণ আশা আছে। এই দলটি এমনই “কৌশলে সজ্জিত” যে, এক অপরকে বিনাশ হইতে নিরন্তর রক্ষা করিতেছেন। মনে কর, দুজন প্রেরিত কাঠোর ন্যায়ে উত্তেজিত হইয়া এক জন প্রেরিতকে তীক্ষ্ণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। তখনই দেখিতে পাইবে, আর দুজন প্রেরিত সেই ব্যক্তির প্রতি দয়াতে বিগলিত হইয়া ন্যায়ের কঠোরতাকে সৌম্য ভাবে আনয়ন করিতেছেন। হয়তো ন্যায়োদ্দীপ্ত প্রেরিতদ্বয় অপর প্রেরিতদ্বয়কে পাপে প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে বলিয়া আক্রমণ করিতেছেন, কিন্তু ইহাঁরাও কঠোরতার প্রতি তীক্ষ্ণবাণ ত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছেন না। পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তি দেখিতে পাইতেছেন, ঈশ্বরের ন্যায় ও দয়া এই চারি জন প্রেরিতকে অবলম্বন করিয়া যুগপৎ কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছে। যদি ন্যায়ের পক্ষের দুই জন প্রেরিত দয়ার পক্ষের দুই জন প্রেরিতের দয়ার সহিত সহানুভূতি দান করেন, এবং দয়ার পক্ষের দুই জন প্রেরিত ন্যায়ের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক মিলিত হইয়া যান, তাহা হইলে ন্যায় দয়ার সামঞ্জস্য হইয়া যায়। এত দিন তাহা হয় নাই, তাই প্রেরিতে প্রেরিতে সকল সময়ে বিরোধ হয় এবং অপরে এ বিরোধ দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। আমরা হতাশ হই না, কেন না জানি আমাদিগের ধর্ম্মের সর্ব্বসামঞ্জস্যকর ক্ষমতা এত অধিক আছে যে এই বিরোধ কখনই থাকিতে দিবে না। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পক্ষের প্রেরিত বুঝি চিরদিন স্থিরতর আছেন। যদি এরূপ স্থিরতা নিরন্তর থাকিত, তাহা হইলে সামঞ্জস্য কঠিন হইত, কিন্তু পক্ষপরিবর্ত্তন

আছে, তাই বুঝা যায়, দয়া ন্যায় উভয়েরই তাঁহারা অধীন। যাহা হউক, আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিলাম, অনুসন্ধান করিলে অনেকে অনেক বিষয়ে এইরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন। যখন পক্ষদ্বয়ে দণ্ডায়মান প্রেরিতগণ আত্মবিপরীত পক্ষের মধ্যে দেবক্রিয়া দেখিতে পাইবেন, এবং দেখিয়া প্রণত হইবেন, তখন নববিধানের জয় সমুদায় পৃথিবীতে প্রতিধ্বনিত হইবে। আমরা সেই দিনের জন্য আশা করিয়া আছি, এবং আশা করি, অচিরে উহার মুখ দর্শন করিয়া আমরা কৃতার্থ হইব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

অনন্ত মহান্ ঈশ্বরের সম্বন্ধে যেরূপ বৈদিক, বৈদান্তিক এবং পৌরাণিক ভাবে গ্রহণ তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, জনহৃদয়ে অবতীর্ণ ঈশ্বরসম্বন্ধেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। অদ্য আমরা বিবেকরূপে অবতীর্ণ ঈশ্বরসম্বন্ধে এই নিয়ম প্রদর্শন করিতেছি। বিবেকসম্বন্ধে এখনও আমাদিগের বৈদিক ভাব স্থিতি করিতেছে, বৈদান্তিক বা পৌরাণিক ভাব সমুপস্থিত হয় নাই। আমরা এরূপ কেন বলি, স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। বেদের সময়ে দৃষ্টি বাহিরে নিবদ্ধ থাকে, ভিতরে যায় না। আমাদিগের বিবেক এখন বাহিরে অর্থাৎ অপর জনে সুতীক্ষ্ণ ভাবে দোষ দুর্ব্বলতা পাপ দর্শন করেন, কিন্তু যাঁহাতে তিনি অধিষ্ঠান করিয়া আছেন তাঁহার বৈদান্তিক ভাব উপস্থিত হয় নাই বলিয়া সেই সকল তিনি তাঁহাকে তীব্র ভাবে প্রদর্শন করিতেছেন না। আচার্য্য এই জন্য বলিয়াছেন, "তুমি আপনাকে বিচার কর মানুষের মত, কিন্তু পরকে বিচার কর দেবতার মত।" আত্মসম্বন্ধে দেবত্ব উপস্থিত হয় কোন্ সময়ে? যখন বৈদান্তিক ভাব প্রবল হয়। এখন অপরের পাপের প্রতি দৃষ্টি যেমন সূক্ষ্ম, তেমনি যখন আত্মপাপের প্রতি দৃষ্টি সূক্ষ্ম হইবে, তখন বিবেকসম্বন্ধে বৈদান্তিক ভাব সমুপস্থিত আমরা বলিতে পারিব। বৈদিক ভাবের প্রাবল্যে দল রক্ষা পায়, দলমধ্যে বিবেকের ক্রিয়া অব্যাহত প্রকাশ পায়, কিন্তু প্রতিব্যক্তির পরিত্রাণ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে। আমরা এখনও যে অনেকগুলি স্পষ্ট পাপ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, তাহা এই জন্য। বৈদান্তিক ভাব আসিলে তৎপরে বিবেকসম্বন্ধে পৌরাণিক ভাব উপস্থিত হইবে। তখন এই হইবে যে, অপরের মধ্যে বিবেক অবতীর্ণ দর্শনে তাঁহার শাসন মস্তক পাতিয়া গৃহীত হইবে। যখন পৌরাণিক ভাবে বিবেক পরিগৃহীত হইবেন, তখন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি এত বাড়িবে যে এক জন আর এক জনের পদতলে চির প্রণত থাকিবেন। আচার্য্যদেবে এই বিবিধ ভাব বিদ্যমান ছিল, তাই তিনি বলিতে পারিয়াছেন, "কোটি কোটি বার নমস্কার এই বন্ধুদের চরণে, কেন না দেবতা বিচার করেন ইহাঁদের ভিতরে থাকিয়া, দেবতা শাসন করেন ইহাঁদের দ্বারা।" আমাদিগের সম্বন্ধেও তিনি এই জন্য বলিয়াছেন "যে দলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, সে দলকে কি আমার দল বলিয়া স্বীকার করি?" আমাদিগের এখন যত্ন এই, বিবেকসম্বন্ধে কেবল বৈদিক ভাবে সন্তুষ্ট না থাকিয়া শীঘ্র শীঘ্র বৈদান্তিক ও পৌরাণিক ভাবে প্রবিষ্ট হইব? ইহা হইলে বিধান পূর্ণ হইবে, আমরাও কৃতার্থ হইব।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীর আচার্য্যমনোনয়ন করিবার যে অধিকার ছিল, আন্দোলন সময়ে তাহা অস্বীকৃত হইয়াছে কেন? ইহাতে কি স্থিরতর সহবাবস্থাপন উপেক্ষিত হয় নাই? না, হয় নাই। কেন হয় নাই আমরা বলিতেছি। আমাদিগের আচার্য্য সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বর কর্ত্তৃক মনোনীত, পরিশেষে ব্রাহ্মসাধারণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী রীতিপূর্ব্বক কোন দিন প্রকাশ্যে মনোনয়ন করেন নাই, কিন্তু মনোনয়নাধিকার ব্যক্ত হইলে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আচার্য্যসম্বন্ধে এই মনোনয়ন এখন নিত্যকালের মনোনয়ন মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কেন না নববিধান মণ্ডলীর উপাসকগণ তাঁহাকে চিরকালের জন্য আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যদি তাঁহার স্থলে অন্য আচার্য্য মনোনীত হন, তবে তাঁহার সহিত নিত্যসম্বন্ধ কাটিয়া যায়। আন্দোলনসময়ে যখন আচার্য্য মনোনয়ন প্রস্তাব হয়, তখন নিত্যসম্বন্ধের ভূমিতে শ্রীদরবার কর্ত্তৃক আচার্য্য মনোনয়ন অস্বীকৃত হয়। প্রেরিতবর্গসম্বন্ধে আচার্য্য আছেন, কিন্তু অপরের সম্বন্ধে নাই, এই কথার প্রতিবাদ এইরূপে সাধিত হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাসা এই, কোন আকারে কি এখন আর মনোনয়ন থাকিবে না? অবশ্য থাকিবে। এখন যাঁহারা উপাচার্য্যের কার্য্য করিবেন, তাঁহারা মনোনয়নের অধীন। এ অধিকার শ্রীদরবার কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে।

প্রতিবাদী বলিতেছেন, ধর্ম্মতত্ত্বের সম্পাদক নিরন্তর প্রেরিতবর্গের মধ্যে অবিচ্ছেদ অদৃশ্য রাজ্যের দোহাই দিয়া সাধন করিয়া থাকেন, ইহাতে এই প্রতীত হয় যে তিনি এটি একটি প্রকাণ্ড ছল বাহির করিয়াছেন। নববিধানে দৃশ্য-দৃশ্য উভয়ই কি সমানরূপে সমাদৃত নহে? হাঁ, আমরা স্বীকার করি, দৃশ্য অদৃশ্য সমান না হউক, সমাদৃত বটে,

কিন্তু দৃশ্যাপেক্ষা অদৃশ্য অনন্তকালের স্থায়ী সামগ্রী বলিয়া আমরা তৎপ্রতি সমধিক আস্থাবান্। মনুষ্যের পাপ আছে, দোষ দুর্ব্বলতা আছে, চঞ্চলতা অস্থিরতা আছে, এ সকলেতে অদৃশ্য নিত্য সামগ্রীকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে, তাই আমরা নিয়ত এই আচ্ছাদনের ব্যাপার উচ্ছেদের জন্য চীৎকার করিয়া থাকি। আমরা এ চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও পুনঃ পুনঃ বলিয়া থাকি, ছল কি সত্য বিশ্বাস কালে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। একপ বলাতে এই বুঝায় যে, আমরা ভিতরে ভিতরে নিয়ত যত্নবান্ আছি, যাহাতে দৃশ্য অদৃশ্য উভয়ের একত্র সমাবেশ হয়। আমরা এ বিষয়ে নিরাশ নহি, কোন দিন নিরাশ হইব না। এ জন্য যিনি যে প্রকারে যত্ন করিতেছেন আমরা তাহাতে হৃদয়ের সহিত অনুমোদন অর্পণ করি। আমরা যাঁহাদিগের দাস ও অনুগত, তাঁহারা কেহই এ বিষয়ে প্রতিকূল নহেন। যত্ন হউক, যত্নে জীবন শেষ হউক, কিন্তু অদৃশ্যের মাহাত্ম্য কেন ভুলিয়া যাওয়া হইবে? আমাদিগের পরলোক অদৃশ্য (নিরাকার), ঈশ্বর অদৃশ্য (নিরাকার), আমাদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ কেন অদৃশ্য (নিরাকার) হইবে না। বস্তু ও অবস্তু, পদার্থ ও অপদার্থ, নিত্য ও অনিত্য, সত্য ও ছায়া ইহার প্রভেদ নিরন্তর দৃষ্টিতে রাখিতে হইবে, আমরা কেবল ইহাই চাই। যাঁহারা বস্তু ছাড়িয়া অবস্তুর পশ্চাতে ধাবিত, পদার্থ ছাড়িয়া অপদার্থে রত, অনিত্যকে উচ্চপদ দিয়া নিত্যকে পরিহার করেন, সত্যের অনুসরণ না করিয়া ছায়ার অনুসরণে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যথার্থই কৃপাপাত্র। শ্রীদরবার-সম্বন্ধে অনেকে এই প্রকার বিভ্রান্ত চিত্ত হইয়াছেন, তাই আমাদিগকে অনেক কথা বলিতে হয়। শ্রীদরবারে অপূর্ণতা আরোপ ঈশ্বরেতে অপূর্ণতা আরোপ, ইহা যাঁহারা বুঝেন না, তাঁহাদিগকে কি করিয়া আমরা বুঝাইব জানি না। যদি বিবেকরূপে অবতীর্ণ ঈশ্বর অপূর্ণ হন, তাঁহাতে ভ্রমভ্রান্তি দোষ দুর্ব্বলতা সম্ভবপর হয়, তবে আমাদের সমুদায় ধর্ম্মজীবনের মূল উৎপাটিত হইয়া যায়, ইহা গভীর ভাবে সকলেরই বিবেচ্য।

অলক্ষ্মী।

হিন্দুগণ যেমন লক্ষ্মীতে বিশ্বাস করেন, তেমনি তাহার প্রতিকূলা অলক্ষ্মীতেও সমান বিশ্বাস করিয়া থাকেন। প্রাচীন সকল ধর্ম্মেই অভাবপদার্থকে ভাবসদৃশ বিশ্বাস করিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দান করা হইয়াছে। কোন কোন দার্শনিক এই জন্য অভাবকে একটি পদার্থ মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন। আমরা লক্ষ্মী ভিন্ন অলক্ষ্মীতে বিশ্বাস করি না, ঈশ্বর ভিন্ন শয়তানে আমাদিগের বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস নাই এই জন্য যে, কালসহকারে জনসমাজের জ্ঞান পরিমার্জ্জিত হইয়াছে, আমাদের নেত্র পরিষ্কৃত হইয়াছে, বিজ্ঞান দৈধস্থানেও সর্ব্বত্র প্রচ্ছন্ন কল্যাণ দেখাইয়া দিয়াছে। যাহা হউক, হিন্দুগণের অলক্ষ্মীর কথা আজ আমরা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর অগ্রে অলক্ষ্মীর উৎপত্তি হয়, এ জন্য ইনি লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা বলিয়া গণ্য। অলক্ষ্মী যখন জন্মিলেন, তখন কেহ তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে সম্মত হইল না। পরিশেষে দুঃসহনামা এক জন মহাতপা ব্রাহ্মণ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। অলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি চির অনুরক্তা ছিলেন। এ স্থলে আমরা রূপকমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিতেছি, অমৃতলাভের যত্ন আরম্ভ করিলে, প্রথমতঃ অনেক অন্তরায় বিঘ্ন দুঃখ ক্লেশ সমুপস্থিত হয়। এই সকল চিরকাল থাকুক কেহ ইচ্ছা করেন না। তবে কদাপি এমন একাদ জন পাওয়া যায় যিনি তপঃপ্রভাবে সে সকল আপদের সহিত বহন করিতে চিরকাল স্বীকৃত এবং তাঁহারই নিকট সেই সকল অকল্যাণ অমঙ্গল পত্নীবৎ বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাঁহার কিছুই করিতে পারে না।

লক্ষ্মীর যেমন পূজা হইয়া থাকে, অলক্ষ্মীরও তেমনি পূজা হইয়া থাকে। তবে লক্ষ্মী পূজা তাঁহাকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, অলক্ষ্মীর পূজা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়ার জন্য, শত্রুর স্কন্ধে অধিষ্ঠান করাইবার জন্য। লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মী নির্ম্মাণের উপাদান স্বতন্ত্র, পূজোপকরণও স্বতন্ত্র, পূজাকালও স্বতন্ত্র। লক্ষ্মী মৃত্তিকা বা ধাতুনির্ম্মিত, অলক্ষ্মীমূর্ত্তির উপাদান গোময়। উঁহার পূর্ণিমা তিথিতে, ইঁহার পূজা অমাবস্যায়। উনি পূর্ণ শশিপরিশোভিত রজনীতে মনোহর পুষ্প নানোপকরণে, ইনি প্রদোষ সময়ে দেবোচ্ছিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। দক্ষিণ হস্তে উঁহার, বাম হস্তে ইঁহার পূজা। সম্মুখীন হইয়া উঁহার, বিমুখ হইয়া ইঁহার অর্চ্চনা। উনি দিব্যবর্ণা দিব্যবসনা দিব্যালঙ্কারভূষিতা সৌম্যমূর্ত্তি সৌম্যস্বভাবা। ইনি কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণবসনা লৌহাভরণে সজ্জিতা সদাকলহপ্রিয়া। উঁহার হস্তে পদ্ম, ইঁহার হস্তে সম্মার্জ্জনী। উঁহার বাহন পেচক, ইঁহার বাহন গর্দ্দভ। উঁহাকে আরতি করিয়া গৃহে স্থাপন, ইঁহাকে শূর্পবাদ্য করিয়া বিসর্জ্জন। যাহা হউক, আমরা অলক্ষ্মীর ধ্যানাদি সকলের জ্ঞাপনার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বাম হস্তে কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প লইয়া ধ্যান—"অলক্ষ্মীং কৃষ্ণবর্ণাং দ্বিভুজাং কৃষ্ণবস্ত্রপরিধানাং লৌহাভরণভূষিতাং শর্করাচন্দনচর্চ্চিতাং গৃহসম্মার্জ্জনীহস্তাং গর্দ্দভারূঢ়াং কলহপ্রিয়াং ধ্যায়েৎ।"

বিমুখ হইয়া—"ওঁ অলক্ষ্ম্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে নির্ম্মাল্য কৃষ্ণবর্ণ পুষ্পে পূজা।

প্রণাম—

"ওঁ অলক্ষ্মীস্ত্বং কুরূপাসি কুৎসিতস্থানবাসিনী।
সুখরাত্রৌ ময়া দত্তাং গৃহ্ণ পূজাঞ্চ শাশ্বতীম্॥
দারিদ্র্যকলহপ্রিয়ে দেবি ত্বং ধননাশিনী।
যাহি শত্রোর্গৃহে নিত্যং স্থিরা তত্র ভবিষ্যসি॥
যদি ত্বং মে মহাভাগে প্রীতা ভবসি সর্ব্বদা।
পুত্রবন্ধুকলত্রেষু কদাচিন্নাগমিষ্যসি॥
গচ্ছ ত্বং মন্দিরং শত্রোর্গৃহীত্বা চাশুভং মম।
মদাশ্রয়ং পরিত্যজ্য স্থিতা তত্র ভবিষ্যসি॥"

তদনন্তর শূর্পবাদ্য পূর্ব্বক সীমান্তে বিসর্জ্জন।

বৈদিক সময়ে অলক্ষ্মী বলিয়া স্বতন্ত্র দেবতা ছিল না। এক লক্ষ্মীই ভাল মন্দ ভেদে দ্বিবিধরূপে পরিগৃহীতা হইতেন, এবং এ ভাল মন্দ লক্ষ্মী মনুষ্যের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন।

"প্রপতেতঃ পাপি লক্ষ্মি নশ্যেতঃ প্রামুতঃ পত।
অয়স্ময়েন অঙ্কেন দ্বিষতে ত্বা সজামসি॥
অথর্ব্ববেদ ৭। ১১৫। ১।

অয়ি পাপীয়সি লক্ষ্মি, এখান হইতে চলিয়া যাও, এখান হইতে অদৃশ্য হও, এখান হইতে সরিয়া পড়। তোমায় লৌহকিলকে শত্রুর সঙ্গে বাঁধিয়া দি।

একশতং লক্ষ্ময়ো মর্ত্ত্যস্য সাকং তন্বা জনুষোঽধিজাতাঃ।
তাসাং পাপিষ্ঠা নিরিতঃ প্রহিণ্মঃ শিবা অস্মভ্যং জাতবেদো নিযচ্ছ॥ অথর্ব্ববেদ ঐ। ঐ। ৩।

মনুষ্যের শরীরের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এক শত লক্ষ্মী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। সেই সকলের মধ্যে যে গুলি পাপিষ্ঠা, তাহাদিগকে এখান হইতে দূর করিয়া দি। হে জাতবেদা, যে গুলি মঙ্গলময়ী সে গুলিকে আমাদিগের জন্য আবদ্ধ করিয়া রাখ।

মহাসমন্বয়োপনিষৎ।

বেদঃ।

কস্মাদাগম্যাগমইতি তৃতীয়ঃ। চিদেকরসাৎ পরমপুরুষাদ্বেদাভিব্যক্তির্জীবহৃদয়ইতি সএবাস্য প্রভবস্থানম্। ১। স্বরূপৈক্যেঽপি প্রভবস্থাননির্দ্দেশো ব্যক্ত্যপেক্ষয়া ন তু বস্তুগতভেদাপেক্ষয়েতি নাস্য জন্যত্বাপত্তিঃ। ২। সত্যরূপেণাভিব্যক্তা চিজ্জীবহৃদয়সংক্রান্তাপি ন পরহৃদয়বিচ্যুতা-তোঽস্যা আগমোন পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গ ইব বহির্নিসরণং কিন্ত্বস্য প্রকাশইবান্যপ্রকাশনমিত্যাগমনির্দ্দেশোঽপি নির্দ্দোষএব। ৩। গতিক্রিয়ারোপাদ্বিকারিত্বমিতি ন মন্তব্যম্। প্রকাশস্য প্রসরণক্রিয়ায়াং ন বিকারিত্বং কিন্তু তৎস্বভাবাভিব্যক্তিস্তদ্বদস্বরূপত্বেনাস্যাপি তথাত্বম্। ৪। ন হি প্রকাশকস্য ন্যপ্রকাশনমনপেক্ষ্য নিসর্গত আত্মন্যেব স্থাতুং সমর্থমতোঽস্যা আগমকথনং ন বিরুধ্যতে। ৫। পর ক্রাত্মস্বরূপাবিষ্টত্বদমুগ্রহভাজনং প্রবিশ্যান্যেষাং হৃদয়নিমগ্নত্বদন্তর্যামিনাম্নতো বেত্যাগমোক্ষাগমলক্ষণমত এবানবদ্যম্। ৬। পরমপুরুষাদস্য জীবহৃদয়ে সংক্রান্তিঃ সর্ব্বেষাং বাদিনামভিমতম্। ন হি করণাবিশুদ্ধাবস্য প্রকাশো মলিনাবিলাস্বচ্ছে পদার্থে কুতঃ প্রতিফলতি কিরণমালাতো মহাজনমহর্ষিসংস্থানামন্তঃকরণমেবাস্যাগমপ্রদেশইতি তত্ত্বাদিভিঃ সর্ব্বৈরেবোপনিবদ্ধম্। তানেব লক্ষীকৃত্য তৎস্বরূপাবিষ্টত্বদনুগ্রহভাজনমিত্যুক্তমস্মাভিঃ। ৭। আগমোক্তলক্ষণে কেবলং গিরিজা যামবলম্ব্যাস্যাবতরণমিতি বিশেষপ্রশ্নে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকে কস্মিংশ্চিৎ মহাপুরুষে হবতীর্ণং মহেশ্বরমুপলক্ষ্য ভক্তিমত্যাং তদ্ধর্ম্মপত্ন্যাং তজ্জ্ঞানসংক্রমণস্ততোঽন্যেষাং হৃদয়ৈরভানুজ্ঞাতং তদিতি প্রদর্শনায় প্রাধান্যেন গিরিজাগ্রহণম্। অস্মাভিস্তু কালাবচ্ছিন্নাগমলক্ষণমুপেক্ষ্য তৎস্বরূপাবিষ্টেত্যাদি তত্ত্বমুদ্ভাবিতম্। ৮। অতএবাহ পূর্ব্বোক্তনিখিলোপসংহারকবাক্যেন শ্রীমন্মহাসমন্বয়াচার্য্যো "ব্রহ্মবেদো ব্রহ্মজ্ঞানমনাদি নিত্যঞ্চ। ব্রহ্ম স্বয়মেব বেদঃ। তস্মাদ্যোঽহমং জ্ঞানগর্ভোঽশব্দঃ শব্দ উচ্চারিতস্তমখিলং শ্রুত্বা যে গ্রন্থেষু নিবধ্নন্তি তএব বেদলিপিকৃতঃ। ব্রহ্মমুখে ব্রহ্মবাণী যাবদবতিষ্ঠতি তাবদব্যক্তাবিভিঃস্বতর্বেদরূপেয়ম।" "ব্যক্তং ব্রহ্ম বেদঃ, ব্যক্তং ব্রহ্ম পুরাণং, ব্যক্তং ব্রহ্ম মোষেশাসধর্ম্মগ্রন্থঃ, ব্যক্তং ব্রহ্ম প্রক্ষেয়যোগিমহর্ষীণাং জীবনম্। প্রাগুক্তলিখনাদ্ধর্ম্মগ্রন্থাদীনাং নিখিলানি গ্রন্থোক্তসত্যানি বীজরূপেণাকথিতবাক্যরূপেণ ব্রহ্মবক্ষস্যবাতিষ্ঠন।" ৯। তদেষ পরাদাগতঃ পরঃ পরাখ্যঃমেবাস্য সত্তামপরাখ্যা তু জনদৃষ্টিগ্রহণবৈষম্যাত্তৎকৃতাবান্তরবিষয়বিমিশ্রাক্তেতি দৃশ্যাগমেষন্তর্যামিনা তেনৈব নীতস্য পরাপরবিজ্ঞানসম্ভবো হপ্যনভিব্যক্তেভ্যশ্চাগমান্তর ইত্যাগমস্য নিত্যত্বম্। ১০।

ইতি শ্রীমহাসমন্বয়োপনিষদি বেদনিরূপণে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়প্রশ্নব্যাখ্যা তৃতীয়া বল্লী।

কাহা হইতে ইহার আগম হয়, এই তৃতীয় প্রশ্ন। চিৎস্বরূপ পরম পুরুষ হইতে জীবহৃদয়ে ইহার প্রকাশ হয়, অতএব তিনিই ইহার নির্গম স্থান। সমাগত জ্ঞান এবং পরম পুরুষ এক হইলেও পরম পুরুষকে নির্গমস্থান বলা ব্যক্ততা লক্ষ্য করিয়া, বস্তুগত ভেদ লক্ষ্য করিয়া নহে; সুতরাং যাহা ছিল না তাহা হইল, এ দোষ এখানে স্পর্শিতেছে না। সত্যরূপে জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া জীবহৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, কিন্তু এরূপে সঞ্চারিত হইয়া যখন ঈশ্বরহৃদয় ছাড়িয়া উহার গতি হয় না, তখন এই আগম অগ্নি হইতে যেরূপ স্ফুলিঙ্গ বহির হইয়া পড়ে সেরূপ নহে, কিন্তু অগ্নির প্রকাশের ন্যায় অন্যের প্রকাশে কারণ হয়। অতএব আগমনির্দ্দেশ নির্দ্দোষ। গমনক্রিয়া আরোপ করাতে বিকারিত্ব হইল এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। প্রকাশের প্রসরণ ক্রিয়া আছে, অথচ বিকারিত্ব নাই, কেন না

উহাতে উহার কেবল স্বভাব প্রকাশ পায়, বেদাগমও তদ্রূপ। যাহার অন্যকে প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আছে, সে কখন স্বভাবতঃ আপনাতে আপনি থাকিতে পারে না। সুতরাং ইহার আগম বলা বিরুদ্ধ হইতেছে না। ঈশ্বরের স্বরূপ যাঁহাতে আবিষ্ট হইয়াছে, যিনি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহভাজন ঈশ্বর মুখ হইতে তাঁহাতে উহা প্রবেশ করিয়া অন্যান্য ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হয়, অথবা তাঁহাদিগের অগ্রগামী পুরুষ কর্ত্তৃক অনুমত হয়, আগমোক্ত এই লক্ষণ অতএবই অনিন্দনীয়। পরমপুরুষ হইতে জীবহৃদয়ে বেদের সংক্রমণ সকলবাদীরই অভিমত। ইন্দ্রিয়গণ অপরিশুদ্ধ থাকিলে তাহাতে ইহার প্রকাশ হয় না, মলিন, আবিল, অস্বচ্ছ পদার্থে সূর্য্যকিরণ কোথায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে? অতএব মহাজন ও মহর্ষিগণের অন্তঃকরণই ইহার আগমস্থান সকলবাদীই এরূপ বলিয়াছেন। তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার স্বরূপ যাঁহাতে আবিষ্ট হইয়াছে, যিনি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহভাজন, এরূপ আমরা বলিয়াছি। আগমোক্ত লক্ষণে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আগমাবতরণ হইয়াছে সেই গিরিজা কে? এই বিশেষ প্রশ্নের উত্তর এই, সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কোন মহাপুরুষে অবতীর্ণ মহেশ্বরকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার ভক্তিমতী ধর্ম্মপত্নীতে ঈশ্বরজ্ঞান সংক্রান্ত হয়, তাঁহা হইতে আবার অপর সকলের হৃদয় উহা স্বীকার করে, এইটি দেখাইবার জন্য আগমলক্ষণে প্রধানতঃ তৎপত্নী গিরিজাকে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমরা কালবিশেষে আবদ্ধ আগম লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া 'তাঁহার স্বরূপ যাঁহাতে প্রবিষ্ট' ইত্যাদি বলিয়া মূলবিষয় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তৎসমুদায়ের উপসংহার হয় এরূপ বাক্যে শ্রীমন্মহাসমন্বয়াচার্য্য এ জন্যই বলিয়াছেন "ব্রহ্মের ব্রহ্মজ্ঞান অনাদি নিত্য। ব্রহ্ম নিজেই বেদ। তাঁহার মুখ হইতে যে জ্ঞানগর্ভ অশব্দ শব্দ উচ্চারিত হয়, সে সকল শব্দ শুনিয়া যাঁহারা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন তাঁহারাই বেদলিপিকর। যত দিন ব্রহ্মবাণী ব্রহ্মমুখে থাকে, তত দিন বেদ অব্যক্ত অথবা অনিঃসৃত থাকে।" "ব্যক্ত ব্রহ্ম বেদ, ব্যক্ত ব্রহ্ম পুরাণ, ব্যক্ত ব্রহ্ম বাইবেল, ব্যক্ত ব্রহ্মগ্রন্থের মহর্ষি ও যোগিজীবন।" "ধর্ম্মগ্রন্থাদি লিখিত হইবার পূর্ব্বে সেই গ্রন্থোক্ত সত্য সকল ব্রহ্মের বক্ষে বীজরূপে অকথিত বাক্যরূপে স্থিতি করিতেছিল।" অতএব পরম পুরুষ হইতে আগত বেদ পরম পদার্থ। পরাখ্যাই ইহার সত্য, তবে যে অপরাখ্যা লাভ করিয়াছে, সে কেবল লোক সকলের দৃষ্টি ও গ্রহণের বৈষম্য বশতঃ এবং তাহারা অবান্তর বিষয় মিশাইয়া ফেলিয়াছে তজ্জন্য। যে সকল দৃষ্ট আগম আছে তন্মধ্যে কোন্‌টি 'পর' কোন্‌টি 'অপর' ইহা কেবল সেই জানিতে পারে যে অন্তর্যামী পুরুষ কর্ত্তৃক পরিচালিত, আর যে সকল এখনও প্রকাশ পায় নাই, সে গুলি হইতে আগমান্তর সমুপস্থিত হইবে, সুতরাং আগম নিত্য।

শ্রীআচার্য্যদেবের প্রার্থনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

হে অধমতারণ, হে স্নেহময় পিতা, এই বিশেষ দিনে বঙ্গদেশ ভ্রাতার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এই বিশেষ দিনে সমস্ত বঙ্গদেশে ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর প্রণয়, শ্রদ্ধা, এবং স্নেহ প্রকাশিত হয়। বৎসরের এই দিন হিন্দু উৎসর্গ করেন ভ্রাতৃপ্রেমে। আমরা ব্রাহ্ম প্রাচীন অপেক্ষা নবীন প্রেমে অধিক। এই নবধর্ম্মে কোথায় ভ্রাতার প্রতি আদর মর্য্যাদা অধিক হবে, তা না হয়ে ভ্রাতৃপ্রণয় কমিতেছে। যদি কমে গিয়া থাকে তবে পিতা তোমার প্রতিও ভক্তি কমিতেছে। যারা তোমায় মামা বলে ডাকে তাদের ঘরে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ কখনই সম্ভব নয়। হে মঙ্গলময়, প্রণয়ের ছড়াছড়ি আজ এদেশে। সেই হিন্দু সমাজকে নমস্কার করি, যাঁর শুভ বুদ্ধিতে ভ্রাতৃপ্রণয়ের কীর্ত্তি একটি বিশেষ উৎসবে স্থাপিত হয়েছে। ভ্রাতার গৌরব বঙ্গদেশ বুঝেছিল। শাস্ত্রকার বুঝেছিলেন, নতুবা এ চমৎকার সুপ্রথাটী আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল কেন? আর কোন দেশেত নাই। ভগ্নী বলিলেন, আদর স্নেহ যত্ন প্রণয় দিলেন। ভগ্নীর সেই ভক্তি আশীর্ব্বাদে ভাই অমর হইল। আজ গরীব দুঃখী লোক, বঙ্গদেশে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেবে। ভাইয়ের মর্য্যাদা রাখিল। ভ্রাতৃভাব কি পবিত্র ভাব, স্বর্গের ভাব। ভাই বলে ডাকা, এ স্বর্গীয়। দলের ভিতর চাই, সম্প্রদায়ের ভিতর চাই, ধর্ম্মে চাই। সুন্দর ভ্রাতৃপ্রণয় একাল হৃদয়ে নাই। হে কৃপাসিন্ধু, কেমন চমৎকার একটী পত্তনভূমি রয়েছে হিন্দুসমাজে নববিধানের জন্য এই ভাই ফোঁটাতে। হে প্রেমময়ি, এই ব্যাপার আমাদিগকে বুঝিতে দাও। নববিধানবাদীর কি করা উচিত এই ভাব থেকে। ভ্রাতৃপ্রণয় কি? কোনরূপ স্বার্থ থাকিবে না। ভাইকে আদর করিব। আমার হৃদয়ের ভাই, প্রাণের ভাই আদরের ভাই, ঘরের ভাই, মার পেটের ভাই, আমরা অনেক গুলি ভাই। এই বলিতে বলিতে, এই কথা সাধন করিতে করিতে চক্ষে আনন্দধারা বহিবে। ভাই ধন ভাল বাসার ধন বুঝেছে কেবল ভগ্নীর মন। ভগ্নী ভিন্ন ভাইকে কে চেনে? তুমি তুজনকেই করেছ। ভগ্নী আপন হৃদয়ের পবিত্র অনুরাগ ঐ ফোঁটার সঙ্গে ভাইয়ের কপালে দেন। পৃথিবীতে শঙ্খ ধ্বনি হইল। ভাই ফোঁটা কি? আরম্ভ হইল আপনার ভাইয়েতে কিন্তু ভগ্নীর হাত পৃথিবী শুদ্ধ লোকের কপালে গেল। পৃথিবী শুদ্ধ লোক তাঁর ভাই। সমস্ত জগতের কপালে ফোঁটা দিলেন। চারি দিকে শঙ্খধ্বনি হইল। এর চেয়ে

পবিত্র জিনিষ আর কিছু নাই। ভাইয়ের মত জিনিষ ভগ্নীর কাছে নাই। ভগ্নীর মত জিনিষ ভাইয়ের কাছে নাই। ফোঁটা দেওয়ার অর্থ এই যে, তোর এত আদর, তুই উপযুক্ত হ। ভাল হবে বলিয়া ফোঁটা। কার সম্পর্কে ফোঁটা দেওয়া হলো? জগজ্জননী যে সকলের মা। তিনি কাছে বসে বলছেন ফোঁটা দে। সব মার খেলা। বসে বসে তামাসা দেখছেন। একটাকে ভাই সাজিয়ে, আর একটাকে ভগ্নী সাজিয়ে খেলা দেখ্‌ছেন। পবিত্র স্বর্গের প্রেমের এক ফোঁটা কেটে পৃথিবীতে ফেলে দিলে সেটা হলো ভাই ফোঁটা। পবিত্র স্বর্গীয় জিনিষ যেমন ঘরে ঘরে হয়েছে তেমনি যদি সমস্ত পৃথিবীতে হয় তা হলে বেশ হয়। সকলে যদি সকলের ভাই হয়, তা হলে পাপ রহিল কৈ? পিতা, আমাদিগের মধ্যে পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয় স্থাপিত কর। কেবল ভগ্নী ভাইকে ফোঁটা দেবে না, ভাইও ভাইকে দেবে। সকলকে ভাই কর। ভাইয়ের মত জিনিষ নাই। হে মঙ্গলময়, দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে সুমিষ্ট পবিত্র ভাব ভ্রাতৃপ্রণয় হৃদয়ে রেখে জগতের সকলকে ভাই বলে, ভগ্নী বলে ডেকে অত্যন্ত বিনয়ী নম্র প্রণত হয়ে ভ্রাতৃসেবা করে শুদ্ধ হই, তুমি অনুগ্রহ করে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক
মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু।

সবিনয় নিবেদন।

"ঢাকার ভাদ্রোৎসব" শীর্ষক প্রাপ্ত প্রস্তাবে উল্লিখিত কতিপয় অভিযোগ খণ্ডন করিয়া বিগত ১৬ই কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে আমি যে এক পত্র প্রেরণ করি, তদ্বিরুদ্ধে প্রস্তাব লেখকের যে সুদীর্ঘ পত্র গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও ভয়ানক অভিযোগ আছে বলিয়া তৎ খণ্ডনে বাধ্য হইলাম। যে পেরার উত্তরে যাহা বলিবার আছে, ক্রমে তাহা প্রকাশ করিতেছি, ভরসা করি আগামী বারের ধর্ম্মতত্ত্বে ইহা প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১। যখন আমাদের সমাজ "ভারতবর্ষীয় শাখা ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হয়, তখন দরবারের সভাপতিরূপে আচার্য্য দেবের অনুমতি গ্রহণ করা হয় নাই। আচার্য্যরূপেই তাঁহার নিকট সহানুভূতি প্রার্থনা করা হয়, তদনুসারে তিনিও ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিকটই হৃদয়ের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া এক সুদীর্ঘ পত্র লিখেন। 'পূর্ব্ব বঙ্গ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' নাম গ্রহণ করিবার সময় কলিকাতায় কিছু লিখা আবশ্যক বোধ হয় নাই বলিয়াই লিখা হয় নাই। তাহাতে উপেক্ষার ভাব কিছু ছিল না। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজে থাকা কালীন আচার্য্য দেবের অভিপ্রায়ানুসারে যখন আমি প্রচার কার্য্যের বিবরণাদি পাঠ ও প্রেরণ করিতাম, "ভারতবর্ষীয় শাখা ব্রাহ্মসমাজে" থাকিয়াও আমি তদ্রূপই প্রচার বিবরণাদি পাঠাইয়াছি। আচার্য্য দেবের সঙ্গে যোগ রক্ষার জন্যই যেমন "ভারতবর্ষীয় শাখা ব্রাহ্মসমাজ" নাম গ্রহণ করা হইয়াছিল, সেই যোগ আরও স্পষ্টতররূপে রক্ষা করিবার জন্যই তেমনি "পূর্ব্ব বাঙ্গালা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ" নাম গ্রহণ করা হইয়াছে। অত্রত্য নববিধান সমাজ "নিউট্রাল" ভাবাপন্ন নহে। বরং আচার্য্য দেবকে তাঁহার অখণ্ড দল সহ বক্ষে ধারণ করিতেই প্রয়াসী। সেই দলের ব্যক্তি বিশেষ কিংবা সমবেত কয়েক জনের পক্ষপাতী হওয়া অনুসরণের তাৎপর্য্য নয়। পূর্ব্ব বঙ্গে নববিধানের ভাবসংস্থাপনব্রতপালনে সমুদায় বন্ধু বান্ধব সহ আচার্য্য দেবকে সদলে অনুসরণ করাই তাহার তাৎপর্য্য। আবশ্যক বোধ হয় না বলিয়াই প্রচারক মণ্ডলীর অভিভাবক মহাশয়ের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হইতেছে না।

২। নূতন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন ও প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে আমি প্রার্থনা করিয়াছিলাম বলিয়াই যদি আমা দ্বারা সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, লেখক এরূপ বলেন তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই। "রীতি মত সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা হয় নাই" এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিবার সময় মন্দিরের ব্যবহার সম্বন্ধে যেরূপ প্রকাশ্য ঘোষণাদি (Declaration) করা উচিত ছিল তাহা হয় নাই। সভ্যদিগকে উপেক্ষাও করা হয় নাই। সুবিধা মত তাঁহাদের সেবাকার্য্যই এখন চলিতেছে। প্রস্তুত মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ছাপাখানায় সপ্তাহিক উপাসনা সম্পন্ন করা নিষিদ্ধ বলিয়াই তাহা করা হয় নাই।

৩। বক্তৃতা প্রদান এবং জীবন বেদ পাঠ করিবার জন্য আমিই অনুরোধ করিয়াছিলাম। তাহা না হওয়াতে প্রস্তাবলেখক আমাকে দোষী বলিয়া পুনরায় সাব্যস্ত করিয়াছেন, উহা লইয়া আর বাদানুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন।

৪। রিপোর্টে সম্পাদক মহাশয় আমাকে "লিডার" বলিয়া উল্লেখ করত আমার অক্ষমতা প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্ব বঙ্গে ভগবানের লীলা সপ্রমাণ করিতেই যত্ন করিয়াছেন। লেখক পূর্ব্ব পত্রে আমাকে যে ভাবে নেতা বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবের। "আমাকে আশ্রয় না করিলে পূর্ব্ব বঙ্গের পরিত্রাণ নাই," আমার প্রার্থনাতে এরূপ কথা থাকে, লেখক অন্যের মুখে শুনিয়াই এরূপ ভয়ানক কথা প্রকাশ্য পত্রিকায় ছাপাইলেন। ইহাতে আমার প্রতি লেখকের কি ভয়ানক সন্দেহ রহিয়াছে তাহাই প্রমাণিত হয়। প্রার্থনাতে ভগবানের উক্তিরূপে ওরূপ কথা থাকিতে পারে।

৫। পঞ্চম পেরাতে লেখক যে সকল কথা বলিয়াছেন তদুত্তরে কিছু বলা বাহুল্য।

৬। পূর্ব্ববঙ্গে "প্রচার কার্য্যের সাহায্য" বলাতে কোনও প্রচারকের সাহায্য বুঝায় না। পূর্ব্ব বঙ্গে নববিধানের ভাব সংস্থাপনের সাহায্য বুঝায়। আচার্য্যদেবের ইহাই অভিপ্রায় ছিল। আচার্য্যদেবের সহচর প্রেরিতদিগের নিমন্ত্রণসম্বন্ধে আমরা আর কিছু বলিতে চাই না। আমাদিগের এই অনুরোধ যে, তাঁহারা যাহাতে সমবেত ভাবে পূর্ব্ব বঙ্গে শুভাগমন করিতে পারেন, লেখক তজ্জন্য সচেষ্ট থাকেন।

৭। এই পেরাতে তীব্র আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে লেখক তাঁহার শুভ ইচ্ছা এবং আচার্য্যের সহচর প্রেরিতদিগের ঢাকায় শুভাগমন না হওয়াতে যেরূপ মনোবেদনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে পুনরায় এই অনুরোধ করিতে পারি যে, তিনি সমবেত ভাবে শুভাগমনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করুন। তাহা হইলেই তাঁহার শুভ উদ্দেশ্য সফল এবং মনোবেদনা বিদূরিত হইবে।

উপসংহারে আমরা লেখককে স্পষ্টাক্ষরে জানাইতেছি যে, বিশেষ কর্ত্তব্য বোধেই পূর্ব্ব প্রেরিত পত্র লিখা হইয়াছিল এবং এই পত্রও লিখা হইতেছে। উত্তেজনার সঙ্গে কোনও সংস্রব নাই। "ঢাকার ভাদ্রোৎসব" সম্বন্ধে যেরূপ বিবরণ ১লা কার্ত্তিকের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশ করেন, তাহাতে স্পষ্টই এই বুঝা যায় যে, তিনি ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত থাকিয়া সমুদায় উৎসব-ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ করাতেই নানা অভিযোগ করিতে বাধ্য হন। সেই সকল অভিযোগের অমূলকতা প্রদর্শন জন্যই পূর্ব্ব পত্র লেখা হয়। কিন্তু লেখক তদুত্তরে পুনরায় যে সকল গুরুতর অভিযোগ করিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট এই প্রতীতি হয় যে, তাঁহার সন্দেহ সামান্য নহে। এখন আর তিনি ঢাকা নববিধানমণ্ডলী মধ্যে আমার চাতুরী এবং অভিসন্ধি ব্যতীত কিছুই দেখেন না। যাঁহারা আমাকে এরূপ সন্দেহ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কোনও কথা বলিয়া যে কিছু বুঝাইতে পারিব, সে আশা করি না। কিন্তু প্রকাশ্য অভিযোগের বিরুদ্ধে যাহা বলা কর্ত্তব্য বোধ হয়, তাহা প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত থাকা বিধেয় নয়, বলিয়াই এই পত্র লিখিলাম।

ঢাকা
৫ই অগ্রহায়ণ
১২৯২।

নিবেদন
শ্রীবঙ্কচন্দ্র রায়।

[আমরা ন্যায়ানুরোধে উপর্য্যুপরি বাদ প্রতিবাদ পত্রস্থ করিলাম। এবার হইতে এ সম্বন্ধে অন্য কোন খণ্ডন বা উত্তর গ্রহণ করিব না। সং]

সংবাদ।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু লাহোরে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "এখানে লোকের মনে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা জাগ্রৎ হইয়াছে, অনেকেই ধর্ম্মানুসন্ধান করিতেছে। এখন একটু সময় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিতেছি।" তিনি তত্রত্য ব্রহ্মমন্দিরে ইংরাজীতে নববিধান-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতায় অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

ভাই কালীশঙ্কর দাস উত্তরাঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন।

ভাই বলদেবনারায়ণ মানিকদহ হইতে ফরীদপুরে, এবং তথা হইতে বরিশাল যাত্রা করিয়াছেন। ফরীদপুরে নববিধানসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, ইহাতে অনেকের মনের সংশয় তিরোহিত হইয়াছে।

রঙ্গপুর হইতে আমাদিগের একজন ভ্রাতা লিখিয়াছেন "বিগত ১ অগ্রহায়ণ রবিবার ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ভাই কালীশঙ্কর দাস রঙ্গপুরে "শাস্ত্র এক এবং অভ্রান্ত" এই বিষয়ে একটি জ্ঞানপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতার স্থান বিলম্বে নির্দ্ধারিত হওয়ায় উপযুক্ত সময়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই। এ জন্য শ্রোতার সংখ্যা কিছু অল্প হইয়াছিল। শ্রোতৃবর্গমধ্যে কয়েক জন জমীদার, মুনসেফ, স্থানীয় হিন্দুসমাজের নেতা ও সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। বক্তৃতা শ্রবণে ইহাঁরা সকলে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার কোন অংশের সহিত তাঁহাদের বিরোধ নাই ইহা স্বীকার করিয়াছেন।"

আমাদিগের কুচী গ্রামস্থ ভ্রাতা লিখিয়াছেন, "গত ১১ নবেম্বর অত্রস্থ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ সিংহের নবপ্রসূত কুমারের শুভ জাতকর্ম্ম আনন্দের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ভাই শ্রীযুক্ত কালীশঙ্কর দাস মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। তাঁহার মুখবিনিঃসৃত কোমল মা নামে কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হইয়াছিল। উপাসনান্তে পিতা মাতার প্রতি মা আনন্দময়ীর অপত্যপালনের ভার সম্বন্ধে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন তাহা অতি রমণীয় ও উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ।" উপাসনাগৃহ সংহিতস্বরূপ সজ্জিত হইয়াছিল, বাদ্যোদ্যম ছিল। প্রীতিভোজন, দরিদ্রভোজন এবং যথাসাধ্য দানে কার্য্যশেষ হয়।

বিগত ৪ অগ্রহায়ণ বুধবার আলবার্টহলে প্রস্তাবিত শান্তিসভার অন্তর্গত প্রতিনিধিগণের সভার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের সহযোগী শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন সভাপতির কার্য্য করেন। প্রার্থনাপূর্ব্বক সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভায় চতুর্দ্দশটি মূল নির্দ্ধারণ সর্ব্বসম্মতিতে নির্দ্ধারিত হইয়া গিয়াছে। সভার কার্য্য সুচারুপ্রণালীতে নির্ব্বাহ হইতে পারে এ জন্য অনেকগুলি ভাল ভাল প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বিতর্কের বিষয় যিনি প্রথম উপস্থিত করেন তাঁহা ব্যতীত অন্য কাহারও দুই বার বলিবার অধিকার থাকিবে না। সভাগণের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে মধ্যস্থতা দ্বারা তাহার মীমাংসা হইবে। বর্ত্তমানে সভাধীনে এই সকল কার্য্য হইবে, (১) বর্ত্তমান বিরোধের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বিষয়ে মাসিক বক্তৃতা; (২) সাপ্তাহিক কথোপকথন সভা; (৩) আগামী মাঘোৎসবে মিলিতোৎসব; (৪) মাঘোৎসবে মফঃসলস্থ বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ। (৫) প্রেরিতবর্গের অনুমোদনানুসারে উৎসবের প্রণালী নির্দ্ধারণ। সভার অধিবেশন মাসে এক বার হইবে।

☞ এই পত্রিকা ৭২ নং অপার সারকুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্‌।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্‌॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্‌।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২০ ভাগ। ২৩ সংখ্যা। | ১ লা পৌষ, মঙ্গলবার, ১৮০৭ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনজনগতি পরমেশ্বর, কবে সে সুদিন হবে যে দিন তোমার জন্য আমরা আমাদিগের কিছুই রাখিব না। আমরা আমাদিগকে পর্য্যন্ত তোমার চরণে বলি দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইব। 'আমি' 'আমার' এই ভয়ানক পাপ কথা কবে আমাদিগের মুখ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে? কবে আমি আমার স্থলে তুমি তোমার সহজে হৃদয়ে উত্থিত হইয়া মুখ দিয়া উহা বাহিরে প্রকাশ পাইবে? প্রভো, যত্ন করিয়াও তো আমি আমার পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক দিকে জ্ঞানাদির অভিমান আছে, আর এক দিকে এ সকল আমার এ বোধ প্রবলতর রহিয়াছে। এই দুই বোধে ভয়ানক সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিয়াছে। ইহাদের জন্য শান্তি নাই, আরাম নাই, তোমার সঙ্গে মিল নাই। রসনা কেন আমি আমার বলিতে ভুলিয়া যায় না? এ দুই শব্দ কি পশুকর্ণে এতই মিষ্ট লাগে যে সে উহা কোন প্রকারে ছাড়িতে পারে না। কিসের তোমার প্রতি বিশ্বাস, যদি তোমার জন্য সর্ব্বত্যাগী হইতে না পারিলাম? বিপদ্‌ দেখিয়া যদি ভয় হইল, ব্যতিক্রম দেখিয়া যদি বিশ্বাস টলিল, মত অভিরুচির বিরোধে কিছু ঘটিতেছে বলিয়া যদি আর তোমার ব্যবস্থার প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখিতে অক্ষম হইলাম, তবে এত দিন তোমার পূজা করিয়া লাভ কি হইল? ঈশ্বর, পরীক্ষার দিনে যদি পরীক্ষা বহন করিতে না পারিলাম, তবে বিশ্বাসীর পুরস্কার লাভ করিব কি প্রকারে? বিশ্বাস কি সহজে হয়? আমি আমার যে না ছাড়িয়াছে তাহার বিশ্বাস বালুকাভূমির উপরে সংস্থাপিত। আমি বুদ্ধিমান্‌ জ্ঞানী, আমি অমুক বিষয়ে দক্ষ, আমার ধন, আমার জন, আমার স্বজন আত্মীয়, আমিই ইহাদিগের একমাত্র আশ্রয়, আমিই ইহাদিগের অবলম্বনযষ্টি, আমি না হইলে কে ইহাদিগকে রক্ষা করিবে ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে আমি আমার প্রাধান্য। প্রভো, আমরা গেলাম এই মহাপাপে, বল তুমি বিনা এ সর্ব্বনাশ হইতে আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে? সকল সাধন ভজন বিফল, যদি আমি আমার নরকাগ্নি একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া না যায়। কামক্রোধাদি তৃণসদৃশ এই আমি আমার নিকটে। কঠোর সাধন করিয়া রিপুকুলকে নির্জ্জিত করিলে কি হইবে, যদি তাহাদিগের মূল আমি আমার উৎপাটিত না হইল? কণ্টকবৃক্ষের মূল অবশিষ্ট রাখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য যত্ন বিফল। তাই, দীননাথ, তোমার নিকটে আমরা কাতরে

এই ভিক্ষা করিতেছি, সমুদায় পাপের মুল এই আমি আমার সমূলে উচ্ছেদ করিয়া দাও। এ যখন ধর্ম্মের ভাণ করিয়া আসে তখন যে শত্রু বলিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারি না। তাই, অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ, তব চরণে প্রার্থনা করি, কোন কারণে, কোন যুক্তিতে, কোন বেশে যেন আমরা আমিত্বের গন্ধ সহ্য করিতে না পারি। আমি এই কথায় যেন আমাদিগের মহা উদ্যোগ উপস্থিত হয়, তুমি আমাদিগের প্রতি এই শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর।

আমাদিগের দাঁড়াইবার ভূমি।

আমরা গত বারে আমাদিগের যে সকল দোষ দেখাইয়াছি তাহাতে সকলেই বলিবেন, যাঁহাদিগের এতগুলি পাপ তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে কখন অধিক দিন তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবেন না। শীঘ্র হউক গৌণে হউক, ইহাঁদিগকে সরিয়া পড়িতে হইবে। যদি বার্দ্ধক্য বশতঃ আর নূতন বিষয়বাণিজ্যেও প্রবৃত্ত না হন, তবু কোন প্রকারে চর্য্যরক্ষার জন্য কপটতা অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বাবস্থা থাকিবেন, কিন্তু ভিতরে কিছু সার থাকিবে না। আমাদিগের দোষের দিক্ দেখিলে লোকের মনে এ প্রকার সংশয় উপস্থিত হইবে তা তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু আমরা অদ্য দেখাইতে যত্ন করিব, আমরা এমন একটী সুদৃঢ় ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আছি, যাহাতে কোন কারণে অধিকৃত ক্ষেত্র হইতে আমরা তৃণাপি দূরে নিঃক্ষিপ্ত হইব না। আমাদিগের অপরাধ বশতঃ কতক দিন দুর্ভোগ হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু আমাদিগের অন্তে কল্যাণ অনিবার্য্য।

আমরা আমাদিগের দাঁড়াইবার ভূমি দেখাইবার পূর্ব্বে নববিধান ও অন্যান্য বিধানে বিশেষ পার্থক্য কোথায় দেখাইয়া আমাদিগের বক্তব্য বিষয়টি একটু বিষদ করিয়া লইব। প্রাচীন সমুদায় বিধানেরই এক বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহাতে প্রত্যেক সাধক ঈশ্বরের সঙ্গে অথবা কোন মহাপুরুষের সঙ্গে একাকী সংযুক্ত, দশ জন মিলিয়া এক জন কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আমাদিগের দেশীয় পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিগণের সম্বন্ধে কাহার সংশয় নাই। যিহুদি, খ্রীষ্ট, ও মুসলমান এবং আধুনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ জন্মিতে পারে। ইহাঁরা সকলে দল বান্ধিয়া উপাসনাদি করেন, সাধুপুরুষ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সুতরাং দশ জনে এক জন ইহাঁদিগের ধর্ম্মে আছে সকলকে মানিতে হইবে। মুষা ঈশ্বরের নিকটে স্বয়ং যাইতেন, আর কেহ তাঁহার সঙ্গে যাইতেন না সত্য, কিন্তু যিহুদিগণ কি তাঁহার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে সংযুক্ত ছিলেন না? আমারা বলি না। তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করিতেন এবং তদনুসারে এক এক জন অনুষ্ঠান করিতেন, তাহার ফলভাগী একাকীই হইতেন, সকলে মিলিয়া এক জন ব্যবস্থা তখন ছিল না। মহর্ষি ঈশা একত্ব প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যবর্গ মধ্যে উহা দেখিতে পাই না। এক দিন সকলে একত্র মিলিত হইয়া পবিত্রাত্মা লাভ করিলেন এইমাত্র, তৎপর নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ভাবে সকলে পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এক জন আর একজনের মত খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপনে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। মুসলমানগণের একত্র উপাসনার ব্যবস্থা মোহম্মদের সময় হইতে, কিন্তু সমুদায় কার্য্য পরিচালনা এক জন নেতা কর্ত্তৃক চিরকালই সাধিত হইত। বৈষ্ণবধর্ম্মে মিলিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি আছে, কিন্তু দশ জনে এক জন এখানেও দেখিতে পাওয়া যায় না।

নববিধানের প্রধান এক এই বৈশেষ্য যে, ইনি যেমন সকল ধর্ম্মকে এক, সকল বিধানকে এক, সকল শাস্ত্রকে এক করিয়াছেন, তেমনই সকল সাধককে এক জন সাধক করিয়া তুলিয়া-

ছেন। সমুদায় ধর্ম্ম ও বিধানের ইতিহাস অন্বেষণ করিলে ইহার সাদৃশ্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল ধর্ম্মেই যিনি নেতা তিনি সর্ব্বোপরি অবস্থিতি করিয়াছেন, আপনার দিকে সকলকে আকর্ষণ করিয়াছেন, অনুগামিগণের নিরপেক্ষ হইয়া পরিচালনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, আপনাকে কখন সকলের সঙ্গে এক বা অধীন করিয়া রাখেন নাই। নববিধানে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যিনি নেতা তিনি আপনাকে কখন আর দশ জন হইতে স্বতন্ত্র করেন নাই, আমরা সকলে মিলিয়া এক জন ইহা তিনি বলিতেন ও বিশ্বাস করিতেন। পদোচিত বিশেষস্থল ভিন্ন অন্যত্র একাকী কিছু করেন নাই, সকলের একতাতে সমুদায় করিয়াছেন। যে স্থলে অণুমাত্র একতার ব্যাঘাত হইত সেখানে অতিপ্রিয় বিষয় হইলেও তখনই তাহা পরিহার করিয়াছেন। শেষে একত্ববাদ এত দূর প্রবলতর হইয়াছিল যে, অতি যৎসামান্য কার্য্যও মিলিত না হইয়া সম্পাদিত হইতে দিতেন না। এই একত্বের ভূমি আমাদিগের বর্ত্তমান দণ্ডায়মানের ভূমি এবং এখানেই আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

আমরা একা একা কিছুই নই, সকলে মিলিয়া আমরা দুর্জ্জয় সিংহ। দশগাছি তৃণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যখন অবস্থিত, তখন ইহারা অবহেলায় ছিন্ন হয়, কিন্তু দশগাছি একত্র হইয়া যখন একগাছি হয়, তখন কাহার সাধ্য উহাকে ছেদন করে। আমরা নববিধানের একতার ধর্ম্মে আর কিছু আয়ত্ত করিয়া থাকি আর নাই থাকি, এই যে দশ জন মিলিয়া এক জন ইহা আমরা শুধু বিশ্বাস করিয়াছি তাহা নহে, আমাদিগের তদ্ভিন্ন কোন কার্য্য চলে না। দশ জনের এক জন বক্র হইলে যেখানে যন্ত্র বন্ধ হইয়া যায়, সেখানে কি যে আশ্চর্য্য একতার ভূমিতে আমরা আছি, সকলে অতি সহজে বুঝিতে পারেন। আমাদের সহস্র দোষসত্ত্বে এই এক কারণে আমরা বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি এবং এ বিশেষত্ব কাহার সাধ্য নাই, আমাদিগের হইতে অপহরণ করে।

এই একতার অর্থ কি? স্বর্গরাজ্য। অন্যান্য ধর্ম্ম 'আসিতেছে' বলিতেন, আমাদিগের নবধর্ম্ম সেই রাজ্য জনচক্ষুর্গোচর করিয়াছেন। স্বর্গরাজ্য কোথায়? যেখানে সমুদায় ভিন্নতা একত্বে মিশিয়া গিয়াছে। নবধর্ম্ম কি তবে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন? হাঁ করিয়াছেন। যদি করিয়াছেন, তবে এত বিবাদ বিসংবাদ অসম্মিলন অশান্তি কেন? স্বর্গরাজ্যে এ সকল ত কোন দিন স্থান পায় না। নবধর্ম্ম রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু লোক সকলের বিমতিনিবন্ধন এই সকল অশান্তিকর ব্যাপার সমুপস্থিত। যদি অশান্তিই সমুপস্থিত তবে আর কেন বলিতেছ, স্বর্গরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে? স্থাপিত হইয়াছে এই জন্য বলিতেছি, যে, এ ধর্ম্মে সম্মিলিত না হইয়া একাকী কিছু করিতে কাহারও সামর্থ্য আছে দেখিতে পাইতেছি না। যাহাদিগের যাহা নিয়তি তদ্দ্বারা আমরা তাহাদিগের বিষয় বিচার করিব। যখন দেখিতেছি, সহস্র বিমতি উপস্থিত হইলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই নিয়তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই হইতেছে, তখন ইহা দৃশ্যমান স্বর্গরাজ্য ভিন্ন আর কি বলিব। যাঁহারা নবধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই বুঝিতেছেন, এই একতা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, তাই দিগ্‌দর্শনের শলাকার ন্যায় সেই দিকে তাঁহাদিগের গতি হইতেছে।

আমরা দৃশ্যমান স্বর্গরাজ্য কেবল নিয়তি লইয়া বলি নাই, শ্রীদরবারকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছি। এখানে সকলের ব্যক্তিত্ব একত্বে মিশিয়া গিয়াছে, একত্ব ভিন্ন এক দিন ও কার্য্য চলে না। পুরাকালে প্রত্যেক সাধক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেরণাধীন হইতেন, এখানে সমুদায় দলে তাহা নিবিষ্ট। দলের এক জনকে ছাড়িয়াও অন্য আর এক জনের কার্য্য চলে না। এক